অর্থবিদ্যা

ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত বিশ্লেষণ

বাণিজ্য স্নাতক পাঠক্রমের

Written according to the syllabuses of Three-Year Commerce Degree Courses of Calcutta, Burdwan, North Bengal and other Universities of West Bengal.

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

ভূমিকা

বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কাল হইতে এবং বিশেষত বিগত দশকে, অর্থবিদ্যার আলোচনা ও বিচার বিশ্লেষণে অনেক নূতন আলোকপাত ঘটিয়াছে, নূতন চিন্তার সূত্রপাত ঘটিয়াছে, নূতনতর তত্ত্বাদির পরীক্ষা নিরীক্ষা চলিয়াছে, নূতন চিন্তার আলোকে নূতন দৃষ্টিতে পুরাতন তত্ত্বসমূহের বিচার বিবেচনা চলিতেছে। কিন্তু বাঙ্‌লা ভাষায় রচিত অর্থবিদ্যার পাঠ্যপুস্তকগুলিতে ইহার অতি অল্পই প্রতিফলিত হইয়াছে বলা যায়।

স্নাতক পর্যায়ে মাতৃভাষায় অর্থবিদ্যার শিক্ষার্থিগণের আরেকটি অসুবিধা এই যে, ত্রিবর্ষ-স্নাতকক্রমে অর্থবিদ্যার যে পাঠক্রম রচিত হইয়াছে এবং উহাতে যে আধুনিক নবতর ধারায় অর্থবিদ্যার পঠনপাঠনের কথা পরিকল্পিত হইয়াছে, অধিকাংশ প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকই উহার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে। অথচ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রগুলি নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসরণে নূতন ধারায় রচিত হইতেছে। ফলে, প্রশ্নপত্র এবং পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে এই অসঙ্গতি বৎসরের পর বৎসর শিক্ষার্থি-গণের নিকট যেমন অর্থবিদ্যাকে পাঠ্যবিষয় রূপে অনাবশ্যক ভাবে দুরূহ করিয়া তুলিতেছে, তেমনি প্রতি বৎসরই পরীক্ষার্থিগণের মধ্যে প্রশ্নপত্রকে কেন্দ্র করিয়া অসন্তোষ ধূমায়িত হইতেছে। কারণ, যাহা প্রশ্নপত্রে জানিতে চাওয়া হয়, বাঙ্‌লা ভাষায় রচিত অর্থবিদ্যার প্রায় কোন পাঠ্যপুস্তকেই ঠিক তেমনি ভাবে বিষয়-বস্তুর আলোচনা পাওয়া যায় না।

ইহা ছাড়া আছে ভাষার অসুবিধা। মাতৃভাষায় রচিত হইলেই যে স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থিগণেব পক্ষে কোন পুস্তক সহজবোধ্য হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কারণ মাতৃভাষায় বা যে কোন ভাষায় রচনা এবং সহজবোধ্য আলোচনা এক নহে। এবিষয়ে আরেকটি অসুবিধা হইল ইংবেজী ভাষায় প্রশ্নপত্র বচনা এবং বাঙ্‌লা ভাষায় পঠনপাঠন। ফলে পরীক্ষার সময় প্রশ্নপত্রের মর্মার্থ অনুধাবনে অসুবিধা পরীক্ষার্থি-গণেব অসন্তোষে ইন্ধন যোগায়। অবশ্য আশা কবা যায় যে আগামী বৎসর হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অন্ততঃ ইহার প্রতিকার করিবেন।

মাতৃভাষায় অর্থবিদ্যার শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থিগণের উপরোক্ত অসুবিধাগুলির কথা বিশেষভাবে মনে রাখিয়াই বর্তমান গ্রন্থকারদ্বয় অর্থবিদ্যার এই পুস্তকটি রচনায় উদ্যোগী হইয়াছেন।

ত্রিবর্ষ পাঠক্রম অনুসারে স্নাতক মানের এই পুস্তকটি রচনা করিতে গিয়া, ইহাতে এক সম্পূর্ণ নূতন ধারা অনুসরণ করা হইয়াছে। অর্থবিজ্ঞানী জগতে বহু-দিন পূর্বে পরিত্যক্ত অথচ এদেশে প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকসমূহে বিশদভাবে আলোচিত যাবতীয় অপ্রয়োজনীয় বিষয় ও আলোচনা ইহাতে বর্জন করিয়া কেবল সর্বাধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী, বিচাব বিশ্লেষণ ও তত্ত্বাদি ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। ফলে, স্নাতক পর্যায়েও শিক্ষার্থিগণ ইহা দ্বারা অর্থবিদ্যার সর্বাধুনিক প্রচলিত ভাবধারার সংস্পর্শে আসিতে সক্ষম হইবেন।

কিন্তু আলোচনার মান ও সর্বাধুনিকতা বজায় রাখিতে গিয়া কোথাও ভাষার ত্রুটিতে আলোচনা ও ব্যাখ্যা যেন দুরূহ বা দুর্বোধ্য না হইয়া পড়ে সেদিকে অতিশয় যত্ন লওয়া হইয়াছে। এজন্য আলোচনা পদ্ধতিতেও বিশেষ যত্ন ও সতর্কতা গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি তত্ত্বের মূল বক্তব্যগুলি সরল ভাবে বর্ণনার পর যে সকল শর্তের উপর উহা নির্ভরশীল তাহা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনার সহিত উহাদের তাৎপর্যগুলিও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অতঃপর ধাপে ধাপে তত্ত্বটি নানা দৃষ্টান্ত এবং প্রয়োজনবোধে রেখা-

চিত্রের সাহায্যে সহজবোধ্য করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং সর্বত্রই প্রয়োজনীয় বিষয়-গুলিকে বিশদ ভাবে ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে সংক্ষিপ্তাকারে রাখা হইয়াছে।

পরিশেষে, প্রতি খণ্ডের শেষে প্রতি অধ্যায়ের বিশ্ববিদ্যালয় প্রশ্নাবলীর হইতে) বঙ্গানুবাদ দিয়া তৎসহ উত্তর সংকেত নির্দেশ করা হইয়াছে। ফলে, কি বিষয়বস্তু অনুধাবনে, কি নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থি-গণের এযাবৎ অনুভূত অসুবিধাগুলি সবিশেষ ভাবেই দূর করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থকারদ্বয় কতটা সফল হইয়াছেন তাহা শিক্ষার্থী ও পাঠকগণের বিচার্য।

শেষ কথা এই যে, অর্থবিদ্যার কলা ও বাণিজ্য স্নাতক পর্যায়ে যে পৃথক পাঠ-ক্রম রহিয়াছে তাহা সামগ্রিক ভাবে অর্থবিদ্যার ব্যষ্টিগত বিশ্লেষণ (মূল্যতত্ত্ব) এবং সমষ্টিগত বিশ্লেষণ (আয় ও নিয়োগতত্ত্ব, অর্থ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, সরকারী আয়-ব্যয়-ঋণ ব্যবস্থা ইত্যাদি), এই দুই অংশে বিভক্ত।

কলাস্নাতক শিক্ষাক্রমে প্রথম অংশটি (ব্যষ্টিগত অর্থবিদ্যা) প্রথম পত্র (First Paper) এবং দ্বিতীয় অংশটি (সমষ্টিগত অর্থবিদ্যা) দ্বিতীয় পত্র (Second Paper)। কিন্তু বাণিজ্য স্নাতক শিক্ষাক্রমে উভয় অংশ লইয়া অর্থবিদ্যার প্রথম পত্র (First Paper)। বর্তমান গ্রন্থটি বাণিজ্য স্নাতক পাঠক্রমের অর্থবিদ্যার প্রথম পত্রের বিশেষ উপযোগী করিয়া রচিত হইয়াছে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমান দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং বিদ্যোদয় লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিঃ এর বিভিন্ন বিভাগের কর্মিগণ গ্রন্থটির দ্রুত ও সুচারু মুদ্রণে অক্লান্ত সাহায্য করিয়া গ্রন্থকারদ্বয়কে অশেষ ঋণী করিয়াছেন।

অলক ঘোষ
অনিলকুমার বসাক

২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৬

C. U. & B.U. SYLLABUS FOR B. COM. (ECON.)

PAPER I.

Economics—Subject-matter and Scope. Consumer behaviour—Production. Factors of Production—Costs of Production—Organisation of Production—Monopoly and Combinations.

The Firm and the Market—Perfect and Imperfect Competition.

Factor Pricing—Wages, Interest, Profits and Rent. Monetary Systems—Banking and Central Banking. Monetary Theory—Income Employment and Output—Value of Money—Inflation and Deflation.

Monetary Policy—National and International Economic Institutions.

International Trade and Foreign Exchange—International Values—Balance of Payments—Exchange Rate determination—Exchange Control—Devaluation.

Government Finances—Taxation—Public Expenditure—Public Debts.

Economic Fluctuations—Causes and Remedies. Unemployment—Fiscal Policy vs. Monetary Policy.

The State and Economic Activities—Economic Planning.

Economic Systems—Capitalism, Socialism, Communism.

প্রথম ভাগ

ব্যষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণ

বিষয়-সূচী

: ব্যষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণ
PRICE THEORY : MICRO-ECONOMIC ANALYSIS

প্রথম খণ্ড ঃ ভূমিকা
PART ONE : INTRODUCTORY

অধ্যায়

প্রশ্নাবলী ও উত্তর সংকেত

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ ভোগকারীর আচরণ

PART TWO : CONSUMER BEHAVIOUR

প্রশ্নাবলী ও উত্তর সংকেত

তৃতীয় খণ্ড ঃ উৎপাদন ও যোগান

PART THREE : PRODUCTION AND SUPPLY

প্রশ্নাবলী ও উত্তর সংকেত

চতুর্থ খণ্ড : উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য

PART FOUR : EQUILIBRIUM OF THE FIRM

প্রশ্নাবলী ও উত্তর সংকেত

পঞ্চম খণ্ড : পণ্যের বাজার : বাজারের বিভিন্ন অবস্থায় দাম নির্ধারণ

PART FIVE : THE PRODUCT MARKET : PRICING UNDER DIFFERENT MARKET CONDITIONS

প্রশ্নাবলী ও উত্তর সংকেত

ষষ্ঠ খণ্ড : উপাদানের দাম নির্ধারণ

PART SIX : FACTOR PRICING

প্রশ্নাবলী ও উত্তর সংকেত

প্রথম খণ্ড ভূমিকা
INTRODUCTORY

অধ্যায়

১

অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু ও পরিধি
SUBJECT MATTER AND SCOPE

[আলোচিত বিষয়ঃ অর্থবিদ্যার সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু—অর্থনীতিক সমস্যাসমূহের প্রকৃতি—অর্থবিদ্যার আলোচনার পরিধি—অর্থনীতিক বিধিগুলির প্রকৃতি—মৌলিক অনুমিত শর্তাবলী—অর্থবিদ্যার ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি—অর্থবিদ্যার গুরুত্ব]

যে কোন বিদ্যা, বিজ্ঞান বা শাস্ত্রের আলোচনার সূত্রপাতেই উহার বিষয়বস্তু নির্দেশ করিতে এবং একটি বা যথাসম্ভব অল্প কয়েকটি বাক্য সমষ্টির দ্বারা সংক্ষেপে উহার সারমর্ম বা সংজ্ঞা প্রকাশ করিতে হয়। ইহাই প্রচলিত রীতি। অর্থবিদ্যাও এই প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম নহে। সম্ভবতঃ ইহার সুবিধা এই যে, ইহার দ্বারা অন্যান্য বিদ্যার সহিত আলোচ্য বিদ্যার পার্থক্য নির্দেশ করা যায় এবং উহার নিজস্ব বিষয়বস্তু যথাসম্ভব সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত করা যায়। কিন্তু ইহার দুইটি প্রধান অসুবিধাও আছে। প্রথমত, মানব সমাজ ও সভ্যতার সদা-বিবর্তন ও অগ্রগতির সহিত মানুষের চিন্তাধারা ও বিবিধ বিষয় সম্পর্কে তাহার ধ্যানধারণারও পরিবর্তন ঘটিতেছে। ইদানীংকালে চিন্তা জগতের পরিবর্তনের গতিবেগ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে একই বিদ্যা, বিজ্ঞান বা শাস্ত্রের পুরাতন সংজ্ঞা ও উহার বিষয়বস্তু সম্পর্কে পুরাতন ধারণা বর্জিত হইতেছে, নূতনতর সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তুর নবতর নির্দেশনা উহার স্থান গ্রহণ করিতেছে। প্রত্যেক জীবন্ত বিদ্যা ও শাস্ত্র সম্পর্কেই একথা সত্য। কিন্তু সমাজবিদ্যা বা সমাজবিজ্ঞান ও উহার বিবিধ শাখাগুলি সম্পর্কে ইহা আরও বেশি সত্য। এবং অর্থবিদ্যা সমাজবিজ্ঞানেরই অন্যতম অংশ। কাহারও কাহারও মতে যিনি অর্থবিদ্যার প্রথম আলোচক ও বিশ্লেষক, সেই এরিষ্টটলের (খৃঃ পূঃ ৩৮৪—৩২২) সহিত যে কোন সর্বাধুনিক অর্থবিজ্ঞানীর অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু ও সংজ্ঞা সম্পর্কে ধারণার মধ্যে মিল অপেক্ষা অমিল-ই বেশি ধরা পড়িবে। দ্বিতীয় অসুবিধা এই যে, যেহেতু প্রত্যেক প্রতিভাবান পণ্ডিত মনীষীই নিজস্ব মৌলিক চিন্তা ও ধ্যানধারণার প্রয়োগে বিষয়টির উপর নূতন আলোকপাতের চেষ্টা করেন সেহেতু, একই বিদ্যা সম্পর্কে আলোচনায় উহার বিষয়বস্তু ও সংজ্ঞা সম্পর্কে একের ধারণার সহিত অপরের ধারণার কিছু না কিছু পার্থক্য থাকে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলিতে ইহা প্রায় না থাকিলেও, সমাজ বিজ্ঞানে ইহা খুবই বেশি দেখা যায়। একারণে, এমনকি সমকালীন অর্থবিজ্ঞানিগণের মধ্যেও অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু ও সংজ্ঞা লইয়া বিতর্কের শেষ নাই। অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু ও সংজ্ঞার আলোচনা করিতে হইলে এই কয়েকটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন।

সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু
DEFINITION AND SUBJECT MATTER

এরিস্টটলের মতে যাহা ছিল গার্হস্থ্য বিষয় সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিদ্যা[1] ইয়োরোপের মার্কেন্টাইলিস্টগণের (ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত) নিকট

1. 'The Science of household management.'

যাহা ছিল রাষ্ট্রের দৃষ্টিকোণ হইতে সম্পদ আলোচনার বিদ্যা, তাহাই যখন অষ্টাদশ শতকের শেষে ইংলণ্ডের অধ্যাপক অ্যাডাম স্মিথের মননশীলতায় 'জাতিসমূহের সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান'[২]-এর বৈজ্ঞানিক বিদ্যায় পরিণত হইল, আধুনিক বিশ্ববিদ্যার জগতে তখনই অর্থবিদ্যা নামে একটি নূতন বিজ্ঞানের জন্ম হইল বলা যায়। ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থের প্রকাশনার সহিত ইহার সূত্রপাত। তাহার পর হইতে দীর্ঘকাল ধরিয়া ইংলণ্ডের 'ক্লাসিক্যাল স্কুল' নামে পরিচিত অ্যাডাম স্মিথ ও তাঁহার অনুগামিগণের নিকট 'সম্পদ'[৩]-ই অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয়রূপে গণ্য ছিল। ইঁহাদের অন্যতম, মিলের মতে অর্থবিদ্যা ছিল 'সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবহারিক বিজ্ঞান'।[৪] অর্থবিজ্ঞানিগণের এই গোষ্ঠীর অন্যতম নাসাউ সিনিয়র সম্পদ কি তাহা বুঝাইতে গিয়া বলিলেন, সম্পদ বলিলে বুঝিতে হইবে 'ঐ সমস্ত জিনিস এবং শুধু ঐ সমস্ত জিনিসই যাহা হস্তান্তরযোগ্য, যোগানে সীমাবন্ধ এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আনন্দদায়ক বা বেদনা নিবারক; অথবা একই কথায় বলিতে গেলে যাহা বিনিময় যোগ্য অথবা যাহাদের মূল্য আছে।'[৫] ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানিগণের দ্বারা সম্পদের এই প্রকার ব্যাখায় অর্থবিদ্যার আলোচনা যখন শুধু বস্তুগত সম্পদের[৬] আলোচনার সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ হইয়া পড়িল, অর্থবিদ্যা বলিতে যখন শুধুই সম্পদের আলোচনার শাস্ত্র—কি করিয়া শুধু বৈষয়িকসম্পদ বৃদ্ধি ও উহার বন্টন করা যায়—তাহার আলোচনা বুঝাইতে লাগিল, তখন অনিবার্যভাবেই নানাদিক হইতে ইহার নির্মম সমালোচনা শুরু হইল। চিন্তানায়ক কার্লাইল ও রাস্কিন ইহাকে 'যখের বাণী'[৭], 'একটি বর্ণসংকর বিজ্ঞান, কি করিয়া ধনী হওয়া যায়, তাহার বিজ্ঞান'[৮] ইত্যাদি তীব্র নিন্দাসূচক আখ্যায় ভূষিত করিলেন। অর্থবিদ্যা সম্পর্কে ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানীদের ধ্যানধারণার উপর আক্রমণ আসিল জার্মানীর হিস্টরিক্যাল বা ঐতিহাসিক স্কুল নামে পরিচিত অর্থবিজ্ঞানিগণের গোষ্ঠী হইতে আর অষ্ট্রিয়ার অষ্ট্রিয়ান স্কুল নামে পরিচিত আর এক ধনবিজ্ঞানীগোষ্ঠী এবং ইংলণ্ডের পণ্ডিত জেভোন্‌স্‌-এর নিকট হইতে। অর্থবিদ্যার ক্লাসিক্যাল ধ্যান-ধারণাকে পরিবর্তনশীল বাস্তবজীবনের সহিত সম্পর্কশূন্য এক অচলায়তনের তত্ত্ব বলিয়া প্রথম দল উপহাস করিলেন। দ্বিতীয় দল আক্রমণ করিলেন ক্লাসিক্যাল অর্থবিদ্যার উৎপাদন খরচের তত্ত্বকে। ওদিকে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশের সহিত ইয়োরোপের দেশগুলিতে, বিশেষত ইংলণ্ডে, উৎপাদনের বৃদ্ধি সমাজে ধনী দরিদ্রের বৈষম্যকে প্রকট করিয়া কলকারখানার মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে তীব্র বিরোধের সৃষ্টি করিয়া অ্যাডাম স্মিথ কর্তৃক প্রচারিত মালিক ও শ্রমিকের স্বার্থের 'হারমণি' বা সামঞ্জস্যের তত্ত্বকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। ক্লাসিক্যাল অর্থবিদ্যার সমগ্র কাঠামো এক বিপুল বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইল। এই সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে দেখা দিলেন অ্যালফ্রেড মার্শাল।

সমালোচকগণের আপত্তি দূর করিতে ও অর্থবিদ্যার সহিত জীবনের যোগসূত্র স্থাপনের জন্য, মার্শালকে নূতন করিয়া অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু ও সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে হইল। এবং ইহা করিতে গিয়া, বলা যায়, তাঁহার হস্তে অর্থবিদ্যার পুনর্জন্ম ঘটিল। অর্থবিদ্যার নূতন নামকরণও ঘটিল তাঁহার হস্তে। এতদিন যাহা 'পলিটিক্যাল ইকনমি'

---

2. 'An enquiry into the nature and causes of the wealth of nations.'
3. Wealth.
4. 'The practical science of production and distribution of wealth'—J. S. Mill.
5. "all those things and those things only which are transferable, and limited in supply and are directly or indirectly productive of pleasure or preventive of pain ; or to use an equivalent expression, which are susceptible of exchange or....which have value...."—Nassau William Senior.
6. Material Goods.
7. 'A gospel of the Mammon'—Carlyle.
8. 'a bastard science, the science of getting rich'—Ruskin.

বা রাষ্ট্রনীতিক অর্থনীতি নামে পরিচিত ছিল, মার্শালই তাহাকে বিজ্ঞান পদবাচ্য করিবার জন্য 'ইকনমিক্‌স্‌' বা অর্থনীতি বা অর্থবিদ্যা নামে সর্বপ্রথম অভিহিত করিলেন। শুধু সম্পদকে অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু বলিয়া গণ্য করিবার পরিবর্তে তিনি ইহাকে একদিকে সম্পদ ও অপরদিকে মানুষের কার্যকলাপের একাংশের আলোচনার শাস্ত্র[9] বলিয়া নির্দেশ করিলেন এবং এই শেষেরটির উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিলেন। তাঁহার ভাষায় অর্থবিদ্যা 'জীবনের সাধারণ কার্যকলাপের ক্ষেত্রে মানব জাতির আলোচনা'[10]য় পরিণত হইল। ধনতন্ত্রের বিকাশের সহগামী ফল স্বরূপ মুষ্টিমেয়র ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধির সহিত অধিকাংশের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের স্বতঃবিরোধিতার মীমাংসার উদ্দেশ্যে, অর্থ-বিদ্যাকে ফলবতী বিদ্যায় পরিণত করিবার জন্য তিনি ইহাকে মানবজীবনের বাস্তব অবস্থার উন্নয়নের, মঙ্গল বৃদ্ধির এক অস্ত্র বা উপায় হিসাবে গণ্য করিলেন। অর্থবিদ্যাকে নৈতিক ও মানবতার উপাদানে সমৃদ্ধ এক মানবধর্মী বিজ্ঞানে পরিণত করিলেন। তাঁহার ভাষায় ইহার পরিপূর্ণ সংজ্ঞা দাঁড়াইল : "রাষ্ট্রনীতিক অর্থনীতি বা অর্থবিদ্যা হইতেছে জীবনের সাধারণ কার্যকলাপের ক্ষেত্রে মানবজাতির আলোচনার শাস্ত্র; মঙ্গলের বাস্তব উপকরণগুলি আয়ত্ত ও ব্যবহারের সহিত যাহা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, ইহা সেই সকল ব্যক্তিগত ও সামাজিক কার্যকলাপের পর্যালোচনা করে।[11] ইহার ফলে সম্পদ আর অর্থবিদ্যার লক্ষ্য-বস্তু রহিল না, লক্ষ্যবস্তু হইয়া পড়িল—মানুষ ও তাহার মঙ্গল, এবং সম্পদ হইয়া পড়িল ঐ লক্ষ্য লাভের উপায় মাত্র। ইহার পর দীর্ঘকাল ধরিয়া মার্শাল নির্দেশিত বিষয়-বস্তু ও সংজ্ঞা-ই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু ও সংজ্ঞা বলিয়া অর্থবিজ্ঞানিগণের অধিকাংশের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল এবং এই মার্শালীয় চিন্তাধারা অনুসরণ করিয়া লক্ষ্য হিসাবে মানবকল্যাণের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়া অর্থবিদ্যার পঠনপাঠন আলোচনা চলিতেছিল। সেই ঐকতানে ছন্দপতন ঘটাইলেন ইংলণ্ডের লায়নেল রবিন্‌স্‌।

রবিন্‌স্‌ অর্থবিদ্যার মার্শালীয় বিষয়বস্তু ও সংজ্ঞা পরিবর্তনের দাবি তুলিলেন। তিনি মানুষের জীবনের তিনটি সর্বব্যাপী মৌলিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন,—

ক. মানুষের অভাব বা উদ্দেশ্য[12] বহু।

খ. এই সকল অভাব বা উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তাহার হাতে যে সময় এবং উপায়-সমূহ[13] আছে তাহা সীমাবদ্ধ বা স্বল্প এবং ঐগুলি আবার বিবিধ ব্যবহারের[14] উপযোগী।

গ. বিবিধ অভাব বা উদ্দেশ্যগুলির তুলনামূলক গুরুত্ব অনুসারে, উহাদের কোন্‌ কোন্‌টির পূরণের জন্য স্বল্প উপায় বা উপকরণগুলি নিয়োগ করা হইবে, অর্থাৎ ঐ সকল বিবিধ ব্যবহারোপযোগী উপকরণগুলির মধ্যে কোন্‌টি কোন্‌ ব্যবহারের জন্য নির্বাচন[15] করা হইবে, মানুষকে সর্বদাই তাহা স্থির করিতে হইতেছে। ইহাতেই তাহার সারা জীবন কাটিতেছে।

ইহা হইতে রবিন্‌সের সিদ্ধান্ত হইতেছে: "গুরুত্বের তারতম্যবিশিষ্ট বিবিধ উদ্দেশ্যগুলি তৃপ্তির উপকরণসমূহের স্বল্পতাই হইতেছে মানুষের আচরণের প্রায় সর্বব্যাপী

9. "It is on the one side a study of wealth; and on the other and more important side, a part of the study of man."—Marshall.
10. "Economics is a study of mankind in the ordinary business of life;. . . ."—Marshall.
11. "Political Economy or Economics is a study of mankind in the ordinary business of life; it examines that part of the individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of the material requisites of well-being."—Marshall.
12. Ends. 13. Means. 14. Alternative uses. 15. Choice.

এক পরিবেশ।"[১৬] সুতরাং তাঁহার মতে অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু সম্পদও নয়, কল্যাণ বা মঙ্গলও নয়, উহা হইল সর্বব্যাপী স্বল্পতাকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের আচরণ। বিবিধ ব্যবহারোপযোগী স্বল্প উপায়গুলির দ্বারা মানুষ কি ভাবে তাহার অসংখ্য অভাব বা উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, মানুষের সে আচরণই অর্থবিদ্যার বিষয়-বস্তু। তাঁহার কথায়ঃ "অর্থবিদ্যা হইতেছে সেই বিজ্ঞান যাহা বহুবিধ উদ্দেশ্য এবং বিবিধ বিকল্প ব্যবহারোপযোগী উপায়সমূহের মধ্যে সম্পর্ক রূপে মানুষের আচরণের আলোচনা করে।"[১৭]

এইরূপে তাঁহার নবতর সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু নির্দেশ দ্বারা রবিন্‌স্ অর্থবিদ্যাকে যেমন বিশ্লেষণধর্মী করিয়া তুলিলেন, তেমনি উহার বিষয়বস্তুর প্রকৃতিকে স্বল্পতার সার্বিক[১৮] উপাদানে সমৃদ্ধ করিলেন।

রবিন্‌স্‌ও অবশ্য সমালোচনার হাত হইতে রক্ষা পান নাই। তাঁহার বিরুদ্ধে দুইটি প্রধান সমালোচনার একটি হইল যে, অর্থবিদ্যা সম্পর্কে তাঁহার সংজ্ঞা গ্রহণ করিলে অর্থবিদ্যার আলোচনা হইতে মানবিক কল্যাণের[১৯] আলোচনা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে হয় এবং শুধুই স্বল্পতার সমস্যার আলোচনার সংকীর্ণ গন্ডিতে অর্থবিদ্যা আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ইহা অবাঞ্ছনীয়। অপরটি হইল এই যে, রবিন্‌সের সংজ্ঞাতে অর্থবিদ্যার সমাজ-বিজ্ঞান-চরিত্রটি প্রতিফলিত হয় নাই। স্বল্পতার সমস্যাটি শুধু ব্যষ্টিমানবের সমস্যা নহে ইহা সমষ্টিরও সমস্যা। স্বল্পতার দরুন একের আচরণ অপর বহুর আচরণকে প্রভাবিত করে বলিয়াই স্বল্পতার সমস্যা সমগ্র মানব সমাজের সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। প্রকৃত-পক্ষে একারণেই স্বল্পতার সমস্যা অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু রবিন্‌সের সংজ্ঞাতে অর্থবিদ্যার এই সমাজচরিত্রটি ধরা পড়ে নাই।

বলা বাহুল্য, এই সমালোচকগণ রবিন্‌সের দৃষ্টিভঙ্গীর সারবত্তা স্বীকার করিলেও অর্থবিদ্যার সুপ্রাচীন ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের ঐতিহ্যবাহী মার্শালীয় মানবতামুখী ও কল্যাণ-বাদী ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ বর্জনের পক্ষপাতী নহেন। কেয়ার্নক্রসের মত ইঁহাদের কেহ কেহ এজন্য উভয় দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে রবিন্‌সের সংজ্ঞাটির সংস্কার করিয়া বলিতে চাহেন যে, "সাধারণ মানুষ কিভাবে তাহাদের অভাবগুলির সহিত স্বল্পতার সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং বিনিময়ের মধ্য দিয়া কিভাবে এই চেষ্টাগুলি পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতেছে, অর্থবিদ্যা হইল তাহার আলোচনাকারী একটি সমাজ বিজ্ঞান"।[২০]

কিন্তু তাঁহার সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, অর্থবিদ্যার আলোচনায় যে বিশ্লেষণ-মূলক নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর ইঙ্গিত রবিন্‌স্ দিলেন, অর্থবিদ্যার আলোচনায় মার্শালীয় চিন্তাধারার পাশাপাশি তাহা আর এক সমান্তরাল চিন্তাধারার খাত রচনা করিয়াছে। সাম্প্রতিক বহু অর্থবিজ্ঞানী মার্শাল অপেক্ষা রবিন্‌সের সংজ্ঞারই অধিকতর পক্ষপাতী। ইঁহাদের অন্যতম স্টোনিয়ের এবং হেগ-এর মতেঃ "অর্থবিদ্যা হইতেছে মূলত স্বল্পতা এবং স্বল্পতা যে সকল সমস্যার সৃষ্টি করে উহাদের আলোচনার শাস্ত্র।"[২১] অর্থাৎ, সাম্প্রতিক অর্থবিজ্ঞানিগণের অধিকাংশই স্বল্পতা ও নির্বাচন এই দুইটিকে অর্থবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয়রূপে গণ্য করেন এবং এই দুইটির ভিত্তিতে অর্থবিদ্যার সংজ্ঞা দিতে

16. "......scarcity of means to satisfy ends of varying importance is an almost ubiquitous conditions of human behaviour."—Robbins.
17. "Economics is the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses."—Robbins. 18. Universality. 19. Welfare.
20. "Economics is a social science studying how people attempt to accommodate scarcity to their wants and how these attempts interact through exchange."—Cairncross.
21. "Economics is fundamentally a study of scarcity and of the problems to which scarcity gives rise."—Stonier & Hague.

চাহেন। বর্তমানে অর্থবিদ্যার এই ধারাই ক্রমবর্ধমান। ইঁহাদের মতে, পরস্পরের প্রতি-যোগী উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে কিরূপে স্বল্প উপকরণগুলির বিলিবন্টন ঘটিতেছে[22] তাহাই অর্থবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয়। ইহার সহিত আলোচ্য বিষয়রূপে আর একটি বিষয়ের উপর ইঁহারা গুরুত্ব আরোপের পক্ষপাতী। বিষয়টি হইতেছে কর্মসংস্থান ও আয়। কীনস্ই প্রথম ইহার গুরুত্বের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একারণে অতি সাম্প্রতিক অর্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে কাহারও কাহারও মতে অর্থবিদ্যার সর্বাধুনিক পূর্ণাংগ সংজ্ঞা হইতেছে যে অর্থবিদ্যা হইল, **"স্বল্প উপকরণসমূহের বিলিবণ্টন এবং কর্মসংস্থান ও আয়ের নির্ধারক বিষয়সমূহের আলোচনা।"**[23]

অর্থনীতিক সমস্যাসমূহের প্রকৃতি
NATURE OF ECONOMIC PROBLEMS

মানুষের অভাব অনন্ত ও অসীম অথচ তাহার আয়ু এবং আয় বা ক্ষমতা যেমন সীমাবদ্ধ, তেমনি যে সকল উপায় বা উপকরণের দ্বারা তাহার অভাব তৃপ্ত হইতে পারে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় শোচনীয়ভাবে সীমাবদ্ধ বা স্বল্প এবং এই সকল উপায় বা উপকরণগুলি বিবিধভাবে ব্যবহারযোগ্য। প্রয়োজনীয় উপায় বা উপকরণের স্বল্পতার এক সর্বব্যাপী আবেষ্টনী দ্বারা মানুষের প্রাত্যহিক জীবন পরিবেষ্টিত। এই পরিস্থিতিতে মানুষ কি করিয়া একাধিক বিকল্প ব্যবহারযোগ্য স্বল্পতম উপায়ের সাহায্যে তাহার সর্বাধিক অভাব তৃপ্তির চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে, বারংবার স্বল্পতার সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিতেছে তাহাই অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। বহুবিকল্প ব্যবহারযোগ্য স্বল্পতম উপায়ের দ্বারা তাহার সর্বাধিক অভাব তৃপ্তির অবিরাম প্রচেষ্টা লইয়াই মানুষের অর্থনীতিক জীবন ও অর্থনীতিক কার্যাবলী গঠিত।

বলা বাহুল্য, মানুষের অর্থনীতিক জীবনে স্বল্পতার সমস্যাই মূল বা সর্বপ্রধান সমস্যা। যদি অভাব তৃপ্তির উপায়গুলি প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প না হইত, যদি খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মাদির সকলই প্রয়োজনের তুলনায় অধিক পাওয়া যাইত, তবে স্বল্পতার সমস্যা বলিয়া কিছু থাকিত না, অর্থবিদ্যারও জন্ম হইত না। কিন্তু মানুষের দুর্ভাগ্য, বহুদিন পূর্বেই সে স্বর্গোদ্যান হইতে বিতাড়িত হইয়াছে।

অভাবতৃপ্তির উপায়গুলি প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প এবং উহারা বহুবিকল্প ব্যবহার-যোগ্য বলিযা যে দ্বিতীয় অর্থনীতিক সমস্যার উৎপত্তি ঘটিযাছে তাহা হইল পছন্দ বা নির্বাচনের সমস্যা। অভাবগুলির সকলের গুরুত্ব এক নহে, কোনটির বেশি কোনটির কম। উপায়গুলির বিকল্প ব্যবহারের সবগুলিও একরূপ ফলদায়ক নহে। একই উপায় বা উপকরণের এক প্রকার ব্যবহার অপেক্ষা অন্য প্রকার ব্যবহারে অধিকতর ফল পাওয়া যাইতে পারে। আবার এক প্রকার ব্যবহার করিলে উপকরণটি আর অন্য প্রকারে ব্যবহার করা যায় না। একটি উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে গেলে অপর আর একটি উদ্দেশ্য ত্যাগ করিতে হয়। একই খণ্ড জমিতে একই সংগে চাষবাস ও মাছের চাষ চলে না। সুতরাং এই কারণে, কোন্ উপকরণটি কোন্ অভাবতৃপ্তির জন্য নিয়োগ করা হইবে, এবং উহার বহুবিকল্প ব্যবহারের মধ্যে কোন্‌টিকে কাজে লাগান হইবে মানুষকে সর্বদাই সে সমস্যার সমাধান করিতে হইতেছে; সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত লইতে হইতেছে। ইহাই পছন্দ বা নির্বাচনের সমস্যা।

মানুষের অর্থনীতিক কার্যাবলীর উদ্দেশ্য অভাবতৃপ্তি। ভোগের দ্বারাই অভাবের তৃপ্তি ঘটে। কিন্তু এজন্য চাই অবিরাম অসংখ্য দ্রব্যসামগ্রী আর সেবাকর্মের উৎপাদন। আর এক্ষেত্রে সর্বদা, তাহাকে স্বল্পতা ও নির্বাচনের সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইতেছে

22. Allocation of scarce resources among competing ends.
23. "Economics can....be briefly defined as the study of administration of scarce resources and of the determinants of employment and income."—Bober.

এবং তাহার সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত লইতে হইতেছে।

স্বল্পতা ও নির্বাচনের এই সমস্যা দুইটি কার্যত আমাদের নিকট তিনটি আকারে দেখা দিতেছে—**কি, কিভাবে এবং কাহার জন্য**[24]।

১. কি কি দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মাদি উৎপাদন করা হইবে এবং কি কি পরিমাণে তাহা উৎপন্ন হইবে? স্বল্পতার সমস্যা হইতেই সরাসরি এই প্রশ্নটি দেখা দিয়াছে। ইহার সমাধান করিতে হইলে স্বল্প উপকরণগুলি উহাদের বহুবিকল্প ব্যবহারের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যবহারে নিয়োগ বা বণ্টন করিতে হইবে তাহা স্থির করিতে হয়। ধানের উৎপাদন বাড়ান হইবে, না পাটের উৎপাদন? এবৎসর কম কাপড় ও বেশি সিমেন্ট এবং আগামী বৎসর বেশি কাপড় ও জুতা না এবৎসর কম সিমেন্ট ও বেশি কাপড় এবং আগামী বৎসর বেশি সিমেন্ট ও কম কাপড়? ধনতান্ত্রিক সমাজে বিবিধ ব্যবহারের মধ্যে উপকরণগুলির বন্টন[25] ঘটে মূল্য ব্যবস্থার[26] মধ্য দিয়া। অর্থবিদ্যার যে শাখায় ইহা আলোচিত হয় তাহা **মূল্যতত্ত্ব**[27] নামে পরিচিত।

২. কিভাবে বা কি উপায়ে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মাদি উৎপাদন করা হইবে? অর্থাৎ কাহার দ্বারা কোন্ উপকরণ সহযোগে এবং কোন্ প্রযুক্তিবিদ্যাগত[28] উপায়ে সেসকল উৎপন্ন হইবে? একই পরিমাণ দ্রব্য, অধিক শ্রমিক ও অল্প পুঁজি কিংবা অধিক পুঁজি ও অল্প শ্রমিকের সাহায্যে উৎপাদন করা যায়। জলশক্তি, পরমাণুশক্তি অথবা বাষ্পীয় শক্তি, কোন্‌টির দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইবে? ক্ষুদ্র জোতের দ্বারা না সমবায় খামারের দ্বারা, অথবা বৃহদায়তন ব্যক্তিগত জোতের দ্বারা কৃষিকার্য চালান হইবে? অর্থবিদ্যার যে শাখায় বিভিন্ন **উৎপাদন পদ্ধতির পর্যালোচনা করা হয়** তাহা হইল **উৎপাদন তত্ত্ব**[29]।

৩. কাহার জন্য দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মাদি উৎপন্ন হইবে? কে এই সকল সামগ্রী ভোগ করিবে? অর্থাৎ, সমাজের অধিবাসিগণের মধ্যে কিভাবে উৎপন্ন সামগ্রীর বণ্টন ঘটিবে? উৎপাদন কাহার জন্য করা হইবে, ধনী অথবা গরীবের জন্য, মুষ্টিমেয়র জন্য না অধিকাংশের জন্য তাহা নির্ভর করে দেশের মধ্যে আয়ের বণ্টনের উপর। অর্থবিদ্যার যে অংশে ইহা আলোচিত হয় তাহা হইল **বণ্টন তত্ত্ব**[30]।

এই তিনটি প্রধান অর্থনীতিক সমস্যার সহিত আরও তিনটি সমস্যা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

ইহাদের একটি হইতেছেঃ উৎপাদন ও বণ্টন কার্যের দক্ষতার সমস্যা। বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যে উপকরণসমূহের পুনর্বণ্টনের দ্বারা যদি দেখা যায় যে, বহুবিধ উৎপন্ন-সামগ্রীর মধ্যে অন্যান্যগুলির উৎপাদনের পরিমাণ একরূপ রহিলেও উহাদের একটির উৎপাদন অন্ততঃ এক একক বাড়িয়াছে, তবে বুঝিতে হইবে যে পূর্বের উৎপাদন ব্যবস্থা সুদক্ষ ছিল না। তেমনি বণ্টনের ক্ষেত্রেও যদি দেখা যায় যে, জাতীয় উৎপন্নের[31] পুনর্বণ্টন দ্বারা অন্য সকলের অবস্থার হেরফের না ঘটাইয়া অন্ততঃ একটি ব্যক্তির অবস্থার পূর্বাপেক্ষা উন্নতি ঘটিয়াছে, তবে বুঝিতে হইবে যে, পূর্বের বন্টন ব্যবস্থার দক্ষতা কম ছিল। অর্থবিদ্যার যে শাখায় ইহার আলোচনা করা হয় তাহা **লোককল্যাণ অর্থবিদ্যা**[32] নামে পরিচিত।

দ্বিতীয় সমস্যাটি হইতেছে, দেশের যাবতীয় উপকরণগুলির পূর্ণতম ব্যবহার বা নিয়োগের সমস্যা। উপকরণের স্বল্পতাই মৌলিক অর্থনীতিক সমস্যা, একথা সত্য হওয়া সত্ত্বেও, ইহাও কম সত্য নহে যে, উহাদের পূর্ণতম ব্যবহারের অভাব, আংশিক ব্যবহার অথবা উহাদের মোটেই নিয়োগ না করা, অর্থাৎ কর্মহীনতার ঘটনা মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ

24. What, how and for whom. 25. Resource allocation.
26. Price System. 27. Price Theory. 28. Technological.
29. Theory of Production. 30. Theory of Distribution.
31. National Product. 32. Welfare Economics.

সত্য। ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে নানা কারণে উপকরণের আংশিক ব্যবহার কিংবা উহাদের কর্মহীনতা সাধারণ ঘটনা হইলেও, পশ্চিমী অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও ইহা ঘটিতে দেখা যায়। ইহা যাবতীয় উপকরণের অপচয় ছাড়া আর কিছু নহে। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দার সময়ে ইহা তীব্র আকারে প্রকাশ পায়। **অর্থবিদ্যার বাণিজ্যচক্র তত্ত্ব**[৩৩] নামক শাখায় ইহার পর্যালোচনা করা হয়।

তৃতীয়টি হইতেছে, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির সমস্যা। দেশবাসীর জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নের প্রয়োজনে অর্থনীতির উৎপাদনক্ষমতার উত্তরোত্তর বিকাশ ও বৃদ্ধি প্রয়োজন। উৎপাদন ক্ষমতার বিকাশ ও বৃদ্ধির নির্ধারকগুলি কি, কেন একদেশ অপেক্ষা অপর দেশের উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধির হার অধিক তাহা অর্থবিদ্যার যে শাখায় আলোচিত হয় তাহা **অর্থনীতিক উন্নয়ন ও বিকাশের তত্ত্ব**[৩৪] **নামে পরিচিত।**

বিভিন্ন অর্থনীতিক ব্যবস্থায়, ভোগকারীরা ব্যক্তিগতভাবে, উৎপাদনকারীরা একক ও গোষ্ঠীগতভাবে, শ্রমিক ও কৃষকসংগঠনগুলি ও সর্বোপরি রাষ্ট্র বা সরকার সকলেই, কম-বেশি পরিমাণে উপকরণসমূহের ব্যবহার নির্বাচন সম্পর্কে সিদ্ধান্তে অংশ লইয়া থাকে।

অর্থবিদ্যার আলোচনার পরিধি
SCOPE OF ECONOMICS

কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারাবদ্ধ জ্ঞানসমষ্টি যদি বিজ্ঞানের সংজ্ঞা হয়, তবে অর্থবিদ্যাকে অবশ্যই বিজ্ঞান বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু, সে সম্পর্কে ধারাবদ্ধ জ্ঞানসমষ্টি, কতকগুলি সাধারণ মৌলিক নীতি ও বিধি, বিষয়বস্তু আলোচনার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ইত্যাদি বিজ্ঞানের যাহা কিছু প্রধান লক্ষণ তাহার সকলই অর্থবিদ্যায় বর্তমান। সুতরাং বিজ্ঞান হিসাবে পরিগণিত হইবার অনস্বীকার্য দাবি অর্থবিদ্যার রহিয়াছে।

কিন্তু অর্থবিদ্যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের[৩৫] অন্তর্গত নহে, উহা সমাজবিজ্ঞানের[৩৬] শাখা। কারণ উহা সমাজবদ্ধ সাধারণ মানুষের আচরণের একাংশের—আচরণের যে অংশ অভাব-মোচনের জন্য স্বল্পতার সহিত সীমাহীন অভাবের সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টার সহিত জড়িত, তাহার আলোচনা করে।

বিজ্ঞান দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণীর বিজ্ঞান যাহা বিদ্যমান[৩৭] শুধু তাহারই আলোচনা করে, অনুসন্ধান করে, কার্যকারণ বিশ্লেষণ করে। ইহাকে ‘পজিটিভ সায়েন্স’[৩৮] বা অস্তিবাচকবিজ্ঞান বলে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এই শ্রেণীর। ইহার কাজ তথ্য লইয়া। আর এক প্রকার বিজ্ঞান আছে যাহা, ‘যা হওয়া উচিত’[৩৯], যাহা বাঞ্ছনীয়, তাহার আলোচনা করে। এইরূপ বিজ্ঞানকে আদর্শবাচক বিজ্ঞান[৪০] বলা হয়। ইহা ভাল মন্দর বিচার[৪১] করে, বাঞ্ছনীয় অবাঞ্ছনীয় নির্দেশ করে, উচিত অনুচিতের প্রশ্ন তোলে। পজিটিভ সায়েন্স আলোকবাহী[৪২] আর নর্ম্যাটিভ সায়েন্স হইতেছে ফলবাহী[৪৩]।

অর্থবিদ্যার আলোচনার পরিধি লইয়া একদা তীব্র বিতর্কের সূত্রপাত ঘটিয়াছিল। অধ্যাপক পিগু প্রমুখ অনেকের মতে অর্থবিদ্যা একটি অস্তিবাচক বিজ্ঞান। ইহার কাজ হইতেছে যাহা বিদ্যমান এবং যাহা ঘটিতে যাইতেছে শুধু তাহারই আলোচনা করা, বিশ্লেষণ করা। ইহা আদর্শবাচক বিজ্ঞান নয়, সুতরাং কি হওয়া উচিত বা উচিত নহে, তাহা ইহার আলোচনার পরিধির বাহিরের বিষয়।[৪৪] রবিনস্‌ও এই মতের সমর্থক। তিনি বলেন

33. Business Cycle Theory.
34. Theory of Economic Growth and Development.
35. Physical Science. 36. Social science. 37. 'What is.'
38. Positive science. 39. 'What ought to be.'
40. Normative science. 41. Value judgment. 42. Light-bearing.
43. Fruit-bearing.
44. "Economics is a Positive Science of what is and tends to be, not a normative science of what ought to be."—Pigou.

অর্থবিদ্যা হইল নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য[45] সাধনের জন্য যে সকল উপকরণের প্রয়োজন উহাদের স্বল্পতার দরুন মানুষের আচরণে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় শুধু তাহাই আলোচনা করা অর্থবিদ্যার একমাত্র কাজ। ঐ উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যগুলি ভাল কি মন্দ তাহা লইয়া অর্থ-বিদ্যার মাথা ব্যথা নাই। কিন্তু ইঁহাদের এই মত অংশত সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য ও গ্রহণীয় নয় বলিয়া অনেকের ধারণা। স্বয়ং পিগুও সর্বদা তাঁহার নিজের মতে অবিচল থাকিতে পারেন নাই।

কারণ, প্রকৃতপক্ষে অর্থবিদ্যা শুধু কতকগুলি বাস্তব সম্পর্ক-রহিত তত্ত্বের সমষ্টি নহে। ইহার কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যও আছে। সেজন্য 'যাহা বিদ্যমান ও ঘটিতে যাইতেছে' অর্থাৎ, মানুষ কিভাবে তাহার অসীম অভাবের সহিত স্বল্পতার সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহার আলোচনা ও বিশ্লেষণ যেমন অর্থবিদ্যা অবশ্যই করিবে, তেমনি 'কি হওয়া উচিত', অর্থাৎ মানুষের ঐ সকল প্রচেষ্টার মূল্য বিচার, সে প্রসঙ্গ উঠিতে বাধ্য। পরেরটি সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া আগেরটি সম্পাদন করা যায় না। তাহাতে বিদ্যা হিসাবে অর্থবিদ্যার গুরুত্বই ক্ষুণ্ণ হইবে। মার্শালের নিজের কথায় বলিতে গেলেঃ বুদ্ধিবৃত্তির কসরৎ হিসাবে বা এমনকি নিছক সত্যের জন্য সত্য লাভের উপায় হিসাবেও নয়, বরং নীতিশাস্ত্রের দাসী এবং বাস্তব প্রয়োগের ভৃত্য হিসাবেই অর্থবিজ্ঞান প্রধানত মূল্যবান।[46] সুতরাং অর্থবিদ্যা অস্তিবাচক বিজ্ঞান হইলেও ইহা শুধুই অস্তিবাচক বিজ্ঞানের সীমায় আবদ্ধ নহে। ইহা অংশতঃ আদর্শবাচক বিজ্ঞানও বটে। ইহা একাধারে জ্ঞানবাহী ও ফলবাহী বিজ্ঞান। আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীরাও এই মতের সমর্থক। এজন্য অর্থবিদ্যার আলোচনার পরিধি ক্রমেই সম্প্রসারিত হইতেছে। উপকরণগুলি যেখানে স্বল্প এবং উহা দ্বারা তৃপ্তিযোগ্য অভাবগুলি অসংখ্য এবং পরস্পরের প্রতিযোগী, সেখানে কোন্ উদ্দেশ্য নির্বাচনে সর্বাধিক অভাব দূর হইবে ও মানব-কল্যাণ বর্ধিত হইবে তাহার বিচার হইতে অর্থবিদ্যা কখনই বিরত থাকিতে পারে না।

অর্থনীতিক বিধিগুলির প্রকৃতি
NATURE OF ECONOMIC LAWS

প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই কতকগুলি 'হাইপথেসিস্' বা অনুমান[47], 'থিয়োরী' বা তত্ত্ব[48] এবং বিধি বা নিয়ম[49] থাকে। কতকগুলি তথ্য বা ঘটনাসমষ্টি সাময়িক ভাবে যাহা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় বা কোন কিছু প্রমাণার্থে যাহা আপাততঃ সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তাহাই 'হাইপথেসিস' বা অনুমান। ইহা দ্বারা যদি আরও নূতন তথ্য বা ঘটনারও ব্যাখ্যা করা চলে এবং যদি তাহা খণ্ডিত বা ভুল প্রমাণিত না হয় তাহা হইলে, ঐ প্রকল্প বা 'হাইপথেসিস'টি তখন 'থিয়োরী' বা তত্ত্বের পর্যায়ে উন্নীত হয়। যদি কালের ও অভিজ্ঞতার বিচারে ঐ তত্ত্ব টিকিয়া যায় তখন উহা একটি 'ল' বা বিধিতে পরিণত হয়।

যে কোন বিজ্ঞানের বিধি হইতেছে এরূপ একটি বিবৃতি[50] যাহা দ্বারা দুই প্রস্থ বিষয় বা ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক অর্থাৎ, কোন্‌টি কারণ ও কোন্‌টি ফলাফল তাহা নির্দেশ করা হয়। মার্শালের ভাষায় বৈজ্ঞানিক বিধি হইতেছেঃ "যাহা কমবেশি পরিমাণে সুনিশ্চিত, কমবেশি পরিমাণে সুনির্দিষ্ট এরূপ কতকগুলি প্রবণতা বা ঝোঁক সম্পর্কে একটি সাধারণ বিবৃতি।"[51]

বিজ্ঞান হিসাবে অর্থবিদ্যারও কতকগুলি বিধি আছে। ইহাদের মধ্যে ক্ষীয়মাণ

45. 'Given ends.'
46. "economic science is chiefly valuable neither as an intellectual gymnastic nor even as means of winning truth for its own sake, but as a hand-maid of ethics. and a servant of practice."—Marshall. 47. Hypothesis. 48. Theory. 49. Law.
50. Statement.
51. "a general proposition or statement of tendencies, more or less certain, more or less definite."—Marshall.

উৎপন্নবিধির মত দু'একটি বিধি অন্য বিজ্ঞানের নিকট হইতে ধার করা হইলেও, আর সকলই উহার নিজস্ব বিধি। মার্শালের ভাষায় অর্থবিদ্যার বিধি হইতেছে: "এক সামাজিক প্রবণতাসমূহের বিবৃতি, অর্থাৎ এরূপ এক বিবৃতি যে, কতকগুলি সুনির্দিষ্ট অবস্থায় একটি সামাজিক গোষ্ঠীর সভ্যদের নিকট হইতে একটি বিশেষ ধরনের কার্যধারা আশা করা যায়। অর্থনীতিক বিধিগুলি, বা অর্থনীতিক প্রবণতাসমূহের বিবৃতিগুলি হইতেছে সেই সকল সামাজিক বিধি যাহা আচরণের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং যাহার প্রধান উদ্দেশ্যগুলির শক্তি আর্থিক দামের দ্বারা পরিমাপ করা যায়।"[52]

অর্থবিদ্যার বিধিগুলির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়:

১. সম্পদ, অর্থাৎ অভাবপূরণের সামগ্রী ও সেবাকর্মের আদান প্রদানের ক্ষেত্রে (ক্রয় বিক্রয়ে) মানুষে মানুষে সম্পর্কই ইহার বিষয়বস্তু।

২. অর্থনীতিক বিধিগুলি মানুষের সাধারণ আচরণের বা কার্যধারার[53] বর্ণনা করিয়া থাকে ; মানুষ সাধারণত[54] যাহা করে সে সম্পর্কেই পূর্বাভাস দিতে পারে, কিন্তু তাহারা কার্যত[55] উহা যে করিবেই সে সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিতে পারে না। ইহার কারণ অর্থবিদ্যার বিধিগুলি সাধারণ অবস্থায় মানুষের সাধারণ প্রবণতা সম্পর্কিত। বিশেষ কোন অবস্থায় বিশেষ কোন ব্যক্তির আচরণে মানুষের আচরণের সাধারণ প্রবণতাটি প্রতিফলিত নাও হইতে পারে। এই কারণে, অর্থবিদ্যার বিধিগুলিতে, 'অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে'[56] —এই কথাটি বারবার ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ, অন্যান্য অবস্থা যেরূপ ছিল সেরূপ থাকিলে তবেই বিধিটি খাটিবে। অন্যান্য বিজ্ঞানের তুলনায় অর্থবিদ্যার বিধিগুলি অত্যন্ত বেশি শর্তসাপেক্ষ[57] বা অনুমান-নির্ভর[58]।

কিন্তু সেজন্য অর্থবিদ্যার বিধিগুলির গুরুত্ব বা মূল্য কিছু হ্রাস পায় নাই। কারণ, সকল বৈজ্ঞানিক বিধি-ই কমবেশি পরিমাণে কতকগুলি শর্তের বা অনুমানের উপর নির্ভরশীল। তবে, যেহেতু পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলি জড় পদার্থ লইয়া আলোচনা করে তাহাতে বিষয়বস্তু জড় পদার্থ হওয়ায়, উহাদের বিধিগুলি শর্তসাপেক্ষ হইলেও তাহাতে বড় একটা ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু সজীব, সজ্ঞান, সচেতন ও সক্রিয় মানুষ, এবং এই মানুষ নিয়ত পরিবর্তনশীল সামাজিক অর্থনীতিক পরিবেশে বাস করিতেছে, তাহার চিন্তা ভাবনায় সদাই পরিবর্তন ঘটিতেছে। সেজন্য কাল পরিবর্তনের সহিত তাহার আচরণেরও পরিবর্তন ঘটে। অতএব বাস্তবে যে কোন অর্থনীতিক বিধির সবগুলি শর্তের এক স্থানে কদাচিৎ সমাবেশ ঘটে। এজন্য অর্থনীতিক বিধিগুলির ভিত্তিতে কোন স্থিরনিশ্চয় ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে না, যা' প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সম্ভব। তথাপি, অর্থনীতিক বিধিগুলির মধ্যে যে সমাজবদ্ধ মানুষের অর্থনীতিক আচরণের গড়পড়তা বা সাধারণ প্রবণতাগুলি প্রতিফলিত হয় তাহাতে কোন দ্বিমত নাই। এবং অর্থবিজ্ঞানিগণের নিরলস প্রচেষ্টায়, যাবতীয় সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে অর্থবিদ্যার বিধিগুলিই যে সর্বাধিক যথাযথ তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই।

মৌলিক অনুমিত শর্তাবলী

BASIC ASSUMPTIONS IN ECONOMICS

অর্থবিদ্যার যাবতীয় আলোচনা কতকগুলি মৌলিক অনুমান বা শর্তের উপর নির্ভর-

---

52. "....a statement of social tendencies, that is, a statement that a certain course of action may be expected under certain conditions from members of a social group. Economic Laws or statements of economic tendencies are those social laws which relate to branches of conduct in which the strength of the motives chiefly concerned can be measured by a money price."—Marshall.
53. 'Usual actions.' 54. Usually. 55. Actually.
56. "Other things remaining the same." 57. Conditional.
58. Hypothetical.

শীল। এই মৌলিক শর্তগুলি বাদেও, অর্থবিদ্যার প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র তত্ত্বের আবার নিজস্ব-কতকগুলি পৃথক পৃথক শর্ত থাকে। তত্ত্বিশেষে এই সকল শর্ত বা উপ-শর্তের[59] তারতম্য হয়, কিন্তু মৌলিক শর্তগুলি সকল তত্ত্বের পশ্চাতেই বর্তমান। এই সকল মৌলিক শর্ত-গুলি জানা না থাকিলে বা স্মরণ না থাকিলে অর্থবিদ্যার তত্ত্বগুলি সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় না এবং উহাদের সম্পর্কে আলোচনায় যুক্তিবিস্তারে ও উহাদের প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুল হইবার আশঙ্কা থাকে ; অথবা ইহার ফলে অনেক সময় এরূপ মনে হইতে পারে যে, তত্ত্বটি ঠিকই আছে কিন্তু উহা বাস্তবে খাটে না।[60] সুতরাং অর্থবিদ্যার এই মৌলিক শর্তগুলির গুরুত্ব কখনও কম করিয়া দেখা চলে না। প্রকৃতপক্ষে, এই শর্তগুলি হইতেই তত্ত্বটি কোথায় খাটে এবং কোথায় বা কখন খাটে না অর্থাৎ উহার প্রয়োগ ক্ষেত্র এবং উহার সীমাবদ্ধতা জানা যায়। এবং ইহা জানা না থাকিলে তত্ত্বটি ও উহার তাৎপর্যও ঠিকমত উপলব্ধি করা যায় না।

অর্থবিদ্যার তত্ত্বগুলির সহিত সর্বদাই একটি বিশিষ্টার্থক বাক্যসমষ্টি[61] ব্যবহার করা হয়, তাহা হইল—'অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে'[62] এই কয়টি শব্দের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বটি যে সকল শর্তের উপর নির্ভরশীল, উহাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। অর্থাৎ কতকগুলি বিশেষ অবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া ধরিয়া (অনুমান) লওয়া হয়। ঐগুলি বিদ্যমান থাকিলেই তত্ত্বটি খাটিবে, সত্য হইবে, অন্যথায় নহে। ঐ সকল কল্পিত বা অনুমিত অবস্থাই হইল তত্ত্বের শর্তাবলী। সুতরাং এই শর্তগুলিকে তত্ত্বের অপরিহার্য উপাদানগুলির অন্যতমও বলা যায়। এই সকল শর্তাবলীর মধ্যে আমরা এখানে শুধু মৌলিক অর্থনীতিক শর্তাবলীরই আলোচনা করিব।

এই মৌলিক শর্তগুলি প্রধানত তিন শ্রেণীর: মানুষের আচরণ[63] সম্পর্কে, মানুষের পরিবেশ[64] সম্পর্কে এবং সামাজিক ও অর্থনীতিক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান[65] সম্পর্কে।

১. মানুষের আচরণ সম্পর্কে অনুমিত শর্ত: অর্থনীতিক যুক্তিবাদিতা[66]: ব্যক্তিগত-ভাবে কেহ বেহিসাবী কেহ বা কৃপণ হইতে পারে, কিন্তু অর্থবিদ্যায় আমরা ধরিয়া লই যে গড়পড়তা সাধারণ মানুষ[67] যুক্তি মানিয়া চলে, যুক্তিসঙ্গত আচরণ করে। কিন্তু কিসের যুক্তি? অর্থবিদ্যা মনে করে যে ভোগকারী হিসাবে সকল মানুষই এমন ভাবে খরচ করিয়া জিনিসপত্র কেনাকাটা করে যে তাহা হইতে যেন সে সর্বাধিক সম্ভব মূল্য[68] অর্থাৎ সর্বাধিক-সম্ভব তৃপ্তি[69] লাভ করে। ইহার অর্থ এ নয় যে, আমরা কেনা কাটায় কোন ভুল করি না বা ঠকি না। ইহার অর্থ এই যে, সাধারণভাবে ক্রেতা হিসাবে আমাদের সকলের লক্ষ্যই হইতেছে যথাসম্ভব কম খরচের দ্বারা যথাসম্ভব অধিক অভাব তৃপ্ত করা। তেমনি উৎপাদক বা কারবারিগণেরও লক্ষ্য হইতেছে সর্বাধিক মুনাফা লাভ[70] করা। যেভাবে চলিলে সর্বাধিক তৃপ্তি লাভ ঘটিবে ক্রেতারা সর্বদা সে প্রকারে আচরণ করে এবং যেভাবে চলিলে সর্বাধিক মুনাফা উপার্জিত হইবে, কারবারী বা উৎপাদকগণ সেভাবেই আচরণ করে। অভাব-মোচনের অর্থনীতিক কার্যকলাপে নিযুক্ত সকল ব্যক্তিরই ইহা মূল অর্থনীতিক উদ্দেশ্য[71] বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। ক্রেতা ও কারবারীদের সকলের আচরণের এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য[72]-কেই 'অর্থনীতিক যুক্তিবাদিতার নীতি'[73] বা 'সর্বাধিকতার নীতি'[74] বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে

59. Subsidiary assumptions.
60. 'The theory is alright but it is wrong in practice.' 61. Phrase.
62 'Other things remaining the same' or '*ceteris paribus*'.
63. Human behaviour. 64. Physical environment.
65. Social and economic institutions. 66. Economic Rationality.
67. Average man. 68. Greatest possible value.
69. Maximum possible satisfaction. 70. Maximum possible profit.
71. Economic Motive. 72. Common or general feature.
73. The principle of economic rationality.
74. The maximisation principle

অগণিত ক্রেতা ও কারবারী বা উৎপাদকগণের আচরণের এরূপ একটি সরলীকৃত[75] সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুমান করিয়া না লইলে, ঐরূপ অনুমান বা শর্তকে ভিত্তিরূপে ব্যবহার না করিলে, ক্রেতা ও উৎপাদকদের আচরণ সম্পর্কে কোন গ্রহণযোগ্য সাধারণ তত্ত্ব বা নীতি[76] রচনা করা সম্ভব নহে।

২. মানুষের পরিবেশ সম্পর্কে অনুমিত শর্ত : স্বল্পতা : অর্থবিদ্যা ধরিয়া লয় যে দেশে দেশে ভৌগোলিক অবস্থা, আবহাওয়া, উহার প্রাণিজগৎ, কারিগরি পরিবেষ্টনী ইত্যাদি সকলই অপরিবর্তিত রহিয়াছে বা থাকিবে। ইহার ফলে অভাব তৃপ্তির উপকরণসমূহের যোগানে উহাদের প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্পতা দেখা দেয়। ইহা অর্থবিদ্যার মূল সমস্যা।

৩. অর্থনীতিক ও সামাজিক সংগঠন : অভাব মোচনের জন্য মানুষের অর্থনীতিক কার্যাবলীর যে নিরন্তর ধারা প্রবাহিত হইতেছে তাহা নিরালম্ব নহে, তাহার একটি সুনির্দিষ্ট বাতাবরণ বা পরিবেশ[77] আছে, পটভূমিকা আছে। একটি সজীব, সচল, সক্রিয় ও সুস্পষ্ট সামাজিক অর্থনীতিক আবেষ্টনীর[78] দ্বারা ইহা পরিবেষ্টিত। সমাজের বিভিন্ন সংগঠিত গোষ্ঠীর আচরণ[79], দীর্ঘ প্রচলিত নানারূপ সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথা, জীবনদর্শন ও মূল্যবোধ[80], ধর্মীয় চিন্তা, রাষ্ট্রীয় আইন, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক ধারা ইত্যাদি লইয়া অর্থনীতিক কার্যাবলীর সামাজিক অর্থনীতিক পরিবেষ্টনী গঠিত। অর্থবিদ্যার ভাষায় ইহাই সমাজের অর্থনীতিক সামাজিক সাংগঠনিক বা প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা[81]। অসংখ্য ব্যক্তি-মানুষের স্বাধীন, স্বতন্ত্র বৈপরীত্যপূর্ণ বিক্ষিপ্ত আচরণে, এই সামাজিক অর্থনীতিক সাংগঠনিক পরিবেষ্টনীর প্রভাব এক অমোঘ অদৃশ্য শক্তিতে, বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে, পরস্পর বিরোধিতা দূর করিয়া সামঞ্জস্য ঘটায়, আচরণের ভেদাভেদ দূর করিয়া সবিশেষ ঐক্য[82] আনে।

দেশকাল ভেদে এই আবেষ্টনীর গঠনে, উপাদানে প্রভেদ ঘটিতে পারে কিন্তু উহাকে অস্বীকার করিয়া, বা বাদ দিয়া অর্থনীতিক কার্যাবলীর আলোচনা করা সম্ভব নহে। কারণ অর্থনীতিক কার্যধারার গতি প্রকৃতি ও ফলাফল ইহাদের দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে, ব্যাপক ও গভীরভাবে প্রভাবিত হয়।

স্বভাবতঃই সেহেতু, অর্থবিদ্যায় এই সকল সামাজিক অর্থনীতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান-গুলির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া আলোচনা করা হয়।

শ্রমিক সংঘ ও মালিক সমিতি, মূল্য ও বাজার ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্বাধীনতা, ভোগকারীর স্বাধীনতা, চুক্তির স্বাধীনতা, মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য, ইত্যাদি, এই সামাজিক অর্থনীতিক সংগঠনের কয়েকটি দৃষ্টান্ত।

ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি
MICRO AND MACRO-ECONOMIC ANALYSIS

অর্থবিদ্যার কাজ হইতেছে বহু বিচিত্র প্রকারের অর্থনীতিক কার্যাবলী লইয়া গঠিত অর্থনীতিক ব্যবস্থার[83] বিশ্লেষণ। এই সকল অর্থনীতিক কার্যাবলী তথা অর্থনীতিক ব্যবস্থার দুইটি দিক[84] আছে। একটি হইতেছে অর্থনীতিক কার্যাবলীর বা অর্থনীতিক ব্যবস্থার ক্ষুদ্রত্বের দিক, খণ্ডত্বের দিক[85]; অপরটি হইতেছে উহাদের বা উহার বৃহত্ব, ব্যাপকত্ব, সমগ্রত্বের, সমষ্টির দিক[86]। একটি হইতেছে, অর্থনীতিক ব্যবস্থাটি কতকগুলি পৃথক পৃথক

75. Simplified. 76. General theory or principle. 77. Setting.
78. Socio-economic background. 79. Group behaviour.
80. Social and cultural values. 81. Social and economic institutions.
82. Uniformity. 83. Economic system. 84. Two aspects.
85. The Micro aspect. (The Greek word 'micros' means little, a millionth part, a thing in its parts).
86. The Macro aspect (The Greek word 'makros' means big, large, 'thing as a whole').

কার্যাবলীর সমন্বয়ে, কতকগুলি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্রতম অংশের বা অঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত বিবেচনা করিয়া, ঐ সকল পৃথক পৃথক ধরনের অর্থনীতিক কার্যগুলির বা অর্থনীতিক ব্যবস্থার ক্ষুদ্রতম অঙ্গগুলির কার্যাবলীর স্বতন্ত্র আলোচনা, অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা। ইহাই ব্যষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণ বা ব্যষ্টিগত অর্থবিদ্যা[৮৭]। অপরটি হইতেছে, গোটা অর্থনীতিক ব্যবস্থাকে একটি বিষয়বস্তু রূপে গণ্য করিয়া উহার বিবিধ কার্যাবলীর, উহাদের কারণ ও ফলাফলের সামগ্রিক দিকের আলোচনা, অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ। ইহাই সামগ্রিক বা সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণ বা সমষ্টিগত অর্থবিদ্যা। একটি হইল অরণ্যকে বুঝিবার জন্য উহার প্রতিটি বৃক্ষের বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ, অপরটি হইল প্রতিটি বৃক্ষের বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান না করিয়া সামগ্রিক অরণ্যটির বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানের চেষ্টা। একটি হইল অতি নিকট হইতে[৮৮] বিষয়বস্তুর পর্যবেক্ষণ, অপরটি হইল দূর হইতে উহা ধারণা করিবার চেষ্টা[৮৯]। নিকট হইতে দেখিলে অরণ্যের সামগ্রিক রূপটি হারাইয়া যায়, কিন্তু উহার প্রতিটি বৃক্ষের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। দূর হইতে দেখিলে, স্বতন্ত্র বৃক্ষগুলি চোখে পড়ে না কিন্তু অরণ্যের সামগ্রিক রূপটি পাওয়া যায়।

একজন ভোগকারী[৯০] বা একটি ভোগকারী পরিবার[৯১], একজন উৎপাদক[৯২] বা একটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান অথবা সংস্থা[৯৩], একটি শিল্প[৯৪], একটি উৎপাদন-উপাদান[৯৫] বা উহার মালিক[৯৬] প্রভৃতি,—ইহারাই হইতেছে অর্থনীতিক ব্যবস্থার ক্ষুদ্রতম অংশ। ইহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র কার্যধারার দ্বারা, আচরণের দ্বারাই কি উৎপাদিত হইবে, কখন উৎপাদিত হইবে, কতটা পরিমাণে উৎপন্ন হইবে, কিভাবে উৎপাদিত হইবে, কোন্ দামে উহা বিক্রয় হইবে, উৎপন্নসামগ্রী কিভাবে বন্টন করা অর্থাৎ উপাদানসমূহের আয় বা পারিশ্রমিক (অর্থাৎ উপাদানের দাম) স্থির করা হইবে ইত্যাদি, নির্ধারিত হয়। এই সকলের আলোচনাই ব্যষ্টিগত অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু। অর্থাৎ, সংক্ষেপে বলিতে গেলে, **ব্যষ্টিগত অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হইল—'শিল্পসমূহ, পণ্যসমূহ এবং উৎপাদক সংস্থাসমূহের মধ্যে মোট উৎপন্নের বিভাজন, এবং বিবিধ প্রতিযোগী ব্যবহারের মধ্যে উপকরণসমূহের বন্টন। ইহা আয় বন্টনের সমস্যাসমূহ বিবেচনা করে। পণ্য ও সেবাকর্ম-বিশেষের আপেক্ষিক দামেই ইহা আগ্রহান্বিত[৯৭]।"** [প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ব্যষ্টিগত অর্থবিদ্যার আলোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি সাধারণ অনুমিত শর্তের উপর নির্ভরশীল: উহা হইল এই যে, কল্পনা করিয়া লওয়া হয় যে, অর্থনীতিক ব্যবস্থায় উপকরণসমূহের পূর্ণকর্মসংস্থান বিদ্যমান রহিয়াছে।]

অপর পক্ষে **সমষ্টিগত অর্থবিদ্যা, অর্থাৎ সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণের কাজ হইল উৎপন্নের মোট আয়তন[৯৮], উপকরণসমূহের কর্মসংস্থান[৯৯], জাতীয় আয়ের পরিমাণ[১০০], গড় বা সাধারণ মূল্যান্তর[১০১], অর্থের মোট যোগান ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ[১০২], আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেনের উদ্বৃত্ত[১০৩] প্রভৃতি সমষ্টিগত এবং কিভাবে উহারা পরস্পরকে প্রভাবিত করিয়া সমগ্র অর্থনীতিক ব্যবস্থাটিকে রূপায়িত করিতেছে, তাহা আলোচনা করা।**

প্রসঙ্গত উল্লেখনীয় যে, সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণে মোট উৎপাদন, মোট কর্ম-

---

87. Micro-economic Analysis or Micro-Economics.
88. A close-eye view. 89. A bird's-eye view. 90. A consumer.
91. A household. 92. A producer. 93. A firm.
94. An industry. 95. A factor of production. 96. Owner of a factor.
97. "Micro-economics....deals with the *division* of total output among industries, products and firms, and the *allocation* of resources among competing uses. It considers problems of income *distribution*. Its interest is in *relative* prices of particular goods and services."—Ackley. 98. Aggregate volume of output.
99. Employment of resources. 100. Size of National Income.
101. Average or general level of prices.
102. Total money supply and credit control.
103. International balance of payments.

সংস্থান, মোট আয় ইত্যাদির, অর্থাৎ, আলোচ্য বিষয়গুলির 'সমষ্টিগত' বিশ্লেষণ[104] করা হয় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া 'সমষ্টির' আলোচনা যে ব্যষ্টিগত অর্থবিদ্যায় নাই, তাহা নহে। সেখানেও ব্যক্তিগত চাহিদা রেখার সমষ্টিগত রূপ হইতেছে বাজার চাহিদা রেখা; পৃথক পৃথক অর্থাৎ একক উৎপাদক সংস্থাসমূহের যোগান রেখার সমষ্টি হইতেছে সমগ্র শিল্পের যোগান রেখা। উভয়ের পার্থক্য এই যে, সমষ্টিগত বিশ্লেষণের 'সমষ্টি'গুলির ব্যাপকতা গোটা অর্থনীতিক ব্যবস্থা জুড়িয়া, আর ব্যষ্টিগত বিশ্লেষণের 'সমষ্টি'গুলির ব্যাপকতা তাহা অপেক্ষা অনেক কম।

অর্থনীতিক ব্যবস্থার শুধু ক্ষুদ্রাংশগুলির আলোচনা হইতে উহার সমগ্র পরিচয় পাওয়া যায় না এই কারণে যে, অর্থনীতির অংশ বিশেষ সম্পর্কে যাহা সত্য, সমগ্র অর্থ-নীতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তাহা সত্য নাও হইতে পারে। ব্যক্তি বিশেষের সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইলেই দেশের মোট সঞ্চয়ও উহার ফলে বাড়িবে এমন কথা নাই। আবার সামগ্রিকভাবে অর্থ-নীতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যাহা সত্য, উহার অংশ বিশেষের পক্ষে তাহা সত্য নাও হইতে পারে। দেশে সামগ্রী ও সেবাকর্মের মোট চাহিদা বাড়িলে যে প্রত্যেকটি সামগ্রী ও সেবা-কর্মের চাহিদাই বাড়িবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। উহা পণ্য বিশেষের[105] প্রকৃতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করে। সুতরাং অর্থবিদ্যার আলোচনায় ইহাদের যে কোন একটি পদ্ধতির উপর নির্ভর করা যায় না। এই কারণে, অর্থবিদ্যার বিশ্লেষণের এই দুইটি পদ্ধতি পরস্পরের বিকল্প অথবা প্রতিযোগী নহে। উহারা পরস্পরের পরিপূরক। উহাদের কোন একটির সাহায্যেই অর্থনীতিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ রূপটি ধরা পড়ে না। অর্থনীতিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিশ্লেষণের জন্য উভয় পদ্ধতির সমন্বয় আবশ্যক। অরণ্যকে সম্পূর্ণ-রূপে জানিতে হইলে, উহাকে যেমন নিকট হইতে দেখিতে হইবে, তেমনি দূর হইতেও দেখিতে হইবে।

অর্থবিদ্যার গুরুত্ব
VALUE OF ECONOMIC STUDIES

আধুনিককালে অর্থবিদ্যার গুরুত্ব এত বেশি বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ইহাকে বর্তমান যুগের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যাগুলির অন্যতম বলিয়া গণ্য করা হয়।

১. সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনেঃ গ্রাম অথবা শহরবাসী, কৃষক কিংবা শ্রমিক, চাকুরীজীবী অথবা কারবারী, আইনজীবী কি চিকিৎসকের মত স্বাধীন বৃত্তিজীবী, আমরা যে যাহাই হই না কেন, একাধারে ভোগকারী এবং দ্রব্যসামগ্রী ও বিবিধ সেবাকর্মের উৎপাদক রূপে আমাদের সকলের প্রাত্যহিক জীবন অদৃশ্য অর্থনীতিক কর্মের ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। আধুনিক বিজ্ঞানের আশীর্বাদে এই কর্মসূত্র আজ আর দেশের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নহে, পৃথিবীর সকল দেশকেও উহা একসূত্রে বাঁধিয়াছে। এই কারণে, যেমন দেশের মধ্যে সরকারী শিল্পে পরিকল্পিত বিনিয়োগের পরিমাণ কমিলে, ভারতীয় রেলপথের ব্যয়সংকোচ ঘটিলে শুধু দেশী বেসরকারী ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে কর্মোদ্যম শিথিল ও তথায় শ্রমিক ছাঁটাই কিংবা সাময়িক কর্মহীনতাই[106] ঘটে না, তাহারা যে সকল দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করে সে সকলেরও বিক্রয় ও উৎপাদন কমিবার আশংকা দেখা দেয়, তাহাদের বাড়ীওয়ালা, গোয়ালা ও মুদীর প্রাপ্যেও বাকি পড়ে, তেমনি ভারতের টাকার দাম কমান হইলে উহার ধাক্কায় ভারতের নিকট অন্যান্য দেশের রপ্তানি কমিয়া গিয়া উহাদের শিল্পে ও অর্থনীতিতে নানান সমস্যা সৃষ্টি করিতে পারে। সুতরাং সাধারণ মানুষের নিকটেও আজ অর্থবিদ্যা আর অবহেলার বস্তু নহে। বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিক কর্মপ্রবাহ যে তাহার ভালমন্দর সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত ইহা তাহার অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য। সুতরাং অর্থবিদ্যার খানিক আলোচনা তাহাকে দৃষ্টির

104. Aggregative Analysis. 105. Particular commodity.
106. Lay off.

স্বচ্ছতা আনিয়া দিয়া দেশের ও তাহার নিজের অর্থনীতিক সমস্যাগুলির প্রকৃতি, কারণ ও সমাধান বুঝিতে তাহাকে সাহায্য করিতে পারে, অর্থনীতিক কর্মজগতে তাহার নিজস্ব স্থানটি তাহাকে দেখাইয়া দিয়া তাহার নিজের কর্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করাইতে পারে। অর্থবিদ্যার অল্পবিস্তর জ্ঞান ছাড়া কেহ গণতন্ত্রে পরিপূর্ণ নাগরিকে পরিণত হইতে পারে না। নাগরিকরূপে তাহার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিতে পারে না।

২. বিদ্যাচর্চা হিসাবে: সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে যুক্তিধারা অবলম্বনে অর্থবিদ্যার তত্ত্ব বা বিশ্লেষণের অনুধাবন শুধু জটিল অর্থনীতিক কর্মকাণ্ডের রহস্যই উন্মোচন করে না, অধিকন্তু ইহা বুদ্ধিবৃত্তি ও মননশীলতাকে পরিশীলিত করিয়া চিন্তাশক্তিকে ক্ষুরধার করিয়া তোলে। বিচারবুদ্ধিকে সতেজ করে।

৩. কারবারিগণের নিকট: ব্যবসায়ী ও কারবারিগণের কাছে অর্থবিদ্যার গুরুত্ব অসীম। সর্বদাই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ব্যবসায়ী ও কারবারিগণকে বর্তমান কাজে হাত দিতে হয়। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাহাদের অনুমানে ভুল হইলে বর্তমান কাজে তাহাদের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। এই কারণে সর্বদাই তাহারা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যথাসম্ভব সঠিক অনুমান করিতে চেষ্টা করে। অর্থবিদ্যা ও দেশ-বিদেশের অর্থনীতি সম্পর্কে জ্ঞান এই বিষয়ে তাহাদিগকে যথেষ্ট সহায়তা করে।

৪. পরিকল্পনা রচনায় ও রূপায়ণে: বর্তমানে সকল দেশেই কমবেশি অর্থনীতিক পরিকল্পনার সাহায্য গ্রহণ করা হইতেছে। ইহার মূলে কথা হইতেছে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লাভের জন্য দেশের যাবতীয় উপকরণের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার। সুতরাং দেশের বিবিধ অর্থনীতিক কার্যাবলীর বর্তমান অবস্থা ও উহাদের সমস্যাগুলি যেমন ইহাতে জানিবার প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন অর্থনীতিক তত্ত্বসমূহের পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং উহা বাস্তবে প্রয়োগের কৌশল আয়ত্ত করা।

৫. সরকারী প্রশাসনে: সকল দেশেই সরকারকে তাহার আয় ব্যয়ের বাজেট রচনা করিতে হয়, কর ধার্য করিতে হয়, ঋণ সংগ্রহ ও পরিশোধ করিতে হয়, সরকারী ব্যয় বাড়াইতে কমাইতে হয়, কমবেশি পরিমাণে দেশের বিবিধ শিল্পের ও ব্যবসায়ের উপর, দ্রব্যসামগ্রী ভোগের উপর নানারূপ বিধিনিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ জারি করিতে হয়, খাদ্যশস্যের অনটন হইলে রেশনিং প্রবর্তন করিতে হয়। এই সকল সরকারী প্রশাসনিক কার্যকলাপগুলির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতিক প্রতিক্রিয়া আছে। অতএব, সকল দেশেই সরকার এবং উহার প্রশাসনিক বিভাগকে, ভারপ্রাপ্ত প্রশাসনিক কর্মচারিগণকে এই সকল সরকারী বিধিব্যবস্থার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া অনুমান করিয়া তবে তাহা গ্রহণ করিতে হয়। অর্থনীতিক তত্ত্বগুলির উপযুক্ত জ্ঞান ছাড়া এই সকল কর্তব্যগুলি সম্পাদন করা সম্ভব নহে।

২

কয়েকটি মৌলিক অর্থনীতিক ধারণা
SOME BASIC ECONOMIC CONCEPTS

[আলোচিত বিষয়: উপযোগ—দ্রব্য—সেবা—সম্পদ—সম্পদ ও কল্যাণ—আয়—উৎপাদন—উপকরণ ও উপাদান—ভোগ—পণ্য—ভোগ্যপণ্য ও পুঁজিদ্রব্য—চাহিদা—যোগান—মূল্য ও দাম—উৎপাদক প্রতিষ্ঠান ও শিল্প—ভারসাম্য]

অর্থবিদ্যার আলোচনায় যে সকল বিশিষ্ট অর্থবোধক শব্দের ব্যবহার অপরিহার্য, বিস্তারিত আলোচনা শুরু করিবার পূর্বে ঐরূপ কয়েকটি প্রধান প্রধান শব্দ যে সকল মৌলিক অর্থনীতিক ধারণা বুঝাইতে ব্যবহার করা হয় সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে। এইগুলি মনে রাখিলে সমগ্র আলোচনা বুঝিবার পক্ষে সহজ হইবে।

উপযোগ
UTILITY

উপযোগ হইতেছে কোন অভাব তৃপ্তির শক্তি বা ক্ষমতা। উপযোগ ও তৃপ্তি[1] এক নহে। প্রথমটি কারণ, দ্বিতীয়টি ফল। ইহা বিশেষভাবেই একটি মানসিক বা মনোগত[2] ধারণা। এই কারণে অভাবতৃপ্তির পর আর উপযোগ থাকে না। একের নিকট যাহার উপযোগ আছে, অপরের নিকট তাহার উপযোগ নাই। সুতরাং উপযোগ শুধু মানসিক ধারণা নহে, ইহা আপেক্ষিক ধারণাও বটে। তাহা ছাড়া উপযোগের সহিত ন্যায় অন্যায়, ভাল মন্দ, বাঞ্ছিত অবাঞ্ছিত ইত্যাদি নীতিবোধেরও কোন সম্পর্ক নাই। মার্কিন দেশে এক-শ্রেণীর তরুণতরুণীদের মধ্যে বর্তমানে আঁহিফেন, গাঁজিকা ইত্যাদি নেশার বস্তুর ব্যবহার অত্যন্ত বাড়িয়াছে। এই দ্রব্যগুলি নিঃসন্দেহে ক্ষতিকারক। কিন্তু যতক্ষণ ইহারা মানুষের আকাঙ্ক্ষা বা অভাব পূরণ করিবে, যতক্ষণ ইহাদের জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা থাকিবে, ততক্ষণ ইহাদেরও সেই আকাঙ্ক্ষা বা অভাব পূরণের ক্ষমতাও থাকিবে, এবং সে অবধি ইহাদেরও উপযোগ আছে বলিয়া অর্থবিদ্যা গণ্য করিবে।

দ্রব্য
GOODS

যাহাই মানুষের কোন না কোন অভাব তৃপ্ত করিতে সক্ষম, তাহাই দ্রব্য। অর্থাৎ, দ্রব্য বলিতে এমন কিছু বুঝায় যাহার মধ্যে উপযোগ (অর্থাৎ অভাব তৃপ্তির ক্ষমতা, শক্তি বা গুণ) নিহিত থাকে। যাহার জন্য মানুষ অভাব বোধ করে এবং যাহা দ্বারা তাহার অভাব তৃপ্ত হয় তাহাই দ্রব্য।

দ্রব্য দুই প্রকারের। অবাধ দ্রব্য[3], এবং অর্থনীতিক দ্রব্য[4]। চাহিদার তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে যাহা প্রকৃতির নিকট হইতে পাওয়া যাইতেছে এবং সেজন্য যাহা পাইতে মানুষকে কোন বিশেষ প্রচেষ্টা করিতে হয় না, তাহাই অবাধ দ্রব্য। আর যাহা চাহিদার তুলনায় অনেক কম পাওয়া যায় এবং সেকারণে তাহা পাইতে হইলে মানুষকে সবিশেষ

1. Satisfaction. 2. Subjective. 3. Free Goods.
4. Economic Goods.

চেষ্টা করিতে হয়, তাহাই অর্থনৈতিক দ্রব্য। চাহিদার তুলনায় যোগানের স্বল্পতা[5] এবং উহা পাইবার জন্য মানুষের চেষ্টার অপরিহার্যতাই অর্থনৈতিক দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য। দ্রব্য বলিতে সাধারণত ধরা, ছোঁয়া যায়, এরূপ বস্তু বুঝায়। অর্থাৎ দ্রব্য বলিতে সাধারণত বস্তুগত দ্রব্য[6] বুঝায়।

সেবা বা সেবাকর্ম
SERVICES

সেবা বা সেবাকর্ম হইতেছে এমন দ্রব্য যাহা বস্তুগত নহে, অ-বস্তুগত[7]। বাবুর্চি কিংবা পাচক যাহা রান্না করে তাহা বস্তুগত দ্রব্য। তাহার উপকরণগুলিও বস্তুগত দ্রব্য, কিন্তু তাহার কাজটি বস্তুগত দ্রব্য নহে, এবং আহার্য প্রস্তুতের দ্বারা আমাদের অভাব তৃপ্তির জন্য আমাদের নিকট তাহার কাজটিরও উপযোগ আছে। বৈদ্যুতিক তার, বাল্ব, সুইচ এসকলই বস্তুগত দ্রব্য, কিন্তু খোদ বৈদ্যুতিক শক্তি বস্তুগত নহে। যে কাজের দ্বারা মানুষের অভাব দূর হয় তাহাই সেবা বা সেবাকর্ম।

অর্থবিদ্যার আলোচনায় অনেক ক্ষেত্রে দ্রব্য বলিতে বস্তুগত দ্রব্য ও সেবাকর্ম উভয়কেই বুঝান হয়।

সম্পদ
WEALTH

উপযোগ এবং স্বল্পতা এই দুইটি বৈশিষ্ট্য ছাড়াও দ্রব্যের (এবং সেবাকর্মের) আরও দুইটি বৈশিষ্ট্য, যথা বহিরাবস্থান[8] এবং হস্তান্তরযোগ্যতা বা বিক্রয়যোগ্যতা[9] থাকিলে উহাকে সম্পদ বলা হয়। বহিরাবস্থান বলিতে বহির্জগতে অস্তিত্ব বুঝায়। এই কারণে, কবির কবিত্বশক্তির মত মানুষের আভ্যন্তরীণ গুণাবলী অর্থবিদ্যায় সম্পদ নহে। অর্থনৈতিক দ্রব্য ও সম্পদ সমার্থক।

ব্যক্তিগত সম্পদ[10] বলিতে মানুষের অর্থাৎ, ব্যক্তি বিশেষের অধীন যাবতীয় সম্পদের সমষ্টিকে বুঝায়।

সামাজিক বা জাতীয় সম্পদ[11] বলিতে, সমাজ বা দেশের যাবতীয় ব্যক্তিগত সম্পদ ও রাষ্ট্র বা সরকারের সরকারী সম্পদের সমষ্টি হইতে বিদেশের নিকট দেনা (যদি কিছু থাকে) বাদে উদ্বৃত্ত অংশকে বুঝায়। ব্যক্তিগত সম্পদের সমস্তই কিন্তু সামাজিক সম্পদের অংশ নহে। সরকার যে ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া দেশবাসীর নিকট হইতে ঋণ সংগ্রহ করে তাহা উহার ক্রেতাদের কাছে ব্যক্তিগত সম্পদ, কিন্তু সমগ্র দেশ, সমাজ বা জাতির কাছে উহা ঋণ।

সাধারণত সম্পদ কথাটির দ্বারা অর্থনৈতিক দ্রব্য ও সেবাকর্মাদির একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ[12] বুঝান হয়।

সম্পদ ও কল্যাণ
WEALTH AND WELFARE

সম্পদ কথাটির দ্বারা অভাবতৃপ্তিতে সক্ষম দ্রব্য ও সেবাকর্মাদির একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বা সমষ্টি বুঝায়। আর কল্যাণ কথাটির দ্বারা 'একটি বিশেষ মানসিক অবস্থা'[13]-কে বুঝায়। সম্পদের ভোগ বা ব্যবহার দ্বারা মানুষের অভাব তৃপ্ত হইলে যে উন্নত ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিবেশ সৃষ্ট হয়, মানুষের যে দৈহিক ও নৈতিক উন্নতি ঘটে এবং সমস্তটা মিলিয়া যে এক বিশেষ মানসিক অবস্থা দেখা দেয়, এক কথায়, তাহাই কল্যাণ।

কল্যাণ সম্পদ বৃদ্ধির সহায়ক। কারণ ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণে যে সমাজ

5. Scarcity. 6 Material goods. 7. Non-material.
8. External existence. 9. Transferability or marketability.
10. Personal wealth 11. Social or National Wealth.
12. A stock. 13. A state of mind.

যত উন্নত, সে সমাজের সম্পদ উৎপাদনের দক্ষতাও তত বেশি। তেমনি আবার সম্পদও কল্যাণ বৃদ্ধির সহায়ক। কারণ ইহা কল্যাণের উপকরণ[14]। কিন্তু তাই বলিয়া একথা বলা যায় না যে, দেশে সম্পদের উৎপাদন যে অনুপাতে বাড়ে, কল্যাণও সে অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। ইহার প্রথম কারণ, সকল সম্পদ কল্যাণকর নহে। অহিফেন, মদ, গাঁজা ইত্যাদির মত অনেক দ্রব্য সম্পদ বলিয়া গণ্য, এবং ইহাদের উৎপাদনের বৃদ্ধিতে সম্পদের উৎপাদন বাড়ে বটে, কিন্তু ইহারা কল্যাণের হানিকারক। দ্বিতীয় কারণ হইল, ধনতান্ত্রিক সমাজের সকলের মধ্যে সমানুপাতে আয়ের বন্টন ঘটে না। মুষ্টিমেয় ব্যক্তির আয় অত্যন্ত বেশি, অধিকাংশ ব্যক্তির আয় অত্যন্ত কম। সে কারণে সম্পদের উৎপাদন বাড়িলেও অধিকাংশের পক্ষে তাহা অধিক পরিমাণে ভোগ করা সম্ভব হয় না। তবে, সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত সমানুপাতিকভাবে কল্যাণ বৃদ্ধি না ঘটিলেও, সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি যে কল্যাণ বৃদ্ধির সহায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই।

আয়
INCOME

সাধারণ মানুষের কাছে আয় বলিতে, আর্থিক আয় বুঝায়। কাহারও ব্যক্তিগত আয় বলিতে, নির্দিষ্টকাল ব্যাপী[15] তাহার নির্দিষ্ট পরিমাণ শারীরিক বা মানসিক শ্রমের বিনিময়ে, অথবা তাহার মালিকানাধীন অর্থাৎ ব্যক্তিগত কোন সম্পত্তি[16] হইতে লব্ধ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বুঝায়। অনুরূপভাবে, কোন উৎপাদক[17] কিংবা কারবারীর[18] আয় বলিতে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়ে তাহার উৎপাদন কার্য বা কারবারী কার্যকলাপ দ্বারা লব্ধ আর্থিক আয় বুঝায়। ইহাকে তাহার মোট আর্থিক প্রাপ্তি বা মোট আর্থিক আয়[19] বলা যায়, কিন্তু সঠিক অর্থে ইহার সবটা তাহার আর্থিক আয় বলিয়া গণ্য করা যায় না। কারণ, সাধারণ ব্যক্তি, উৎপাদক বা কারবারী, সকলকেই ঐ আয় উপার্জনের জন্য কিছু না কিছু ব্যয়ও করিতে হয়। আয় উপার্জন করিতে গিয়া ব্যক্তিকে যাহা খরচ করিতে হয়, উৎপাদক বা কারবারীকে উৎপাদন করিতে গিয়া বা কারবার চালাইতে গিয়া কাঁচামালের দাম, যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি, শ্রমিক কর্মচারীর বেতন, দোকান, অফিস, গুদাম-ভাড়া, ইত্যাদি সংক্রান্ত নানা প্রকার ব্যয় করিতে হয়। সুতরাং ব্যক্তি, উৎপাদক বা কারবারীর সঠিক আয় হিসাব করিতে হইলে মোট প্রাপ্ত অর্থ বা মোট আর্থিক আয় হইতে তৎসংক্রান্ত সকল খরচ খরচা বাদ দেওয়া উচিত। ইহা বাদ দিলে মোট আয়ের যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই তাহাদের নীট আর্থিক আয়[20]। অর্থবিদ্যায় আর্থিক আয় বলিলে এই নীট আর্থিক আয়কেই বুঝায়।

কিন্তু আর্থিক (নীট) আয় শুধু আয়ের বাহিরের আবরণ[21] মাত্র। ইহা 'প্রকৃত আয়'[22] নহে। অর্থবিদ্যায় আয় বলিলে 'প্রকৃত আয়' বুঝায়। আয় উপার্জনের উদ্দেশ্য হইতেছে অভাবের তৃপ্তিসাধন। দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মাদি ভোগের দ্বারা ইহা ঘটে। সুতরাং উপার্জিত আর্থিক আয়ের দ্বারা ক্রীত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মাদি হইতে অভাবের যে পরিমাণ তৃপ্তিসাধন ঘটে বা ঘটিতে পারে[23] তাহাই ব্যক্তির প্রকৃত আয় বলিয়া গণ্য করা যায়। 'ঘটিতে পারে' কথাটি এজন্য ব্যবহার করা হইতেছে যে, উপার্জনকারী হয়ত তাহার আয়ের সমস্তটা বর্তমান অভাবের তৃপ্তির জন্য ব্যয় না করিয়া উহার একটি অংশ ভবিষ্যৎ অভাবের তৃপ্তির জন্য রাখিয়া দিতে অর্থাৎ সঞ্চয় করিতে পারে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, আয় বলিতে প্রকৃতপক্ষে অভাবের যে পরিমাণ তৃপ্তিসাধন বুঝায় তাহা নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর,—একটি হইতেছে আর্থিক আয়ের পরিমাণ বা সমষ্টি, অপরটি হইতেছে

14. Requisites. 15. Over a certain period of time. 16. Assets.
17. Producer. 18. Businessman.
19. Gross cash receipts or gross money income.
20. Net money income. 21. Veil. 22. Real income.
23. 'The amount of satisfaction that *can* be obtained from a given money income.'

দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মাদির গড় মূল্য বা সাধারণ মূল্যস্তর। এজন্য বলা হয় যেঃ 'আয় হইতেছে ভোগকারীর নির্দিষ্ট আর্থিক আয় এবং যে সকল পণ্য কিনিবার জন্য সে দাম দিবে, উহাদের মূল্যের অপেক্ষক বা ক্রিয়া স্বরূপ।'[২৪]

আয়ের মূল বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। মানুষ তাহার সীমাহীন অভাব তৃপ্তির জন্য অবিরাম প্রচেষ্টায় নিযুক্ত রহিয়াছে এবং এই প্রচেষ্টার ফল হিসাবে অবিরত তাহার আয় উপার্জন ও অভাবের তৃপ্তিসাধন ঘটিতেছে। সুতরাং আয়কে একটি স্রোত বা প্রবাহের সহিত তুলনা করা যায়। এই কারণে, আয় হইতেছে আসলে একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ[২৫]।

উৎপাদন
PRODUCTION

উৎপাদন শব্দটি দুইটি অর্থে অর্থবিদ্যায় ব্যবহার করা হয়। ব্যাপক অর্থে উৎপাদন বলিতে বিবিধ উপযোগের সৃষ্টি বুঝায়। উপযোগ চারি প্রকারের—আকারগত[২৬], স্থানগত[২৭], কালগত[২৮] ও সেবাগত[২৯]। মানুষের কোন না কোন নির্দিষ্ট অভাব তৃপ্তির জন্য প্রাকৃতিক উপকরণগুলিকে নির্দিষ্ট আকার দান (কাঠ হইতে চেয়ার), এক স্থান হইতে অন্যস্থানে স্থানান্তর করা (দামোদরের বালুকা দালানকোঠা নির্মাণের মশলা হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে শহরে বা গ্রামে আনা), এক সময়ের উদ্বৃত্ত উপকরণ অন্য সময়ে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মজুদ করিয়া রাখা (ফসল কাটার পর উহার একাংশ গোলায় মজুদ করিয়া বৎসরের অন্য সময়ে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা), এবং একের শারীরিক বা মানসিক শ্রমে অপরের অভাবপূরণ করা (চিকিৎসক, শিক্ষক প্রভৃতির কার্যাদি), যথাক্রমে আকারগত, স্থানগত, কালগত এবং সেবাগত উপযোগ সৃষ্টির নিদর্শন। সুতরাং যে প্রক্রিয়ার দ্বারা কোন না কোন উপযোগের সৃষ্টি হয়, তাহাই 'উৎপাদন'।

কিন্তু কোন কোন অর্থবিজ্ঞানী সংকীর্ণতর অর্থেও 'উৎপাদন' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। এই অর্থে 'যে কাজের দ্বারা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে দ্রব্যসামগ্রী বা সেবা-কর্মাদির উদ্ভব হয়, তাহাই উৎপাদন।'[৩০]

উপকরণ ও উপাদান
RESOURCES & FACTORS

দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মসমূহের উৎপাদনে যাহা কিছু লাগে তাহাই উৎপাদনের উপকরণ[৩১]। উপকরণ অসংখ্য, উহাদের শেষ নাই, সীমা নাই। উহাদের প্রত্যেকটিই উৎপাদনের এক একটি উপাদান। কিন্তু এত অসংখ্য উপাদানের ভিত্তিতে আলোচনা কার্যতঃ অসম্ভব বলিয়া অর্থবিদ্যায় আলোচনার সুবিধার জন্য উপকরণগুলিকে সাধারণত চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যথা—ভূমি[৩২], শ্রম[৩৩], পুঁজি[৩৪] ও সংগঠন বা উদ্যোগ[৩৫]। যাবতীয় প্রাকৃতিক উপকরণকে 'ভূমি' বলা হয়। মানুষের শারীরিক ও মানসিক শ্রমকে 'শ্রম' বলা হয়। প্রাকৃতিক উপকরণ ও শ্রমের সহযোগে উৎপন্ন যে সম্পদ পুনরায় নূতন সম্পদ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় (যেমন যন্ত্রপাতি) তাহাকে 'পুঁজি' বলা হয়। এবং উৎপাদন সম্ভব করিবার জন্য ভূমি, শ্রম ও পুঁজি—এই তিনটি উপাদানকে একত্রিত করিয়া উৎপাদন-কার্যে উহাদের যথাযথ প্রয়োগের কাজটিকে বলা হয় 'সংগঠন' বা 'উদ্যোগ'। যে এই কাজের ভার গ্রহণ করে তাহাকে উদ্যোক্তা বা সংগঠক বলে।

24. 'Income......is itself a function of the Consumer's given money income....and of prices....which he must pay for the commodities which he buys.'—Liebhafsky. 25. Income is a flow.
26. Form Utility. 27. Place Utility. 28. Time Utility.
29. Service Utility.
30. 'Any activity that results in goods or services intended for exchange.'—Meyers. 31. Productive resources. 32. Land.
33. Labour. 34. Capital. 35. Organisation or Enterprise.

কাহারও কাহারও মতে, উপাদান চারিটি নহে, তিনটি। যথা—ভূমি, শ্রম ও পুঁজি। ইঁহারা 'সংগঠন'কে 'শ্রম' হইতে পৃথক উপাদান বলিয়া গণ্য করিবার পক্ষপাতী নহেন। কারণ সংগঠনের কার্যে মূলতঃ মানুষের (অর্থাৎ উদ্যোক্তার) শারীরিক-মানসিক (অধিক পরিমাণে মানসিক) শ্রমেরই প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই যুক্তি অনুসরণ করিলে আরও অগ্রসর হইয়া বলা যায় যে, উপাদান মূলতঃ দুইটি, ভূমি বা প্রাকৃতিক উপকরণ এবং শ্রম; পুঁজিকে স্বতন্ত্র উপাদান বলিয়া গণ্য করা উচিত নহে। কারণ, পুঁজি আসলে প্রাকৃতিক উপকরণ ও শ্রমের সম্মিলিত রূপ ছাড়া আর কিছু নহে।

যাহাই হউক, কার্যত আলোচনার সুবিধার জন্যই ভূমি, শ্রম, পুঁজি ও সংগঠন,—উৎপাদনের উপাদান এই চারিটি বলিয়াই গণ্য করা হয়।

ভোগ
CONSUMPTION

উৎপাদন বলিতে যেমন কোন দ্রব্যের সৃষ্টি বুঝায় না, উপযোগের সৃষ্টি বুঝায়, তেমনি ভোগ বলিতে উপযোগের বিনাশ বুঝায়। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মধ্যে নিহিত উপযোগের বিনাশ ঘটে তাহাই ভোগ। মেয়ার্সের কথায়ঃ "ভোগ হইতেছে স্বাধীন মানুষের অভাব তৃপ্ত করিবার জন্য দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মাদির প্রত্যক্ষ ও চূড়ান্ত (বা শেষ) ব্যবহার।"[৩৬]। ইহাই যাবতীয় অর্থনীতিক কার্যাবলীর উদ্দেশ্য।

পণ্য
COMMODITY

চাল, ডাল, মাছ, কাপড়—ইহারা সকলেই দ্রব্য, কিন্তু একপ্রকারের দ্রব্য নহে। ইহারা পৃথক পৃথক দ্রব্য, কারণ উহাদের একটির কাজ অপরটি দ্বারা হয় না। কিন্তু সকল চাল, সকল ডাল, সকল মাছ ও সকল কাপড়ও এক প্রকারের নহে। সরু চাল মোটা চাল হইতে, মুগ ডাল মসুর ডাল হইতে, রুই মাছ ভেটকী মাছ হইতে এবং মিহি কাপড় মোটা কাপড় হইতে আলাদা। দ্রব্য বলিলে ইহাদের সকলকেই বুঝায়, ইহাদের স্বাতন্ত্র্য বা বিশিষ্টতা তাহাতে প্রকাশ পায় না। এজন্য 'পণ্য' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। পণ্য বলিতে সম-গুণাগুণ[৩৭] সম্পন্ন দ্রব্যসমষ্টিকে বুঝায়। এই অর্থে সরু ও মোটা চাল দুইটি পৃথক পণ্য, মুগ ও মসুর ডাল দুইটি বিভিন্ন পণ্য।

ভোগ্যপণ্য ও পুঁজিদ্রব্য
CONSUMER GOODS & CAPITAL GOODS

ভোগ্যপণ্য বা ভোগ্যদ্রব্য সমার্থক। যে সকল দ্রব্যসামগ্রীর সরাসরি বা প্রত্যক্ষ ব্যবহারে অভাব তৃপ্ত হয় তাহাই ভোগ্যপণ্য বা ভোগ্যদ্রব্য। আর যে সকল দ্রব্য (অর্থাৎ যাহা একবার উৎপাদিত হইয়াছে) সরাসরি মানুষের অভাব তৃপ্তির কাজে লাগে না, সরাসরি অভাব তৃপ্তির কাজে ব্যবহার না করিয়া পুনরায় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের কার্যে ব্যবহার করা হয় (যেমন যন্ত্রপাতি), তাহাই পুঁজিদ্রব্য। অর্থবিদ্যার আলোচনায় 'পুঁজি' বলিতে সাধারণত পুঁজিদ্রব্য বুঝান হয়।

চাহিদা
DEMAND

অর্থবিদ্যায় কোন পণ্যের 'চাহিদা' বলিতে শুধু আকাঙ্ক্ষা বুঝায় না। চাহিদা পূরণের জন্য ব্যয় করিবার ইচ্ছা ও সামর্থ্য থাকিলে, তবেই উহাকে অর্থবিদ্যায় 'চাহিদা' বলিয়া গণ্য করা হয়। কোন দ্রব্য বা সেবাকর্মের জন্য আকাঙ্ক্ষার সহিত উহা পূরণ

36. "Consumption is the direct and final use of goods and services to satisfy the wants of free human beings."—Meyers.
37. Homogeneous quality.

করিবার জন্য যদি আকাঙ্ক্ষাকারীর ব্যয় করিবার ইচ্ছা ও সামর্থ্য থাকে, তবে উহাকে 'কার্যকর চাহিদা'[৩৮] বলে। অর্থবিদ্যায় চাহিদা বলিতে কার্যকর চাহিদা বুঝায়।

যে কোন দ্রব্য বা সেবাকর্মের চাহিদা আবার উহার দামের উপর নির্ভরশীল। (অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে) দামের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত চাহিদার বৃদ্ধি ও হ্রাস ঘটে। সেজন্য বলা হয় যে, 'চাহিদা হইতেছে দামের একটি ক্রিয়া বা অপেক্ষক'[৩৯]।

যোগান
SUPPLY

অর্থবিদ্যায় কোন পণ্যের যোগান বলিতে পণ্যের উৎপাদক বা যোগানদারগণ উহা যে পরিমাণে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক যোগান কথাটির দ্বারা তাহাই বুঝায়। পণ্যের যোগান উহার দামের উপর নির্ভরশীল। দামের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত পণ্যের যোগানের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে (অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে)। এজন্য পণ্যের যোগানও উহার দামের একটি ক্রিয়া বা অপেক্ষক।[৪০]

মূল্য ও দাম
VALUE AND PRICE

সাধারণ অর্থে 'মূল্য' বলিতে গুরুত্ব বুঝায়। অর্থবিদ্যায় দুইটি অর্থে ইহা ব্যবহার করা হয়। একটি হইতেছে 'ব্যবহারিক মূল্য'[৪১] অপরটি হইতেছে 'বিনিময় মূল্য'[৪২]। অর্থবিদ্যায় 'ব্যবহারিক মূল্য' কথাটির পরিবর্তে 'উপযোগ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। অতএব, কার্যত 'বিনিময় মূল্য' বুঝাইবার জন্যই অর্থবিদ্যায় 'মূল্য' শব্দটি বেশি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কিছুর বিনিময় মূল্য উহার নিজের দ্বারা প্রকাশ পায় না, অপর কিছুর দ্বারা প্রকাশ করিতে হয়। অতএব একটি পণ্যের বিনিময় মূল্য অপর কোন পণ্যের দ্বারা প্রকাশিত হয়। কোন পণ্যের বিনিময় মূল্য বলিলে উহার এক এককের[৪৩] পরিবর্তে বা বিনিময়ে অপরাপর পণ্যের যতগুলি একক পাওয়া যায়, তাহাই বুঝায়। অর্থাৎ কোন পণ্যের বিনিময় মূল্য হইতেছে উহার অপরাপর পণ্য ক্রয়ের ক্ষমতা[৪৪]। একটি খাতার পরিবর্তে যদি এক দোয়াত কালি পাওয়া যায় তবে, একটি খাতার বিনিময় মূল্য হইল এক দোয়াত কালি। যখন কোন পণ্যের বা দ্রব্যের বিনিময় মূল্য অর্থের দ্বারা প্রকাশ করা হয় (একটি খাতার বিনিময় মূল্য ১ টাকা), তখন উহাকে 'দাম' বলা হয় (একটি খাতার দাম ১ টাকা)। অর্থাৎ দাম হইল অর্থের দ্বারা প্রকাশিত কোন পণ্যের বা দ্রব্যের বা সেবাকর্মের বিনিময় মূল্য।

প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে, সকল পণ্যের দাম এক সঙ্গে বাড়িতে পারে। কারণ, দাম বলিতে অর্থে প্রকাশিত পণ্যের বিনিময় মূল্য বুঝায়। সকল পণ্যের দাম বাড়িলে অর্থের মূল্য কমে। কিন্তু সকল পণ্যের বিনিময় মূল্য একসঙ্গে বাড়িতে পারে না। কারণ, যে দুইটি পণ্যের বিনিময় হইবে, উহাদের একটির মূল্যবৃদ্ধির অর্থই অপরটির মূল্য হ্রাস।

উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা উৎপাদক সংস্থা ও শিল্প
FIRM AND INDUSTRY

কোন দ্রব্য বা সেবার উৎপাদনের বিবিধ যন্ত্রপাতি সমন্বিত এক একটি কারখানা, মিল বা খনি হইতেছে দ্রব্যটির এক একটি উৎপাদনকারী-একক বা উৎপাদক-একক[৪৫]। এক বা একাধিক ব্যক্তি ইহার মালিক হইতে পারে। এইরূপ একই মালিকানার অধীন এক বা একাধিক উৎপাদক-একক (অর্থাৎ একই দ্রব্য উৎপাদনকারী কারখানা, মিল ইত্যাদি) থাকিতে পারে। একই মালিকানার অধীন একই দ্রব্য উৎপাদনকারী যাবতীয় উৎপাদক-

38. Effective Demand.
39. Demand is a function of price. [$D=f(P)$ or $D=d(P)$].
40. Supply is a function of price. [$S=f(P)$ or $S=s(P)$].
41. Value-in-use or use value. 42. Value-in-exchange value.
43. One unit. 44. Purchasing power. 45. Producing unit or Plant.

এককের সমষ্টিকে একটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান[46] রূপে গণ্য করা হয়। যেমন, দুর্গাপুর, ভিলাই ও রুরকেল্লার সরকারী লৌহ-ইস্পাত তৈয়ারীর কারখানা তিনটি হইতেছে তিনটি উৎপাদক-একক। কিন্তু উহাদের মালিক হইতেছে হিন্দুস্থান ষ্টীল কোং লিঃ। সুতরাং হিন্দুস্থান ষ্টীল কোং লিঃ হইতেছে একটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানাটি কিন্তু একটি ফার্ম নহে। তেমনি, জামসেদপুরে একটি মাত্র ইস্পাত কারখানা আছে, উহাও একটি উৎপাদক-একক। উহার মালিক টাটা কোম্পানী। সুতরাং টাটা কোম্পানী ভারতে ইস্পাত উৎপাদনের আর একটি উৎপাদক সংস্থা। উহার অধীনে মাত্র একটি উৎপাদক-একক আছে।

একই দ্রব্যের উৎপাদনে নিযুক্ত সকল উৎপাদক প্রতিষ্ঠান লইয়া একটি শিল্প গঠিত হয়। ভারতে লৌহ-ইস্পাত উৎপাদনকারী সকল উৎপাদক সংস্থা লইয়া ভারতের লৌহ-ইস্পাত শিল্প গঠিত।

ভারসাম্য

EQUILIBRIUM

ভারসাম্য শব্দটি ইংরেজী 'ইকুইলিব্রিয়াম' শব্দটির প্রতিরূপ। 'ইকুইলিব্রিয়াম' শব্দটি ল্যাটিন 'ইকুয়াস'[47] ও 'লিব্রা'[48] এই দুইটি শব্দ হইতে তৈয়ারী হইয়াছে। 'ইকুয়াস' শব্দটির অর্থ 'সমান' এবং 'লিব্রা' শব্দটির অর্থ 'সম ভাব'। সুতরাং 'ইকুইলিব্রিয়াম' শব্দটির দ্বারা দুই পরস্পর বিরোধী বস্তু বা শক্তির সাম্যাবস্থা বা ভারসাম্য বুঝায়। এই অর্থে শব্দটি পদার্থবিদ্যায়[49] ব্যবহৃত হয়।

ভারসাম্য বা 'ইকুইলিব্রিয়াম'-এর ধারণাটি পদার্থবিদ্যা হইতে অর্থবিদ্যায় গৃহীত হইয়াছে। পদার্থবিদ্যায় ভারসাম্য বা 'ইকুইলিব্রিয়াম' বলিতে বুঝায় যে কোন একটি বস্তুর[50] উপর ক্রিয়াশীল পরস্পর বিরোধী দুইটি শক্তি বা বল[51] পরস্পরের প্রভাবকে এরূপ সম্পূর্ণ-ভাবে খণ্ডন বা বিনষ্ট করিয়াছে যে উহাদের সমবেত ফল শূন্যে পরিণত হইয়াছে এবং ইহার দরুন বস্তুটি নিশ্চল অবস্থায়[52] রহিয়াছে।

অর্থবিদ্যায় ভারসাম্য বলিতে কিন্তু কোন নিষ্ক্রিয়তার বা নিশ্চলতার অবস্থা বুঝায় না। অর্থবিদ্যায় ভারসাম্য বলিতে বুঝায় যে, কোন ব্যক্তি (অর্থাৎ ভোগকারী), উৎপাদক প্রতিষ্ঠান অথবা শিল্প এমন একটি অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে, তাহা পরি-বর্তনের জন্য উহাদের আর কোন উৎসাহ বা কারণ থাকে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, কিনিবার উপযুক্ত সামগ্রীর মধ্যে তাহার খরচের অদলবদল করিয়া যখন আর মোট উপযোগ বাড়ান সম্ভব হয় না তখনই যে কোন ভোগকারী ভারসাম্যে উপস্থিত হয়। উৎপাদনের পরিমাণ[53] পরিবর্তন করিয়া অথবা উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন করিয়া যখন আর মুনাফা বাড়াইবার সম্ভাবনা থাকে না, তখনই উৎপাদক প্রতিষ্ঠান ভারসাম্য লাভ করে। বর্তমান পারিশ্রমিকে কোন উপাদান (অর্থাৎ ভূমি, শ্রম পুঁজি বা সংগঠন) যে পরিমাণে উহার নিজ সেবার[54] যোগান দিতেছে, তাহা কমাইবার বা বাড়াইবার জন্য যখন উহার আর কোন উৎসাহ থাকে না, তখনই উহা ভারসাম্য লাভ করে। যখন কোন পুরাতন বা বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান[55] কোন শিল্প ত্যাগ করিতে কিংবা কোন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান কোন শিল্পে আর প্রবেশ করিতে চাহে না, তখনই একটি শিল্প ভারসাম্যে পৌঁছায়। ভারসাম্যে উপনীত হইবার পর উহাদের বর্তমান কার্যাবলী অব্যাহত, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলিতে থাকে, কিন্তু তাহাতে আর কোন পরিবর্তনের প্রবণতা বা ঝোঁক থাকে না।

অর্থনীতিক তত্ত্ব বা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 'ভারসাম্য'-এর ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। বলা যায় যে, ভারসাম্য সংক্রান্ত বিশ্লেষণই মূল্যতত্ত্ব ও উপকরণের বণ্টন[56]

---

46. Firm. 47. *'Aequus'* (equal) 48 *Libra* (balance)
49. Physics. 50. Body. 51. Force 52 'at rest'. 53. Output.
54. 'its services'. 55 Old or existing firm.
56. Price Theory and allocation of resources.

সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনা কাঠামোটির ভিত্তি। অর্থবিদ্যার আলোচনার একটি প্রধান মৌলিক ধারণা এই যে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সকল অর্থনৈতিক কার্যাবলী ও অর্থনৈতিক একক-ই (অর্থাৎ, ভোগকারী, উৎপাদক প্রতিষ্ঠান, উপাদান, শিল্প প্রভৃতি) সর্বদা ভারসাম্য লাভের চেষ্টা করিতেছে। ভারসাম্যে উপনীত হওয়াই উহাদের সকলের লক্ষ্য। বাস্তবে ইহা লাভ করা যায় কিনা, সেজন্য ইহা গুরুত্বপূর্ণ নহে। লক্ষ্য হিসাবে ইহার গুরুত্ব এই কারণে যে, অর্থনৈতিক কার্যাবলীর যাবতীয় পরিবর্তনই এই সাধারণ লক্ষ্য অভিমুখে ধাবিত হইতেছে।

ভারসাম্যের শ্রেণীভেদ

অর্থবিদ্যায় নানা প্রকারের ও শ্রেণীর ভারসাম্যের ধারণা প্রচলিত রহিয়াছে। সংক্ষেপে উহাদের বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে।

১. স্থির বা স্থিতিশীল ভারসাম্য
STABLE EQUILIBRIUM

যে ভারসাম্য বিনষ্ট হইলে উহা পুনরুদ্ধারের শক্তিসমূহ সক্রিয় হইয়া বিশৃঙ্খলা[57] দূর করিয়া আদি[58] ভারসাম্যাবস্থা ফিরাইয়া আনে, তাহাই স্থিতিশীল ভারসাম্য। ভারী-তলিবিশিষ্ট জাহাজের ভারসাম্য এইরূপ।

২. অস্থির বা স্থিতিহীন ভারসাম্য
UNSTABLE EQUILIBRIUM

যে ভারসাম্য অবস্থায় প্রথমে কোন একটি ক্ষুদ্র বিশৃঙ্খলা ঘটিলে উহা ক্রমান্বয়ে এমন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী শক্তির জন্ম দেয় যে আদি ভারসাম্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা ক্রমেই অন্তর্হিত হইতে থাকে, তাহাকে অস্থির বা স্থিতিহীন ভারসাম্য বলে। এক মাথার উপর দাঁড় করান একটি ডিমের ভারসাম্য এইরূপ।

৩. স্বল্পকালীন ভারসাম্য
SHORT PERIOD EQUILIBRIUM

ক্রেতা এবং বিক্রেতা অর্থাৎ, উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও উৎপাদক প্রতিষ্ঠান-গুলির উৎপাদনক্ষমতা অপরিবর্তিত থাকিয়া চাহিদা ও যোগানের যে ভারসাম্য দেখা দেয় তাহা স্বল্পকালীন ভারসাম্য। প্রান্তিক আয়, প্রান্তিক খরচ ও দামের সমতা ইহার মূল শর্ত (পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে)।

৪. দীর্ঘকালীন ভারসাম্য
LONG PERIOD EQUILIBRIUM

উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও উহাদের উৎপাদন ক্ষমতার হ্রাস বৃদ্ধির দ্বারা চাহিদা যোগানের যে ভারসাম্য দেখা দেয় তাহা দীর্ঘকালীন ভারসাম্য। গড় আয় ও প্রান্তিক আয়, গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচ এবং দামের সমতা ইহার মূল শর্ত (পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে)।

৫. আংশিক ভারসাম্য
PARTIAL EQUILIBRIUM

কোন একজন ভোগকারী, কোন একটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা কোন একটি শিল্প বিশেষের ভারসাম্য হইতেছে আংশিক ভারসাম্য। মূল্যতত্ত্বের সমগ্র আলোচনাই বস্তুতঃ-পক্ষে আংশিক ভারসাম্যের আলোচনা। যে কোন অর্থনৈতিক ঘটনা বা বিশৃঙ্খলার[59] প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, অব্যবহিত[60] ও সুদূর প্রতিক্রিয়া ঘটে। আংশিক ভারসাম্যের বিশ্লেষণে শুধু প্রত্যক্ষ, প্রাথমিক[61] ও অব্যবহিত প্রতিক্রিয়াগুলির আলোচনা করা হয়। ইহা অর্থনৈতিক

---
57. Disturbances. 58. Original. 59. Disturbance.
60. Immediate. 61. Primary.

ব্যবস্থার কোন একটি অংশের ভারসাম্যের আলোচনা এবং এই আলোচনায় ধরিয়া লওয়া হয় যে, 'অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত রহিয়াছে' অর্থাৎ সমগ্র অর্থনীতিক ব্যবস্থার বা উহার অন্যান্য অংশের ভারসাম্য বজায় রহিয়াছে। স্বভাবতঃই আংশিক ভারসাম্যের আলোচনাটি সীমাবদ্ধ তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা এবং এই কারণে ইহা সরল। অর্থবিদ্যার ব্যষ্টিগত বিশ্লেষণ বা ব্যষ্টিগত অর্থবিদ্যা[৬২] আসলে আংশিক ভারসাম্যের আলোচনা।

৬. সাধারণ বা সামগ্রিক ভারসাম্য
GENERAL EQUILIBRIUM

সাধারণ বা সামগ্রিক ভারসাম্য বলিতে, উহার সকল অংশগুলির ভারসাম্য সমেত সমগ্র অর্থনীতিক ব্যবস্থাটির ভারসাম্য বুঝায়। সুতরাং সাধারণ বা সামগ্রিক ভারসাম্য বিশ্লেষণের তত্ত্বে গোটা অর্থনীতির (অর্থাৎ সমগ্র দেশ বা সমাজের) যাবতীয় সামগ্রী ও সেবাকর্মের মোট পরিমাণ ও দামসমূহের নির্ধারকগুলির[৬৩] আলোচনা করা হয়। ইহাতে অর্থনীতিক ঘটনা বা বিশৃঙ্খলাগুলির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, অব্যবহিত ও সুদূরতম প্রতিক্রিয়াগুলির সকলই বিবেচিত হয়। আংশিক ভারসাম্যের আলোচনা সাধারণ বা সামগ্রিক ভারসাম্যেব আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ ভারসাম্যের আলোচনা হইতে অর্থনীতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশগুলি, বিভিন্ন প্রকারের অর্থনীতিক কার্যগুলি, কিভাবে পবস্পরের উপর নির্ভরশীল, উহারা কিভাবে একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হইতেছে এবং একই সংগে অপরকেও প্রভাবিত করিতেছে,[৬৪] তাহা উপলব্ধি করা যায়। সাধারণ বা সামগ্রিক ভারসাম্যের আলোচনা সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণের[৬৫] অন্তর্গত।

আংশিক বিশ্লেষণের তত্ত্ব অর্থনীতিক ব্যবস্থার যে কোন একটি অংশের চিত্র তুলিয়া ধরে। আর সাধারণ বা সামগ্রিক বিশ্লেষণের তত্ত্ব উহার পরিপূর্ণ চিত্র প্রকাশ করে।

৭. স্থিতীয় ভারসাম্য
STATIC EQUILIBRIUM

কাল পরিবর্তন সত্ত্বেও অর্থনীতিক তথ্যগুলির কোন পরিবর্তন ঘটিবে না, ইহা ধরিয়া, এইরূপ তথ্য বা ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া ও উহার ফল স্বরূপ যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা স্থিতীয় ভারসাম্য। কোন একটি পণ্যের চাহিদা ও যোগান কাল পরিবর্তন সত্ত্বেও অপরিবর্তিত এবং নির্দিষ্ট রহিয়াছে ধরিয়া লইলে ঐ চাহিদা ও যোগানের পরস্পর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দ্বাবা যে ভারসাম্য দাম দেখা দিবে তাহাই স্থিতীয় ভারসাম্যেব একটি দৃষ্টান্ত বলা যাইতে পাবে।

৮. গতীয় ভারসাম্য
DYNAMIC EQUILIBRIUM

কাল পরিবর্তনের সহিত বিবিধ অর্থনীতিক বিষয় ও ঘটনাবলী (যথা, চাহিদা, যোগান, উপকরণ, লোকসংখ্যা ইত্যাদি) যদি একটি অপরিবর্তিত হারে, সর্বদা পরিবর্তিত হইতে থাকে, তবে এইরূপ তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত ভারসাম্যকে গতীয় ভারসাম্য বলে। স্থিতীয় ভারসাম্যে তথ্যের পরিবর্তন অনুপস্থিত, আর গতীয় ভারসাম্যে তথ্যের পরিবর্তনকে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। সম্প্রতিকালে গতীয় ভারসাম্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে অর্থবিদ্যার একটি নূতন শাখা—অর্থনীতিক উন্নয়ন তত্ত্বের[৬৬] উদ্ভব ও বিস্তার ঘটিয়াছে।

62. Micro-economic Analysis or Micro-economics. 63. Determinants.
64. Interdependence of economic segments and activities.
65. Macro-economics or Macro-economic Analysis.
66. Theory of Economic Growth.

৩

অর্থনীতিক ব্যবস্থাসমূহ
ECONOMIC SYSTEMS

[**আলোচিত বিষয়ঃ** অর্থনীতিক ব্যবস্থার সংজ্ঞা—অর্থনীতিক ব্যবস্থার প্রকারভেদ—ধনতন্ত্র—ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এবং পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি—সমাজতন্ত্র—সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এবং পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি—মিশ্র অর্থনীতি—মিশ্র অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য—অর্থনীতিক পরিকল্পনা কেন—অর্থনীতিক পরিকল্পনা কাহাকে বলে—অর্থনীতিক পরিকল্পনার প্রকার ও কৌশলভেদ]

অর্থনীতিক ব্যবস্থা
ECONOMIC SYSTEM

'অর্থনীতিক ব্যবস্থা'র সংজ্ঞা
DEFINITION OF "ECONOMIC SYSTEM"

মানুষ যে সংগঠিত সমাজে[1] বাস করে, তাহার অভাব মোচনের অর্থনীতিক কার্যাবলী, অর্থাৎ উৎপাদন, ভোগ, বিনিময় ও বণ্টন প্রভৃতির প্রকৃতি ও পদ্ধতিসমূহকে কেন্দ্র করিয়া যেমন ঐ সমাজের নানারূপ আইনগত ও সামাজিক বিধিব্যবস্থা ও রীতিনীতিসমূহ গড়িয়া উঠে, তেমনি সে সকল আইনগত ও সামাজিক বিধিব্যবস্থা ও রীতিনীতি ঐ সকল অর্থনীতিক কার্যাবলীর এক বাতাবরণ[2] বা পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া উহাদের নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। অর্থনীতিক কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রক এই সকল আইনগত ও সামাজিক বিধি ব্যবস্থা ও রীতিনীতিগুলিকে এক কথায় প্রতিষ্ঠানগত কাঠামো[3] বলা হয়। অর্থনীতিক ব্যবস্থা[4] বলিতে অর্থনীতিক কার্যাবলীর এই প্রতিষ্ঠানগত কাঠামোকে বুঝায়।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, সজীব প্রাণীদেহের মতই সজীব অর্থনীতিক ব্যবস্থারও উদ্ভব, বিকাশ, ক্ষয় ও লয় আছে। সুতরাং কাল পরিবর্তনের সহিত অর্থনীতিক ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটে।

অর্থনীতিক ব্যবস্থার প্রকারভেদ
TYPES OF ECONOMIC SYSTEMS

বর্তমান যুগের অর্থনীতিক ব্যবস্থাসমূহ মূলতঃ দুই প্রকারের। ধনতন্ত্র[5] ও সমাজতন্ত্র[6]। মিশ্র অর্থনীতি[7] নামে আর এক প্রকারের অর্থনীতিক ব্যবস্থার কথা বলা হয়। তবে ইহা প্রকৃতপক্ষে কোন পৃথক বা স্বতন্ত্র অর্থনীতিক ব্যবস্থা নহে, ইহা ধনতন্ত্রেরই এক শোধিত রূপ।

ধনতন্ত্র
CAPITALISM

ঐতিহাসিক দিক দিয়া বলা যায় যে, ১৭৬০-১৮২০ সালের মধ্যে শিল্প বিপ্লবের ফলে বৃটেনে যে অর্থনীতিক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটিয়াছিল এবং কালক্রমে যাহা বিভিন্ন দেশে

1. Organised society. 2. Environment. 3. Institutional Framework.
4. Economic System. 5. Capitalism. 6. Socialism.
7. Mixed Economy.

পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহাকেই 'ধনতন্ত্র' বলা হয়। ফরাসী বিপ্লব ইহার মতাদর্শগত ভিত্তি ও বৃটেনের শিল্প বিপ্লব ইহার বৈষয়িক ভিত্তি রচনা করিয়াছিল। সংক্ষেপে ধনতন্ত্র হইতেছে, উৎপাদনের উপাদান বা উপায়সমূহের উপর ব্যক্তিগত বা বেসরকারী মালিকানার ব্যবস্থা।

বৈশিষ্ট্য[৮]: ধনতন্ত্রের অর্থনীতিক বৈশিষ্ট্য চারিটি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি, উদ্যোগের স্বাধীনতা, ভোগকারীর সার্বভৌমত্ব ও নিয়ন্ত্রণবিহীন মূল্য ব্যবস্থা।

১. ব্যক্তিগত সম্পত্তি[৯]: (ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিতে জমি, খনি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উৎপাদনের উপায় বা উপাদান এবং তৎসহ বাড়ীঘর ইত্যাদি যাবতীয় ভোগ্যদ্রব্য অর্থাৎ সম্পদ প্রভৃতির আইনস্বীকৃত ব্যক্তিগত মালিকানা বুঝায়। মালিক বা মালিকগণ তাহাদের মালিকানাভুক্ত সম্পত্তির অবাধ ভোগদখল, হস্তান্তর ও উত্তরাধিকারের অধিকারী বলিয়া আইনের দ্বারা স্বীকৃত হয়।

ধনতন্ত্রের অর্থনীতিক দর্শন[১০] অনুসারে ধনসম্পদ করায়ত্ত করিবার ও আয় বাড়াই-বার অভিপ্রায়ই মানুষকে সর্বদা কঠোর পরিশ্রমে প্রবৃত্ত করাইতেছে। এই উদ্দেশ্যটি স্বার্থপর[১১] বটে, কিন্তু এই স্বার্থপর উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত হইয়াই প্রত্যেকে সর্বাধিক সম্ভব দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম, অর্থাৎ সম্পদের উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহার ফলে সমাজে সর্বাধিক উৎপাদন ঘটিতেছে। সুতরাং মানুষের এই স্বার্থপর উদ্দেশ্য যেমন তাহার ব্যক্তিগত উপকার করিতেছে তেমনি সেই সঙ্গে সমগ্র সমাজেরও উপকার করিতেছে।) অতএব ব্যক্তিগত সম্পত্তি করায়ত্ত করা ও বৃদ্ধি করার ইচ্ছাই হইতেছে যাবতীয় অর্থনীতিক কার্যে মানুষের উদ্যমের পশ্চাতে মূল চালিকা শক্তি[১২]। এই ধারণাটি ধনতান্ত্রিক অর্থ-নীতিক ব্যবস্থার সর্বপ্রধান ভিত্তি। এই ধারণা অনুযায়ী মুনাফা উপার্জন করা ও উহা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য দ্বারাই সকল উৎপাদনকারীরা পরিচালিত হইতেছে।

২. উদ্যোগের স্বাধীনতা[১৩]: (ধনতন্ত্রের আর একটি অপরিহার্য উপাদান বা মূল ভিত্তি হইতেছে 'উদ্যোগের স্বাধীনতা' নামক ধারণা। ('ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ' নামক দার্শনিক মতবাদের[১৪] উপর ভিত্তি করিয়া এ্যাডাম স্মিথ প্রমুখ ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানিগণ এই ধারণা প্রচার করেন যে অর্থনীতিক কার্যাবলীতে মানুষের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ক্ষুণ্ণ করিতে পারে, এরূপ কোন ব্যবস্থাই রাষ্ট্র বা সরকারের পক্ষ হইতে অবলম্বন করা উচিত নহে। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই অবাধে তাহার আপন স্বার্থ অনুসরণ করিতে দেওয়া আবশ্যক।) প্রত্যেক উৎপাদকই আপন আপন মুনাফা অর্থাৎ আয় ও সম্পত্তি বৃদ্ধির জন্য অপর প্রত্যেক উৎপাদকের সহিত কঠোর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রহিয়াছে, এজন্য প্রত্যেকেই অপরের তুলনায় কম খরচে উৎকৃষ্টতর দ্রব্যসামগ্রী অধিক পরিমাণে উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছে। ইহার ফলে উৎপাদনের ক্ষমতা বাড়িতেছে, সর্বাপেক্ষা কম খরচে সমাজে সর্বাধিক দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের উৎপাদন ঘটিতেছে। যে উৎপাদকগণ অপরের তুলনায় কম দক্ষ তাহারা পরাজিত হইয়া অধিক দক্ষ উৎপাদকগণকে পথ ছাড়িয়া দিতেছে। সুতরাং উৎপাদনে প্রবৃত্ত হইবার, অপরের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার অবাধ স্বাধীনতা উৎপাদকগণকে অবশ্যই দিতে হইবে, ইহা ক্ষুণ্ণ করা চলিবে না। (ব্যক্তির অর্থনীতিক কার্যকলাপে রাষ্ট্র বা সরকারের হস্তক্ষেপ না করিবার এই তত্ত্বই 'অবাধ স্বাধীনতার' তত্ত্ব[১৫] নামে পরিচিত।) এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই অনেক সময় ধনতন্ত্রকে 'ব্যক্তিগত উদ্যোগের অর্থনীতি'[১৬] বা 'স্বাধীন উদ্যোগের অর্থনীতি'[১৭] বলা হয়।

8. Features.
9. Private property or private ownership over the means of production.
10. *Economic Philosophy of Capitalism.* 11. Selfish motive.
12. Motive force. 13. Freedom of enterprise or *Laissez Faire.*
14. The Philosophy of Individualism.
15. The Doctrine of *Laissez Faire.* 16. Private Enterprise Economy.
17. Free Enterprise Economy.

৩. **ভোগকারীর সার্বভৌমত্ব**[18]: ধনতন্ত্রের মূল দর্শন হইতেছে প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার নিজস্বার্থ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা ওয়াকিফহাল। অর্থাৎ উৎপাদনকারী হিসাবে মানুষ যেমন সর্বদা তাহার আপন মুনাফা অনুযায়ী চলে, তেমনি ভোগকারী হিসাবেও তাহার পক্ষে কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি মন্দ সে সম্পর্কে সে সচেতন। সুতরাং উৎপাদনকারীর স্বাধীনতায় যেমন কোন হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে, সেরূপ ভোগকারীর স্বাধীনতায়ও কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় বা সরকারী হস্তক্ষেপ অনুচিত। পছন্দমত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম কিনিবার স্বাধীনতা যদি ভোগকারিগণের অক্ষুণ্ন থাকে, তাহা হইলে তাহারা যে সকল সামগ্রী চাহিবে, উৎপাদকগণ শুধু তাহাই উৎপাদন করিয়া ক্রেতাগণকে খুশী করিয়া নিজেদের মুনাফা সর্বাধিক করিবার চেষ্টা করিবে। সমাজে তাহা ছাড়া অন্য সামগ্রী উৎপন্ন হইবে না। এইরূপে কোন্ কোন্ দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হইবে, কোন্ কোন্ সামগ্রী উৎপন্ন হইবে না, কখন তাহা উৎপন্ন হইবে ও কতটা পরিমাণে উৎপন্ন হইবে, তাহা সকলই ভোগকারিগণের নির্দেশ মত স্থির হইবে। এজন্যই ভোগকারিগণের দ্রব্যসামগ্রী পছন্দ করিবার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখিতে হইবে। ইহাই ভোগকারীর সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব। ধনতন্ত্রে ইহা বজায় থাকে বলিয়া দাবি করা হয়। ইহা ধনতন্ত্রের অন্যতম উপাদান।

৪. **নিয়ন্ত্রণবিহীন মূল্য ব্যবস্থা**[19]: নিয়ন্ত্রণবিহীন মূল্য ব্যবস্থা ধনতন্ত্রের আর একটি অপরিহার্য উপাদান। আপন আপন স্বার্থ সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল ভোগকারীরা দ্রব্যসামগ্রী পছন্দের অক্ষুণ্ন স্বাধীনতা লইয়া যাহা কিনিতে চাহিতেছে, আপন আপন মুনাফা বৃদ্ধির তাগিদে উৎপাদনকারীরাও উদ্যোগ ও প্রতিযোগিতার অবাধ স্বাধীনতা লইয়া তাহা উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিতেছে। ক্রেতা বা ভোগকারীরা যাহা বেশি চাহিতেছে, যাহার জন্য বেশি দাম দিতে প্রস্তুত আছে, উৎপাদনকারীরা তাহাই অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিতেছে এবং সে সকল সামগ্রীর উৎপাদনেই সমাজের উপকরণসমূহের বিলিবন্টন ও ব্যবহার ঘটিতেছে। এইরূপে ভোগকারিগণের চাহিদা ও উৎপাদকগণের যোগান দ্বারা আপনা-আপনি বাজারে দ্রব্যসামগ্রীর দাম নির্ধারিত হইয়া যাইতেছে এবং দামের তারতম্য অনুসারে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনে ও তাহাতে উপকরণসমূহের বিলিবন্টনে তারতম্য ঘটিতেছে। দাম নির্ধারণের এই ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়[20], চাহিদা ও যোগানের শক্তি ছাড়া অপর কাহারও দ্বারা চালিত নহে। এইরূপে এক স্বয়ংক্রিয়, নিয়ন্ত্রণবিহীন মূল্য ব্যবস্থার দৌলতে ধনতন্ত্রে সর্বোত্তমভাবে, কি উৎপন্ন হইবে, কিভাবে উৎপন্ন হইবে, কাহার জন্য উৎপন্ন হইবে ইত্যাদি, কোনরূপ পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই আপনাআপনি স্থির হইয়া যায় বলিয়া দাবি করা হয়।

উপরোক্ত চারিটি উপাদানে যে খাঁটি ধনতন্ত্র[21] গঠিত, বাস্তবে তাহা কোথাও নাই। সকল ধনতন্ত্রী দেশেই কম বেশি পরিমাণে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, উদ্যোগের স্বাধীনতা, ক্রেতার স্বাধীনতা এবং মূল্য ব্যবস্থা রাষ্ট্রের নানা বিধিনিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। আর বাস্তবের বাজারে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে কম বেশি পরিমাণে একচেটিয়া কারবার ও উহাদের প্রচার যন্ত্রের প্রভাবে ক্রেতার তথাকথিত স্বাধীনতার অতি অল্পই অবশিষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং কার্যত ধনতন্ত্র এরূপ একটি ব্যবস্থায় পরিণত হইয়াছে, যেখানে স্পষ্টতঃই অন্ততঃ মুনাফার প্রেরণায় এবং সবিশেষ সক্রিয় প্রতিযোগিতার দ্বারা মোটামুটি অর্থনীতিক কার্যাবলীর এবং বিশেষত নূতন পুঁজি বিনিয়োগের বেশির ভাগই বেসরকারী ভাবে ঘটিয়া থাকে।[22]

---

18. Consumer's Sovereignty. 19. 'Free' Price-Mechanism.
20. Automatic. 21. Pure Capitalism.
22. "Capitalism is a system in which, on average, much the greater portion of economic life and particularly of net new investment is carried on by private (i.e., non-government) units under conditions of active and substantial free competition, and avowedly at the least, under the incentive of a hope for profit."—D. M. Wright in Ellis, *A Survey of Contemporary Economics*.

ধনতন্ত্রের সমর্থনে যুক্তি[23] **:** ধনতন্ত্রের অর্থনীতিক সুফল বলিয়া যাহা দাবি করা হয় উহাদের মধ্যে চারিটি প্রধান: ১. **ইহা একটি স্বয়ংক্রিয় মূল্য ব্যবস্থার দ্বারা চালিত হয়।** কারণ মূল্য ব্যবস্থার দ্বারাই উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগ, প্রভৃতি অর্থনীতিক কার্যাবলী পরিচালিত হইতেছে। এজন্য কোন আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না।

২. **ভোগকারীদের পছন্দমত দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন হয়,** দ্রব্যসামগ্রী পছন্দে **তাহাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ** থাকে। একারণে, এই ব্যবস্থায়, দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের ভোগ দ্বারা তাহাদের সর্বাধিক তৃপ্তি লাভ ঘটে।

৩. উৎপাদনকারিগণের **উদ্যোগের স্বাধীনতা ও অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে,** তাহারা সর্বদাই সর্বাপেক্ষা কম খরচে সর্বোৎকৃষ্ট দ্রব্য উৎপাদনের চেষ্টা করে। ইহার ফলে এই ব্যবস্থায় শুধু সর্বাধিক দক্ষ উৎপাদনকারীরাই টিকিয়া থাকে এবং তাহার দরুন উৎপাদনের খরচ সর্বাপেক্ষা কমে ও উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর উৎকর্ষ সর্বাধিক বৃদ্ধি পায়। ফলে **সর্বাপেক্ষা কম দামে সর্বোৎকৃষ্ট দ্রব্য সর্বাধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।**

৪. প্রতিযোগিতায় জয়লাভের জন্য প্রতিযোগী উৎপাদকগণ সর্বদাই উৎপাদন খরচ কমাইবার উদ্দেশ্যে উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার উন্নতির জন্য, দ্রব্যটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য, নূতনতর দ্রব্য উৎপাদনের জন্য গবেষণা কার্যে ব্যয় করে। ইহার ফলে, বিজ্ঞানের ও গবেষণার সাহায্যে, **প্রতিযোগিতার তাগিদে অবিরত নূতন নূতন উৎপাদন পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও নূতন দ্রব্যসামগ্রী উদ্ভাবিত হইতেছে।** সভ্যতার অগ্রগতি ঘটিতেছে।

ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ[24] **:** ধনতন্ত্রের সমালোচকগণের মতে ইহার প্রধান কুফলগুলি নিম্নরূপ: ১. ধনতন্ত্রে **প্রকৃতপক্ষে ভোগকারীর স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্ব বলিয়া কিছু থাকে না।** বিরাট একচেটিয়া কারবারগুলির শক্তিশালী প্রচার যন্ত্রের প্রভাবে তাহারা আপন পছন্দমত জিনিস বাছিয়া লইবার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিয়া বিজ্ঞাপন ও প্রচারের ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়। তাহা ছাড়া ধনতন্ত্রে আয় বৈষম্যের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র দেশবাসীর প্রয়োজনমত দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন না ঘটিয়া সংখ্যালঘু ধনী ক্রেতাদের খেয়াল মিটাইবার উপযোগী দ্রব্যই বেশি উৎপন্ন হয়। সুতরাং ইহাতে **ভোগকারিগণের সর্বাধিক তৃপ্তি লাভও ঘটে না।**

২. **প্রতিযোগিতার ফলে ক্রমান্বয়ে** প্রতিযোগিগণের সংখ্যা কমিয়া, ধনতন্ত্রে **একচেটিয়া কারবারের উৎপত্তি ঘটিতে থাকে।** ইহাতে প্রতিযোগিতার সুফলগুলি দূর হইয়া অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া কারবারের কুফলগুলি দেখা দেয়। তখন বাজারের অর্থাৎ ভোগকারিগণের উপর আধিপত্যের বলে তাহারা উৎপাদন খরচ হ্রাস ও উৎকর্ষ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির পরিবর্তে মুনাফা বৃদ্ধির জন্য উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস ও মূল্যবৃদ্ধির উপর গুরুত্ব বেশি দেয়। **সুতরাং কার্যত, সর্বাপেক্ষা কম খরচে, সর্বোৎকৃষ্ট দ্রব্য সর্বাধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় না।**

৩. অবাধ **প্রতিযোগিতার ফলে,** যে কোন শিল্পে প্রয়োজনের তুলনায় অধিক সংখ্যক উৎপাদক দেখা দিতে পারে। ইহাতে **অনাবশ্যক অতিরিক্ত উৎপাদন-ক্ষমতার সৃষ্টি হয় অথচ তাহার সদ্ব্যবহার ঘটে না। ইহা অপচয়** ছাড়া আর কিছুই নহে।

৪. **মূল্য ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় এবং সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণবিহীন ভাবে কাজ করে, একথাও সত্য নহে।** কারণ কার্যত, শিল্পক্ষেত্রে বিরাট বিরাট অল্পসংখ্যক কারবারের উদ্ভব হইলে, **ঐ সকল বিরাট একচেটিয়া কারবারীরা একক বা গোষ্ঠীগতভাবে মূল্য ব্যবস্থাটিকে নিয়ন্ত্রণ করে।** ইহার ফলে সর্বোত্তমভাবে কি উৎপন্ন হইবে, কতটা উৎপন্ন হইবে তাহা স্থির হইতে পারে না। কি উৎপন্ন হইবে ও কতটা উৎপন্ন হইবে, তাহা এই সকল মুষ্টিমেয়

---

23. Merits of Capitalism. 24. Evils of Capitalism.

বৃহৎ কারবারীরাই স্থির করিয়া দেয় এবং তাহার **ফলে উপকরণের বিলিবন্টন[25]ও সর্বোত্তম ভাবে ঘটিতে পারে না।**

৫. ব্যক্তিগত সম্পত্তি-ব্যবস্থার দরুন (অর্থাৎ, প্রধানত, উৎপাদনের উপাদান বা উপায়, যথা, জমি, পুঁজি, কলকারখানা ইত্যাদির ব্যক্তিগত মালিকানা) ধনতন্ত্রে **আয়ের বন্টনে বৈষম্য ঘটে ও উহা ক্রমাগত বাড়িতে থাকে।** ইহাতে সমগ্র সমাজ ধনী ও দরিদ্র, সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগরিষ্ঠ এই দুই অর্থনীতিক পরস্পর বিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যায় এবং **সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্রের উপর সংখ্যালঘু ধনীর শোষণ প্রতিষ্ঠিত হয়।** ইহা সামাজিক অন্যায় ও অবিচার।

৬. **চক্রাকারগতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের চড়তি ও মন্দার** (অর্থাৎ বাণিজ্য চক্রের) **আবির্ভাব এবং কর্মহীনতার অস্তিত্ব** এই দুইটি প্রধান অর্থনীতিক সমস্যা **ধনতন্ত্রের নিত্য-সংগী।** ইহার দরুন যে বিপুল অর্থনীতিক অপচয় ঘটে ও সামাজিক দুরবস্থার সৃষ্টি হয় তাহা দূর করা ধনতন্ত্রের সাধ্যাতীত। **ধনতন্ত্র এই দুইটি সমস্যার সৃষ্টি করে কিন্তু উহাদের সমাধান করিতে পারে না।**

সমাজতন্ত্র
SOCIALISM

সমাজতন্ত্রের সর্বসম্মত কোন সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। তবে, মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে, ইহা এরূপ একটি অর্থনীতিক ব্যবস্থা যেখানে সমাজ বা দেশের যাবতীয় উৎপাদনের উপাদান বা উপায়গুলির উপর (অর্থাৎ, জমি, পুঁজি, খনি, অরণ্য ও জলসম্পদ ইত্যাদি) সমাজ বা রাষ্ট্রের মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বৈশিষ্ট্য[26]: সমাজতন্ত্রের প্রধান অর্থনীতিক বৈশিষ্ট্য তিনটি।

১. **সামাজিক সম্পত্তি[27]:** সমাজতন্ত্রে ভোগ্যদ্রব্য (অর্থাৎ অর্থবিদ্যায় যাহাদের "সম্পদ' বলা হয়) ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানায় রাখিবার অনুমতি দেওয়া হইলেও, যাবতীয় উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক (অর্থাৎ সমষ্টিগত ভাবে সকল দেশবাসীর) বা রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. **অর্থনীতিক পরিকল্পনা[28]:** তথাকথিত স্বয়ংক্রিয় মূল্যব্যবস্থার পরিবর্তে, কি উৎপন্ন হইবে, কতটা উৎপন্ন হইবে, কাহার জন্য উৎপন্ন হইবে, ইত্যাদি অর্থনীতিক মৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ও উহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিক পরিকল্পনা কমিশন নিযুক্ত হয় ও উহা একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য, একটি অর্থনীতিক পরিকল্পনা রচনা করে। ঐ পরিকল্পনা অনুসারে নির্দিষ্ট কাল ধরিয়া বিবিধ দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও তদনুযায়ী বিবিধ উৎপাদন কার্যে উপকরণসমূহের বিলিবন্টন ঘটে। সমাজতন্ত্রে ভোগ্যপণ্য বন্টনে মূল্য ব্যবস্থার সাহায্য লওয়া হইলেও, উহা চাহিদা-যোগানের নিরপেক্ষ প্রতিফলক নহে। প্রয়োজন অনুসারে পরিকল্পনা কমিশনের পরামর্শমত রাষ্ট্র উহা নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। পূর্ণাংগ পরিকল্পনার দ্বারা সমাজতন্ত্রের অর্থনীতিক কার্যাবলী পরিচালিত হয় বলিয়া ইহাকে পরিকল্পিত অর্থনীতি[29] বলে।

৩. **জাতীয় আয়ের সমবন্টন[30]:** জাতীয় আয়ের সমবন্টন দ্বারা সমাজে শ্রেণীভেদ বিলোপ করাই সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য লাভের জন্য সমাজতন্ত্রে কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক প্রদানের প্রথা প্রবর্তিত হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি (অর্থাৎ জমি, পুঁজি কল-কারখানার ব্যক্তিগত মালিকানা) থাকে না বলিয়া, সমাজতন্ত্রে কাজ না করিলে কোন আয়

25. Allocation of resources. 26. Features. 27. Socialised Property.
28. Economic Planning. 29. Planned Economy.
30. Equitable distribution of National Income.

উপার্জনের উপায় থাকে না। 'প্রত্যেকে নিজ ক্ষমতামত পরিশ্রম করিবে এবং প্রত্যেকে তাহার পরিশ্রম অনুসারে পারিশ্রমিক পাইবে'[31]—ইহাই সমাজতন্ত্রে বণ্টনের নীতি।)

সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগঃ সমাজতন্ত্রের সমালোচকগণের মতে, ইহার বিরোধী যুক্তিগুলি বা ত্রুটিগুলি নিম্নরূপঃ ১. রাষ্ট্র পরিকল্পনা কমিশন মারফত কি উৎপন্ন হইবে, কতটা পরিমাণে উৎপন্ন হইবে, কি দামে তাহা বিক্রয় হইবে ইত্যাদি স্থির করিয়া দেয় বলিয়া, **সমাজতন্ত্রে ভোগকারীর কোন স্বাধীনতা থাকে না।** এই সমালোচনা অবশ্য তত্ত্বগত, কারণ, বাস্তবের ধনতন্ত্রেও ভোগকারীর স্বাধীনতা সামান্যই।

২. মুনাফা উপার্জনের উদ্দেশ্যে **ব্যক্তিগত স্বাধীন উদ্যোগের দ্বারা উৎপাদন পরিচালিত হয় না বলিয়া,** এবং উপার্জিত সম্পদ বংশপরম্পরায়, ব্যক্তিগত নিরংকুশ ভোগদখলের অধিকার নাই বলিয়া, **সমাজতন্ত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে না** বলিয়া একসময়ে ইহার সমালোচকগণ বলিতেন। কিন্তু এই আশংকা অবাস্তব বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও সমাজচেতনার বিস্তার, সামাজিক মর্যাদা দান, প্রশংসা ও পুরস্কার দ্বারাও শ্রমিক কর্মী ও উৎপাদনে নিযুক্ত সকল ব্যক্তিবর্গকে যে উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা যায়, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে তাহা দেখা যাইতেছে।

৩. সমাজতন্ত্রে যাবতীয় উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা[32] সরকারী কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত হয়। শিল্পের উদ্যোক্তারা যে ঝুঁকি বহন করে, তাহা সরকারী কর্মচারীরা করে না। সুতরাং উদ্যোক্তারা সর্বদা উৎপাদনের দক্ষতা বৃদ্ধিতে যতটা আগ্রহান্বিত, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে তাহা আশা করা যায় না। তাহা ছাড়া, **শিল্প পরিচালনা ব্যবস্থা এক সরকারী জটিল আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিণত হইবার আশঙ্কা থাকে।** তবে, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে চেতনা ও দায়িত্ববোধের উন্মেষ ঘটাইতে পারিলে, তাহাদের কাজের গুরুত্ববোধ তাহাদের মধ্যে জন্মাইতে পারিলে এই অসুবিধা অনেকখানিই দূর করা সম্ভব। ধনতন্ত্রেও ডাক ও তার বিভাগ, পরিবহণ, ও নানারূপ গুরুত্বপূর্ণ শিল্প প্রয়োজনবোধে সরকারী মালিকানা ও কর্তৃত্বে সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা সুদক্ষভাবে পরিচালিত হইতে দেখা যায়। অর্থবিজ্ঞানী সুম্পিটারের মতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও পরিচালনায় অধিকতর দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব।

৪. **ধনতন্ত্রে স্বাধীন মূল্য ব্যবস্থার দ্বারা বিবিধ দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনের যেরূপ বাঞ্ছনীয় ভাবে উপাদান বা উপকরণসমূহের বিলিবন্টন ঘটা সম্ভব, মূল্যব্যবস্থার অভাবে সমাজতন্ত্রে তাহা সম্ভব নহে।** সমাজতন্ত্রে পরিকল্পনা কমিশন তথা রাষ্ট্র খেয়ালখুশীমত উপকরণসমূহের বিলিবন্টন করে। কিন্তু এই অভিমত খণ্ডন করিয়া অর্থবিজ্ঞানী ল্যাঙ্গে ও টেলর দেখাইয়াছেন যে, ধনতন্ত্রে মুনাফার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইয়া মূল্যব্যবস্থার মধ্য দিয়া উপকরণসমূহের যেরূপ বিলিবণ্টন ঘটে, তাহা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্টরূপে, উহাদের ব্যবহার অনুযায়ী বিলিবণ্টন সমাজতন্ত্রে ঘটিতে পারে।

সমাজতন্ত্রের সমর্থনে যুক্তিঃ সমাজতন্ত্রের পক্ষে প্রধান প্রধান যুক্তিগুলি নিম্নরূপঃ ১. সমাজে আয় ও সম্পদের বণ্টনে বৈষম্যের মূল কারণ, উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা বিলোপ করিয়া উহাদের সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার দ্বারা এবং কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিকের প্রবর্তন করিয়া, **সমাজতন্ত্র দেশে আয় ও সম্পদের বন্টনে সমতা আনে।** ইহাতে সমাজে শ্রেণীভেদ লোপ পায়। ইহা সমাজ কল্যাণ বৃদ্ধির সহায়ক।

২. **সকলের জন্য কাজের সংস্থান ও আয় উপার্জনের ব্যবস্থা** করিয়া সমাজতন্ত্র কর্মহীনতার অভিশাপ নির্মূল করে।

৩. বাণিজ্যচক্র জনিত **অবিরাম চড়তি ও মন্দার বাজারের চক্রবৎ আবর্তন দূর করিয়া সমাজতন্ত্র দেশে উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখে।**

31. 'From each according to his ability, to each according to his work.'
32. Management.

৪. ধনতন্ত্রে বাস্তবে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভবের ফলে, যে একচেটিয়া কারবারীরা উৎপাদন সংকুচিত করিয়া চড়া দামে সামগ্রী বেচিয়া ভোগকারীদের শোষণ করে এবং কম দামে উৎপাদকগণের নিকট হইতে কাঁচামাল কিনিয়া তাহাদিগকে শোষণ করে, **সমাজতন্ত্র সেই ব্যক্তিগত বা বেসরকারী একচেটিয়া কারবারী ও কারবারের বিলোপ করিয়া ভোগকারী ও কাঁচামালের যোগানদারগণকে শোষণ হইতে রক্ষা করে।**

৫. ধনতন্ত্রে কার্যত, মুনাফা শিকারের লালসায় ধনী ক্রেতাদের বিলাসব্যসন চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পরিবর্তে উৎপাদনকারীরা অনেক ক্ষতিকারক দ্রব্যের উৎপাদন করিয়া থাকে। **সমাজতন্ত্র** তাহার অবসান ঘটাইয়া, সমাজের পক্ষে **হিতকারী ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের যথেষ্ট উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে সক্ষম।**

বর্তমান কালে ধনতন্ত্রের বিকল্প হিসাবে সমাজতন্ত্র ক্রমশঃ ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টির মনে ব্যাপকতম আগ্রহ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ইহাকে বাস্তব রূপ দিয়াছে। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মতাদর্শগত সংঘর্ষ বর্তমান যুগের সর্বপ্রধান দ্বন্দ্বে পরিণত হইয়াছে। ইহার ফলাফলের উপর মানব সভ্যতার ভবিষ্যত সবিশেষরূপেই নির্ভরশীল।

মিশ্র অর্থনীতি
MIXED ECONOMY

পটভূমিকা[33]ঃ আধুনিক অর্থবিদ্যার জনক এ্যাডাম স্মিথ যে অর্থনীতিক দর্শন বিশ্বাস ও প্রচার করিতেন তাহা হইল 'ব্যক্তিগত উদ্যোগের অবাধ স্বাধীনতা'। এই তত্ত্ব অনুসারে যাহা ব্যক্তির পক্ষে মঙ্গলজনক তাহা সমষ্টির পক্ষেও মঙ্গলজনক। যাহা উদ্যোক্তার উপকারী তাহা সমগ্র সমাজ বা দেশের পক্ষেও উপকারী, ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিকস্বার্থে কোন বিরোধ নাই। এই কারণেই ব্যক্তিগত উদ্যোগের দ্বারা পরিচালিত অর্থনীতিক কার্যাবলীতে হস্তক্ষেপ করিয়া উহাকে কোনমতেই ক্ষুণ্ণ করা রাষ্ট্রের উচিত নহে বলিয়া স্মিথ ও তাঁহার শিষ্যেরা বিশ্বাস করিতেন। সর্বাধিক তৃপ্তি সন্ধানী ভোগকারী ও সর্বাধিক মুনাফা শিকারী উৎপাদকগণের অবাধ ব্যক্তিগত উদ্যোগ ভিত্তিক, আত্মসচেতন স্বার্থসর্বস্ব প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতিক কর্মধারা, নিয়ন্ত্রণবিহীন মূল্যব্যবস্থা মারফত পরস্পরের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিয়া, একই সঙ্গে উৎপন্ন[34] ও উপাদান[35] সমূহের চাহিদা যোগানের সকল ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র আংশিক ভারসাম্যে যেমন পৌঁছাইতেছে তেমনি গোটা অর্থনীতিক ব্যবস্থাকেও সামগ্রিক ভারসাম্যে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। ইহার ফলে আপনাআপনি অর্থ-নীতিক ব্যবস্থায় সর্বাধিক উৎপাদন, সর্বাধিক ভোগ তৃপ্তি এবং পূর্ণ কর্মসংস্থান ঘটিতেছে ও বিবিধ প্রতিযোগী বা বিকল্প ব্যবহারের মধ্যে উপাদানসমূহের কাম্য[36] বিলিবণ্টন ঘটিয়া যাইতেছে। ইহাতে রাষ্ট্রের কোন স্থান নাই, ভূমিকা নাই, উহার প্রয়োজনও নাই। অর্থ-নীতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ইহাই ছিল ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানিগণের বিশ্লেষণ, ধারণা ও দৃঢ় বিশ্বাস। এই কল্পিত স্বয়ংক্রিয় অর্থনীতিক জগৎ তাঁহাদের নিকট বাস্তব জগৎ অপেক্ষা অধিকতর সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। খাঁটি ধনতন্ত্র[37] সম্পর্কে এই ধারণাই বাস্তব ধনতন্ত্রের আদর্শগত বুনিয়াদ রচনা করিয়া, খাঁটি ধনতন্ত্রের কল্পিত গুণাবলী বাস্তব ধনতন্ত্রে আরোপ করিয়াছে।

ইতোমধ্যে দেশে দেশে ভোগকারী ও কাঁচামালের উৎপাদকগণের শোষণকারী, স্থায়ী ও ক্রমবর্ধমান কর্মহীনতা সৃষ্টিকারী, ক্রমবর্ধমান ধনবৈষম্য সৃষ্টিকারী উদগ্র ব্যক্তিগত মুনাফা-লালসা তাড়িত যে ধনতন্ত্র বাস্তবে গড়িয়া উঠিল, ব্যক্তিস্বার্থ ও সমষ্টির স্বার্থে বিরোধ দেখা দিল, উহার সহিত ক্লাসিক্যাল অর্থবিদ্যার প্রচারিত তত্ত্ব ও বিশ্লেষণের অসঙ্গতিগুলি

33. Background. 34. Product. 35. Factor. 36. Optimum.
37. Pure Capitalism.

ক্রমেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিক তত্ত্বের সমালোচনা ও বাস্তবের ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিশ্লেষণ মার্ক্সের[৩৮] হাতে মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে পরিণত হইয়া মার্ক্সীয় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের[৩৯] পথে অগ্রসর হইল। ব্যক্তিগত উদ্যোগের অবাধ স্বাধীনতা ও অর্থনীতিক কার্যাবলীতে রাষ্ট্রের 'নিরপেক্ষ' এবং 'নিষ্ক্রিয়' ভূমিকার পরিবর্তে, স্বাধীন ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও মালিকানার বিলোপ ঘটাইয়া উহার স্থলে সর্বাত্মক রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক উদ্যোগ ও মালিকানায় চালিত অর্থনীতিক কার্যাবলীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রের কথা মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ প্রচার করিলেন। বলা বাহুল্য, ইয়োরোপ ও আমেরিকার তৎকালীন শ্রমিক আন্দোলনে মার্ক্সীয় চিন্তার প্রভাব কিছু পরিমাণে দেখা গেলেও, অর্থবিজ্ঞানী মহলে খানিক কৌতূহল উদ্রেক ছাড়া মার্ক্সীয় চিন্তার আর কোন প্রভাব সে সময় দেখা যায় নাই।

বাস্তবের সহিত ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের অসঙ্গতি ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানিগণের শিষ্য মার্শালের নিকটও ধরা পড়িয়াছিল। এজন্যই মার্শাল অর্থবিদ্যার পরিধির আলোচনায় লোককল্যাণের[৪০] লক্ষ্যের[৪১] কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিক বিশ্লেষণের মূল কাঠামোটি অক্ষুণ্ণই ছিল এবং অর্থনীতিক ক্ষেত্রে, তত্ত্বগতভাবে, রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয় বলিয়াই গণ্য হইতেছিল। ইহার ফলে বাস্তবেও প্রথম মহাযুদ্ধকাল অবধি সকল ধনতন্ত্রী দেশেই অর্থনীতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কোন সক্রিয় ভূমিকা একরূপ ছিলই না, বলা যাইতে পারে।

অবশেষে, ১৯২৯-৩৩ সালের বিশ্বব্যাপী গভীর মন্দার আঘাত-লব্ধ বাস্তব অভিজ্ঞতা, রুশদেশে মার্ক্সীয় ভাবধারায় প্রভাবিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও কীনসীয় অর্থনীতিক বিশ্লেষণ[৪২], ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের কাঠামো ও ধ্যানধারণাগুলি ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল।

এই আঘাতে, অর্থনীতিক ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয়তার ধারণা, ব্যক্তিস্বার্থ ও সমষ্টির স্বার্থের ঐক্যের ধারণা, শ্রেণীস্বার্থ সমন্বয়ের ধারণা, স্বাধীনব্যক্তিগত উদ্যোগের পবিত্রতার ধারণা, আপনা আপনি অর্থনীতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক ভারসাম্য লাভের ধারণা এবং অর্থ-নীতিক কার্যাবলীতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ অপ্রয়োজনীয়, ক্ষতিকারক ও অবাঞ্ছিত মনে করা, ইত্যাদি ধারণাগুলি, যেমন তত্ত্বগতভাবে, তেমনি বাস্তব ক্ষেত্রেও পরিত্যক্ত হইল।

অর্থনীতিক মন্দার ধাক্কায় ১৯২৯-৩৩ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আয় অর্ধেক কমিয়া গেল, ধনতন্ত্রী দেশগুলিতে কর্মহীনতা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও কর্মহীনতার দরুন আয়ের অভাবে দ্রব্যসামগ্রীর কার্য-কর চাহিদা অত্যন্ত সংকুচিত হওয়ায় অবিক্রীত পণ্যের পাহাড় জমিয়া গেল, চাহিদা ও বিক্রয় নাই বলিয়া কলকারখানাগুলির দরজা বন্ধ হইতে লাগিল; শিল্পের সংকটে ব্যাঙ্ক-বীমা প্রভৃতি লগ্নীর জগতেও সংকট দেখা দিল। এই অভূতপূর্ব সংকট কাটাইয়া উঠিবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট অর্থনীতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপমূলক নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই পরিস্থিতিতে, ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত তাঁহার নূতন গ্রন্থ 'দি জেনারেল থিওরী অব্ এম্প্লয়মেন্ট, ইন্টারেস্ট এন্ড মানি'[৪৩] (কর্ম সংস্থান, সুদ ও অর্থ সম্পর্কে সাধারণ বা সার্বিক তত্ত্ব)-তে অর্থনীতিক ব্যবস্থার সমষ্টিগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি[৪৪] অনুসরণ করিয়া অর্থনীতিক ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয় ভারসাম্যতার ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করিয়া কীন্স্ দেখাইলেন যে, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ছাড়া ধনতন্ত্রী অর্থনীতিক ব্যবস্থা সচল ও সক্রিয় থাকিতে পারে না। বাণিজ্যচক্রজনিত অর্থনীতিক কার্যাবলীর অতিরিক্ত চড়তি বা ফাঁপাই[৪৫] যেমন সরকারী হস্তক্ষেপে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন

38. Karl Marx. 39. Marxist Scientific Socialism. 40. Welfare.
41. Objective or End. 42. Keynesian Economic Analysis.
43. The General Theory of Employment, Interest and Money—J. M. Keynes. 44. Macro-Analysis. 45. Boom.

তেমনি মন্দা কাটাইয়া উঠিবার জন্য সরকারী ব্যয় ও বিনিয়োগ বাড়াইবার প্রয়োজন আছে। সমগ্র ধনতন্ত্রী ব্যবস্থার স্থায়িত্বের স্বার্থেই, ব্যক্তিস্বার্থের সহিত সামাজিক স্বার্থের বিরোধের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্বাধীনতাও কিছু পরিমাণে খর্ব করিবার আবশ্যকতা আছে। ইহার সহিত সমাজতন্ত্রী ধ্যানধারণা ও 'লোককল্যাণ অর্থতন্ত্রের'[46] প্রভাবে, মূলতঃ এই কারণে, শ্রমিক ও দরিদ্রজনশ্রেণীর জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে 'সামাজিক নিরাপত্তামূলক'[47] নানারূপ বিধিব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকৃত হইল। তত্ত্বগত ও বাস্তবক্ষেত্রে, ধনতন্ত্রের বহিরঙ্গ শোধিত হইয়া 'মিশ্র ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিক ব্যবস্থা' বা সংক্ষেপে 'মিশ্র অর্থনীতির'[48] জন্ম হইল। বর্তমানে সকল ধনতন্ত্রী দেশেই কম বেশি পরিমাণে এই মিশ্র অর্থনীতি প্রবর্তিত হইয়াছে।

সংজ্ঞা: মিশ্র অর্থনীতি বা মিশ্র ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিক ব্যবস্থা বলিতে এরূপ একটি অর্থনীতিক ব্যবস্থা বুঝায় যেখানে, উৎপাদন ও ভোগকার্য সংগঠিত করিবার ক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থার (অর্থাৎ চাহিদা যোগানের শক্তির দ্বারা মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থার) সহিত সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে।[49] এই ব্যবস্থায় কতকগুলি অর্থনীতিক কার্য সম্পাদনের ভার বাজার, বা মূল্য ব্যবস্থার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়, আর কতকগুলি অর্থনীতিক কার্য সরকারী নীতির দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত এবং প্রয়োজনীয় স্থলে সরকারের দ্বারা সম্পাদিতও হইয়া থাকে। এজন্য সরকারী আইন পাশ করিয়া উৎপাদন, ভোগ, লগ্নী, বিনিয়োগ ইত্যাদি নানা প্রকার কার্যাবলী যেমন নিয়ন্ত্রণ করা হয় তেমনি প্রয়োজন বোধে সরকারী বিনিয়োগ দ্বারা রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠাও ঘটিতে পারে। সম্প্রতিকালে বিকাশমান সদ্য স্বাধীন দেশগুলিতে দ্রুত অর্থনীতিক উন্নয়নের ভার সরকারের উপরই ন্যস্ত হওয়ায় এসকল দেশগুলির রাষ্ট্রীয় শিল্প ও অর্থনীতিক ক্ষেত্রের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি ঘটিতেছে। এই রূপ কোন কোন দেশ অর্থনীতিক পরিকল্পনার সাহায্যও গ্রহণ করিতেছে।

বৈশিষ্ট্য[50]: মিশ্র অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি এই:

১. **সম্পত্তির ব্যক্তিগত বা বেসরকারী মালিকানার অধিকার** ইহাতে স্বীকৃত হয়।

২. **ব্যক্তিগত উদ্যোগের অধিকার** ইহাতে স্বীকৃত হয়। তবে উহা সরকারী বিধিনিষেধের দ্বারা আংশিক সীমায়িত।

৩. **মূল্যব্যবস্থাও** ইহাতে বজায় রাখা হইয়াছে তবে উহা **আংশিক** ভাবে **নিয়ন্ত্রিত।**

৪. **ব্যক্তিগত উদ্যোগ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং মূল্য ব্যবস্থার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ**[51] মানিয়া লওয়া হয়।

৫. **প্রয়োজনবোধে উৎপাদন ক্ষেত্রে সরকারের প্রবেশ এবং অংশগ্রহণ**ও স্বীকৃত হয়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই অংশগ্রহণ ঘটিলে, অর্থনীতিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রকে তদনুযায়ী তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা,—

ক. উৎপাদনের যে সকল ক্ষেত্রে শুধু সরকারী উদ্যোগ রহিয়াছে তাহা লইয়া **সরকারী বা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্র**[52] গঠিত।

খ. উৎপাদনের **কতকগুলি ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী, উভয় প্রকার উদ্যোগ** থাকিতে পারে। উহাদের লইয়া মিশ্র-অর্থনীতিক ক্ষেত্র[53] গঠিত।

গ. উৎপাদনের যে সকল ক্ষেত্রে শুধুই বেসরকারী ক্ষেত্র রহিয়াছে উহাদের লইয়া **বেসরকারী বা ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্র**[54] গঠিত।

---

46. Welfare Economics. 47. Social Security.
48. "Mixed" Capitalistic Enterprise System or 'Mixed Economy'.
49. "....a mixed economy in which the elements of government control are intermingled with market elements in organizing production and consumption".—Samuelson. 50. Features.
51. Regulation and Control. 52. Public Sector.
53. Mixed or the Public-cum-private sector. 54. Private sector.

৬. কোন পূর্বনির্দিষ্ট **অর্থনীতিক পরিকল্পনা** অনুসারে বেসরকারী কর্মোদ্যোগ নিয়ন্ত্রিত এবং রাষ্ট্রীয় কর্মোদ্যোগ পরিচালিত হইতে পারে।

৭. মিশ্র-ধনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল বেসরকারী উদ্যোগের অর্থনীতিক কার্যাবলীর উপর **সামাজিক নিয়ন্ত্রণ**[55] **প্রতিষ্ঠা।** প্রয়োজন বোধে ইহাতে যেমন কোন বেসরকারী উদ্যোগের জাতীয়করণ করিয়া রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনীতিক ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা ও প্রসারিত করা চলে, তেমনি, প্রয়োজনীয় স্থলে, জাতীয়করণ না করিয়া, উহার পরিবর্তে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিক স্বার্থে বাঞ্ছিত অর্থনীতিক নীতি যাহাতে বেসরকারী উদ্যোগগুলি অনুসরণ করে সেজন্য সরকার উহাদিগকে বাধ্য করিতে পারে এবং ঐ উদ্দেশ্যে উহাদের নির্দিষ্ট কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও স্টেট ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ, প্রথম ও দ্বিতীয় শিল্প নীতি-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি এবং সম্প্রতি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া ভারতের মিশ্র অর্থনীতির রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অর্থনীতিক পরিকল্পনা
ECONOMIC PLANNING

পরিকল্পনার প্রয়োজন কেন?
WHY PLANNING?

বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকাল হইতে 'অর্থনীতিক পরিকল্পনা' বা শুধু 'পরিকল্পনা' কথাটি অত্যন্ত পরিচিত ও জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে এবং পৃথিবীর সকল দেশেই ইহার অনুকূলে জনমত সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার কারণ প্রধানত তিনটি।

১. নিয়ন্ত্রণবিহীন, অবাধ প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে পরিচালিত ধনতন্ত্রী অর্থনীতিক ব্যবস্থার ব্যর্থতা: ব্যক্তিগত মুনাফার উদ্দেশ্যে, প্রতিযোগিতামূলক স্বাধীন বা অবাধ ব্যক্তিগত উদ্যোগের ভিত্তিতে পরিচালিত অর্থনীতিক ব্যবস্থাটি স্বয়ংক্রিয়[56] এবং কাহারও নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই আপনা আপনি সামঞ্জস্য লাভে[57] সক্ষম বলিয়া ক্ল্যাসিক্যাল অর্থতত্ত্বের যে দাবি ছিল তাহা বাস্তব জীবনে সম্পূর্ণ অলীক[58] বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা যে সামাজিক দিক দিয়া বাঞ্ছনীয়ভাবে[59] ও সমগ্র সমাজের পক্ষে অর্থনীতিক কল্যাণকরভাবে[60] কাজ করিতে সক্ষম নহে তাহাও অভিজ্ঞতা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। এই অর্থনীতিক ব্যবস্থাটি পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে ভারসাম্যে উপনীত হইবার কোন লক্ষণই যে দেখায় না তাহাও বাস্তব ঘটনা। চাহিদা যোগানের শক্তিগুলির উপর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিলে উহাদের অবাধ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দেশের অর্থনীতিক উপকরণগুলির[61] সর্বাধিক কাম্য বিলি-বন্টন বা ব্যবহার[62] যে ঘটায় না তাহাও বিতর্কাতীত। এই কারণে অর্থনীতিক কার্যাবলী ও অর্থনীতিক শক্তিগুলি নিয়ন্ত্রণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই এই বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে।

২. পরিকল্পনার সাফল্য: নিয়ন্ত্রণবিহীন অবাধ প্রতিযোগিতার ধনতন্ত্রী ব্যবস্থা সুদীর্ঘকালে যে অগ্রগতি সাধনে সক্ষম হয় নাই, অল্পকাল মধ্যে অর্থনীতিক পরিকল্পনা তাহা সোভিয়েত রাশিয়াতে সম্ভবপর করিতে সক্ষম হইয়াছে। এমনকি সুইডেন প্রভৃতি ধনতন্ত্রী দেশেও পরিকল্পনার সাহায্যে বাণিজ্যচক্রের প্রতিক্রিয়া সবিশেষ পরিমাণে দমন করা গিয়াছে।

৩. স্বল্পোন্নত[63] দেশের অর্থনীতিক বিকাশ: ঔপনিবেশিক পরাধীনতা মুক্ত সদ্য-

55. Social Control. 56. Automatic. 57. Self-adjustment.
58. Myth. 59. Socially desirable.
60. Economic Welfare of the Community. 61. Economic Resources.
62. Optimum allocation. 63. Underdeveloped.

স্বাধীন দেশগুলিতে যথাসম্ভব অল্পকালের মধ্যে, সর্বাধিক সম্ভব অর্থনীতিক উন্নয়ন ও বিকাশে পরিকল্পিত অর্থনীতিক প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আর কাহারও সন্দেহ নাই।

পরিকল্পনা কাহাকে বলে?
WHAT IS PLANNING?

(অর্থনীতিক পরিকল্পনা হইতেছে একটি প্রক্রিয়া[64], চিন্তা ও কাজের প্রক্রিয়া। এই চিন্তা ও কাজের প্রক্রিয়ার পশ্চাতে স্বভাবতই কাহারও উদ্যোগ[65] গ্রহণ করা প্রয়োজন; পরিকল্পনার উদ্যোগ গ্রহণ করে রাষ্ট্র। বলা বাহুল্য, এই চিন্তা ও কাজের পশ্চাতে যথেষ্ট ভাবনা, বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ ও সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন; সুতরাং পরিকল্পনা হইতেছে রাষ্ট্রের উদ্যোগে চালিত একটি সচেতন, সুচিন্তিত ও সতর্ক প্রক্রিয়া।)

(স্বভাবতঃই, ইহার এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে এবং কালানুসারে তাহা স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদীও হইতে পারে (বাণিজ্য চক্রের বিপর্যয় এড়ান ইহার লক্ষ্য হইতে পারে অথবা ক্রমাগত জাতীয় আয়, উৎপাদন ও জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ও পূর্ণকর্ম-সংস্থান ইহার লক্ষ্য হইতে পারে কিংবা ইহাদের সকলগুলিই লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হইতে পারে)। এই লক্ষ্য লাভের জন্য দেশের যাবতীয় বর্তমান ও সম্ভাব্য সম্পদ বা উপকরণের[66] হিসাবনিকাশ[67] লইবার প্রয়োজন আছে। কারণ ইহাদের সাহায্যেই নির্দিষ্ট লক্ষ্য লাভ করিতে হইবে। সবশেষে, নির্দিষ্ট লক্ষ্য লাভ করিবার জন্য, ঐ সকল প্রাপ্তব্য[68] উপকরণ-গুলি কি করিয়া যথাসম্ভব সুদক্ষ ও পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে, তাহাও স্থির করিতে হয়।)

(সুতরাং এবার, সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, অর্থনীতিক পরিকল্পনা বলিতে, **নির্দিষ্ট লক্ষ্য লাভের উদ্দেশ্যে দেশের যাবতীয় সম্ভাব্য উপকরণগুলির হিসাবনিকাশ ও উহাদের সর্বাধিকসম্ভব দক্ষ ব্যবহারের জন্য, রাষ্ট্রের উদ্যোগে পরিচালিত একটি সুচিন্তিত ও সতর্ক প্রক্রিয়া বা কার্যধারা বুঝায়।**)

অর্থনীতিক পরিকল্পনার সাধারণ উদ্দেশ্য হইতেছে, সমগ্র জাতির সর্বোত্তম স্বার্থে জাতীয় সম্পদ বা উপকরণসমূহের ব্যবহার। কিভাবে ইহা সম্পাদিত হইবে, তাহা দেশের অর্থনীতিক পরিবেশ, সামাজিক কাঠামো, সরকারের রূপ, এবং দেশটি অর্থনীতিক উন্নয়নের যে পর্যায়ে বা স্তরে রহিয়াছে, ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

পরিকল্পনার প্রকারভেদ ও কৌশলভেদ
TYPES AND TECHNIQUES OF PLANNING

অর্থনীতিক পরিকল্পনা নানা প্রকারের হইতে পারে। নীচে উহাদের প্রধান কয়েকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল।

১. সামগ্রিক পরিকল্পনা বনাম আংশিক পরিকল্পনা[69]: দেশের সমগ্র অর্থনীতির যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা অংশগুলি লইয়া, উহাদের সকলকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া যে অর্থ-নীতিক পরিকল্পনা রচিত হয়, তাহাই সামগ্রিক বা সার্বিক পরিকল্পনা। আর দেশের অর্থনীতির অল্প কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র সম্পর্কে (যেমন, শুধু কৃষি ও শিল্প ইত্যাদি) সীমাবদ্ধ পরিকল্পনা রচিত হইলে, উহাকে আংশিক পরিকল্পনা বলে। রবিনসের মতে, আংশিক পরিকল্পনা গ্রহণ অপেক্ষা বরং কোনরূপ পরিকল্পনা না লওয়াও ভাল। কারণ, সামগ্রিক অর্থনীতিক কার্যাবলীর পরিকল্পনা বাদ দিয়া শুধু উহাদের সামান্য কয়েকটির পরিকল্পনা কখনই কার্যকর হইতে পারে না।

২. কেন্দ্রীয় বনাম বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা[70]: পরিকল্পনা রচনা, গ্রহণ, রূপায়ণ

64. A process. 65. Initiative. 66. Existing and potential resources.
67. Estimates. 68. Available. 69. Comprehensive vs. Partial Planning.
70. Centralised vs. Decentralised Planning.

ও উহার তত্ত্বাবধানের ভার উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কোন কেন্দ্রীয় সংস্থার (যথা, পরিকল্পনা কমিশন) উপর অর্পিত হইলে, তাহাকে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বলে। ইহা হইতেছে 'উপর হইতে পরিকল্পনা'[৭১]। অপর পক্ষে, পরিকল্পনা সংক্রান্ত এই সকল কাজের ভার যদি কম বেশি পরিমাণে নিম্নতর পর্যায়ের বিবিধ সংস্থার (নানারূপ আঞ্চলিক ও স্থানীয় সংস্থা ও সংগঠন) উপর অর্পিত হয়, তবে উহাকে বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা বলে। ইহাকে 'নীচ হইতে পরিকল্পনা'[৭২] বলে। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায়, অন্যান্য সংস্থাগুলির উদ্যোগ[৭৩] বিনষ্ট হইবার আশংকা থাকে, আর বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনায়, পরিকল্পনার সামগ্রিক সংহতি ও সামঞ্জস্য বিনষ্ট হইবার আশংকা থাকে। এই কারণে এই দুইয়ের সমন্বয়[৭৪] হইতেছে প্রকৃষ্ট।

৩. প্রণোদনামূলক বনাম নির্দেশাত্মক পরিকল্পনা[৭৫]ঃ পরিকল্পনা রূপদানের পদ্ধতি দুই প্রকারের হইতে পারে। দেশের মধ্যে বেসরকারী ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং মূল্য ব্যবস্থা থাকিলে এবং উহা মোটামুটিভাবে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও শাসনাধীন[৭৬] থাকিলে, এবং ইহা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্য থাকিলে, রাষ্ট্র পিছনে থাকিয়া, ব্যক্তিগত উদ্যোগকে নানারূপ অর্থনীতিক ও অন্যান্য প্রণোদনার (পুরস্কার ও দণ্ড) দ্বারা উহাদের দিয়া পরিকল্পনাটি রূপায়িত করাইতে পারে। ইহা রাষ্ট্রের দ্বারা পরোক্ষভাবে পরিকল্পনা রূপায়ণের পদ্ধতি। ইহাকে ইঙ্গিতমূলক পরিকল্পনা[৭৭]ও বলে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে ফ্রান্সে পরিকল্পনা রূপায়ণের এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে। ইহাকে. অনুরোধ উপরোধের দ্বারা পরিকল্পনা[৭৮] রূপায়ণের পদ্ধতিও বলা যায়।

অপর পক্ষে, রাষ্ট্র যদি দেশের যাবতীয় অর্থনীতিক কার্যাবলী সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করে এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও মূল্য ব্যবস্থার অবসান ঘটাইয়া সরাসরি নিজেই পরিকল্পনা রূপায়ণের ভার গ্রহণ করে, তাহা হইলে, পরিকল্পনা রূপায়ণের ঐ পদ্ধতিকে নির্দেশাত্মক পদ্ধতি ও এই প্রকার পরিকল্পনাকে নির্দেশাত্মক পরিকল্পনা বলে।

এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি উৎকৃষ্ট, তাহা লইয়া অর্থবিজ্ঞানিগণের মধ্যে মতভেদ আছে, তবে, ইদানীংকালে নির্দেশাত্মক পরিকল্পনার দিকেই সমর্থন ভারী হইতেছে বলিয়া কাহারও কাহারও ধারণা। কারণ, প্রণোদনামূলক পরিকল্পনা অপেক্ষা নির্দেশাত্মক পরিকল্পনা অধিকতর যথাযথ, সঠিক ও কার্যকর।

৪. ভৌত বা বস্তুগত বনাম আর্থিক পরিকল্পনা[৭৯]ঃ আয় ও কর্মসংস্থান সর্বাধিক বৃদ্ধির জন্য উপাদানসমূহের বিলিবন্টনে ও উৎপন্ন সামগ্রীর উপর উন্নয়ন প্রচেষ্টার তাৎপর্য বা ফলাফল কিরূপ এবং কতটা ঘটিবে তাহার হিসাবনিকাশের চেষ্টাই হইল ভৌত বা বস্তুগত বা 'ফিজিক্যাল প্ল্যানিং'। ইহাতে একদিকে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বস্তুগত ও পরিমাণগত[৮০] অভীষ্ট লক্ষ্যগুলি বিস্তারিতভাবে স্থির করা হয়, অপরদিকে উহা পূরণের জন্য কি কি বাস্তব উপকরণ[৮১] পাওয়া যাইতে পারে বা রহিয়াছে তাহার হিসাব করা হয়। ইহাদের একটা আর্থিক মূল্য ও উহার হিসাব আছে বটে, তবে এইরূপ পরিকল্পনায় তাহাই মুখ্য বিষয় নহে। মুখ্য বিষয় হইতেছে, কিভাবে এবং কতটা পরিমাণে বাস্তব উপকরণ-সমূহ পাওয়া যাইবে[৮২] এবং কর্মসূচীগুলি রূপায়িত হইলে উহাদের দ্বারা সৃষ্ট দ্রব্য-সামগ্রী ও সেবাপ্রবাহ কিভাবে ব্যবহার করা হইবে, উহারা কোন্ কোন্ চাহিদা সৃষ্টি

71. 'planning from above.' 72. 'planning from below.'
73. Initiative. 74. Combination.
75. Planning by Inducement vs. Planning by Direction.
76. Subject to control and regulation by the State.
77. Indicative Planning. 78. Planning by persuasion.
79. Physical vs. Financial Planning. 80. In physical quantities.
81. Physical resources. 82. Mobilisation of real resources.

করিবে ও তৃপ্ত করিবে, তাহার হিসাবনিকাশ। আর আর্থিক পরিকল্পনায়, মূল কাঠামোতে[83] যাহাতে বড় রকমের ও অপরিকল্পিত কোন পরিবর্তন না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া, দেশের বাস্তব সম্ভাবনাগুলির[84] যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার দ্বারা চাহিদা ও যোগানের সামঞ্জস্য ঘটাইবার চেষ্টা করা হয়। ভারসাম্যবিশিষ্ট অর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য দুই পদ্ধতিরই সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগ আবশ্যক।

ভারতে অর্থনীতিক পরিকল্পনা
PLANNING IN INDIA

(ভারতে যে ধরনের পরিকল্পনা গৃহীত, অনুসৃত ও রূপায়িত হইতেছে, তাহা সামগ্রিক, কেন্দ্রীয়, অংশত কাঠামোগত (যেহেতু রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্র সৃষ্টি হইয়াছে). প্রণোদনামূলক ও নির্দেশাত্মক পদ্ধতির এবং ভৌত বা বস্তুগত ও আর্থিক পরিকল্পনার সংমিশ্রণ বলা যাইতে পারে। অপরদিকে ইহা উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাও[85] বটে, কারণ ভারতের স্বল্পোন্নত অর্থনীতির উন্নয়ন ও বিকাশই ইহার মূল লক্ষ্য।)

ফরাসী পরিকল্পনা : সুসংগতি ও সহযোগিতামূলক ভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনা
FRENCH PLANNING: HARMONIOUS CO-OPERATIVE PLANNING FOR BALANCED GROWTH

পরিকল্পনা দ্বারা অর্থনীতিক বিকাশের দুই প্রকার মূলগত কর্মকৌশল[86] অনুসৃত হইতে পারে। একটি হইতেছে পুঁজিদ্রব্য উৎপাদন শিল্পের দ্রুত বিকাশের উদ্দেশ্যে উহাদের জন্য অগ্রাধিকার দিয়া উহাদের উচ্চতর হারে উন্নয়নের লক্ষ্য স্থির করা এবং এজন্য উপকরণ ও সম্পদের অধিকাংশ ব্যবহার করা। এইরূপ পরিকল্পনায় স্বভাবতঃই ভোগ্যপণ্য শিল্পগুলির বিকাশ কম বেশি অবহেলিত হয়। ইহাই ভারসাম্যহীন অর্থনীতিক বিকাশের কর্মকৌশল[87]। সোভিয়েত পরিকল্পনা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দ্রুত অর্থনীতিক বিকাশের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

অপরদিকে, দ্বিতীয় কর্মকৌশলটি হইতেছে, অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রের ভারসাম্য-বিশিষ্ট বিকাশের পথ অনুসরণ করা। ইহার সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত ফরাসী পরিকল্পনা। ফরাসী অর্থনীতিক পরিকল্পনার আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। চতুর্বার্ষিক ফরাসী পরিকল্পনাগুলি, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং নমনীয় বা পরিবর্তনসাপেক্ষ স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা কৌশলের মধ্যে আপোষরফার এক মধ্যপন্থা বিশেষ। ফরাসী পরিকল্পনার রচনা পদ্ধতিও স্বতন্ত্র। পরিকল্পনা দপ্তর ও অর্থমন্ত্রি-দপ্তরের অর্থনীতি বিভাগ প্রথমে মোট উৎপাদন ও শিল্পোৎপাদনের বৃদ্ধির লক্ষ্যস্বরূপ একটি উন্নয়ন হার[88] স্থির করিয়া দেয়। ইহার পর পরিকল্পনা দপ্তরের কর্মচারিগণ ঐ প্রস্তাবিত উন্নয়ন হার লাভ করিতে হইলে পুঁজিদ্রব্যশিল্পের জন্য সম্ভাব্য ব্যয় ও সম্ভাব্য সরকারী চলতি খরচ[89] ও আন্তর্জাতিক লেনদেনের সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত ইত্যাদির খসড়া হিসাব তৈয়ার করে। এই খসড়া হিসাবগুলি ২০টি বিভিন্ন শিল্প কমিশন দ্বারা আলোচিত ও পরীক্ষিত হয়। আরও পৃথক ৫টি কমিশন পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, মানবশক্তির সম্ভাব্য যোগান, উৎপাদিকা শক্তির সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, গবেষণা ইত্যাদি আলোচনা ও বিচার বিবেচনার জন্য নিযুক্ত হয়। তাহা ছাড়া, আরও বহুসংখ্যক উপসমিতি ও বিশেষজ্ঞ গ্রুপের দ্বারা বিস্তারিত হিসাবনিকাশের কাজটি সম্পাদিত হয়। প্রধানত কারবারিগণ, প্রয়োগবিদ্যা বিশারদ[90] ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবর্গ লইয়া উপরোক্ত ২৫টি কমিশন গঠিত হয়। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিযুক্ত বহুসংখ্যক ব্যক্তিবর্গের সাহায্যে

---

83. Price structure. 84. Physical potentialities.
85. Devclopmental Planning. 86. Technique.
87. The technique of unbalanced growth. 88. Growth rate.
89. Expenditure by the Govt. on goods and services for current use.
90. Technoligists.

পরিকল্পনা রচিত হওয়ায় ফরাসী পরিকল্পনা কমিশনও অল্পসংখ্যক কর্মচারী লইয়া কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহার পর এই সকল কমিশন, উপসমিতি বা সাবকমিটি ও গ্রুপগুলির আলোচনা, সিদ্ধান্ত ও সুপারিশগুলি হইতে যখন পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়, তখন হয়ত দেখা যায় যে, নানা ক্ষেত্রে তো বটেই, এমনকি প্রথমে যে উন্নয়ন হারের প্রস্তাব করা হইয়াছিল, তাহাও পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। কারণ, ঐ সকল পরামর্শদাতা কমিশন প্রভৃতির প্রধান কর্তব্যই হইতেছে এমন উন্নয়ন হার লাভের লক্ষ্য স্থির করা যাহা জাতির সম্ভাব্য উপকরণের সাধ্যাতীত নহে। এই **সহযোগিতামূলক পদ্ধতিতে পরিকল্পনা রচনা** দ্বারা যে উচ্চতর উন্নয়ন হার লাভ করা সম্ভব তাহা অন্য উপায়ে সম্ভব নহে বলিয়া এই পদ্ধতির সমর্থকগণের বিশ্বাস। সরকারী ও বেসরকারী সকল ক্ষেত্রের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য লইয়া রচিত পরিকল্পনাতে সকল ক্ষেত্রের সুসম উন্নয়নের প্রতি যত্ন লওয়া হয়। পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্যও সকল ক্ষেত্রের স্বেচ্ছা প্রণোদিত **সহযোগিতার**[91] উপরই নির্ভর করা হয়। বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রে নিযুক্ত উৎপাদক প্রতিষ্ঠান-গুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে পরিকল্পনার নির্ধারিত লক্ষ্য লাভের জন্য নিজের কর্মপ্রচেষ্টা নিয়োগ করিতে পারে। ইহা করা না করা তাহাদের ইচ্ছা। তবে ইহাতে সাড়া দিলে তাহারা প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা পাইবে। ইহাই 'সুসঙ্গতিপূর্ণ সহযোগিতা-মূলক' ফরাসী পরিকল্পনা। বাঞ্ছনীয় বলিয়া পরিকল্পনাতে যে লক্ষ্য নির্ধারিত হয়, তাহা সকলেই অনুসরণ করুক, ইহা আকাঙ্ক্ষিত, কিন্তু এজন্য কাহাকেও বাধ্য করা হয় না। তাই ফরাসী পরিকল্পনা 'ইঙ্গিতমূলক'[92]।

স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে এইরূপ ইঙ্গিতমূলক পরিকল্পনা উপযুক্ত নহে, কারণ, তথায় রাষ্ট্রের প্রধান উদ্যোগ এবং সবিশেষ আকারের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিক ক্ষেত্র ছাড়া কোন পরিকল্পনাই সফল হইতে পারে না, বলিয়া বিশেষজ্ঞগণের ধারণা[93]।

---

91. Voluntary Co-operation. 92. Indicative.
93. Economic Development, L. J. Walinsky.

৪

মূল্য ব্যবস্থা ও বাজার
THE PRICE SYSTEM AND MARKET

[**আলোচিত বিষয়সমূহ :** অর্থনীতিক ব্যবস্থার একটি স্থির চিত্র : মূল্যব্যবস্থার ভূমিকা—মূল্যতত্ত্ব—বাজার—বাজারের গঠনভেদ—বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা—নিখুঁত প্রতিযোগিতা—অনিখুঁত প্রতিযোগিতা—একচেটিয়া লক্ষণবিশিষ্ট প্রতিযোগিতা—অলিগোপলি—ডুয়োপলি—একচেটিয়া বাজার—দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার—মনোপসনি]

যে কোন অর্থনীতিক ব্যবস্থার কাজ চারিটিঃ কি উৎপাদিত হইবে, কিভাবে তাহা উৎপাদিত হইবে, কাহার জন্য উৎপাদিত হইবে—তাহা স্থির করা এবং দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের বর্তমান ক্ষমতা বজায় রাখা ও উহার ভবিষ্যত সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা। ইহা অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করিয়া যে সকল মূল নীতি বা নিয়মের দ্বারা (যদি এরূপ কিছু থাকে) ইহারা পরিচালিত হইতেছে তাহা বাহির করাই অর্থবিদ্যার কাজ।

অর্থনীতিক ব্যবস্থার একটি স্থির-চিত্র : মূল্য ব্যবস্থার ভূমিকা
A STILL-PICTURE OF THE ECONOMY : ROLE OF THE PRICE-MECHANISM

মিশ্র-ধনতন্ত্রী-অর্থনীতির জটিল ব্যবস্থায় (যে ব্যবস্থার অধীনে আমরা বাস করিতেছি) এই কাজগুলি কিভাবে সম্পাদিত হইতেছে তাহার অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণই আমাদের উদ্দেশ্য। মনে রাখিতে হইবে যে, এই ব্যবস্থায় কমবেশি পরিমাণে নানাবিধ সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও শাসন থাকিলেও, অর্থনীতিক কার্যাবলী প্রধানত ব্যক্তিগত উদ্যম ও উদ্যোগের ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়। বুঝিবার পক্ষে সহজ করিয়া লইবার জন্য আমরা ধরিয়া লইব[1] যে, এই ব্যক্তিগত উদ্যম ও উদ্যোগের উপর কোন সরকারী নিয়ন্ত্রণ নাই। অর্থ-নীতিক কার্যাবলীর সামগ্রিক লক্ষ্য হইতেছে মানুষের অভাবের তৃপ্তি সাধন। ইহার জন্য সকলকেই কোন না কোন দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদন করিতে হইতেছে। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি একাধারে দুইটি ভূমিকায় অভিনয় করিতেছে—কোন না কোন উপাদানের মালিক[2] রূপে সে (দ্রব্য ও সেবাকর্মাদি উৎপাদনের জন্য) তাহার নিজ উপাদানটি যোগান দিতেছে আবার ভোগকারী[3] রূপে সে উৎপাদিত সামগ্রী ভোগ করিয়া তাহার অভাব মোচন করিতেছে। একদিকে উপাদানগুলি বা আরও বিশদভাবে বলিতে গেলে **'কারক'** সমূহ[4] উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের[5] দ্বারা সংগৃহীত হইয়া দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মাদি উৎপাদনে নিযুক্ত হইতেছে এবং উহারা সমাজে উৎপাদিত সামগ্রীগুলি বা পণ্যগুলি যোগান[6] দিতেছে। আমরা ধরিয়া লইব যে, সমাজে এরূপ অসংখ্য[7] উৎপাদক প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। ইহারা স্বাধীন উদ্যোগ[8] লইয়া সর্বাধিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে[9] সর্বাধিক কম খরচে[10] উৎপাদন করিয়া সর্বাধিক সম্ভব দামে সর্বাধিক সম্ভব পরিমাণ সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য পরস্পরের সহিত প্রতি-যোগিতায়[11] লিপ্ত রহিয়াছে। এই উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি একদিকে উপাদানের চাহিদা-

1. Assumptions. 2. Owner of a factor. 3. Consumer.
4. Inputs. 5. Firm. 6. Supply. 7. Innumerable.
8. Free Enterprise. 9. Profit motive. 10. Minimum cost.
11. Competition.

কারী[12] অন্যদিকে উৎপন্ন সামগ্রীর যোগানদার[13]। ইহারা অর্থনীতিক ব্যবস্থার ক্ষুদ্রতম একক[14] স্বরূপ।

অপরদিকে রহিয়াছে ভোগকারিগণ—ভোগকারীব্যক্তি ও তাহাদের স্বজনবর্গ। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা ইহাদের ভোগকারী পরিবার বা শুধু পরিবার[15] বলিতে পারি। সমাজ এইরূপ অসংখ্য পরিবারের সমষ্টি। ইহারাও সমাজের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অর্থনীতিক একক[16]। আমরা ধরিয়া লইব যে, এই সকল ভোগকারী এককগুলিও (অর্থাৎ ভোগকারীরা) স্বাধীনভাবে কি কিনিবে, কতটা কিনিবে, কোন্‌টা কিনিবে না, ইত্যাদি পছন্দ অপছন্দ খাটাইতেছে[17] এবং এজন্য তাহাদের কেহ প্রভাবিত বা বাধ্য করিতেছে না। আমরা ইহাও ধরিয়া লইব যে, তাহারা আপন স্বার্থ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল এবং সেজন্য তাহারা সর্বদাই সর্বাপেক্ষা কম ব্যয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সামগ্রী কিনিয়া তাহাদের সর্বাধিক অভাব তৃপ্ত করিয়া সর্বাধিক সন্তোষ[18] লাভের চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। এই ভোগকারী এককগুলি (অর্থাৎ ভোগকারী পরিবারসমূহ) যেমন উৎপন্ন সামগ্রীর চাহিদাকারী তেমনি তাহারা উপাদানগুলির (বা অন্তর্নির্যুক্ত বা কারক সমষ্টির) যোগানদারও বটে।

অভাব মোচনের উপায়গুলি, তাহা পণ্যই হউক (ভোগ্যদ্রব্য সামগ্রী ও সেবাকর্মাদি) অথবা উপাদান বা কারকসমষ্টিই হউক, সকলই প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প। উহাদের স্বল্পতার[19] দরুন উহাদের বিনিময় মূল্যের উৎপত্তি হইয়াছে এবং সমাজে অর্থের প্রচলন ঘটিবার ফলে ঐ বিনিময় মূল্য অর্থ বা টাকায় প্রকাশিত এবং প্রদত্ত হইতেছে, অর্থ দ্বারা উহাদের দাম[20] দিতে হইতেছে। এজন্য পণ্যই হউক আর উপাদানই হউক, সকলেরই দাম আছে ও উহা দাম দিয়া সংগ্রহ করিতে হয়।

সমাজের ভোগকারী এককগুলি একদিকে পণ্য সামগ্রীর চাহিদাকারী ও ক্রেতা এবং অপর দিকে কোন না কোন উপাদান বা কারকের মালিক, যোগানদার ও বিক্রেতা। সেরূপ আবার উৎপাদক এককগুলিও (অর্থাৎ উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি) একদিকে পণ্যের উৎপাদক, যোগানদার ও বিক্রেতা এবং অন্যদিকে, উপাদান বা কারকসমূহের চাহিদাকারী, ব্যবহারকারী ও ক্রেতা। একবার উপাদানের মালিক হিসাবে ভোগকারী এককগুলি তাহাদের উপাদান বা কারক সমূহ (বা আরও সঠিক অর্থে, উহাদের সেবা[21]) দামের বিনিময়ে বিক্রয় করিতেছে এবং তাহাদের নিকট হইতে উৎপাদক এককগুলি উহা দাম দিয়া কিনিয়া লইতেছে। উপাদান বা কারকসমূহের (বা উহাদের সেবার) এই বিনিময় লইয়া **উপাদান বা কারকসমষ্টির** বাজার[22] গঠিত। উৎপাদক এককগুলি ভূমি, শ্রম, পুঁজি প্রভৃতি উপাদান বা কারকসমূহের সেবা কিনিবার জন্য যে মূল্য বাবদ যে অর্থ দিতেছে তাহা একদিকে উৎপাদক এককগুলির উৎপাদন খরচ[23], আর অন্যদিকে তাহা উপাদান বা কারক সমূহের মালিক হিসাবে, ভোগকারী এককগুলির আয়[24]। সুতরাং 'অন্যান্য অবস্থার যদি কোন পরিবর্তন না ঘটে', তবে, উৎপাদক এককগুলির অর্থাৎ সমাজের মোট উৎপাদন খরচ ও ভোগকারী এককগুলির অর্থাৎ সমাজের মোট আয়, পরস্পরের সমান হইবে।

উৎপাদক এককগুলির নিকট উপাদান বা কারকসমূহের সেবা সমষ্টি বিক্রয় করিয়া বা যোগান দিয়া ভোগকারী এককগুলি যে আয় উপার্জন করিতেছে, তাহা দিয়া তাহারা এবার অভাব তৃপ্তির জন্য ভোগ্যপণ্য সামগ্রী উৎপাদক এককগুলির নিকট হইতে কিনিতে যাইতেছে। এবার উহাদের ভূমিকার পরিবর্তন ঘটিতেছে। এবার ভোগকারী এককগুলি ক্রেতা ও উৎপাদক এককগুলি বিক্রেতা। ভোগকারী এককগুলি ক্রেতারূপে মূল্য বাবদ

12. Demanders of Factors or inputs.
13. Producers and Suppliers of output. 14. Economic Units.
15. Families or Households. 16. Economic Units.
17. Freedom of choice. 18. Maximum satisfaction. 19. Scarcity.
20. Price. 21. Services. 22. Market. 23. Cost of Production.
24. Income.

যে মোট অর্থ দিয়া সামগ্রীগুলি কিনিতেছে তাহা উহাদের মোট ব্যয় এবং উহাই বিক্রেতা-রূপে উৎপাদক এককগুলির মোট আয়। ইহাই মোট উৎপন্ন সামগ্রীগুলির মোট মূল্য এবং ইহাই আবার উপাদানগুলির মধ্যে তাহাদের আয় বা পারিশ্রমিক রূপে বন্টিত হইতেছে। ভোগকারী একক এবং উৎপাদক এককগুলির মধ্যে পণ্যসামগ্রীর এই ক্রয়বিক্রয় বা বিনিময় লইয়া পণ্যের বাজার গঠিত।

এইরূপে সমাজে দুইটি বাজারের উৎপত্তি ঘটিয়াছে, একটি পণ্যের বাজার ও অপরটি উপাদানের বাজার। একবাজারে যে ক্রেতা অপর বাজারে সে-ই বিক্রেতা। এই দুইটি বাজারেই, মোট চাহিদা ও মোট যোগানের দ্বারা দাম স্থির হইতেছে। পণ্যের বাজারে, পণ্যের মোট চাহিদা ও মোট যোগান পণ্যের দাম স্থির করিয়া দিতেছে, আবার উহাদের দামও উহাদের চাহিদা এবং যোগানকে প্রভাবিত করিতেছে। এইরূপে পণ্যের বাজারে দামের দ্বারা কি উৎপন্ন হইবে চাহিদাকারী হিসাবে ভোগকারী এককগুলি সে নির্দেশ দিতেছে ও যোগানদাররূপে উৎপাদক এককগুলি তাহা উৎপাদন করিয়া যোগান দিতেছে। তেমনি উপাদানের বাজারেও উপাদানের মোট চাহিদা ও মোট যোগান উপাদানের দাম স্থির করিয়া দিতেছে। আবার উহাদের দামও উহাদের চাহিদা এবং যোগানকে প্রভাবিত করিতেছে। উপাদানের বাজারে পরস্পর প্রতিযোগী উৎপাদক এককগুলি তাহাদের নিজ ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন উপাদানগুলির জন্য যে দাম দিতে চাহিতেছে তাহার দ্বারা কোন্ সামগ্রী উৎপাদনের জন্য কোন্ উপাদানের কি পরিমাণে ব্যবহার বা নিয়োগ ঘটিবে (অর্থাৎ বিবিধ শিল্পের মধ্যে উপাদানসমূহের বন্টন[২৫]) তাহা আপনা আপনি স্থির হইয়া যাইতেছে। উপাদানগুলির এই দামই আবার তাহাদের আয়। এইভাবে উপাদানের বাজারে উপাদানগুলির দাম নির্ধারণ ব্যবস্থা মারফত উহাদের মধ্যে আয়ের বন্টনও ঘটিয়া যাইতেছে (অর্থাৎ কাহার জন্য উৎপন্ন হইবে)। উপাদানগুলির দাম অনুসারে আবার উৎপাদক একক-গুলি সর্বদাই সর্বাপেক্ষা কম খরচে উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছে (অর্থাৎ, কিভাবে উৎপন্ন হইবে তাহা স্থির হইয়া যাইতেছে)।

পণ্যের বাজারে কোন পণ্যের চাহিদা বাড়িলে উহার দাম বাড়িবে। ইহাতে মুনাফা বাড়িল বলিয়া উৎপাদক এককগুলি উহাদের উৎপাদন ও যোগান বাড়াইবে। ফলে উচ্চতর দামে অধিকতর যোগান অধিকতর চাহিদার সমান হইয়া পরস্পর ভারসাম্য[২৬] লাভ করিবে। কিংবা কোন পণ্যের যোগান বাড়িলে উহার দাম কমিবে, ফলে ভোগকারী এককগুলি উহা বেশি করিয়া কিনিবে এবং নিম্নতর দামে চাহিদা বাড়িয়া বর্ধিত যোগানের সমান হইবে। এইভাবে পণ্যের বাজারে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য দেখা দেয়। তেমনি উপাদানের বাজারেও। সমাজে যদি কাঠের মিস্ত্রীর কাজের চাহিদা কমে ও ফিটার মিস্ত্রীর কাজের সুযোগ ও চাহিদা বাড়ে, তাহা হইলে, কাঠের মিস্ত্রীর মজুরির হার কমিবে ও ফিটার মিস্ত্রীর মজুরির হার বাড়িবে। ইহাতে অনেকে কাঠের মিস্ত্রীর কাজ ছাড়িয়া ফিটার মিস্ত্রীর কাজ শিখিতে যাইবে, এবং কাঠের কাজের শিক্ষার্থী কমিয়া গিয়া কাঠের মিস্ত্রীর যোগান কমিবে এবং ফিটারের কাজের শিক্ষার্থী বাড়িয়া গিয়া ফিটারমিস্ত্রীর যোগান বাড়িবে। এইরূপে, উপাদানের বাজারেও শেষ পর্যন্ত দাম অনুসারে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য দেখা দিবে।

এই বাজার দুইটি আবার পরস্পর সম্পর্কহীন নহে। পণ্যের বাজারে অবিরাম পণ্য ক্রয়বিক্রয়ের দরুন উহাদের দাম বাবদ, ক্রেতারূপে ভোগকারী এককগুলির যে ব্যয় স্রোতের উৎপত্তি ঘটিতেছে, তাহাই বিক্রেতারূপে উৎপাদক এককগুলির আয় স্রোতে পরিণত হইয়া তাহাদের নিকট পৌঁছাইতেছে। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে, ইহারা পরস্পরের মান হইবে। পণ্যের বাজারে লব্ধ উৎপাদক এককগুলির এই আয় স্রোতই,

---

25. Allocation of resources or factors. 26. Equilibrium.

আবার উপাদানের বাজারে তাহাদের ব্যয়স্রোত রূপে প্রবেশ করিতেছে। ইহার দ্বারাই উৎপাদক এককগুলি অবিরাম উপাদানসমষ্টি বা উহাদের সেবাসমষ্টি, উপাদানের মালিক হিসাবে ভোগকারী এককগুলির নিকট হইতে কিনিতেছে। ইহার ফলে উপাদানগুলির দাম বাবদ প্রদত্ত উৎপাদক এককগুলির ব্যয়প্রবাহ ভোগকারী এককগুলির আয় প্রবাহে পরিণত হইয়া পুনরায় তাহাদের ব্যয় প্রবাহরূপে পণ্যের বাজারে প্রবেশ করিতেছে।

অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে, এই দুইটির প্রত্যেকটি বাজারের আয় প্রবাহ এবং ব্যয় প্রবাহ যেমন পরস্পরের সমান হইবে, তেমনি উভয় বাজারের আয় প্রবাহ এবং ব্যয় প্রবাহও পরস্পরের সমান হইবে। শুধু তাহাই নহে, ইহাদের প্রত্যেকটি বাজারেই আয় প্রবাহ যেমন উহার ব্যয় প্রবাহের উপর নির্ভর করিতেছে, তেমনি এক বাজারের ব্যয় প্রবাহ অপর বাজারের আয় প্রবাহের উপরও নির্ভর করিতেছে।

পণ্যের বাজারে পাটের তুলনায় চালের দাম বাড়িলে, যেমন উৎপাদক এককগুলি বেশি পরিমাণে ধান উৎপাদনের চেষ্টা করিবে, তেমনি তাহার জন্য বেশি খাজনা দিয়া বেশি জমির বন্দোবস্ত লইতে চাহিবে। ফলে পাটের অধীন অনেক জমিতে **এবার ধানের চাষ** হইবে এবং উপাদানের বাজারে জমির চাহিদা যোগানে নূতন ভারসাম্য ঘটিবে এবং বিবিধ ব্যবহারের মধ্যে উপাদানগুলির পুনর্বন্টন ঘটিবে। অপর দিকে, উপাদানের বাজারও পণ্যের বাজারকে সর্বদা প্রভাবিত করিতেছে। উপাদানের বাজারে যদি মজুরির হার কমিয়া যায়, তবে শ্রমিকগণের আয় কমিয়া যাওয়ায় অনেক ভোগ্যপণ্যেরই চাহিদা ও দাম কমিবে এবং পণ্যের বাজারে নূতন দামে চাহিদা ও যোগানের নূতন ভারসাম্য ঘটিবে। বলা বাহুল্য, দুইটি বাজারের প্রত্যেকটিই ভারসাম্যে পৌঁছাইবার চেষ্টা করিতেছে এবং এক বাজারে ভারসাম্যের অভাব অপর বাজারটির ভারসাম্য লাভের চেষ্টাকে ব্যাহত করে।

অর্থনীতিক ব্যবস্থার যে চতুর্থ কাজ, অর্থাৎ, বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা বজায় রাখা ও উহার ভবিষ্যত উৎপাদন ক্ষমতার সম্প্রসারণ করা. তাহা সামগ্রিকভাবে সমাজের মোট সঞ্চয়[২৭] ও মোট বিনিয়োগের[২৮] দ্বারা নির্ধারিত হইতেছে।

মিশ্র-ধনতন্ত্রী-অর্থনীতিক ব্যবস্থার এই কর্মধারা ও পদ্ধতিই ৪·১ নং চিত্রটির সাহায্যে দেখান হইয়াছে। ইহাকে আলোচ্য অর্থনীতিক ব্যবস্থার একটি স্থির চিত্র[২৯] বলা যায়। 'অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত রহিয়াছে',—এই অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়াই এই বিশ্লেষণ উপস্থিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ, এই চিত্রটি একটি পরিবর্তনহীন, স্থিতীয় অর্থনীতির[৩০], স্থিতীয় ভারসাম্যের[৩১] ছবি। তবে, ইহা বাস্তবের জটিলতা বর্জিত হইলেও, মিশ্র-ধনতন্ত্রী-অর্থনীতির কার্যধারা ও পদ্ধতির মূল নীতিটি উপস্থিত করিয়াছে। সেই মূল নীতিটি হইতেছেঃ চাহিদা ও যোগানের স্বাভাবিক শক্তিগুলির[৩২] দ্বারা পণ্য ও উপাদানসমূহের দাম নির্ধারণ এবং 'দাম নির্ধারণ ব্যবস্থা'র[৩৩] মারফত অর্থনীতিক ব্যবস্থার মৌলিক কর্তব্যগুলির সম্পাদন। সুতরাং ইহাতে মূল্য বা দাম নির্ধারণ ব্যবস্থার ভূমিকা ও গুরুত্ব সর্বাধিক।

মূল্য ব্যবস্থার অদৃশ্য হস্তের[৩৪] দ্বারাই, সর্বাধিক ভোগ তৃপ্তির চেষ্টায় নিযুক্ত ভোগকারী ও সর্বাধিক মুনাফা উপার্জনের চেষ্টায় নিযুক্ত উৎপাদকগণের আপাতঃ বিচ্ছিন্ন কর্মচেষ্টাগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হইতেছে স্বল্পতা, পছন্দ ও বিনিময়ের অর্থনীতিক সমস্যাগুলির সমাধান ঘটিতেছে, ও উহার মধ্য দিয়া সমগ্র অর্থনীতিক ব্যবস্থাটি একটি সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করিতেছে।

27. Aggregate Savings.
28. Aggregate Investment.
29. Still-photograph.
30. Stationary Economy.
31. Stationary Equilibrium.
32. Natural forces of demand & supply.
33. Price-mechanism.
34. The invisible hand.

৪·১ নং রেখাচিত্র
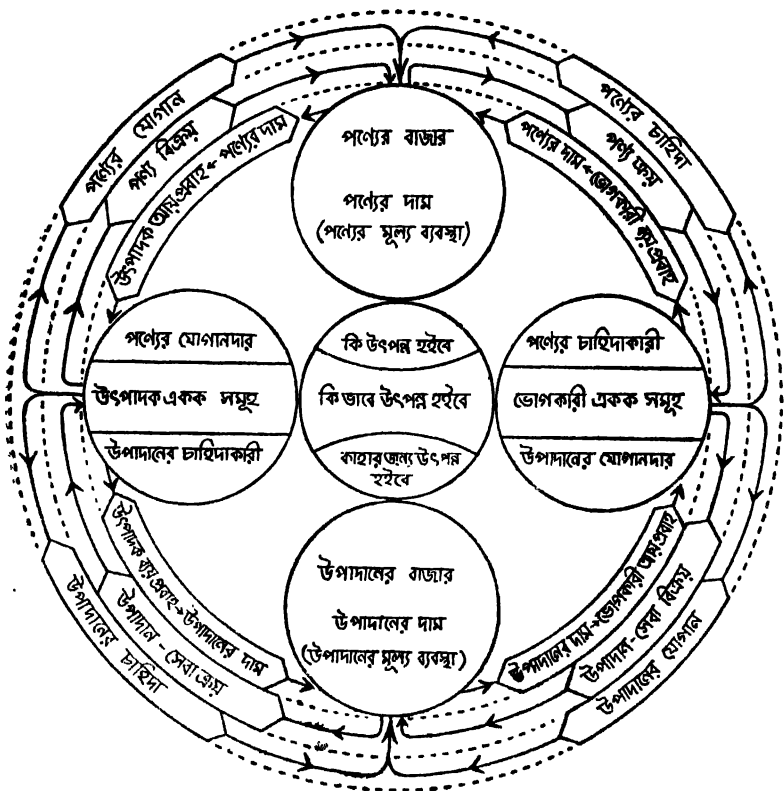
রেখাচিত্রের দ্বারা অর্থনীতিক ব্যবস্থার যে সরল ছক বা মডেলটি দেখান হইয়াছে, তাহাই, অতি সংক্ষেপে, গণিতের সাহায্যে তিনটি পরস্পর সংশ্লিষ্ট সমীকরণের আকারে উপস্থিত করিলে তাহা নিম্নরূপ হইবেঃ

(1) $D = D\ (P)$

(2) $S = S\ (P)$

(3) $D = S$

মূল্য তত্ত্ব

PRICE THEORY

মূল্য ব্যবস্থা মারফত মিশ্র-ধনতন্ত্রী-অর্থনীতিতে, মানুষের পরস্পর-প্রতিযোগী অসংখ্য অভাব দূর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মাদির উৎপাদনে কিভাবে উৎপাদনের স্বল্প উপকরণগুলি (উপাদান বা কারকসমষ্টি) ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইলে, কার্যত,—(১) বিভিন্ন প্রকারের বাজারে কিভাবে বিভিন্ন সামগ্রীর আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারিত হয়; (২) কিভাবে উৎপাদনের কোন্ পদ্ধতি গৃহীত হইবে তাহা স্থির হয়; (৩) কিভাবে বিভিন্ন অবস্থায় উপাদান বা কারক সমূহের সেবাকার্যের দাম, অর্থাৎ উহাদের আয় নির্ধারিত হয়; এবং (৪) কিভাবে আবার এই সকল সমস্যাগুলি পরস্পর সংশ্লিষ্ট,—ইত্যাদির আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজন হয়। এই আলোচনা

ও বিশ্লেষণই 'মূল্য বা দাম বিশ্লেষণ'[35] অথবা 'মূল্যতত্ত্ব' নামে পরিচিত। বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ইহাই বিষয়বস্তু।

মূল্যতত্ত্বের এই আলোচনায়, আমরা যখন যে বিষয়টির আলোচনা করিব, সেখানে তখন ধরিয়া লইব যে, 'অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত রহিয়াছে'। অর্থাৎ যেমন, আমরা যখন কোন একটি পণ্যের দাম কি করিয়া নির্ধারিত হয়, এই আলোচনা করিব, তখন ধরিয়া লইব যে, অন্যান্য পণ্যের দাম অপরিবর্তিত রহিয়াছে। বলা বাহুল্য অর্থনীতিক বিশ্লেষণের এই পদ্ধতি হইতেছে 'আংশিক ভারসাম্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি'[36]।

তাহা ছাড়া, আমরা আরও ধরিয়া লইব যে, ব্যক্তি, ভোগকারী একক বা পরিবারসমূহ, উৎপাদক একক বা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সমগ্র সমাজ, অর্থনীতিক কার্যাবলীতে মূলতঃ স্বার্থসাধনের[37] চালিকাশক্তি[38] বা প্রধান উদ্দেশ্য[39] দ্বারা চালিত হইতেছে (ক্রেতার উদ্দেশ্য সর্বাধিক তৃপ্তিলাভ ও উৎপাদক বা বিক্রেতার উদ্দেশ্য সর্বাধিক মুনাফা উপার্জন), এবং এই উদ্দেশ্যই তাহাদের সকলের আচরণের মধ্যে একটি সাধারণ মিল বা ঐক্য স্থাপন করিয়াছে (অর্থবিদ্যার পরিভাষায় ইহাই 'যুক্তিসঙ্গত আচরণ'[40])। এই অনুমানগুলি অবাস্তব নহে, অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য এবং সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা সমর্থিত।

বলা বাহুল্য, এই অনুমানসিদ্ধ শর্তগুলি বা প্রকল্পগুলির[41] উপর নির্ভর করিয়া মূল্যতত্ত্বের আলোচনায় একের পর এক সিদ্ধান্তে[42] পৌঁছাইবার যে পদ্ধতি তাহা অবরোহ পদ্ধতি[43] এবং সে কারণে, অনেকাংশেই এই আলোচনা বস্তুনিরপেক্ষ[44]।

বাজার
MARKET

বাজারের কাজ হইতেছে বিনিময় সম্ভব করিয়া তোলা, বিনিময় ঘটান। আমরা যে অর্থনীতিক ব্যবস্থায় বাস করি তাহাতে অর্থের ব্যবহার প্রচলিত। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে বাজারের কাজ হইতেছে অর্থের বিনিময়ে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মাদির ক্রয়বিক্রয় ঘটান। অতএব, বাজার বলিতে দুইটি জিনিস বুঝাইতে পারে। প্রথমত, বাজার বলিতে যে নির্দিষ্ট স্থানে দ্রব্যসামগ্রীর নিয়মিত ক্রয়বিক্রয় হয়, যেখানে কারবারীরা সামগ্রী বিক্রয় করে ও খরিদ্দারেরা তাহা ক্রয় করে, সেই স্থানটি[45] বুঝাইতে পারে। সাধারণ মানুষ 'বাজার' শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহার করে (যেমন, কলিকাতার বড় বাজার, কোলে বাজার, নূতন বাজার, গড়িয়াহাট বাজার ইত্যাদি)। দ্বিতীয়ত, বাজার বলিতে, কোন পণ্যের ক্রয়বিক্রয়ের কার্যে, অর্থাৎ বিনিময়ে নিযুক্ত ক্রেতা ও বিক্রেতা সমষ্টি[46]কে বুঝায়। অর্থবিদ্যায় এই দ্বিতীয় অর্থেই 'বাজার' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। হানসনের ভাষায়ঃ বাজার বলিতে এমন একটি বিস্তৃত অথবা ক্ষুদ্র অঞ্চল বুঝায় যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের পরস্পরের মধ্যে এরূপ ঘনিষ্ঠ সংযোগ রহিয়াছে যাহার ফলে (পরিবহণ ব্যয় বাদ দিলে), দ্রব্যগুলি বাজারের সকল অংশে একই দামে বিক্রীত হইবার প্রবণতা দেখা যায়।[47] অর্থাৎ, অর্থবিদ্যায় বাজার বলিতে, ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে যোগাযোগের এরূপ একটি অবস্থা বুঝায় যাহার মধ্যে, চাহিদা ও যোগানের পরিবেশ একটি দ্রব্যের একটি মাত্র দাম প্রতিষ্ঠা করিবার প্রবণতা দেখায় (পরিবহণ ব্যয় বাদ দিলে)। এই অর্থে, বাজার হইতেছে, পণ্যই হউক অথবা উপাদানই

35. Value or Price Analysis. 36. Partial Equilibrium Analysis.
37. Self-interest. 38. Prime mover. 39. Principal motive.
40. Rational behaviour. 41. Assumptions or hypotheses.
42. Deductions. 43. Deductive Method. 44. Abstract.
45. Location or place of exchange.
46. Group of buyers and sellers.
47. "A market can be considered as an area, however large and small, where buyers and sellers are in sufficiently close contact with one another so that goods tend to sell at the same price (excluding the cost of transport) in all parts of the market."—Hanson.

হউক, উহাদের লইয়া অসংখ্য ক্রয়বিক্রয় লেনদেনের বিপুল সমষ্টি। এই অর্থেই, বাজারকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র অর্থনীতিক কর্মজগৎ আবর্তিত হইতেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এক একটি পণ্যের লেনদেন, ক্রয়বিক্রয় লইয়া এক একটি পৃথক বাজার গঠিত, অর্থবিদ্যায় মূল্যতত্ত্বের আলোচনায় এইরূপ কল্পনা করা হয়। সুতরাং, অর্থবিদ্যায় পণ্য যত, বাজারও তত।

বাজারের গঠনভেদ
MARKET MORPHOLOGY

মাছের বাজারই হউক বা যন্ত্রের বাজারই হউক, বাজার স্থানীয় হউক কিংবা দেশ-ব্যাপী কোন অভ্যন্তরীণ বাজার অথবা আন্তর্জাতিক বাজার হউক, অর্থবিদ্যায় মূলগত-ভাবে, গঠন অনুসারে বাজারের চারিপ্রকার শ্রেণীভেদ বা প্রকৃতি ভেদ করা হয়। বাজারের গঠনভেদের উপাদান তিনটিঃ বিক্রেতার বা উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, পণ্যটির প্রকৃতি এবং বাজারে নূতন বিক্রেতা বা উৎপাদকের প্রবেশের সুবিধা কিংবা অসুবিধা।

চাহিদা ও যোগানের শক্তি দুইটির দ্বারাই বাজারে মূল্য নির্ধারিত হয় বটে, কিন্তু, বাজারের গঠনভেদে চাহিদা ও যোগানের শক্তিসমূহের পরিবেশের তারতম্য ঘটে এবং উহার ফলে চাহিদা যোগানের আপেক্ষিক শক্তিতেও পার্থক্য ঘটে। পরিস্থিতির তারতম্য অনুসারে ভোগকারিগণ ও উৎপাদক প্রতিষ্ঠানসমূহ উহাদের নিজ নিজ লক্ষ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, বাজারের পরিস্থিতির সহিত নিজ নিজ আচরণের সামঞ্জস্য ঘটাইতে চেষ্টা করে। সুতরাং বাজারের গঠনভেদে উৎপাদনের পরিমাণ, দাম এবং চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যে বিভিন্নতা ঘটে। একারণে আমরা পরে ইহাদের প্রত্যেকটি বাজারেই ভারসাম্যের বিশ্লেষণ করিব।

বাজারের চারিপ্রকার গঠনভেদ নির্দেশ করিবার আগে, আমরা যে তিনটি উপাদান বা লক্ষণের ভিত্তিতে এই গঠনভেদ করিব, উহাদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি।

১. বিক্রেতা বা উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা[৪৮]ঃ বাজারে বিক্রেতা বা উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অগণিত হইতে পারে, অল্প হইতে পারে আবার মুষ্টিমেয় কিংবা মাত্র একটি হইতে পারে। বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ ইহার উপর যোগান ও মূল্য কতটা পরিমাণে বিক্রেতা বা বিক্রেতাগণের দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারে তাহা নির্ভর করে। বাজারে অসংখ্য বিক্রেতা বা উৎপাদক প্রতিষ্ঠান থাকিলে কোন উৎপাদক বা বিক্রেতাই একক ভাবে যোগান বা মূল্যকে প্রভাবিত করিতে পারে না। বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা যত কমিবে, দ্রব্যের যোগান ও মূল্যের উপর যে কোন একজন বিক্রেতার প্রভাব ততই বেশি হইবে এবং ততই বেশি পরিমাণে যে কোন একজন বিক্রেতা তাহার মুষ্টিমেয় প্রতিযোগিগণের উপর তাহার নিজের উৎপাদন ও মূল্যনীতির সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথা আগে হইতেই বিচার বিবেচনা করিতে বাধ্য হইবে।

২. পণ্যটির প্রকৃতি[৪৯]ঃ কোন উৎপাদক বা বিক্রেতা যে উপন্ন দ্রব্য, বা সেবাকর্ম, অর্থাৎ, যে পণ্যটি বাজারে বিক্রয় করিতেছে উহা অপরাপর উৎপাদক বা বিক্রেতাগণের পণ্যের সহিত সর্বাংশে একরূপ[৫০] কিনা, অথবা একের পণ্যের সহিত অপরের পণ্যের কম-বেশি মিল বা পার্থক্য[৫১] আছে, ইহাও একটি গুরুতর বিবেচ্য বিষয়। কারণ, যদি প্রতিযোগী বিক্রেতাদের পণ্যগুলি সর্বাংশে একজাতীয় হয় তবে, উহাদের পরস্পরের পণ্য পরস্পরের পণ্যের সম্পূর্ণ পরিবর্তক[৫২] বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহা হইলে, ক্রেতাদের উপর এই সকল বিক্রেতাদের কেহই নিজ ইচ্ছামত দাম চাপাইয়া দিতে পারিবে না। কিন্তু তাহাদের পণ্য-গুলির মধ্যে যদি প্রকৃতই কমবেশি কিছু না কিছু পার্থক্য থাকে, অথবা আসলে কোন পার্থক্য না থাকিলেও, প্রচারের জোরে কোন বিক্রেতা যদি উহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে

48. Number of Firms. 49. Nature of the product.
50. Identical or homogeneous product. 51. Differentiated products.
52. Perfect substitute.

এই ধারণা ক্রেতাদের মধ্যে সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা হইলে, এরূপ ক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিযোগী বিক্রেতাগণের পণ্য পরস্পরের অনিখুঁত পরিবর্তক[53] বা পৃথকীকৃত পণ্য বলিয়া গণ্য হয়। এবং সেক্ষেত্রে এই প্রকার পণ্যের প্রত্যেক বিক্রেতাই ক্রেতাদের উপর নিজ নিজ প্রভাব কিছু না কিছু খাটাইতে পারে এবং তদনুযায়ী কতকটা ইচ্ছামত দাম ক্রেতাদের নিকট হইতে আদায় করিতে পারে।

৩. **নূতন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতার প্রবেশ**[54]**ঃ** বাজারে নূতন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতা, অর্থাৎ নূতন প্রতিযোগী অবাধে প্রবেশে সক্ষম কিনা অথবা আদৌ সক্ষম কিনা, ইহাও বাজারের গঠনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অবাধে বাজারে নূতন প্রতিযোগীর প্রবেশ ও বাজার হইতে প্রস্থান সম্ভব হইলে, বাজারে প্রতিযোগিতার পরিবেশ সবল থাকে এবং উহার ফলে, কোন একজন বিক্রেতার পক্ষেই যোগান ও দামের উপর নিজ প্রভাব খাটান সম্ভব হয় না। কিন্তু বাজারে নূতন প্রতিযোগীর প্রবেশে যদি কোন বাধা থাকে (আইনগত বাধা, যেমন পেটেণ্ট স্বত্ব[55] লেখ স্বত্ব[56] ইত্যাদি; অথবা প্রাকৃতিক বাধা, যেমন দেশে একটির বেশি হীরার খনি নাই; কিংবা পুঁজি, শ্রম প্রভৃতি উপাদানের দুষ্প্রাপ্যতা, ইত্যাদি) তবে, তাহাতে প্রতিযোগিতা ক্ষুন্ন হয় এবং যোগান ও দামের উপর বর্তমান উৎপাদক বা বিক্রেতাগণের প্রভাব খাটাইবার সুযোগ দেখা দেয়।

এই তিনটি লক্ষণ বা উপাদানের বিভিন্নতা অনুসারে, অর্থবিদ্যায় বাজারকে গঠন অনুযায়ী নিম্নলিখিত চারিটি ভাগে ভাগ করা হয়ঃ

বাজারের প্রকৃতি বা গঠন	বিক্রেতা বা উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	উৎপাদিত পণ্যের প্রকৃতি	নূতন প্রতি-যোগীর প্রবেশ
১. বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা[57]	অসংখ্য	সর্বাংশে বা সম্পূর্ণ সমজাতীয়	অবাধ
২. একচেটিয়া লক্ষণ বিশিষ্ট প্রতিযোগিতা[58]	অনেক, কিন্তু অগণনীয় নহে	পৃথকীকৃত[59]	অবাধ
৩. অলিগোপলি[60]	মুষ্টিমেয়	সর্বাংশে একজাতীয় অথবা পৃথকীকৃত	রুদ্ধ[61]
৪. বিশুদ্ধ একচেটিয়া[62]	মাত্র একজন	একটি মাত্র পণ্য	রুদ্ধ

বলা বাহুল্য বাজারের এই গঠনভেদ প্রধানত বিক্রেতাদের সংখ্যার ভিত্তিতে করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে ক্রেতাদের সংখ্যার ভিত্তিতেও আবার ভিন্নতর গঠনভেদ করা যাইতে পারে।

এবার এই বিভিন্ন গঠনের বাজারগুলির বিস্তারিত পরিচয় লওয়া যাইতে পারে।

১. বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতার বাজার
MARKET UNDER PURE COMPETITION

এই বাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ চারিটি। যথা,—**ক.** অসংখ্য বিক্রেতা বা উৎপাদক প্রতিষ্ঠান (এবং ক্রেতা)[63]; **খ.** বিক্রেতা বা উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি যে সামগ্রী বিক্রয় করিতেছে তাহা সর্বাংশে সমজাতীয়[64]; **গ.** যে কোন সময় যে কোন নূতন প্রতিযোগী বিক্রেতা বা উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বাজারে (বা শিল্পে) অবাধে প্রবেশ করিতে অর্থাৎ, যোগ দিতে পারে এবং যে কোন পুরাতন প্রতিযোগী বিক্রেতা বা উৎপাদক প্রতিষ্ঠান (ও ক্রেতা)

53. Imperfect substitute. 54. Entry of a new firm or seller.
55. Patent right. 56. Copy right. 57. Pure Competition.
58. Monopolistic Competition. 59. Differentiated. 60. Oligopoly.
61. Closed entry. 62. Pure Monopoly.
63. Innumerable sellers or firms (and buyers).
64. Homogeneous or identical product.

বাজার (বা শিল্প) ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে[৬৫]; এবং ঘ. এই বাজারে প্রত্যেক উৎপাদক প্রতিষ্ঠান কতটা উৎপাদন করিবে সে সম্পর্কে নিজে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়। তাহাদের মধ্যে কোন জোট থাকে না এবং তাহারা জোটবদ্ধভাবে কোন সিদ্ধান্ত নেয় না বা চলে না।[৬৬] এই চারিটি বৈশিষ্ট্য থাকিলে, প্রতিযোগিতাকে বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা ও যে বাজারে এই রূপ বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা দেখা যায়, উহাকে বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতার বাজার বলা হয়। এইরূপ প্রতিযোগিতাকে এই অর্থে বিশুদ্ধ বলা হয় যে, উহা কোন প্রকার একচেটিয়া প্রভাবের[৬৭] দ্বারা প্রভাবিত নহে বা উহা একচেটিয়া উপাদান হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত।

১.১ নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজার
MARKET UNDER PERFECT COMPETITION

অর্থবিদ্যার আলোচনায় 'বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা' ও 'নিখুঁত' বা 'পূর্ণ প্রতিযোগিতা', এই দুইটি কথা খুবই ব্যবহার করা হয়। কোন কোন অর্থবিজ্ঞানী আবার এই দুইটি কথা একই অর্থে ব্যবহার করেন। কিন্তু অধিকাংশ অর্থবিজ্ঞানীই এই দুইটি কথা ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। নিখুঁত বা পূর্ণ প্রতিযোগিতা বলিলে, বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতার তিনটি লক্ষণ (অর্থাৎ, অগণিত বিক্রেতা ও ক্রেতা, সর্বাংশে একজাতীয় পণ্য এবং বাজারে অবাধ প্রবেশ ও বাজার হইতে অবাধে প্রস্থান)-এর সহিত আরও কয়েকটি লক্ষণের উপস্থিতি বুঝায়। এই অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি বা শর্তগুলি হইলঃ ক. বাজার সম্পর্কে সমস্ত বিক্রেতা ও ক্রেতারা সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল (অর্থাৎ, কে কোথায় কি দামে বিক্রয় করিতেছে ও কিনিতেছে সে বিষয়ে সকলেই সকল সংবাদ রাখে)[৬৮];

খ. বিভিন্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে (অর্থাৎ শিল্পে) উৎপাদনের উপাদানগুলি সম্পূর্ণ সচল (অর্থাৎ ভূমি, শ্রম, পুঁজি ইত্যাদি উপাদানগুলি অবাধে একশিল্প হইতে অপর শিল্পে চলাচলে সক্ষম)[৬৯];

গ. উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি এত কাছাকাছি অবস্থিত যে, উহাদের মধ্যে কোন দূরত্বের ব্যবধান নাই এবং সে কারণে পরিবহণ ব্যয়ও নাই।[৭০]

নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারের উপরোক্ত শর্ত বা লক্ষণগুলির যে কোন একটির অভাব ঘটিলে, ঐরূপ বাজারকে **অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজার**[৭১] বলিয়া গণ্য করা হয়।

১.২ অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজার
MARKET UNDER IMPERFECT COMPETITION

বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতার ও নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজার এমন কতকগুলি শর্তের বা অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত যে বাস্তবে উহাদের অস্তিত্ব দেখা যায় না। খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের বাজারে খানিক পরিমাণে নিখুঁত প্রতিযোগিতার অনুরূপ অবস্থার কখনও কখনও দেখা পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাকেও বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা বলা যায় না।

ব্যাপক অর্থে, বিশুদ্ধ ও নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজার বাদে অন্য যে কোন রূপ বাজারকেই অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজার বলিয়া গণ্য করা যায়।

বাজারে ক্রেতা বা বিক্রেতা বা উভয়ের সংখ্যা যতই কমিতে থাকে, পণ্যের সন্তোষজনক পরিবর্তক বা প্রতিযোগী সামগ্রীর যতই অভাব দেখা দেয়, বাজারে প্রবেশে বাধা যতই বাড়িতে থাকে, উপাদানগুলির সচলতা যতই কমিতে থাকে, বাজার সম্পর্কে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের অবগতি যতই কমিতে থাকে ও পরিবহণ ব্যয় দেখা দিতে থাকে, ততই প্রতিযোগিতা অ-বিশুদ্ধ এবং অনিখুঁত হইয়া পড়িতে থাকে। বাস্তবের সকল বাজারই এইরূপ।

65. Free entry or exit. 66. No Collusion. 67. Monopoly influence.
68. Perfect knowledge about the market.
69. Perfect mobility of factors. 70. No transport costs.
71. Market under Imperfect competition.

২. বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজার বা এককবিক্রেতার বাজার
PURE MONOPOLY

নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা গেলে, বাজারটিকে বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজার বলিয়া গণ্য করা হয়ঃ ক. বাজারে (বা শিল্পে) একটি মাত্র উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতা[৭২]; খ. উৎপাদিত পণ্যটির কোন নিকটতম বা সন্তোষজনক পরিবর্তক বা প্রতিযোগী পণ্য নাই[৭৩]; গ. অগণিত ক্রেতা[৭৪]; ঘ. বাজারে (বা শিল্পে) নূতন প্রতিযোগীর প্রবেশের পথ রুদ্ধ[৭৫]। বাজারে যদি বর্তমানে কোন প্রতিযোগী না থাকে, এবং নূতন প্রতিযোগীর প্রবেশের পথ যদি রুদ্ধ থাকে, উৎপাদিত পণ্যটির যদি কোন ভাল অথবা আদৌ পরিবর্তক বা প্রতিযোগী পণ্য না থাকে, তাহা হইলে, বর্তমানে যে একমাত্র উৎপাদক প্রতিষ্ঠান (বা বিক্রেতা) রহিয়াছে উহার মোট উৎপাদনই বাজারে পণ্যটির মোট যোগান। সুতরাং ঐ একমাত্র প্রতিষ্ঠানটিই লইয়াই ঐ দ্রব্যটি উৎপাদনের শিল্পটি গঠিত। উৎপাদক প্রতিষ্ঠানটি এবং সে শিল্পটি এক্ষেত্রে এক হইয়া যায়। এই অবস্থায়, ঐ পণ্যটির মোট যোগান প্রতিষ্ঠানটির দ্বারা **সম্পূর্ণভাবে** নিয়ন্ত্রিত হয়। যে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান (বা বিক্রেতা) এইভাবে কোন পণ্যের উৎপাদন (বা যোগান) সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তাহাই একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান বা একচেটিয়া কারবার এবং এরূপ একচেটিয়া কারবারী যে বাজারে রহিয়াছে বা উহাতে একাধিপত্য করিতেছে তাহাই একচেটিয়া বাজার। একচেটিয়া বাজারে পণ্যের মোট যোগান একক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বা একচেটিয়া কারবারীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করায়, একচেটিয়া কারবারী (অর্থাৎ ঐ একক উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা যোগানদার) পণ্যের মূল্য নির্ধারণে সবিশেষ প্রভাব খাটাইতে সক্ষম হয়।

বলা বাহুল্য এই রূপ বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজার বাস্তবে কখনও দেখা দেয় নাই এবং সম্ভবত, দেখা দিবে-ও না। কারণ, একচেটিয়া বাজারের মূল বৈশিষ্ট্য যোগানের উপর একটি মাত্র বিক্রেতার যে একাধিপত্য, তাহা মূলত নির্ভর করে পণ্যটির পরিবর্তক সামগ্রীর অভাবের উপর। বাস্তবে পরিবর্তক বা প্রতিযোগী নাই এমন পণ্য বিরল। বিদ্যুৎ-এর আলোর পরিবর্তে কেরোসিন, সরিষা বা রেড়ীর তৈল, বা গ্যাস কিংবা মোমবাতি ব্যবহার করা যায়। সড়ক, রেল ও বিমান পরিবহণ পরস্পরের প্রতিযোগী। সুতরাং বাস্তবে, সকল সামগ্রীরই কমবেশি ভাল পরিবর্তক বা প্রতিযোগী দ্রব্য কিছু না কিছু আছেই। এজন্য বাস্তবের একচেটিয়া কারবার ও একচেটিয়া বাজার বিশুদ্ধ নহে। উহারা কমবেশি বা আপেক্ষিক একচেটিয়া কারবার ও আপেক্ষিক একচেটিয়া বাজার।

২. ক. মূল্যভেদ বিশিষ্ট একচেটিয়া কারবার
DISCRIMINATING MONOPOLY

একচেটিয়া কারবারী একই পণ্য বিভিন্ন ক্রেতার নিকট বিভিন্ন দামে বিক্রয় করিলে উহাকে মূল্যভেদবিশিষ্ট একচেটিয়া কারবার বলে।

৩. একচেটিয়া লক্ষণবিশিষ্ট প্রতিযোগিতার বাজার
MARKET UNDER MONOPOLISTIC COMPETITION

বাস্তবে আমরা যে সকল বাজার দেখিতে পাই উহারা বড়ই জটিলতাপূর্ণ। এই সকল বাজারের নানারূপ বিচিত্র পরিস্থিতির অধিকাংশ বাজারের মধ্যে প্রধানত দুইটি বিষয়ের মিল দেখা যায়। প্রথমত, অধিকাংশ বাজারেই ক্রেতার সংখ্যা অসংখ্য থাকিলেও বিক্রেতার বা উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক থাকিতে পারে কিন্তু তাহা অসংখ্য বা অগণনীয় নহে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক বাজারে যে পণ্যটি বিক্রয় হয় উহা যেমন সম্পূর্ণ পরিবর্তকহীন বা প্রতিযোগী পণ্যবিহীন নহে, তেমনি ঐ সকল পরিবর্তক পণ্য বা প্রতি-

72. Single firm or seller.
73. No nearest or good substitute or rival good. 74. Many buyers.
75. Closed entry.

যোগী পণ্যগুলি আবার পরস্পরের সম্পূর্ণ সন্তোষজনক পরিবর্ত ক বা প্রতিযোগী নহে। উহারা অল্পবিস্তর ভাবে, পরস্পরের কমবেশি বা আপেক্ষিক পরিবর্তক। অর্থাৎ বাজারে এক বিক্রেতার পণ্যের সহিত অপর বিক্রেতার পণ্যের সর্বাংশে মিল থাকে না কিংবা ক্রেতারা উহারা সর্বাংশে একরূপ বলিয়া মনে করে না। প্রতিযোগী বিক্রেতাগণের পরস্পরের পণ্যের এরূপ অল্পবিস্তর প্রকৃত অথবা কাল্পনিক অমিল থাকিলে ঐরূপ সামগ্রীগুলিকে পৃথকীকৃত সামগ্রী[৭৬] বলে। দুটি নামের চায়ের বিক্রেতা দুটি ভিন্ন চা বাগিচা হইতে চা কিনিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে পারে কিংবা একই চা বাগিচা হইতে চা কিনিয়া দুটি ভিন্ন নাম দিয়া বিক্রয় করিতে পারে এবং ভিন্নগুণসম্পন্ন বলিয়া প্রচার করিয়া ক্রেতাদের মনে সে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারে। এই বাজারে, প্রত্যেক বিক্রেতার পণ্য অপর প্রত্যেক বিক্রেতার পণ্য হইতে সামান্য পৃথক (প্রকৃত অথবা কাল্পনিক), কিন্তু একেবারে পৃথক নহে। সুতরাং প্রত্যেক বিক্রেতার পণ্যেরই কিছু সংখ্যক অনুরক্ত ক্রেতা থাকে। ইহাদের কাছে ঐ বিক্রেতা তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত পণ্যটির একমাত্র যোগানদার। অতএব পণ্যটির সীমাবদ্ধ ক্রেতাদের নিকট বিক্রেতা একচেটিয়া কারবারীর ন্যায়। কিন্তু সে পুরাপুরি একচেটিয়া কারবারী নহে। কারণ, তাহার পণ্যটির পরিবর্তক আছে। এবং সে যদি বেশি দাম বাড়ায় তবে তাহার পণ্যের অনেক অনুরাগী ক্রেতা উহা ক্রয় না করিয়া প্রতিযোগী অপর কোন বিক্রেতার নিকট হইতে অপর কোন পরিবর্তক পণ্য কিনিবে। সুতরাং পণ্যের সমগ্র বাজারটি যেন প্রত্যেক উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতার পৃথকীকৃত পণ্যটিকে কেন্দ্র করিয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র উপ-বাজারে[৭৭] বিভক্ত হইয়া পড়ে। প্রত্যেকটি উপ-বাজারের সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র গন্ডির মধ্যে এক একটি পৃথকীকৃত পণ্যের বিক্রেতা এক একটি ক্ষুদ্র একচেটিয়া কারবারীর ন্যায় বিদ্যমান। কিন্তু প্রত্যেক উপ-বাজারের গন্ডির সীমান্তে, অপর প্রত্যেক উপ-বাজারের সহিত, কে কাহার ক্রেতাকে আকৃষ্ট করিতে পারে সে উদ্দেশ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলিতেছে। সুতরাং এই বাজারে যেমন সীমাবদ্ধ রূপে একচেটিয়া উপাদান বর্তমান, তেমনি উহা আবার তীব্র প্রতিযোগিতার আবেষ্টনীতেও রহিয়াছে। বাহিরের তীব্র প্রতিযোগিতার পরিবেশ বাজারের অভ্যন্তরে একচেটিয়া আধিপত্যের ঝোঁক-কে সীমিত করিয়া রাখিতেছে। বাস্তবের এই বাজারগুলির অধিকাংশই একচেটিয়া লক্ষণবিশিষ্ট প্রতিযোগিতার বাজার।

৪. অলিগোপলির বাজার বা মুষ্টিমেয়র আধিপত্যের বাজার
OLIGOPOLY

একচেটিয়া ঝোঁকসম্পন্ন প্রতিযোগিতার বাজারে ক্রেতার সংখ্যা অসংখ্য বা অনেক থাকিলেও, বিক্রেতার সংখ্যা যদি মুষ্টিমেয় হয় এবং বাজারে নূতন প্রতিযোগীর প্রবেশের পথ যদি রুদ্ধ হয়, তবে সেরূপ একচেটিয়া ঝোঁকসম্পন্ন প্রতিযোগিতার বাজারকে অলিগোপলি বলে।

অলিগোপলি দুই প্রকারের। বিশুদ্ধ ও পৃথকীকৃত। বিক্রেতারা যে পণ্যটি এই বাজারে বিক্রয় করিতেছে, তাহা যদি সর্বাংশে একজাতীয় হয়[৭৮] তবে উহাকে বিশুদ্ধ অলিগোপলির[৭৯] বাজার বলে। আর বিক্রেতাগণের পরস্পরের পণ্যে যদি অল্পবিস্তর প্রকৃত কিংবা কাল্পনিক পার্থক্য থাকে, তবে পণ্যপৃথকীকরণ[৮০] ঘটে, এবং সেরূপ অলিগোপলি বাজারকে পৃথকীকৃত অলিগোপলির বাজার[৮১] বলে।

৪·১ ডুয়োপলি বা দ্বৈত-আধিপত্যের বাজার
DUOPOLY

যে বাজারে ক্রেতার সংখ্যা অসংখ্য বা অনেক থাকিলেও, যদি বিক্রেতা বা উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা মাত্র দুইটি হয় এবং নূতন প্রতিযোগীর বাজারে প্রবেশের পথ রুদ্ধ

---

76. Differentiated products or product differentiation.
77. Sub-markets. 78. Identical or homogeneous. 79. Pure Oligopoly.
80. Product differentiation. 81. Differentiated Oligopoly.

থাকে, তবে উহাকে ডুয়োপলি বা দ্বৈত-আধিপত্যের বাজার বলে। ইহা অলিগোপলির-ই রকমফের।

৫. দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার
BILATERAL MONOPOLY

যে বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই মাত্র একজন করিয়া (এক ব্যক্তি বা একটি মাত্র গোষ্ঠী) থাকে, সে বাজারকে দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি কোন শিল্পের সকল শ্রমিক একটি মাত্র শ্রমিক সংঘ বা ইউনিয়নের সদস্য হয় এবং উহার নেতৃত্ব মানিয়া চলে, তবে কার্যত, ঐ শিল্পের শ্রমের বাজারে শ্রমের যোগানদার মাত্র একটি গোষ্ঠী (অর্থাৎ, শ্রমিক সংঘ)। অনুরূপভাবে, ঐ শিল্পে যদি একটিমাত্র উৎপাদক প্রতিষ্ঠান থাকে কিংবা একাধিক উৎপাদক প্রতিষ্ঠান থাকিলেও উহারা যদি একটি উৎপাদক সংঘ[82] গঠন করিয়া শ্রমিক নিয়োগ সম্পর্কে সকলে উৎপাদক সংঘের নীতি ও কর্তৃত্ব মানিয়া চলে, তবে, কার্যত, শ্রমের চাহিদাকারীও একটি মাত্র পক্ষে বা গোষ্ঠীতে পরিণত হইবে। এই অবস্থায় শ্রমের বাজারে যোগানের দিকে যেমন একক কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ থাকে (শ্রমিক সংঘ), তেমনি চাহিদার ক্ষেত্রেও একটি মাত্র কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ থাকে (উৎপাদক সংঘ)। এইরূপ বাজারকে দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার বলে।

৬. এককক্রেতার বাজার বা ক্রেতার একচেটিয়া বাজার
MONOPSONY

যে বাজারে বিক্রেতা অনেক থাকিলেও ক্রেতা মাত্র একজন, উহাকে একক ক্রেতার বাজার বা 'মনোপসনি' বলে। সুতরাং ইহা 'মনোপলি' বা বিক্রেতার একচেটিয়া বাজারের সম্পূর্ণ বিপরীত।

॥ প্রশ্নাবলী ও উত্তরসংকেত ॥

১ অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু ও পরিধি

1. Define Economics and discuss its subject matter.
   [অর্থবিদ্যার সংজ্ঞা দাও এবং ইহার বিষয়বস্তু আলোচনা কর।] উঃ ৫-৭ পৃঃ।

2. "Economics is really not so much about money as about somethings which are implied in the use of money. Three of these—exchange, scarcity and choice—are of special importance." Explain and evolve a difinition of Economics. [C.U. B.Com. '62]
   ["অর্থের ব্যবহার বলিতে যে কয়েকটি বিষয় বুঝায় তাহা লইয়া অর্থবিদ্যার যতটা কাজ, প্রকৃতপক্ষে, অর্থ লইয়া ততটা নহে। ইহাদের তিনটি—বিনিময়, স্বল্পতা এবং পছন্দ বা নির্বাচন—ইহারাই বিশেষ গুরুত্ব সম্পন্ন।"—ইহা ব্যাখ্যা কর এবং অর্থবিদ্যার একটি সংজ্ঞা রচনা কর।] উঃ ৭-৯ পৃঃ।

3. What is economic analysis? What are the fundamental assumptions in economic analysis?
   [অর্থনীতিক বিশ্লেষণ বলিতে কি বুঝায়? অর্থনীতিক বিশ্লেষণে কি কি মৌলিক শর্ত অনুমান করা হয়?] উঃ ১১-১৩ পৃঃ।

4. Distinguish between Micro-economics and Macro-economics.
   [ব্যষ্টিগত অর্থবিদ্যা এবং সমষ্টিগত-অর্থবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য দেখাও।] উঃ ১৩-১৫ পৃঃ।

82. Producers' Association.

২ কয়েকটি মৌলিক অর্থনীতিক ধারণা

1. Distinguish between the following:
(a) Wealth and Welfare; (b) Value and Price; (c) Firm and Industry.
[নিম্নোক্তগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখাও : ক. সম্পদ ও কল্যাণ; খ. মূল্য ও দাম; গ. উৎপাদক প্রতিষ্ঠান ও শিল্প।] উঃ ১৮-১৯, ২২-২৩ পৃঃ।

2. Write short notes on:
(a) Consumption; (b) Production; (c) Income; (d) Equilibrium.
[নিম্নলিখিতগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ : ক. ভোগ; খ. উৎপাদন; গ. আয়; ঘ. ভারসাম্য।] উঃ ২০, ২১, ১৯, ২৩-২৫ পৃঃ।

৩ অর্থনীতিক ব্যবস্থাসমূহ

1. Discuss the characteristic features of a Private Enterprise Economy and a Planned Economy. [C.U. B.A. '57, '61, '63; C.U. B.Com. '63]
[ব্যক্তিগত উদ্যোগের অর্থনীতিক ব্যবস্থা এবং পরিকল্পিত অর্থনীতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।] উঃ ২৭-২৮, ৩০-৩১ পৃঃ।

2. Discuss the merits and demerits of Capitalism and Socialism.
[ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের গুণ ও ত্রুটিগুলি আলোচনা কর।]
উঃ ২৯-৩০, ৩১-৩২ পৃঃ।

3. What do you mean by 'Mixed Economy'? What are its chief characteristic features?
['মিশ্র অর্থনীতি' বলিতে কি বুঝ? ইহার প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি কি?]
উঃ ৩২-৩৫ পৃঃ।

4. What is planning? Write a short note on the types and techniques of planning.
[পরিকল্পনা কাহাকে বলে? পরিকল্পনার প্রকারভেদ ও উহার কর্মকৌশলভেদ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।] উঃ ৩৫-৩৮ পৃঃ।

৪ মূল্যব্যবস্থা ও বাজার

1. Briefly describe the role of the Price-mechanism in the present mixed-capitalist system.
[বর্তমান মিশ্র-ধনতন্ত্রী ব্যবস্থায় মূল্যব্যবস্থার ভূমিকা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]
উঃ ৪১-৪৩ পৃঃ।

2. Briefly describe the following:
(a) Pure Competition; (b) Perfect Competition; (c) Monopolistic Competition; (d) Imperfect Competition; (e) Monopoly; (f) Oligopoly; and (g) Bilateral monopoly.
[নিম্নলিখিতগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর :
ক. বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা; খ. নিখুঁত প্রতিযোগিতা; গ. একচেটিয়া লক্ষণবিশিষ্ট প্রতিযোগিতা; ঘ. অনিখুঁত প্রতিযোগিতা; ঙ. একচেটিয়া বাজার; চ. অলিগোপলি; এবং ছ. দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার।] উঃ ৪৭-৫১ পৃঃ।

দ্বিতীয় খণ্ড

ভোগকারীর আচরণ
CONSUMER BEHAVIOUR

অধ্যায়

৫

ভোগকারীর আচরণ তত্ত্ব
THEORY OF CONSUMER BEHAVIOUR

[**আলোচিত বিষয়ঃ** ভোগকারীর আচরণতত্ত্বের উদ্দেশ্য—অভাব ও ভোগ্যদ্রব্য—ভোগ ও আয়—বিশ্লেষণের দুই ধারা—মার্শালীয় উপযোগ তত্ত্ব—মোট উপযোগ, প্রান্তিক উপযোগ ও ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগ বিধি—প্রান্তিক উপযোগ, মোট উপযোগ ও দাম—ভোগকারীর ভারসাম্য : সম-প্রান্তিক উপযোগ বিধি—অপক্ষপাত রেখা ও অপক্ষপাত মানচিত্র—অপক্ষপাত রেখার বৈশিষ্ট্যসমূহ—ভোগকারীর উদ্বৃত্ত—ভোগকারীর উদ্বৃত্ত ধারণাটির ব্যবহারিক গুরুত্ব।]

ভোগকারীর আচরণতত্ত্বের উদ্দেশ্য
PURPOSE OF THE THEORY OF CONSUMER BEHAVIOUR

অভাববোধ এবং অভাব দূর করিবার জন্য ভোগের প্রয়োজনীয়তা হইতেই যাবতীয় অর্থনীতিক কার্যাবলীর উৎপত্তি ঘটিয়াছে। ভোগকারীর চাহিদা পূরণই অর্থনীতিক কার্যাবলীর লক্ষ্য। সুতরাং ব্যাপক অর্থে, ভোগকারিগণের চাহিদাই অর্থনীতিক কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রক শক্তি। মিশ্র-ধনতন্ত্রী-অর্থনীতিক ব্যবস্থায়, বাস্তবে বাজারে মূল্যনির্ধারণ-ব্যবস্থার মধ্য দিয়া কি উৎপাদিত হইবে ও কি হইবে না, কিভাবে উৎপাদিত হইবে ও কাহার জন্য উৎপাদিত হইবে তাহা স্থির হইয়া থাকে। ভোগকারিগণের চাহিদা ও উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির যোগান দ্বারাই মূল্য নির্ধারিত হয়। এই মূল্যনির্ধারণ প্রক্রিয়াটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, চাহিদা ও যোগানের শক্তিগুলির বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

চাহিদার দিক বিশ্লেষণ করিতে হইলে যে সকল প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করিতে হয়, তাহা হইল, যে কোন পণ্যের জন্য ভোগকারীর চাহিদা কাহার বা কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে? কোন ভোগকারী যখন কোন পণ্য ক্রয় করে, তখন সে কেন উহা ক্রয় করে? উহা সে যতটা পরিমাণে কিনিতেছে, ততটা পরিমাণে কিনিতেছে কেন? উহার কম বা বেশি কিনিতেছে না কেন? কিভাবে সে তাহার মোট খরচ বিবিধ পণ্যের মধ্যে ভাগ বা বণ্টন করিয়া দিতেছে? এই সকল প্রশ্নের উত্তরগুলির মধ্য দিয়া পণ্য অর্থাৎ দ্রব্যসামগ্রী (ও সেবাকর্ম) কেনাকাটার ক্ষেত্রে ভোগকারীর সামগ্রিক আচরণটির পরিচয় পাওয়া যাইবে। চাহিদার পশ্চাতের শক্তিগুলির পরিচয় মিলিবে। ইহাই ভোগকারীর আচরণতত্ত্বের বিষয়বস্তু।

চাহিদার বিশ্লেষণ করিবার পূর্বে আমরা মানুষের অভাব ও অভাবতৃপ্তির দ্রব্যসামগ্রী এবং ভোগ ও আয় সম্পর্ক সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া লইব।

অভাব ও ভোগ্যদ্রব্য
WANTS AND CONSUMPTION GOODS

স্বল্প উপকরণ দ্বারা কি করিয়া মানুষের সীমাহীন অভাব পূরণ করা যায় তাহাই অর্থনীতিক ব্যবস্থার মূল সমস্যা ও অর্থবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয়। কিন্তু সীমাহীনতাই অভাবের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নহে। ক্রমাগত নূতন নূতন অভাব বোধ করিতেছে বলিয়া

মানুষের অভাবের যেমন শেষ নাই, সাধারণভাবে **অভাব যেমন সীমাহীন**[1], **তেমনি** আবার **প্রতিটি স্বতন্ত্র অভাবই** পূরণযোগ্য, এবং এই কারণে উহা **সসীম**[2]। মানুষের কাছে এই সকল **স্বতন্ত্র অভাবগুলির তীব্রতা বা গুরুত্বও একরূপ নহে**[3]। একটির অভাব সে যত তীব্ররূপে অনুভব করে, অপরটির অভাব তত নহে। কোন অভাব অবিলম্বে পূরণ না করিলে চলে না। কোনটির পূরণকার্য ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখা চলে। একদিকে অভাবগুলির সাধারণ সীমাহীনতা ও উহাদের তীব্রতা বা গুরুত্বের তারতম্য, অপর দিকে, সাধারণভাবে অভাবতৃপ্তির উপকরণগুলির স্বল্পতা ও উহাদের নানাবিধ বিকল্প ব্যবহারের[4] সুযোগ থাকায়, এবং সুনির্দিষ্টভাবে প্রত্যেক ভোগকারীর আয় নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ হওয়ায়, তাহার সময়ও অল্প বা সীমাবদ্ধ হওয়ায়, অভাবের তীব্রতা ও আয় বা খরচের সামর্থ্য অনুসারে, কোন্ অভাবটি সে পূরণ করিবে তাহা প্রতি মুহূর্তে ভোগকারীকে বাছিয়া লইতে হইতেছে। সুতরাং অভাবগুলি সর্বদাই তাহার মনোনয়ন লাভের জন্য পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে। এই কারণে মানুষের **অভাবগুলি পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী**[5]। সময় ও সামর্থ্য সীমাবদ্ধ বলিয়া সর্বদাই একটি অভাব পূরণ করিতে গিয়া অপর কোন না কোন অভাব অপূর্ণ রাখিতে হয়; অপেক্ষাকৃত বেশি তীব্র অভাবের দাবি মানিতে গিয়া অপেক্ষাকৃত কম তীব্র অভাবের দাবি প্রত্যাখ্যান করিতে হয়।

যাহা দ্বারা সরাসরিভাবে মানুষের অভাব পূরণ ঘটে তাহাই ভোগ্যদ্রব্য (ও সেবাকর্ম)। অর্থবিদ্যায় এই সকল ভোগ্যদ্রব্যকে সচরাচর তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ঃ

ক. প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী[6]**ঃ** যাহা না হইলে মানুষের চলে না। ইহাদের অভাব ভোগকারীর কাছে সর্বাধিক তীব্র। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়,—জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি[7], দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি[8] এবং অভ্যাসজনিত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি[9]।

খ. স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক দ্রব্যসামগ্রী[10]**ঃ** যাহা জীবনধারণের জন্য অথবা দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় নহে, আবার উহাদের পক্ষে ক্ষতিকারকও নহে তাহাই স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক দ্রব্যসামগ্রী। ইহাদের ব্যবহার জীবনযাত্রাকে স্বচ্ছন্দ ও আরামদায়ক করে। ইহাদের জন্য যে ব্যয় হয় তাহা স্বাচ্ছন্দ্যের সমানুপাতিক।

গ. বিলাস দ্রব্যসামগ্রী[11]**ঃ** যাহা জীবনকে অত্যধিক স্বচ্ছন্দ ও আরামদায়ক করে এবং উহা করিতে গিয়া দক্ষতা ক্ষুণ্ণ করে তাহাই বিলাস দ্রব্যসামগ্রী। ইহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সুবিধার তুলনায় ব্যয় অধিক হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, দ্রব্যসামগ্রীর এই শ্রেণীবিভাগ স্থির নির্দিষ্ট, অপরিবর্তনীয় নহে। ভোগকারীর আয়, স্থান বা দেশ এবং সময় অনুসারে ইহার তারতম্য ঘটে। এক সময়ে আমাদের দেশে চা বিলাস দ্রব্য রূপে গণ্য হইত, এখন উহা দক্ষতার জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য করা হয়।

এই সকল প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক ও বিলাস দ্রব্যসামগ্রীর ভোগের পরিমাণ দ্বারাই ব্যক্তিগতভাবে যে কোন ভোগকারীর এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র সমাজের জীবনযাত্রার মান নির্ধারিত হয়।

দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মাদির এই বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে উহাদের জন্য ভোগকারীর অভাববোধ ও চাহিদার তীব্রতায় পার্থক্য ঘটে। পণ্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার[12] ইহা অন্যতম নির্ধারক। (সপ্তম অধ্যায়ে ইহার আলোচনা করা হইয়াছে।)

---

1. Wants in general are unlimited.
2. Particular wants are satiable or limited.
3. Wants vary in intensity. 4. Alternative uses.
5. Wants are competitive. 6. Necessaries. 7. Necessaries of Life.
8. Necessaries for efficiency. 9. Conventional necessaries.
10. Comforts. 11. Luxuries. 12. Elasticity of demand.

ভোগ ও আয়
CONSUMPTION AND INCOME

ভোগকারী ব্যক্তি ও পরিবারের[13] নিকট কোন্ দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা দেখা দিবে তাহা নির্ভর করে তাহাদের ভোগের ধাঁচ[14] বা ভোগকাঠামোর[15] উপর। যে সকল দ্রব্যসামগ্রী (ও সেবাকর্ম) লইয়া ভোগকারীর এই ভোগের ধাঁচ বা ভোগকাঠামো গঠিত হয় তাহা নির্ভর করে :

১. ভোগকারীর দেহ ও মনের প্রয়োজনের উপর। ইহা আবার সামাজিক রুচি ও মূল্যবোধের[16] দ্বারা প্রভাবিত হয়।

২. ভোগকারীর নিজের ও অপর ভোগকারিগণের তুলনামূলক জীবনযাত্রার মানের উপর। নিজ নিজ জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী যেমন প্রত্যেক ভোগকারীই কতকগুলি দ্রব্যসামগ্রীর ভোগে অভ্যস্ত হয় বলিয়া উহাদের জন্য তাহার চাহিদা দেখা দেয়, তেমনি, তাহার অপেক্ষা উন্নত জীবনযাত্রার মানে অবস্থিত অন্যান্য ভোগকারিগণ যে সকল 'উৎকৃষ্টতর দ্রব্যসামগ্রী'[17] ভোগ করিতেছে তাহা দেখিতে দেখিতে, তাহার মনেও অনুকরণপ্রবৃত্তি-বশতঃ ঐ সকল উৎকৃষ্টতর দ্রব্যসামগ্রী ভোগের বাসনা জন্মায়। ইহাকে প্রদর্শন প্রভাব[18] বলে। বর্তমানকালে সকল সমাজেই ইহার দরুন ভোগকারিগণের ব্যয় দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে।

৩. ভোগকারীর আয়ের উপর। সামগ্রিকভাবে সমাজের মোট ভোগের পরিমাণ যেমন উহার মোট উৎপাদনের উপর নির্ভর করে, প্রত্যেক ভোগকারীর ক্ষেত্রে তেমনি তাহার ভোগের পরিমাণ কার্যত নির্ভর করে তাহার ব্যয় করিবার সামর্থ্যের উপর। ব্যয়ের এই সামর্থ্য নির্ভর করে তাহার আয়ের উপর।

আয় ও ভোগ সম্পর্কে এঙ্গেলের বিধি : ভোগ সম্পর্কে এঙ্গেলের বিধিতে[19] বলা হইয়াছে যে, আয় যত অল্প হইবে ততই উহার অধিকাংশ (অধিক শতাংশ) প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর[20] উপর ব্যয় হইবে; আয় যে হারে বাড়ে, খাদ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় উহা অপেক্ষা কম হারে বাড়ে কিন্তু আয় বাড়িলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির জন্য ব্যয় বাড়ে ও আয় কমিলে তাহা কমিয়া যায়; এবং আয় যাহাই হউক না কেন, বাড়ীভাড়া, আলো, জ্বালানী ও বস্ত্রাদির জন্য ব্যয়ের অনুপাত বা হার একরূপই থাকে। বারংবার অনুসন্ধানের দ্বারা ইহার যথার্থতা প্রমাণিত হইয়াছে।

ভোগপ্রবণতা[21] : আয়ের প্রধান উদ্দেশ্যই হইতেছে ভোগ, অর্থাৎ, বর্তমান অভাব তৃপ্ত করা। সুতরাং ভোগকারিগণের সকলের মধ্যেই এই উদ্দেশ্যে আয়কে ব্যবহার করার (অর্থাৎ, আয় হইতে ব্যয় করিয়া বর্তমান অভাব তৃপ্ত করা) একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রহিয়াছে। অর্থবিদ্যার ভাষায় ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে ভোগপ্রবণতা। বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ ক্ষেত্রের কথা বাদ দিলে, সমাজের গড়পড়তা সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আয় অপেক্ষা ভোগব্যয় বেশি হয় না, বরং উহার কম হয়। এবং এঙ্গেলের বিধি হইতে দেখা যায় যে, আয় যাহাদের অল্প, তাহাদের আয়ের যতটা অংশ ভোগের জন্য ব্যয় হয়, আয় যাহাদের বেশি তাহাদের আয়ের ততটা অংশ ভোগের জন্য ব্যয় হয় না। সুতরাং অল্প আয়ে ভোগ-প্রবণতা বেশি ও অধিক আয়ে ভোগপ্রবণতা কম হয়। ভোগপ্রবণতার ফলে যে ভোগব্যয় হয় তাহা আয় অপেক্ষা কম বলিয়া, ভোগপ্রবণতাকে আয়ের ভগ্নাংশরূপে প্রকাশ করা যায়। অর্থাৎ আয় যদি ১০০ টাকা ও ভোগব্যয় যদি ৮০ টাকা হয় তবে ভোগপ্রবণতা হইল $\frac{৮০}{১০০} = \frac{৪}{৫}$। ইহাকে গড়পড়তা ভোগপ্রবণতা[22] বলা যায়। সচরাচর যে আয় হয়, তাহা

---

13. Individual consumer and the household. 14. Consumption Pattern.
15. Consumption structure. 16. Social and cultural values.
17. Superior goods 18. Demonstration Effect.
19. Engel's Law of Consumption. 20. Necessaries.
21. Propensity to consume or consumption function.
22. Average Propensity to Consume.

অপেক্ষা কোন অতিরিক্ত আয় হইলে বা আয় সামান্য বাড়িলে, ঐ অতিরিক্ত আয়ের যে অংশ ভোগের জন্য ব্যয় করা হয় তাহা প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার পরিচায়ক। ইহাকেও ঐ অতিরিক্ত আয়ের ভগ্নাংশ রূপে প্রকাশ করা যায়। যেমন অতিরিক্ত আয় ১০ টাকা হইলে ও উহার মধ্যে ৬ টাকা ভোগব্যয় হইল প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা হইবে $\frac{৬}{১০} = \frac{৩}{৫}$। ভোগকারীর ভোগ-প্রবণতা তাহার ভোগের ধাঁচ বা ভোগ-কাঠামোর উপর নির্ভর করে এবং ভোগ-কাঠামোর সহজে পরিবর্তন ঘটে না বলিয়া, ভোগপ্রবণতারও ঘন ঘন পরিবর্তন হয় না। অর্থবিদ্যার সামগ্রিক বিশ্লেষণতত্ত্বে ভোগপ্রবণতার ধারণাটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

পরিশেষে বলা যাইতে পারে যে, দ্রব্যসামগ্রীর উপর ভোগব্যয় শুধু ভোগকারীর বর্তমান আয়ের[২৩] উপরই নির্ভর করে না, উহা তাহার নিকট অতীতের সর্বোচ্চ আয়ের[২৪] উপরও নির্ভর করে। কারণ প্রথমত, অতীত আয় হইতে সঞ্চিত অর্থ বর্তমানে ভোগের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, নিকট অতীতে তখনকার সর্বোচ্চ আয় অনুসারে যে সকল দ্রব্যসামগ্রীর ভোগে ভোগকারী অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, বর্তমানে তাহার আয় কমিয়া গেলেও পুরাতন অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে সময় লাগে বলিয়া বর্তমানে সে ঐ সকল দ্রব্য ব্যবহার একেবারে বর্জন করিতে পারে না। ইহা সময় সাপেক্ষ।

বিশ্লেষণের দুই ধারা
TWO APPROACHES

যে কোন পণ্যের বাজারে যে কোন একটি নির্দিষ্ট দামে পণ্যটির যে চাহিদা দেখা দেয়, তাহা কি করিয়া স্থির হয় জানিতে হইলে, বাজারে ভোগকারীর আচরণ[২৫], অর্থাৎ, যে কোন ভোগকারী (ব্যক্তি বা পরিবার) কোন্ পণ্যটি কিনিবে এবং কোন্ দামে উহার কি পরিমাণ কিনিবে ইত্যাদি কি করিয়া স্থির করে, তাহা অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। যে হাতিয়ারের[২৬] সাহায্যে অর্থবিজ্ঞানী এই কাজটি সম্পন্ন করেন তাহা হইল 'উপযোগ' নামক ধারণাটি। সহজ কথায় উপযোগই হইতেছে ভোগকারীর আচরণের চাবিকাঠি। উপযোগ নামক ধারণাটির ভিত্তিতেই ভোগকারীর আচরণ বিশ্লেষণ করা হয়।

উপযোগের ভিত্তিতে ভোগকারীর আচরণের দুইটি পৃথক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দেখা যায়। ইহাদের একটি হইল মার্শালীয় ব্যাখ্যা[২৭]; ইহাই সাধারণত উপযোগ তত্ত্ব নামে পরিচিত। অপরটি হইল আধুনিক ব্যাখ্যা, ইহা পছন্দ তত্ত্ব[২৮] নামে পরিচিত।

উহাদের মধ্যে মিল এই যে, উভয় বিশ্লেষণই এই চারিটি মৌলিক শর্ত অনুমান করিয়া অগ্রসর হইয়াছে যে,—১. প্রত্যেক ভোগকারীরই উদ্দেশ্য হইতেছে তাহার নির্দিষ্ট পরিমাণ আয় বিবিধ দ্রব্যসামগ্রীর উপর ব্যয় করা[২৯] এবং নানাভাবে সে ইহা সম্পন্ন করিতে পারে।

২. বাজারে গিয়া, কিনিবার উপযুক্ত যে সকল দ্রব্যসামগ্রী সে দেখিতে পায় উহাদের দাম তাহার বাজারে গমনের পূর্বেই নির্ধারিত[৩০] হইয়া গিয়াছে। সে শুধু ঐ সকল পণ্যের নির্ধারিত দাম অনুযায়ী, তাহার নিকট ব্যয় করিবার মত যে পরিমাণ অর্থ আছে তাহা দিয়া বিবিধ পরিমাণে ঐ সকল সামগ্রী ক্রয় করে।

৩. সে যে পরিমাণ অর্থ পণ্যগুলি কিনিবার জন্য ব্যয় করিতে বাজারে লইয়া গিয়াছে, তাহা দিয়া উহাদের নির্ধারিত দাম অনুসারে, নানাপ্রকার পরিমাণে ঐ সকল পণ্য ক্রয় করা সম্ভব (অর্থাৎ, তাহার ব্যয়ের ধাঁচ[৩১] নানা প্রকার হওয়া সম্ভব)।

---

23. Present Income.
24. Peak-level of income reached in the recent past.
25. Consumer behaviour. 26. Tool.
27. The Marshallian Approach. 28. The Preference Approach.
29. Given income to spend on different goods.
30. Given market prices. 31. Expenditure Pattern.

৪. পণ্যক্রয় ও ভোগের ক্ষেত্রে, ভোগকারীদের লক্ষ্য হইতেছে সর্বাধিক সন্তোষ বা তৃপ্তিলাভ[৩২] করা। সুতরাং প্রত্যেক ভোগকারীই পণ্যগুলির নির্ধারিত দাম ও তাহার নিকট নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ অনুসারে এরূপ পরিমাণে ঐ সকল সামগ্রী ক্রয় করে, যেন উহার দ্বারা সে সর্বাধিক সম্ভব তৃপ্তিলাভ করিতে সক্ষম হয়।

উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে বিরোধ হইতেছে 'সর্বাধিক তৃপ্তি' কথাটির অর্থ লইয়া, উপযোগ পরিমাপ করা যায় কিনা তাহা লইয়া।

মার্শাল, জেভন্স্[৩৩], ওয়ালরাস[৩৪], প্রভৃতি উনিশ শতকের অর্থবিজ্ঞানীরা 'সর্বাধিক তৃপ্তি' কথাটির অর্থ করিয়াছিলেন—তৃপ্তির সর্বাধিক সমষ্টি[৩৫] (যোগফল)। তাঁহারা উপযোগ পরিমাপ করা যায় বলিয়া মনে করিতেন এবং উপযোগের সর্বাধিক সমষ্টিকেই তাঁহারা সর্বাধিক তৃপ্তির সমার্থক বলিয়া গণ্য করিতেন। উপযোগ যদি পরিমাপ-যোগ্য হয় তবে, উহার পরিমাণ ১, ২, ৩ ইত্যাদি পরিমাণবাচক সংখ্যা[৩৬] দিয়া প্রকাশ করিতে হয় এবং এই সংখ্যাগুলি যোগ করা যায়; মার্শালীয় উপযোগতত্ত্বে, ভোগকারী কোন পণ্যের যতগুলি একক কিনিয়াছে, উহাদের প্রত্যেকটি এককের[৩৭] উপযোগের পরিমাণবাচক এই সংখ্যাগুলি যোগ দিয়া যে অবস্থায় ইহাদের সমষ্টি সর্বাধিক হয়, উহাই ভোগকারীর সর্বাধিক তৃপ্তির অবস্থা বলিয়া নির্দেশ করা হয়। পরিমাণবাচক সংখ্যা দিয়া উপযোগের পরিমাণগত পরিমাপ সম্ভব বলিয়া মার্শালীয় উপযোগতত্ত্বে দাবি করায়, উহাকে 'পরিমাণবাচক উপযোগ তত্ত্ব'[৩৮] নামেও অভিহিত করা হয়।

অপর তত্ত্বটির বক্তব্য এই যে, উপযোগ একটি মনোগত ধারণা বলিয়া উহা কখনই পরিমাপযোগ্য নহে। এজন্য তৃপ্তিও পরিমাপযোগ্য নহে। সুতরাং 'সর্বাধিক তৃপ্তি' কথাটির দ্বারা তৃপ্তির সর্বাধিক সমষ্টি বুঝায় না, বুঝায় তৃপ্তির সর্বোচ্চ স্তর বা মাত্রা[৩৯]। প্যারেটো[৪০], হিক্স[৪১] প্রভৃতি ইহার প্রবক্তা। ইঁহাদের মতে, কোন্ পণ্যের উপযোগ কত (অর্থাৎ কি পরিমাণ) কিংবা কোন পণ্যের বিভিন্ন এককের উপযোগই বা কত তাহা ক্রেতা বা ভোগকারী জানে না, কারণ তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও, কফির তুলনায় চা সে বেশি পছন্দ করে কিনা, অথবা চায়ের দ্বিতীয় কাপ (দ্বিতীয় একক) অপেক্ষা প্রথম কাপটি (প্রথম একক) তাহার কাছে বেশি পছন্দসই কিনা, তাহা সে অনায়াসে বলিতে পারে। সুতরাং পণ্যগুলির উপযোগের পরিমাণ পরিমাপ করা সম্ভব না হইলেও, তাহার অভাব দূর করিবার জন্য উহাদের ক্ষমতা অনুসারে, সে বিবিধ পণ্যগুলিকে অথবা একই পণ্যের বিবিধ এককগুলিকে উহাদের গুরুত্ব (অর্থাৎ তাহার পছন্দ) অনুসারে, সে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি ক্রম অনুযায়ী মনে মনে সাজাইয়া একটি মানসিক তালিকা প্রস্তুত করিতে পারে। এই তালিকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব বা পছন্দ সম্পন্ন পণ্য বা পণ্যসমষ্টি কিনিলেই তাহার তৃপ্তি সর্বাধিক হইবে। যেহেতু ইহাতে উপযোগের পরিমাণবাচক সংখ্যা ব্যবহারের পরিবর্তে উহাদের স্থান বা গুরুত্ববাচক সংখ্যা[৪২] ব্যবহার করা হয় (এবং এই সংখ্যাগুলি এরূপ যে উহাদের যোগ দেওয়া যায় না) সেহেতু উপযোগের এই ব্যাখ্যাভিত্তিক বিশ্লেষণকে গুরুত্ব বা স্তর (পছন্দের) বাচক উপযোগতত্ত্ব[৪৩] বলে। ইহা পছন্দের তত্ত্ব[৪৪] নামেও পরিচিত।

আমরা প্রথমে মার্শালীয় অর্থাৎ, পরিমাণবাচক উপযোগ তত্ত্বটির দ্বারা ভোগকারীর আচরণের যে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে উহার আলোচনা করিব।

32. Maximum possible satisfaction. 33. W. Stanley Jevons.
34. Leon Walras. 35. Largest total of satisfaction.
36. Cardinal Number. 37. Each Unit.
38. Theory of Cardinal Utility. 39. Highest level of satisfaction.
40. Vilfredo Pareto. 41. J. R. Hicks. 42. Ordinal Numbers.
43. Theory of Ordinal Utility. 44. The Preference Approach.

মার্শালীয় উপযোগ তত্ত্ব
THE MARSHALLIAN UTILITY APPROACH

মোট উপযোগ, প্রান্তিক উপযোগ ও ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগ বিধি
TOTAL UTILITY, MARGINAL UTILITY & LAW OF DIMINISHING MARGINAL UTILITY

উপযোগ ও চাহিদা: ভোগকারীর নিকট দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মাদির চাহিদা দেখা দেয় তাহার নিকট উহাদের উপযোগ আছে বলিয়া; ঐ সকল দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম তাহার নানাবিধ অভাব দূর করিতে পারে বলিয়া। সুতরাং উপযোগ হইতেই চাহিদার উৎপত্তি।

উপযোগ পরিমাপের উপায়: উপযোগ হইতেছে অভাবতৃপ্ত করিবার ক্ষমতা। যে কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে[45], ভোগকারীর কোন এক নির্দিষ্ট অভাব[46] পূরণ করিবার যে ক্ষমতা দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মধ্যে নিহিত থাকে তাহাই উপযোগ। মার্শালীয় উপযোগ-তাত্ত্বিকদের মতে, উপযোগ মানসিক বা মনোগত বিষয়[47] হইলেও উহার পরিমাপ করা যায়। ইহা মার্শালীয় উপযোগতত্ত্বের সর্বপ্রধান অনুমিত শর্ত। মার্শালের মতে, সরাসরি উপযোগ পরিমাপ করা না গেলেও, কোন পণ্যের জন্য বা উহার কোন একটি এককের[48] জন্য ভোগ-কারী-ক্রেতা যে দাম দিতে রাজী, তাহাই তাহার নিকট উহার উপযোগের পরিমাপক বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সুতরাং দামের সাহায্যে উপযোগের পরিমাপ করা সম্ভব বলিয়া ইঁহাদের অভিমত। (২য় অধ্যায়ে উপযোগের আলোচনা দ্রষ্টব্য।)

মোট উপযোগ[49]: কোন ভোগকারী যখনই কোন পণ্য ক্রয় করে, তখন উহা হইতে সে উপযোগ লাভ করে। পাউরুটির বাজারে গিয়া সে যদি ½ পাউণ্ডের ১টি পাউরুটি (অর্থাৎ, পাউরুটি নামক পণ্যের একটি একক) ক্রয় ও ভোগ করে, এবং আমরা যদি ধরিয়া লই সে উহার উপযোগ ৯, তবে এই এক একক পাউরুটি হইতে সে ৯-এর সমান উপযোগ লাভ করিয়াছে। যদি সে এরূপ ৩টি পাউরুটি ক্রয় ও ভোগ করে, তবে, ঐ তিনটি পাউরুটির প্রত্যেকটি হইতে (অর্থাৎ ক্রীত পণ্যের প্রতি একক হইতে) সে যে পৃথক পৃথক উপযোগ পাইবে, উহাদের সমষ্টি (বা যোগফল) হইল **মোট উপযোগ**। নির্দিষ্ট পরিমাণে যে কোন পণ্য কিনিয়া ও ভোগ করিয়া ভোগকারী উহা হইতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে মোট উপযোগ লাভ করে। অতএব, **মোট উপযোগ বলিলে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য ক্রয় ও ভোগের দ্বারা উহাদের সকল একক হইতে প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টি বুঝায়।**

∴ মোট উপযোগ=১ম এককের উপযোগ+২য় এককের উপযোগ+৩য় এককের উপযোগ+...............

বলাবাহুল্য, ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে মোট উপযোগ বাড়ে।

প্রান্তিক উপযোগ[50]: কোন ক্রেতা বা ভোগকারী যখন কোন পণ্যের একটি একক সে কিনিবে কিনা, কিনিয়া ভোগ করিবে কিনা, ভোগের দ্বারা উহা হইতে সে যে উপযোগ পাইবে তাহাতে তাহার যথার্থ লাভ হইবে কিনা[51]—এই সব বিচার বিবেচনায় প্রবৃত্ত হয়, তখন বলা যায় যে, সে ক্রয়ের প্রান্তসীমায় রহিয়াছে। এই অবস্থায় পণ্যের, ঐ প্রথম এককটি-ই তাহার নিকট প্রান্তিক একক[52]। এবং উহা হইতে সে যে পরিমাণ উপযোগ পাইবে বলিয়া মনে করে তাহাকে প্রান্তিক এককের উপযোগ বা সংক্ষেপে, প্রান্তিক উপযোগ বলা যায়। প্রথম এককটি কিনিবার পর সে যদি আর একটি একক সম্পর্কে এরূপ চিন্তা করিতে থাকে তবে, পণ্যের ঐ দ্বিতীয় এককটিই তাহার নিকট প্রান্তিক এককে পরিণত হইবে

45. At a particular time.
46. A particular want.
47. Psychological entity.
48. Unit of a commodity.
49. Total Utility.
50. Marginal Utility.
51. 'Whether it would be worth while to purchase and consume.'
52. Marginal Unit.

এবং উহার উপযোগ, প্রান্তিক উপযোগ বলিয়া গণ্য হইবে। অর্থাৎ, কোন ভোগকারী কোন একটি পণ্যের যে পরিমাণ (বা যতগুলি একক) কিনিয়া ভোগ করিবার জন্য তাহা মজুত[53] করিয়াছে, অথবা ভোগ করিয়াছে, তাহার উপর অতিরিক্ত আর একটি একক পণ্য যদি কিনিতে চায় বা কিনিবার ও ভোগ করিবার কথা চিন্তা করে, তবে তাহার বিচার-বিবেচনার অধীন ঐ অতিরিক্ত এককটি-ই তখন তাহার নিকট প্রান্তিক একক বলিয়া গণ্য হইবে, এবং উহার উপযোগকে প্রান্তিক উপযোগ বলিয়া গণ্য করা যাইবে। সুতরাং বলা যায় প্রান্তিক উপযোগ হইতেছে ক্রয় বা ভোগের একটি অতিরিক্ত এককের উপযোগ।

প্রথম একক পণ্যটি ক্রয় ও ভোগের দ্বারা ভোগকারী যে পরিমাণ উপযোগ পাইয়াছে, দ্বিতীয় বা প্রান্তিক একক ক্রয় ও ভোগ করিলে, প্রথম এককের উপযোগের সহিত দ্বিতীয় এককের উপযোগ অর্থাৎ প্রান্তিক উপযোগ যুক্ত হইয়া তাহার মোট উপযোগ বাড়িবে, কিংবা দুইটি একক কিনিলে, সে যতটা মোট উপযোগ পাইবে তাহা হইতে, দ্বিতীয় এককটি না কিনিলে ও উহার (প্রান্তিক) উপযোগ বাদ দিলে, মোট উপযোগ কমিয়া যাইবে। সুতরাং বলা যায় যে, একটি অতিরিক্ত একক পণ্য ক্রয়ের দরুন ক্রেতা বা ভোগকারীর নিকট উহার মোট উপযোগ যতটুকু পরিমাণে বাড়ে, অথবা একটি একক পণ্য কম কিনিলে ও ভোগ করিলে, তাহার নিকট উহার মোট উপযোগ যতটুকু পরিমাণে কমিয়া যায়, **মোট উপযোগের বৃদ্ধি বা হ্রাসের ঐ পরিমাণটুকুই** হইতেছে তাহার নিকট ঐ পণ্যটির প্রান্তিক উপযোগ। অতএব নিচের সমীকরণের আকারে প্রান্তিক উপযোগের সংজ্ঞা উপস্থিত করা যাইতে পারেঃ

n পরিমাণ[54] পণ্যের প্রান্তিক উপযোগ = n+১ পরিমাণ পণ্যের মোট উপযোগ
−n পরিমাণ পণ্যের মোট উপযোগ

অথবা,

= n পরিমাণ পণ্যের মোট উপযোগ −
n−১ পণ্যের মোট উপযোগ।

[অর্থাৎ, কোন পণ্যের ৪টি এককের প্রান্তিক উপযোগ=৪+১ (=৫)টি পণ্যের মোট উপযোগ
− ৪টি পণ্যের মোট উপযোগ।

অথবা,

=৪টি পণ্যের মোট উপযোগ −৩(=৪−১)টি
পণ্যের মোট উপযোগ।]

কিংবা বলা যাইতে পারে যে,

$$\text{প্রান্তিক উপযোগ}^{55} = \frac{\text{মোট উপযোগের সামান্য পরিবর্তন}}{\text{ক্রয় বা ভোগের পরিমাণের সামান্য পরিবর্তন}} = \frac{dU}{dQ}$$

(Marginal Utility)

অর্থাৎ, দ্রব্যের পরিমাণের সামান্য পরিবর্তনে, মোট উপযোগ যে হারে পরিবর্তিত হয় তাহাই প্রান্তিক উপযোগ।

ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগ বিধি[56]: অভাবের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, যে কোন ভোগকারীর কাছে যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে, যে কোন (নির্দিষ্ট সামগ্রীর) অভাব

---

53. 'Stock of goods that he already has' 54. Any amount.

55. $$\text{M. U.} = \frac{\text{Small change in total Utility}}{\text{Small change in quantity purchased or consumed}} = \frac{dU}{dQ} \text{ or } \frac{\Delta U}{\Delta Q}$$

[d or Δ = Small change]

56. Law of Diminishing Marginal Utility.

সীমাবদ্ধ। একটি নির্দিষ্ট সময়ে যতই উহা ভোগ করা যায় ততই উহার অভাব বা অভাবের তীব্রতা কমিতে থাকে। অভাবের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, (বিবিধ সামগ্রীর) অভাবগুলি পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। সুতরাং একটি সামগ্রীর অভাব পূরণ করিতে হইলে অপর কোন সামগ্রীর অভাব অপূর্ণ রাখিতে হয়। একটি ভোগ করিতে হইলে, অপরটির ভোগ বর্জন করিতে হয় (কারণ ভোগকারীর আয় সীমাবদ্ধ)। মাখন ও পাউরুটির উভয় কিনিবার সামর্থ্য না থাকিলে, মাখন বাদ দিয়া শুধু পাউরুটি কিনিতে হয়। অতএব, একটি পণ্য বা সামগ্রী যেন অপর সামগ্রীর পরিবর্তকস্বরূপ[৫৭]। সাধারণত মাখন দিয়া পাউরুটি খাওয়া হয়। কিন্তু মাখন ছাড়া শুধু পাউরুটি ১টি বা ২টি খাওয়া যায়, বেশি খাওয়া যায় না। অর্থাৎ বিবিধ সামগ্রী সাধারণত একযোগে, সংমিশ্রিতভাবে ভোগ করিয়া একটি নির্দিষ্ট অভাব পূরণ করিতে হয়। উহাদের একটি বাদ দিয়া অপরটি বেশি দূর পর্যন্ত ব্যবহার করা যায় না। একটি বাদ দিয়া অপরটি ব্যবহারের অর্থ, একটির পরিবর্তে উহার পরিবর্তকরূপে অপরটি ব্যবহার করা। কিন্তু একটি পণ্য অপর পণ্যের কাজ সম্পূর্ণ সন্তোষজনকভাবে সম্পাদন করিতে পারে না, অর্থাৎ একটি অপরটির সম্পূর্ণ সন্তোষজনক পরিবর্তক[৫৮] নহে। শুধু পাউরুটি ভোগ করিয়া মাখনের অভাব দূর করা যায় না। এজন্য, ভোগকারী যতই একের পর এক শুধু পাউরুটি ভোগ করিবে ততই পাউরুটির জন্য তাহার অভাবের তীব্রতা দ্রুত কমিতে থাকিবে। এইরূপে, অভাবের সীমাবদ্ধতা ও ভোগ্যদ্রব্যগুলির পরিবর্তকতা অসন্তোষজনক বা অনিখুঁত বলিয়া, এই দুইটি কারণে, যে কোন ভোগকারী যখনই (অর্থাৎ যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে) যে কোন পণ্য সামগ্রী ভোগ করে, তখন, উহা সে যতই ভোগ করিতে থাকে, ততই তাহার নিকট উহার প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশঃ কমিতে থাকে। এই ক্রমহ্রাসমানতা বা ক্ষীয়মাণতা-ই প্রান্তিক উপযোগের বৈশিষ্ট্য। কিংবা বলা যায় যে, কোন দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ যত কম হয়, ভোগকারীর নিকট উহার প্রান্তিক উপযোগ তত বেশি হয়, এবং উহার ভোগের পরিমাণ যত বেশি হয়, ততই ভোগকারীর নিকট উহার প্রান্তিক উপযোগ কম হয়।

নিম্নের সারণী বা তালিকায়[৫৯] একাদিক্রমে আধ পাউন্ড রুটি খাইতে (ভোগ করিতে) থাকিলে, ভোগকারীর নিকট পাউরুটির মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ পর পর কিরূপ হইতে থাকিবে তাহা দেখান হইয়াছে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে,—

সারণী নং ৫.১

আধ পাউন্ড পাউরুটি	মোট উপযোগ	প্রান্তিক উপযোগ
১	৯	৯
২	১৭	৮
৩	২৩	৬
৪	২৬	৩
৫	২৬	০
৬	২৫	−১
৭	২২	−৩
৮	১৬	−৬

১. প্রান্তিক উপযোগ ক্রমাগত কমিতেছে। ৫ম পাউরুটির সময় উহা শূন্যে পরিণত হইয়াছে এবং উহার পর ঋণাত্মক[৬০] হইয়া পড়িয়াছে।

২. মোট উপযোগ প্রান্তিক উপযোগের সমষ্টিমাত্র। ১ম হইতে ৪র্থ পাউরুটি পর্যন্ত মোট উপযোগ বাড়িতেছে। ৫ম পাউরুটির উপযোগ, বা ৫টি পাউরুটির প্রান্তিক উপযোগ ০ বলিয়া, তখন মোট উপযোগ আগে যাহা ছিল (২৬+০=২৬) তাহাই রহিল। কিন্তু ৬ষ্ঠ পাউরুটির উপযোগ এবার ঋণাত্মক (—) হইয়া পড়িয়াছে (অর্থাৎ, ভোগকারীর নিকট এবার পাউরুটির উপযোগ-এর পরিবর্তে অনুপযোগ[৬১] দেখা দিয়েছে, সারণীতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে উহা ১ এর সমান)

57. Substitute. 58. Perfect substitute. 59. Table.
60. Negative. 61. Negative Utility or Disutility.

তাই ৬টি পাউরুটি ভোগ করিলে ভোগকারীর নিকট পাউরুটির মোট উপযোগ এবার কমিয়া ২৫ (=২৬−১) হইবে।

৩. মোট উপযোগের বৃদ্ধির হার প্রান্তিক উপযোগের সমান। কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ অধিকতর হারে কমিতে থাকে বলিয়া, মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে[৬২]। প্রান্তিক উপযোগ যখন শূন্যে পৌঁছায় তখন মোট উপযোগ সর্বাধিক হয়।

'অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে'[৬৩], একটি পণ্য (পাউরুটি) ভোগের বেলায় যাহা ঘটে, অন্যান্য পণ্যের বেলাতেও তাহা সত্য এবং একজন ভোগকারীর বেলায় যাহা সত্য, অন্যান্য ভোগকারীর ক্ষেত্রেও তাহা খাটে।

এই তালিকা বা সারণীর সাহায্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি ধরা পড়িল তাহা এই যে, 'অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে,' কোন ভোগকারী যখন কোন সামগ্রী ভোগ করে, তখন উহা সে যতই অধিক পরিমাণে ভোগ করে, তাহার নিকট ঐ সামগ্রীর প্রান্তিক উপযোগ ততই হ্রাস পায়, ক্ষয় পায়। ইহাই ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগ-বিধি। মার্শালের ভাষায়ঃ 'কোন ব্যক্তির নিকট কোন দ্রব্যের পরিমাণ যতই বাড়িতে থাকে, ততই উহার অতিরিক্ত পরিমাণ হইতে সে যে অতিরিক্ত উপকার (অর্থাৎ উপযোগ) পায় তাহা ক্রমশঃ কমিতে থাকে'।[৬৪]

রেখাচিত্র সাহায্যে ব্যাখ্যা ঃ বিধিটি রেখাচিত্রের সাহায্যে অল্প কথায় আরও সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা যায়ঃ

৫·১নং রেখাচিত্র

৫·১নং রেখাচিত্রে ভূমিতল রেখা পণ্যের একক সংখ্যা ও লম্ব রেখাটি প্রতিটি এককের উপযোগ বা প্রান্তিক উপযোগ মাপিতেছে। প্রথম হইতে চতুর্থ একক পর্যন্ত ভোগকারীর নিকট প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশঃ কমিতে কমিতে (৯, ৮, ৬, ৩) ৫ম এককের সময় উহা শূন্যে পরিণত হইল, ভূমিতল রেখার উপর একটি বিন্দু দিয়া উহা নির্দেশ করা হইয়াছে। ৬ষ্ঠ একক ভোগ করিলে, এবার উপযোগের পরিবর্তে অনুপযোগ দেখা দিবে। ভূমিতল রেখার নিচে উহার পরিমাণ (−১) নির্দেশ করা হইয়াছে। ভূমিতল রেখার উপরে অবস্থিত আয়তক্ষেত্রগুলির সমষ্টি হইতেছে মোট উপযোগের পরিমাণ। যতই ভোগের পরিমাণ বাড়িতেছে, ততই ডানদিকের আয়তক্ষেত্রগুলি ক্ষুদ্র হইতেছে অর্থাৎ প্রান্তিক উপযোগ কমিতেছে। উপরের আয়তক্ষেত্রগুলির ডান দিকের কোণ ও ভূমিতল রেখার নিচের
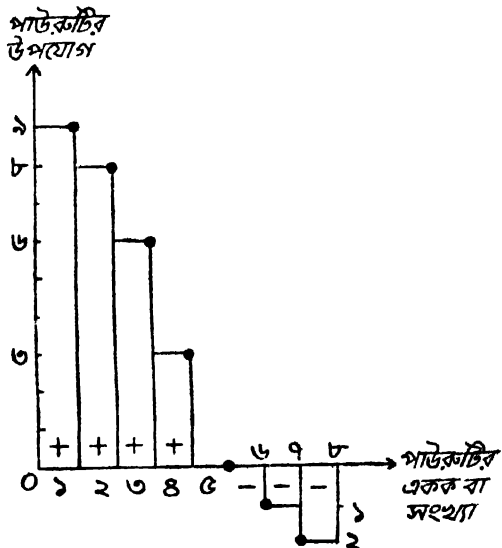
62. Total utility increases at a diminishing rate.
63. 'Other things remaining same', or '*ceteris paribus*.'
64. "The additional benefit which a person derives from a given increase of his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has."—Marshall.

আয়তক্ষেত্রের বাম দিকের কোণ বিন্দু দিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। এই বিন্দুগুলি ৫·২ নং রেখাচিত্রে স্থাপন করা হইয়াছে। উহাদের একটি রেখা দিয়া সংযুক্ত করা হইয়াছে। এই রেখাটিই হইল প্রান্তিক উপযোগ রেখা (UU_1)। এই রেখাচিত্রে OX ভোগের একক ও OY প্রান্তিক উপযোগ মাপিতেছে। OA পরিমাণ ভোগের প্রান্তিক উপযোগ AC এবং OB পরিমাণ ভোগের প্রান্তিক উপযোগ BD। ভোগ যতই বাড়িতেছে প্রান্তিক উপযোগ ততই কমিতেছে এবং প্রান্তিক উপযোগ রেখাটি ততই উপরে বাম দিক হইতে নিচে ডান দিকে ক্রমশঃ নামিতেছে। OK পরিমাণ ভোগের প্রান্তিক উপযোগ শূন্য (০), তাই প্রান্তিক উপযোগের রেখাটি K বিন্দুতে ভূমিতল রেখা OX-কে স্পর্শ করিয়াছে। ইহার পর ভোগের পরিমাণ আরও বাড়ান হইলে প্রান্তিক উপযোগ রেখা (UU_1) ভূমিতল রেখা OX-কে ছেদ করিয়া নিচে নামিতে থাকিবে। অর্থাৎ, তখন পণ্যটির উপযোগের পরিবর্তে অনুপযোগ (বা ঋণাত্মক উপযোগ) দেখা দিবে। [এই রেখাচিত্রে দেখা যায় যে, OA পরিমাণ ভোগের মোট উপযোগ OACU ক্ষেত্র এবং প্রান্তিক উপযোগ OA; OB পরিমাণ ভোগের মোট উপযোগ OBDU ক্ষেত্র এবং প্রান্তিক উপযোগ BD; এবং OK পরিমাণ ভোগের মোট উপযোগ OKU ক্ষেত্র ও প্রান্তিক উপযোগ শূন্য।]
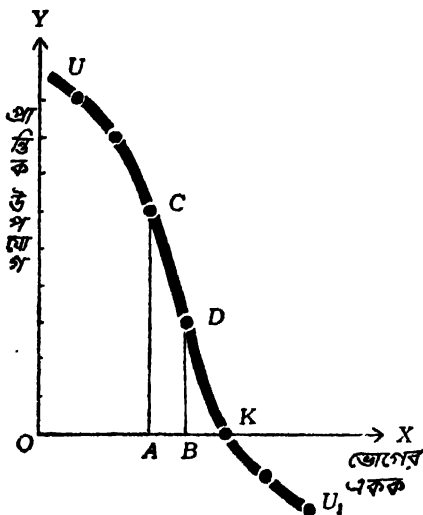
৫·২ নং রেখাচিত্র

অনুমিত শর্তাবলী[৬৫]ঃ অর্থবিদ্যার অন্যান্য বিধির মত এই ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগ বিধিটিও, 'অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে'-ই খাটে।

অর্থাৎ, যদি—১. ভোগকারীর আয়, রুচি, পছন্দ, অভ্যাস ইত্যাদি, ২. যে দ্রব্যটি ভোগকারী ভোগ করিতেছে উহার এবং অন্যান্য সামগ্রীর দাম, ৩. ভোগকারীর নিকট সে সময় টাকা বা অর্থের প্রান্তিক উপযোগ,—ইত্যাদি অপরিবর্তিত থাকে; এবং ৪. ভোগ্যদ্রব্যটির একক যথোপযুক্ত, ৫. উহার সকল এককগুলি সর্বাংশে একরূপ[৬৬] ও ৬. একটি নির্দিষ্ট সময়ে ভোগকারী যদি উহা একাদিক্রমে ভোগ করিতে থাকে (অর্থাৎ উহাতে যদি ছেদ না পড়ে),—তবেই বিধিটি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

ব্যতিক্রম[৬৭]ঃ ১. যে সকল অনুমিত শর্তাবলীর উপর বিধিটি নির্ভর করে, উহাদের যে কোন এক বা একাধিক শর্তের পরিবর্তন ঘটিলে, সাময়িক ভাবে উহার ব্যতিক্রম দেখা দিবে (অর্থাৎ তখন প্রান্তিক উপযোগ না কমিয়া কিছুদূর পর্যন্ত বাড়িতেও পারে। কিন্তু ঐ পরিবর্তন ঘটিয়া যাইবার পর, পরিবর্তিত অবস্থাটি স্থায়ী হইলে, বিধিটি পুনরায় কার্যকর হইবে (অর্থাৎ প্রান্তিক উপযোগ তখন কমিতে থাকিবে এবং প্রান্তিক উপযোগ রেখা তখন নিচের দিকে নামিতে শুরু করিবে)।

২. অপরের অনুকরণ প্রবৃত্তি হইতে অথবা সাময়িক কোন ঝোঁক[৬৮] বশতঃ যে সকল

65. Assumptions. 66. Identical units. 67. Exceptions.
68. Impulse.

দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করা হয়, উহাদের ক্ষেত্রেও বিধিটির ব্যতিক্রম দেখা যাইতে পারে, তবে তাহাও সাময়িক। শেষ পর্যন্ত প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পাইতে বাধ্য।

৩. একটি দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ, শুধু ঐ দ্রব্যটি আমরা কি পরিমাণে ভোগ করিতেছি তাহার উপরই নির্ভর করে না, অন্যান্য দ্রব্য আমরা কি পরিমাণে ভোগ করিতেছি তাহার উপরও নির্ভর করে।

অর্থের প্রান্তিক উপযোগ[৬৯] : কোন দ্রব্য শুধু একটি ব্যবহারের উপযুক্ত[৭০] ধরিয়া লইয়া, উহার ভোগের বিশ্লেষণ করিলে যেমন দেখা যায় যে, উহার ভোগের পরিমাণ বাড়িতে থাকিলে এক সময়ে উহার প্রান্তিক উপযোগ কমিতে আরম্ভ করে, তেমনি একটি দ্রব্যের একাধিক ব্যবহার সম্ভব[৭১] (যাহা বাস্তব সত্য) ধরিয়া লইয়া, বিভিন্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে উহার ভোগ বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যাইবে যে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই উহার প্রান্তিক উপযোগ কোন না কোন সময়ে কমিতে শুরু করে। প্রতিটি পৃথক ভোগের ক্ষেত্রে যেমন উহার প্রান্তিক উপযোগ রেখা বাম দিকে উপর হইতে ডান দিকে নিচে নামিতে থাকে, তেমনি উহার সকল ব্যবহারের ক্ষেত্রের সামগ্রিক প্রান্তিক উপযোগ রেখা[৭২]-ও বাম দিকে উপর হইতে ডান দিকে নিচে নামিতে থাকে। টাকা বা অর্থের বেলাতেও একই কথা খাটে। কোন দ্রব্যের ভোগের ক্ষেত্রে আমরা ধরিয়া লই অন্যান্য অপরিবর্তিত অবস্থার মধ্যে টাকার প্রান্তিক উপযোগও অপরিবর্তিত রহিয়াছে। সেরূপ টাকার ক্ষেত্রেও উহার পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধির ফলে মানুষের নিকট উহার প্রান্তিক উপযোগ কিরূপ হইবে তাহা বিশ্লেষণ করিতে হইলে অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর প্রান্তিক উপযোগ অপরিবর্তিত আছে বলিয়া ধরিতে হইবে। টাকার ব্যবহার অনেক, সুতরাং ইহাকে আমরা বিবিধ ব্যবহারের উপযুক্ত কোন দ্রব্যের অনুরূপ বলিয়া গণ্য করিতে পারি। সেক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাইব, ভোগকারীর নিকট কোন দ্রব্যের পরিমাণ কম থাকিলে যেমন উহার প্রান্তিক উপযোগ বেশি ও উহার পরিমাণ বেশি থাকিলে যেমন উহার প্রান্তিক উপযোগ কম হয়, সেরূপ, টাকার পরিমাণ বাড়িলে উহার প্রান্তিক উপযোগ কমে এবং টাকার পরিমাণ কমিলে উহার প্রান্তিক উপযোগ বাড়ে। অতএব, টাকার বেলায়ও প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি প্রযোজ্য।

ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগের এই বিধিটি ভোগকারীর আচরণের একটি মৌলিক সত্য আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছে। ভোগ ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে, আয় ও সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে সে ইহার দ্বারাই পরিচালিত হয়। চাহিদার যে বিধি, ইহা তাহারই মূল ভিত্তি। অধিক ভোগে প্রান্তিক উপযোগ কমিয়া যায় বলিয়াই দাম না কমিলে সে বেশি পরিমাণে কেনে না। ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার গসেন সর্বপ্রথম এই বিধিটি সুসংবদ্ধভাবে উপস্থিত করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে গসেনের প্রথম বিধি[৭৩] বলে।

প্রান্তিক উপযোগ, মোট উপযোগ ও দাম
MARGINAL UTILITY, TOTAL UTILITY AND PRICE

উপযোগের আলোচনায় দেখা গেল, যে কোন দ্রব্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে উহার মোট উপযোগ বেশি হইলেও প্রান্তিক উপযোগ কম হইতে পারে। ভোগকারীর নিকট উহার পরিমাণ যতই বাড়ে, তাহার নিকট উহার প্রান্তিক উপযোগ ততই কমে। সুতরাং সাধারণভাবে, যে দ্রব্য যত অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, উহার প্রান্তিক উপযোগ ততই কম হয়, এবং যাহা যত কম পরিমাণে পাওয়া যায়, উহার প্রান্তিক উপযোগ তত বেশি হয়। ভোগকারী তাহার ভোগের পরিমাণ আর বাড়াইবে কিনা, তাহা প্রান্তিক উপযোগের বিবেচনার দ্বারা স্থির করে, মোট উপযোগের বিবেচনার দ্বারা নহে। প্রান্তিক উপযোগ যদি সে যথার্থ

69. Marginal utility of money.
70. An article with one use only. 71. An article with many uses.
72. Combined Marginal Utility Curve of an article with many uses.
73. Gossen's First Law.

লাভজনক বলিয়া মনে করে, তবেই সে আর একটি অতিরিক্ত একক ভোগ করিবে। যে কোন দ্রব্য (অর্থনীতিক দ্রব্য) পাইতে হইলে উহা দাম দিয়া সংগ্রহ করিতে হয়, কিনিতে হয়। দ্রব্যটির একটি অতিরিক্ত এককের উপযোগ (প্রান্তিক উপযোগ) লাভজনক কিনা, তাহা উহার দাম দিয়া বিচার করিতে হয়। ভোগকারীর কাছে দাম যদি প্রান্তিক উপযোগ অপেক্ষা বেশি হয় তবে সে উহা কিনিবে না, ভোগ করিবে না। কিন্তু দাম যদি প্রান্তিক উপযোগের তুলনায় কম হয় তবে সে উহা কিনিতে ও ভোগ করিতে থাকিবে। ইহার ফলে এক সময়ে তাহার কাছে দ্রব্যটির দাম ও প্রান্তিক উপযোগ (কমিতে কমিতে) পরস্পরের সমান হইয়া পড়িবে। সুতরাং দ্রব্যের দামের সহিত উহার মোট উপযোগের সম্পর্ক নাই, সম্পর্ক আছে উহার প্রান্তিক উপযোগের সহিত। এজন্যই, জলের মোট উপযোগ সর্বাধিক হইলেও, উহা এত বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় যে উহার প্রান্তিক উপযোগ এবং সেহেতু দামও শূন্য। অথচ হীরার মোট উপযোগ কম হওয়া সত্ত্বেও যোগান অত্যন্ত কম বলিয়া, উহার প্রান্তিক উপযোগ ও সেহেতু উহার দামও অত্যন্ত বেশি।

বাজারে যে কোন নির্দিষ্ট দামে যে কোন একটি পণ্য কিনিতে গিয়া ভোগকারী কিভাবে পণ্যের প্রান্তিক উপযোগ দ্বারা চালিত হইয়া উহার ক্রয়ের পরিমাণ স্থির করে এবং দামের সহিত প্রান্তিক উপযোগের সামঞ্জস্য ঘটায় ৫·৩ নং রেখাচিত্রে তাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। OX পণ্যটির ক্রয় ও ভোগের পরিমাণ এবং OY উহার দাম ও প্রান্তিক উপযোগ নির্দেশ করিতেছে। পণ্যটি বাজারে OP দামে বিক্রয় হইতেছে। ক্রেতা উহা যে পরিমাণেই ক্রয় করুক, এই দামে তাহা কিনিতে হইবে। দামের রেখা PR দ্বারা ইহাই দেখান হইতেছে। UU_1 হইল ক্রেতার নিকট পণ্যটির প্রান্তিক উপযোগের রেখা। এই রেখাটি (UU_1) দামের রেখাকে (PR) P_1 বিন্দুতে ছেদ করিয়া নিচে নামিয়াছে। P_1 বিন্দুতে পণ্যটির দাম ও প্রান্তিক উপযোগ পরস্পরের সমান। পণ্যটি কি পরিমাণে কিনিলে ইহা ঘটিবে তাহা জানিবার জন্য P_1 বিন্দু হইতে নিচে একটি লম্বরেখা টানিলে উহা OX রেখাকে M বিন্দুতে স্পর্শ করিবে। অর্থাৎ OM পরিমাণে (একক সমষ্টি) পণ্যটি কিনিলে, তবেই উহার দাম (OP) উহার প্রান্তিক উপযোগ (P_1M)-এর সমান হইবে। ইহার কম কিনিলে (ON) প্রান্তিক উপযোগ (NN_1) দামের ($OP=NN_2$) বেশি হইবে। সুতরাং তাহার মোট উপযোগ বাড়াইবার জন্য সে আরও কিনিবে। আর OM পরিমাণের বেশি (OT) কিনিলে দাম ($OP=TT_2$) প্রান্তিক উপযোগ (TT_1)-এর বেশি হইবে। ইহাতে তাহার লোকসান। সুতরাং ক্রেতা ON পরিমাণ অপেক্ষা বেশি কিন্তু OT পরিমাণ অপেক্ষা কম অর্থাৎ, OM পরিমাণ কিনিবে। কারণ এই পরিমাণ কিনিলেই দাম ও প্রান্তিক উপযোগ পরস্পরের সমান হইবে ও তাহার নিকট পণ্যটির মোট উপযোগ সর্বাধিক হইবে। সুতরাং সর্বাধিক তৃপ্তি বা উপযোগ লাভের জন্য, ক্রেতারা যে কোন দামে যে কোন পণ্য, সেই পরিমাণে ক্রয় করে যতটা ক্রয় করিলে দাম ও প্রান্তিক উপযোগ পরস্পরের সমান হয়।

৫·৩ নং রেখাচিত্র

যে কোন একটি মাত্র পণ্যক্রয়ের ক্ষেত্রে ইহাই ক্রেতার ভারসাম্যের শর্ত।

ভোগকারীর ভারসাম্য : সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি

CONSUMER'S EQUILIBRIUM: LAW OF EQUIMARGINAL UTILITY

বাস্তব জগতে সকল ভোগকারী ব্যক্তি ও পরিবারেই আয় নির্দিষ্ট, সীমাবদ্ধ, কিন্তু প্রয়োজন অনেক। এই সীমাবদ্ধ আয় হইতেই ব্যয় করিয়া তাহাকে চাল, ডাল, মাছ, তরকারী, কাপড়, জুতা, রেডিও কিনিতে হয়, গাড়ী ভাড়া, বাড়ি ভাড়া, দিতে হয়, সিনেমা দেখিতে হয়। এই সকল বিবিধ দ্রব্যের কোন্‌টির জন্য সে কত ব্যয় করিবে তাহা সে স্থির করে কিভাবে? অর্থাৎ, বিবিধ ভোগ্যদ্রব্য ও সেবাকর্মের উপর ভোগকারী তাহার নির্দিষ্ট আয় (বা ব্যয়ের) বন্টন কিভাবে স্থির করে? ইহাতে কোন্ সাধারণ নীতি বা নিয়মের দ্বারা সে পরিচালিত হয়? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের জন্য আমরা কয়েকটি নির্দিষ্ট শর্তের দ্বারা রচিত একটি বিশেষ পরিবেশ কল্পনা করিয়া লইব। আমরা ধরিয়া লইতেছি যে: ১. বাজারে **বহু ক্রেতা** রহিয়াছে।[৭৪]

২. প্রত্যেক ক্রেতাই একটি **নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ** (ক্রয়শক্তি)[৭৫] লইয়া বাজারে আসিয়াছে। ইহার **সমস্তটা ব্যয়** করিয়া সে বিবিধ পণ্যের **একটি নির্দিষ্ট সমষ্টি**[৭৬] কিনিবে। সে যে পরিমাণ অর্থ লইয়া বাজারে আসিয়াছে উহাই তাহার নির্দিষ্ট আর্থিক আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ[৭৭] বলিয়া আমরা গণ্য করিতে পারি।

৩. প্রত্যেক **ক্রেতার উদ্দেশ্য** হইতেছে, এরূপ ভাবে তাহার মোট আয় ব্যয় করিয়া বিবিধ পণ্যের একটি নির্দিষ্ট সমষ্টি ক্রয় করা যেন, তাহা হইতে সে **সর্বাধিক পরিমাণ উপযোগ লাভ**[৭৮] করিতে সমর্থ হয়।

৪. বাজারে যে সকল পণ্য (দ্রব্য ও সেবাকর্মাদি) বিক্রয় হইতেছে উহাদের একক-গুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র। অর্থাৎ পণ্যগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভক্ত বা বিভাজ্য।[৭৯]

এই পরিস্থিতিতে কোন ক্রেতা যখন নানাবিধ দ্রব্য কিনিবার উদ্দেশ্যে বাজারে আসিয়া, দ্রব্যগুলি কিনিতে আরম্ভ করে, তখন সে দেখিতে পায়, যে দ্রব্যটি সে অধিক পরিমাণে কিনিতেছে উহার প্রান্তিক উপযোগ, অর্থাৎ ঐ দ্রব্যের উপর শেষ যে টাকাটি (বা ক্রয়ক্ষমতাটি) সে ব্যয় করিয়াছে তাহা হইতে প্রাপ্ত উপযোগ কম; এবং তুলনায়, হাতে অল্প টাকা অবশিষ্ট থাকায় বাধ্য হইয়া সে যে দ্রব্যটি কম পরিমাণে কিনিতেছে উহা হইতে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ, অর্থাৎ সে দ্রব্যটির উপর শেষ যে টাকাটি সে ব্যয় করিয়াছে তাহা হইতে প্রাপ্ত উপযোগ, বেশি। স্বভাবতঃই একই ক্রয়শক্তি (অর্থাৎ টাকা) ব্যয় করিয়া সে একটি দ্রব্যের তুলনায় অপর দ্রব্য হইতে অপেক্ষাকৃত কম প্রান্তিক উপযোগ লাভ করা পছন্দ করিতে পারে না। সে স্পষ্টই দেখিবে যে, কম প্রান্তিক উপযোগের দ্রব্যটির উপর এক টাকার ব্যয় কমাইয়া বেশি প্রান্তিক উপযোগের দ্রব্যটির উপর উহা ব্যয় করিলে, ব্যয় হইতে প্রাপ্ত মোট উপযোগ তাহার নিকট বাড়িবে। সুতরাং সে তখন তাহার ক্রয়ের ও ব্যয়ের ধরন পরিবর্তন করিবে। যে দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগ কমিয়া গিয়াছে উহার ক্রয়ের পরিমাণ সে কমাইবে, ফলে উহার উপর ব্যয়ের (বা উহা হইতে প্রাপ্ত) প্রান্তিক উপযোগ বাড়িবে এবং যে দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগ অধিক, উহা সে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে কিনিবে, ফলে উহা হইতে প্রাপ্ত (বা উহার উপর ব্যয়ের) প্রান্তিক উপযোগ কমিবে। এইরূপে, যে সকল দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ কম ছিল, উহাদের ক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস করিতে করিতে এবং যে সকল দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ বেশি ছিল, উহাদের ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে করিতে অবশেষে এমন এক সময় আসিবে যখন ক্রেতা দেখিবে যে, প্রতিটি দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ, অর্থাৎ প্রতিটি

74. Many buyers. 75. Purchasing Power.
76. 'a certain combination of goods and services.'
77. 'a given money income to spend.' 78. 'maximising total utility.'
79. 'the commodities are finely divisible.'

দ্রব্যের উপর তাহার ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ পরস্পরের সমান হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় আসিয়া পৌঁছাইবার পর ক্রেতা আর বিবিধ দ্রব্য ক্রয়ের পরিমাণগুলির (অর্থাৎ বিবিধ দ্রব্যের উপর তাহার ব্যয়ের) কোন অদল বদল করিবে না। বাজারে পণ্যগুলির নির্দিষ্ট দাম ও তাহার আয় (বা ব্যয়) অনুযায়ী সে তাহার মোট আয় (বা ব্যয়) অর্থাৎ ক্রয়শক্তি বিবিধ পণ্যের ক্রয়ের উপর এরূপভাবে ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া দেয় (অর্থাৎ এরূপ পরিমাণে বিবিধ দ্রব্য ক্রয় করে), যেন উহাদের প্রত্যেকটি হইতে সে সমান প্রান্তিক উপযোগ লাভ করে। একমাত্র এই অবস্থাতেই ক্রীত পণ্যগুলির সমষ্টি হইতে সে সর্বাধিক উপযোগ লাভ করিবে। বাজারের ঐ নির্দিষ্ট অবস্থায় অন্য কোন পরিমাণে পণ্যগুলি ক্রয় করিলে সে সর্বাধিক উপযোগ পাইবে না। সুতরাং ইহাই ক্রেতার ভারসাম্যের অবস্থা। ক্রেতা বা ভোগকারীর ভারসাম্যের এই বিশ্লেষণই সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি নামে পরিচিত। যেহেতু, ইহাতে বলা হইয়াছে যে, যতক্ষণ একটি পণ্যের উপর ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ অপর পণ্যের উপর ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ অপেক্ষা কম থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রেতা কম প্রান্তিক উপযোগ সম্পন্ন পণ্যটির উপর ব্যয় কমাইয়া, উহার **পরিবর্তে**, বেশি প্রান্তিক উপযোগ সম্পন্ন দ্রব্যটির উপর ব্যয় বাড়াইতে থাকে (যে পর্যন্ত না সকল দ্রব্যগুলির উপর ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ পরস্পরের সমান হইতেছে), সেহেতু, ইহাকে পরিবর্তকতার বিধি[80]ও বলা হয়।

রেখাচিত্র দ্বারা ব্যাখ্যা: ধরা যাক জনৈক ভোগকারী অফিস হইতে ফিরিয়া একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ লইয়া (৩ টাকা) চা ও জলখাবারের জন্য কোন রেস্তোঁরাতে গেল। সে এই ব্যয় চা ও খাবারের (চপ, কাটলেট) উপর কিভাবে ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া দিবে? ৫·৪ নং রেখাচিত্রে তাহার নিকট খাবারের প্রান্তিক উপযোগ নির্দেশক প্রান্তিক উপযোগ রেখা দেখান হইয়াছে।
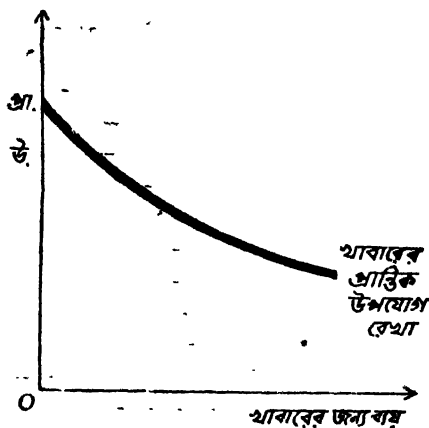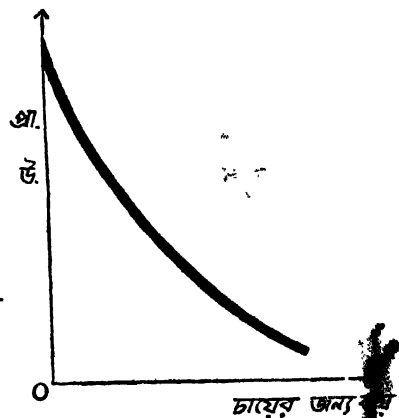
৫·৫নং রেখাচিত্রে তাহার নিকট চায়ের প্রান্তিক উপযোগ নির্দেশক চায়ের প্রান্তিক উপযোগ রেখা দেখান হইয়াছে। ৫·৬নং রেখাচিত্রে একসঙ্গে দুইটি প্রান্তিক উপযোগ রেখা পরস্পরের বিপরীত দিকে দেখান হইয়াছে। খাবারের প্রান্তিক উপযোগ রেখা U এবং চায়ের প্রান্তিক উপযোগ রেখা U_1। ইহারা E বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে। E বিন্দু হইতে নীচের দিকে একটি লম্ব টানিলে উহা ভূমিতল রেখা OO_1কে M বিন্দুতে

80. Principle of substitution.

স্পর্শ করিল। OO_1 রেখা ভোগকারীর মোট ব্যয় নির্দেশ করিতেছে (৩ টাকা)। ১O বিন্দু হইতে ডান দিকে যতই অগ্রসর হওয়া যাইবে ততই খাবারের উপর ব্যয় বাড়িবে বুঝায়। আর O_1 বিন্দু হইতে যতই বাম দিকে অগ্রসর হওয়া যাইবে ততই চায়ের উপর ব্যয় বাড়িবে বুঝায়। E বিন্দুতে উভয়ের প্রান্তিক উপযোগ রেখা পরস্পরকে ছেদ করায়, E বিন্দুতে উভয়ের প্রান্তিক উপযোগ পরস্পরের সমান বুঝাইতেছে। E বিন্দু হইতে EM লম্ব OO_1 ভূমিতল রেখা অর্থাৎ মোট ব্যয়ের রেখাকে M বিন্দুতে স্পর্শ করিয়াছে। ইহার অর্থ হইল ভোগকারীটি যদি চায়ের উপর MO_1 পরিমাণ অর্থ ও খাবারের উপর MO পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে তবে চা ও খাবারের উপর তাহার মোট ব্যয় যেমন সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইবে, তেমনি উহাদের উপর তাহার মোট ব্যয় এরূপ ভাবে বিভক্ত হইবে যে, উহাদের প্রত্যেকটি হইতে সে সমান প্রান্তিক উপযোগ লাভ করিবে এবং ইহার ফলে সে সর্বাধিক উপযোগ লাভ করিবে।

৫·৬ নং রেখাচিত্র
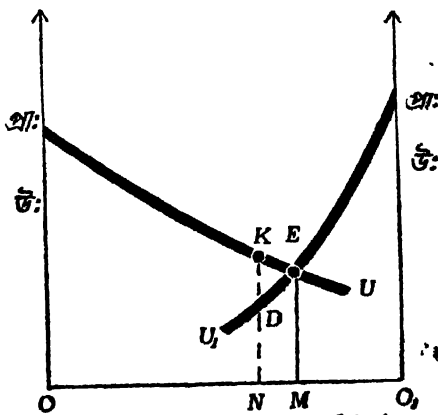
যদি ইহার পরিবর্তে, ভোগকারীটি চায়ের উপর O_1N পরিমাণ ব্যয় করে এবং খাবারের উপর ON পরিমাণ ব্যয় করে, তবে দেখা যাইবে যে, O_1N পরিমাণ অর্থ চায়ের উপর ব্যয় করিয়া সে তাহা হইতে যে প্রান্তিক উপযোগ পাইবে (ND) তাহা খাবারের উপর ON পরিমাণ খরচের প্রান্তিক উপযোগ (NK) অপেক্ষা কম (NK—ND=DK)। সুতরাং সে চায়ের উপর ব্যয় কমাইবে ও খাবারের উপর ব্যয় বাড়াইবে যতক্ষণ না উভয় ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ পরস্পরের সমান হয়।

ব্যয় ও সঞ্চয়[৮১]: প্রত্যেক ব্যক্তি আয় হিসাবে যাহা উপার্জন করে, তাহার একটি অংশ সে তাহার বর্তমান ভোগে ব্যবহার করে, ইহাই তাহার ব্যয়। আর যে অংশ তাহার বর্তমান ভোগে ব্যবহৃত হয় না, তাহাই সঞ্চয়। মানুষ তাহার আয়ের কতটা ব্যয় ও কতটা সঞ্চয় করিবে তাহাও সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধির ভিত্তিতে স্থির হয়। প্রত্যেকে তাহার আয়ের ততটা অংশই ব্যয় ও সঞ্চয়ের মধ্যে ভাগ করিয়া দেয় যাহাতে ব্যয় ও সঞ্চয়, উভয় হইতেই সে সমান প্রান্তিক উপযোগ লাভ করে।

সমালোচনা[৮২]: সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধির দ্বারা ক্রেতার ভারসাম্যের যে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, তাহার দুইটি প্রধান সমালোচনা আছে: প্রথমত, পণ্যসমূহের এককগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলিয়া ইহাতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। কারণ তাহা না হইলে, একটি পণ্যের উপর ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ অপরটির উপর ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগের কম বা বেশি হইলে. তাহাতে সমতা আনিবার জন্য, পরীক্ষামূলকভাবে সতর্কতার সহিত উহাদের ক্রয়ের পরিমাণে যে সামান্য সামান্য পরিবর্তন করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে তাহা, পণ্যগুলির একক-সমূহ অত্যন্ত ক্ষুদ্র না হইলে (অর্থাৎ পণ্যগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভাজ্য না হইলে) কখনই সম্ভব নহে। অথচ বাস্তব জগতে বাড়ি, গাড়ী, রেডিও, রেফ্রিজারেটার ইত্যাদি অনেক দ্রব্যই আছে যাহাদের এককগুলি (অর্থাৎ এক একটি বাড়ি, গাড়ী বা

81. Expenditure and Savings. 82. Criticism of the Law.
83 Units of Commodities.

রেডিও ইত্যাদি) মোটেই এরূপ ক্ষুদ্র নহে, অর্থাৎ ঐ পণ্যগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভাজ্য নহে। বলা বাহুল্য, ইহাদের ক্ষেত্রে এককগুলির আকার বৃহৎ হওয়ায় বা পণ্যগুলির বিভাজ্যতা না থাকায়[৮৪], সমপ্রান্তিক উপযোগের বিন্দুতে ক্রেতার ভারসাম্য ঘটিতে পারে না। বস্তুতঃপক্ষে ইহাদের বেলায় অসমপ্রান্তিক উপযোগ বিশিষ্ট ভারসাম্য ঘটিবে।

দ্বিতীয়ত, সকল পণ্যের ক্রয় দ্বারা প্রত্যেকটি হইতে সমপ্রান্তিক উপযোগ লাভ করিতে হইলে ক্রেতাকে বাজার সম্পর্কে যতটা ওয়াকিফহাল ও সচেতন হইতে হইবে, তাহাও কার্যত অসম্ভব বলা চলে।

তবে, এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও মোটের উপর ভোগকারী বা ক্রেতারা সকলেই যে তাহাদের আয় বা ব্যয়ের প্রতিটি টাকা হইতে কমবেশি সমপরিমাণ উপযোগ পাইতে চেষ্টা করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা হইলেই মোটামুটি ভাবে এই বিধিটিতে বাস্তব অবস্থা কমবেশি পরিমাণে প্রতিফলিত হইয়াছে বলা যায়।

অপক্ষপাত রেখা বিশ্লেষণ
INDIFFERENCE CURVE ANALYSIS

অর্থবিজ্ঞানী এজওয়ার্থ, প্যারেটো ও হিক্‌স্‌ অপক্ষপাত রেখার সাহায্যে ভিন্নতরভাবে ভোগকারীর আচরণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

ভোগকারী একাধিক পণ্য ক্রয়ের দ্বারা তাহার মোট আয় ব্যয় করিবার উদ্দেশ্য লইয়া বাজারে যায়। এবং সে একযোগে একাধিক পণ্য ক্রয় করে। তাহার নিকট যে সকল পণ্যের উপযোগ আছে উহাদের মধ্য হইতে সে অধিকতর উপযোগবিশিষ্ট পণ্যগুলি ক্রয় করে। সে উহাদের প্রত্যেকটি পণ্যের অথবা প্রত্যেক পণ্যের প্রতি এককের উপযোগ কত (পরিমাণ-গতভাবে) তাহা জানে না। কারণ, উপযোগ একটি মনোগত ধারণা বলিয়া উহার পরিমাপ সম্ভব নয়। কিন্তু তাহা হইলেও, কোন্‌টির জন্য তাহার অভাব কত তীব্র তাহা সে জানে। এবং একারণে, তদনুযায়ী কোন্‌ পণ্য তাহার অধিক পছন্দসই, কোন্‌টি অপেক্ষা-কৃত কম পছন্দের; কোন্‌টির প্রতি তাহার পক্ষপাতিত্ব বেশি, কোন্‌টির সে কম পক্ষপাতী, সে তাহার পছন্দ বা পক্ষপাত অনুযায়ী পণ্যগুলি বাছিয়া লয় এবং কি কি পরিমাণে ঐগুলি কিনিবে তাহাও অর্থাৎ, বিভিন্ন পণ্যের সংমিশ্রণও[৮৫] সে তাহার পক্ষপাত বা পছন্দ অনুসারেই স্থির করে। সে যদি দুইটি পণ্য ক্রয় করিবে বলিয়া স্থির করে, তবে, সে পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া (মনে মনে হিসাব করিয়া) কি কি পরিমাণে ঐ দুইটি পণ্য কিনিলে, অর্থাৎ পণ্য দুইটির কোন্‌ সংমিশ্রণ তাহার নিকট অধিক পছন্দসই হইবে তাহা অনুসন্ধান করিতে থাকে। এই অনুসন্ধানের ফলে সে দেখিতে পায় যে দুইটি পণ্যের নানারূপ সংমিশ্রণই তাহার নিকট সমান পছন্দ-সই হইয়া পড়িয়াছে। অর্থাৎ ঐ সকল সংমিশ্রণগুলির উপযোগ তাহার নিকট সমান। তবে, সংমিশ্রণগুলি সমান উপযোগ সম্পন্ন হইলেও, এবং একারণে উহাদের প্রতি তাহার পক্ষপাত অভিন্ন হইলেও, ঐ সকল সংমিশ্রণে, দুইটি পণ্যের

সারণী নং ৫·২

আপেল ও কমলার অপক্ষপাতপূর্ণ সংমিশ্রণ

সংমিশ্রণ	আপেল	কমলা	আপেল ও কমলার প্রান্তিক পরিবর্তকতার হার
১নং	৭	১	—
২নং	৪	২	৩ : ১
৩নং	২	৩	২ : ১

84. Absence of divisibility of commodities. 85. Combination.

সমষ্টিগুলি একরূপ নহে। একটির পরিমাণ অপরটি অপেক্ষা বেশি। ৭টি আপেল ও ১টি কমলা (১নং সংমিশ্রণ) তাহার কাছে যেরূপ পছন্দসই, ৪টি আপেল এবং ২টি কমলা (২নং সংমিশ্রণ), ২টি আপেল ও ৩টি কমলাও (৩নং সংমিশ্রণ) তাহার কাছে তত পছন্দসই বলিয়া মনে হইতেছে। এইরূপে, বাছিতে বাছিতে যখন একাধিক পণ্যের একাধিক সংমিশ্রণ তাহার নিকট সমান পছন্দসই বলিয়া মনে হয় (উহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপযোগ সমান বলিয়া), তখন, উহাদের মধ্য হইতে কোন বিশেষ সংমিশ্রণটি আর বাছিয়া লইবার থাকে না। উহাদের মধ্যে যে কোন একটি সংমিশ্রণ সে কিনিতে পারে। অর্থাৎ উহাদের কোন একটির প্রতি তাহার বিশেষ পক্ষপাতিত্ব আর নাই, উহাদের সকলগুলির প্রতি তাহার সমান পক্ষপাত বা 'অপক্ষপাত' (এখানে অপক্ষপাত বলিতে নিরপেক্ষতা বুঝাইতেছে)। সে ১নং সংমিশ্রণও (৭টি আপেল ও ১টি কমলা) কিনিতে পারে, ২নং সংমিশ্রণও (৪টি আপেল ও ২টি কমলা) কিনিতে পারে, আবার ৩নং সংমিশ্রণও (২টি আপেল ও ৩টি কমলা) কিনিতে পারে। ৫·২ নং সারণীতে[৮৬] ইহাই দেখান হইয়াছে।

সারণীর সংমিশ্রণগুলি সাজাইয়া এই রেখাচিত্রটি আঁকা হইয়াছে। ভূমিতল রেখা দিয়া কমলা এবং লম্ব রেখা দিয়া আপেলের সংখ্যা বা পরিমাণ নির্দেশ করা হইতেছে। ক বিন্দুটি দিয়া ১নং সংমিশ্রণ (৭টি আপেল ও ১টি কমলা), খ বিন্দুটি দিয়া ২নং সংমিশ্রণ (৪টি আপেল ও ২টি কমলা) এবং গ বিন্দুটি দিয়া ৩নং সংমিশ্রণ (২টি আপেল ও ৩টি কমলা) দেখান হইয়াছে। ক, খ ও গ বিন্দুগুলি যোগ দিলে একটি রেখা পাওয়া গেল। যেহেতু ক, খ ও গ সংমিশ্রণগুলির প্রতি ভোগকারী পক্ষপাতহীন, উহাদের যে কোনটি সে কিনিতে পারে, সে কারণে এই রেখা-টিকে অপক্ষপাত রেখা[৮৭] বলা যায়। শুধু ক, খ ও গ বিন্দু নহে, এই রেখার উপর যতগুলি বিন্দু আছে উহার সকলগুলিতেই আপেল ও কমলার যতগুলি বিভিন্ন সংমিশ্রণ সম্ভব, উহাদের সকল সংমিশ্রণের উপযোগ ভোগকারীর নিকট সমান, উহাদের কোনটির প্রতিই তাহার বিশেষ পক্ষপাত নাই। সমান উপযোগ বিশিষ্ট বিন্দু দিয়া এই অপক্ষপাত রেখা গঠিত বলিয়া অপক্ষপাত রেখাকে সম-উপযোগ রেখা[৮৮]ও বলে।

৫·৭ নং রেখাচিত্র
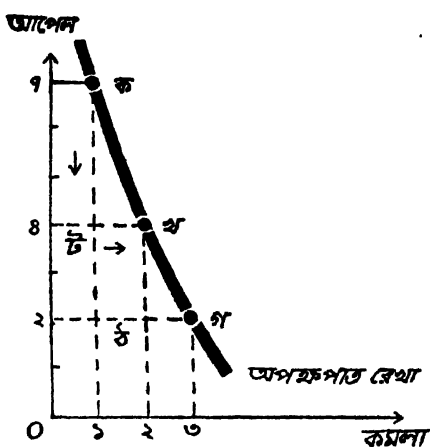
অপক্ষপাত রেখা তিন মাত্রা[৮৯] বিশিষ্ট। প্রথমত, ইহা ভূমিতল রেখা দিয়া একটি পণ্য নির্দেশ করে, দ্বিতীয়ত, লম্ব রেখা দিয়া অপর একটি পণ্য বা দ্রব্য নির্দেশ করে, তৃতীয়ত, ঐ দুইটি পণ্যের বিভিন্ন সংমিশ্রণের ইহা উপযোগও নির্দেশ করে। ভোগকারীর নিকট একাধিক পণ্যের সমান উপযোগ সম্পন্ন সংমিশ্রণ সূচক বিন্দুর দ্বারা গঠিত বলিয়া, **অপক্ষপাত রেখাকে একাধিক পণ্যের সমান উপযোগ সম্পন্ন সংমিশ্রণ—বিন্দুগুলির সঞ্চার পথ বলে।**[৯০]

86. Table. 87. Indifference Curve.
88. Iso-Utility Curve. 89. Three dimensions.
90. 'An indifference curve is the locus of points each of which represents a collection of commodities with same total utility to a particular consumer.'

ভোগকারীর নিকট ৫·৭নং রেখাচিত্রের ক (৭টি আপেল ও ১টি কমলা), খ (৪টি আপেল ও ২টি কমলা) ও গ (২টি আপেল ও ৩টি কমলা) সংমিশ্রণগুলির সবই সমান পছন্দসই। উহাদের কোনটির প্রতি তাই তাহার বিশেষ পক্ষপাত নাই। উহাদের যে কোন একটি সে গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু, ৭টি আপেলের সহিত ১টি কমলার পরিবর্তে ২টি কমলা (চ সংমিশ্রণ) তাহার কাছে ক সংমিশ্রণ অপেক্ষা নিশ্চয় বেশি লোভনীয়। তেমনি ৪টি আপেলের সহিত ২টি কমলার পরিবর্তে ৩টি কমলাও (ছ সংমিশ্রণ) খ সংমিশ্রণ অপেক্ষা তাহার নিকট বেশি আকর্ষণীয়। আবার ২টি আপেলের সহিত ৩টি কমলার পরিবর্তে ৪টি কমলাও (জ সংমিশ্রণ) তাহার কাছে গ সংমিশ্রণ অপেক্ষা বেশি পছন্দসই। আমরা ধরিয়া লইলাম যে, চ, ছ, ও জ এই নূতন সংমিশ্রণগুলি সমান উপযোগ সম্পন্ন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, চ, ছ ও জ, এই নূতন সংমিশ্রণগুলি সমান উপযোগ সম্পন্ন বলিয়া ইহারাও ভোগকারীর নিকট সমান পছন্দসই, ইহাদের কাহারও প্রতি তাহার বিশেষ পক্ষপাত নাই। কিন্তু ক, খ ও গ সংমিশ্রণের প্রত্যেকটির অপেক্ষা, চ, ছ ও জ সংমিশ্রণ তাহার কাছে অধিক আকর্ষণীয়। কারণ, ইহাদের প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া আপেল (অর্থাৎ একটি পণ্যের একটি করিয়া একক) বেশি আছে। অতএব, প্রথম প্রস্থ সংমিশ্রণগুলি (অর্থাৎ ক, খ ও গ) অপেক্ষা দ্বিতীয় প্রস্থ সংমিশ্রণগুলি (অর্থাৎ চ, ছ ও জ)-র সে অধিক পক্ষপাতী হইবে। সে প্রথম প্রস্থ সংমিশ্রণগুলির যে কোন একটির তুলনায় দ্বিতীয় প্রস্থ সংমিশ্রণগুলির যে কোন একটি মনোনীত করিবে। এই তথ্যগুলিই ৫·৮নং রেখাচিত্রে সাজান হইয়াছে। ৫·৭ নং রেখাচিত্রের অপক্ষপাত রেখাটিই ৫·৮ নং রেখাচিত্রের Ic_1 রেখা (১নং অপক্ষপাত রেখা)। ইহার উপরের বিন্দু ৭টি আপেল ও ১টি কমলার সংমিশ্রণ, মধ্যবিন্দু ৪টি আপেল ও ২টি কমলার সংমিশ্রণ এবং নিচের বিন্দু ২টি আপেল ও ৩টি কমলার সংমিশ্রণ নির্দেশ করিতেছে। চ, ছ ও জ সংমিশ্রণগুলির ভিত্তিতে Ic_1 রেখার দক্ষিণে
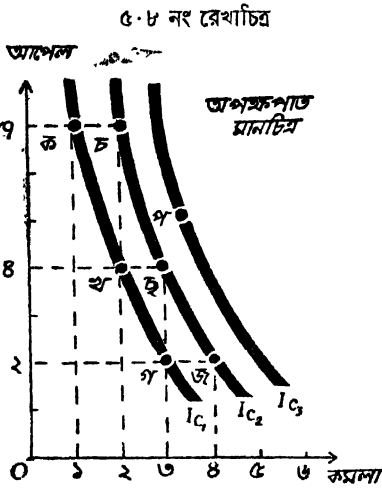
৫·৮ নং রেখাচিত্র

Ic_2 (২নং অপক্ষপাত রেখা) আঁকা হইয়াছে। উহার উপরের বিন্দু ৭টি আপেল ও ২টি কমলা (চ সংমিশ্রণ), মধ্যবিন্দু ৪টি আপেল ও ৩টি কমলা (ছ সংমিশ্রণ) এবং নিচের বিন্দু ২টি আপেল ও ৪টি কমলা (জ সংমিশ্রণ), ইত্যাদির বিবিধ সংমিশ্রণ নির্দেশ করিতেছে। প্রথম প্রস্থ সংমিশ্রণগুলির তুলনায় দ্বিতীয় প্রস্থ সংমিশ্রণগুলিতে একটি পণ্য অধিক পরিমাণে থাকায়, প্রথম প্রস্থ সংমিশ্রণগুলির তুলনায় দ্বিতীয় সংমিশ্রণগুলি অধিকতর উপযোগ সম্পন্ন। এই কারণে Ic_2 রেখা (২নং অপক্ষপাত রেখা) Ic_1 রেখার (১নং অপক্ষপাত রেখা) দক্ষিণে অবস্থিত। আবার আমরা দ্বিতীয় সংমিশ্রণ অপেক্ষা অধিকতর উপযোগ সম্পন্ন (অথচ নিজেরা পরস্পর সমউপযোগ সম্পন্ন), আপেল ও কমলার ভিন্নতর সংমিশ্রণ কল্পনা করিতে পারি এবং তাহাদের ভিত্তিতে Ic_3 রেখা (৩নং অপক্ষপাত রেখা) আঁকিতে পারি। ইহা ভোগকারীর নিকট আরও পছন্দসই হইবে বলিয়া এই রেখাটি Ic_2 রেখার দক্ষিণে বসিবে। যে অপক্ষপাত রেখা যত বেশি উপযোগ সম্পন্ন সংমিশ্রণের নির্দেশক উহা তত উচ্চ ও তত দক্ষিণে এবং যে অপক্ষপাত

রেখা যত কম উপযোগ সম্পন্ন সংমিশ্রণের নির্দেশক উহা তত বামে ও নিচে থাকে। সুতরাং যে অপক্ষপাত রেখা যত দক্ষিণে অবস্থিত উহার প্রতি ভোগকারীর পক্ষপাতিত্ব তত বেশি। এইরূপে, একাধিক পণ্যের বিভিন্ন সংমিশ্রণের প্রতি ভোগকারীর পক্ষপাতিত্বের তারতম্য নির্দেশক বাম হইতে দক্ষিণ দিকে ক্রমোচ্চে সজ্জিত কতকগুলি অপক্ষপাত রেখা আমরা কল্পনা করিতে পারি। এইরূপ বাম হইতে দক্ষিণে, পাশাপাশি অথচ ক্রমোচ্চে অবস্থিত, একাধিক পণ্যের, পরম্পরায় অধিকতর উপযোগবিশিষ্ট সংমিশ্রণ নির্দেশক অপক্ষপাত রেখার সমষ্টিকে অপক্ষপাত মানচিত্র[91] বলে। ইহা দ্বারা বিবিধ সম্ভাব্য সংমিশ্রণ সম্পর্কে ভোগকারীর পছন্দের মাত্রা[92] প্রকাশ পায়। লক্ষণীয় যে, বাম দিকের তুলনায় ডান দিকের রেখাগুলি ক্রমেই অধিকতর উপযোগ সম্পন্ন এমন কতকগুলি সংমিশ্রণ যাহাদের নিজেদের উপযোগ পরস্পর সমান। সুতরাং আমরা পাশাপাশি সজ্জিত অপক্ষপাত রেখাগুলিকে উপযোগের ভূমিতলে অবস্থিত (৫·৯ নং চিত্র) কতকগুলি ক্রমোচ্চ পর্বতমালা রূপে (প্রতিটি পর্বতমালার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত উচ্চতা অবশ্য একরূপ) কল্পনা করিতে পারি। আমরা জানি বাম দিকের রেখার উপর অবস্থিত যে কোন সংমিশ্রণ সমান উপযোগ সম্পন্ন কিন্তু উহাদের তুলনায় ডান দিকের রেখার উপর অবস্থিত যে কোন সংমিশ্রণ অধিকতর উপযোগ সম্পন্ন এবং এজন্য অধিকতর বাঞ্ছনীয়, আর উহারাও পরস্পর সমান উপযোগ সম্পন্ন। কিন্তু বাম দিকের সংমিশ্রণগুলির উপযোগের যেমন সমষ্টিগত পরিমাণ জানি না, তেমনি দক্ষিণ দিকের রেখার উপর অবস্থিত বিবিধ সংমিশ্রণগুলিরও উপযোগের পরিমাণ আমরা জানি না। কারণ, উপযোগ মনোগত বিষয় বলিয়া তাহা জানা সম্ভব নয়। কিন্তু তাহাতে ক্রেতার কোন অসুবিধা হয় না। কোন্‌টি তাহার কাছে অধিকতর বাঞ্ছনীয়, সে তাহা জানে। অপক্ষপাত মানচিত্রকে অপক্ষপাত রেখাসমূহের পরিবার[93]ও বলে।

৫·৯ নং রেখাচিত্র
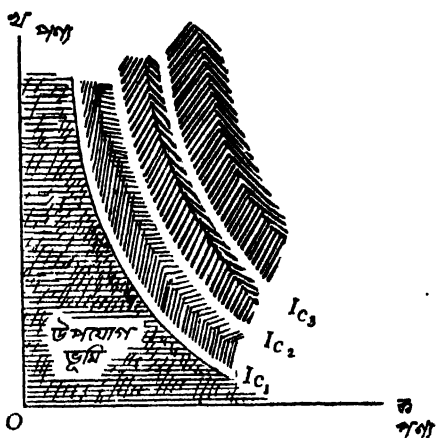
অপক্ষপাত রেখার বৈশিষ্ট্যসমূহ

PROPERTIES OR CHARACTERISTICS OF THE INDIFFERENCE CURVE

অপক্ষপাত রেখার নিম্নোক্ত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়ঃ

১. ভোগকারীর নিকট দক্ষিণে ও উপরের দিকের অপক্ষপাত রেখায় অবস্থিত সংমিশ্রণগুলি বামে ও নিচের দিকের অপক্ষপাত রেখার অবস্থিত সংমিশ্রণগুলি অপেক্ষা অধিকতর আকর্ষণীয়[94] এবং উৎকৃষ্টতর[95]।

প্রমাণঃ বামা দিক অপেক্ষা দক্ষিণ দিকের রেখার যে কোন বিন্দুতে অবস্থিত সংমিশ্রণে, দুইটি পণ্যের মধ্যে একটি বা উভয়ই অধিকতর পরিমাণে রহিয়াছে। ৫·৮নং

91. Indifference Map. 92. Scale of Preferences.
93. Family of Indifference Curves.
94. 'more preferred combinations. 95. 'superior or better.'

রেখাচিত্রে Ic_1 রেখার উপর ক বিন্দুতে ৭টি আপেল ও ১টি কমলা আছে, তুলনায় Ic_2 রেখার চ বিন্দুতে ৭টি আপেল ও ২টি কমলা আছে। আবার Ic_3 রেখার প বিন্দুতে Ic_2 রেখার ছ বিন্দুর তুলনায় অধিক আপেল (৪টির বেশি) ও অধিক কমলা (৩টির বেশি) ভোগ করা যায়। সুতরাং ভোগকারীর কাছে (বামে) Ic_1 রেখার তুলনায় (দক্ষিণে) Ic_2 রেখার প্রতি বিন্দুতে অবস্থিত সংমিশ্রণগুলি (যাহারা নিজেরা সমান আকর্ষণীয়) অধিকতর পছন্দসই। আবার Ic_2 রেখার প্রতি বিন্দুতে অবস্থিত সংমিশ্রণগুলির তুলনায় (উহার দক্ষিণে) Ic_3 রেখার প্রতি বিন্দুতে অবস্থিত সংমিশ্রণগুলি (যাহারা নিজেরা সমান আকর্ষণীয়) অধিকতর পছন্দসই।

২. অপক্ষপাত রেখাগুলির ঢাল নিম্নমুখী অর্থাৎ, ঋণাত্মক[৯৬] অর্থাৎ উহা বামে উপর হইতে দক্ষিণে নিচের দিকে নামে।

প্রমাণ : ইহার তাৎপর্য হইল, একই অপক্ষপাত রেখার উপর অবস্থিত দুইটি বিন্দুতে (যেমন, ৫·৭নং রেখাচিত্রের **ক** ও **খ** বিন্দু) দুইটি পণ্যের (আপেল ও কমলা) যে দুইটি বিভিন্ন সংমিশ্রণ আছে তাহা যদি ভোগকারীর কাছে সমান আকর্ষণীয় হয়, তবে বুঝিতে হইবে ঐ দুইটি সংমিশ্রণের প্রত্যেকটিতে, একটি পণ্য বেশি ও অপর পণ্যটি কম আছে। **ক** বিন্দুতে অধিক আপেল (৭) ও অল্প কমলা (১) আছে। ভোগকারী যদি **খ** বিন্দুর সংমিশ্রণ গ্রহণ করে তবে, সে একটি কমলা বেশি পাইবে কিন্তু তাহার জন্য ৩টি আপেল ছাড়িতে হইবে। মোট উপযোগ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বা না কমাইয়া, একটি পণ্য বেশি ভোগ করিতে হইলে অপর পণ্য কিছু না কিছু ত্যাগ করিতে হয়। একটি পণ্য কিছুটা ত্যাগ করিতে হইতেছে (আপেল) বলিয়া অপক্ষপাত রেখাটি উপর হইতে নিচে নামে, আবার অপর পণ্যটি কিছু অধিক পরিমাণে ভোগ করা যায় বলিয়া অপক্ষপাত রেখাটি উপর হইতে নিচে নামিবার সঙ্গে সঙ্গে ডান দিকে অগ্রসর হয়। ইহার ফলেই উহার ঋণাত্মক ঢাল জন্মে।

৩. অপক্ষপাত রেখার নিম্নমুখী ঢাল, রেখাটির উপরের দিকে বেশি এবং নিচের দিকে কম। উপর হইতে উহা যতই নিচে নামে ততই উহার ঢাল কমিতে থাকে। তাহার ফলে ইহা অপক্ষপাত মানচিত্রের উৎপত্তি স্থলের (অর্থাৎ, লম্ব ও ভূমিতল রেখার সংযোগ স্থল O বিন্দুর) দিকে উত্তল-আকৃতি ধারণ করে।[৯৭]

প্রমাণঃ পরিবর্তকতার ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক হারের দরুন, উপর হইতে রেখাটি যতই নিচে নামিতে থাকে, ততই লম্ব রেখার দ্বারা যে পণ্যটি পরিমাপ করা হয় উহা বর্জনের অনুপাত কমিতে থাকে ও ভূমিতল রেখার দ্বারা যে পণ্যটি পরিমাপ করা হয় উহা প্রাপ্তির অনুপাত বাড়িতে থাকে, অর্থাৎ এক কথায় উভয়ের পরিবর্তকতার অনুপাতটি কমিতে থাকে। এই কারণে রেখাটি যতই নিচে নামে ততই উহা যতটুকু নিচে নামে সে তুলনায় ডান দিকে প্রসারিত হয় বেশি [৫·৭নং রেখাচিত্রে, **ক** ও **খ** বিন্দুর মধ্যে আপেল ও কমলার পরিবর্তকতার অনুপাত $= \frac{\text{ক.ট.}}{\text{ট.খ}}$; কিন্তু **খ** ও **গ** বিন্দুর মধ্যে উহাদের পরিবর্তকতার অনুপাত $= \frac{\text{খ ঠ.}}{\text{ঠ.গ.}}$। এবং $\frac{\text{ক ট.}}{\text{ট.খ.}}$ অনুপাতটি $\frac{\text{খ ঠ}}{\text{ঠ.গ.}}$ অনুপাত অপেক্ষা বেশি $\left(\text{অর্থাৎ } \frac{\text{ক.ট}}{\text{ট খ.}} > \frac{\text{খ ঠ}}{\text{ঠ.গ.}}\right)$]। ইহার ফলে অপক্ষপাত রেখাগুলি উহাদের উৎপত্তি-স্থলের দিকে উত্তল না হইয়া পারে না।

96. Negative slope. 97. 'Convex to the origin O.'

৪. অপক্ষপাত মানচিত্রের রেখাগুলি, কখনই কেহ কাহাকে স্পর্শ বা ছেদ করিতে পারে না।

প্রমাণঃ অপক্ষপাত রেখার সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে যে, ইহা হইল (একাধিক পণ্যের) সম উপযোগ সম্পন্ন বিবিধ সংমিশ্রণ নির্দেশক বিন্দুর দ্বারা গঠিত রেখা। অর্থাৎ একটি অপক্ষপাত রেখায় যতগুলি বিন্দু আছে উহারা একাধিক পণ্যের ততগুলি বিভিন্ন সংমিশ্রণ নির্দেশ করিতেছে এবং ঐ সংমিশ্রণগুলির প্রত্যেকটির মোট উপযোগ ক্রেতার কাছে সমান। সুতরাং একই অপক্ষপাত রেখার এক বিন্দুতে অবস্থিত কোন সংমিশ্রণের উপযোগ, উহার অপর কোন বিন্দুতে অবস্থিত অপর একটি সংমিশ্রণের উপযোগ হইতে কমও হইতে পারে না, বেশিও হইতে পারে না। তেমনি অপক্ষপাত মানচিত্রে বাম দিকের অপক্ষপাত রেখায় অবস্থিত সংমিশ্রণগুলির প্রত্যেকটির উপযোগ অপেক্ষা ডান দিকের অপক্ষপাত রেখায় অবস্থিত সংমিশ্রণগুলির প্রত্যেকটির উপযোগ অধিক, ইহাও বলা হইয়াছে। এখন, যদি দুইটি অপক্ষপাত রেখা পরস্পরকে স্পর্শ বা ছেদ করে, তবে বুঝিতে হইবে উহার একটি বাম দিকের রেখা, অপরটি ডান দিকের রেখা। যে বিন্দুতে উহারা পরস্পরকে স্পর্শ বা ছেদ করিবে, সেই বিন্দু উহাদের মিলন বিন্দু অর্থাৎ ঐ বিন্দু যেমন বাম দিকের অপক্ষপাত রেখার উপর রহিয়াছে তেমনি উহা ডান দিকের অপক্ষপাত রেখার উপরও রহিয়াছে বলা যায়। এবং ঐ বিন্দুতে অবস্থিত সংমিশ্রণটি বাম দিকের অপক্ষপাত রেখার সংমিশ্রণও বটে আবার ডান দিকের অপক্ষপাত রেখার সংমিশ্রণও বটে। এই মিলন বিন্দুতে, তাহা হইলে, উভয় রেখার ঐ সংমিশ্রণটির উপযোগ পরস্পরের সমান বলিতে হয়। তাহা ছাড়া, পরস্পরকে ছেদ করিলে ডান দিকের রেখার নিচের অংশ বাম দিকের রেখার নিচের অংশের নিচে চলিয়া যাইবে এবং বাম দিকের রেখার নিচের অংশ ডান দিকের রেখার নিচের অংশের উপরে চলিয়া যাইবে। ইহার অর্থ, বাম দিকের রেখার উপরের অংশের বিন্দুগুলিতে অবস্থিত সংমিশ্রণগুলির উপযোগ ডান দিকের রেখার উপরের অংশের বিন্দুগুলিতে অবস্থিত সংমিশ্রণগুলির উপযোগ অপেক্ষা কম, কিন্তু বাম দিকের রেখার নিচের অংশের বিন্দুগুলিতে অবস্থিত সংমিশ্রণগুলির উপযোগ, ডান দিকের রেখার নিচের অংশের বিন্দুগুলিতে অবস্থিত সংমিশ্রণগুলির উপযোগ অপেক্ষা বেশি হইবে। অর্থাৎ, বাম দিকের রেখার উপরের দিকের বিন্দুগুলিতে অবস্থিত সংমিশ্রণগুলির উপযোগ উহার নিচের দিকের বিন্দুগুলিতে অবস্থিত সংমিশ্রণগুলির উপযোগ অপেক্ষা কম, আবার ডান দিকের রেখার উপরের দিকের বিন্দুগুলিতে অবস্থিত সংমিশ্রণগুলির উপযোগ উহার নিজের নিচের দিকের বিন্দুগুলিতে অবস্থিত সংমিশ্রণগুলির উপযোগ অপেক্ষা বেশি হইবে। এই পরিস্থিতি কিন্তু অপক্ষপাত রেখার এবং অপক্ষপাত মানচিত্রের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং বিরোধী। সুতরাং সংজ্ঞা অনুযায়ী অপক্ষপাত রেখাগুলি কখনই পরস্পরকে স্পর্শ বা ছেদ করিতে পারে না।

ভোগকারীর উদ্বৃত্ত

CONSUMER'S SURPLUS

মার্শালীয় উপযোগ তত্ত্বে ভোগকারীর উদ্বৃত্ত উপযোগ[98] অথবা সংক্ষেপে ভোগকারীর উদ্বৃত্তের ধারণা একদা একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় ছিল। ইহা মার্শালীয় কল্যাণমূলক অর্থতত্ত্বের[99] বিশ্লেষণের একটি মূল ভিত্তি ছিল।

মার্শালের মতে, একটি পণ্য ক্রয়ের দ্বারা ভোগকারী উহা হইতে যে সন্তোষ[100] বা তৃপ্তি পায় তাহা উহার আর্থিক মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশি। একটি পণ্য ক্রয়ের জন্য ক্রেতা যে ব্যয় করে তাহা অপেক্ষা পণ্যটি হইতে সে সন্তোষ পায় অনেক বেশি। তাঁহার কথায়ঃ "কোন একটি জিনিস হইতে একেবারে বঞ্চিত হইবার পরিবর্তে বরং উহা পাইবার জন্য

98. Consumer's Surplus Utility.
99. Marshallian Economic Welfare Analysis. 100. Satisfaction.

ক্রেতা যে অতিরিক্ত দামটুকু দিতে রাজী থাকে সেটুকু প্রকৃতপক্ষে যে দাম দিয়া সে ঐ জিনিস ক্রয় করে তাহা অপেক্ষা যত বেশি, উহাই ঐ উদ্বৃত্ত তৃপ্তি বা সন্তোষের অর্থনীতিক পরিমাপক। ইহাকে ভোগকারীর উদ্বৃত্ত বলা যায়।"[১০১] পার্শ্বের সারণীতে ইহা দেখান হইয়াছে। কোন একটি পণ্যের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এককের জন্য ক্রেতা যথাক্রমে ৪ টাকা, ৩ টাকা ও ২ টাকা দিতে রাজী। বাজারে উহা প্রতি একক ২ টাকা দামে বিক্রয় হইতেছে। সুতরাং ক্রেতা ঐ ৩ একক পাইবার জন্য মোট ৯ টাকা দিতে রাজী ছিল। অর্থাৎ, ইহা তাহার চাহিদা দাম এবং ঐ ৩ একক হইতে সে যে মোট উপযোগ পাইবে বলিয়া মনে করিতেছে, এই ৯ টাকা উহার সমান। কিন্তু ৩টি একক কিনিতে সে প্রকৃতপক্ষে ব্যয় করিল ৬ টাকা (=৩ একক × দাম ২ টাকা)। সুতরাং সে অতিরিক্ত ৩ টাকার সমান উপযোগ লাভ করিল (=মোট উপযোগ ৯ টাকা–মোট প্রকৃত ব্যয় ৬ টাকা)। ইহার জন্য সে কোন দাম দেয় নাই। এই ৩ টাকাই সে যে পরিমাণ ভোগকারীর উদ্বৃত্ত লাভ করিয়াছে তাহার সমান বা পরিমাপ। অর্থাৎ ভোগকারীর উদ্বৃত্ত= মোট উপযোগ–মোট ব্যয় (ক্রয়ের একক× দাম)। ইহা একটি রেখাচিত্র দ্বারাও দেখান যায়। ৫·১০নং রেখাচিত্রে OY অক্ষরেখায় একটি পণ্যের দাম ও উপযোগ এবং OX অক্ষরেখায় পণ্যটির ক্রয়ের পরিমাণ নির্দেশ করা হইয়াছে। CD হইল চাহিদা রেখা, ইহা পণ্যটির ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগের রেখাও বটে। ইহা দিয়া দেখান হইয়াছে যে দাম কমিবার সহিত ক্রেতা পণ্যটি অধিক পরিমাণে কিনিতে রাজী, এবং কোন্ কোন্ দামে সে কি পরিমাণ পণ্য কিনিতে রাজী। বাজারে পণ্যটি OP দামে বিক্রয় হইতেছে। ক্রেতা যে পরিমাণেই ক্রয় করুক, OP দামে তাহা কিনিতে হইবে। এজন্য বাজার দাম রেখা PP_1 ভূমিতল রেখার সমান্তরাল। M বিন্দুতে চাহিদা রেখা CD দাম রেখা PP_1-কে ছেদ করিয়াছে। ইহার অর্থ, OQ পরিমাণে কিনিলে বাজার দাম OP পণ্যটির প্রান্তিক উপযোগ MQ এর সমান হইবে। সুতরাং ক্রেতা OP দামে MQ পরিমাণে পণ্যটি কিনিল। ইহাতে সে যে মোট উপযোগ পাইল তাহা COQM ক্ষেত্রের সমান। কিন্তু এজন্য সে যে মোট দাম দিল বা ব্যয় করিল তাহা POQM ক্ষেত্রের সমান। সুতরাং সে যে

পণ্যের একক	উপযোগ =চাহিদা দাম	বাজার দাম	ভোগকারীর উদ্বৃত্ত
১	৪ টাকা	–২ টাকা	=২ টাকা
২	৩ "	– "	=১ "
৩	২ "	– "	=০ "
মোট ক্রয় ৩ একক	মোট উপযোগ = ৯ টাকার সমান	–মোট দাম (২ টাকা ×৩ একক) =৬ টাকা	মোট উদ্বৃত্ত উপযোগ =৩ টাকার সমান

৫·১০ নং রেখাচিত্র
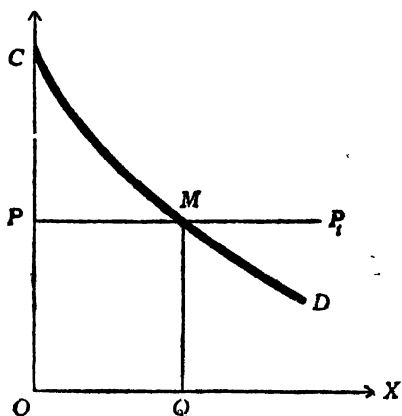
101. "The excess of price which a person would be willing to pay rather than go without the thing, over that which he actually does pay, is the economic measure of this surplus satisfaction. It may be called consumer's surplus."—Marshall.

ভোগকারীর উদ্বৃত্ত পাইল তাহা COQM ক্ষেত্র এবং POQM ক্ষেত্রের বিয়োগফল, CPM ক্ষেত্রের সমান।

অনুমিত শর্তাবলী[102]**:** যে সকল অনুমিত শর্তাবলীর উপর ভোগকারীর উদ্বৃত্তের ধারণাটি নির্ভরশীল, তাহা হইল: ১. উপযোগ মাপা যায়; ২. যে কোন পণ্যের উপযোগ শুধু উহার ক্রয়ের পরিমাণের উপরই নির্ভর করে, অন্য কোন কিছুর উপর নহে; ৩. ক্রেতার নিকট টাকা বা অর্থের প্রান্তিক উপযোগ অপরিবর্তিত থাকে; ৪. পণ্যটির কোন পরিবর্তক সামগ্রী নাই; এবং ৫. প্রত্যেক ক্রেতার উদ্বৃত্ত উপযোগ যোগ দিয়া বাজারের সকল ক্রেতার সর্বমোট ভোগোদ্বৃত্ত হিসাব করা সম্ভব।

তত্ত্বহিসাবে ইহার মূল্যবিচার[103]**:** ভোগোদ্বৃত্তের ধারণাটির বিরুদ্ধে এই বলিয়া সমালোচনা করা হইয়াছে যে: ১. উপযোগের পরিমাপ করা সম্ভব নহে।

২. পণ্যের উপযোগ শুধু উহার ক্রয়ের পরিমাণের উপরই নির্ভর করে না, অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর দামের উপর এবং অন্যান্য পণ্যের উপর ক্রেতার ব্যয়ের উপরও নির্ভর করে।

৩. টাকার প্রান্তিক উপযোগ অপরিবর্তিত থাকে না। উহা বেশি থাকিলে উহার প্রান্তিক উপযোগ কম এবং কম থাকিলে (অর্থাৎ উহা বেশি ব্যয় করিয়া ফেলিলে) উহার প্রান্তিক উপযোগ বেশি হয়।

৪. পরিবর্তক নাই এরূপ সামগ্রী বিরল (অবশ্য এই অসুবিধা দূর করার জন্য মার্শাল উহার সকল বিকল্প বা পরিবর্তক দ্রব্য সমেত একটি পণ্যকে—একটি গোটা পণ্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন)।

৫. বাজারের অসংখ্য বিভিন্ন ক্রেতার পছন্দ অপছন্দ, অভ্যাস, রুচি ইত্যাদি বহু বিভিন্ন প্রকারের। এজন্য প্রতি ক্রেতার ভোগোদ্বৃত্ত যোগ দিয়া বাজারের সকল ক্রেতার সর্বমোট ভোগোদ্বৃত্ত পাওয়া যাইতে পারে না।

এই সকল ত্রুটির দরুন ভোগকারীর উদ্বৃত্তের ধারণাটির তত্ত্বগত মূল্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

ভোগোদ্বৃত্ত সম্পর্কে হিক্সের ব্যাখ্যা[104]**:** টাকার প্রান্তিক উপযোগ অপরিবর্তিত থাকে এবং উপযোগ পরিমেয়, এই দুইটি অবাস্তব শর্ত কল্পনা না করিয়া অপক্ষপাত রেখার ধারণার সাহায্যে হিক্স্ ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাপ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পণ্যের দাম কমিবার দরুন ক্রেতার আর্থিক আয় বৃদ্ধিরূপে ভোগোদ্বৃত্তকে গণ্য করা চলে।

ধরা যাক, ভাল কলম কিনিবার জন্য তুমি ২৫ টাকা লইয়া কোনও কলমের দোকানে গিয়াছ। তুমি একটি ভাল পছন্দসই কলমের জন্য ২৫ টাকা পর্যন্ত খরচ করিতে রাজী। দোকানে গিয়া ভাল কলমগুলির মধ্যে যেটি তোমার পছন্দ হইল উহার দাম পড়িল ২২ টাকা। তুমি ঐ কলমটিই কিনিলে। অতএব তোমার কাছে ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাণ হইল ৩ টাকা। অর্থাৎ হিক্সের মতে, কোনও দ্রব্য কিনিবার জন্য ক্রেতা যে পরিমাণ অর্থ খরচ করিতে প্রস্তুত থাকে (এখানে ২৫ টাকা) এবং প্রকৃতপক্ষে যে পরিমাণ অর্থ খরচ করিয়া সে উহা কেনে (এখানে ২২ টাকা), এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্যটুকুই হইল (এখানে ২৫ টাকা—২২ টাকা=৩ টাকা) তাহার নিকট ক্রেতার ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাণ। অর্থাৎ বলা যায় যে, কোনও একটি দ্রব্য কিনিবার জন্য আমরা যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে রাজী থাকি, উহার তুলনায় কম পরিমাণ অর্থব্যয়ে তাহা কিনিতে পারিলে, আমাদের যে পরিমাণ অর্থব্যয় বাঁচিয়া যায়, তাহাই সে ক্ষেত্রে আমাদের কাছে ক্রেতার ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাণ বলিয়া গণ্য করিতে পারি। ইহা আমাদের আয় বৃদ্ধির সামিল।

102. Assumptions. 103. Theoretical validity. 104. Hicks' explanation.

ভোগকারীর উদ্বৃত্তের ধারণাটির ব্যবহারিক গুরুত্ব[105] :

অবাস্তব শর্তাবলীর উপর রচিত ভোগকারীর উদ্বৃত্তের ধারণাটি সমকালীন অর্থবিজ্ঞানীরা অনেকেই বর্জনের পক্ষপাতী (রবার্টসনের ন্যায় কেহ কেহ বাদে)। কিন্তু ইহার তত্ত্বগত মূল্য ক্ষুণ্ণ হইলেও ব্যবহারিক গুরুত্বও একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে, একথা বলা যায় না।

১. পণ্যের দাম যে সর্বদা উহা হইতে প্রাপ্ত সন্তোষ, তৃপ্তি বা উপযোগের সমান হয় না, উহার ব্যবহারিক মূল্য[106] যে উহার আর্থিক বিনিময় মূল্য[107] অপেক্ষা অনেক স্থলেই বেশি হয়, ব্যবহারিক মূল্য ও বিনিময় মূল্যের এই পার্থক্যের দিকে ভোগোদ্বৃত্তের ধারণাটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

২. একচেটিয়া কারবারীর কাছেও ইহা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। যদিও একচেটিয়া বিক্রেতা সর্বাধিক মুনাফা উপার্জনের জন্য সর্বাধিক সম্ভবরূপে দাম চড়াইতে পারে, তাহা হইলেও সে তাহা করে না। কারণ উহার ফলে ভোগকারীর কোন উদ্বৃত্ত অবশিষ্ট থাকিবে না। ফলে তাহাদের বিক্ষোভ দেখা দিবে। এই কারণে ক্রেতাদের খানিক খুশি রাখিবার জন্য যে দাম যতটা বাড়াইতে পারে ততটা বাড়ায় না। ইহাতে ভোগকারিগণের কিছুটা ভোগোদ্বৃত্ত অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং দাম নির্ধারণের সময় একচেটিয়া কারবারীকে ভোগোদ্বৃত্তের খানিকটা আন্দাজ করিতে হয়।

৩. বিভিন্ন দেশের অধিবাসিগণ একই সময়ে অথবা বিভিন্ন সময়ে একই দেশের মানুষ কতটা পরিমাণে ভোগোদ্বৃত্ত ভোগ করে তাহার তুলনা দ্বারা বিভিন্ন দেশের অধিবাসিগণের বা বিভিন্ন সময়ে একই দেশের মানুষের প্রকৃত আয় ও জীবনযাত্রার মানের তুলনা করা যায়।

৪. সরকারের আয়-ব্যয় ব্যবস্থাতেও ভোগোদ্বৃত্তের ধারণাটি প্রয়োজনীয় :
ক. কর ধার্যের সময় ইহার বিবেচনা খুবই প্রাসঙ্গিক। পণ্যের উপর কর ধার্য করিলে উহার দাম বাড়ে। ফলে একদিকে সরকারের আয় বাড়ে, অপরদিকে ভোগকারিগণের ভোগোদ্বৃত্ত কমে। যে কর ধার্যের ফলে সরকারের যতটা আয় বাড়ে, ভোগকারিগণের ভোগোদ্বৃত্ত ততটা হ্রাস পায় না, তাহাই উত্তম কর বলিয়া গণ্য করা হয়।

খ. বেশি খরচে উৎপাদিত পণ্য যাহাতে ক্রেতারা কম দামে কিনিতে পারে সে উদ্দেশ্যে সরকার অনেক সময় উহা কম দামে বিক্রয়ের নির্দেশ দেয় ও উৎপাদকগণের ঘাটতি বা লোকসান পূরণ করিতে অর্থ সাহায্য করে। ইহাকে রাজবৃত্তি[108] বা ভরতুকি[109] বলে। এই ব্যবস্থায় একদিকে ভোগকারিগণের ভোগোদ্বৃত্ত লাভ হয়, অন্যদিকে রাজ কোষের ক্ষতি বা ব্যয় হয়। যদি কোন নির্দিষ্ট রাজবৃত্তি বা ভরতুকির ফলে রাজ-কোষের ব্যয়ের তুলনায় ভোগকারিগণ অধিক পরিমাণে ভোগোদ্বৃত্ত লাভ করে, তবে তাহা বাঞ্ছনীয় বলিয়া গণ্য করা হয়।

---

105. Practical Utility or importance of the concept.
106. Value-in-use. 107. Value-in-exchange. 108. Bounty.
109. Subsidy.

৬

চাহিদা রেখা
DEMAND CURVE

[আলোচিত বিষয় : 'চাহিদা' শব্দটির অর্থ—চাহিদার সংজ্ঞা—চাহিদা তালিকা ও চাহিদা রেখা-সমূহ—ব্যক্তিগত চাহিদা তালিকা ও চাহিদা রেখা—বাজার চাহিদা তালিকা ও চাহিদা রেখা—চাহিদা রেখা আঁকিবার অসুবিধা—বাজার চাহিদা তালিকা যে সকল অনুমিত শর্তের উপর নির্ভর-শীল—চাহিদার বিধি—চাহিদা রেখার ঋণাত্মক ঢালের কারণ কি—চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম—চাহিদার নির্ধারকসমূহ—চাহিদার পরিবর্তন।]

'চাহিদা' শব্দটির অর্থ
MEANING OF DEMAND

অভাব তৃপ্তিই ভোগকারিগণের লক্ষ্য, ইহার জন্যই তাহারা বিবিধ প্রকারের দ্রব্য-সামগ্রী ও সেবাকর্ম চায় এবং তাহাদের এই চাহিদা পূরণের জন্য উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি অবিরাম বহু বিচিত্র দ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন করিয়া চলিয়াছে। মিশ্র ধনতন্ত্রী অর্থ-নীতিক ব্যবস্থাতে এই ভাবেই ভোগকারিগণের চাহিদা দ্বারা কি উৎপন্ন হইবে, কতটা পরিমাণে উৎপন্ন হইবে এবং কখন উৎপন্ন হইবে সে সকল স্থির হইতেছে।

একটি নির্দিষ্ট সময়ে, একটি নির্দিষ্ট বাজারে, দাম অনুসারে (অর্থাৎ বিভিন্ন দামে), অথবা তাহাদের নিজেদের আয় অনুসারে (অর্থাৎ আয়ের বিভিন্ন মাত্রা অনুসারে), অথবা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পণ্যের[1] (অর্থাৎ বিকল্প বা পরিবর্তক সামগ্রী ও সহায়ক সামগ্রী) দাম অনুসারে ভোগকারীরা বিভিন্ন পণ্য যে যে পরিমাণে কিনিতে ইচ্ছুক, অর্থবিদ্যায় চাহিদা বলিতে তাহাই বুঝায়। ইহাই 'চাহিদা' শব্দটির সাধারণ অর্থ। অর্থাৎ, যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে, যে কোন পণ্যের চাহিদা, উহার নিজের দাম, উহার ক্রেতাদের আয় ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পণ্যের দামের উপর নির্ভর করে। সুতরাং চাহিদা তিন প্রকারের—দাম চাহিদা[2], আয়-চাহিদা[3] এবং সংশ্লিষ্ট বা পারস্পরিক চাহিদা[4]।

চাহিদার সংজ্ঞা
DEFINITION OF DEMAND

এই তিন প্রকারের চাহিদার মধ্যে অন্য দুটির তুলনায় মানুষের দৈনন্দিন জীবনে দাম-চাহিদার প্রাধান্যই সর্বাপেক্ষা বেশি বলিয়া ইহা লইয়া অর্থবিজ্ঞানিগণের ভাবনা-চিন্তাও বেশি। ইহার ফলে, অর্থবিদ্যায় দাম-চাহিদার আলোচনা এত বেশি যে, ইহাতে **চাহিদা বলিতে দাম-চাহিদাই বুঝান হয়।** [আমরাও চাহিদা বলিতে এখন হইতে দাম-চাহিদাই বুঝাইব।] এই অর্থে **চাহিদা বলিতে যে কোন একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে, যে কোন একজন ভোগকারী (অথবা ভোগকারীরা) যে কোন একটি নির্দিষ্ট পণ্য, উহার সম্ভাব্য যাবতীয় দামে, কি কি বিভিন্ন পরিমাণে কিনিতে প্রস্তুত তাহাই বুঝায়।**[5] ইহাই চাহিদার

1. Related goods. 2. Price-demand. 3. Income-demand.
4. Cross-demand.
5 *"Individual consumer demand is defined as the quantities of a given commodity which a consumer will buy at all possible prices at a given moment of time."*

(অর্থাৎ দাম-চাহিদার) সংজ্ঞা। ইহাতে তিনটি বিষয় লক্ষণীয়ঃ ক. চাহিদা বলিতে, **নির্দিষ্ট সময়ে পণ্যটির চাহিদা বুঝায়**; খ. চাহিদা বলিতে **নির্দিষ্ট দামে** নির্দিষ্ট পরিমাণের চাহিদা বুঝায় এবং দাম অনুযায়ী চাহিদার পরিমাণের তারতম্য বুঝায়; এবং গ. চাহিদা বলিতে শুধু পণ্যটি পাইবার জন্য মনের ইচ্ছা নহে, **চাহিদাকারী** সেজন্য **আর্থিক আয় ব্যয় করিয়া কিনিতেও প্রস্তুত, ইহা বুঝায়।** [তাহা ছাড়া, **এখানে কল্পনা করা হইয়াছে যে, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত আছে,** অর্থাৎ ক্রেতার আয়, সংশ্লিষ্ট পণ্যগুলির দাম, তাহার অভ্যাস ও রুচি ইত্যাদিতে কোন পরিবর্তন নাই।]

চাহিদা-তালিকা ও চাহিদা রেখাসমূহ
DEMAND SCHEDULES AND DEMAND CURVES

ব্যক্তিগত চাহিদা তালিকা[6]: চাহিদার সংজ্ঞা অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে দুইজন ভোগকারী বিভিন্ন দামে কোন একটি পণ্য (X) কি কি পরিমাণে কিনিতে প্রস্তুত তাহার একটি কাল্পনিক, অথচ বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্মত তথ্যাদি পাশের সারণীতে সাজান হইয়াছে। ৪ টাকা দামে প্রথম ও দ্বিতীয় ভোগকারী বা ক্রেতা উভয়েই ১০ একক করিয়া, ৩ টাকা দামে প্রথম ক্রেতা ২০ একক ও দ্বিতীয় ক্রেতা ৩০ একক, ২ টাকা দামে প্রথম ক্রেতা ৩০ একক ও দ্বিতীয় ক্রেতা ৫০ একক এবং ১ টাকা দামে প্রথম ক্রেতা ৪০ একক ও দ্বিতীয় ক্রেতা ৮০ একক কিনিতে প্রস্তুত। বিভিন্ন দামে ইহারা তাহাদের পৃথক পৃথক চাহিদা তালিকা।

৬·১নং সারণী

পণ্যের দাম (Y)	পণ্যের ব্যক্তিগত চাহিদা তালিকা (X)		পণ্যের মোট বাজার চাহিদা তালিকা (X)
	১ম ক্রেতা	২য় ক্রেতা	
৪ টাকা	১০ একক (A)	১০ একক (E)	২০ (Q)
৩ "	২০ একক (B)	৩০ একক (F)	৫০ (R)
২ "	৩০ একক (C)	৫০ একক (G)	৮০ (S)
১ "	৪০ একক (D)	৮০ একক (H)	১২০ (T)

এই **ব্যক্তিগত চাহিদা তালিকা হইতে** আরও স্পষ্ট করিয়া **বুঝা যাইতেছে যে, চাহিদা বলিতে প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি সম্ভাব্য দাম অনুযায়ী কতকগুলি সম্ভাব্য চাহিদার পরিমাণসূচক একটি তালিকা[7] বুঝায়।**

৬·১ নং রেখাচিত্র

ব্যক্তিগত চাহিদা রেখাঃ ব্যক্তিগত চাহিদা-তালিকায় আমরা কোন একজন ভোগকারী (ব্যক্তি বা পারিবার) একটি নির্দিষ্ট সময়ে, বিভিন্ন দামে কোন একটি পণ্য কি কি পরিমাণে কিনিতে চায় সে সম্পর্কে যে তথ্যাদি পাই তাহার একটি চিত্র বা ছবিও আঁকা যায়। ৬·১নং ও ৬·২নং রেখাচিত্র দিয়া ৬·১নং সারণীর তথ্যগুলিই উপস্থিত করা হইয়াছে। ৬·১ নং সারণীতে প্রথম ক্রেতা ৪ টাকা, ৩ টাকা, ২ টাকা ও ১ টাকা দামে যথাক্রমে ১০ একক (A), ২০ একক (B), ৩০ একক (C) ও ৪০ একক (D) কিনিতে রাজী দেখা

6. Individual Demand Schedules.
7. 'a list or schedule of price-quantity combinations.'

যাইতেছে। ৬·১নং রেখাচিত্রে A, B, C ও D বিন্দু তাহাই নির্দেশ করিতেছে। ইহাতে Y অক্ষরেখায় দাম ও X অক্ষরেখায় X পণ্যের চাহিদার পরিমাণ দেখান হইয়াছে। A, B, C ও D বিন্দুগুলি পরস্পর যুক্ত করিলে ABCD রেখা পাওয়া গেল, ইহাই প্রথম ক্রেতার নিকট X পণ্যের **চাহিদা রেখা। আসলে** ইহা **বিভিন্ন দামে X পণ্যটির জন্য ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা তালিকার চিত্ররূপ।** ABCD রেখার A, B, C, D বিন্দুগুলি কোন্ দামে ক্রেতা কি পরিমাণে X পণ্য কিনিতে চায় তাহাই নির্দেশ করিতেছে। অনুরূপ-ভাবে ৬·২নং রেখাচিত্রে পণ্যটির জন্য দ্বিতীয় ক্রেতার চাহিদা তালিকার চিত্ররূপ EFGH চাহিদা রেখা দেখান হইয়াছে। ABCD ও EFGH এই দুইটি চাহিদা রেখা হইতেছে দুইজন ভোগকারীর দুইটি **ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা**[8]।

বাজার চাহিদা তালিকা[9]: বাজারে ভোগকারী বা ক্রেতার সংখ্যা মাত্র দুইজন আছে বলিয়া যদি আমরা কল্পনা করিয়া লই, তাহা হইলে X পণ্যের বাজারে পণ্যটির মোট চাহিদা জানিতে হইলে বিভিন্ন দামে প্রথম ও দ্বিতীয় ক্রেতা যে সকল পরিমাণে উহা

৬·৩ নং রেখাচিত্র
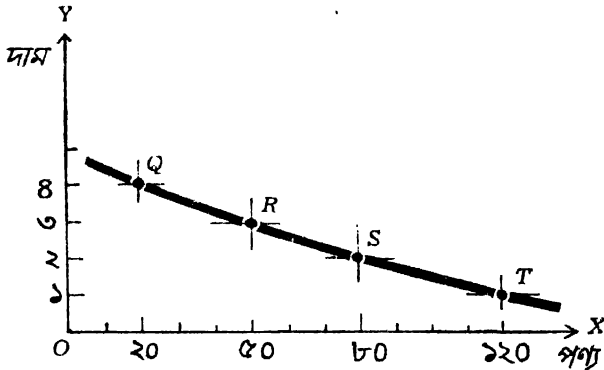
কিনিতে প্রস্তুত তাহা যোগ দিতে হইবে। ৬·১নং সারণীর শেষ কলমে বিভিন্ন দামে X পণ্যটির মোট চাহিদা দেখান হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যায় যে, ৪ টাকা দামে চাহিদার মোট পরিমাণ ২০ একক (Q), ৩ টাকা দামে ৫০ একক (R), ২ টাকা দামে ৮০ একক (S) ও ১ টাকা দামে ১২০ একক (T)। ইহারা ঐ সকল বিভিন্ন দামে ক্রেতাদের ব্যক্তিগত চাহিদা তালিকার সমষ্টি। ইহাই বাজার চাহিদা তালিকা। সুতরাং কোন নির্দিষ্ট সময়ে, কোন পণ্যের বাজারে, বিভিন্ন সম্ভাব্য দামে ভোগকারীরা সকলে মিলিয়া উহা যে সকল পরিমাণে কিনিতে চায়, তাহাই বাজার চাহিদা তালিকা। ৬·৩ নং রেখাচিত্রে ৬·১ নং সারণীতে বাজার চাহিদা তালিকার কলমে যে সকল তথ্য দেওয়া

8. Individual Demand Curve. 9. Market Demand Schedule.

হইয়াছে তাহার চিত্র উপস্থিত করা হইয়াছে। [এই চিত্রে, প্রথম ও দ্বিতীয় ক্রেতার ৪ টাকা দামে ১০ ও ১০ একক চাহিদার পরিমাণ যোগ দিয়া ২০ একক চাহিদা নির্দেশক Q বিন্দু (=A+E), ৩ টাকা দামে ২০+৩০=৫০ একক নির্দেশক R বিন্দু (=B+F), ২ টাকা দামে ৩০+৫০ একক নির্দেশক S বিন্দু (=C+G) এবং ১ টাকা দামে ৪০+৮০=১২০ একক নির্দেশক T বিন্দু (=D+H) গুলি বসান হইয়াছে।] বাজারে X পণ্যটির মোট চাহিদা ৪ টাকা দামে ২০ একক (Q), ৩ টাকা দামে ৫০ একক (R), ২ টাকা দামে ৮০ একক (S) ও ১ টাকা দামে ১২০ একক (T)। QRST বিন্দুগুলির মধ্য দিয়া একটি রেখা টানিয়া উহাদের যুক্ত করিলে X পণ্যটির মোট বাজার চাহিদা রেখা, QRST পাওয়া গেল। সুতরাং **বাজার চাহিদা রেখা আসলে যে কোন পণ্যের বাজার চাহিদা তালিকার চিত্ররূপ ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহা সকল ক্রেতাদের ব্যক্তিগত চাহিদা তালিকা বা ব্যক্তিগত চাহিদা রেখাগুলির সমষ্টি মাত্র।** ইহাকে **শিল্প চাহিদা রেখা**[১০]ও বলা যায় (অর্থাৎ একটি শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের জন্য বাজারে ক্রেতাদের যাবতীয় ব্যক্তিগত চাহিদা রেখার সমষ্টি)।

চাহিদা রেখার (ব্যক্তিগত চাহিদা রেখাই হোক অথবা বাজার চাহিদা রেখাই হোক) **প্রতিটি বিন্দু একটি স্বতন্ত্র নির্দিষ্ট দামে একটি স্বতন্ত্র নির্দিষ্ট পরিমাণের চাহিদা নির্দেশ করে।** বিভিন্ন দামে পণ্যের চাহিদা যে বিভিন্ন হয়, ইহা তাহারই ইঙ্গিত দেয়। পণ্যের চাহিদা যে উহার দামের উপর নির্ভর করে, চাহিদা যে দামেরই প্রতিক্রিয়া[১১] বা ক্রিয়াগত ফল, চাহিদা রেখা তাহাই দেখায়। অর্থাৎ, **চাহিদা রেখা পণ্যের দামের সহিত পণ্যের চাহিদার ক্রিয়াগত সম্পর্ক[১২] নির্দেশ করে।** গাণিতিক সমীকরণের আকারেও চাহিদা রেখা বা দাম ও চাহিদার এই ক্রিয়াগত সম্পর্ক প্রকাশ করা যায়ঃ

$$D=f(P)$$ [১৩]

অথবা, $D=D(P)$.

বাজার চাহিদা রেখা যে সকল অনুমিত শর্তের উপর নির্ভরশীল[১৪]ঃ (১) অন্যান্য সকল পণ্যের দাম অপরিবর্তিত আছে; (২) ভোগকারিগণের সকলের আর্থিক আয় অপরিবর্তিত আছে; (৩) তাহাদের রুচি পছন্দ অভ্যাসে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই; (৪) বাজারে ক্রেতাগণের সংখ্যায় কোন পরিবর্তন ঘটে নাই—এই সকল অনুমিত শর্তের উপর নির্ভর করিয়া বাজার চাহিদা তালিকা প্রস্তুত কিংবা বাজার চাহিদা রেখা আঁকা হয়।

চাহিদার বিধি
LAW OF DEMAND

ব্যক্তিগত চাহিদা রেখাই হোক আর বাজার চাহিদা রেখাই হোক, তাহা হইতে দ্রব্য-সামগ্রী ও সেবাকর্মাদি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভোগকারীদের মধ্যে যে সাধারণ প্রবণতা দেখা যায় তাহা হইতেছে এই যে, পণ্যের দাম বাড়িলে ক্রেতাদের ক্রয়ের পরিমাণ বা চাহিদার পরিমাণ[১৫] কমে ও দাম কমিলে ক্রয়ের পরিমাণ বা চাহিদার পরিমাণ বাড়ে। ৬·৩ নং রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে, OP দামে চাহিদার পরিমাণ PM (অথবা OQ) এবং দাম কমিয়া OP_1 হইলে চাহিদার পরিমাণ বাড়িয়া P_1M_1 (অথবা OQ_1) হইয়াছে। M ও M_1 বিন্দু দুইটি একটি রেখা দিয়া সংযুক্ত করিলে চাহিদা রেখা DD_1 পাওয়া গেল। ইহা বামে উপর হইতে দক্ষিণে ক্রমশ নিচে নামিতেছে। সুতরাং ইহার ঢাল ঋণাত্মক[১৬]। অর্থাৎ যে **কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে, পণ্যের দাম কমিলে উহার চাহিদার পরিমাণ বাড়ে**

10. Industry Demand Curve.
11. Demand is a function of price.
12. Functional relationship.
13. Demand is the function of price.
14. Parametric constants or Assumptions behind the market demand schedule or curve.
15. 'Quantity bought or demanded'.
16. Negative slope.

এবং দাম বাড়িলে উহার চাহিদার পরিমাণ কমে। ইহাই চাহিদার বিধি। সুতরাং চাহিদার বিধি পণ্যের দাম ও উহার চাহিদার পরিমাণের মধ্যে একটি ক্রিয়াগত সম্পর্ক[17] নির্দেশ করিতেছে। ইহা এই কথাই বলে যে, দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণ বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হয়। তবে **দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণের যে বিপরীত পরিবর্তন ঘটে, তাহা দামের আনুপাতিক কিনা, চাহিদার নিয়মে সে কথার উল্লেখ নাই।** চাহিদার নিয়ম শুধু এই কথাই বলে যে, দাম যে দিকে পরিবর্তিত হইবে, চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন উহার বিপরীত দিকে ঘটিবে। বাস্তবে প্রায় সকল পণ্যের চাহিদার ক্ষেত্রেই চাহিদার এই বিধিটি সত্য।
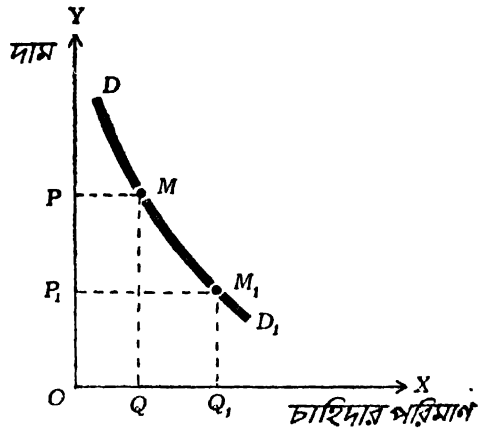
এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে যে, **দাম কমিলে যে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে** (অর্থাৎ ক্রেতারা পণ্যটি অধিক পরিমাণে কিনিতে চায়) **এবং দাম বাড়িলে যে চাহিদার পরিমাণ কমে** (অর্থাৎ ক্রেতারা পণ্যটি কম পরিমাণে কিনিতে চায়)—ইহা হইতেছে **চাহিদার সম্প্রসারণ[18] ও সংকোচন[19]।** ইহার **অর্থ** হইতেছে ক্রেতা বা চাহিদাকারী কিংবা **ভোগকারীরা একই চাহিদা রেখার উপর অবস্থান করিতেছে। দাম কমিলে তাহারা ঐ** একই চাহিদা রেখার **নিচের দিকে নামিতেছে** (অর্থাৎ **বেশি পরিমাণে কিনিতে** চাহিতেছে - M বিন্দু) **এবং** দাম **বাড়িলে তাহারা ঐ চাহিদা রেখারই উপরের দিকে উঠিতেছে** (অর্থাৎ **কম পরিমাণে** কিনিতে চাহিতেছে—M_1 বিন্দু)।

চাহিদার বিধির অনুমিত শর্তাবলী: চাহিদার বিধিটি 'অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে'—এই অনুমিত অবস্থার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ ইহার দ্বারা একথাই বুঝান হইতেছে,—(১) যদি চাহিদাকারিগণের আর্থিক আয়, (২) তাহাদের রুচিপছন্দ অভ্যাস, স্বভাব, (৩) অন্যান্য যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম, (৪) ক্রেতার সংখ্যা—ইত্যাদি পরিবর্তিত না হয়, তবেই চাহিদার বিধিটি সত্যে পরিণত হইবে।

চাহিদা রেখার ঋণাত্মক ঢালের কারণ কি?[20]: চাহিদা রেখার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা বামে উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে দক্ষিণে দক্ষিণ-পূর্ব কোণের দিকে নামিতে থাকে। চাহিদা রেখার এই ঢাল ঋণাত্মক ঢাল। ইহার কারণ কি? অথবা, সহজ কথায়, দাম বেশি হইলে চাহিদার সংকোচন ঘটে (চাহিদাকারীরা পণ্যটি কম পরিমাণে কিনিতে চায়) ও দাম কমিলে চাহিদার সম্প্রসারণ ঘটে (চাহিদাকারীরা উহা বেশি পরিমাণে কিনিতে চায়), অথবা বেশি দামে চাহিদা কমে ও কম দামে চাহিদা বাড়ে,—ইহার কারণ কি?

সংক্ষেপে ইহার কারণগুলি উল্লেখ করা হইতেছে (যেহেতু, ৫নং অধ্যায়ে ভোগকারীর

17. Functional relation. [D=f(P).] 18. Extension of Demand.
19. Contraction of Demand.
20. Why the demand curve has a negative slope, or why does it slope downwards to the right?

আচরণ তত্ত্বে বিস্তারিতভাবে ইহা আলোচনা করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে ঐ অধ্যায়ের 'চাহিদা রেখার উদ্ভব'—অংশের আলোচনা বিশেষ দ্রষ্টব্য)।

১. প্রান্তিক উপযোগের ক্ষীয়মাণতা[21]**ঃ** অন্যান্য পণ্যের ভোগ অপরিবর্তিত রাখিয়া, ভোগকারী কোন একটি পণ্য যতই বেশি পরিমাণে ভোগ করিতে থাকে ততই তাহার নিকট উহার প্রান্তিক উপযোগ কমিতে থাকে। ভোগকারীর লক্ষ্য পণ্যের ভোগ বা ক্রয় হইতে সর্বাধিক উপযোগ লাভ। দাম এবং প্রান্তিক উপযোগ যখন পরস্পরের সমানুপাতিক হয় তখনই সে সর্বাধিক উপযোগ লাভ করে। সুতরাং দাম অনুসারে যে পরিমাণে পণ্যটি কিনিলে তাহা ঘটিবে[22] সে ততটা পরিমাণেই উহা ক্রয় করে। দাম বেশি হইলে অল্প পরিমাণ কিনিলেই, দাম ও প্রান্তিক উপযোগ সমানুপাতিক হইয়া পড়ে। সুতরাং বেশি দামে ক্রেতারা কম পরিমাণে কিনিতে চায়। আর দাম কমিলে, অনেক বেশি পরিমাণ কিনিলে তবেই দাম ও প্রান্তিক উপযোগ সমানুপাতিক হয়। তাই দাম কমিলে চাহিদাকারীদের কাছে পণ্যটির চাহিদা সম্প্রসারিত হয়।

২. আয় প্রভাব[23]**ঃ** পণ্যের দাম কমিলে, উহা যতটা কমে, ভোগকারী বা চাহিদাকারী অর্থাৎ ক্রেতার **প্রকৃত আয়** ততটুকু পরিমাণে বাড়ে। অর্থাৎ, সে দেখিতে পায় যে, বর্তমান কম দামে, সে আগের পরিমাণে পণ্যটি কিনিবার পরও তাহার আর্থিক আয়ের খানিকটা তাহার পকেটে রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং উহা দিয়া সে ঐ পণ্যটি আরও খানিক পরিমাণে কিনিতে পারে। এজন্যই দাম কমিলে চাহিদার সম্প্রসারণ ঘটে। দাম বাড়িলে, দাম যতটুকু বাড়ে তাহা তাহার প্রকৃত আয় হ্রাসের সামিল। অল্প পরিমাণে পণ্যটি কিনিলেই তাহার ক্রয়শক্তি ফুরাইয়া যায়। সুতরাং দাম বাড়িলে চাহিদার সংকোচন ঘটে।

৩. পরিবর্তক প্রভাব[24]**ঃ** পণ্যটির দাম কমিলে (অন্যান্য পণ্যের দাম অপরিবর্তিত থাকিলে) অন্যান্য পণ্যের দামের তুলনায় উহা সস্তা হয় এবং উহার তুলনায় অন্যান্য পণ্যের দাম চড়া হয়। এই অবস্থায়, স্বভাবতঃই, ক্রেতারা চড়া দামের পণ্যটির ক্রয় কমাইয়া উহার স্থলে (অর্থাৎ পরিবর্তে) সস্তা পণ্যটি অধিক পরিমাণে ব্যবহার করে। ইহার দরুনও সস্তা পণ্যটির চাহিদা সম্প্রসারিত হয়। আর পণ্যটির দাম বাড়িলে, অন্যান্য পণ্যের দামের তুলনায় উহা চড়া হয়। তখন ক্রেতারা ঐ চড়া দামের পণ্যটির বদলে অন্যান্য সস্তা দামের পণ্য বেশি করিয়া ভোগ করে। ইহার ফলে তখন পণ্যটির চাহিদা সংকুচিত হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগের ক্রিয়া, আয় প্রভাব ও পরিবর্তক প্রভাব হইতে বিচ্ছিন্ন, সম্পর্কহীন নহে। ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগের ক্রিয়া আয় প্রভাব ও পরিবর্তক প্রভাবের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং উহাদের উপরই আলোকপাত করে। সাধারণত উহারা তিনে মিলিয়া একই মোট ফল দেয়—যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে, কোন একটি পণ্যের চাহিদা, কম দামে সম্প্রসারিত হয় ও বেশি দামে সংকুচিত হয়; চাহিদা রেখার ঢাল ঋণাত্মক হয়, নিম্নমুখী হয়।

চাহিদার বিধির ব্যতিক্রম[25]**ঃ** নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে চাহিদার নিয়মটি খাটে না।

১. বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ ভোগের পণ্য[26]**ঃ** মণিমুক্তা প্রভৃতি ব্যয়সাধ্য অনেক পণ্য আছে, যাহাদের দাম বেশি না হইলে বেশি পরিমাণে উহা বিক্রয় হয় না। কারণ এই প্রকার পণ্য যাহারা ক্রয় করে, তাহারা দামী জিনিস কিনিয়াছে বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে ও অপরকে উহা দেখাইয়া গর্ব অনুভব করে। একই জিনিস কম দামে বিক্রয় হইলে তাহা ইহারা কেনে না। কারণ তাহাতে উহা ক্রয়ের দ্বারা তাহাদের অহমিকা তৃপ্ত হইবে না।

২. যে সব ক্রেতাদের পণ্যের গুণাগুণ যাচাই করার ক্ষমতা নাই ঃ এই প্রকার ক্রেতারা

---

21. Diminishing marginal utility. 22. See Ch. 5.
23. Income Effect. 24. Substitution Effect.
25. Exceptions to the Law of Demand.
26. Goods of Conspicuous Consumption or "snob appeal."

পণ্যের গুণাগুণ যাচাইয়ে অক্ষম হইয়া উহার দামকেই গুণাগুণের নির্দেশক বলিয়া গণ্য করে। ফলে দাম বেশি হইলে পণ্যটি ক্রয় করে এবং দামা কমিলে উহার ক্রয় কমাইয়া দেয়।

৩. **দাম আরও বাড়িবার আশংকা থাকিলেঃ** যে ক্ষেত্রে পণ্যটির দাম ইতোমধ্যেই বাড়িয়াছে, কিন্তু দাম আরও বাড়িবার আশংকা আছে, সে সকল ক্ষেত্রে, দাম বাড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও, উহার চাহিদা সম্প্রসারিত হইতে পারে।

৪. **'গিফেন' প্রতিক্রিয়া[27]—নিকৃষ্ট দ্রব্য[28]ঃ** জীবন ধারণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় আহার্য দ্রব্যাদি (বিশেষত অতি দরিদ্র শ্রেণীর ব্যক্তিদের পক্ষে) যথা, মোটা চাল, গম, আলু ইত্যাদির ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে, প্রধান আহার্য দ্রব্যটির দাম বাড়িলে, ভোগকারীরা বাধ্য হইয়া অন্যান্য সামান্য উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদির (যথা, মাছ) তাহারা ইতিপূর্বে যতটুকু ভোগ করিতেছিল, ব্যয়ের সংকুলান না হওয়ায়, এখন তাহারা ঐ সকল পণ্যের কেনাকাটা বন্ধ করিয়া তাহাদের আর্থিক আয়ের সবটুকু (মাছের উপর তাহারা যাহা ব্যয় করিত উহা সমেত) দিয়া চড়া দামের দ্রব্যটুকু বেশি পরিমাণে কিনিতেছে। এই জাতীয় দ্রব্যকে (এইরূপ অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের প্রথম উল্লেখকারী গিফেন-এর নাম অনুসারে) 'গিফেন দ্রব্য' বলে এবং দামের এই অসাধারণ প্রতিক্রিয়াকে 'গিফেন' প্রতিক্রিয়া বলে।
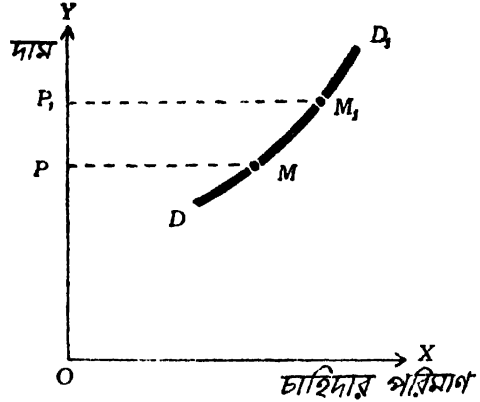
৬·৫ নং রেখাচিত্র

এই সকল ক্ষেত্রে চাহিদা রেখার ঢাল ঋণাত্মক না হইয়া ধনাত্মক[29] হয়। অর্থাৎ উহা বাম দিকে, নিচে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে দক্ষিণে উত্তর পূর্ব কোণের দিকে উঠিতে থাকে। কারণ ইহাদের ক্ষেত্রে দাম বাড়িবার ফলে, চাহিদা সম্প্রসারিত হয় এবং দাম কমিবার ফলে চাহিদা সংকুচিত হয়। ৬·৫নং রেখাচিত্রে চাহিদা বিধির ব্যতিক্রমমূলক এই অস্বাভাবিক চাহিদা রেখা (DD_1) দেখান হইয়াছে। কম দামে (OP) চাহিদার পরিমাণ কম (PM) ছিল, বেশি দামে (OP_1) চাহিদার পরিমাণ বেশি (P_1M_1) হইয়াছে।

চাহিদার (রেখার) নির্ধারকসমূহ: চাহিদার পরিবর্তনের কারণ
DETERMINANTS OF DEMAND (CURVE): CAUSES OF CHANGE

যে কোন পণ্যের চাহিদা নিম্নোক্ত ছয়টি প্রধান বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

১. **পণ্যটির দামঃ** পণ্যের চাহিদা প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠভাবে উহার দামের উপর নির্ভর করে। দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার বিপরীত পরিবর্তন ঘটে।

২. **ভোগকারী বা ক্রেতার আয়ঃ** ক্রেতার আয় চাহিদার সর্বোচ্চ মাত্রা নির্দেশ করে। দেশের জাতীয় আয়ের মাত্রা দিয়া দেশবাসিগণের নিকট পণ্যসামগ্রীর মোট চাহিদার সীমা নির্দিষ্ট হয়। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে, আয় বৃদ্ধির ফলে, পণ্যের জন্য ক্রেতার চাহিদা সম্প্রসারিত হয় এবং আয় কমিলে উহা সংকুচিত হয় [সুতরাং পণ্যের আয়-চাহিদা রেখার ঢাল ধনাত্মক হয় (অতি নিকৃষ্ট জাতীয় 'গিফেন' দ্রব্য বাদে)]। শুধু বর্তমান আয় নহে অতীত আয় (সঞ্চয়) এবং ভবিষ্যত আয় (কিস্তি বন্দী শর্তে ক্রয়)-ও চাহিদাকে প্রভাবিত করে।

27. Giffen effect. 28. Inferior Goods. 29. Positive.

৩. সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পণ্যের দাম[30]**ঃ** যে কোন পণ্যের চাহিদা উহার প্রতিযোগী বা বিকল্প অর্থাৎ, পরিবর্তক সামগ্রীর দামের উপরও নির্ভর করে এবং যে পণ্য যত নিকটতম পরিবর্তক, উহার দামের প্রভাব তত বেশি হয়। যে পণ্যের পরিবর্তক যত বেশি উহার চাহিদা তত পরিবর্তনশীল বা তত বেশি স্থিতিস্থাপক হয়।

৪. ভোগকারীর পছন্দ বা পক্ষপাত[31]**ঃ** অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে, ভোগকারীর পছন্দ অপছন্দ, চাহিদার প্রধান নির্ধারকে পরিণত হয়। অবশ্য বাস্তব জগতের সবই আপেক্ষিক, সুতরাং ভোগকারীর পছন্দও আপেক্ষিক। তাহার পছন্দের আপেক্ষিকতার পরিবর্তনের ফলে তাহার পছন্দ তালিকা বা চাহিদা রেখারও পরিবর্তন ঘটে। ভোগকারীর পছন্দ বা পক্ষপাত, তাহার অভ্যাস, স্বভাব, রুচি, সামাজিক রীতি নীতি, প্রথা ইত্যাদি বহুবিধ অন্যান্য বিষয়ের দ্বারা গঠিত ও প্রভাবিত হয়।

৫. দামের ভবিষ্যত গতি সম্পর্কে আন্দাজ[32]**ঃ** পণ্যের দামের ভবিষ্যত গতি সম্পর্কে ক্রেতার আন্দাজ বা অনুমানও পণ্যটির জন্য তাহার বর্তমান চাহিদা নির্ধারণ ও প্রভাবিত করে। দাম বাড়িবে অনুমান করিলে বর্তমান চাহিদা (অর্থাৎ বর্তমান দামে) সম্প্রসারিত হইবে; আর দাম কমিবে অনুমান করিলে, বর্তমান চাহিদা সংকুচিত হইবে।

৬. ক্রেতার সংখ্যাঃ ক্রেতা বা ভোগকারীর সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি পণ্যের চাহিদার সংকোচন প্রসারণ ঘটায়। সুতরাং দেশে লোকসংখ্যা বাড়িলে পণ্যের চাহিদার পরিমাণ বাড়ে এবং লোকসংখ্যা কমিলে চাহিদার পরিমাণ কমে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ব্যক্তিগত চাহিদা রেখার বেলায় আমরা ২নং হইতে ৫নং কারণগুলি অপরিবর্তিত আছে ধরিয়া লই (এবং ৬নং কারণটির প্রশ্নই তখন উঠে না), আর বাজার চাহিদা তালিকার ক্ষেত্রে আমরা ১নং হইতে ৬নং কারণ পর্যন্ত সবগুলি বিষয়ই অপরিবর্তিত আছে বলিয়া কল্পনা করি। এই কল্পনা বা অনুমান যে একেবারেই মিথ্যা তাহা নহে, কারণ যে কোন **'মুহূর্তে'** উহারা প্রকৃতই অপরিবর্তিত থাকে। সেজন্যই, চাহিদা বা চাহিদা রেখার সংজ্ঞায়,—'যে কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে'.........এই কথাটি যোগ করা হয়।[33] কিন্তু সময়ের দৈর্ঘ্য যদি 'মুহূর্ত' অপেক্ষা বেশি হয়, সময় যদি দীর্ঘতর হয় তাহা হইলে, চাহিদা (অর্থাৎ 'দাম-চাহিদা')-র নির্ধারক ২নং হইতে ৬নং বিষয়গুলি অবশ্যই পরিবর্তিত হইতে পারে এবং হইয়া থাকে। চাহিদার নির্ধারক **এই সকল বিষয়ের পরিবর্তনের ফলে চাহিদারও পরিবর্তন ঘটে এবং তাহার দরুন চাহিদার হ্রাস বৃদ্ধি বা চাহিদার রেখার স্থান পরিবর্তন ঘটে।**[34] ঐ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পণ্যের চাহিদার নূতন অবস্থা বুঝাইতে হইলে নূতন চাহিদা তালিকা প্রস্তুত করিতে, নূতন চাহিদা রেখা আঁকিতে হয় অর্থাৎ, চাহিদার নির্ধারকগুলির একটি বা কয়েকটিতে পরিবর্তন ঘটিলে ভোগকারী বা ভোগকারিগণের কাছে পুরাতন চাহিদা রেখার পরিবর্তে নূতন চাহিদা রেখার সৃষ্টি হয়।

চাহিদার পরিবর্তন (হ্রাস বৃদ্ধি)ঃ চাহিদা রেখার স্থান পরিবর্তন
CHANGE IN DEMAND: SHIFTING OF THE DEMAND CURVE

ভোগকারিগণের আয়, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পণ্যের দাম, ভোগকারিগণের পছন্দ বা পক্ষপাতিত্ব (পণ্যটির প্রতি), লোকসংখ্যা ইত্যাদি বাড়িলে কিংবা অদূর ভবিষ্যতে পণ্যটির দাম বৃদ্ধির আশংকা থাকিলে ক্রেতা বা চাহিদাকারিগণের কাছে পণ্যটির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। তখন তাহারা বর্তমান দামেই (অর্থাৎ পণ্যটির দাম অপরিবর্তিত থাকিলেও), আগের তুলনায় বেশি পরিমাণে পণ্যটি কিনিতে চায়। তেমনি, তাহাদের আয়, অন্যান্য পণ্যের দাম, পছন্দ বা পক্ষপাতিত্ব, লোকসংখ্যা ইত্যাদি কমিলে বা অদূর ভবিষ্যতে পণ্যটির দাম কমিবার আশা

30. Prices of related goods. 31. Consumer preference.
32. Expectations about future price.
33. See definition of demand and demand curve.
34. Shifting of the Demand Curve.

বা সম্ভাবনা থাকিলে, বর্তমান দামেই চাহিদাকারীরা উহা আগের তুলনায় কম পরিমাণে কিনিতে চায়। **একই দামে চাহিদার পরিমাণ আগের তুলনায় বেশি বা কম হইলে, উহাকে চাহিদার পরিবর্তন বলিয়া গণ্য করা** হয়। ৬.৬ নং রেখাচিত্রে OP দামে (বর্তমান দাম) X পণ্যটির চাহিদার পরিমাণ ছিল PM, চাহিদার বৃদ্ধি ঘটিবার দরুন এখন ঐ একই দামে (OP) ক্রেতারা PN পরিমাণে (অধিকতর পরিমাণে) X পণ্যটি কিনিতে চাহিতেছে। কিংবা OP_1 দামে আগে চাহিদার পরিমাণ ছিল P_1M_1, চাহিদার পরিবর্তনের ফলে ঐ দামেই (OP_1) ক্রেতারা P_1N_1 পরিমাণে X পণ্যটি কিনিতে চাহিতেছে। OP_1 ও OP দামে, আগের চাহিদা P_1M_1 এবং PM পরিমাণগুলি অনুযায়ী আগের চাহিদা রেখা ছিল DD। এখন চাহিদা বৃদ্ধির ফলে OP_1 এবং OP দামেই আগের তুলনায় বেশি পরিমাণে কিনিতে চাহিবার ফলে, P_1N_1 ও PN চাহিদার নূতন পরিমাণ (বর্ধিত পরিমাণ) অনুসারে নূতন চাহিদা রেখা D_1D_1-এর সৃষ্টি হইয়াছে।

৬.৬ নং রেখাচিত্র
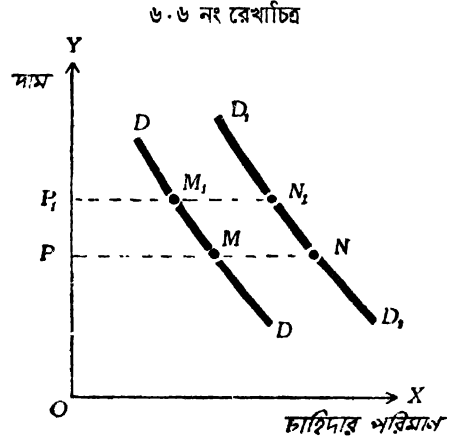
লক্ষণীয় যে, চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে (একই দামে) যে নূতন চাহিদা রেখার (D_1D_1) সৃষ্টি হইয়াছে তাহা পুরাতন চাহিদা রেখা (DD)-র দক্ষিণে ও উপরে দেখা দিয়াছে। অর্থাৎ, **চাহিদা বাড়িয়া গেলে, পুরাতন চাহিদা রেখার দক্ষিণে ও উপরে নূতন চাহিদা রেখার সৃষ্টি হয়।**

আমরা যদি এখন, D_1D_1-কে পুরাতন চাহিদা রেখা বলিয়া গণ্য করি এবং তাহার পর চাহিদা কমিয়াছে (অর্থাৎ, একই দামে ক্রেতারা পূর্বাপেক্ষা কম কিনিতেছে) বলিয়া ধরিয়া লই (অর্থাৎ OP_1 দামে তাহারা আগে P_1N_1 পরিমাণ কিনিত, কিন্তু এখন PM_1 পরিমাণ কিনিতে চায় এবং OP দামে তাহারা আগে PM_1 কিনিতে চাহিত, কিন্তু এখন PM পরিমাণ কিনিতে চায়), তাহা হইলে, চাহিদা হ্রাসের ফলে নূতন চাহিদা রেখা হইবে DD। ইহা পুরাতন চাহিদা রেখা D_1D_1-এর বামে এবং নিচে অবস্থিত। অর্থাৎ **চাহিদা কমিয়া গেলে, পুরাতন চাহিদা রেখার বামে ও নিচে নূতন চাহিদা রেখার সৃষ্টি হয়।**

চাহিদার পরিবর্তন (হ্রাস অথবা বৃদ্ধি) ঘটিবার ফলে পুরাতন চাহিদা রেখার বদলে নূতন চাহিদা রেখার উদ্ভবকে চাহিদা রেখার স্থান পরিবর্তনও বলে। কারণ ইহার ফলে নূতন চাহিদা রেখা, হয় পুরাতন রেখার দক্ষিণে (চাহিদার বৃদ্ধিতে), না হয় পুরাতন রেখার বামে (চাহিদার হ্রাসে) সরিয়া যায়। এই রূপে (নূতন) **চাহিদা রেখা** (পুরাতন চাহিদা রেখার) **দক্ষিণে সরিয়া গেলে, চাহিদার বৃদ্ধি** (একই দামে), **এবং** (নূতন) **চাহিদা রেখা** (পুরাতন চাহিদা রেখার) **বামে সরিয়া গেলে, চাহিদার হ্রাস** (একই দামে) **বুঝায়।**

চাহিদার সংকোচন, সম্প্রসারণ ও চাহিদার হ্রাস বৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্য: সর্বশেষে আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। চাহিদার সংকোচন[35] ও সম্প্রসারণ[36] এবং চাহিদার হ্রাস[37] ও

35. Contraction of demand or a fall in the *quantity demanded.*
36. Expansion of demand or a rise in the *quantity demanded.*
37. Increase in demand.

চাহিদার বৃদ্ধি[38]—এক জিনিস বুঝায় না। **চাহিদার সংকোচন ও সম্প্রসারণ বলিতে,** বেশি দামে ক্রেতারা কম পরিমাণে ও কম দামে তাহারা বেশি পরিমাণে কিনিতে চাহিতেছে বুঝায়। এই ক্ষেত্রে, **ক্রেতারা একই চাহিদা রেখার উপরে অবস্থান করিয়া উহার উপরের দিকে উঠিতেছে কিংবা নিচের দিকে নামিতেছে বুঝায়।** [যেমন, ৬·৬ নং রেখাচিত্রে DD চাহিদা রেখার M_1 বিন্দুতে কিংবা M বিন্দুতে, কিংবা DD_1 চাহিদা রেখার N_1 বিন্দুতে অথবা N বিন্দুতে, কিনিতেছে বুঝায়।] আর, **চাহিদার পরিবর্তন বলিলে, ক্রেতারা ভিন্নতর চাহিদা রেখার উপরে চলিয়া গিয়াছে বুঝায়** [যেমন. M_1 বিন্দুর পরিবর্তে তাহারা N_1 বিন্দুতে কিনিতেছে, কিংবা M বিন্দুর পরিবর্তে তাহারা N বিন্দুতে কিনিতেছে বুঝায়], **চাহিদা রেখার পরিবর্তন** ঘটিয়াছে বুঝায়।

38. Decrease in demand.

৭

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা
ELASTICITY OF DEMAND

[**আলোচ্য বিষয়ঃ** চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা—দাম স্থিতিস্থাপকতা—দাম স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ—আয় স্থিতিস্থাপকতা—পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা—স্থিতিথাপকতার নির্ধারকসমূহ—চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার গুরুত্ব]

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা
ELASTICITY OF DEMAND

(যে কোন পণ্যের চাহিদা, প্রধানত, উহার দাম, ভোগকারিগণের আয় এবং **সংশ্লিষ্ট** অন্যান্য পণ্যের (সহযোগী বা অনুপূরক ও পরিবর্তক দ্রব্যাদির) দামের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ, যে কোন পণ্যের, চাহিদা হইতেছে, উহার দাম, আয় এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য-সমূহের দামের একটি অপেক্ষক বা ক্রিয়া।[1] সুতরাং অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে, পণ্যের দামে, অথবা, ভোগকারিগণের আয়ে, অথবা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পণ্যের দামে কোন পরিবর্তন ঘটিলে, অথবা, উহাদের তিনটিতেই পরিবর্তন ঘটিলে, তাহা চাহিদাতে সাড়া জাগায়, চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন ঘটায়। দাম, আয় অথবা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পণ্যের দামের পরিবর্তনে চাহিদার এই প্রতিবেদনশীলতা[2] (সাড়া দেওয়া), উহার একটি বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম। পণ্যটির নিজের দামের, ভোগকারিগণের আয়ের কিংবা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পণ্যের দামের **নির্দিষ্ট পরিবর্তনে**[3], উহার **চাহিদাতে যে পরিমাণে পরিবর্তন ঘটে** (অর্থাৎ যে পরিমাণ সাড়া জাগে) **তাহাই চাহিদার প্রতিবেদনশীলতার মাত্রা,** সাড়া দেওয়ার মাত্রা[4] বা **পরিবর্তনের মাত্রা। চাহিদার** এই **সংবেদনশীলতা বা প্রতিবেদনশীলতার মাত্রাকেই অর্থবিদ্যার ভাষায় চাহিদার 'স্থিতিস্থাপকতা' বলে।** পণ্যের নিজের দামের পরিবর্তনে উহার চাহিদার প্রতিবেদনশীলতার (বা পরিবর্তনশীলতার) মাত্রাকে, চাহিদার **দাম-স্থিতিস্থাপকতা**[5] **বলে**; ভোগকারী বা ক্রেতাদের আয়ের পরিবর্তনে পণ্যটির চাহিদার প্রতিবেদনশীলতার (বা পরিবর্তনশীলতার) মাত্রাকে, চাহিদার **আয়-স্থিতিস্থাপকতা**[6] বলে; এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পণ্যের দামের পরিবর্তনে পণ্যটির চাহিদার প্রতিবেদনশীলতাকে উহার চাহিদার **পারস্পরিক-স্থিতিস্থাপকতা**[7] বলে।)

বলা বাহুল্য, চাহিদার এই পরিবর্তনশীলতার মাত্রা বা স্থিতিস্থাপকতা, বিবিধ পণ্যের ক্ষেত্রে যেমন বিবিধ প্রকার, তেমনি, একই পণ্যের ক্ষেত্রেও, উহার বিভিন্ন দামে, ভোগকারি-গণের বিভিন্ন আয়ের এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পণ্যের বিভিন্ন দামে, উহার চাহিদার পরিবর্তন-শীলতার মাত্রা বা স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। অতএব, উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে, তাহাদের পণ্যের চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা, আয় স্থিতি-স্থাপকতা, পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা কিরূপ বা কতটা, তাহা জানা খুবই প্রয়োজন;

---

1. 'The demand for a good is a function of price, income, and the price of related goods' 2. Responsiveness. 3. 'Given change.'
4. 'Degree of Responsiveness.' 5. Price Elasticity of Demand.
6. Income Elasticity of Demand. 7. Cross Elasticity of Demand.

কারণ, তাহা না জানিলে, কিরূপ দামে কতটা পরিমাণে উৎপাদন ও বিক্রয় করিলে সর্বাধিক মুনাফা উপার্জন করা সম্ভব হইবে তাহা স্থির করা যায় না। চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা, আয় স্থিতিস্থাপকতা ও পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা এই তিন প্রকার স্থিতিস্থাপকতার মধ্যে দাম স্থিতিস্থাপকতাই অর্থবিদ্যায় অধিক পরিমাণে আলোচিত হয়। কারণ পণ্যের দামের উপর ইহার প্রভাব যথেষ্ট।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, চাহিদার এই পরিবর্তনশীলতার মাত্রা বা স্থিতিস্থাপকতা, পণ্যের ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

দাম স্থিতিস্থাপকতা : দামের পরিবর্তনে চাহিদার সাড়ার পরিমাপ

PRICE ELASTICITY : A measure of Responsiveness of Demand to Price changes.

পণ্যের চাহিদা রেখা বলিতে আমরা সচরাচর যে সকল চাহিদা রেখা দেখি ও বুঝি, তাহা আসলে পণ্যের দাম-চাহিদা রেখা[8]। চাহিদার বিধি অথবা চাহিদা রেখার ঋণাত্মক বা নিম্নমুখী ঢাল দাম ও চাহিদার মধ্যে যে ক্রিয়াগত সম্পর্কের[9] ইঙ্গিত দেয় তাহা এই যে,—পণ্যের দাম ও উহার চাহিদার পরিমাণের মধ্যে একটি বিপরীত সম্পর্ক আছে, পণ্যের দাম বাড়িলে উহার চাহিদা সংকুচিত এবং দাম কমিলে উহার চাহিদা প্রসারিত হইবে। কিন্তু পণ্যের দামের যে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে চাহিদা কি পরিমাণ কমিবে কিংবা পণ্যের দামের যে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ হ্রাসের ফলে, উহার চাহিদা কতটা পরিমাণে বাড়িবে, চাহিদা রেখার সাধারণ ঢাল হইতে অথবা চাহিদার বিধি হইতে সে প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া যায় না। চাহিদার বিধি অধিকাংশ পণ্যের ক্ষেত্রেই সত্য, প্রায় সকল পণ্যের দাম-চাহিদা রেখার ঢালই ঋণাত্মক। অথচ, দামের পরিবর্তনে চাহিদার সাড়া দেওয়ার মাত্রা (বা স্থিতিস্থাপকতা) সকল পণ্যের ক্ষেত্রে এক নহে কিংবা বিভিন্ন দামে একই পণ্যের চাহিদাও একই পরিমাণে পরিবর্তিত হয় না বা একরূপ সাড়া দেয় না। সুতরাং চাহিদা রেখার সাধারণ আকৃতি হইতে এমনকি শুধু উহার ঢাল[10] হইতেও, পণ্যের চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতার সরাসরি সন্ধান পাওয়া যায় না, বা উহা বিভ্রান্তিমূলক হইতে পারে। এজন্য চাহিদা রেখার আরও বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

সংজ্ঞা[11] : দামের পরিবর্তনে পণ্যটির ক্রয়ের পরিমাণ আদৌ পরিবর্তিত হয় কি না, কিংবা উহা অত্যন্ত অধিক না অত্যন্ত কম পরিবর্তিত হয়, তাহার উপরই চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা নির্ভর করে। মার্শালের কথায় : **"কোন বাজারে দামের নির্দিষ্ট হ্রাসের দরুন পণ্যের চাহিদার পরিমাণ বেশি বাড়ে না কম বাড়ে, এবং দামের নির্দিষ্ট বৃদ্ধির দরুন উহার চাহিদা বেশি কমে কি অল্প কমে, সে অনুসারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (বা প্রতিবেদনশীলতা) বেশি অথবা অল্প হয়।"**[12] স্থিতিস্থাপকতার এই সংজ্ঞা হইতে দেখা গেল, দামের নির্দিষ্ট হ্রাসের ফলে চাহিদা যদি বেশি বাড়ে কিংবা দামের নির্দিষ্ট বৃদ্ধির ফলে চাহিদা যদি বেশি কমে তবে, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বেশি, এবং দামের নির্দিষ্ট হ্রাসের ফলে চাহিদা যদি অল্প বাড়ে কিংবা দামের নির্দিষ্ট বৃদ্ধির ফলে চাহিদা যদি অল্প কমে তবে, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কম বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, দামের পরিবর্তনের তুলনায় (উহার হ্রাস অথবা বৃদ্ধি) চাহিদা কতটা পরিমাণে পরিবর্তিত হইলে (উহার বৃদ্ধি অথবা হ্রাস) তাহাকে বেশি কিংবা কম বলিয়া গণ্য করা যাইবে? অতএব, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞাটি আরও সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

8. Price-Demand Curve. 9. Functional Relationship.
10. Slope. 11. Definition.
12. 'the elasticity (or responsiveness) of demand in a market is great or small according as the amount demanded increases much or little for a given fall in price, and diminishes much or little for a given rise in price."—Marshall.

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটি দ্বারা বস্তুতপক্ষে দামের নির্দিষ্ট পরিবর্তনের সহিত উহার দ্বারা সাধিত চাহিদার পরিবর্তনের তুলনা বুঝায়। এবং এই তুলনা সুস্পষ্ট করিবার জন্য উভয়ের পরিমাপ করা প্রয়োজন। তুলনার উদ্দেশ্যে যদি উভয়ের পরিমাপ করিতে হয়, তবে উহাদের মোট পরিমাণগত পরিমাপ[13] করিয়া লাভ নাই। কারণ তাহা হইলে বিভিন্ন পণ্যের চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার তুলনা করা যাইবে না (কারণ সে ক্ষেত্রে ৮০ পয়সা কে. জি. দরে আলুর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সহিত ১০০০ টাকা দামের হীরার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করা চলে না।) **সুতরাং উভয়ের তুলনাই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে, দাম ও চাহিদার পরিবর্তনকে পুরাতন বা আগের দামের ও আগের চাহিদার শতাংশ রূপে হিসাব করিয়া উহাদের তুলনা করা প্রয়োজন।** তবেই উহাদের কোন্‌টির তুলনায় কোন্‌টি বেশি বা কম, এবং কতটা বেশি বা কম তাহা স্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে। **অতএব** চাহিদার দাম **স্থিতিস্থাপকতার** যথাযথ সংজ্ঞা দিতে হইলে বলিতে হয়ঃ **চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা হইতেছে দামের আনুপাতিক** (অর্থাৎ শতাংশ হিসাবে) **পরিবর্তনের তুলনায় চাহিদার পরিবর্তনের অনুপাত** (অর্থাৎ শতাংশ হিসাবে)। ইহাই **অন্যভাবে বলা যায় যে, দামের সামান্য নির্দিষ্ট পরিবর্তনের** (শতাংশ হিসাবে) **দরুন চাহিদা যে হারে পরিবর্তিত হয়** (শতাংশ হিসাবে) **তাহাই চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা** নির্দেশ করে। সুতরাং চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা হইতেছে দামের (নির্দিষ্ট) পরিবর্তনের দ্বারা সাধিত চাহিদার পরিবর্তনের পরিমাপ। কথার দ্বারা উপস্থাপিত এই সংজ্ঞাটিই নিচের সমীকরণের আকারে প্রকাশ করা যায়ঃ

চাহিদার দামস্থিতিস্থাপকতা[14] = – দামের আনুপাতিক পরিবর্তনের তুলনায় [তুলনা কথাটির অর্থ একটিকে অপরটি দিয়া ভাগ করা] চাহিদার আনুপাতিক পরিবর্তন

$$= -\frac{\text{চাহিদার আনুপাতিক পরিবর্তন (শতাংশ রূপে)}}{\text{দামের আনুপাতিক পরিবর্তন (শতাংশ রূপে)}}$$

$$= -\frac{\dfrac{\text{চাহিদার পরিবর্তনের সামান্য পরিমাণ}}{\text{পুরাতন চাহিদার পরিমাণ}}}{\dfrac{\text{দামের পরিবর্তনের সামান্য পরিমাণ}}{\text{পুরাতন দাম}}}$$

$$= -\frac{\text{চাহিদার পরিবর্তনের অনুপাত}}{\text{দামের পরিবর্তনের অনুপাত}} \times \frac{\text{পুরাতন দাম}}{\text{পুরাতন চাহিদা}}$$

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, দামের পরিবর্তন যে স্থলে অতি অকিঞ্চিৎকর[15], শুধু সে ক্ষেত্রেই, চাহিদার দামস্থিতিস্থাপকতার এই সংজ্ঞাটি প্রযোজ্য। [অর্থাৎ, **ইহা চাহিদা রেখার যে কোন বিন্দুতে[16] চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা।**]

---

13. In absolute quantities.
14. Price Elasticity of Demand (or Ep or η)

$$= -\frac{\text{Percentage change in quantity demanded}}{\text{Percentage change price}}$$

$$= -\frac{\dfrac{\text{Very small change in quantity demanded or } dq}{\text{Original quantity demand or } Q}}{\dfrac{\text{Very small change price or } dp}{\text{Original price or } P}}$$

[d means the infinitesimally small rate of change]

15. Infinitesimally Small.
16. Point elasticity of Demand.

দামস্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ
MEASUREMENT OF PRICE ELASTICITY

চাহিদার (দাম) স্থিতিস্থাপকতা মাপিবার তিনটি পদ্ধতি আছে। প্রথমটি হইতেছে দামের পরিবর্তনের ফলে পণ্যটির উপর ক্রেতাদের মোট ব্যয়ের পরিবর্তন তুলনা করা[১৭]; দ্বিতীয়টি হইতেছে, চাহিদা রেখার যে কোন বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করা[১৮], তৃতীয়টি হইতেছে চাহিদা রেখার উপর যে কোন দুইটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্বের (বা চাহিদা রেখার কোন অংশের) গড়পড়তা স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা[১৯]।

১. মোট ব্যয়ের তুলনা দ্বারা স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপঃ চাহিদার (দাম) স্থিতিস্থাপকতা মাপিবার পক্ষে ইহা মার্শাল নির্দেশিত সর্বাপেক্ষা সহজ উপায়। নিচের ৭·১ সারণীতে (১) নং হইতে (৫) নং কলমের সাহায্যে ইহা দেখান হইয়াছে।

৭·১ নং সারণী

(১) দৃষ্টান্ত নং	(২) দাম (P)	(৩) ক্রয়ের পরিমাণ (Q)	(৪) ক্রেতাদের মোট ব্যয় (P×Q=T.O.)	(৫) চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা = দাম কমিবার পর মোট ব্যয় / দাম কমিবার আগে মোট ব্যয় $\left(Ep=\frac{\text{T.O. after fall in price}}{\text{T.O. before fall in price}}\right)$
১	৪ টাকা (P)	১০ একক (Q)	৪০ টাকা	$=\frac{৯০}{৪০}=২\frac{১}{৪}$ [ভাগফল, অর্থাৎ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা একের বেশি। অর্থাৎ চাহিদা স্থিতিস্থাপক (Ep>1)[২০]]
	৩ টাকা (P_1)	৩০ একক (Q_1)	৯০ টাকা	
২	৭ টাকা (P)	১০ একক (Q)	৪০ টাকা	$=\frac{৪০}{৪০}=১$ [ভাগফল, অর্থাৎ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা একের সমান। অর্থাৎ চাহিদা সমানুপাতিক বা ঐকিক স্থিতিস্থাপক (Ep=1)[২১]]
	২ টাকা (P_1)	২০ একক (Q_1)	৪০ টাকা	
৩	৪ টাকা (P)	৩০ একক (Q)	১২০ টাকা	$=\frac{৪০}{১২০}=\frac{১}{৩}$ [ভাগফল, অর্থাৎ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা একের কম (একটি ভগ্নাংশ মাত্র)। অর্থাৎ চাহিদা অস্থিতিস্থাপক (Ep<1)[২২]]
	১ টাকা (P_1)	৪০ একক (Q_1)	৪০ টাকা	

এই পদ্ধতিতে, দাম কমিবার পর এবং চাহিদার পরিমাণ বাড়িবার পর, ক্রেতাদের মোট ব্যয় আগের তুলনায় বৃদ্ধি পাইলে (অর্থাৎ পরের মোট ব্যয়কে আগের মোট ব্যয় দিয়া ভাগ দিলে যদি ভাগফল ১-এর বেশি হয়) চাহিদাকে স্থিতিস্থাপক, কিংবা আরও সঠিক ভাবে, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১-এর বেশি (E>1), ক্রেতাদের মোট ব্যয়

17. Measurement of total Outlay.
18. Measurement of Point Elasticity.
19. Measurement of Arc Elasticity.
20. 'Elasticity greater than Unity' or Demand is elastic (E>1).
21. 'Elasticity equal to unity' or Unitary elasticity of Demand (E=1).
22. 'Elasticity less than Unity' or Demand is inelastic (E<1).

আগের সমান থাকিলে (অর্থাৎ পরের মোট ব্যয়কে আগের মোট ব্যয় দিয়া ভাগ দিলে, ভাগফল ১ হইলে) চাহিদাকে সমানুপাতিক বা ঐকিক স্থিতিস্থাপক (E=1), এবং ক্রেতাদের মোট ব্যয় আগের তুলনায় কমিয়া গেলে (অর্থাৎ পরের মোট ব্যয়কে আগের মোট ব্যয় দিয়া ভাগ দিলে, ভাগফল ১-এর কম অর্থাৎ একটি ভগ্নাংশ হইলে) চাহিদা অস্থিতিস্থাপক কিংবা আরও সঠিক ভাবে বলিতে গেলে, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১-এর কম (E<1) বলা হয়। এবার দেখা গেল যে, দামের পরিবর্তনের তুলনায় চাহিদার পরিবর্তন বেশি, কি কম ইত্যাদি বলিয়া স্থিতিস্থাপকতা বুঝাইবার পরিবর্তে, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা একের বেশি (স্থিতিস্থাপক চাহিদা), একের সমান (সমানুপাতিক বা ঐকিক স্থিতিস্থাপক চাহিদা) এবং চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা একের কম (অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলিলে) বলিলে কথাগুলি আরও স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, স্থিতিস্থাপকতার মাত্রাকে আরও সঠিকভাবে প্রকাশ করা যায়। চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার এই প্রকার পরিমাপ দ্বারা আমরা তিন প্রকারের স্থিতিস্থাপকতা পাইলাম, যথা,—(১) স্থিতিস্থাপকতা ১-এর বেশি, (২) স্থিতিস্থাপকতা ১-এর সমান, এবং (৩) স্থিতিস্থাপকতা ১-এর কম। এই তিন প্রকারের স্থিতিস্থাপকতা অনুসারে চাহিদা রেখার ঢাল বিভিন্ন প্রকারের হয়। নিচের রেখাচিত্রগুলি দ্বারা ইহা দেখান হইল।

৭·১ নং রেখাচিত্রে, ৭·১ সারণীর ১নং দৃষ্টান্তের তথ্যগুলি বসাইয়া চাহিদা রেখা DD আঁকা হইয়াছে। OP বা QM দামে (৪ টাকা) পণ্যের চাহিদা ছিল OQ (১০ একক)। দাম কমিয়া OP_1 বা Q_1N (৩ টাকা) হইলে চাহিদার পরিমাণ বাড়িয়া OQ_1 (৩০ একক) হইল। M ও N বিন্দু যোগ করিলে চাহিদা রেখা DD পাওয়া গেল। আগের দামে ক্রেতার মোট ব্যয় OQMP ক্ষেত্র (৪০ টাকা), ইহার তুলনায় পরের মোট ব্যয় OQ_1NP_1 ক্ষেত্র (৯০ টাকা) আয়তনে বড়। সুতরাং এখানে চাহিদা স্থিতিস্থাপক। এজন্য চাহিদা রেখা DD-র ঢাল (ঋণাত্মক) অল্প। অর্থাৎ চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে (E>1), চাহিদা রেখার ঢাল কম হয়। উহা অতি ধীরে ধীরে নিচে নামে।

৭·১ নং রেখাচিত্র
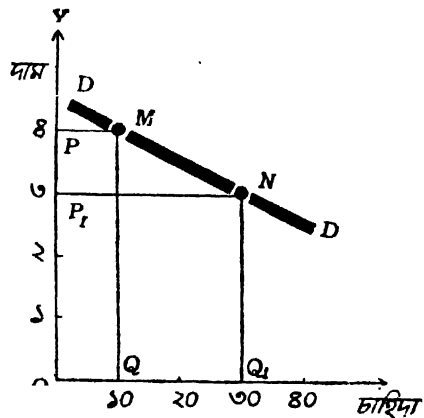
৭·১ নং সারণীর ২নং দৃষ্টান্তের তথ্যগুলি হইতে ৭·২ নং রেখাচিত্রটি আঁকা হইয়াছে। পণ্যের দাম যখন OP বা QM ছিল (৪ টাকা), তখন উহার চাহিদা ছিল OQ (১০ একক) এবং ক্রেতার মোট ব্যয় ছিল OQMP ক্ষেত্র (৪০ টাকা)। দাম কমিয়া যখন OP_1 বা Q_1N হইল (২ টাকা), তখন উহার চাহিদা হইল OQ_1 (২০ একক) এবং ক্রেতার মোট ব্যয় হইল OQ_1NP_1 ক্ষেত্র (৪০ টাকা)। আগের মোট ব্যয় OQMP ক্ষেত্র (৪০ টাকা) পরের মোট ব্যয় (৪০ টাকা) OQ_1NP_1 ক্ষেত্রের সমান। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এখানে সমানুপাতিক (E=1)। M ও N বিন্দু যোগ করিলে DD চাহিদা রেখা পাওয়া গেল। ইহার ঢাল (ঋণাত্মক) কিন্তু ৭·১ নং রেখাচিত্রের চাহিদা রেখা DD-র ঢালের মত অল্প নহে।

৭·৩ নং রেখাচিত্রটি ৭·১ নং সারণীর ৩নং দৃষ্টান্তের তথ্যগুলির ভিত্তিতে

আঁকা হইয়াছে। দাম যখন OP বা QM ছিল (৪ টাকা), চাহিদার পরিমাণ তখন ছিল OQ (৩০ একক) এবং মোট ব্যয় ছিল OQMP (১২০ টাকা)। দাম কমিয়া যখন OP_1 বা Q_1N হইল, চাহিদা বাড়িয়া হইল OQ_1 (৪০ একক) এবং মোট ব্যয় হইল OQ_1NP_1 (৪০ টাকা)। আগের মোট ব্যয় OQMP ক্ষেত্রের আয়তনের (১২০ টাকার) তুলনায় পরের মোট ব্যয় OQ_1NP_1 ক্ষেত্রের আয়তন (৪০ টাকা) অনেক কম। সুতরাং এখানে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক $(E<1)$। M ও N বিন্দু দুইটি একটি রেখা দিয়া যোগ করিলে DD চাহিদা রেখা পাওয়া গেল। ইহার ঢাল (ঋণাত্মক) অত্যন্ত বেশি।

৭·২ রেখাচিত্র
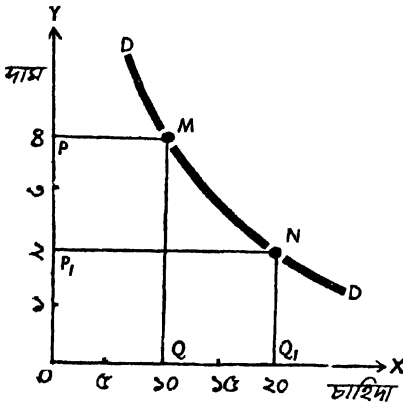
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার নির্দেশক চাহিদা রেখার এই তিন প্রকার ঢাল ছাড়াও, চাহিদা রেখার আরও দুই প্রকার ঢাল থাকিতে পারে এবং সে অনুযায়ী আরও দুই প্রকার স্থিতিস্থাপকতা পাওয়া যায়।

যদি কখনও এরূপ ঘটে যে বর্তমান দামে (OP) ক্রেতারা পণ্যটি যে পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে তাহার সবটাই কিনিতেছে (OQ অথবা OQ_1), কিন্তু দাম তাহা অপেক্ষা তিলমাত্র বেশি হইলে ক্রেতারা উহা আর আদৌ কিনিবে না, তাহা হইলে চাহিদা রেখা ভূমিতল রেখা OX-এর সমান্তরাল আকৃতি নেয় এবং একটি সরল রেখায় পরিণত হয়। ৭·৪ নং রেখাচিত্রে চাহিদা রেখা DD এরূপ একটি সরল ও OX-রেখার সমান্তরাল রেখা। বাস্তবে ভোগকারিগণের কাছে কোন পণ্যের এরূপ চাহিদা রেখা দেখা যায় না, কিন্তু পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে যে কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের কাছে উহার পণ্যের বাজার-চাহিদা এরূপ একটি সমান্তরাল রেখা বলিয়া কল্পিত হয়। কারণ ঐ বাজারে অসংখ্য প্রতিযোগী থাকায়, যে কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান একই দামে (OP বা QM বা Q_1N) যে কোন পরিমাণে (OQ কিংবা OQ_1) পণ্য বিক্রয় করিতে পারে। সুতরাং M ও N বিন্দু যোগ দিয়া যে DD চাহিদা রেখা পাওয়া যায় তাহা ভূমিতল রেখার সমান্তরাল একটি সরল রেখা হইয়া থাকে[২৩]। এইরূপে চাহিদা রেখার তাৎপর্য হইল এই যে ইহার ঢাল আছে কিন্তু তাহা অসীম বলিয়া মাপা যায় না। সুতরাং উহার চাহিদার

৭·৩ নং রেখাচিত্র
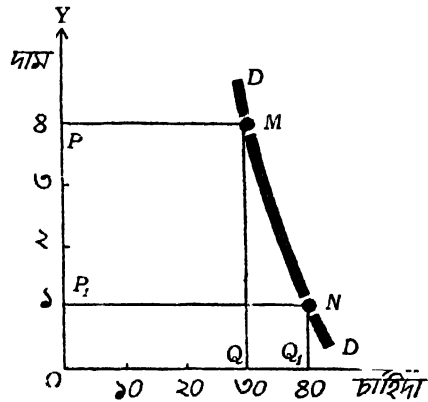
23. See Ch. 6.

স্থিতিস্থাপকতা অসীম, অপরিমেয় (E=)[২৪]। এই প্রকার চাহিদাকে অসীম বা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে[২৫]।

৭·৪ নং রেখাচিত্র

৭·৫ নং রেখাচিত্রে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা দেখান হইয়াছে। যদি কখনও এমন দেখা যায় যে, বেশি দামে (OP) ক্রেতারা পণ্যটি যে পরিমাণে (OQ বা PM) কিনিতেছে, কম দামেও (OP_1) সেই পরিমাণে (OQ বা P_1N) উহা কিনিতেছে, দামের হ্রাস বৃদ্ধি চাহিদার উপর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারিতেছে না, দামের পরিবর্তনে চাহিদা কোনই সাড়া দিতেছে না, তাহা হইলে, এরূপ স্থলে, চাহিদা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক[২৬] বলিয়া গণ্য হয়। M ও N বিন্দু দুইটি যুক্ত করিলে যে চাহিদা রেখা DD পাওয়া গেল তাহা O বিন্দু হইতে একটি লম্ব রেখার আকারে উপরে উঠিতেছে। অর্থাৎ, চাহিদা সম্পূর্ণ
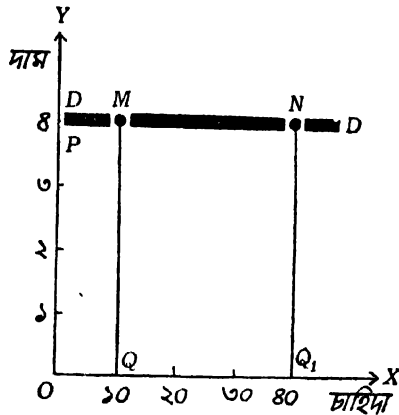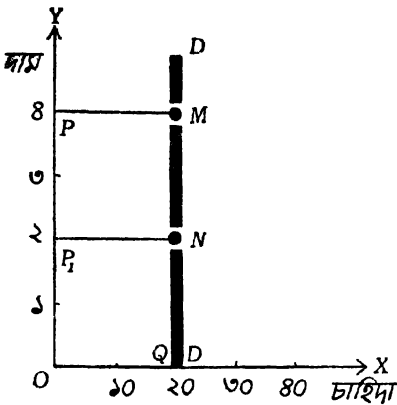
৭·৫ নং রেখাচিত্র ৭·৬ নং রেখাচিত্র
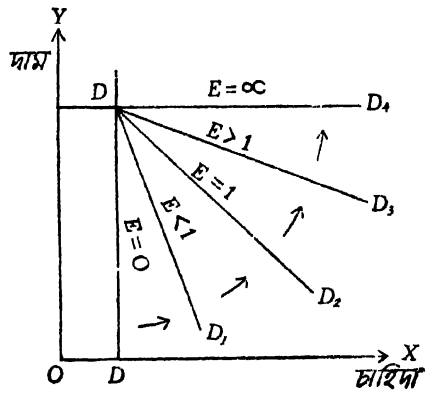
অস্থিতিস্থাপক হইলে, চাহিদা রেখা OY-রেখার সমান্তরাল একটি লম্ব রেখার আকৃতি ধারণ করে। ইহার কোন ঢাল নাই, সুতরাং স্থিতিস্থাপকতাও নাই (E=0)।

স্থিতিস্থাপকতার শ্রেণীভেদ[২৭]ঃ উপরের আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাইলাম চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা পাঁচ প্রকারেরঃ (১) স্থিতিস্থাপকতা ১-এর বেশি (E>1); (২) স্থিতিস্থাপকতা ১-এর সমান (E=1); (৩) স্থিতিস্থাপকতা ১-এর কম (E<1); (৪) স্থিতিস্থাপকতা অসীম ও অপরিমেয় (E=∝); এবং (৫) সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপকতা (E=0)। ৭·৬নং রেখাচিত্রে ইহাদের এক সঙ্গে দেখান গেল।

24. 'Elasticity equal to infinity' (E=∝)25. 'Perfectly elastic demand'.
26. Perfectly or absolutely inelastic demand.
27. Classification of elasticity.

ইহাতে দেখা যাইতেছে চাহিদা রেখা যতই বাম হইতে দক্ষিণে উপরের দিকে স্থিতিস্থাপকতা ততই বাড়িতেছে।

নিচের ৭·২ নং সারণী দ্বারা ইহাই অন্যভাবে দেখান গেল।

সারণী নং ৭·২

স্থিতিস্থাপকতার শ্রেণীভেদ ও পরিমাপ এবং বর্ণনা

স্থিতিস্থাপকতার সংখ্যাগত পরিমাপ	বর্ণনা	চাহিদা
শূন্য (E=0)	দামের পরিবর্তনের চাহিদার বা ক্রয়ের পরিমাণ পরিবর্তিত হয় না	সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক
শূন্যের বেশি কিন্তু একের কম (E>0 but <1)	দামের পরিবর্তনের হারের তুলনায় চাহিদার পরিবর্তনের হার অল্প	অস্থিতিস্থাপক
এক (E=1)	দাম যে হারে পরিবর্তিত হয় চাহিদাও ঠিক সেই হারে পরিবর্তিত হয়	সমানুপাতিকস্থিতি-স্থাপক
একের বেশি কিন্তু অসীমের কম (E>1 but <∝)	দাম যে হারে পরিবর্তিত হয় চাহিদা তদপেক্ষা অধিক হারে পরিবর্তিত হয়	স্থিতিস্থাপক
অসীম (E=∝)	কোন একটি দামে যতটা পণ্য পাওয়া যায় ক্রেতারা তাহার সবটাই কেনে, কিন্তু তিলমাত্র বেশি দামে তাহারা আদৌ কেনে না	সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক

২. স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ চাহিদার বিন্দু-স্থিতিস্থাপকতা[২৪]

এপর্যন্ত, স্থিতিস্থাপকতার প্রকার ভেদ বা শ্রেণীভেদ আলোচনা করিতে গিয়া বিভিন্ন প্রকার স্থিতিস্থাপকতা বুঝাইতে চাহিদা রেখার বিভিন্নরূপ ঢাল দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখান হইয়াছে। বুঝিবার পক্ষে ইহা সহজ দৃষ্টান্ত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে চাহিদা রেখার সাধারণ ঢাল হইতে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা সঠিক ভাবে কিন্তু বুঝা যায় না। ইহা বিভ্রান্তিমূলক হইতে পারে। ইহার কারণ নিচের চাহিদা রেখার বিশ্লেষণ হইতে বুঝা যাইবে।

৭·৭ নং রেখাচিত্র

৭·৭নং রেখাচিত্রে DD চাহিদা রেখাটির ঢাল দেখিলে মনে হইবে এক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সমানুপাতিক। রেখাটির P বিন্দুতে ৪ টাকা দামে চাহিদার পরিমাণ ১০ একক এবং মোট ব্যয় ৪০ টাকা।
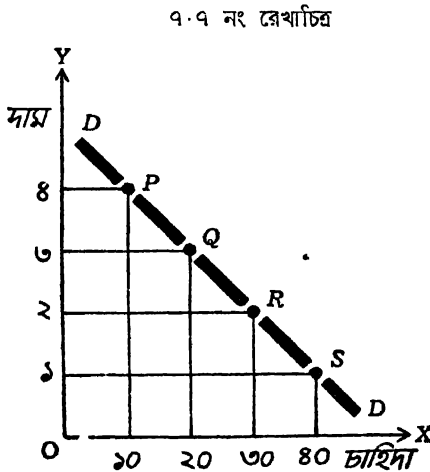
২৪. Point elasticity of Demand.

দাম কমিয়া ১ টাকা হইলে, রেখাটির S বিন্দুতে ১ টাকা দামে চাহিদার পরিমাণ বাড়িয়া ৪০ একক হয়, তখনও মোট ব্যয় ৪০ টাকা। অতএব, দাম পরিবর্তনের আগে ও পরে মোট ব্যয়ের তুলনা দ্বারা স্থিতিস্থাপকতার যে বিচার আমরা শিখিয়াছি, তাহাতে এক্ষেত্রে চাহিদাকে সমানুপাতিক স্থিতিস্থাপক নিশ্চয় বলিতে পারি এবং তদনুযায়ী চাহিদা রেখার সাধারণ ঢালও আনুপাতিক দেখা যাইতেছে। কিন্তু ইহা হইতে যদি মনে হয় যে, এই চাহিদা রেখাটি আগাগোড়াই সমানুপাতিক স্থিতিস্থাপকতাসম্পন্ন তবে ভুল হইবে। কারণ, রেখাটির P বিন্দুতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৪০ টাকা, কিন্তু উহার Q বিন্দুতে মোট ব্যয় ৬০ টাকা। অতএব, এই দুইটি বিন্দুর মধ্যে চাহিদা নিশ্চয়ই সমানুপাতিক স্থিতিস্থাপক নহে, কারণ কম দামে মোট ব্যয় আগের বেশি দামের মোট ব্যয় অপেক্ষা বেশি হইয়াছে। কিন্তু আবার Q বিন্দুতে মোট ব্যয় যেমন ৬০ টাকা, R বিন্দুতেও মোট ব্যয় ৬০ টাকা, অতএব, এই দুইটি বিন্দুর মধ্যে চাহিদা সমানুপাতিক স্থিতিস্থাপক। আবার R বিন্দুতে মোট ব্যয় ৬০ টাকা কিন্তু S বিন্দুতে মোট ব্যয় কমিয়া ৪০ টাকা হইয়াছে। সুতরাং R ও S বিন্দুর মধ্যে চাহিদা নিশ্চয়ই সমানুপাতিক স্থিতিস্থাপক নহে। অথচ, সমগ্রভাবে DD চাহিদা রেখার ঢালটি দেখিলে উহা আগাগোড়া সমানুপাতিক স্থিতিস্থাপক বলিয়া মনে হয়, যদিও আসলে তাহা নহে। ইহা হইতে আমরা এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি যে, সচরাচর যে সকল চাহিদা রেখা দেখা যায় উহাদের ঢাল আর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এক নহে। একই চাহিদা রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে অর্থাৎ, বিভিন্ন দামে, স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন রূপ হয়। এখানে আমরা দেখিতে পাইতেছি DD চাহিদা রেখার উপরের দিকে P ও Q বিন্দুর মধ্যে স্থিতিস্থাপকতা একের বেশি, Q ও R বিন্দুর মধ্যে স্থিতিস্থাপকতা সমানুপাতিক এবং R ও S বিন্দুর মধ্যে স্থিতিস্থাপকতা একের কম। অর্থাৎ সাধারণ চাহিদা রেখার উপরের দিকে স্থিতিস্থাপকতা এককে বেশি, মধ্য ভাগে একের সমান ও নিচের দিকে একের কম হয়। শুধু তিন প্রকারের অসাধারণ চাহিদা রেখাতে উহার ঢাল সকল বিন্দুতে সমান বলিয়া উহার আগাগোড়া চাহিদার একই প্রকার স্থিতিস্থাপকতা নির্দেশ করে।

ইহাদের মধ্যে একটি হইতেছে সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক লম্বা চাহিদা রেখা[29]. দ্বিতীয়টি হইতেছে সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক সমান্তরাল চাহিদা রেখা[30]। তৃতীয়টির দৃষ্টান্ত নিচে দেওয়া যাইতেছে।

৭·৮ নং রেখাচিত্র
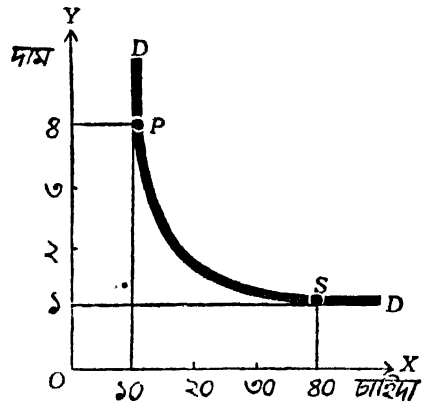
পাশে ৭·৮নং রেখাচিত্রে যে চাহিদা রেখাটি (DD) দেখা যাইতেছে, শুধু উহার P এবং S বিন্দু দুইটিতেই ক্রেতার মোট ব্যয় পরস্পরের সমান নহে, উহাতে যতগুলি বিন্দু কল্পনা করা যাইতে পারে এবং সে অনুযায়ী উহাদের যতগুলি মোট ব্যয় দেখা যাইবে উহারা সকলেই পরস্পরের সমান হইবে। অর্থাৎ এই চাহিদা রেখার সকল বিন্দুতেই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সমানুপাতিক। এইরূপ চাহিদা রেখা একটি

29. Vertical Demand Curve.
30. Horizontal demand curve.

সমপরাবৃত্ত[31]-এর আকার ধারণ করে। অর্থাৎ এই রেখার দুটি প্রান্তের একটি Y অক্ষ রেখার ও অপরটি X অক্ষ রেখার নিকটবর্তী হয় বটে কিন্তু উহাদের স্পর্শ করে না।

এই তিন প্রকার চাহিদা রেখা ছাড়া অন্য আর সকল চাহিদা রেখার প্রত্যেকটির বিভিন্ন বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন প্রকার হয়। অতএব চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা মাপিতে হইলে, চাহিদা রেখার নির্দিষ্ট বিন্দুর স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা প্রয়োজন। এবং যেহেতু চাহিদা রেখার প্রত্যেকটি বিন্দু একটি নির্দিষ্ট দামে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের চাহিদা বুঝায়, সেহেতু উহার বিভিন্ন বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার তারতম্য হইবে, ইহাই স্বাভাবিক।
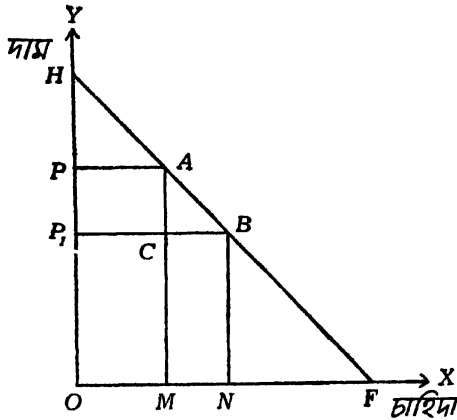
৭·৯ নং রেখাচিত্র

চাহিদার বিন্দু স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ[32]**ঃ** চাহিদা রেখার যে কোন নির্দিষ্ট বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কি-ভাবে মাপিতে হয় তাহা ৭·৯ নং রেখাচিত্রের দ্বারা দেখান হইতেছে। ধরা যাক FH একটি সরল চাহিদা রেখা। ইহা Y অক্ষ রেখায় (দাম নির্দেশক) H বিন্দুতে এবং X অক্ষ রেখায় (চাহিদার পরিমাণ নির্দেশক) F বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে। এবং A ও B, এই চাহিদা রেখার উপর অবস্থিত পরস্পরের অত্যন্ত নিকটবর্তী দুইটি বিন্দু। প্রথমে দাম ছিল OP, সে অনুসারে চাহিদা ছিল PA অথবা OM পরিমাণ। পরে দাম কমিয়া OP_1 হইলে চাহিদার পরিমাণ বাড়িয়া P_1B অথবা ON হইল। সুতরাং দামের পরিবর্তনের (হ্রাসের) পরিমাণ হইল PP_1 বা AC এবং চাহিদার বৃদ্ধির পরিমাণ হইল CB অথবা MN। এক্ষেত্রে A বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কত তাহা আমরা অনুসন্ধান করিব।

আমরা চাহিদার দামস্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা অনুযায়ী উহার সমীকরণটি জানি। তাহা হইলঃ

$$\text{চাহিদার দামস্থিতিস্থাপকতা } (Ep) = \frac{\text{চাহিদার পরিবর্তনের শতাংশ পরিমাণ}}{\text{দামের পরিবর্তনের শতাংশ পরিমাণ}}$$

$$= \frac{\dfrac{\text{চাহিদার পরিবর্তনের পরিমাণ}}{\text{পুরাতন চাহিদার পরিমাণ}}}{\dfrac{\text{দামের পরিবর্তনের পরিমাণ}}{\text{পুরাতন দাম}}}$$

রেখাচিত্র হইতে আমরা দেখিতেছি.—চাহিদার পরিবর্তনের পরিমাণ হইল MN এবং পুরাতন চাহিদার পরিমাণ হইল OM ; দামের পরিবর্তনের পরিমাণ হইল PP_1 এবং পুরাতন দাম হইল OP। সুতরাং

31. Rectangular hyperbola.
32. Measurement of point elasticity.

$$\text{চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা } (Ep) = \frac{\frac{MN}{OM}}{\frac{PP_1}{OP}} = \frac{MN}{OM} \div \frac{PP_1}{OP}$$

কিন্তু $MN=CB$, $PP_1=AC$ এবং $OP=MA$, সুতরাং MN এর স্থলে আমরা যদি CB, PP_1 এর স্থলে আমরা যদি AC এবং OP-র স্থলে আমরা যদি MA বসাই, তবে সমীকরণটি দাঁড়ায়—

$$Ep = \frac{MN}{OM} \div \frac{PP_1}{OP} = \frac{CB}{OM} \div \frac{AC}{MA} = \frac{CB}{OM} \times \frac{MA}{AC} = \frac{CB}{AC} \times \frac{MA}{OM}$$

কিন্তু ক্ষুদ্র ACB ত্রিভুজটি এবং বৃহৎ AMF ত্রিভুজটি, দুইটি সদৃশ ত্রিভুজ[33]। সুতরাং আমরা $\frac{CB}{AC}$-র পরিবর্তে $\frac{FM}{MA}$ লিখিতে পারি এবং তাহা হইলে,—

$$\frac{CB}{AC} \times \frac{MA}{OM} = \frac{FM}{MA} \times \frac{MA}{OM}$$

[ইহা হইতে নিচের ও উপরের MA দুইটি কাটাকাটির দরুন বাদ গেলে,]

$$= \frac{FM}{OM} \text{ [অবশিষ্ট থাকে।]}$$

অর্থাৎ $Ep = \frac{FM}{OM}$ হয়। কিন্তু যেহেতু AMF ও HOF ত্রিভুজ দুইটিও সদৃশ ত্রিভুজ, সেহেতু,— $\frac{FM}{OM} = \frac{FA}{AH}$

অতএব চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা $(Ep) = \frac{FA}{AH}$। FA হইল চাহিদা রেখার উপর A বিন্দুর নিচের অংশ, AH হইল A বিন্দুর উপরের অংশ। FA, অর্থাৎ A বিন্দুর নিচের অংশ যদি AH, অর্থাৎ A বিন্দুর উপরের অংশ অপেক্ষা দৈর্ঘ্য বেশি হয়, তবে বুঝিতে হইবে A বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা একের বেশি হইবে। যদি A বিন্দুর নিচের অংশ এবং উহার উপরের অংশ পরস্পরের সমান হয় তবে, A বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা একেব সমান হইবে। আর যদি A বিন্দুর নিচের অংশ উহার উপরের অংশ অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে কম হয়, তবে A বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা একের কম হইবে।

৭.১০ নং রেখাচিত্র

চাহিদার বিন্দুস্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের এই সংকেত বা ফর্মুলার সাহায্যে যে কোন বক্র চাহিদা রেখাতে একটি স্পর্শক[34] টানিয়া আমরা চাহিদা রেখার যে কোন বিন্দুতে উহার স্থিতিস্থাপকতা মাপিতে পারি।
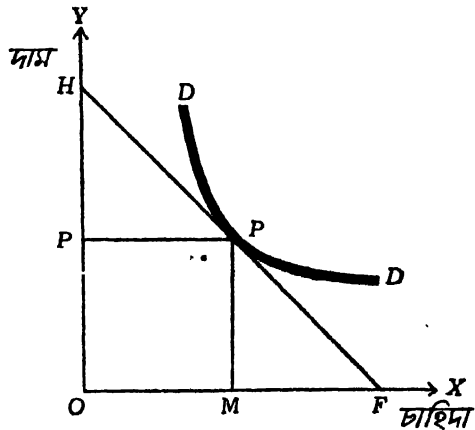
---

33. Similar triangles. 34. Tangent.

যেমন পূর্বপৃষ্ঠার রেখাচিত্রে DD চাহিদা রেখার P বিন্দুতে স্পর্শ করিয়া HF স্পর্শক রেখা টানা হইয়াছে। এখানে আমরা এখন বলিতে পারি যে P বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা= $\frac{FP}{PH}$.

এবার চাহিদার বিন্দু স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ হইতে আরও স্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে যে, যে কোন স্বাভাবিক ও সাধারণ চাহিদা রেখার নিচের দিকে স্থিতিস্থাপকতা একের কম, মধ্য ভাগে স্থিতিস্থাপকতা একের সমান ও উপরি ভাগে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা একের বেশি হইয়া থাকে।

চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা
INCOME ELASTICITY OF DEMAND

চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতার দ্বারা, পণ্যের দাম অপরিবর্তিত থাকিয়া, ভোগকারীর আয়ের পরিবর্তনে যে কোন পণ্যের চাহিদাতে যে পরিবর্তন ঘটে তাহার পরিমাপ বুঝায়।

অর্থাৎ,

$$\text{চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা } (Ei) = \frac{\text{পণ্যটির ক্রয়ের পরিমাণে আনুপাতিক পরিবর্তন}}{\text{আয়ের আনুপাতিক পরিবর্তন}}.$$

চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতাও পাঁচ প্রকারের হইতে পারে। যথা, ১. আয়ের পরিবর্তনে চাহিদাতে কোন পরিবর্তন না ঘটিলে চাহিদার **আয় স্থিতিস্থাপকতা শূন্য বা আয় চাহিদা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক** বলিয়া গণ্য হইবে।

২. আয়ের পরিবর্তনের অনুপাত অপেক্ষা চাহিদার পরিবর্তনের অনুপাত বেশি হইলে উহা **স্থিতিস্থাপক চাহিদা বা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা একের বেশি** বলিয়া গণ্য হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে, আয় বৃদ্ধির অনুপাতে পণ্যটির চাহিদা অধিকতর বাড়ে। এরূপ পণ্যকে উৎকৃষ্টতর পণ্য[৩৫] (বিলাস দ্রব্য?) বলা যাইতে পারে। লোকে ধনী হইলে ইহাদের উপর ব্যয় বাড়ে।

৩. আয়ের পরিবর্তনের সমানুপাতে চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে। এক্ষেত্রে আয় **স্থিতিস্থাপকতা সমানুপাতিক** বলিয়া গণ্য হইবে। এরূপ পণ্যের ক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধির আগে আয়ের যে অনুপাত বা শতাংশ খরচ হইত, আয় বৃদ্ধির পরেও তাহাই অপরিবর্তিত থাকে।

৪. আয়ের পরিবর্তনের অনুপাত অপেক্ষা চাহিদার পরিবর্তনের অনুপাত কম হইতে পারে। এক্ষেত্রে **আয় স্থিতিস্থাপকতা একের কম বা আয় চাহিদা অস্থিতিস্থাপক বলিয়া** গণ্য হইবে। এইরূপ পণ্যের ক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধির পরে আগের তুলনায় ব্যয়ের শতাংশ কমিয়া যায়। এই প্রকার পণ্যকে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য[৩৬] (ক্রেতার কাছে) বলিয়া গণ্য করা যায়।

৫. আবার আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে পণ্যটির ক্রয়ের পরিমাণও কমিতে পারে। এক্ষেত্রে **আয় স্থিতিস্থাপকতা ঋণাত্মক**[৩৭] বলিয়া গণ্য হয়। সাধারণত, ভোগকারী বা ক্রেতা যাহাকে নিকৃষ্ট জাতীয় পণ্য[৩৮] বলিয়া বিবেচনা করে, উহার ক্ষেত্রেই এরূপ ঘটে।

চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা
CROSS ELASTICITY OF DEMAND

অনেক পণ্য পরস্পরের প্রতিযোগী বা পরিবর্তক, অনেক পণ্য আবার পরস্পরের অনুপূরক বা সহযোগী। কফি ও চা প্রথম জাতীয় পণ্য, কলম ও কালি দ্বিতীয় জাতীয় পণ্য। ইহাদের দাম ও চাহিদা পরস্পর সংশ্লিষ্ট। এজন্য ইহাদের **সংশ্লিষ্ট পণ্য**[৩৯] বলা

35. Superior good. 36. Necessaries. 37. Negative.
38. Inferior good. 39. Related goods.

হয়। ইহাদের একের দামের পরিবর্তনে অপরের চাহিদার পরিবর্তন ঘটে। **এইরূপ পণ্যগুলির ক্ষেত্রে, একটির দামের নির্দিষ্ট হারে পরিবর্তনের দরুন অপরটির চাহিদাতে যে হারে পরিবর্তন ঘটে তাহাকে চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা বলে।** অতএব,—

$$\text{চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা } (ExPy) = \frac{\text{X পণ্যের চাহিদার আনুপাতিক পরিবর্তন}}{\text{Y পণ্যের দামের আনুপাতিক পরিবর্তন}}$$

দুইটি সংশ্লিষ্ট পণ্যের পারস্পরিক চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাও বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে।

১. **চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা অসীম হইতে পারে।** এরূপ ক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে, একটি পণ্যের দামের তিলমাত্র পরিবর্তন অপর পণ্যটির চাহিদায় অসীম পরিবর্তন ঘটাইবে। অর্থাৎ পণ্য দুইটির একের পরিবর্তে অপরটিকে ইচ্ছামত পরিমাণে ব্যবহার করা চলে। ইহার অর্থ হইতেছে যে পণ্য দুইটি পরস্পরের নিখুঁত পরিবর্তক দ্রব্য[৪০]। বাস্তবে ইহা দেখা যায় না।

২. **পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা শূন্য (0) হইতে পারে।** অর্থাৎ তাহাতে পারস্পরিক চাহিদা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক বুঝিতে হইবে। ইহার অর্থ পণ্য দুইটি বিন্দুমাত্র পরস্পরের স্থলে কিংবা একের সহিত অপরটিকে ব্যবহার করার যোগ্য নহে। অর্থাৎ, উহারা মোটেই পরস্পরের পরিবর্তক অথবা সংশ্লিষ্ট পণ্য নহে।

৩. **সচরাচর পারস্পরিক চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা শূন্যের বেশি এবং অসীমের কম হয়।**

৪. **পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা ঋণাত্মকও হইতে পারে।** পরস্পরের সহযোগী পণ্যের ক্ষেত্রে এরূপ হইতে দেখা যায়। কলমের দাম বাড়িলে কালির চাহিদা কমিবে।

স্থিতিস্থাপকতার নির্ধারকসমূহ
DETERMINANTS OF ELASTICITY

যে কোন পণ্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অর্থনীতিক এবং অর্থনীতিক নহে এরূপ বহু প্রকারের বিষয়ের উপর নির্ভর করে। উহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান নির্ধারক-গুলির উল্লেখ করা গেলঃ

১. **দামের স্তর[৪১]ঃ** চাহিদা রেখা হইতেই দেখা যায়, রেখাটির উপরের দিকের বিন্দুগুলিতে, অর্থাৎ বেশি দামের স্তরে পণ্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক (একের বেশি), এবং চাহিদারেখার নিচের দিকের বিন্দুগুলিতে অর্থাৎ কম মূল্যের স্তরে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক (একের কম) হয়।

২. **আয়ের স্তর[৪২]ঃ** খুব উঁচু আয়ের স্তরে পণ্যের দামের হ্রাস বৃদ্ধিতে চাহিদার বিশেষ তারতম্য হয় না, কিন্তু অত্যন্ত নিচু আয়ের স্তরে দামের সামান্য হ্রাস বৃদ্ধিতে চাহিদার পরিমাণ সবিশেষ পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ, অত্যন্ত ধনী ব্যক্তিদের কাছে দামের হ্রাস বৃদ্ধিতে কিছুই আসে যায় না, তাহাদের কেনা কাটার পরিমাণ যেমন ছিল তেমনই থাকে। কিন্তু অতি সামান্য আয়ের মানুষকে সর্বদাই হিসাব করিয়া চলিতে হয়। তাহারা সর্বদাই, যখন যে পণ্যের দাম বাড়ে উহার পরিবর্তে সস্তা কোন পরিবর্তক পণ্য ব্যবহারের চেষ্টা করে।

৩. **পরিবর্তক পণ্যের সংখ্যা[৪৩]ঃ** ইহা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার একটি প্রধান নির্ধারক। যে পণ্যের পরিবর্তক পণ্য নাই, উহার দাম যতই হোক তাহা কিনিতেই হয়। অতএব পরিবর্তকহীন পণ্যের চাহিদা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক। কিন্তু বাস্তবে, সকল পণ্যেরই কিছু না কিছু পরিবর্তক বা প্রতিযোগী পণ্য আছে। সুতরাং কমবেশি পরিমাণে

40. Perfect Substitutes. 41. Level of Prices. 42. Income Level.
43. Range of substitutes.

সকল পণ্যের চাহিদাই স্থিতিস্থাপক। যে পণ্যের পরিবর্তক সংখ্যা যত বেশি উহার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাও তত বেশি হয়।

৪. পণ্যের প্রকৃতি[44]**ঃ** সাধারণত, বিলাস দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক, অভ্যাসের দরুন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদা সমানুপাতিক স্থিতিস্থাপক এবং অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়। কিন্ত সব সময়েই যে এরূপ হইবে তাহা নহে। কারণ অভ্যাসের ফলে বিলাস দ্রব্যও প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে, আবার একের নিকট যাহা বিলাস দ্রব্য অপরের নিকট তাহা অবশ্য প্রয়োজনীয়। তাহা ছাড়া অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদাও যে সর্বদা অস্থিতিস্থাপক হইবে এমন নয়। আয়ের পরিমাণ অতি অল্প থাকিবার দরুন যাহারা অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবও পূরণ করিতে পারে নাই, আয় বাড়িলে, তাহারা সর্বপ্রথম অধিকতর পরিমাণে অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনিবে। সুতরাং খুব অল্প স্তর হইতে আয় যখন বাড়িতে আরম্ভ করে, তখন কিছুদূর পর্যন্ত আয় বৃদ্ধির দরুন অবশ্য প্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। অতএব ততদিন অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আয়-চাহিদাও স্থিতিস্থাপক হয়। ভারতে খাদ্যশস্যের চাহিদা অনেকটা এই কারণেই স্থিতিস্থাপক।

৫. নানারূপ বিকল্প ব্যবহারের সম্ভাবনা[45]**ঃ** যে পণ্য যত বেশি প্রকারে ব্যবহার করা যায় উহার চাহিদা তত বেশি স্থিতিস্থাপক হয়। জ্বালানী হিসাবে কয়লার ব্যবহারের ক্ষেত্র যত বেশি (পরিবারে, শিল্পে, রেলপরিবহণে ইত্যাদি), জ্বালানী হিসাবে কাঠের ব্যবহারের ক্ষেত্র তাহা অপেক্ষা অনেক কম (পরিবারে)। সুতরাং জ্বালানী কাঠের তুলনায় কয়লার চাহিদা অনেক বেশি স্থিতিস্থাপক। আবার একাধিক ব্যবহারের সকল ক্ষেত্রেই পণ্যটির চাহিদা সমপরিমাণে স্থিতিস্থাপক হইবে তাহা নহে। শিল্পে বা রেল পরিবহণে কয়লার চাহিদা যত অস্থিতিস্থাপক (দাম বেশি হইলেও উহা ব্যবহার করিতেই হইবে), কয়লার পারিবারিক চাহিদা তত অস্থিতিস্থাপক নহে (কয়লার দাম বাড়িলে, গৃহস্থ কেরোসিন তেল, কাঠ বা গ্যাস ব্যবহার করার চেষ্টা করিবে)।

৬. অভ্যাস[46]**ঃ** ক্রেতার অভ্যাসের উপরও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ভর করে। যাহারা আমিষাশী তাহাদের কাছে মাছ মাংস ও তরকারী কিছু পরিমাণে পরস্পরের পরিবর্তক। মাছ মাংসের দাম বাড়িলে তাহারা উহা কম কিনিয়া বেশি পরিমাণে তরকারী ব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু যাহারা নিরামিষাশী, তাহাদের কাছে তরকারীর পরিবর্তক নাই। সুতরাং তাহাদের কাছে তরকারীর চাহিদা অনেকাংশে অস্থিতিস্থাপক। ঘি ও ডালডা সাধারণত পরস্পরের প্রতিযোগী বা পরিবর্তক পণ্য। কিন্তু যাহারা ডালডা খায় না, ডালডার দাম কমিলেও তাহারা ঘিএর পরিবর্তে উহা ব্যবহার করিবে না। অতএব কাহার নিকট কোন্ পণ্যটির চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইবে তাহা অনেকাংশে তাহার অভ্যাসের উপরও নির্ভর করে।

৭. পণ্যটির উপর আয়ের কত ভাগ ব্যয় হয়[47]**ঃ** মাসে ৫০০ টাকা উপার্জনকারী যে ব্যক্তি প্রতি মাসে মাত্র একবার ২·৪০ টাকার আসনে সিনেমা দেখে, ঐ আসনের দর্শনী ৩ টাকা হইলেও সে মাসে একবার সিনেমা দেখা বন্ধ করিবে না। কিন্তু যে সপ্তাহে একবার দেখে, সে নিশ্চয় মাসে ৪ বারের কম দেখিবার চেষ্টা করিবে। অর্থাৎ যে পণ্যটি বা সেবাকর্মটির উপর আয়ের যত ক্ষুদ্রাংশ ব্যয়, উহার চাহিদা তত অস্থিতিস্থাপক হয়।

৮. সময়[48]**ঃ** যে কোন পণ্যের চাহিদা স্বল্পকালীন বাজারে[49] যতটা অস্থিতিস্থাপক হয়, দীর্ঘকালীন বাজারে[50] ততটা অস্থিতিস্থাপক হয় না। কারণ স্বল্পকালীন বাজারে দামের হঠাৎ পরিবর্তনের সহিত ভোগকারী দ্রুত নিজের সামঞ্জস্য ঘটাইতে পারে

44. Nature of the good. 45. Range of alternative uses.
46. Habits etc. 47. Proportion of income spent on the Commodity.
48. Time. 49. Short period market. 50. Long period market.

না। তাহাতে সময় লাগে। অতএব দীর্ঘ অভ্যাসের দরুনই হোক আর যে কারণেই হোক, দাম বৃদ্ধি সত্ত্বেও যে দ্রব্যটি এখন না কিনিলে চলিতেছে না, উহার দাম যদি দিনের পর দিন বেশি চলিতেই থাকে, তবে এক সময়ে বাধ্য হইয়া উহার পরিবর্তক ব্যবহারের চেষ্টা করিতেই হইবে। তেমনি আবার বাড়িঘর, আসবাবপত্র, ইত্যাদি অনেক দীর্ঘস্থায়ী দ্রব্যের চাহিদাও স্বল্পকালীন সময়ে যতটা অস্থিতিস্থাপক হয়, দীর্ঘকালীন সময়ে ততটা অস্থিতিস্থাপক হয় না।

এত বিভিন্ন প্রকার বিষয়ের দ্বারা পণ্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারিত হয় বলিয়া, কোন পণ্যের ক্ষেত্রেই সোজাসুজি উহার চাহিদা স্থিতিস্থাপক বা অস্থিতিস্থাপক বলিয়া এক কথায় নির্দেশ করা যায় না।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার গুরুত্ব
IMPORTANCE OF ELASTICITY OF DEMAND

একাধিক ব্যবহারিক প্রয়োজনের দরুন চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

১. **যে কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের নিকট ইহার গুরুত্বঃ** বাস্তবের বাজারগুলি সকলই কমবেশি পরিমাণে অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার বা একচেটিয়া ঝোঁক সম্পন্ন প্রতিযোগিতার বাজার। সুতরাং বাস্তবের বাজারে সকল উৎপাদক প্রতিষ্ঠানই কমবেশি এক-চেটিয়া কারবারীতে পরিণত হয়। এই পরিস্থিতিতে, প্রত্যেক উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের চাহিদা রেখাই কম বেশি ঋণাত্মক ঢাল সম্পন্ন, অর্থাৎ উহার পণ্যের চাহিদা কম বেশি অস্থিতি-স্থাপক। অতএব পণ্যের উৎপাদনের পরিমাণ ও দাম নির্ধারণে প্রত্যেক উৎপাদক প্রতিষ্ঠানকেই উহার পণ্যের স্থিতিস্থাপকতার মাত্রা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হইতে হয় ও তদনুযায়ী ঐ সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। নতুবা উহার পক্ষে সর্বাধিক মুনাফা উপার্জন করা সম্ভব হয় না।

২. **সরকারের নিকট ইহার গুরুত্বঃ** প্রতিটি অর্থনীতিক বিষয়ে নীতি ও কর্ম-পন্থা গ্রহণে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটি সরকারের পক্ষেও গুরুত্বপূর্ণ।

ক. কর নির্ধারণে (বিশেষত, পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে) পণ্যের উপর ধার্যকর হইতে যাহাতে সর্বাধিক কর আদায় হয় সেজন্য অস্থিতিস্থাপক চাহিদার পণ্যের উপর কর ধার্য করাই সুবিধাজনক কিন্তু ইহাতে গরীবদের উপর করের অতিরিক্ত ভার[51] পড়ে। অন্যান্য করের ক্ষেত্রেও করের ভার করদাতাগণের উপর অপরিহার্যভাবেই পড়ে। ন্যায় বিচার ও জনকল্যাণের দিক হইতে বিচারে করদাতাগণের উপর কর ভারের সমরূপ বন্টন প্রয়োজন। করভারের সমবন্টন কতটা ঘটিবে তাহা নির্ভর করে যে সকল পণ্যের উপর কর ধার্য হইয়াছে উহাদের চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। সুতরাং সরকারকে সে বিষয়ে অবশ্যই অবহিত হইতে হয়।

খ. পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ, কৃষিজাত পণ্যের ন্যূনতম সরকারী দাম ধার্য করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পণ্যগুলির চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতা সম্পর্কে না জানিলে চলে না।

গ. কোন শিল্প জাতীয়করণ করা আবশ্যক কিনা সে প্রশ্নের সহিতও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার যোগ আছে। যদি দেখা যায় যে কোন একটি পণ্যের চাহিদা অপেক্ষা-কৃত অস্থিতিস্থাপক এবং উহার উৎপাদন ও বিক্রয় একটি বেসরকারী একচেটিয়া কার-বারের করতলগত হইয়াছে তবে সেরূপ শিল্প জাতীয়করণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কারণ তাহা না হইলে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের সুযোগ লইয়া বেসরকারী একচেটিয়া উৎপাদক প্রতিষ্ঠানটি ক্রমাগত ক্রেতাগণকে অধিক পরিমাণে শোষণ করিয়া চলিবে।

51. Burden of a tax.

ঘ. কাগজী মুদ্রা ব্যবস্থায় **এক দেশের টাকার সহিত অপর দেশের টাকার বিনিময় হার** সরকার স্থির করিয়া দেয় এবং মাঝে মাঝে ঐ সরকারী বিনিময় হার কমান (মুদ্রা-মূল্য হ্রাস[52]) ও বাড়ান (মুদ্রা মূল্য বৃদ্ধি[53]) হইতে পারে। এই তিনটি ব্যাপারেই **সরকারের** উচিত দেশের আমদানি ও রপ্তানির চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতা অনুসন্ধান করা এবং তদনুযায়ী দেশীয় মুদ্রার বিদেশী বিনিময় হার স্থির ও পরিবর্তন করা। তাহা না হইলে উহা অত্যন্ত কুফল প্রসব করিতে পারে।

৩. মিশ্রধনতন্ত্রী অর্থনীতিতে শুধু পণ্যের দামের উপরেই নহে, **উপাদানগুলির দাম বা উহাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণেও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা প্রভাব বিস্তার করে।** যে উপাদানের চাহিদা উৎপাদনকারিগণের নিকট যত বেশি স্থিতিস্থাপক, উহার পারিশ্রমিক বৃদ্ধির সম্ভাবনা তত অল্প।

৪. **আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যে বাণিজ্যের শর্তাবলী[54] দেখা দেয় তাহাও দুই দেশের কাছে পরস্পরের পণ্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার দ্বারা নির্ধারিত হয়।**

৫. চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা দিয়া প্রাচুর্যের মধ্যে দারিদ্র্যের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করা যায়। যে শস্যের অধিক ফলন চাষীর জীবনে প্রাচুর্য আনিতে সমর্থ, তাহাই অত্যধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইলে, খাদ্যশস্যের চাহিদার অস্থিতিস্থাপকতার দরুন অতি কম দামে বিক্রয় হইয়া চাষীর জীবনে দারিদ্র্যকে গভীরতর করে।

প্রশ্নাবলী ও উত্তর সংকেত

৫ · ভোগকারীর আচরণতত্ত্ব

1. How does a consumer distribute a given amount of money in purchasing two commodities, the prices of which are given? [C.U. B.A. 1962]

[যাহাদের দাম নির্দিষ্ট আছে, এরূপ দুইটি পণ্যের ক্রয়ে একজন ভোগকারী কিভাবে তাহার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ উহাদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া দেয় ?]

উঃ ৬৭-৭০ পৃঃ।

2. Explain the concept of 'Consumer's Surplus' and indicate its usefulness. [C.U. B.A. 1965]

['ভোগকারীর উদ্বৃত্ত'-এর ধারণাটি ব্যাখ্যা কর এবং ইহার উপযোগিতা দেখাও।]

উঃ ৭৫-৭৮ পৃঃ।

3. Explain the concept of 'Consumer's Surplus'. What are the uses of this concept in economic theory? [C.U., B.A. 1963, C.U., B. Com. (short notes) 1963]

['ভোগকারীর উদ্বৃত্ত'-ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। অর্থনীতিক তত্ত্বে এই ধারণাটির ব্যবহার কি কি ?]

উঃ ৭৫-৭৮ পৃঃ।

৬ চাহিদা রেখা

1. Show why the demand for a commodity increases when its price falls. Are there any exceptions to this rule? [C.U. B.A. 1962]

[কোন পণ্যের দাম কমিলে উহার চাহিদার পরিমাণ বাড়ে কেন তাহার কারণ দেখাও। এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম আছে কি ?]

উঃ ৮৩-৮৫ পৃঃ।

2. Why do most demand curves slope downwards? Can you suggest instances where demand curves may slope upwards to the right? [C.U. B.Com. 1963, '66]

[অধিকাংশ চাহিদা রেখাই নিচের দিকে ঢালসম্পন্ন কেন? তুমি কি এমন কোন দৃষ্টান্ত দেখাইতে পার যে ক্ষেত্রে চাহিদা রেখার ঢাল দক্ষিণে উপরের দিকে রহিয়াছে ?]

উঃ ৮৩-৮৫ পৃঃ।

52. Devaluation. 53. Revaluation. 54. Terms of Trade.

3. Explain why the demand for a commodity increases if its price falls. Is this always true? [C.U. B.A. (Spl.) 1967]

[একটি পণ্যের দাম কমিলে উহার চাহিদার পরিমাণ বাড়ে কেন তাহা ব্যাখ্যা কর। ইহা কি সর্বদা সত্য?] উঃ ৮৩-৮৫ পৃঃ।

৭ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা

1. Explain the factors on which the elasticity of demand for a commodity depends. How would you measure the elasticity of demand at a given price?

[C.U. B.Com. 1962 (short note), B.A. 1964]

[কোন পণ্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহা ব্যাখ্যা কর। কোন একটি নির্দিষ্ট দামে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা তুমি কি ভাবে মাপিবে?]

উঃ ১০১-১০৩, ৯৮-১০০ পৃঃ।

2. Explain carefully the concept of elasticity of demand. What are the primary determinants of the price elasticity of demand for a commodity? [C. U. B. Com. 1967]

[চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটি সযত্নে ব্যাখ্যা কর। কোন পণ্যের চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতার মুখ্য নির্ধারকগুলি কি?] উঃ ৯০-৯১, ১০১-১০৩ পৃঃ।

তৃতীয় খণ্ড

উৎপাদন ও যোগান
PRODUCTION & SUPPLY

অধ্যায়

উৎপাদনের উপাদানসমূহ
FACTORS OF PRODUCTION

[**আলোচ্য বিষয়ঃ 'উৎপাদন'** শব্দটির তাৎপর্য—উৎপাদনের পরিমাণ ও উহার নির্ধারকসমূহ—মোট উৎপাদন, জীবনযাত্রার মান ও লোককল্যাণ—**উপকরণ, উপাদান** ও **কারকসমূহ—ভূমি**—ভূমির বৈশিষ্ট্য—**শ্রম**—শ্রমের বৈশিষ্ট্য—শ্রমের যোগান—শ্রমের দক্ষতার নির্ধারকসমূহ—জনসংখ্যা তত্ত্বসমূহ—ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব—কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব—উভয় তত্ত্বের তুলনা—জনসংখ্যা বৃদ্ধির জীবতত্ত্ব—নীট পুনর্জননের হার—**পুঁজি**—পুঁজির বৈশিষ্ট্য—পুঁজির কার্যাবলী—পুঁজিগঠন—**উদ্যোক্তার কার্যাবলী** ও ভূমিকা]

'উৎপাদন' শব্দটির তাৎপর্য
SIGNIFICANCE OF 'PRODUCTION'

'উৎপাদন' বলিতে অর্থবিদ্যায় 'উপযোগ সৃষ্টি' বুঝায়। ইহা 'উৎপাদন' শব্দটির ব্যাপক অর্থ। ব্যাপক অর্থে 'উৎপাদন' বলিতে চারি প্রকার উপযোগের (আকারগত, স্থানগত, সেবাগত এবং কালগত) যে কোন একটির সৃষ্টি বুঝায়। ইহার ফলে দ্রব্যের ব্যবহারিক মূল্য[1] জন্মে। কিন্তু অর্থবিদ্যার মূল্যতত্ত্বে ব্যবহারিক মূল্যের আলোচনা করা হয় না, আলোচনা করা হয় বিনিময় মূল্যের[2], দামের। ব্যবহারিক মূল্য না থাকিলে বিনিময় মূল্য জন্মে না, কিন্তু ব্যবহারিক মূল্য থাকিলেই যে বিনিময় মূল্যও থাকিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই, একথা মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের আলোচনা হইতেই আমরা জানি।

বাজারে যাহা বিক্রয়যোগ্য, যাহার বিনিময় মূল্য আছে, ক্রেতারা যাহার জন্য দাম দিতে প্রস্তুত, উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি শুধু তাহাই উৎপাদন করে। অর্থাৎ উহাদের কাজের দ্বারা (উৎপাদনের দ্বারা) যাহার মূল্য বা দাম আছে এমন কিছুর সৃষ্টি হয়। তুলা নামের কাঁচামাল কাপড়ের কল হইতে যখন রঙ্গীন শাড়ী বা প্ল্যাটিনাম ধুতি হইয়া বাহির হয় তখন উহার দাম তুলার দামের অপেক্ষা অনেক বেশি। কাপড়খানির উৎপাদন দ্বারা কাপড়ের কলটি তুলার মূল্যের তুলনায় কাপড়খানির এই অতিরিক্ত মূল্য সৃষ্টি করিয়াছে, কাঁচামাল হিসাবে যে মূল্য ছিল (নিছক আর্থিক মূল্য বা দাম নহে, প্রকৃত মূল্য) তাহা বৃদ্ধি করিয়াছে। অতএব **উৎপাদন বলিতে অতিরিক্ত মূল্য সৃষ্টি করা বা পুরাতন মূল্যের সহিত নূতন মূল্য যোগ করা, অর্থাৎ মূল্য বৃর্ধন করা বুঝায়।**[3] ইহাই উৎপাদন কথাটির অর্থনীতিক তাৎপর্য।

ভোগকারিগণের পছন্দ বা পক্ষপাতিত্ব অনুসারে যে সকল পণ্য উৎপাদনের প্রয়োজন দেখা দেয় উহা **কিভাবে** উৎপাদিত হইবে তাহা যেমন সামগ্রিক অর্থনীতিক ব্যবস্থার একটি সাধারণ সমস্যা, তেমনি মিশ্র ধনতন্ত্রী অর্থনীতিতে উহা প্রত্যেকটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠানেরও প্রতি মুহূর্তের সমস্যা। কারণ, এরূপ অর্থনীতিক ব্যবস্থায় প্রধানত ব্যক্তিগত উদ্যোগে

1. Use value or value-in-use.
2. Value-in-exchange or exchange value.
3. Production creates or adds value.

পরিচালিত উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারাই অধিকাংশ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্বল্পতার সর্বব্যাপক পরিবেষ্টনীতে আবদ্ধ অর্থনীতিক ব্যবস্থা যেমন কিভাবে স্বল্পতম উপকরণের দ্বারা সর্বাধিক অভাবতৃপ্তির সামগ্রিক সমস্যায় সর্বদা বিব্রত, তেমনি সর্বাধিক মুনাফা উপার্জনের চেষ্টায় নিযুক্ত প্রত্যেকটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠানেরও অবিরাম সমস্যা হইতেছে **কি ভাবে,** নির্দিষ্ট পরিমাণে, নির্দিষ্ট দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করিলে তাহা স্বল্পতম খরচে উৎপাদন করা সম্ভব হইবে। এজন্য উহাকে উৎপাদনের উপকরণগুলির সর্বাপেক্ষা উপযোগী সংমিশ্রণ[4] স্থির করিতে হয়, বিশেষায়ণের[5] আশ্রয় লইতে হয়, উৎপাদনের উপযুক্ত মাত্রা[6] নির্ধারণ করিতে হয়, উৎপাদনের অর্থনীতিক বিধিগুলি জানিতে হয়। ভোগকারিগণের পছন্দমত পণ্যটি সে কিভাবে উৎপাদন করিলে তাহা স্বল্পতম খরচে উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা এই সকল বিষয়ের উপরেই নির্ভর করে। ইহাই অর্থবিদ্যার উৎপাদন তত্ত্বের[7] আলোচ্য বিষয়।

উৎপাদনের পরিমাণ ও উহার নির্ধারকসমূহ
VOLUME OF PRODUCTION OR OUTPUT AND ITS DETERMINANTS

যে কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প কতটা পরিমাণে পণ্য উৎপাদনে সমর্থ তাহা নির্ভর করে উহা কি পরিমাণ উৎপাদনের প্রয়োজনীয় বিবিধ উপকরণ[8] সংগ্রহে সমর্থ, উহাদের সেবাকর্মের[9] দক্ষতা কিরূপ এবং ঐ উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প কতটা সুদক্ষভাবে উহাদের নিয়োগ করিতে সক্ষম ইত্যাদির উপর। ইহাদের বৃদ্ধিতে প্রতিষ্ঠান বা শিল্পটির মোট উৎপাদনের বৃদ্ধি এবং উহাদের হ্রাসে, মোট উৎপাদনের অবনতি ঘটিবে। সাধারণত, উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা শিল্পের আয় এবং সমৃদ্ধি উহার মোট উৎপাদনের সহিত হ্রাস বৃদ্ধি পায়। ব্যাপক অর্থে, দেশের যাবতীয় শিল্প দ্বারা উৎপন্ন বিবিধ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের সর্বমোট সমষ্টিই দেশের মোট উৎপাদনের পরিমাণ।

একটা **দেশের যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মোট উৎপাদনও** নানাবিধ বিষয়ের উপর **নির্ভর** করে। প্রথমত, উহা নির্ভর করে **দেশের মানবশক্তি[10] ও বিবিধ প্রাকৃতিক উপকরণ[11]** (আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, খনিজ, অরণ্য ও জলজ সম্পদ, মৃত্তিকার উর্বরতা ইত্যাদি) **এবং দেশের অর্থনীতিক অন্তর্কাঠামো[12]** (যোগাযোগ, পরিবহণ, বিদ্যুৎশক্তি প্রভৃতি) লইয়া দেশে যে **প্রাকৃতিক-অর্থনীতিক পরিবেশ[13]** রহিয়াছে, উহাদের উপর। দ্বিতীয়ত, ইহা নির্ভর করে **মানুষের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত শক্তিগুলির ক্রিয়ার** উপর (ভূমিকম্প, বন্যা, খরা ইত্যাদি যেমন উৎপাদনের ক্ষতি করিতে পারে তেমনি সুবৃষ্টি কৃষির উৎপাদন বাড়াইতে পারে)। তৃতীয়ত, ইহা নির্ভর করে **পরিবেশের সহিত মানুষের সম্পর্ক[14] ও মানুষে মানুষে উৎপাদন সম্পর্কের[15] উপর।** বিশেষায়ণ, ক্ষীয়মাণ বা বর্ধমান উৎপন্নের বিধি, উৎপাদনের মাত্রা, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ইত্যাদি যেমন পরিবেশের সহিত মানুষের সম্পর্ক নির্দেশ করে, তেমনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিকের সহিত মালিকের, জমির মালিকের সহিত চাষীর সম্পর্ক মানুষে মানুষে উৎপাদন সম্পর্ক নির্দেশ করে। মানুষের সহিত পরিবেশের এবং মানুষে মানুষে উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনে দেশের মোট উৎপাদনের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিতে পারে।

অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে, দেশের অর্থনীতিক অন্তর্কাঠামোর উন্নতি, মানুষের সহিত পরিবেশের সম্পর্কের উন্নতি এবং মানবিক ও অন্যান্য উপকরণগুলির অধিকতর ও পরিপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা দেশের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। পশ্চিমী

4. Optimum combination of resources. 5. Specialisation.
6. Scale of production. 7. Theory of production. 8. Resources.
9. Services of resources. 10. Manpower. 11. Natural resources.
12. Infra-structure of the economy.
13. Natural economic environment.
14. Relation between people and environment.
15. Production relations between man and man.

অগ্রসর মিশ্রধনতন্ত্রী দেশগুলিতে যাবতীয় উপকরণগুলির যথাসম্ভব সুদক্ষ এবং প্রায় পূর্ণ ব্যবহার বা নিয়োগ ঘটিতেছে বলিয়া অব্যবহৃত উপকরণের[16] পরিমাণ অল্প। সুতরাং ঐ সকল দেশে বর্তমানেই যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর মোট উৎপাদন প্রায় সর্বাধিক সম্ভব পরিমাণে ঘটিতেছে এবং উহার আর সবিশেষ বৃদ্ধির সম্ভাবনা অল্প। কিন্তু ভারতের মত এশিয়া আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার সমস্ত স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে মানবিক ও প্রাকৃতিক উপকরণের অতি অল্পই ব্যবহৃত হইতেছে এবং যাহাও ব্যবহৃত হইতেছে তাহাও সুদক্ষ ও পরিপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হইতেছে না। অতএব এসকল দেশে বর্তমান মোট উৎপাদন অল্প এবং উহার সবিশেষ বৃদ্ধির বাস্তব সম্ভাবনা বিশেষভাবেই বিদ্যমান।

মোট উৎপাদন, জীবনযাত্রার মান ও লোককল্যাণঃ দেশের যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর মোট উৎপাদন দ্বারাই দেশবাসিগণের মোট আয়, মাথাপিছু আয় এবং প্রকৃত আয়, এককথায় জীবনযাত্রার মানের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত হয়। সুতরাং মোট উৎপাদন বৃদ্ধির প্রশ্নটি সকল দেশের পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমী মিশ্রধনতন্ত্রী দেশগুলিতে বর্তমানেই মোট উৎপাদন প্রায় সর্বোচ্চ সীমার কাছাকাছি বলিয়া ঐ সকল দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান পৃথিবীতে সর্বোচ্চ। তুলনায়, ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে মোট উৎপাদনের পরিমাণ অল্প বলিয়াই জীবনযাত্রার মানও অত্যন্ত নিম্ন। আবার এ সকল দেশে উপকরণ-সমূহের অধিকতর এবং পূর্ণতর ব্যবহারের সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিযা জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট বৃদ্ধির বাস্তব সম্ভাবনাও বিদ্যমান। তবে, জীবনযাত্রার মান শুধু মোট উৎপাদনের উপরই নির্ভর করে না, অংশত উহা মোট উৎপাদন বা মোট জাতীয় আয়ের অধিকতর সুষম বণ্টনের উপরও নির্ভর করে। জাতীয় আয়ের অধিকতর সুষম বণ্টন ঘটিলেই বর্ধিত মোট উৎপাদন দেশবাসীর সাধারণ জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটাইতে পারে। তাহা না হইলে শুধুই মোট উৎপাদনের বৃদ্ধি দেশে আয় ও সম্পদের বৈষম্য বাড়াইয়া মুষ্টিমেয় ব্যক্তির সমৃদ্ধি ও অধিকাংশ ব্যক্তির দারিদ্র্য বৃদ্ধি করে মাত্র। আবার দেশের অধিকাংশ ব্যক্তির দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইলে, তাহারা উৎপাদন বৃদ্ধিতে আগ্রহ বোধ করে না। উৎপাদন বৃদ্ধিতে অধিকাংশের অনাগ্রহ তখন উৎপাদন বৃদ্ধির পথে প্রবল অন্তরায় হইয়া পড়ে। সুতরাং দেশের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি যেমন উপকরণগুলির সদ্ব্যবহারের উপর নির্ভর করে, তেমনি উহা জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টনের উপরও নির্ভর করে। লোককল্যাণ বৃদ্ধি[17] যদি অর্থবিদ্যার লক্ষ্য হয়, তবে দেশের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উহার সুষম বণ্টনের দ্বারাই লোককল্যাণের বৈষয়িক উপকরণগুলি[18] অধিকতর পরিমাণে জনসাধারণের ব্যাপকতম অংশের করায়ত্ত হইতে পারে।

উপকরণ, উপাদান ও কারকসমূহ
RESOURCES, FACTORS AND INPUTS

উপকরণঃ দেশের যাবতীয় মানবিক ও প্রাকৃতিক উপকরণসমূহের মোট পরিমাণ দ্বারা মোট উৎপাদন বা জাতীয় আয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট হয়। জল, বায়ু, তাপ, মৃত্তিকার উর্বরতা, মানুষের বাহুর শক্তি ও মস্তিষ্কের বুদ্ধিমত্তা, দক্ষতা, সাংগঠনিক ক্ষমতা, খনিজ, অরণ্য ও জলজ সম্পদ, প্রাণী সম্পদ, যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার, ইত্যাদি কত কিছু যে বিবিধ পণ্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের উৎপাদনে প্রয়োজন হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহাদের সকলই উৎপাদনের উপকরণ[19]। **যাহা কিছু কোন না কোন ভাবে উৎপাদনে সাহায্য করে তাহাই উৎপাদনের এক একটি পৃথক উপকরণ। উপকরণের সংখ্যা অপরিমেয়।** ইহাদের কতকগুলির যোগান সীমাহীন ও অনির্দিষ্ট, কতকগুলির যোগান সীমিত ও নির্দিষ্ট। অর্থবিদ্যা যেহেতু স্বল্পতার সমস্যাই আলোচনা করে সেহেতু যে সকল উৎপাদনের উপকরণ-

16. Unemployed resources.
17. Increase in welfare.
18. Material requisites.
19. Resources.

গুলির যোগান সীমিত ও নির্দিষ্ট এবং সেজন্য উহাদের অর্থনীতিক মূল্য বা গুরুত্ব আছে ও সে কারণে উহাদের বিনিময় মূল্যের উৎপত্তি ঘটে, **শুধু সে সকল অর্থনীতিক উপকরণেরই**[20] **আলোচনা করে**; উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ হইলেও, অসীম ও অনির্দিষ্ট যোগানের প্রাকৃতিক উপকরণগুলির আলোচনা করে না। [জলবায়ু উৎপাদনকে বিশেষ ভাবেই প্রভাবিত করে, কিন্তু ইহার অর্থনীতিক প্রভাব টাকা পয়সায় হিসাব করা যায় না, তাই ইহা সঠিক অর্থে উৎপাদনের একটি উপকরণ হইলেও, অর্থবিদ্যায় ভূমি বা জমিকেই উপকরণ বলিয়া গণ্য করা হয়। কারণ ইহার বেচাকেনা, অর্থাৎ আর্থিক পরিমাপ চলে।]

উপাদান: কিন্তু অর্থনীতিক উপকরণের সংখ্যাও যদি অত্যন্ত বেশি হয় তবে, আলোচনার অসুবিধাও বিলক্ষণ বৃদ্ধি পায়। তাহা ছাড়া, প্রত্যেকটি উপকরণ এক একটি পৃথক কাজ সম্পাদন করিলেও (পৃথক কাজ সম্পাদন করিলেই পৃথক উপকরণ বলিয়া গণ্য হয়), উহাদের কতকগুলির ক্ষেত্রে পরস্পরের কাজের কতক মিল দেখা যায়। আলোচনার সুবিধার জন্য, বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনে একই ধরনের কাজে নিযুক্ত ও ঐ কাজে কমবেশি সমদক্ষতা বা যোগ্যতাসম্পন্ন পৃথক উপকরণগুলিকে সমজাতীয় উপকরণ বলিয়া গণ্য করা চলে। কাজের ধরন বা মূল ধর্ম ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে যাবতীয় অর্থ-নীতিক উপকরণগুলিকে এইভাবে কতকগুলি সমজাতীয় বর্গে বা গোষ্ঠীতে[21] ভাগ করিয়া লইলে, অসংখ্য উপকরণগুলি আলোচনার অসুবিধা দূর হয়। সেজন্য, **অর্থবিদ্যায় উৎপাদনের যাবতীয় অর্থনীতিক উপকরণগুলিকে উহাদের কাজের মিল বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অল্প সংখ্যক কয়েকটি বর্গ বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত করিয়া, উহাদের এক একটিকে উৎপাদনের এক একটি উপাদান[22] বলিয়া গণ্য করা হয়। অতএব, উৎপাদনের উপাদান বলিলে সমজাতীয় অর্থনীতিক উপকরণসমূহের এক একটি বর্গ বা গোষ্ঠী বুঝায়[23]।**

মূলগত বিচারে যাবতীয় উপকরণগুলিকে প্রাকৃতিক উপকরণ বা পরিবেশ এবং মানুষ বা মানবশক্তি, এই দুইটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা যায়। ইহারাই উৎপাদনের দুইটি মৌলিক উপাদান। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরিয়া অর্থবিদ্যার আলোচনায় উপকরণগুলিকে চারিটি ভাগে ভাগ করিয়া সে অনুসারে উৎপাদনের উপাদান চারিটি, যথা—ভূমি, শ্রম, পুঁজি এবং সংগঠনশক্তি, বলিয়া গণ্য করিবার প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। উপাদানগুলির এই বর্গভেদ অনুসারে, যাবতীয় প্রকৃতিপ্রদত্ত উপকরণকে (পরিবেশ) 'ভূমি', মানুষের শারীরিক ও মানসিক শ্রমশক্তিকে 'শ্রম', প্রাকৃতিক উপকরণের সহযোগে মানুষের শ্রমে উৎপন্ন উপকরণকে 'পুঁজি' এবং অন্য তিনটি উপকরণকে উৎপাদনে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে একত্রিত ও নিয়োগ করার কাজটিকে 'সংগঠন' বলিয়া গণ্য করা হয়। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু অনেক স্থলেই জমি ও পুঁজির পার্থক্যরেখা অস্পষ্ট (সার ও সেচের দ্বারা যে মাটির উর্বরতা বাড়ান হইয়াছে অথবা, সমুদ্রে বাঁধ দিয়া হল্যান্ডে যে জমি উদ্ধার করিয়া উহাতে চাষ করা হইতেছে তাহা পুঁজি বলিয়া অধিক গণ্য হইবার যোগ্য)। তেমনি 'শ্রম' এবং 'সংগঠন'-এর পার্থক্যও বিতর্কের অতীত নহে। উৎপাদনের উপাদান দুইটি, তিনটি অথবা চারিটি, যাহাই হোক না কেন, মনে রাখিতে হইবে ইহারা কমবেশি সমজাতীয় উপকরণগুলির স্থূল সমষ্টি নির্দেশ করে। এবং অর্থবিদ্যার সাধারণ আলোচনায় জাতীয় আয়ের কার্যগত বন্টনে[24] 'উপাদান' নামের এই ধারণাটি যথেষ্ট সুবিধাজনক। একটি দেশের অর্থনীতিক সম্পদ পরিমাপেও এই ধারণাটি সাহায্য করে। কিন্তু যে কোন একটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান যখন নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য উৎপাদনে কি কি লাগিবে তাহার হিসাব করে, 'উপাদান' নামের স্থলে সমষ্টিবাচক ও বস্তুগত ধারণাটিতে তখন কাজ দেয় না।

কারকসমূহ[25]: 'ভূমি' নামের উপাদানটি দ্বারা উহার আয়তন বুঝায় না উর্বরতা

20. Economic resources. 21. Groups. 22. Factor of Production.
23. 'Groups of fairly homogeneous units' of economic resources.
24. Functional distribution of incomes. 25. Inputs.

বুঝায়? 'শ্রম' নামের উপাদানটি দ্বারা যে পরিশ্রম করে সেই মানুষটিকে বুঝায় না ঘণ্টা, দিন বা সপ্তাহ কিংবা মাস হিসাবে যতটা সময় ধরিয়া সে কাজ করে সেইটি বুঝায়? 'পুঁজি' বলিতে যন্ত্রপাতি বুঝায় না যে সময় ধরিয়া উহা কাজ করিতেছে, সময় হিসাবে উহার সেই কাজের পরিমাণকে বুঝায়? অর্থাৎ উপাদান বলিতে উহার স্থূল বস্তুগত আয়তনগত, সংখ্যাগত পরিমাপ বুঝায় না উহার কাজ বা সেবা[26] বুঝায়? বাস্তবে যখন কোথাও কোন কিছুর উৎপাদন চলে, তখন যাহা উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে যাহা প্রবেশ করে তাহা হইতেছে উপাদানগুলির কাজ বা সেবা: উপাদানগুলি নিজেরা তাহাতে মিশিয়া যায় না। জমিতে যখন ফসল ফলে, তখন ঐ উৎপন্ন ফসলে জমির সেবা প্রবেশ করে জমি যেমন ছিল তেমনই থাকে; চাষীর শ্রম প্রবেশ করে, চাষী করে না; লাঙ্গলের সেবা তাহাতে মিশ্রিত হয়, লাঙ্গলখানা নহে। **যাহা উৎপন্ন হয়[27] তাহা উৎপাদন করিতে গেলে, যাহা উহাতে প্রবিষ্ট হয়, প্রকৃতপক্ষে, তাহাই হইতেছে ঐ উৎপন্নের উৎপাদনকারক বা সংক্ষেপে, 'কারক'। উৎপন্নের মধ্যে উপাদানগুলি প্রবেশ করে না, প্রবেশ করে উহাদের সেবাসমূহ বা 'কারক'সমূহ বা 'ইনপুটস্'। কারকসমূহই উৎপন্নের অঙ্গীভূত হয়, উপাদানগুলি উহার অঙ্গীভূত হয় না।** বাস্তবে প্রতিটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান যখন নির্দিষ্ট পরিমাণে কোন পণ্য উৎপাদনে কি কি প্রয়োজন হইবে তাহার হিসাব করে তখন উহা 'উপাদান'-এর হিসাব না করিয়া হিসাব করে 'কারকসমূহের'। **সমকালীন অর্থতন্ত্রের বিশ্লেষণ এই কারক-উৎপন্নের সম্পর্কের[28] ধারণাটি বহুল ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে।**

কিন্তু দীর্ঘকালীন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের উৎপাদন সম্ভাবনার বিচার-বিবেচনায়, উপাদানের ধারণাটি উপযোগী। সুতরাং ক্ষেত্র অনুযায়ী উপকরণসমূহের এই দুই প্রকার রূপ-কল্পনাই অর্থবিদ্যার আলোচনায় ব্যবহৃত হয়।

১. ভূমি
LAND

সংজ্ঞা: মার্শালের কথায়, "'ভূমি' বলিতে জমিতে ও জলে, বাতাসে ও আলোয় এবং তাপে, মানুষের সাহায্যের জন্য যে সকল পদার্থ ও শক্তি প্রকৃতি উপহার দিয়াছে" উহাদের সকলই বুঝায়। অর্থাৎ, অর্থবিদ্যায় 'ভূমি' বলিতে যাবতীয় প্রাকৃতিক উপকরণ বা সম্পদ (মানুষের দ্বারা উৎপন্ন নহে, এই অর্থে) বুঝায়।

ভূমির বৈশিষ্ট্য: অন্যান্য উপাদানের সহিত ভূমির পার্থক্য সাধারণত নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারা নির্দেশ করা হয়:

১. ভূমি প্রকৃতির দান: প্রাকৃতিক উপকরণাদি মানুষের চেষ্টার ফলে নহে, কিন্তু অন্যান্য উপকরণগুলি কম বেশি মানুষের পরিশ্রমের ফল। এজন্য **ভূমির কোন উৎপাদন খরচ ও যোগান দাম** নাই। কারণ উহার উৎপাদন মানুষের সাধ্যাতীত। কিন্তু **এই ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নহে।** অরণ্য পরিস্কার করিয়া, মরুভূমির সহিত, সমুদ্রের সহিত লড়াই করিয়া মানুষ যে জমি উদ্ধার করে ও চাষ করে তাহা নিশ্চয় অনেকটা মানুষের চেষ্টার ফল এবং তাহা পরিশ্রমসাধ্য বলিয়া সে সকল ক্ষেত্রে উহার উৎপাদন খরচ আছে। কয়লা প্রকৃতির সৃষ্টি, তাই উহার উৎপাদন খরচ নাই, কিন্তু খনি হইতে উহা তুলিবার এবং ব্যবহারকারীর নিকট তাহা পাঠাইবার খরচ আছে। জমির উর্বরাশক্তিও বর্তমানে অনেকটাই মানুষের পরিশ্রমসাধ্য। তবে, প্রাকৃতিক সম্পদের অবস্থান (বিশেষত জমির) মানুষের ইচ্ছা ও পরিশ্রম-নির্ভর নহে।

২. ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ: পৃথিবীতে জমিসহ যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ নির্দিষ্ট, সীমাবদ্ধ (বিশেষত জমির)। মানুষের চেষ্টায় ইহার হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভব

---

26. Services. 27. Output. 28. Input-Output relations.

নহে। ইহাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। মানুষের অযত্নে ও অবহেলায় জমির উর্বরতা নষ্ট হইতে পারে, ভূমিক্ষয়ে চাষের জমি কৃষির অনুপযুক্ত হইয়া পড়িতে পারে, আবার মানুষ নদী ও সমুদ্রে বাঁধ দিয়া, মরুবিজয় করিয়া, চাষের জমির পরিমাণ বাড়াইতে পারে। তবে, এরূপে যতটা পরিমাণ জমির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিতে পারে তাহা পৃথিবীর মোট জমির তুলনায় অকিঞ্চিৎকর।

৩. ভূমির গুণাগুণ ও অবস্থান বৈষম্যপূর্ণ : সকল জমির উর্বরতা একরূপ নহে, সকল লৌহ আকরিকে লৌহের ভাগ একরূপ নহে, সকল জমি ও সকল খনি একই স্থানে অবস্থিত নহে। ভূমির, বিশেষত জমির উর্বরতা ও অবস্থানের এই বৈষম্য অর্থবিদ্যায় এবং অর্থনীতিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য গুণাগুণ বা উৎকর্ষ যে শুধু ভূমির ক্ষেত্রে বৈষম্যপূর্ণ তাহা নহে, শ্রম ও পুঁজির গুণাগুণও একরূপ নহে। সব শ্রমিক সমান দক্ষ নহে, এক যন্ত্রের কাজও অপর যন্ত্র দিয়া হয় না।

৪. ভূমির, বিশেষত জমির ফলন বিশেষভাবেই ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উৎপন্নের বিধির দ্বারা শাসিত : একই পরিমাণ জমিতে ক্রমাগত অধিক পরিমাণে অন্যান্য উপাদান ব্যবহারে, প্রান্তিক উৎপন্নের পরিমাণ ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। ইহাই ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উৎপন্নের বিধি। জমির ক্ষেত্রে ইহা বিশেষভাবে খাটে। কিন্তু ইহাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। কারণ, অনুরূপ ক্ষেত্রে অন্যান্য উপাদানের বেলায়ও এই বিধিটির ক্রিয়া দেখা যায়। তবে, জমির যোগানের সীমাবদ্ধতা, উর্বরতা ও অবস্থানের বৈষম্যের দরুন জমির ফলন যতটা পরিমাণে এই বিধিটির শাসনাধীন, অন্যান্য উপাদানের ফলন ততটা নহে।

৫. ভূমির সচলতা নাই : উপাদান হিসাবে ভূমির সচলতা বিন্দুমাত্র নাই বলা যায়। অন্যান্য উপাদানের ক্ষেত্রে একথা খাটে না।

২. শ্রম
LABOUR

সংজ্ঞা : শ্রম হইতেছে, 'উহা হইতে লব্ধ আরাম বা আনন্দের উদ্দেশ্য ছাড়া, সম্পূর্ণ বা অংশত অপর কোন উদ্দেশ্যে, শরীর অথবা মনের পরিশ্রম'। সহজ কথায়, উৎপাদন কর্মের পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শরীর বা মনের (অর্থাৎ মস্তিষ্কের) শক্তির ব্যবহারই 'শ্রম'। এই অর্থে যাহারা কায়িক শ্রমে নিযুক্ত রহিয়াছে শুধু তাহারাই নহে, শিক্ষা, চারু, ও কারুকলা, সাহিত্য, জ্ঞানবিজ্ঞান, সরকারী প্রশাসনের সকল শাখায় যাবতীয় ব্যক্তিকেই 'শ্রমিক' বলিয়া অর্থবিদ্যায় গণ্য করা হয়।

শ্রমের বৈশিষ্ট্য : অন্যান্য উপাদানের সহিত শ্রমের পার্থক্য উহার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

১. শ্রমের একটি মানবিক ও সামাজিক দিক আছে : ভূমি ও পুঁজি প্রাণহীন জড় পদার্থ, কিন্তু শ্রম (অর্থাৎ শ্রমিক) একটি জীবন্ত উপাদান। সকল শ্রমের লক্ষ্যই হইল মানুষের অভাব তৃপ্তির জন্য নানাবিধ সামগ্রীর উৎপাদন। সমাজের অধিবাসীরা সকলেই একদিকে যেমন ভোগকারী, তেমনি তাহাদের অধিকাংশই শ্রমের যোগানদার বা শ্রমিক। ইহাদের শ্রমের দ্বারা যাহা উৎপন্ন হয়, উহার উদ্দেশ্য হইতেছে ভোগকারী হিসাবে তাহাদেরই অভাবপূরণ। সুতরাং শ্রম শুধু উৎপাদনের উপাদানই নহে, উৎপাদনের লক্ষ্যও বটে।

২. শ্রমিক হইতে 'শ্রম' বিচ্ছিন্ন করা যায় না : জমির মালিক ও জমি, পুঁজিপতি ও পুঁজি এক নহে, উহারা পৃথক, স্বতন্ত্র। কিন্তু শ্রম শ্রমিকের অঙ্গীভূত, উহাকে শ্রমিক হইতে বিচ্ছিন্ন, পৃথক করা যায় না।

৩. উৎপাদন ক্ষেত্রে উৎপাদন কালে শ্রমিকের উপস্থিতি অপরিহার্য : চাষের সময়

জমির মালিকের সশরীরে উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না; পুঁজিপতিকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যেহেতু শ্রমিক হইতে শ্রমশক্তিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, সেহেতু উৎপাদনের সময় উৎপাদন ক্ষেত্রে স্বয়ং সশরীরে উপস্থিত থাকিয়া শ্রমিককে শ্রমের যোগান দিতে হয়, তবেই উৎপাদন সম্ভব হয়।

৪. **শ্রম ক্ষণস্থায়ী—ইহার সঞ্চয় সম্ভব নয়ঃ** জমি ফেলিয়া রাখিলে, খনিজ সম্পদ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে নষ্ট হয় না; পুঁজি দ্রব্যও অল্প সময়ে বিনষ্ট হয় না, দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। কিন্তু 'শ্রম' অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। ইহাকে ধরিয়া রাখিবার কোন উপায় নাই। এক মুহূর্তে, এক ঘণ্টা, একদিন যদি শ্রমিক কর্মহীন থাকে তবে সে সময় সে যে পরিশ্রম করিতে পারিত, যে শ্রমটুকুর যোগান দিতে পারিত তাহা চিরতরে হারাইয়া যায়। তাহা দিয়া যে পরিমাণ উৎপাদন সম্ভব হইত তাহা হইতে সমাজ চিরতরে বঞ্চিত হয়। এজন্যই কর্মহীনতা সমাজের এক গুরুতর ক্ষতি করে। আবার শ্রমের এই ক্ষণস্থায়ী চরিত্রই মালিকের সহিত শ্রমিকের দরকষাকষি করার ক্ষমতাকে দুর্বল করিয়া দেয়। সে এত ক্ষণস্থায়ী উপকরণের যোগানদার বলিয়াই কর্মহীন থাকিবার পরিবর্তে যে দাম পায় সে দামেই উহা বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়।

৫. **শ্রমের যোগান অনেক সময় সাধারণ যোগানবিধির ব্যতিক্রম হয়ঃ** সাধারণত, দাম বাড়িলে, উৎপন্ন (অর্থাৎ যাহা উৎপাদিত হইয়াছে বা হইতেছে) এবং উপাদান, সকলেরই যোগান বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, মজুরি বাড়িলে শ্রমের যোগান কমিয়া যায়। ইহার কারণ হইতেছে, কম মজুরিতে জীবন ধারণের মান অনুযায়ী সংসার খরচ নির্বাহ করিতে শ্রমিক পরিবারের যতজনকে (শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধ পর্যন্ত) কাজ করিয়া উপার্জন করিতে হয়, মজুরি বাড়িলে ততজনের পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন হয় না। শিশুরা তখন কাজ ছাড়িয়া বিদ্যালয়ে যাইতে পারে ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা অবসর নিতে পারে। এজন্য অনেক সময় কম মজুরিতে শ্রমের যোগান বাড়ে আব বেশি মজুরিতে শ্রমের যোগান কমে।

৬. **শ্রমের যোগান ভূমির মত অপরিবর্তনীয় না হইলেও উহার হ্রাস বৃদ্ধি সময়-সাপেক্ষঃ** স্বল্প কালের বিবেচনায় শ্রমের যোগান স্থির নির্দিষ্ট, কিন্তু দীর্ঘকালের বিবেচনায় উহা ধীরে ধীরে বাড়িতে বা কমিতে পারে।

৭. **শ্রম একটি সচল উপাদানঃ** ভূমির মত শ্রম 'অচল' নহে। উহা সচল উপাদান। পুঁজি অপেক্ষাও শ্রম অধিক সচল। তবে শ্রমের সচলতার পথে নানারূপ বাধা থাকে—ভৌগোলিক বাধা, পরিবহণের বাধা, ভাষার বাধা, ভিন্নতর সামাজিক পরিবেশ ইত্যাদি।

শ্রমের যোগানঃ 'শ্রমের যোগান' কথাটি সুস্পষ্ট অর্থবোধক নহে। প্রথমত, ইহার দ্বারা বিবিধ কর্মে নিযুক্ত জনসমষ্টি[২৯] বুঝাইতে পারে বা কাজের উপযুক্ত বয়সের লোক-সংখ্যা[৩০] বুঝাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, ইহা দ্বারা সম্পাদিত মোট কাজের পরিমাণ[৩১] বুঝাইতে পারে। তৃতীয়ত, ইহা দ্বারা একজন ব্যক্তি এক ঘণ্টায় যে কাজ করিতে পারে বা করে, তাহাকে একক (শ্রম-ঘণ্টা[৩২]) হিসাবে ধরিয়া মোট শ্রম-ঘণ্টা হিসাবে দেশে যে পরিমাণ শ্রম বা কাজের যোগান পাওয়া সম্ভব বা পাওয়া যাইতেছে[৩৩], তাহা বুঝাইতে পারে। যেহেতু, আসলে উৎপাদনের কাজে শ্রমিকের কাজটি বা সেবাটিই প্রয়োজন হয়, শ্রমিকের প্রয়োজন হয় না, সেহেতু শ্রমের যোগানের তৃতীয় অর্থটিই অধিকতর অর্থবহ এবং উপযোগী।

---

29. Number of people working.
30. Total number of people of working age.
31. Actual amount of work performed. 32. Man-hour of labour.
33. Total man-hours of labour-service available or rendered.

যে কোন দেশে (ঘণ্টা হিসাবে) শ্রমের কাজের বা শ্রম-সেবার[34] যোগান নির্ভর করে চারিটি বিষয়ের উপর—(১) দেশের মোট জনসংখ্যা; (২) মোট জনসংখ্যার যে অংশ বা অনুপাত (শতাংশ) উৎপাদনের কাজে পাওয়া যাইতে পারে (কাজের বয়সের লোকসংখ্যা[35]); (৩) কাজে নিযুক্ত প্রত্যেকটি লোক প্রতি বৎসর কত ঘণ্টা কাজ করে; এবং (৪) শ্রমের দক্ষতা।

১. মোট জনসংখ্যা ও শ্রমের যোগান: দেশের মোট জনসংখ্যা শ্রমের যোগানকে প্রভাবিত করে বলিয়াই অর্থবিদ্যায় জনসংখ্যা সম্পর্কে নানারূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা হইয়াছে এবং ইহাদের ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন জনসংখ্যা তত্ত্ব রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে। আমরা অনতিবিলম্বেই এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

২. কাজের বয়সের লোকসংখ্যা: একটি দেশে নানা উৎপাদন কাজে কি পরিমাণ লোক পাওয়া যাইবে তাহা নির্ভর করে সে দেশের সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ও উহার মানের উপর, সে দেশের শিল্পায়নের অগ্রগতির উপর, উহার সামাজিক পরিবেশ এবং কাজ সম্পর্কে জনসাধারণের মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গীর উপর। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভারতে সরকারী হিসাব মত (১৯৬১ সালের লোকগণনা অনুসারে) দেশের মোট জনসংখ্যার ৩৮ শতাংশ (গ্রামাঞ্চলে ৪২·৭ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে ৩৩ শতাংশ) বর্তমানে উৎপাদনের নানান কাজে পাওয়া যাইতেছে।[36]

৩. কাজের সময়: কাজের ঘণ্টা অর্থাৎ সময় বাড়ান হইলে শ্রমের যোগান বাড়ান যায়, অর্থাৎ শ্রমিককে দিয়া বেশি কাজ করান যায় বটে, কিন্তু কাজের সময় যতই বাড়িবে শ্রমের যোগান ততই বাড়িবে, ইহা সত্য নহে। কারণ একটানা দীর্ঘ সময় পরিশ্রমের ক্লান্তি কাজের পরিমাণ ও উৎকর্ষ ক্ষুণ্ণ করে। উহাতে বাস্তবে বরং শ্রমের যোগান কমিতেও পারে। এজন্য বর্তমানে সকল দেশেই মোটামুটি দৈনিক আট ঘণ্টা করিয়া শ্রমের সময় বা 'শ্রম-দিন' বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। অনেক দেশে অনেক শিল্পে আট ঘণ্টা হইতে কমাইয়া পাঁচ ঘণ্টায় এক 'শ্রম-দিন' করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া সবেতন ছুটিও দেওয়া হয়। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে, কাজের সময় কমাইলে শ্রমের যোগানও কমে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে শ্রমের যোগান যেটুকু কমে, শ্রমের দক্ষতা বাড়াইয়া তাহা পূরণ করা যায়।

৪. শ্রমের দক্ষতা: দেশে কার্যরত শ্রমিকসংখ্যা এবং কাজের সময় অপরিবর্তিত থাকিয়া শ্রমের দক্ষতা বাড়িলে, শ্রমের যোগান, অর্থাৎ শ্রমিকের দ্বারা সরবরাহ করা সেবার পরিমাণ বা তাহার দ্বারা সম্পাদিত কাজের পরিমাণ বাড়িবে। শ্রমের দক্ষতা যদি সবিশেষ পরিমাণে বাড়ান সম্ভব হয়, তাহা হইলে শ্রমের সময় কমান সত্ত্বেও আগের তুলনায় শ্রমের যোগান বাড়িতে পারে। কারণ শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধির অর্থ হইতেছে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি, উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি। এই কারণেই সকল দেশে আধুনিক কালে, শ্রমের সময় কমান সত্ত্বেও শ্রমের মজুরি, সবেতন ছুটি ইত্যাদি বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হইয়াছে।

শ্রমের দক্ষতার নির্ধারকসমূহ: শ্রমের দক্ষতা বলিতে, কাজের উৎকর্ষ ক্ষুণ্ণ না করিয়া, স্বল্পতর সময়ের মধ্যে অধিকতর পরিমাণ উৎপাদন করার ক্ষমতা বুঝায়। শ্রমের দক্ষতা বাড়িলে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বাড়ে। নিম্নোক্ত নানা বিষয়ের উপর শ্রমের দক্ষতা নির্ভর করে এবং উহাদের উন্নতিতে শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

১. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ: শ্রমের দক্ষতা শ্রমিকের সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার মান এবং শিল্পগত প্রশিক্ষণ (সে যেখানে কাজ করে সেখানকার প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের ধরনধারণে শ্রমিককে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া)—এই তিন প্রকার শিক্ষার উপর নির্ভর

34. Labour-service. 35. People of working age.
36. See India 1964, p. 150.

করে। সাধারণ শিক্ষা তাহার বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ ঘটায় ও কারিগরি এবং অন্যান্য শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করে। কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা তাহাকে নির্দিষ্ট বৃত্তিতে যোগদানের উপযুক্ত করে। আর শিল্পগত প্রশিক্ষণ, সে যেখানে নিযুক্ত আছে সেখানকার কাজে তাহার দক্ষতা বাড়ায়। এজন্য আধুনিক সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানেই নিজস্ব কারিগরি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা থাকে ও শিক্ষানবিস-কর্মী গ্রহণ করা হয়।

২. **কাজের পরিবেশ ও শর্তাবলী:** কারখানার অভ্যন্তরীণ পরিবেশ, যথা—আলো, বাতাস, পানীয় জল, খাবারের ব্যবস্থা, বিশ্রামের ব্যবস্থা, খেলাধূলার ব্যবস্থা, পাঠাগার, এবং কাজের শর্তাবলী, যথা—বেতনহার, বেতনবৃদ্ধির সুযোগ, উন্নতির সম্ভাবনা, সবেতন ছুটি, কাজের স্থায়িত্ব, প্রভৃতি শ্রমের দক্ষতাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। এজন্য সকল দেশেই নানা রকমের কারখানা আইন, শ্রমসংক্রান্ত আইন দ্বারা এই সকল বিষয়ে একটি ন্যূনতম সাধারণ মান স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে ভারতের কারখানা আইনের ব্যাপক সংস্কার করা হইয়াছে।

৩. **বিশেষায়ণ অন্যান্য উপাদানের দক্ষতা:** শ্রমের বিশেষায়ণ অর্থাৎ নির্দিষ্ট বৃত্তি, পেশা ও কাজের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে যতই প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করা হয় ততই শ্রমের দক্ষতা বাড়ে। এজন্য মানব সমাজে বহুদিন হইতে শ্রমবিভাগের প্রচলন ঘটিয়াছে এবং আধুনিক কালে উহা প্রবলবেগে বাড়িতেছে। তেমনি অন্যান্য উপাদানের দক্ষতার উপরও শ্রমের দক্ষতা নির্ভর করে। ভূমি, অর্থাৎ প্রাকৃতিক উপকরণ, কাঁচামাল প্রভৃতি যত উৎকৃষ্ট হইবে, পুঁজি অর্থাৎ যন্ত্রপাতি যত উন্নত হইবে এবং সংগঠন অর্থাৎ উদ্যোক্তার সাংগঠনিক ও ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা[৩৭] যত বেশি হইবে, ততই শ্রমের দক্ষতাও বাড়িবে। এজন্য আধুনিককালে সকল দেশেই যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ ও শিল্পসংস্কার এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা[৩৮] প্রবর্তিত হইতেছে।

৪. **সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাসমূহ:** শ্রমিকের শারীরিক ও মানসিক কর্মশক্তি যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেজন্য কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনা ও অসুস্থতায় বিনা খরচে বা কম খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা, কর্মহীন অবস্থায় কর্মহীনতার ভাতা, বার্ধক্যে অবসর ভাতা, শ্রমিকসন্তানগণের জন্য বিনা বেতনে বা অল্প বেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যের ন্যূনতম মানসম্পন্ন বাসস্থানের ব্যবস্থা ইত্যাদি সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা শ্রমের দক্ষতার সহায়ক বলিয়া আধুনিক কালে সকল দেশেই এসকল প্রবর্তিত হইয়াছে বা হইতেছে। ভারতে এজন্য রাষ্ট্রীয় কর্মচারী বীমা ব্যবস্থা ১৯৪৮ সাল হইতে প্রবর্তিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া খনি শ্রমিক ও বাগিচা শ্রমিকদের জন্যও পৃথক ব্যবস্থা আছে।

ভারতে শ্রমের দক্ষতা: অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে শ্রমের দক্ষতা কম। ইহার প্রধান কারণ এদেশে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কাজের পরিবেশ ও শর্তাবলী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক নয় এবং যন্ত্রপাতি কলকব্জা, পুরাতন ও নিকৃষ্ট ধরনের এবং উদ্যোক্তার দক্ষতাও অল্প।

জনসংখ্যা সম্পর্কে ম্যালথাসের তত্ত্ব
MALTHUSIAN THEORY OF POPULATION

ইংলণ্ডের ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানিগণের অন্যতম ম্যালথাসের[৩৯] আগে জনসংখ্যার বৃদ্ধি সম্পর্কে কোন তত্ত্বের অনুসন্ধান আর কাহারও লেখনী হইতে পাওয়া যায় না। তাহার পূর্বে এবিষয়ে অর্থবিজ্ঞানিগণের জনসংখ্যা সম্পর্কে কোন সুচিন্তিত ও সুস্পষ্ট চিন্তা বা ধারণা ছিল না। সুপ্রাচীনকাল হইতে ম্যালথ্যাস-তত্ত্ব প্রকাশনার কাল পর্যন্ত জনসংখ্যা সম্পর্কে মোটের উপর যে ব্যাপক ধারণা প্রচলিত ছিল তাহা এই যে, জনসংখ্যার

---

37. Organisational and managerial efficiency.
38. Modernisation, rationalisation and scientific management.
39. Thomas Robert Malthus (1766-1834).

বৃদ্ধি দেশের পক্ষে সর্বদাই মঙ্গলজনক এবং দেশে জীবনধারণের উপকরণের দ্বারাই উহার সীমা আপনা হইতে নির্দিষ্ট হইয়া যায়।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'জনসংখ্যা বিষয়ে প্রবন্ধ'[৪০] নামক ম্যালথাস রচিত পুস্তিকাটি জনসংখ্যা বিষয়ে দীর্ঘকাল প্রচলিত ধ্যানধারণার ভিত্তিমূলে আঘাত দিয়া নূতন চিন্তার সূত্রপাত ঘটায় এবং অর্থবিদ্যায় জনসংখ্যা সম্পর্কে অর্থনীতিক তত্ত্বের সূচনা করিয়া এক প্রবল বিতর্কের অবতারণা করে। সে বিতর্কের তরঙ্গ এখনও শান্ত হয় নাই।

সংক্ষেপে, ম্যালথাসের জনসংখ্যা সম্পর্কিত তত্ত্বটি এইঃ ১. প্রকৃতির নিয়মে মানুষ সহ সমগ্র প্রাণিজগতেরই নিজ সংখ্যা বৃদ্ধি করার ক্ষমতা, মানুষের জন্য পৃথিবীর খাদ্য উৎপাদন করার ক্ষমতা অপেক্ষা অনেক বেশি।

২. এই প্রাকৃতিক নিয়মের দরুন জনসংখ্যা (ম্যালথাসের ভাষায় জ্যামিতিক অনুপাতে) গুণনের নিয়মে বাড়ে, (অর্থাৎ এইরূপ,—১ : ২ : ৪ : ৮ : ১৬ ইত্যাদি) দেশের খাদ্য উৎপাদন (ম্যালথাসের ভাষায় পাটিগণিতের হারে) যোগের নিয়মে বাড়ে (অর্থাৎ এইরূপ,— ১ : ২ : ৩ : ৪ : ৫ ইত্যাদি)।

৩. প্রকৃতির নিয়মে এই দুই অসমশক্তির ক্রিয়ার ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপে জনসংখ্যা ও খাদ্যের উৎপাদন বা যোগানে ভারসাম্য নষ্ট হইয়া খাদ্য ঘাটতি বা খাদ্য সংকট দেখা দেয়। ইহা জনাধিক্যের[৪১] লক্ষণ।

৪. প্রকৃতির বিধানেই অপুষ্টি, অনাহার, রোগ, মহামারী, যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির মধ্য দিয়া অতিরিক্ত জনসমষ্টি ধ্বংস হইয়া (ম্যালথাসের ভাষায় ইহারা জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনিবার্যবাধা[৪২]) পুনরায় জনসংখ্যা ও খাদ্যের যোগানে ভারসাম্য স্থাপিত হয়। এই ভারসাম্য স্বল্পকাল স্থায়ী এবং অনিয়ন্ত্রিতভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সুযোগ থাকিলে বারংবার এই বেদনাদায়ক ও দুঃখকর চক্র আবর্তিত হইতে থাকে, যদি না মানুষ ব্রহ্মচর্য পালন, অধিক বয়সে বিবাহ ইত্যাদি নৈতিক নিয়ন্ত্রণ[৪৩] দ্বারা পরিবারের লোকসংখ্যা সীমিত রাখিতে চেষ্টা করে (ম্যালথাসের ভাষায় ইহা হইল 'প্রতিষেধক ব্যবস্থা[৪৪]')।

সমালোচনাঃ মানব জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এই আতঙ্কমূলক ও আশাহীন ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা ম্যালথাস ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে যে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার প্রতিধ্বনি এখনও মিলায় নাই। ম্যালথাসের তত্ত্বের বিরুদ্ধে মূল সমালোচনাগুলি এইঃ

১. জনসংখ্যা সদাসর্বদা দ্রুতগতিতে বাড়ে, একথা সত্য নহে। কারণ জনসংখ্যাবৃদ্ধি সম্পর্কিত তথ্য হইতে দেখা যায় যে, জীবন ধারণের মানের বৃদ্ধির ফলে এক সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পায়। আধুনিক ইয়োরোপের অনেক দেশে বর্তমানে লোকসংখ্যা হ্রাসের আশংকা দেখা দিয়াছে।

২. খাদ্যের উৎপাদন অত্যন্ত ধীর গতিতে বাড়ে, একথাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। কারণ বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাহায্যে অনেক দেশেই ফলনের যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটিয়াছে এবং আরও বৃদ্ধি ঘটা সম্ভব। তাহা ছাড়া নূতন নূতন খাদ্যের উৎসও আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত হইতেছে। ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উৎপন্নের যে বিধি[৪৫] ম্যালথাসের তত্ত্বে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল তাহা কতকগুলি শর্তাধীন। উহাতে কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় যে সাধারণ ফল দেখা দেয় তাহার কথা বলা হইয়াছে। অবস্থার পরিবর্তন যতক্ষণ পর্যন্ত ঘটিতে থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উৎপন্নের বিধি কার্যকর হয় না। ম্যালথাসের তত্ত্বে একটি সম্ভাবনাকে বিদ্যমান বাস্তব পরিস্থিতি বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া শুধু খাদ্যের উৎপাদন দ্বারা জনসংখ্যা বিচার করাও অবৈজ্ঞানিক।

40. 'Essay on Population'. 41. Overpopulation. 42. Positive checks.
43. Moral restraints. 44. Preventive checks.
45. Law of Diminishing Marginal Returns.

৩. ম্যালথাস শুধু নবজাতকের ক্ষুধার কথাই ভাবিয়াছিলেন, তাহার হাত দুইখানি যে উৎপাদনে সাহায্য করিতে পারে সে কথা বিবেচনা করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে গোটা ঊনিশ শতক ধরিয়া ইয়োরোপের সকল দেশের অর্থনীতিক ইতিহাস লোকসংখ্যাবৃদ্ধি, উৎপাদনবৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির ইতিহাস। সুতরাং জনসংখ্যার বৃদ্ধি অনিবার্য-ভাবে দেশের বিপত্তি ডাকিয়া আনে, ইতিহাস ম্যালথাসের এই আশংকা অমূলক প্রমাণ করিয়াছে। ম্যালথাস বর্ধমান উৎপন্নের বিধির[46] ক্রিয়া হিসাবের মধ্যে ধরেন নাই বা উহাকে নিছক সাময়িক বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন।

৪. সেলিগম্যানের মতে জনসংখ্যার সমস্যাটি শুধু উৎপাদনের সমস্যা নহে, উহা যেমন সুদক্ষ উৎপাদনের সমস্যা, উৎপাদন বৃদ্ধির সমস্যা, তেমনি উহা উৎপন্ন সম্পদের ন্যায্য ও যথোপযুক্ত বণ্টনের সমস্যাও বটে।

কাম্যজনসংখ্যা তত্ত্ব
THE OPTIMUM THEORY OF POPULATION

সিজউইক, কানান, এবং কারসণ্ডার্স যে বিকল্প জনসংখ্যা তত্ত্ব প্রচার করেন তাহা কাম্যজনসংখ্যা তত্ত্ব নামে পরিচিত। ইহাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোন নীতি আলোচিত হয় নাই, শুধু দেশের জনসংখ্যা ও উৎপাদনের পরিমাণের সম্পর্ক আলোচিত হইয়াছে। 'জনসমষ্টির কাম্য সংখ্যা'[47] এই তত্ত্বের প্রধান মৌলিক ধারণা এবং ইহার ভিত্তি। 'যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে দেশে যে পরিমাণ পুঁজি, প্রাকৃতিক উপকরণ রহিয়াছে এবং যে উৎপাদনকৌশল জানা ও প্রচলিত রহিয়াছে তদনুযায়ী যে সংখ্যক অধিবাসী থাকিলে তথায় দ্রব্যসামগ্রীর মোট উৎপাদন সর্বাধিক হওয়া সম্ভব, তাহাই ঐ সময়ে ঐ দেশটির পক্ষে 'কাম্য জনসংখ্যা'।' যদি দেশবাসীর সংখ্যা উহা অপেক্ষা কম হয়, তবে দেশে মোট উৎপাদন সর্বাধিক হইবে না। ঐ অবস্থায় দেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে মোট উৎপাদন বাড়িবে, অর্থাৎ জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বাড়িবে। জনসংখ্যার এই বৃদ্ধি তখন দেশের পক্ষে কল্যাণকর ও বাঞ্ছনীয়। আর যদি দেশের অধিবাসীসংখ্যা তখন 'কাম্যসংখ্যা'র বেশি হয়, তাহা হইলে ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উৎপন্নের বিধিটির ক্রিয়া হেতু, জনসংখ্যা যে অনুপাতে বাড়িবে, মোট উৎপাদন তাহা অপেক্ষা কম হারে বাড়িবে ও তাহার ফলে মাথাপিছু আয় ক্রমশঃ কমিবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাইলে বুঝিতে হইবে দেশের জনসংখ্যা কাম্যসংখ্যা অপেক্ষা কম রহিয়াছে। সুতরাং ঐ অবস্থায় জনসংখ্যার বৃদ্ধি অভিশাপ নহে, বরং বাঞ্ছনীয়। কারণ তাহাতে মোট উৎপাদন ও মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হইবে। আর যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত মাথাপিছু আয় কমে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে জনসংখ্যা কাম্যসংখ্যা ছাড়াইয়া গিয়াছে। জনসংখ্যার আধিক্য ঘটিয়াছে। তবে, জনসমষ্টির এই কাম্যসংখ্যা চিরনির্দিষ্ট সংখ্যা নহে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ, পুঁজি এবং উৎপাদনের পদ্ধতি, কলাকৌশল সংগঠন ইত্যাদির পরিবর্তনের ফলে কাম্য-সংখ্যারও পরিবর্তন ঘটিবে। দেশে আজ যে পরিমাণে পুঁজি, প্রাকৃতিক সম্পদ ও উৎপাদন-সংক্রান্ত অবস্থাদি রহিয়াছে, কাল যদি উহাদের উন্নতি ঘটে, তবে যে জনসংখ্যাকে আজ অতিরিক্ত মনে হইতেছে উহাই নূতন অবস্থায় নূতন কাম্যসংখ্যার তুলনায় কম হইয়া পড়িবে। আর ঐ সকল বিষয়ের যদি অবনতি ঘটে, তবে আজ যে জনসংখ্যা কাম্য জন-সংখ্যা বলিয়া গণ্য হইতেছে, কাল উহাই কাম্যসংখ্যার অধিক বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

দেশের জনসংখ্যা কাম্যসংখ্যা অপেক্ষা বেশি কিনা তাহা পরিমাপের উপায় হইতেছে প্রকৃত জনসংখ্যা হইতে কাম্যসংখ্যা বিয়োগ করিয়া, বিয়োগফলকে কাম্যসংখ্যা দিয়া ভাগ দেওয়া। ভাগফল যদি ধনাত্মক হয় তবে বুঝিতে হইবে দেশে কাম্যসংখ্যা অপেক্ষা প্রকৃত

46. Law of Increasing Returns. 47. Optimum Population.

জনসংখ্যা সে পরিমাণে বেশি হইয়াছে, অর্থাৎ জনাধিক্য ঘটিয়াছে। আর সংখ্যাটি যদি ঋণাত্মক হয় তবে বুঝিতে হইবে দেশের প্রকৃত জনসংখ্যা কাম্যসংখ্যা অপেক্ষা কম রহিয়াছে।

সমালোচনাঃ কাম্যজনসংখ্যা তত্ত্বের বিরুদ্ধে মুখ্য সমালোচনা হইলঃ

১. কাম্যজনসংখ্যা তত্ত্বে জনসমষ্টির কাম্যসংখ্যার যে পরিমাপের কথা বলা হইয়াছে, তাহা বাস্তবের পরিবর্তনশীল জগতে সম্ভব নহে। কারণ, দেশের প্রাকৃতিক উপকরণ, পুঁজি, কারিগরি জ্ঞান, উৎপাদনসংগঠন প্রভৃতি স্থিরনির্দিষ্ট বিষয় নহে, সর্বদাই উহাদের পরিবর্তন ঘটিতেছে। সুতরাং জনসমষ্টির কাম্যসংখ্যারও সর্বদা পরিবর্তন ঘটিতেছে।

২. কাম্যজনসংখ্যা তত্ত্বে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, 'অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে' অর্থাৎ, দেশের প্রাকৃতিক উপকরণের পরিমাণ, কারিগরি জ্ঞানের স্তর, পুঁজির পরিমাণ, কাজের বয়সের জনসংখ্যা, ইত্যাদি অপরিবর্তিত থাকিলে, ঐ অবস্থায় যে জনসংখ্যা থাকিলে মোট উৎপাদন সর্বাধিক হইতে পারে, তাহাই কাম্যজনসংখ্যা। কিন্তু বাস্তবে 'অন্যান্য বিষয়গুলি' কখনই অপরিবর্তিত থাকে না।

৩. ইহাতে জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি সম্পর্কে কোন মূল নীতির কথা বলা হয় নাই। শুধু দেশের মোট উৎপাদনের মাপকাঠিতে জনসংখ্যাকে বিচার করা হইয়াছে।

এই সকল কারণে তত্ত্বগত আলোচনার ক্ষেত্র ছাড়া বাস্তবের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটির কোন মূল্য নাই।

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব ও কাম্যজনসংখ্যা তত্ত্বের তুলনা
MALTHUSIAN & OPTIMUM THEORIES COMPARED

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের সহিত কাম্যজনসংখ্যা তত্ত্বের তুলনা করিলে উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি ধরা পড়েঃ

১. ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব জনসংখ্যার বৃদ্ধির মূল নীতি নির্ধারণের, উহার প্রবণতা বিশ্লেষণের চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কাম্যজনসংখ্যা তত্ত্ব জনসংখ্যার সহিত দেশের অর্থনীতিক পরিবেশের, মোট উৎপাদনের সম্পর্ক বিচার করিয়াছে।

২. ম্যালথাস শুধু দেশের খাদ্যের যোগানের উপর সকল মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করিয়া একমাত্র উহার মাপকাঠিতেই জনসংখ্যার বিচার করিয়াছেন। ইহা এক গোঁড়ামী-পূর্ণ[৪৮] একপেশে দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু কাম্যজনসংখ্যা তত্ত্ব দেশের অর্থনীতিক পরিবেশের পটভূমিকায়, যাবতীয় সামগ্রীর মোট উৎপাদনের পটভূমিকায় জনসংখ্যার সমস্যাটিকে বিচার করিয়াছে। ইহা যুক্তিপূর্ণ[৪৯], বাস্তববোধ বিশিষ্ট[৫০] ও সকল দিকের বিচারবিবেচনাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী[৫১]।

৩. ম্যালথাসের তত্ত্বে জনসমষ্টির সমস্যাকে শুধু পরিমাণগত[৫২] সমস্যা বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে কিন্তু কাম্যজনসংখ্যা তত্ত্বে উহাকে পরিমাণগত ও গুণগত[৫৩], উভয় প্রকার সমস্যা বলিয়াই গণ্য করা হইয়াছে।

৪. ম্যালথাসের মতে, জনসংখ্যার যে কোন বৃদ্ধি অকল্যাণকর কিন্তু কাম্যজন-সংখ্যা তত্ত্ব অনুযায়ী জনসংখ্যার যে কোন বৃদ্ধিকে অবাঞ্ছনীয় বলিয়া গণ্য করা যায় না। মাথাপিছু আয় বাড়িলে জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে স্বাগত জানান কর্তব্য। একমাত্র মাথাপিছু আয় কমিলেই জনসংখ্যার ঐ বৃদ্ধিকে অবাঞ্ছিত বলা যায়।

৫. ম্যালথাসের মতে, জনসংখ্যার একটি স্থির নির্দিষ্ট সর্বাধিক সংখ্যা[৫৪] আছে এবং উহা একটি চূড়ান্ত সংখ্যা[৫৫]। কিন্তু কাম্যজনসংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী কোন দেশের কাম্যজনসমষ্টির সংখ্যা চিরনির্দিষ্ট নহে এবং চূড়ান্ত জনাধিক্য[৫৬] বলিয়াও কিছু নাই।

---

48. Dogmatic 49. Rational. 50. Pragmatic. 51. Balanced approach.
52. Quantitative. 53. Qualitative. 54. Fixed maximum number
55. Absolute number. 56. Absolute overpopulation.

যখন যে জনাধিক্য ঘটিতে পারে তাহা আপেক্ষিক[57]। দেশের অর্থনীতিক পরিবেশের উন্নতি ঘটিলে উহা আর প্রয়োজনের অধিক বলিয়া গণ্য হইবে না।

৬. ম্যালথাসের মতে, খাদ্যাভাব, অপুষ্টি, অনাহার দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, রোগ, মহামারী, যুদ্ধ ইত্যাদি হইল জনাধিক্যের লক্ষণ। কিন্তু কাম্যজনসংখ্যা তত্ত্ব অনুযায়ী ঐ সকল লক্ষণ না থাকিলেও দেশে জনাধিক্য থাকিতে পারে, এবং উহার লক্ষণ হইল মাথা-পিছু আয়ের হ্রাস।

৭. ম্যালথাসের তত্ত্ব মানুষের এক নিরানন্দময় ভবিষ্যতের চিত্র আঁকিয়াছে। ইহা এক নিরাশাবাদী তত্ত্ব। তুলনায় কাম্যজনসংখ্যা তত্ত্ব মানুষের মনে আশার সঞ্চার করে। ইহা এক আশাবাদী তত্ত্ব।

সুতরাং উভয়ের তুলনামূলক বিচারে ম্যালথাসের তত্ত্বের তুলনায় কাম্যজনসংখ্যাতত্ত্ব উৎকৃষ্টতর বলিয়া অনেকের ধারণা।

জনসংখ্যাবৃদ্ধির জীবতত্ত্ব: জনসংখ্যা রেখা

BIOLOGICAL THEORY OF POPULATION GROWTH: LOGISTIC CURVE

সমকালীন অর্থবিজ্ঞানীরা আরও বাস্তব ঐতিহাসিক তথ্য অনুসন্ধান দ্বারা জনসংখ্যাবৃদ্ধির মূল নীতি নির্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন। এই চেষ্টার একটি ফল হইল জনসংখ্যাবৃদ্ধির জীবতত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে যে কোন দেশ বা সমাজের পশ্চাৎপদ অবস্থায় উহাতে যখন খাদ্যের যোগানে স্বল্পতা থাকে, অবিরত বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধবিবাদ চলিতে থাকে, স্বাস্থ্যজ্ঞানের অভাবে মহামারীর প্রাবল্য থাকে, জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রতিকূল নানারূপ সামাজিক রীতি নীতি প্রথা প্রচলিত থাকে, জীবনধারণের উপায়ের কোন নিরাপত্তা থাকে না, জীবনধারণের ন্যূনতম মান বলিয়া কিছু থাকে না, সে অবস্থায় উচ্চ জন্মহার ও উচ্চ মৃত্যুহারের দরুন জনসংখ্যা দীর্ঘকাল স্থাণু থাকিতে পারে, এমনকি কমিতেও পারে। ইহার পর দেশের সামাজিক ও অর্থনীতিক উন্নয়নের দরুন যখন প্রতিকূল পরিবেশ দূর হইতে থাকে, তখন জনসংখ্যা উচ্চ হারে দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ইহার পর দেশ যখন যথেষ্ট উন্নত জীবনযাত্রার স্তরে পৌঁছায় ও শিক্ষা সংস্কৃতির যথেষ্ট উন্নতি ও বিস্তার ঘটে, তখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিতে আরম্ভ করে। এমনকি, মোট জনসংখ্যা শুধু স্থাণুই নহে, হ্রাস পাইবার আশংকাও দেখা দেয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই প্রবণতার রেখাচিত্র আঁকিলে উহা দেখিতে উপুর করা ইরেজী ഗ অক্ষরের মত হইবে। ইহা গণিতের 'লজিষ্টিক' রেখা নামে পরিচিত। প্রসঙ্গত লক্ষণীয় জনসংখ্যাবৃদ্ধির এই জীবতত্ত্ব ম্যালথাসের মতবাদের বিরোধী বক্তব্য উপস্থিত করিতেছে।

নীট পুনর্জননের হার

NET REPRODUCTION RATE

অনেকের ধারণা ছিল যে, প্রতি হাজার ব্যক্তিপিছু জন্মহার হইতে মৃত্যুহার বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, জনসংখ্যা সে হারে বাড়ে, অর্থাৎ উহাই দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার। কিন্তু আধুনিক কালের অর্থবিজ্ঞানীরা ইহা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। ইয়োরোপের কোন কোন দেশে জন্মহার ও মৃত্যুহারের বিয়োগ দিয়া দেখা যায় হাজার প্রতি ২, ৩, বা ৫ অবশিষ্ট থাকে। ইহা হইতে মনে হয় যে ঐ সকল দেশে ঐ সকল হারে জনসংখ্যা বাড়িতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল দেশের জনসংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। সুতরাং জন্মহার ও মৃত্যুহারের বিয়োগফলকে দেশের জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার বলিয়া গণ্য করা যায় না। কুজ্‌জিন্‌কী প্রমুখ অর্থবিজ্ঞানীরা দেখাইয়াছেন যে, যে কোন দেশে উহার স্ত্রী-জনসংখ্যা[58] যে হারে নিজের স্থান পূরণ[59] করে উহাই হইল জনসংখ্যার নীট পুন-

57. Relative overpopulation. 58. Female population.
59. 'replaces itself'.

র্জননের হার [১ হাজার কন্যা-নবজাতক যদি তাহাদের মৃত্যুকালে ১ হাজার কন্যা-নবজাতক রাখিয়া যায়, তবে নীট পুনর্জননের হার হইল ১। প্রসঙ্গত, ১৯৪১ সালে ভারতে নীট উল্লেখনীয় যে, পুনর্জননের হার ছিল ১·৩১।] প্রকৃতপক্ষে ইহাই জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার নির্দেশ করে। এই হার ১ হইলে জনসংখ্যা স্থাণু, ১-এর বেশি হইলে জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান ও ১-এর কম হইলে জনসংখ্যা হ্রাসমান বুঝায়।

৩. পুঁজি
CAPITAL

সংজ্ঞাঃ পুঁজি উৎপাদনের অন্যতম উপাদান, কিন্তু ইহা ভূমি বা শ্রমের মত মৌলিক বা প্রাথমিক উপাদান[৬০] নহে। বম্‌বয়ার্কের ভাষায় **ইহা উৎপাদনের 'উৎপাদিত উপায়'[৬১]।** অর্থাৎ যাহা একবার উৎপন্ন (দ্রব্যসামগ্রী বা সম্পদ) হইয়াছে (প্রাকৃতিক উপকরণ বা ভূমি ও শ্রমের সহযোগে), এবং যাহা পুনরায় উৎপাদনের (দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম বা সংক্ষেপে, সম্পদ) কাজে ব্যবহৃত হইবে বা হইতেছে, তাহাই পুঁজি। অর্থবিদ্যায় ইহা পুঁজির অন্যতম এবং বহুল ব্যবহৃত সংজ্ঞা। উৎপাদনকারী বা উৎপাদক প্রতিষ্ঠান যে সকল দ্রব্যসামগ্রীর দ্বারা অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করে তাহা হইতেছে উৎপাদকের দ্রব্য[৬২]। সুতরাং উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুসারে যাবতীয় উৎপাদকের দ্রব্যই পুঁজি। এই অর্থে পুঁজি বলিতে কলকারখানা, গুদাম, অফিস, বাড়ি, যন্ত্রপাতি, হাতিয়ারসমূহ, কাঁচামাল, পরিবহণের গাড়ী, তৈয়ারী পণ্যের মজুতসম্ভার[৬৩] ইত্যাদি সকলই বুঝায়। ইহাই 'প্রকৃত পুঁজি'[৬৪]। 'প্রকৃত পুঁজি' শব্দটি ব্যবহার করা হয় এই কারণে যে, উৎপাদক প্রতিষ্ঠান এই সকল উৎপাদকের দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিবার জন্য এবং উৎপাদন কার্য অব্যাহত রাখিবার জন্য অর্থব্যয় করিয়া থাকে এবং ইহার মোট পরিমাণ বা উহাদের আর্থিক মূল্যকে সে পুঁজি বলিয়া গণ্য করে। তাহার কাছে পুঁজি বলিতে প্রকৃত পুঁজির আর্থিক মূল্য বুঝায়। ইহাই আর্থিক পুঁজি[৬৫]। ইহার একটি অংশ দিয়া সে যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, হাতিয়ার কিনিয়াছে, কারখানা বাড়ি তুলিয়াছে। ইহা তাহার স্থির পুঁজি[৬৬]। আর্থিক পুঁজির অপর অংশ হাতে রাখিয়া উহা হইতে সে প্রতি মাসে কাঁচামাল কেনে, শ্রমিকদের মজুরি দেয়, ইলেকট্রিক বিল শোধ করে। ইহা তাহার চল্‌তি পুঁজি[৬৭]। আবার তাহার আর্থিক পুঁজির একটি অংশ দিয়া সে হয়ত কিছু সরকারী ঋণপত্র কিনিয়াছে, উহা হইতে সে প্রতি বৎসর সুদ পায়, তাহার আয় হয়। ইহা তাহার কাছে পুঁজি হইলেও, প্রকৃতপক্ষে ইহা সরকারের নিকট তাহার পাওনা বা তাহার নিকট সরকারের দেনা। ইহা ঋণ পুঁজি[৬৮] নামে পরিচিত। আর্থিক পুঁজি ও ঋণ পুঁজি হইতে পৃথক ও চিহ্নিত করিবার জন্যই, 'প্রকৃত পুঁজি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহার দ্বারাই উৎপাদন (অর্থাৎ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের উৎপাদন) ঘটে বলিয়া ইহাকে 'প্রকৃত পুঁজি' বলে। **অর্থবিদ্যায় পুঁজি বলিলে 'প্রকৃত পুঁজি' (অর্থাৎ উৎপাদকের দ্রব্যাদি) বুঝায়।** পুঁজির ধর্ম হইতেছে উৎপাদন বা আয় সৃষ্টি; আর্থিক পুঁজি আপনা আপনি (অর্থাৎ যে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বাক্সে রাখিয়া দিলে তাহা) বাড়ে না। তাহা দ্রব্য-পুঁজিতে রূপান্তরিত করিয়া, উহার সাহায্যে উৎপাদন করিলে তবেই তাহা বাড়িতে পারে, আয় সৃষ্টি হইতে পারে। এজন্য **অর্থ নিজে পুঁজি নহে, বড় জোর ইহাকে পুঁজির অন্যতম রূপ[৬৯] বলা যায়।**

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, 'পুঁজি' বলিতে অনেক কিছুই বুঝায় এবং ইহাদের

60. Original or Primary factor. 61. 'Produced means of Production'.
62. Producer's goods. 63. Stock of goods produced or inventories.
64. Real Capital. 65. Money Capital. 66. Fixed Capital.
67. Working or circulating capital. 68. Debt Capital.
69. A form of Capital.

ব্যবহারও পৃথক। এজন্য পুঁজির কোন সন্তোষজনক সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। বড় জোর ল্যাচম্যানের[70] কথায় বলা যাইতে পারে যে 'পুঁজি হইতেছে এক জটিল কাঠামোর বস্তু, পৃথক ক্রিয়াসম্পন্ন বিভিন্ন উপকরণের এক সমষ্টি, যে সকল বিবিধ উপাদানে ইহা গঠিত উহাদের কাজ নানান ধরনের।'[71]

পুঁজির বৈশিষ্ট্যঃ যে সকল বৈশিষ্ট্যের দ্বারা পুঁজিকে অন্যান্য উপাদান হইতে পৃথক বলিয়া গণ্য করা হয় তাহা হইলঃ

১. **পুঁজি উৎপাদনশীলঃ** সকল উপাদানই উৎপাদনশীল, কিন্তু পুঁজির উৎপাদন-শীলতা সর্বাধিক। এজন্য আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা পুঁজিনির্ভর।

২. **পুঁজি হইতেছে উৎপাদনের উৎপাদিত উপায়ঃ** ভূমি প্রাকৃতিক উপকরণের সমষ্টি। শ্রমও ভূমির মতই মৌলিক উপাদান। কিন্তু পুঁজি উৎপাদনের মৌলিক উপাদান নহে। ইহা মানুষের শ্রম ও প্রাকৃতিক উপকরণ দ্বারা উৎপন্ন সামগ্রী অর্থাৎ উহাদের সংমিশ্রণ।

৩. **পুঁজির উৎপাদন খরচ আছেঃ** ভূমির উৎপাদন খরচ নাই কিন্তু পুঁজি মানুষের দ্বারা উৎপন্ন সামগ্রী বলিয়া উহার উৎপাদন খরচ আছে।

৪. **পুঁজি হইতেছে সঞ্চয়ের বা অপেক্ষার ফলঃ** এ বৎসর যে ধান উৎপন্ন হইয়াছে তাহার সবটাই যদি চাষী খাইয়া ফেলে, উহার কিছুটা অংশ যদি ভোগে না লাগাইয়া সঞ্চয় না করে তবে আগামী বৎসরে তাহার চাষের বীজ ধান থাকিবে না। সুতরাং আগামী বৎসর চাষের বীজ ধানের সংস্থান করিতে হইলে এ বৎসর উৎপন্ন ধানের কিছুটা সঞ্চয় করিতে হইবে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে উৎপাদনের কাজে পুঁজি হিসাবে ব্যবহার করিতে হইলে বর্তমান আয় বা উৎপাদনের একটি অংশ ভোগে না লাগাইয়া সঞ্চয় করিতে হয়।

৫. **পুঁজি অস্থায়ীঃ** ভোগ্যদ্রব্যের তুলনায় পুঁজিদ্রব্য অনেক বেশি দিন ধরিয়া ব্যবহার করা যায়। এজন্য অনেকে পুঁজিদ্রব্যকে অধিক দিন স্থায়ী দ্রব্য[72] বলিয়া গণ্য করেন। কিন্তু তাহা হইলেও পুঁজিদ্রব্য ক্ষয় পায় এবং ইহার দরুন সকল পুঁজিদ্রব্যই (যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, বাড়ীঘর, হাতিয়ার ইত্যাদি) পুরাতন ও অকেজো হইয়া পড়িলে উহা বদলাইতে হয়। প্রতিস্থাপন[73] করিতে হয়। সুতরাং পুঁজিদ্রব্য অস্থায়ী।

৬. **পুঁজি আয়ের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেঃ** পুঁজি দ্বারা যেহেতু উৎপাদন বাড়ে, সেহেতু অধিক পুঁজির ব্যবহারে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়ে। হাতে আর্থিক পুঁজি সঞ্চিত হইলে উহা কাহাকেও ঋণ দিয়া কিংবা উহা দ্বারা ঋণপত্র বা শেয়ার ইত্যাদি কিনিয়া আয় বাড়াইবার সুযোগ দেখা দেয়।

৭. **পুঁজি বলিতে সমজাতীয় দ্রব্যাদি বুঝায় নাঃ** পুঁজি হইল স্বতন্ত্র ক্রিয়াসম্পন্ন বিবিধ বস্তুর একটি জটিল সমষ্টি। ইহারা সমজাতীয়[74] বা সকলে সম্পূর্ণ একরূপ দ্রব্য নহে।

পুঁজির কার্যাবলীঃ পুঁজির কাজ প্রধানত পাঁচটি।

১. **পুঁজি শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ায়ঃ** যন্ত্রপাতি, কলকব্জা হাতিযার রূপে পুঁজি শ্রমিককে অধিক পরিমাণে ও উৎকৃষ্ট ধরনের দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে সাহায্য করে। যন্ত্রপাতি যত উৎকৃষ্ট হইবে ও অধিক হইবে, শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি ততই বাড়িবে।

২. **পুঁজি সময় বাঁচায়ঃ** পুঁজির ব্যবহারে একই পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী স্বল্পতর সময়ে উৎপাদন করা সম্ভব হয়। ইহার ফলে শ্রমিকের অবসর ভোগের সময় বাড়ে।

৩. **পুঁজির ব্যবহারে উৎপাদন পদ্ধতির জটিলতা বাড়ে ও উৎপাদনকার্য সম্পাদনে**

70. Lachmann.
71. "Capital is a complex structure, a heterogeneous aggregate, functionally differentiated in that the various resources composing it have different functions."—Lachmann.
72. Durable goods. 73. Replacement. 74. Homogeneous.

বেশি সময় লাগেঃ উৎপাদন কার্যে যতই বেশি পরিমাণে পুঁজি ব্যবহার করা হয় ততই উৎপাদন পদ্ধতি দীর্ঘতর হয়, উৎপাদনপ্রক্রিয়া অধিকতর সংখ্যক স্তরে বিভক্ত হইতে থাকে। ইহাতে সামগ্রিক ভাবে গোটা উৎপাদন পদ্ধতিটি আগের তুলনায় বেশি জটিল হইয়া পড়ে এবং একটি গোটা পণ্য উৎপাদনে আগের তুলনায় বেশি সময় লাগে। কিন্তু ইহাতে এক-সঙ্গে অধিকতর পরিমাণে উৎপাদন ঘটে। বেশি পরিমাণে উৎপাদন করিতে হইলে অন্য উপায় নাই।

৪. **পুঁজি উৎপাদন ও ভোগের সমন্বয় ঘটায়ঃ** পুঁজির অভাবে ছোট ছোট কুটির শিল্পের কারিগরেরা একটানা তাহাদের পণ্যের উৎপাদন চালাইতে পারে না। অল্প পরিমাণে উৎপাদন ঘটিলেই তাহারা উৎপাদন স্থগিত রাখিয়া উৎপাদিত পণ্যটি বিক্রয়ের চেষ্টায় বাহির হয় এবং উহার বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া পুনরায় উৎপাদন আরম্ভ করে। যে পর্যন্ত তৈয়ারী পণ্যটি বিক্রয় না হইতেছে সে পর্যন্ত তাহাদের খাওয়াপরা অর্থাৎ অভাবপূর্তি স্থগিত[75] রাখিতে হয়। কিন্তু বৃহৎ কারখানা-গুলির অধিক পুঁজি থাকায় উহারা যেমন একদিকে ক্রমাগত অক্ষুণ্নধারায় উৎপাদন চালায়, তেমনি পণ্যগুলি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইবার আগেই কিংবা উহা বিক্রয়ের আগেই, চলতি পুঁজি হইতে শ্রমিকদের বেতন দিয়া দেয়। শ্রমিকরাও তাহা দিয়া তাহাদের দৈনন্দিন সংসার ব্যয় নির্বাহ করিতে সমর্থ হয়। দ্রব্যটির উৎপাদন সম্পূর্ণ করিবার জন্য অথবা উহার বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত তাহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হয় না। এইরূপে পুঁজির ব্যবহারে একই সঙ্গে উৎপাদন ও ভোগ, দুইটি কাজই সম্পাদন করা সম্ভব হইয়াছে।

৫. **পুঁজি কর্মসংস্থান করেঃ** আধুনিক অর্থবিদ্যার আয় ও কর্মসংস্থান তত্ত্বে দেখা যায় যে, দেশের মোট কর্মসংস্থান নির্ভর করে বিবিধ শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণের উপর। পুঁজির বিনিয়োগ যত বাড়ে, অর্থাৎ শিল্পে যত বেশি পরিমাণে পুঁজি খাটান হয়, দেশে ততই বেশি সংখ্যক মানুষের জন্য কাজের সৃষ্টি হয়। এজন্য ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় পুঁজির গুরুত্ব সাবিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পুঁজি ও সম্পদ
CAPITAL AND WEALTH

পুঁজি ও সম্পদ, কিন্তু অতীতে পুঁজি ও সম্পদের মধ্যে এই বলিয়া পার্থক্য করা হইত যে, যাহা মানুষের বর্তমান ভোগ তৃপ্তিতে সরাসরি ব্যবহার করা হয় তাহা সম্পদ, আর যে সম্পদ বর্তমান ভোগে ব্যবহার না করিয়া অন্যান্য সম্পদ উৎপাদনের কাজে লাগান হয় এবং তাহা দ্বারা ভবিষ্যতে মানুষের অভাবতৃপ্তির ব্যবস্থা করা হয় তাহা পুঁজি। কিন্তু সম্পদ ও পুঁজির মধ্যে পার্থক্যের এই সীমারেখা সর্বত্র সুস্পষ্ট নহে। পুঁজি এবং সম্পদ, দুইটিই দ্রব্যসামগ্রীর সম্ভার[76] বিশেষ। একটিকে বলা যায় কোন একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে ভোগকারীর নিকট অবস্থিত তাহার ভোগ্যদ্রব্য সম্ভাব[77], অপরটিকে বলা যায় অনুরূপ মুহূর্তে উৎপাদকের নিকট অবস্থিত উৎপাদকের দ্রব্যসম্ভার[78]। উভয়েই মানুষের অভাব তৃপ্ত করে। একটি প্রত্যক্ষভাবে এবং অপরটি পরোক্ষভাবে। এজন্য আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীর মতে সব সম্পদই পুঁজি, আর সব পুঁজিই সম্পদ।[79]

পুঁজি ও আয়
CAPITAL AND INCOME

ভোগকারীর (ব্যক্তি বা পরিবার) নিকট একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে যে পরিমাণ ভোগ্য-দ্রব্য বা সম্পদ (দীর্ঘস্থায়ী[80] ও ক্ষণস্থায়ী[81]) রহিয়াছে উহাদের সমষ্টি হইতেছে ভোগ-

75. Postponement of satisfaction of wants. 76. Stock of goods
77. Stock of consumer goods. 78. Stock of producer goods.
79. All capital is wealth and all wealth is capital. 80. Durable.
81. Non-durable

কারীর প্রকৃত পুঁজি[82] (যাহা হইতে উপযোগ হিসাবে সে আয় লাভ করিবে)। যে কোন উৎপাদকের (ব্যক্তি ও সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান) নিকট একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে যে পরিমাণ উৎপাদক দ্রব্য আছে তাহার সমষ্টি হইতেছে উৎপাদকের প্রকৃত পুঁজি[83]। সুতরাং যে কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে একটি দেশের মোট পুঁজি হইতেছে উহার যাবতীয় ভোগকারীর পুঁজি এবং উৎপাদকের পুঁজির মোট সমষ্টি অর্থাৎ, দেশের যাবতীয় বস্তুগত সম্পত্তির মোট পরিমাণ[84]। সুতরাং, **পুঁজি হইতেছে একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে অবস্থিত, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্ভার, যাবতীয় বস্তুগত সম্পত্তির তালিকা, একটি নির্দিষ্ট তহবিল।** দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি হিসাব অনুযায়ী, ১৯৪৯-৫০ সালে ভারতে এরূপ যাবতীয় বস্তুগত সম্পত্তি ছিল ৩৪,৯৪০ কোটি টাকার পরিমাণ। ১৯৬০-৬১ সালে উহা বাড়িয়া ৫২,৪০৫ কোটি টাকার পরিমাণ হইয়াছিল।[85] ইহাতে দেশের রাস্তাঘাট এবং সামরিক সাজসরঞ্জামের মূল্য ধরা হয় নাই। প্রকৃত পুঁজির এই হিসাবে জমির দামও ধরা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, যে জমি কৃষি ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার উন্নতির জন্য উহাতে যথেষ্ট পরিমাণে পরিশ্রম ও ব্যয় করা হইয়াছে। এজন্য তাহা পুঁজির সামিল হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু আয় হইতেছে একটি প্রবাহ, অবিরাম প্রবাহ, একটি নির্দিষ্ট কাল ব্যাপিয়া (যথা, একদিন, এক সপ্তাহ, একমাস, এক বৎসর ইত্যাদি) অবিরাম প্রবাহ। **একটি নির্দিষ্ট সময় ব্যাপিয়া, প্রাকৃতিক উপকরণ মানুষের শ্রম ও পুঁজিদ্রব্যের সহযোগে যে অবিরাম বিবিধ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের উৎপাদন ঘটিতেছে বা ঘটে তাহাই প্রকৃত আয় প্রবাহ।** অতএব **পুঁজি হইতেছে** একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে অবস্থিত দ্রব্যসামগ্রীর **একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ** আর **আয় হইল** একটি নির্দিষ্ট কালব্যাপী **একটি অবিরাম প্রবাহ।**

এ বৎসর যে দ্রব্যটি পুঁজিরূপে ব্যবহার করা হইতেছে উহা গত বৎসর উৎপাদিত হইয়াছিল, অর্থাৎ উহা গত বৎসরে উৎপন্ন আয়ের অংশ ছিল। তেমনি এ বৎসর যে আয় উৎপন্ন হইতেছে উহার একটি অংশ আগামী বৎসর পুঁজিরূপে ব্যবহৃত হইবে। দেশের যাবতীয় বর্তমান পুঁজিই অতীত আয়ের ফল। বর্তমান আয়ের একটি ও প্রধান অংশ বর্তমান বৎসরই মানুষের বর্তমান ভোগে নিঃশেষিত হইবে। উহার আর একটি অংশ যাহা বর্তমান বৎসর মানুষের ভোগে লাগিবে না, নিঃশেষিত হইবে না, বৎসর শেষে অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে তাহাই সঞ্চয় (অর্থাৎ, আয়-ভোগ সঞ্চয়)। বৎসরের শেষে সঞ্চিত দ্রব্য-সামগ্রীই পুঁজিতে পরিণত হয়। ইহাই পুঁজি গঠন বা বিনিয়োগ।[86]

পুঁজি গঠন
CAPITAL FORMATION

সংজ্ঞাঃ পুঁজি গঠন বলিলে পুঁজি বৃদ্ধির প্রক্রিয়া বুঝায়। যে প্রক্রিয়ায় পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহাই পুঁজিগঠন প্রক্রিয়া। একটি নির্দিষ্ট সময়ে বা কাল পর্যায়ে[87], কোন দেশ উহার বিদ্যমান পুঁজি[88] যে পরিমাণে বাড়াইতে সমর্থ হয় তাহাই ঐ সময়ে উহার পুঁজিগঠনের বা বিনিয়োগের পরিমাণ।

পুঁজিগঠনের প্রয়োজনীয়তাঃ উৎপাদনে পুঁজি অপরিহার্য বলিয়াই, প্রত্যেক লোক-সমাজে বা দেশে কিছু না কিছু পুঁজি থাকেই। পুঁজির পরিমাণ যত বেশি উৎপাদনের পরিমাণও, অর্থাৎ আয়ও তত বেশি, এবং পুঁজির পরিমাণ যত কম উৎপাদনের পরিমাণ অর্থাৎ আয়ও তত কম হয়। চলতি বৎসরে যতটা উৎপাদন ঘটিল, তাহার সবটাই ভোগ করা যাইতে পারে, (আয়=ভোগ), তাহাতে মানুষের জীবন ধারণের মান চলতি বৎসরে

82. Consumer's real capital. 83. Producer's real capital.
84. 'all its physical assets.'
85. Total Tangible wealth, see *India* 1964, pp. 146-47.
86. Investment. 87. Period of time. 88. Existing Capital.

বেশি হইবে কিন্তু চলতি আয়ের কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না, সঞ্চয় ঘটিবে না (আয়—ভোগ =০ সঞ্চয়)। ইহাতে বর্তমান বৎসরে জীবন ধারণের মানের যে বৃদ্ধি ঘটিয়াছে, তাহা আগামী বৎসর বজায় থাকিবে না, আগামী বৎসর উহা হ্রাস পাইবে। কারণ, পুঁজিদ্রব্য দীর্ঘস্থায়ী হইলেও চিরস্থায়ী নয়, এবং চলতি বৎসরে উৎপাদন কার্যে যে সকল পুঁজিদ্রব্য ব্যবহার করা হইয়াছে, ব্যবহারের দরুন বৎসর শেষে উহারা কিছু পরিমাণে ক্ষয় পাইয়াছে। অথচ চলতি বৎসরের উৎপন্ন সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী (=আয়) চলতি বৎসরেই ভোগ করায় তাহা নিঃশেষিত হইয়াছে, কোন সঞ্চয় ঘটে নাই। উৎপাদনে ব্যবহৃত পুঁজিদ্রব্যগুলির ক্ষয় পূরণ করা হয় নাই। চলতি বৎসরের আয়ের বা উৎপাদনের একাংশ যদিও সঞ্চয় করা হইত, তবে তাহা দিয়া পুঁজিদ্রব্যের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করিয়া উহাদের উৎপাদনক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখা যাইত। সুতরাং, **দেশের বিদ্যমান পুঁজির বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে পুঁজির ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য প্রতি বৎসর চলতি আয় বা উৎপাদনের একাংশ সঞ্চয় করা প্রয়োজন। এইরূপে চলতি আয়ের একাংশ সঞ্চিত হইয়া বৎসর শেষে, তাহা পরবর্তী বৎসরে উৎপাদনে ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য পুঁজিতে বা বিনিয়োগে পরিণত হইয়া** (সঞ্চয়=বিনিয়োগ), দেশের বিদ্যমান **পুঁজির ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করিয়া, মোট পুঁজির পরিমাণ ও উহার উৎপাদন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখে।** দেশের জীবনযাত্রার মান অক্ষুণ্ণ রাখে। তবে, মোট উৎপাদন বা আয়ের সবটা ভোগ করিলে জীবনধারণের মান যতটা বাড়িত, উহার পরিবর্তে মোট আয়ের একাংশ বর্তমান ভোগ হইতে সরাইয়া রাখায় (অর্থাৎ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করায়) জীবনধারণের মান ততটা বাড়ে না। কিন্তু ইহা ছাড়া অন্য উপায়ও নাই। দিনের বেলায় মোমবাতি জ্বালাইয়া রাখিলে, রাত্রির অন্ধকার দূর করিবার উপায় থাকিবে না। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ না করিয়া প্রতি বৎসর মোট উৎপাদনের সমস্তটা ভোগে লাগাইলে বৎসরের পর বৎসর ক্রমাগত পুঁজির ক্ষয়ের দরুন দেশের উৎপাদনক্ষমতা, মোট উৎপাদন ও জীবনধারণের মানও ক্রমাগত কমিতে থাকিবে এবং অবশেষে এমন দিন উপস্থিত হইবে যখন আর বিন্দুমাত্র পুঁজি থাকিবে না, দেশের উৎপাদন ক্ষমতাও নিঃশেষিত হইবে এবং কোন দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনই আর ঘটিবে না। 'শেষের সেদিন ভয়ংকর' দেখা দিবে। **পুঁজির ক্ষয়ক্ষতির পূরণ না করা,** পুঁজি খাইয়া ফেলার সামিল। ইহাকে **পুঁজি-ভোগ**[৮৯] বলে। ইহা বর্তমানের দায়ে ভবিষ্যত বিক্রয়।

কিন্ত, **শুধু বিদ্যমান পুঁজির ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য যতটুকু আবশ্যক ততটুকু সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করিলেই চলে না,** তাহাতে মোট উৎপাদনের পরিমাণ অক্ষুণ্ণ থাকে বটে, কিন্তু জীবনধারণের মান বজায় রাখা যায় না। কারণ দেশের লোকসংখ্যা বাড়ে এবং মানুষ আরও উন্নত জীবনধারণের স্তরে উঠিতে চায়। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও জীবনযাত্রার মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, প্রতি বৎসর লোকসংখ্যার বৃদ্ধির অনুপাতে প্রতি বৎসর জাতীয় আয়ের অধিকতর অংশ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের প্রয়োজন। ভারতে বর্তমানে যে হারে লোকসংখ্যা বাড়িতেছে (২·৪%) তাহাতে প্রতি বৎসর জাতীয় আয়ের প্রায় ৫ শতাংশ করিয়া সঞ্চয় ও বিনিয়োগের প্রয়োজন হইতেছে। কিন্তু ইহাতে জীবন-যাত্রার বর্তমান মানই শুধু বজায় আছে, উহার বৃদ্ধি ঘটিতেছে না। অতএব, **লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত জীবনযাত্রার মানও যদি বাড়াইতে হয়, তবে প্রতি বৎসর জাতীয় আয়ের ক্রমবর্ধমান অংশ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ প্রয়োজন।** যদি অল্প সময়ের মধ্যে অত্যন্ত নিম্নস্তর হইতে জাতীয় আয় ও জীবনযাত্রার মান অনেক উচ্চস্তরে তুলিতে হয় (ইহাই ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশগুলির বিশেষ সমস্যা), তবে প্রতি বৎসর যথেষ্ট উচ্চ ও ক্রমবর্ধমান হারে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ আবশ্যক। ইহাতে সাময়িকভাবে মানুষকে ভোগ (অর্থাৎ ভোগ্যপণ্যের জন্য ব্যয়) সবিশেষ কমাইতে হইবে, বর্তমানে অনেক অভাব অপূর্ণ

89. Capital consumption.

থাকিবে, অনেক কষ্ট, ত্যাগ ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু ভবিষ্যতে তাহার আয় ও ভোগ বাড়িবে। কারণ, অধিক সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ফলে বিদ্যমান পুঁজিদ্রব্যগুলির ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ হইয়াও নূতন এবং অতিরিক্ত পুঁজিদ্রব্য সৃষ্টি হইবে, পুঁজিদ্রব্যের মোট পরিমাণ বাড়িবে, ফলে দেশের মোট উৎপাদনক্ষমতা এবং দ্রব্যসামগ্রীর মোট উৎপাদন ও জাতীয় আয় বাড়িবে।

প্রতি বৎসর জাতীয় আয়ের যে অংশ সঞ্চিত ও বিনিয়োজিত হয় তাহা দেশের মোট বিনিয়োগ[৯০]। উহা নবনির্মিত বা নব উৎপাদিত পুঁজিদ্রব্যের সমষ্টি। বৎসর শেষে মোট সঞ্চয় বা মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দ্বারা দেশে পুঁজিদ্রব্যের বা বিনিয়োগের পরিমাণ কতটা বাড়িল তাহা বুঝায় না। কারণ উহার একাংশ পুরাতন পুঁজিদ্রব্যের (যন্ত্রপাতির) ক্ষয়ক্ষতি-পূরণে লাগিবে। ইহা বাদে নূতন মোট বিনিয়োগের যে অংশ অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই নীট বিনিয়োগ[৯১] বা নীট সঞ্চয়। একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে দেশে নীট বিনিয়োগ যতটুকু ঘটে, উহার মোট পুঁজির পরিমাণ ততটুকুই বাড়ে। অর্থাৎ, **বৎসরে শেষে মোট পুঁজির পরিমাণ হইতে বৎসরের আরম্ভে মোট পুঁজির পরিমাণ যাহা ছিল, তাহা বিয়োগ দিলে, যে বিয়োগফল পাওয়া যাইবে, তাহাই বৎসরের নীট বিনিয়োগ বুঝিতে হইবে।**

পুঁজিগঠনের তিনটি পর্যায়ঃ সমাজতন্ত্রী দেশে সরকার বা রাষ্ট্রই যাবতীয় পুঁজি দ্রব্যের বা উৎপাদকদ্রব্যের (অর্থাৎ উৎপাদনের উপায়গুলির) মালিক বলিয়া, সরাসরিভাবে কতটা উপকরণ ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে লাগান হইবে এবং কতটা উপকরণ পুঁজিদ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগ বা বিনিয়োগ করা হইবে তাহা অপেক্ষাকৃত সহজে স্থির করা যায়, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত লওয়া যায়। কিন্তু মিশ্র ধনতন্ত্রী দেশে উপকরণের বন্টনও মূল্যব্যবস্থার মধ্য দিয়া ঘটে, জনসাধারণ, উৎপাদক প্রতিষ্ঠান ও সরকারের আর্থিক আয়-ব্যয়ের মধ্য দিয়া সম্পাদিত হয়। এজন্য এই ব্যবস্থায় কতকগুলি পর্যায়ের মধ্য দিয়া পুঁজিগঠন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। দেশে যদি ভোগ্যপণ্যের জন্য সকলে আয়ের বেশির ভাগ ব্যয় করে তাহা হইলে যেমন তাহাদের আর্থিক সঞ্চয় কম হইবে, তেমনি দেশের উপকরণের অধিকাংশই ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে নিযুক্ত হওয়ায়, অতি অল্প পরিমাণ উপকরণই পুঁজিদ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগ করা হইবে। ইহাতে কম পরিমাণে পুঁজিদ্রব্য উৎপন্ন হইবে, অর্থাৎ দেশের প্রকৃত সঞ্চয়[৯২] কম হইবে। অতএব যদি অধিক হারে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করিতে হয়, তবে সকলকেই আর্থিক আয়ের যত কম অংশ সম্ভব ভোগ্যদ্রব্যের জন্য ব্যয় করিয়া, যত বেশি পরিমাণে সম্ভব আর্থিক সঞ্চয় করিতে হইবে। ইহাতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভোগ্যপণ্যের চাহিদা কমিলে উহাদের উৎপাদন কমিবে এবং উহাদের উৎপাদনে কম পরিমাণে উৎপাদনের উপাদান লাগিবে। সুতরাং পুঁজিদ্রব্য উৎপাদনে এবার বেশি পরিমাণে উপাদান পাওয়া যাইবে। এই উপাদানগুলি পুঁজি-দ্রব্যের উৎপাদনে নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইলে, সকলে মিলিয়া আর্থিক আয় হইতে যে আর্থিক সঞ্চয় করিয়াছে, ঐ আর্থিক সঞ্চয় হইতে, যাহারা বিনিয়োগ করিতে, অর্থাৎ পুঁজি-দ্রব্য উৎপাদন করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তবেই বিনিয়োগে ইচ্ছুক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলি (সরকার সমেত) ঐ ঋণের সাহায্যে উৎপাদনের উপাদানগুলির সেবা ক্রয় করিয়া তাহা দিয়া বিনিয়োগ, অর্থাৎ পুঁজিদ্রব্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে। সুতরাং মিশ্রধনতন্ত্রী সমাজে পুঁজিগঠন প্রক্রিয়া তিনটি স্তরে বিভক্তঃ (ক) আর্থিক সঞ্চয়[৯৩] সৃষ্টি ; (খ) আর্থিক সঞ্চয় সংগ্রহ ও ঋণ প্রদান ; এবং (গ) আর্থিক সঞ্চয়ের দ্রব্যপুঁজিতে রূপান্তর।

১. আর্থিক সঞ্চয়ের সৃষ্টিঃ মিশ্রধনতন্ত্রী ব্যবস্থায় তিনটি উৎস হইতে আর্থিক সঞ্চয় পাওয়া যায়—ক. দেশবাসীর ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে সঞ্চয় করে। ইহার সমষ্টি হইল মোট ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের পরিমাণ। ব্যক্তিগত সঞ্চয় তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

---

90. Gross Investment. 91. Net investment. 92. Real savings.
93. Monetary savings.

প্রথমত, সঞ্চয়ের ইচ্ছা ; দ্বিতীয়ত, সঞ্চয়ের ক্ষমতা ; তৃতীয়ত, সঞ্চয় দ্বারা আর্থিক আয় উপার্জনের সুযোগ। সঞ্চয়ের ইচ্ছা কাহারও কম কাহারও বেশি হইতে পারে, তদনুসারে ব্যক্তিগত সঞ্চয় কমবেশি হয়। ভবিষ্যতে আকস্মিক বিপদ-আপদ, সন্তান সন্ততির শিক্ষাদীক্ষা, বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি ইত্যাদি মনোগত বাসনার দ্বারা ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের সংকল্প বা সঞ্চয় প্রবণতা[৯৪] নির্ধারিত হয়। কিন্তু শুধু সঞ্চয়ের ইচ্ছা থাকিলেই হয় না, সঞ্চয়ের ক্ষমতাও থাকা চাই। সঞ্চয়ের ক্ষমতা আয়ের উপর নির্ভর করে। আয় বেশি হইলে সঞ্চয়ের ক্ষমতাও বেশি হয়। তৃতীয়ত, সুদের হার ব্যক্তিগত সঞ্চয়কারিগণকে উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত করিতে পারে। সুদের হার বেশি হইলে সুদের লোভে সঞ্চয়কারীরা বেশি সঞ্চয় করিতে প্রলোভিত হয়, সুদের হার কম হইলে, তাহারা অধিক সঞ্চয়ে উৎসাহ পায় না।

খ. কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলিও তাহাদের আয়ের তুলনায় ব্যয় কমাইয়া আর্থিক সঞ্চয় করিতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহারা এই সঞ্চয় দ্বারা সঞ্চয় তহবিল[৯৫] সৃষ্টি করে এবং তাহা নিজ প্রতিষ্ঠানেই সরাসরি বিনিয়োগ[৯৬] করে।

গ. দেশের সরকারও আয় হইতে ব্যয় কমাইয়া সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিতে পারে। ইহা সরকারী সঞ্চয়। এইরূপ সরকারী আর্থিক সঞ্চয় হইতে সরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করা যাইতে পারে অথবা, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে উহা বিনিয়োগের জন্য ঋণ দেওয়া যাইতে পারে।

২. **আর্থিক সঞ্চয় সংগ্রহ**[৯৭]ঃ দেশের সর্বত্র বিক্ষিপ্ত বিন্দু বিন্দু ব্যক্তিগত আর্থিক সঞ্চয় ব্যাংকব্যবস্থার আমানত জমার মারফত, বীমার প্রিমিয়াম মারফত, সঞ্চয়কারিগণের নিকট হইতে বিনিয়োগকারিগণের নিকট উপস্থিত করার জন্য সংগৃহীত হয় এবং উহারা সুদের শর্তে তাহা হইতে বিনিয়োগকারিগণকে ঋণ দেয়।

৩ **আর্থিক সঞ্চয়ের দ্রব্যপুঁজিতে রূপান্তর**[৯৮]ঃ দেশে যদি পুঁজিদ্রব্য উৎপাদনের উপযুক্ত কারিগরিজ্ঞান ও উপকরণাদি থাকে, তবে ঋণরূপে লভ্য আর্থিক সঞ্চয়ের কতটা দ্রব্যপুঁজিতে রূপান্তরিত হইবে, অর্থাৎ উহার কতটা বিনিয়োগ ঘটিবে তাহা নির্ভর করে প্রধানত দুইটি বিষয়ের উপর। একটি হইল, পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা[৯৯] (অর্থাৎ, বর্তমানে বিনিয়োগ করিলে ভবিষ্যতে উহা হইতে বিনিয়োগকারী কি হারে মুনাফা আশা করিতেছে তাহা), অপরটি হইল ঋণের সুদের হার। বর্তমানে বিনিয়োগ করিলে ভবিষ্যতে উহা হইতে মুনাফার আনুমানিক হার যদি বিনিয়োগকারীর কাছে অল্প বলিয়া বোধ হয়, অর্থাৎ তাহার নিকট পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা যদি কম হয়, তবে সে বিনিয়োগ করিতে উৎসাহ বোধ করিবে না এবং তাহা হইলে ঋণও লইবে না, বা কম লইবে। আর সুদের হার যদি কম হয়, তবে ঋণ করিবার খরচ কম বলিয়া তাহারা ঋণ লইতে উৎসাহিত হইবে। কিন্তু সুদের হার যদি বেশি হয় তবে তাহারা বেশি ঋণ লইতে উৎসাহ বোধ করিবে না। ইহা গেল ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারিগণের কথা।

ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে, এইরূপে **যে ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ঘটা সম্ভব তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম বলিয়া সরকারকেই এই বিষয়ে উদ্যোগ লইতে হয়।** সরকারী শিল্পক্ষেত্র স্থাপনের দ্বারা এসকল দেশে সরকারী বিনিয়োগ ঘটিতে ও বাড়িতে পারে। সরকারী বিনিয়োগের সমস্ত অর্থ শুধু সরকারী সঞ্চয় হইতে সংগৃহীত হইতে পারে না। কারণ দরিদ্র দেশে সরকারী সঞ্চয়ও কম। সুতরাং সরকার অতিরিক্ত কর ধার্য করিয়া, দেশ ও বিদেশ হইতে ঋণ লইয়া এবং ঘাটতি ব্যয় করিয়া (অর্থাৎ প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থ সরাসরি নিজে নোট ছাপাইয়া কিংবা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ

---

94. Propensity to save. 95. Reserve Fund.
96. Direct Investment or ploughing back of profits.
97. Mobilisation of savings.
98. Conversion of money savings into capital goods or investment.
99. Marginal efficiency of Capital.

লইয়া),—বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। ভারতে অর্থনীতিক পরিকল্পনাগুলিতে সরকারী ক্ষেত্রে যে বিনিয়োগ করা হইতেছে তাহার সংস্থান এই সকল ভাবেই করা হইতেছে।

৪. উদ্যোক্তার কার্যাবলী

FUNCTIONS OF THE ENTREPRENEUR

সংজ্ঞা: মিশ্র ধনতন্ত্রী অর্থনীতিতে, পণ্যের বাজারে ক্রেতার পছন্দ দ্বারা কোন্ পণ্যটি প্রয়োজন ও কোন্‌টি প্রয়োজনীয় নয়, এবং তাহা কি পরিমাণে প্রয়োজন (বিভিন্ন দামে) তাহার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু যে কোন দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা কর্ম উৎপাদনে ভূমি, শ্রম ও পুঁজি, এই যে তিনটি উপাদান লাগে তাহা কাহাকেও না কাহাকেও সংগ্রহ, একত্রিত এবং উৎপাদনে নিয়োজিত করিতে হয়। তাহা না হইলে আকাঙ্ক্ষিত পণ্যের উৎপাদন ঘটিবে না। ইহাদের সংগ্রহ, একত্রিত এবং উৎপাদনে নিয়োগ করিবার প্রচেষ্টাই হইল উৎপাদনের **উদ্যোগ**[১০০] এবং যে ইহা করে সে উৎপাদনের **উদ্যোক্তা**[১০১]। সংগৃহীত, একত্রিত এবং উৎপাদনে নিয়োজিত উপাদানসমষ্টি হইল **উৎপাদক প্রতিষ্ঠান**[১০২]। সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা উপার্জনই এই উদ্যোগ গ্রহণের পশ্চাতে উদ্যোক্তার মূল উদ্দেশ্য।

উদ্যোক্তার কার্যাবলী: উদ্যোক্তা নিম্নোক্ত তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতিক কার্য সম্পাদন করে।

১. উৎপাদনের সংগঠন[১০৩] স্থাপন: বাজারে কোন্ কোন্ পণ্যের চাহিদা সর্বাধিক তাহা অনুসন্ধান করিয়া, কোন্‌টি উৎপাদন ও বিক্রয়ের দ্বারা সে সর্বাধিক মুনাফা উপার্জনে সক্ষম হইবে তাহা যথাসম্ভব অনুমান করিয়া উহা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে উদ্যোক্তা ভূমি, শ্রম ও পুঁজি প্রভৃতি উপাদানগুলি সংগ্রহ, একত্রিত ও উৎপাদনের উদ্দেশ্যে নিয়োগ করে এবং ইহা করিতে গিয়া সে উৎপাদনের সংগঠন গড়িয়া তোলে, উৎপাদক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়।

২. সিদ্ধান্ত গ্রহণ[১০৪]: চাহিদা অনুসারে তাহার উৎপাদন প্রতিষ্ঠানটিতে কোন্ পণ্যটি উৎপাদন করা হইবে, কি পরিমাণে তাহা উৎপাদিত হইবে, কোথায় তাহা উৎপাদন করা হইবে (স্থান নির্বাচন)[১০৫], কোন্ কোন্ অনুপাতে উপাদানগুলি (অর্থাৎ উহাদের সেবা বা 'কারক')[১০৬] সংমিশ্রিত হইবে[১০৭], উৎপাদনের কোন্ পদ্ধতি (বেশি শ্রম ও কম পুঁজি অথবা কম শ্রম ও বেশি পুঁজি) অনুসরণ করা হইবে, উৎপাদিত পণ্যগুলি কিভাবে বিক্রয় হইবে, বিক্রয় নীতি কি হইবে, শ্রমিকনিয়োগ নীতি কি হইবে, ইত্যাদি যাবতীয় অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত উদ্যোক্তাকেই লইতে হয়। অর্থাৎ এই সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়া উদ্যোক্তাই ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনার ভার বহন করে।

৩. ঝুঁকি বহন[১০৮]: ভবিষ্যতে পণ্যের আনুমানিক চাহিদার হিসাব মত উদ্যোক্তা যে সকল সিদ্ধান্ত নেয় তদনুযায়ী উৎপাদক প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করিতে গিয়া সে উৎপন্ন-সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে শ্রমের মজুরি, পুঁজির সুদ ও অন্যান্য খরচ প্রদান করিয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তবে তাহা আপন প্রাপ্য (মুনাফা) হিসাবে গ্রহণ করে। যদি তাহার অনুমান ভুল হয়, লোকসান হয়, তবে তাহার বিক্রয়লব্ধ আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হইবে এবং ঋণ করিয়া পুঁজি সংগৃহীত হইলে উহা পরিশোধের দায় তাহার উপর পড়িবে। আর যদি পুঁজি তাহার নিজের হয়, তবে উহা দেনা পরিশোধে ও লোকসানের দরুন কমিয়া যাইবে বা নিঃশেষিত হইবে। ইহাই উৎপাদনের আর্থিক বা অর্থনীতিক ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা। এই ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা উদ্যোক্তা ছাড়া আর কেহ বহন করে না।

100. Enterprise. 101. Entrepreneur. 102. Firm.
103. Organising production. 104. Decision taking. 105. Location.
106. Inputs. 107. Factor combinations. 108. Risk taking.

বর্তমানে অবশ্য উৎপাদনের কতকগুলি ঝুঁকি বীমা করার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে (অগ্নি বীমা, পরিবহণ বীমা, ইত্যাদি), তাহাতে উদ্যোক্তার ঝুঁকি কমিয়াছে কিন্তু সকল ঝুঁকি দূর হয় নাই, হইতে পারে না।

ক্ষুদ্রায়তনের একমালিকী, ও অংশীদারী কারবারে এবং ছোট প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীগুলিতে, কারবারের একক মালিক বা একাধিক অংশীদার বা মুষ্টিমেয় শেয়ার-হোল্ডার ও ডিরেক্টারগণ উদ্যোক্তারূপে উপরোক্ত তিনটি কাজ সম্পাদন করিয়া থাকে। কিন্তু আধুনিক পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানীর দ্বারা চালিত বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানগুলিতে, উপরোক্ত কর্তব্যগুলি বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তথায়, সাধারণ বিপুল সংখ্যক শেয়ার-হোল্ডারবর্গ কারবারের আর্থিক ঝুঁকি বহন করে কিন্তু উৎপাদন সংগঠন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ দুইটি সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণ দ্বারা নির্বাচিত ডিরেক্টারগণ, ম্যানেজিং ডিরেক্টার, ডিরেক্টার বোর্ডের চেয়ারম্যান ও পদস্থ কর্মচারিগণ নির্বাহ করে।

উদ্যোক্তার ভূমিকা[১০৯]**:** মিশ্র ধনতন্ত্রে মূল্য ব্যবস্থা হইতেছে অর্থনীতিক ব্যবস্থার কেন্দ্র বিন্দু। ইহা স্বয়ংক্রিয়। সর্বাধিক অভাব তৃপ্তির জন্য ভোগকারীরা ক্রেতারূপে যে সকল পণ্যের চাহিদা জানাইতেছে, সর্বাধিক মুনাফা উপার্জনের উদ্দেশ্য লইয়া উদ্যোক্তারা তাহা উৎপাদন করিতেছে ও যোগান দিতেছে। উৎপাদনের জন্য উদ্যোক্তারা আবার উপাদানের বাজারে ক্রেতারূপে উপাদানসমূহের সেবা বা কারকসমষ্টি ক্রয় করিতেছে এবং ভোগকারীরা উহাদের মালিক হিসাবে উদ্যোক্তাগণের নিকট তাহা বিক্রয় করিতেছে। সর্বাধিক মুনাফা উপার্জনের উদ্দেশ্যে উদ্যোক্তারা সর্বদাই সর্বাধিক কম খরচে উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছে গবেষণা দ্বারা নূতন উৎপাদন পদ্ধতি উদ্ভাবন করিতেছে ও নূতন পণ্য উদ্ভাবন করিয়া উহাদের চাহিদা সৃষ্টি করিতেছে। এ সমস্ত কার্যের দ্বারা তাহারা বিরাট ঝুঁকি লইতেছে। এই ঝুঁকি তাহারা না লইলে মিশ্র ধনতন্ত্রী অর্থনীতি অচল হইয়া পড়িত। তাই উদ্যোক্তার কাজকে উৎপাদনের চতুর্থ উপাদান বলিয়া গণ্য করা হয়। সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রই উদ্যোক্তার ভূমিকা গ্রহণ করে।

---

109. Role of the Entrepreneur.

৯

উৎপাদনের কাঠামো
STRUCTURE OF PRODUCTION

[**আলোচিত বিষয়ঃ** বিশেষায়ণঃ শ্রমের বিভাগ—শিল্পস্থানিকতা—উৎপাদনের মাত্রা বা আয়তন—বৃহদায়তনে উৎপাদনের সুবিধা—বৃহদায়তন উৎপাদনের সীমা—ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের সুবিধা—উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের কাম্য আয়তন।]

বিশেষায়ণ
SPECIALISATION

আয়ু বা সময়, কর্মক্ষমতা এবং উপকরণের স্বল্পতার পরিবেষ্টনীতে আবদ্ধ মানুষ তাহার সীমাহীন অভাবপূরণের জন্য যে সর্বোৎকৃষ্ট পথ বাছিয়া লইয়াছে তাহা হইল প্রত্যেকে নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মাদির সমস্তই উৎপাদনের পরিবর্তে, নিজ পছন্দ, যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুসারে উহাদের একটি বা অল্প কয়েকটি উৎপাদনের ক্ষুদ্র গণ্ডিবদ্ধ ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করা এবং পরস্পরের উৎপন্নসামগ্রী বিনিময়ের দ্বারা পরস্পরের অভাবপূরণ করা। **উৎপাদনকর্মের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র গণ্ডিবদ্ধ করার অপর নাম 'বিশেষায়ণ'।** বিশেষায়ণই মানব সমাজের ভিত্তি এবং উহার অগ্রগতির চাবিকাঠি।

বিশেষায়ণের প্রবর্তন বিনিময়ের প্রয়োজন সৃষ্টি করিয়াছে, আর বিনিময় সম্পাদনের জন্যই 'অর্থ' বা টাকার প্রচলন ঘটিয়াছে। অর্থের প্রচলন আবার বিশেষায়ণের বৃদ্ধি ঘটাইয়াছে। বিশেষায়ণ যেমন প্রত্যক্ষভাবে মানুষে মানুষে কর্মের ব্যবধান রচনা করিয়াছে এবং প্রতিদিন এই ব্যবধান বৃদ্ধি করিতেছে, তেমনি পরস্পরের অভাবপূরণের জন্য মানুষকে পরস্পরের উপর অধিকতর পরিমাণে নির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছে এবং দিনের পর দিন এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, পারস্পারিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করিতেছে। শুধু তাহাই নহে, মানুষে মানুষে কর্মের বা বৃত্তির পার্থক্য দ্বারা একদিন যে বিশেষায়ণের সৃষ্টি হইয়াছিল, আধুনিক কালে সেই বিশেষায়ণের প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি অবিরত নূতন ও পৃথক পৃথক কর্ম ও বৃত্তির সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। সভ্যতার উন্নতি ও অগ্রগতির ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে বিশেষায়ণের ইতিহাস। আধুনিক জগতের যাহা কিছু অর্থনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে ক্রমবর্ধমান বিশেষায়ণ ছাড়া তাহা মানুষের করায়ত্ত হইত না।

বিশেষায়ণের সীমাঃ বিশেষায়ণের মাত্রা নির্ভর করে বাজারের পরিধির উপর। যে দ্রব্যের বাজার স্থানীয়, চাহিদা অল্প ও সীমাবদ্ধ, উহার উৎপাদনে বিশেষায়ণ অধিক দূর অগ্রসর হয় না। কারণ তাহা লাভজনক হইবে না। যে দ্রব্যের বাজার যত বিস্তৃত, চাহিদা যত বেশি, উহার উৎপাদনকারী শিল্পে বিশেষায়ণও তত বেশি ঘটিতে পারে। বর্তমানে দুনিয়াজোড়া বাজারের বিস্তৃতি ঘটিয়াছে বলিয়াই সামগ্রিকভাবে আধুনিক কালে বিশেষায়ণের মাত্রাও বাড়িয়াছে।

বিশেষায়ণের প্রকার ভেদ[1]ঃ অর্থবিদ্যার বিচারে বিশেষায়ণের নীট ফল উৎপাদন

1. Types of Specialisation.

ক্ষমতার বৃদ্ধি[2], আয় বৃদ্ধি, মোট উৎপাদনের বৃদ্ধি। সুতরাং উৎপাদন **ক্ষমতা** বা উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টাই আধুনিক কালে বিশেষায়ণের মাত্রা বৃদ্ধির মূল কারণ। এজন্য, ভূমি (অর্থাৎ প্রাকৃতিক উপকরণ), শ্রম (অর্থাৎ মানুষ), এবং পুঁজি (অর্থাৎ যন্ত্রপাতি) এই তিনটি উপাদানের ক্ষেত্রেই বিশেষায়ণ ঘটে।

১. বিবিধ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার উৎপাদনের ভার বিবিধ ব্যক্তির উপর অর্পণ করার ব্যবস্থা এবং একটি গোটা দ্রব্য বা সেবার উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় নানাবিধ কর্মের ভার বিবিধ ব্যক্তির উপর অর্পণ করার ব্যবস্থা—উভয়ই **শ্রমের** (মানুষের) ক্ষেত্রে **বিশেষায়ণ বা শ্রমবিভাগ**[3]। প্রথমটি সরল শ্রমবিভাগ ও দ্বিতীয়টি জটিল শ্রমবিভাগ। আধুনিক সমাজে আমরা যে প্রত্যেক বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের আবির্ভাব দেখিতেছি তাহা বর্তমান কালে ক্রমবর্ধমান জটিল শ্রমবিভাগের ফল।

২. শ্রমের মতই **পুঁজির** ক্ষেত্রেও **বিশেষায়ণ** কম নহে। পুঁজিদ্রব্য অর্থাৎ যন্ত্রপাতি (স্থির পুঁজি) প্রকৃতি পুঁজির দৃষ্টান্ত। পৃথক পৃথক কাজ সম্পাদনের জন্য পৃথক পৃথক যন্ত্রপাতির ব্যবহার (পরিবহণের জন্য ইঞ্জিন, বিমান, ট্রাক, মোটরগাড়ী; ইস্পাত উৎপাদনের জন্য ইস্পাত চুল্লী; মাল ওঠান-নামানর জন্য ক্রেন; চাষের জন্য ট্রাক্টর) পুঁজির বিশেষায়ণের দৃষ্টান্ত। লক্ষণীয় যে, যতই পৃথক পৃথক কাজের জন্য পৃথক পৃথক যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত হইতেছে, ততই উহাতে পৃথক পৃথক কাজের সৃষ্টি হইতেছে। অর্থাৎ পুঁজির বিশেষায়ণ আবার শ্রমের অধিকতর বিশেষায়ণ ঘটাইতেছে।

৩. **ভূমির ক্ষেত্রে** (অর্থাৎ, প্রাকৃতিক উপকরণাদি সম্বলিত ভৌগোলিক অঞ্চলের) **বিশেষায়ণও** একই সঙ্গে ঘটিতেছে। ভূমির, অর্থাৎ প্রাকৃতিক উপকরণাদিসহ ভৌগোলিক অঞ্চলের সচলতা[4] নাই এবং বিভিন্ন অঞ্চলের স্বাভাবিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার পার্থক্য আছে। ইহার ফলে, সুযোগ-সুবিধা ও প্রয়োজন অনুসারে শিল্পগুলি উহাদের উৎপাদনকেন্দ্র হিসাবে বিশেষ বিশেষ স্থান বা অঞ্চল নির্বাচন করে এবং ইহার ফলে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ ধরনের শিল্প আকৃষ্ট হয়, কেন্দ্রীভূত হয়। ইহাকে **শিল্পস্থানিকতা**[5] বলে। ইহাকে আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ[6]ও বলে।

আমরা সংক্ষেপে শ্রমের বিভাগ বা ব্যক্তিগত বিশেষায়ণ ও শিল্পস্থানিকতা বা আঞ্চলিক বিশেষায়ণ সম্পর্কে আলোচনা করিব।

শ্রমবিভাগ
DIVISION OF LABOUR

শ্রমবিভাগের সুবিধাগুলি এই যে.ঃ (১) ইহাতে মানুষ **নিজের পছন্দমত কাজ** গ্রহণের সুযোগ পায়। সেজন্য তাহার কাছে কাজটি আকর্ষণীয় হয়। সে তাহা সম্পাদন করিয়া আনন্দ পায়।

(২) মাত্র এক ধরনের কাজে আত্মনিয়োগের ফলে মানুষ তাহাতে পারদর্শিতা বা **দক্ষতা**[7] অর্জন করে ও উহা বাড়ে।

(৩) শ্রমের বিভাগে **অল্প পরিমাণ যন্ত্রপাতির** সাহায্যে অধিক সংখ্যক শ্রমিক কাজ করিতে পারে, অর্থাৎ পুঁজি কম লাগে।

(৪) শ্রমের বিভাগ **উৎপাদনের সময় সংক্ষেপ** করে।

(৫) শ্রমের বিভাগ **যন্ত্রপাতির** ব্যবহার **প্রবর্তন** করিয়াছে, নূতন নূতন যন্ত্রপাতির **উদ্ভাবন** ঘটাইতেছে এবং যন্ত্রপাতির **পূর্ণতর ব্যবহার সম্ভব করিয়াছে।**

2. Increase in productivity.
3. Division of Labour or Specialisation of Labour. 4. Mobility.
5. Location or localisation of industry.
6. Territorial division of labour. 7. Efficiency.

(৬) শ্রমের বিভাগ মানুষের **কায়িক এবং মানসিক শ্রমের ভার লাঘব** করিয়া কর্মের ক্লান্তি কমাইয়াছে।

(৭) শ্রমের বিভাগের ফলে বিভিন্ন শিল্পে শ্রমিকগণের কাজ এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়াছে যে, তাহার ফলে বিভিন্ন শিল্পের অনেকগুলি কাজেই মিল ঘটিয়াছে। ইহাতে **বিবিধ শিল্পের মধ্যে শ্রমের সচলতা বাড়িয়াছে।**

শ্রমবিভাগের উপরোক্ত সুবিধাগুলির মোট ফল হইল উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি, ব্যয়সংকোচ, এবং অবসর ও আয় বৃদ্ধি।

কিন্তু **শ্রমবিভাগের** কিছু কিছু **অসুবিধাও আছে**ঃ (১) শ্রমের বিভাগ মানুষের **কাজের বৈচিত্র্য নষ্ট** করিয়াছে। ফলে কিছু কাল পরে **নিয়মমাফিক কাজ একঘেয়ে** হইয়া পড়ে।

(২) শ্রমের বিভাগের দরুন উৎপন্ন দ্রব্যগুলিতে **শ্রমিকের বৈশিষ্ট্যের** বা ব্যক্তিত্বের **ছাপ থাকে না।** ইহাতে **শ্রমিকও** নিজেকে আর শিল্পী বলিয়া গণ্য না করিয়া অন্যান্য যন্ত্রের মত **নিজেকেও একটি যন্ত্র** বা যন্ত্রাংশ **বলিয়া গণ্য করিতে অভ্যস্ত হয়।** ইহাতে কাজে যান্ত্রিকতা দেখা দেয়। **মানুষ যন্ত্রে পরিণত হয়।**

(৩) শ্রমের বিভাগের ফলে মানুষে মানুষে কর্ম ও বৃত্তির পার্থক্যের দরুন কাজের ও জীবনযাপনের পরিবেশেরও পার্থক্য দেখা দেয়। ইহার ফলে কেহই নিজ **সংকীর্ণ স্বার্থের গণ্ডির** ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে না। সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে এই কারণে স্বার্থসংঘাত সৃষ্টি হয়।

(৪) শ্রমের বিভাগ **কর্মহীনতার বিপদ** সৃষ্টি করে। কারণ এই ব্যবস্থায় যে যে ধরনের কাজে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, ভবিষ্যতে কোন দিন উহার চাহিদা কমিয়া গেলে বা বিলুপ্ত হইলে, কর্মহীনতা ঘটিবে। অল্পবয়সী ব্যক্তির পক্ষে তখন নূতন কাজ শিখিয়া তাহাতে যোগদান করা সম্ভব হইলেও বেশিবয়সী ব্যক্তিদের পক্ষে তাহা সম্ভব নাও হইতে পারে।

শিল্পস্থানিকতা

LOCATION OR LOCALISATION OF INDUSTRY

একই পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকসংখ্যায় কোন একটি অঞ্চলে স্থাপিত হইলে উহাকে শিল্পস্থানিকতা বা শিল্পের কেন্দ্রীকরণ[৮] বলে। ইহা 'ভূমি'র ক্ষেত্রে বিশেষায়ণের নিদর্শন। ইহাকে আঞ্চলিক শ্রমবিভাগও বলা যায়। উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির মূল উদ্দেশ্য সর্বাধিক মুনাফা উপার্জন করা। এজন্য উহারা সর্বদাই ব্যয়সংকোচে উৎসুক। উপাদানগুলির মধ্যে তুলনামূলকভাবে পুঁজি অধিক সচল, কিন্তু 'ভূমি'র সচলতা মোটেই নাই আর শ্রমের সচলতা পুঁজির তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম।

শিল্পস্থানিকতার নির্ধারকসমূহ[৯]ঃ উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি সস্তায় উপাদান ও কাঁচামাল কিনিতে চায় ও যথাসম্ভব কম পরিবহণ খরচে তাহা আনিতে চায় এবং অল্প পরিবহণ খরচে উৎপাদিত পণ্যগুলি বাজারে পাঠাইতে চায়। প্রথমটির প্রয়োজনে কাঁচামালের উৎপাদক অঞ্চলে এবং দ্বিতীয়টির প্রয়োজনে বাজারের নিকটবর্তী স্থানে উহাদের স্থান নির্বাচনের প্রয়োজন হয়। দুইটির গুরুত্ব সকল শিল্পের পক্ষেই আপেক্ষিক। উভয়ের তুলনামূলক গুরুত্ব বিচারের দ্বারা উপযুক্ত স্থান নির্বাচিত হয়।

উপযোগী মৃত্তিকা, অনুকূল আবহাওয়া, খনির অবস্থিতি এবং কাঁচামাল ও সুলভ শ্রমের পর্যাপ্ত যোগান—এইগুলিকে **শিল্পস্থানিকতার প্রাকৃতিক নির্ধারক[১০] বা প্রাকৃতিক সুবিধা** বলা যায়। যে সকল অঞ্চলে এই সকল সুবিধা রহিয়াছে তথায় স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি আকৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু সকল শিল্পের পক্ষে ইহা খাটে না। যে

8. Concentration of industry. 9. Determinants of location.
10. Natural factors or advantages.

সকল শিল্পের তৈয়ারী পণ্যের তুলনায় কাঁচামাল অধিক ভারী, সাধারণত উহাদের অন্তর্গত উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলিই কারখানায় কাঁচামাল আনিবার খরচ কমাইবার জন্য কাঁচামাল উৎপাদক অঞ্চলে আকৃষ্ট হয়। এজন্য, লৌহ-ইস্পাত শিল্প কয়লা ও লোহার খনির কাছাকাছি স্থাপিত হয়, বাজারের কাছাকাছি নহে (ভিলাই, রুরকেল্লা), কৃষিজ কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল শিল্পগুলির কাঁচামালের দামের তুলনায় অধিক পরিবহণ ব্যয়ে ইচ্ছুক নহে বলিয়া সচরাচর কাঁচামালের উৎপাদক অঞ্চলের নিকটে আকৃষ্ট হয় (বোম্বাই আমেদাবাদে কাপড়ের কল, পশ্চিমবঙ্গে চটকল, উত্তরপ্রদেশে চিনি ও সরিষার তেলের কল)। আধুনিক কালে কারখানার অভ্যন্তরে তাপনিয়ন্ত্রণ সম্ভব হওয়ায় স্থান নির্বাচনে অনুকূল জলবায়ুর গুরুত্ব কমিয়াছে। পরিবহণের সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমের সচলতাও বাড়িয়াছে এবং সে অনুপাতে শিল্পস্থানিকতায় উহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমিয়াছে।

শক্তির সরবরাহ, বাজারের নৈকট্য, বন্দরের নৈকট্য, অর্থসংস্থানের সুবিধা, পরিবহণের সুবিধা ইত্যাদি সুবিধাকে আয়ত্তীকৃত সুবিধা[11] বলে। আধুনিক কালে শিল্পস্থানিকতা নির্ধারণে ইহাদের গুরুত্বই বৃদ্ধি পাইতেছে। যতদিন শিল্পে বাষ্পীয়শক্তির প্রাধান্য ছিল, ততদিন কয়লাখনি অঞ্চলের নিকটে শিল্পগুলি অধিক আকৃষ্ট হইত। কিন্তু বর্তমানে বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহারের প্রসার ঘটায়, যে সকল অঞ্চলে বিদ্যুতের যোগান সুলভ ও পর্যাপ্ত তথায় শিল্পগুলি আকৃষ্ট হয়। যে সকল শিল্পের তৈয়ারী পণ্য উহাদের কাঁচামাল অপেক্ষা অধিক ভারী অথবা আয়তনে বড়, উহাদের পক্ষে বাজারের নৈকট্য অধিক আকর্ষণীয়। এজন্য ইটের ভাঁটাগুলি শহরের কাছেই থাকে। কারণ তাহাতে তৈয়ারী ইট (পণ্য) বাজারে পৌঁছাইবার পরিবহণ খরচ কম লাগে।

রপ্তানি শিল্পগুলি এই কারণেই রপ্তানি বন্দরের নিকটে স্থান নির্বাচন করে। সেবা উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি (সিনেমা, সেলুন, হোটেল) সর্বদাই খরিদ্দারগণের অর্থাৎ বাজারের নিকটে স্থাপিত হয়।

তাহা ছাড়া, কোন সুস্পষ্ট বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত ছাড়াই কোথাও কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবার পর উহার সাফল্য ঘটিলে পরবর্তী কালে তথায় অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পও আকৃষ্ট হইতে থাকে (ফোর্ড সাহেবের মোটরগাড়ীর কারখানা প্রথমে তাহার নিজের শহর বলিয়াই ডেট্রয়ট-এ স্থাপিত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে ডেট্রয়ট শহরে মোটরগাড়ী নির্মাণ শিল্পের কেন্দ্রীকরণ ঘটিয়াছে)। ইহার একটি কারণ হইল, পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে ঐ শহর বা অঞ্চলে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, ব্যাঙ্কিং ও বীমা ব্যবস্থার প্রসার ইত্যাদির দরুন সৃষ্ট সুবিধাগুলি ভোগ করিবার উদ্দেশ্যে ক্রমেই অধিকসংখ্যক প্রতিষ্ঠান আকৃষ্ট হইতে থাকে।

শিল্পস্থানিকতার সুবিধা ঃ শিল্পস্থানিকতার প্রথম ও প্রধান সুবিধা এই যে, ইহার দরুন স্বাভাবিক ও আয়ত্তীকৃত সুবিধাগুলির ফলে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন খরচ কমে, ব্যয়সংকোচ ঘটে। দ্বিতীয়ত, যে অঞ্চলে শিল্পস্থানিকতা ঘটে তথায় কাজ পাওয়া যায় বলিয়া বৎসরের সকল সময়েই কাজের সন্ধানে বহু লোকের আগমনে একটি স্থায়ী শ্রমের বাজার (অর্থাৎ সারা বৎসর যথেষ্ট শ্রমের যোগান) সৃষ্টি হয়। তৃতীয়ত, শিল্পস্থানিকতার ফলে শিল্পায়িত অঞ্চলটিতে নানান ধরনের সম্পূরক শিল্প[12] ও সহায়ক শিল্প[13] স্থাপিত হইয়া এবং যোগাযোগ, ব্যাঙ্কিং, বীমা, পরিবহণ ইত্যাদি সুবিধার সৃষ্টি ঘটিয়া স্থানীয় প্রাকৃতিক ও মানবিক উপকরণগুলির ব্যবহার দ্বারা উহার অর্থনীতিক বিকাশ ও উন্নতি ঘটে। চতুর্থত, শিল্পায়িত স্থানটি বাজারে এমন একটি সুনাম[14] অর্জন করে যে, তাহাতে উহার নামেই তথায় উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় হইয়া যায়, উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের নাম আর বিবেচ্য থাকে না (সুইজারল্যান্ডের ঘড়ি, শান্তিপুর ও ধনেখালির শাড়ী)।

11. Acquired advantages. 12. Subsidiary industries.
13. Ancillary industries. 14. Goodwill.

সর্বশেষে, একস্থানে বহুসংখ্যক উৎপাদক প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীভূত হওয়ায়, শ্রমিক ও মালিকের পক্ষে সংঘবদ্ধ হওয়ার সুবিধা ঘটে, বিশেষত, মালিকগণ পরস্পরের সহযোগিতায় শিল্পের নানান সমস্যা সম্পর্কে ঐক্যবদ্ধ নীতি অনুসরণের চেষ্টা করিতে সমর্থ হয়।

শিল্পস্থানিকতার অসুবিধাঃ ইহার প্রথম অসুবিধা হইল, অনিয়ন্ত্রিত এবং অপরিকল্পিত ভাবে কোন অঞ্চলে একের পর এক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতে থাকিলে সমগ্র অঞ্চলটিতে অস্বাস্থ্যকর শ্রমিকবস্তী বাড়িতে থাকে এবং কলকারখানার ধোঁয়াতে জনস্বাস্থ্য বিপন্ন হয়। তবে, পরিকল্পিতভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্থান নির্দেশ করা হইলে ইহা এড়ান যাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, একটি অঞ্চলে একটিমাত্র শিল্পের স্থানিকরণের ফলে সমগ্রভাবে ঐ অঞ্চলের অর্থনীতিক ভাগ্য ঐ শিল্পটির উত্থানপতনের সহিত জড়িত হইয়া পড়ে। কোন সময়ে যদি ঐ শিল্পটিতে মন্দা দেখা দেয়, তবে সামগ্রিক ভাবে ঐ অঞ্চলের অন্যান্য সকল ব্যবসাবাণিজ্যও মন্দার কবলে পড়ে এবং যতদিন পর্যন্ত না আবার শিল্পটির মন্দা কাটিতেছে ততদিন ঐ অঞ্চলের জনসাধারণেরও অবস্থার উন্নতির আশা থাকে না। তৃতীয়ত, এইভাবে অল্প কয়েকটি অঞ্চলে শিল্পস্থানিকতা ঘটিলে, দেশের শিল্পায়নে আঞ্চলিক ভারসাম্যের অভাব[15] ঘটে। ভারতের মত বিরাট দেশে মাত্র ৪টি অঞ্চলে (কলিকাতা, ছোটনাগপুর, বোম্বাই, মাদ্রাজের নীলগিরি অঞ্চল) অতীতে শিল্পস্থানিকতা ঘটিয়াছিল। ইহাতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও মানবিক উপকরণের সদ্ব্যবহার ঘটিতে পারে না। তাহা ছাড়া, যুদ্ধ প্রভৃতি আপৎকালে সহজেই দেশের মুষ্টিমেয় শিল্পাঞ্চলগুলি শত্রুর বিমান আক্রমণের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হইতে পারে।

শিল্পস্থানিকতার এই সকল অসুবিধার দরুন বর্তমানে সকল দেশেই শিল্পবিকেন্দ্রীকরণের চেষ্টা চলিতেছে।

উৎপাদনের মাত্রা বা আয়তন
SCALE OF PRODUCTION

উৎপাদনের মাত্রা বা আয়তনঃ একটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান হইল (এমন একটি মালিকানার একক[16] যাহা) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিভিন্ন উপাদানসমষ্টি বা সংমিশ্রণের (যেমন, X একক ভূমি, Y একক শ্রম ও Z একক পুঁজির) মালিক। এই নির্দিষ্ট পরিমাণ উপাদান সংমিশ্রণ দ্বারা উহা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ (পণ্য) উৎপাদন করিতে সমর্থ (যেমন O পরিমাণ)। উৎপাদক প্রতিষ্ঠানটি যদি অধিক পরিমাণে উপাদানগুলি সংগ্রহে সমর্থ হয় (X_1 ভূমি, Y_1 শ্রম, ও Z_1 পুঁজি) তবে উহা অধিকতর পরিমাণে উৎপাদন করিতে পারিবে (Q_1 পরিমাণে)। অধিক পরিমাণে উপাদান সংগ্রহ এবং নিয়োগ দ্বারা অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিতে গেলে, উৎপাদক প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদনের আয়তন বা মাত্রা যেমন বাড়িবে, তেমনি উহার নিজের আয়তনও বড় হইবে। সুতরাং যে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান অধিক পরিমাণ উপাদান সংমিশ্রণের ($X_1+Y_1+Z_1$) মালিক ও সে কারণে অধিক পরিমাণ (Q_1) উৎপাদনে সক্ষম সেটি তুলনায় বৃহদায়তন এবং যে প্রতিষ্ঠান অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ উপাদান সমষ্টির ($X+Y+Z$) মালিক ও সে কারণে অল্পতর পরিমাণে (Q) উৎপাদনে সক্ষম, সেটি তুলনায় ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান।

একই পণ্য উৎপাদনকারী যাবতীয় উৎপাদক প্রতিষ্ঠান লইয়া (ঐ পণ্য উৎপাদনকারী) শিল্প গঠিত হয়। ইহা একই পণ্য উৎপাদনকারী সকল উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি। যে শিল্পের অন্তর্গত উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির আয়তন ক্ষুদ্র এবং উহাদের উৎপাদনের মাত্রাও অল্প, তাহা ক্ষুদ্রায়তন শিল্প[17]। আর যে শিল্পের অন্তর্গত উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আয়তন বড় এবং উহাদের উৎপাদনের পরিমাণও অধিক তাহা বৃহদায়তন

15. Regional imbalance. 16. Ownership unit.
17. Small scale industry.

শিল্প[18]। উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির আয়তন বৃদ্ধি ও উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা শিল্পের আয়তন বৃদ্ধি পায়। তবে, শিল্পটি বৃহদায়তন হইলেও, উহার অন্তর্গত সকল উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আয়তনই সমপরিমাণ বড় হইবে এমন নহে, উহাদের মধ্যে আয়তনের তারতম্য থাকিতে পারে।

বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা

ADVANTAGES OF LARGE SCALE

উৎপাদক প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পের আয়তনের বৃদ্ধির ফলে কতকগুলি ব্যয়সংকোচ ঘটে। ইহাদের বৃহদায়তনে উৎপাদনের ব্যয়সংকোচ বা সুবিধা বলা হয়। অগ্রসর দেশ-গুলির অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে বৃহদায়তন উৎপাদনের এই ব্যয়সংকোচগুলির দরুন এবং কারিগরিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে উৎপাদনের সকল উপাদানগুলিরই, এবং বিশেষত, শ্রমের উৎপাদিকতা শক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। মার্শাল এই ব্যয়সংকোচগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

কতকগুলি ব্যয়সংকোচ সমগ্র শিল্পের আয়তন বৃদ্ধির ফলে ঘটে। উহাদের সহিত শিল্পটির অন্তর্গত উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির আয়তনের কোন সম্পর্ক নাই। এই প্রকার সুবিধা সাধারণত শিল্পটির বৃহৎ আয়তন এবং উহার স্থানিকতা হইতে দেখা দেয়, এবং উহার অন্তর্গত ছোট বড় ও মাঝারি সকল উৎপাদক প্রতিষ্ঠানই এই সুবিধাগুলি একযোগে ভোগ করে। ইহাদের বৃহদায়তন উৎপাদনের **বাহ্যিক ব্যয়সংকোচ**[19] বলা হয়। [যেমন, শিল্পস্থানিকতার ফলে কোথাও ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলে, পরি-বহণের উন্নতি ঘটিলে, ছোট বড় সকল উৎপাদক প্রতিষ্ঠানই ঐ সকল সুবিধা একযোগে ভোগ করে।]

আর কতকগুলি ব্যয়সংকোচ উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। যে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আয়তন যত বড় বা উৎপাদনের মাত্রা যত বেশি উহা এই সকল সুবিধা তত বেশি পরিমাণে ভোগ করে। ইহাদের সহিত বাহ্যিক ব্যয়সংকোচের অর্থাৎ সমগ্র শিল্পের আয়তনের কোন সম্পর্ক নাই। ইহাদের অভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচ[20] বলে। [যেমন, বড় প্রতিষ্ঠান অধিকতর শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণ প্রবর্তন করিয়া, উৎকৃষ্টতর যন্ত্রপাতি ও সস্তায় কাঁচামাল কিনিয়া উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি এবং উৎপাদনের খরচ অধিক কমাইতে পারে।]

প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে, বাহিক ও অভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচগুলির মধ্যে যে গুণগত পার্থক্য[21] আছে তাহা নহে, উহাদের পার্থক্য শুধু মাত্রার পার্থক্য[22]। কারণ, যদি কোন শিল্পে একটি মাত্র উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটে (একচেটিয়া কারবার), তবে আগে যে ব্যয়সংকোচগুলি বাহ্যিক ব্যয়সংকোচ বলিয়া গণ্য হইত, উহা এখন হইতে প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচে পরিণত হইবে।

বাহ্যিক ব্যয়সংকোচঃ বৃহদায়তন উৎপাদনের বাহ্যিক ব্যয়সংকোচ প্রধানত তিন ধরনের। যথা,—(১) **শিল্পস্থানিকতাজনিত ব্যয়সংকোচ**[23]ঃ কোন শিল্পের সামগ্রিক আয়তন বৃদ্ধি ঘটিলে, শিল্পটির স্থানীকরণ বা স্থানিকতাও ঘটে। ইহাতে শিল্পস্থানি-কতার যাবতীয় স্বাভাবিক এবং আয়ত্তীকৃত সুবিধা ভোগের দরুন শিল্পটির অন্তর্গত সকল আয়তনের উৎপাদক প্রতিষ্ঠানেরই ব্যয়সংকোচ ঘটে।

(২) **বিশেষায়ণ জনিত ব্যয়সংকোচ**[24]ঃ কোন শিল্পের যতই প্রসার ঘটিতে থাকে যতই উৎপাদনের আয়তন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই উহাতে নিযুক্ত উপাদানগুলির বিশেষায়ণ

---

18. Large scale industry. 19. External Economies.
20. Internal Economies.
21. Qualitative difference or difference in kind.
22. Difference in degree. 23. Economies of localisation.
24. Economies of Specialisation.

বৃদ্ধি পায়, উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াগুলিতে নির্দিষ্ট মান প্রবর্তিত হয়[25] এবং সমগ্র পণ্যটির উৎপাদন প্রক্রিয়ার স্তর বা ধাপগুলির সংখ্যা বাড়িতে থাকে। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে তখন গোটা পণ্যটি উৎপাদন না করিয়া, উহার একটি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় আত্মনিয়োগ করাটাও লাভজনক হইয়া পড়ে। (তুলা হইতে সুতা পাকাইয়া উহা দ্বারা কাপড় বোনা পর্যন্ত সব কাজ সম্পাদনের পরিবর্তে, শুধু সুতা তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করা, কিংবা তৈয়ারী সুতা কিনিয়া উহা দিয়া কাপড় বোনা) ইহাতে একটি পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া বিভিন্ন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সম্পাদিত হইতে থাকে। ইহাকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিকেন্দ্রীকরণও বলে। ইহার ফলে প্রত্যেকটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান একটি কাজে আত্মনিয়োগ করায় উৎপাদনের ক্ষমতা বাড়ে ও উৎপাদন খরচ কমে। (কম দামে ভাল সুতা কিনিয়া ছোট বড় সকল প্রতিষ্ঠান সস্তায় ভাল কাপড় উৎপাদন করিতে পারে।)

(৩) **শিল্প তথ্যের আদান প্রদানের ব্যয়সংকোচ[26]ঃ** সমগ্র শিল্পের আয়তন বৃদ্ধির ফলে উহার গুরুত্ব বাড়ে এবং উহার নানা সমস্যা লইয়া আলোচনা ও গবেষণা শুরু হয়। এসকলের ফলাফল নানা পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকে আলোচিত ও প্রকাশিত হইলে, সুলভে তাহা লাভ করিয়া ছোটবড় সকল প্রতিষ্ঠানই উপকৃত হয়।

অভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচঃ নিজ আয়তন বৃদ্ধির ফলে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান নিম্নোক্ত অভ্যন্তরীণ সুবিধাগুলি অধিকতর পরিমাণে ভোগ করেঃ

(১) **বিবিধ কারিগরি ব্যয়সংকোচ[27]ঃ** বড় প্রতিষ্ঠান উহার অধিক আর্থিক সম্বলের দ্বারা বড়, উন্নত ও সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি, উন্নত কারিগরি পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে পারে, উহার মূল দ্রব্যটি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সহায়ক দ্রব্য ও প্রক্রিয়া নিজেই উৎপাদন ও অবলম্বন করিতে পারে (রেডিও নির্মাতারা রেডিওর কাঠের ও প্লাষ্টিকের খাঁচা বা বাক্স এবং নাট ও স্ক্রু প্রভৃতি বাজার হইতে না কিনিয়া নিজেরাই তৈয়ার করিতে পারে), মূল দ্রব্যটি উৎপাদন করিতে গিয়া যে ছাঁট বাদ পড়ে, যে সকল আবর্জনা উৎপন্ন হয় ও ফেলিয়া দিতে হয় তাহা হইতে অন্যান্য উপদ্রব্য[28] উৎপাদন করিয়া বিক্রয় দ্বারা (লোহা ইস্পাত শিল্পে উৎপন্ন ছাই হইতে সিমেন্ট উৎপাদন) মুনাফা বাড়াইতে পারে, শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে (উন্নত হাতিয়ার, ক্যান্টিন, কারখানার অভ্যন্তরে যথেষ্ট আলো ও বাতাসের ব্যবস্থা, তাপ-নিয়ন্ত্রণ, শ্রমিকদের বাসস্থান ইত্যাদি)। ইহাদের সামগ্রিক ফল ব্যয়সংকোচ। প্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃদ্ধির সহিত এই সকল কারিগরি ব্যয়সংকোচ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে এক সময়ে উহা সর্বাধিক হয়। প্রতিষ্ঠানের আয়তন যত বড় হইলে, কারিগরি ব্যয়সংকোচ সর্বাধিক হয় তাহাকে প্রতিষ্ঠানের কারিগরি কাম্য আয়তন[29] বলে। প্রতিষ্ঠানের আয়তন তাহার বেশি হইলে কারিগরি ব্যয়সংকোচ আর বাড়ে না। সেজন্য কোন প্রতিষ্ঠান কারিগরি কাম্য আয়তনে পরিণত হইলে, উহার আয়তন আর বৃদ্ধি না করিয়া তৎপরিবর্তে কারখানার সংখ্যা বাড়ান প্রয়োজন হয়।

(২) **ব্যবস্থাপনার ব্যয়সংকোচ[30]ঃ** উৎপাদক প্রতিষ্ঠান যখন আয়তনে ক্ষুদ্র থাকে তখন উহার উদ্যোক্তার ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারে না এবং উহা দ্বারা সর্বাধিক উপকৃত হয় না। আয়তন বৃদ্ধির সহিত ক্রমে ক্রমে উদ্যোক্তার ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত হইতে থাকে ও সে পরিমাণে প্রতিষ্ঠানটির সামগ্রিক উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িতে থাকে। অবশেষে প্রতিষ্ঠানটি এমন বড় হয় যে, তখন উদ্যোক্তার প্রতিভা, যোগ্যতা ও দক্ষতার পূর্ণতম ব্যবহার ঘটে। প্রতিষ্ঠানের ঐ আয়তনকে

25. Standardisation of processes and methods.
26. Economies of Information. 27. Technical economies.
28. By-products. 29. Technical optimum size.
30. Managerial Economies.

ব্যবস্থাপনাগত কাম্য আয়তন[31] বলে। উহার অধিক আয়তন বৃদ্ধির ফলে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা কমিতে থাকে।

(৩) **আর্থিক ব্যয়সংকোচ**[32]**ঃ** ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিষয়সম্পত্তি (অফিস দালান, কারখানা, জমি, যন্ত্রপাতি, তৈয়ারী পণ্যের মজুত সম্ভার) বেশি থাকায় উহা সহজে ব্যাঙ্ক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট হইতে সহজে, সুবিধাজনক শর্তে, অধিক পরিমাণ ঋণ সংগ্রহ করিতে পারে, সহজে শেয়ার ডিবেঞ্চার বিক্রয় দ্বারা শেয়ার পুঁজি ও ঋণ পুঁজি যোগাড় করিতে পারে।

(৪) **বাণিজ্যিক ব্যয়সংকোচ**[33]**ঃ** বৃহৎ প্রতিষ্ঠানকে অধিক পরিমাণে কাঁচামাল কিনিতে হয়, অধিক পরিমাণে তৈয়ারী পণ্য বাজারে পাঠাইতে হয়, অধিক পরিমাণে পরিবহণ ব্যবহার করিতে হয়। সেজন্য ইহারা সুবিধাজনক দরে কাঁচামাল কিনিতে, বিক্রয় ও প্রচারের জন্য দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ করিতে, বিক্রয় খরচ কমাইতে ও সুবিধাজনক ভাড়ায় পরিবহণের ব্যবস্থা করিতে পারে।

(৫) **ঝুঁকি সংকোচ**[34]**ঃ** একটিমাত্র সূত্র হইতে কাঁচামাল কেনা, একটি মাত্র পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করা এবং একটি মাত্র বাজারে তাহা বিক্রয় করা সর্বদাই উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের কারবারী ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। কারণ কাঁচামালের একমাত্র যোগানদার উহার দাম বাড়াইতে পারে, পণ্যটির চাহিদা কমিয়া যাইতে পারে। সেজন্য বড় প্রতিষ্ঠানগুলি কারবারী ঝুঁকি কমাইবার জন্য একটিমাত্র উৎস হইতে কাঁচামাল কিনিবার পরিবর্তে বিবিধ উৎস হইতে তাহা সংগ্রহ করে, একটি মাত্র পণ্য উৎপাদনের পরিবর্তে একাধিক পণ্য উৎপাদন করে এবং একটি মাত্র বাজারে পণ্যটি বিক্রয়ের পরিবর্তে একাধিক বাজারে তাহা বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করে। ইহাকে কাঁচামালের উৎসের বিভিন্নতাকরণ[35], পণ্যের বৈচিত্র্যকরণ[36] ও বাজারের বৈচিত্র্যকরণ[37] বলে।

এই সকল বিবিধ অভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচের ফলে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের পণ্য উৎপাদনের গড়পড়তা ও প্রান্তিক উৎপাদন খরচ হ্রাস পায়।

বৃহদায়তন উৎপাদনের সীমা[38]**ঃ** বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যয়সংকোচজনিত সুবিধা যতই থাকুক, উহাদের মধ্যে কোনটিই সীমাহীন নহে। কাম্য কারিগরি আয়তনের বেশি সম্প্রসারিত হইলে, কারিগরি ব্যয়সংকোচ আর বাড়ে না বটে, কিন্তু আয়তনের প্রসারে অন্যান্য ব্যয়সংকোচগুলি আর না বাড়িয়া বরং কমিতে থাকে। ইহার ফলে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানেব আয়তনের সম্প্রসারণ সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে, একটি নির্দিষ্ট সীমার অধিক আর উহার আয়তন বৃদ্ধি পায় না। কারণ উহাতে মুনাফা না বাড়িয়া বরং কমিয়া যায়। বিভিন্ন দিকে যে সকল ব্যয়বৃদ্ধি[39] বা অসুবিধা প্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃদ্ধির পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায়, সেগুলি নিম্নরূপঃ (১) **ব্যবস্থাপনাগত অসুবিধা**[40]**ঃ** উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপকগণ যতই সুদক্ষ হোক না কেন, মানুষের প্রতিভা, দক্ষতা ও কর্মক্ষমতার একটা সীমা আছে, অতএব ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতাও সীমাবদ্ধ। এবং সুদক্ষ ও সুযোগ্য ব্যবস্থাপকের যোগানও সমাজে সীমাবদ্ধ। প্রতিষ্ঠানের আয়তন ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে একসময়ে উহা সুদক্ষভাবে পরিচালনার পক্ষে অত্যধিক বড় হইয়া পড়ে। তখন উপযুক্ত তদারকীর অভাবে, উহার কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রণ শিথিল হইয়া পড়ে, বিভিন্ন বিভাগের সংযোগ ও উহাদের কার্যাবলীর সংযোজন ও সমন্বয়ে ত্রুটি ঘটিতে থাকে। আধুনিক নানা প্রকার ব্যবস্থার দ্বারা (পড়তা খরচের নিয়ন্ত্রণ, শ্রমিককর্মী ব্যবস্থাপনা, শ্রমসংক্ষেপের যন্ত্রপাতি,

31. Managerial optimum size. 32. Financial Economies.
33. Commercial Economies 34. Reduction of risks.
35. Diversification of sources of raw materials.
36. Diversification of products. 37. Diversification of markets.
38. Limits to large scale production. 39. Diseconomies.
40. Managerial Diseconomies.

উপর হইতে নিচ পর্যন্ত কর্মচারিগণের উপর ক্রমান্বয়ে কর্তৃত্বের ভারার্পণ) ইহা খানিক পরিমাণে রোধ করা গেলেও, ইহাদেরও সীমা আছে। সুতরাং উৎপাদনের ও পণ্যের চরিত্র অনুসারে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান যত বড় হইলে উহার ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা সর্বাধিক বৃদ্ধি পায়, তাহার অধিক সম্প্রসারণ কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই লাভজনক নহে। ব্যবস্থাপনাগত অসুবিধাই প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণের সর্বাপেক্ষা গুরুতর বাধা। যে সকল শিল্প বিশেষ-ভাবে ব্যক্তিগত তদারকীর উপর নির্ভরশীল (অলংকার, কারুশিল্প, ইত্যাদি), তথায় সম্প্রসারণের ব্যবস্থাপনাগত বাধা আরও বেশি।

(২) **আর্থিক বাধা**[৪১]**ঃ** উৎপাদনের আয়তন বাড়াইতে গেলে অধিক ঋণ ও পুঁজির প্রয়োজন হয়। ইহার সংস্থানের অভাবে সুদের হার বেশি হইলে কিংবা ঋণের ও পুঁজির যোগান কম হইলে প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ সম্ভব হয় না।

(৩) **বাজারের অসুবিধা**[৪২]**ঃ** পণ্যের চাহিদা বা বাজার সীমাবদ্ধ হইলে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা ও আয়তন বৃদ্ধির প্রশ্নই উঠে না। দুইটি কারণে পণ্যের চাহিদা বা বাজার সীমাবদ্ধ হইতে পারে। একটি হইল উহার বাজারগুলির ভৌগোলিক দূরত্ব, অপরটি হইল পণ্য পৃথকীকরণ। পণ্যের বাজার বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত থাকিলে উহা বাজারে পাঠাই-বার পরিবহণ খরচ বেশি হয়। এজন্য উহার চাহিদা স্থানীয় বাজারে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে। তাহা ছাড়া, বাস্তবের অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে বিভিন্ন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান-গুলি কমবেশি একই জাতীয় পণ্য বিভিন্ন নামে ও ছাপে বিক্রয় করে (ব্রুকবন্ড ও লিপটনের চা), ইহাতে কোন একটি পণ্যের চাহিদাই যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ে না। বরং সীমাবদ্ধ পরিমাণে তাহা উৎপাদন করিয়া প্রতিযোগিতামূলক প্রচার অভিযানের দ্বারা বিক্রয় করিতে হয়। ইহাতে উৎপাদন খরচ ও বিক্রয় খরচ বেশি পড়ে।

(৪) **উপাদানের স্বল্পতা**[৪৩]**ঃ** আয়তন বৃদ্ধির অন্যান্য বাধাগুলি না থাকিলেও যদি উহার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি অধিকতর পরিমাণে পাওয়া না যায়, তবে উপাদানের স্বল্পতাই (শ্রমের অভাব, পুঁজিদ্রব্যের স্বল্পতা ইত্যাদি) প্রতিষ্ঠানের আয়তন বাড়িতে দেয় না। অন্যভাবে বলা যায় যে, প্রতিষ্ঠানের আয়তন যতই প্রসারিত হইতে থাকে, ততই উপাদানের চাহিদা বাড়ে ও উহাদের যোগানে টান পড়ে। অল্পকালীন সময়ে সকল উপাদানের যোগানই সীমাবদ্ধ। এজন্য উপাদানের সেবার দামও বাড়িতে থাকে। ইহাতে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায় ও তাহার দরুন প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণে বাধার সৃষ্টি হয়।

এই সকল বিবিধ অসুবিধার দরুন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণের ফলে উহার উৎপাদনের প্রান্তিক ও গড় খরচ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত উহার প্রান্তিক খরচ, প্রান্তিক আয়ের (অতিরিক্ত এক একক উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া যে অতিরিক্ত আয় উপার্জিত হয়) কম থাকে, ততক্ষণ প্রতিষ্ঠানটি উহার আয়তন বাড়াইতে থাকে। যদি প্রান্তিক খরচ প্রান্তিক আয়ের বেশি হয়, তাহা হইলে প্রতিষ্ঠানটি উহার আয়তন সংকুচিত করে। অতএব আয়তন যতটা বৃদ্ধি পাইলে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পরের সমান হয়, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যে কোন বাজারে নিজের আয়তন ততটাই প্রসারিত করে, উহার অধিক নহে।

ক্ষুদ্রায়তনে উৎপাদনের সুবিধা
ADVANTAGES OF SMALL SCALE

ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বৃহদায়তন উৎপাদনের বাহ্যিক সুবিধাগুলি (বিদ্যুৎ, জলের সরবরাহ, ব্যাঙ্কিং, বীমা, পরিবহণ ইত্যাদি) ভোগ করিলেও, অভ্যন্তরীণ সুবিধা-গুলি হইতে বঞ্চিত হয় বলিয়া সাধারণত উহাদের উৎপাদন খরচ বেশি পড়ে। এজন্য

41. Financial difficulties. 42. Marketing obstacles.
43. Factor scarcity.

বৃহদায়তন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানগুলি পরাজিত হইতেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, উহাদের কতকগুলি নিজস্ব সুবিধাও আছে এবং ইহাদের দরুন পৃথিবীর সর্বত্রই, এমনকি অগ্রসর দেশগুলিতে পর্যন্ত আজ অবধি ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি টিকিয়া রহিয়াছে। ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের এই বিশেষ সুবিধাগুলি (যাহা হইতে বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানগুলি বঞ্চিত) নিম্নরূপঃ

(১) **মালিক বা উদ্যোক্তার ব্যক্তিগত উদ্যম**[৪৪]ঃ নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখিতে অনেকেই 'স্বাধীন' ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হয় এবং নিজ স্বার্থে যে উদ্যম লইয়া তাহারা কাজ করে, তাহা বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের পদস্থ ব্যবস্থাপক কর্মচারিগণের মধ্যে থাকিতে পারে না।

(২) **উৎপাদনের তদারকি ও ক্রেতার সহিত সুসম্পর্ক**[৪৫]ঃ উৎপাদনের প্রতি ধাপে উদ্যোক্তার সতর্ক দৃষ্টির তদারকিতে উৎপন্ন সামগ্রী উৎকৃষ্ট হয় এবং ক্রেতাদের সহিত ব্যক্তিগত পরিচয় ও সুসম্পর্ক ক্রেতাগণকে আকৃষ্ট করে।

(৩) **শ্রমিক মালিক সুসম্পর্ক**[৪৬]ঃ উদ্যোক্তার সহিত শ্রমিক কর্মচারিগণের প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় পরস্পরের ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ কমিয়া যায় ও শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে। ইহাতে উৎপাদনের ধারা অব্যাহত থাকে ও অপচয় কমে।

(৪) **পরিবর্তন যোগ্যতা**[৪৭]ঃ বাজারের অবস্থা সর্বদাই পরিবর্তনশীল। একারণে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানকেও সর্বদাই বাজারের পরিবর্তনের সহিত নিজের ব্যবসায় নীতি ও উৎপাদনের পরিমাণ প্রভৃতির সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হয়। বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের তুলনায় স্বল্পায়তন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের এই পরিবর্তনযোগ্যতা বেশি।

(৫) **অল্প ব্যয়**[৪৮]ঃ ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানে বড় অফিস, কারখানা, গুদাম, অধিক যন্ত্রপাতি ও অধিক সংখ্যক স্থায়ী কর্মচারী লাগে না বলিয়া উহার স্থির খরচ কম হয় (সাধারণত নিজের বাসস্থানেই বা অল্প ভাড়ায় সংগৃহীত স্থানে কারবারটি স্থাপিত হয়)। সচরাচর বাজারের নিকটবর্তী স্থানেই ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় এবং অল্প অল্প পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করিয়া উহারা নিকটস্থ বাজারে যোগান দেয় বলিয়া উহাদের পরিবহণ খরচও কম হয়।

উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের কাম্য আয়তন
THE OPTIMUM SIZE OF A FIRM

যে কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আয়তন চারিটি প্রধান বিষয়ের উপর নির্ভর করেঃ (১) উহার পণ্যের চাহিদা বা বাজারের বিস্তৃতি; (২) উপাদানসমূহের যোগান; (৩) অর্থসংস্থান; এবং (৪) বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচসমূহ। সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা উপার্জনই সকল উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। আয়তন বৃদ্ধি ইহার উপায়। সুতরাং, স্বভাবতঃই সকল উৎপাদক প্রতিষ্ঠান নিজ আয়তন বাড়াইতে আগ্রহী। এজন্য বর্তমান কালে আয়তন বৃদ্ধির ঝোঁক উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির একটি সাধারণ প্রবণতা। কিন্তু, মুনাফা উৎপাদন খরচের উপরই প্রধানত নির্ভর করে, এবং উৎপাদনের খরচ নির্ভর করে ব্যয়সংকোচগুলির উপর। একারণে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি উৎপাদন খরচ কমাইবার জন্য সর্বাধিক সম্ভব ব্যয়সংকোচ লাভের চেষ্টা করে ও সেজন্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির দ্বারা, প্রতিষ্ঠানটি যে আয়তন বিশিষ্ট হইলে উৎপাদনের গড়পড়তা খরচ সর্বনিম্ন[৪৯] হইবে সে আয়তনে পরিণত হইবার চেষ্টা করে। উৎপাদক প্রতিষ্ঠানটি যে আয়তনবিশিষ্ট হইলে উহার গড়পড়তা খরচ সর্বনিম্ন হইবে, তাহাই উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের কাম্য আয়তন

---

44. Personal initiative and drive.
45. Personal supervision and good customer-relations.
46. Good labour relations. 47. Flexibility. 48. Low Expenses.
49. Minimum average cost.

বলিয়া গণ্য করা হয়। কিন্তু এই কাম্য আয়তন স্বল্পকালীন সময়ে[50] লাভ করা যায় না। ইহার প্রধান কারণ স্বল্পকালীন সময়ে উপাদানগুলির যোগান সীমাবদ্ধ বা নির্দিষ্ট। গড়পড়তা খরচ সর্বনিম্ন হওয়ার অর্থ হইতেছে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের দক্ষতার সর্বাধিক বৃদ্ধি। ইহার অর্থ হইতেছে, ঐ অবস্থায় প্রতিষ্ঠানটি সর্বাধিক সম্ভব নানাবিধ ব্যয়-সংকোচ ভোগ করিতেছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, প্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃদ্ধির ফলে উহার অভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচের সকলগুলি সমপরিমাণে বাড়ে না, এবং একটি নির্দিষ্ট সীমার পর কারিগরি ব্যয়সংকোচ বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যায় এবং একটি নির্দিষ্ট সীমার পরে ব্যবস্থাপনার ব্যয়সংকোচ অন্তর্ধান করে। যে আয়তনে একটি ব্যয়সংকোচ সর্বাধিক হইবে, ঐ আয়তনে যে অন্যান্য ব্যয়সংকোচগুলির সর্বাধিক হইবার সম্ভাবনা নাও ঘটিতে পারে। উৎপাদনের কোন্ বিন্দুতে কোন্ ব্যয়সংকোচ সর্বাধিক হইবে তাহা বিবিধ অবস্থার উপর নির্ভর করে। ফলে একটি যখন বৃদ্ধি পাইতেছে, অপরটি তখন কমিতেও পারে এবং একটি যখন সর্বাধিক অপরটি তখন যথেষ্ট অল্প হইতে পারে। বাস্তবে উৎপাদনের বিভিন্ন আয়তনে বিভিন্ন ব্যয়সংকোচগুলির কমবেশি পরিমাণ হিসাব করিয়া উৎপাদনের যে মাত্রা বা পরিমাণে হ্রাসমান ও বর্ধমান ব্যয়সংকোচগুলির যোগবিয়োগের নীট ফলস্বরূপ সর্বাধিক সম্ভব ব্যয়-সংকোচ লাভ করা যায়, উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাতে পৌঁছিতে চায়। উহাই তাহার কাম্য আয়তন। এই নীট ব্যয়সংকোচ সর্বাধিক হইলেই গড়পড়তা খরচ সর্বনিম্ন হয়। ঐ অবস্থাতেই উৎপাদক প্রতিষ্ঠান ভারসাম্য লাভ করে।

বাস্তব অবস্থার অহরহ পরিবর্তনের দরুন, যেমন একই শিল্পের অন্তর্গত উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের কাম্য আয়তন সর্বাবস্থায় একরূপ থাকে না, তেমনি বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের কাম্য আয়তনও একরূপ নহে, হইতেও পারে না।

তবে লক্ষণীয় যে, উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের কাম্য আয়তনের ধারণাটি একটি তত্ত্বগত ধারণা। বাস্তবে এই কাম্য আয়তনে কোন প্রতিষ্ঠান পৌঁছিতে পারে না। ইহার জন্য যেমন উপাদানের যথেষ্ট যোগান চাই, তেমনি এমনও হইতে পারে যে, সর্বনিম্ন গড় খরচে উৎপাদন করিতে গেলে যে পরিমাণে উৎপাদন করিতে হয়, বাজারে হয়ত পণ্যটির সে পরিমাণ চাহিদা নাই। সুতরাং কাম্য আয়তনে পৌঁছিয়াও লাভ নাই। অতএব, বাস্তবে কাম্য আয়তন লাভের পরিবর্তে যে পরিমাণ উৎপাদন করিলে (চাহিদা অনুযায়ী) পরিস্থিতি অনুসারে সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা উপার্জন করা সম্ভব, প্রতিষ্ঠানগুলি সেই আয়তন লাভেই অধিক আগ্রহী। **বাজারে যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে, তবে যে পরিমাণে উৎপাদনে উৎপাদনের প্রান্তিক খরচ ও বাজার দাম (এবং প্রান্তিক আয়) পরস্পরের সমান হয়, উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি সেই পরিমাণে উৎপাদন করাই স্থির করে এবং সেই আয়তনে পৌঁছায়। আর বাজারে অনিখুঁত প্রতিযোগিতা কিংবা একচেটিয়া প্রবণতা বিশিষ্ট প্রতি-যোগিতা অথবা, একচেটিয়া আধিপত্য থাকিলে যে পরিমাণ উৎপাদনে উৎপাদনের প্রান্তিক খরচ ও প্রান্তিক আয় পরস্পরের সমান হয়, উৎপাদক প্রতিষ্ঠান সেই পরিমাণ উৎপাদন করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেই আয়তনে পৌঁছায়। কারণ এই অবস্থাতেই উহা সর্বাধিক-সম্ভব মুনাফা উপার্জনে সক্ষম হয়।**

50. Short period.

১০

কারবারী সংগঠন ও জোটের বিভিন্ন রূপ

FORMS OF BUSINESS ORGANISATION & COMBINATION

[**আলোচিত বিষয়ঃ** মালিকানা সংগঠনের বিবিধরূপ—বেসরকারী ও সরকারী বা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্র—ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্র ঃ একক উদ্যোক্তার প্রতিষ্ঠান—অংশীদারী কারবার—কোম্পানী—সমবায়—কারবারী প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ—একচেটিয়া কারবারী জোট—কার্টেল ও ট্রাস্ট—একচেটিয়া কারবারী জোটের তুলনামূলক আলোচনা—একচেটিয়া কারবারের নিয়ন্ত্রণ ও শাসন—রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্র—রাষ্ট্রীয় কারবার।]

মালিকানা সংগঠনের[1] বিবিধ রূপঃ মিশ্রধনতন্ত্রী অর্থনীতিক ব্যবস্থায় দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের পাঁচ প্রকারের মালিকানা সংগঠন দেখা যায়। যথা,—

১. একক উদ্যোক্তার প্রতিষ্ঠান;
২. অংশীদারী প্রতিষ্ঠান;
৩. যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী;
৪. সমবায় সমিতি; এবং
৫. রাষ্ট্রীয় বা সরকারী প্রতিষ্ঠান।

ইহাদের মধ্যে প্রথম চারি প্রকার মালিকানা সংগঠন মূলত একরূপ। উহাদের সকলেই ব্যক্তিগত মালিকানা ও উদ্যোগের উপর ভিত্তি করিয়া সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য লইয়া স্থাপিত ও পরিচালিত হয় (সমবায় উদ্যোগে কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও, উহা মূলতঃ পৃথক প্রকৃতির নহে)। পঞ্চম ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রকৃতিগত ভাবেই অন্য চারিটি হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র। উহা মুনাফা উপার্জন করিতে পারে, কিন্তু তাহাই উহার মূল উদ্দেশ্য নহে। সমগ্র জাতির বা সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের কথা মনে রাখিয়া উহারা পরিচালিত হয় এবং উহাদের সাফল্যের দ্বারা ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠীবিশেষের পরিবর্তে সমগ্র সমাজ উপকৃত হয়।

বেসরকারী ও সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র[2]ঃ ব্যক্তিগত উদ্যোগের ভিত্তিতে, সর্বাধিক মুনাফা উপার্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত ব্যক্তিগত মালিকানার যাবতীয় কারবারী সংগঠন (সামগ্রী ও সেবা উৎপাদক প্রতিষ্ঠানসমূহ) লইয়া বেসরকারী উদ্যোগ ক্ষেত্র[3] গঠিত। আর সরকারী বা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পরিচালিত রাষ্ট্রীয় মালিকানার উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি লইয়া রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ক্ষেত্র[4] গঠিত। বর্তমানে সকল মিশ্রধনতন্ত্রী দেশেই কমবেশি পরিমাণে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ দেখা যায়। সমাজতন্ত্রী দেশগুলিতে সকলই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের অধীন।

ভারতে বর্তমানে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্র ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হইতে দেখা যাইতেছে। ১৯৪৮-৪৯ সাল হইতে ১৯৬২-৬৩ সালের মধ্যে জাতীয় আয়ে সরকারী

1. Ownership forms of business organisation.
2. Private and Public Sectors. 3. Private Sector.
4. Public Sector.

ক্ষেত্রের অংশ ৭ শতাংশ হইতে বাড়িয়া প্রায় ১২ শতাংশে পরিণত হইয়াছে। তিনটি পরিকল্পনাকালে ১৫ বৎসরে দেশের মোট প্রকৃত পুঁজির (পুনরুৎপাদন যোগ্য বস্তুগত সম্পদ)[৫] মধ্যে সরকারী ক্ষেত্রের অংশ ১৫ শতাংশ হইতে বাড়িয়া ৩৫ শতাংশে পরিণত হইয়াছে।[৬]

বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র
THE PRIVATE SECTOR

১. একক উদ্যোক্তার প্রতিষ্ঠান
SINGLE ENTREPRENEUR FIRM

সংজ্ঞা: একজন মাত্র ব্যক্তির মালিকানা ও পরিচালনাধীন যে সকল ব্যবসায়, বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়, উহারা একমালিকী কারবার নামে পরিচিত। এই জাতীয় কারবার ব্যক্তি বিশেষের উদ্যোগে স্থাপিত ও তাঁহার নিজের সঞ্চয় বা ঋণের দ্বারা সংগৃহীত পুঁজির সাহায্যে পরিচালিত হয়। ইহাই কারবারী প্রতিষ্ঠানের প্রাচীনতম রূপ। পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকারের কারবারী সংগঠনের মধ্যে আজ পর্যন্ত একমালিকী কারবারের সংখ্যাই সর্বাধিক।

ইহা এমন এক ধরনের কারবারী সংগঠন যাহাতে কোন ব্যক্তি তাহার নিজের পুঁজি খাটায়, নিজের বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতা প্রয়োগ করে এবং কারবারের কার্যকলাপ ও উহার ফলাফলের দায়ভার নিজেই সম্পূর্ণ বহন করে।

সুবিধা: ১. একমালিকী কারবার সহজেই গঠন করা যায়। ইহাতে আইনগত কোন আনুষ্ঠানিকতা নাই।

২. মালিক নিজেই প্রত্যক্ষভাবে কারবার পরিচালিত করেন বলিয়া তাঁহার জন্য ও চেষ্টায় দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, উৎপাদিত সামগ্রীর উৎকর্ষ সাধিত হয়, উৎপাদনের অপচয় দূর হইয়া খরচ কমে ও খরিদ্দারদের সহিত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

৩. অন্যের উপর নির্ভর না করিয়া মালিক নিজেই কারবারের নীতি নির্ধারণ করেন বলিয়া ব্যবসায়ের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিলে অবস্থানুযায়ী নূতন নীতি গ্রহণে বিলম্ব হয় না। এই জন্য একমালিকী কারবার ব্যবসায় জগতের পরিবর্তনের সহিত নিজেকে দ্রুত খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে।

৪. কারবারের পরিচালক হিসাবে খরিদ্দারদের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকায় মালিক সহজেই বাজারের চাহিদার এবং খরিদ্দারদের রুচি ও পছন্দের গতি প্রকৃতি ও পরিবর্তনের সকল সংবাদ সম্পর্কে অবহিত হইতে পারেন।

৫. কঠোর পরিশ্রমের ফল হিসাবে মুনাফার সমস্তটাই মালিক ভোগ করিতে পারেন বলিয়া এই জাতীয় কারবার ব্যবসায়ে উদ্যোক্তাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে।

৬. মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকায় একমালিকী কারবারে মালিক-কর্মচারী বিরোধের সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

অসুবিধা: ১. মালিক যত ধনীই হোক না কেন তাঁহার পুঁজি সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এই কারণে কারবারের সম্প্রসারণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। বৃহদায়তনে উৎপাদনের প্রয়োজন হইলে প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাবে একমালিকী কারবার অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

২. ব্যক্তিবিশেষ যত প্রতিভাশালীই হোক না কেন, তাহার কর্মক্ষমতা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা স্বভাবতই সীমাবদ্ধ। এইজন্য কারবারের ক্রমশ আয়তন বৃদ্ধি ঘটিলে শেষে

---
5. Reproducible tangible wealth.
6. See, India, 1966, p. 150 and also *Fourth Five Year Plan—A draft Outline,* (1966) p. 11.

পর্যন্ত মালিকের পক্ষে কারবারের সকল বিষয় ও বিভাগগুলি সমান দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা সম্ভব হয় না ও কারবারের সকল দিকে নজর দেওয়া কঠিন হয়।

৩. কারবারের দেনার জন্য মালিকের সীমাহীন দায়িত্ব এই জাতীয় কারবারের অন্যতম প্রধান অন্তরায়।

৪. একটি মাত্র ব্যক্তির প্রতিভা, উদ্যোগ ও পরিশ্রমের দ্বারা এই জাতীয় কারবারের সমৃদ্ধি গড়িয়া ওঠে। ফলে তাহার মৃত্যুর পর অথবা শারীরিক অক্ষমতার দরুন, অপেক্ষাকৃত স্বল্প যোগ্যতাশালী উত্তরাধিকারীর হস্তে উহার দক্ষতা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা থাকে।

৫. সাধারণত একমালিকী কারবার আয়তনে ক্ষুদ্র হয় বলিয়া ইহা বৃহদায়তনে ক্রয় বিক্রয় ও উৎপাদনের ব্যয়সংকোচের সুবিধা ভোগ করিতে পারে না।

২. অংশীদারী প্রতিষ্ঠান

PARTNERSHIP

একক মালিকের সীমাবদ্ধ আর্থিক সঙ্গতি, দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও ঝুঁকি বহন ক্ষমতার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল একমালিকী কারবার যতই সাফল্য অর্জন করুক না কেন, উহার সম্প্রসারণের একটি সীমা আছে। একক মালিকের ব্যক্তিগত সামর্থ্যের অধিক উহা অগ্রসর হইতে পারে না। সুতরাং সাফল্যের সমতালে কারবার সম্প্রসারণের প্রয়োজন দেখা দিলে, অথবা অধিক ঝুঁকি বহনক্ষম, বৃহত্তর আকারের অধিকতর দক্ষতাসম্পন্ন কারবার স্থাপনের প্রয়োজন হইলে, অধিক পুঁজি সংস্থান, কারবারের পরিচালনায় শ্রমবিভাগ এবং ঝুঁকি বন্টনের ব্যবস্থা করিতে হয়। অংশীদারী কারবার এই প্রচেষ্টার ফল।

সুবিধা: ১. কোন আইনগত আনুষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতা নাই বলিয়া, সহজে ও দ্রুত অংশীদারী কারবার গঠন করা যায়।

২. একাধিক অংশীদারের সমন্বয়ে ইহা গঠিত হয় বলিয়া, একমালিকী কারবারের তুলনায় অংশীদারী কারবার অধিক পুঁজি সংগ্রহ করিতে পারে। ইহার ফলে অংশীদারী কারবারের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন উৎপাদন সংগঠন করা যায়।

৩. একাধিক অংশীদার থাকায় ও অংশীদারগণ যৌথ ও ব্যক্তিগত ভাবে সীমাহীন দায় বহন করেন বলিয়া অংশীদারী কারবার, একমালিকী কারবারের তুলনায় বাজার হইতে অধিক ঋণ সংগ্রহ করিতে পারে।

৪. বিভিন্ন অংশীদার শিক্ষাদীক্ষা অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কারবারের বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন ও ইহার ফলে কারবারের পরিচালনার সামগ্রিক দক্ষতা বাড়ে।

৫. অংশীদারগণের দায় সীমাহীন হওয়ায় তাঁহারা অত্যন্ত সাবধানে ও সযত্নে কারবারের কার্য পরিচালনা করেন। ইহাতে কারবারের সাফল্য সুনিশ্চিত হয়।

৬. অংশীদারী কারবারে প্রয়োজনমত নূতন অংশীদার গ্রহণ করিয়া পরিচালনার দক্ষতা ও সংগঠনের আয়তন বৃদ্ধি এবং পুঁজির সম্প্রসারণ এবং অবস্থানুযায়ী সহজে ব্যবসায়ের কার্যকলাপের পরিবর্তন করা বহুলাংশে সহজ।

অসুবিধা: ১. অংশীদারগণের সীমাহীন যৌথ ও ব্যক্তিগত দায়ের জন্য অংশীদারী কারবার ব্যবসায়ের উদ্যোগকে নিরুৎসাহিত করে।

২. প্রত্যেক অংশীদার কারবার সংক্রান্ত তাহার কার্যের দ্বারা অপর অংশীদারগণকে দায়বদ্ধ করে বলিয়া অনেকে এই ঝুঁকির মধ্যে যাইতে চাহে না।

৩. সকল অংশীদারই কারবারের পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে বটে কিন্তু সকলেরই যোগ্যতার মান সমান নহে বলিয়া অনেক সময়ে ইহাতে সুবিধা অপেক্ষা অসুবিধা বেশি হয়।

৪. অংশীদারগণের মধ্যে মতানৈক্য, যে কোন অংশীদারের মৃত্যু, মস্তিষ্ক বিকার, দেউলিয়া প্রভৃতি কারণে যে কোন সময়ে অংশীদারী কারবারের অবসান ঘটিতে পারে।

৫. একমাত্র সর্বসম্মতিক্রমে ছাড়া আর কোনরূপে কোন অংশীদারের কারবারের অংশ ও স্বার্থ হস্তান্তরিত করা যায় না। সে জন্য অনেক বিনিয়োগেচ্ছু ব্যক্তি অংশীদারী কারবারে পুঁজি নিয়োগ করিতে ইতস্তত করেন।

৬. সকল অংশীদারের মতামত লইয়া কারবার চালাইতে হয় বলিয়া অংশীদারী কারবার একমালিকী কারবারের মত দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে না।

৭. একমালিকী কারবার অপেক্ষা বেশি পুঁজি সংগ্রহ করিতে পারিলেও, অংশী-দারী কারবারের পক্ষে আধুনিক বৃহদায়তন শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি সংগ্রহ করা কঠিন।

৩. যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী
JOINT-STOCK FIRM OR COMPANY

একমালিকী, অংশীদারী ও পারিবারিক, এই সকল পুরাতন কারবারী সংগঠন-গুলির প্রধান অসুবিধা এই যে, প্রথমত, উহাদের পক্ষে আধুনিক বৃহদায়তন কারবারের উপযোগী বেশি পরিমাণে পুঁজি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ পুঁজি লইয়া কারবার চালাইতে গেলে উহার আকার ছোট এবং মুনাফা কম হয়। দ্বিতীয়ত, মালিক অথবা মালিকগণ নিজেরাই এই প্রকার কারবার পরিচালনা করে বটে, কিন্তু তাহাদের নিজেদের হয়ত কারবার পরিচালনার দক্ষতা বিশেষ থাকে না, আবার কারবার ছোট হওয়ায় ভাল বেতনে সুদক্ষ ব্যবস্থাপক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারে না এবং উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা-পনার বন্দোবস্ত করা যায় না। তৃতীয়ত, এই সকল কারবারে কারবারের দেনার জন্য মালিক বা মালিকগণের দায় সীমাহীন বলিয়া অনেকেই এই জাতীয় কারবার স্থাপনে আগ্রহী হয় না। এই তিনটি প্রধান অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্য লইয়া আধুনিক কালে যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠান বা সংক্ষেপে 'কোম্পানী' নামে এক নূতন ধরনের কারবারী সংগঠন প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহার পুঁজিকে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করিয়া উহাদের এক একটি অংশকে 'শেয়ার' বলা হয়। বহু ব্যক্তি ইহার পুঁজিতে তাহাদের ইচ্ছামত পরিমাণে অংশ প্রদান করিতে পারে। পুঁজিতে যে যেমন অংশ প্রদান করে তাহাকে সেরূপ এক একটি 'অংশপত্র' বা শেয়ার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সুতরাং বহুসংখ্যক ব্যক্তির নিকট হইতে পুঁজির কমবেশি অংশ সংগ্রহ করিয়া এই যৌথমূলধনী কারবার এক বিপুল পরিমাণ পুঁজিতহবিল গঠন করিতে পারে এবং উহার সাহায্যে এক বিরাট আকারের কারবার স্থাপন ও পরিচালনা করিতে পারে।

কোম্পানী দুই প্রকারের, যথা, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী (ব্যাপক মালিকানার যৌথমূলধনী কারবার) ও প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী (সীমাবদ্ধ মালিকানার যৌথমূল-ধনী কারবার)। শেয়ার হোল্ডারগণের দায় সীমাবদ্ধ বলিয়া, ইহাদের লিমিটেড কোম্পানী বলে এবং উহাদের নামের শেষে 'লিমিটেড' বা সংক্ষেপে 'লিঃ' কথাটি যোগ করা হয়।

সুবিধাঃ ১. প্রচুর পরিমাণ পুঁজিঃ ইহার শেয়ারের মূল্য অতি অল্প এবং উহাও সাধারণত কিস্তিতে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকায় ধনী ছাড়াও অল্পবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণও ইহার শেয়ার কিনিতে পারে। এইজন্য সহজেই ইহা বহুল পরিমাণে পুঁজি সংগ্রহে সমর্থ হয়।

২. **সীমাবদ্ধ দায়ঃ** ইহার সদস্যগণের দায় সীমাবদ্ধ হওয়ায় বিনিয়োগের ঝুঁকি কম বলিয়া বিনিয়োগকারিগণ ইহাতে বিনিয়োগ করিতে উৎসাহ পায়। এই কারণেও ইহার সংগৃহীত পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

৩. **শেয়ার হস্তান্তরঃ** ইহার, বিশেষত ব্যাপকমালিকানার যৌথমূলধনী কারবারের, শেয়ার অবাধে হস্তান্তর করা যায় বলিয়া এবং সকল দেশেই এইজন্য শেয়ার বাজার থাকায়

বিনিয়োগ ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ বিনা দ্বিধায় ইহার শেয়ার ক্রয় করে। এই সুবিধা ইহার অধিক পরিমাণ পুঁজি সংগ্রহের আর একটি কারণ।

৪. **সাধারণের আস্থা:** ইহা আইন কর্তৃক সৃষ্ট সংগঠন এবং আইনগত কতকগুলি বিষয়ে ইহার বাধ্যবাধকতা থাকায়, এই জাতীয় কারবার, জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। ইহাও পুঁজিবৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

৫. **বিনিয়োগকারীর আকর্ষণ:** সাধারণত ব্যবসায়-বাণিজ্যে বহুদর্শী, দক্ষ ও অভিজ্ঞ পরিচালকমণ্ডলীর পরিচালনায় ইহার সাফল্যের সম্ভাবনা সুনিশ্চিত হয় বলিয়া, ব্যবসায়-বাণিজ্যে অনভিজ্ঞ সাধারণ সঞ্চয়কারী বিনিয়োগকারিগণও ইহাতে নির্ভয়ে অর্থ বিনিয়োগ করে।

৬. **বৃহদায়তন কারবারের ব্যয়সংকোচ:** যথেষ্ট পরিমাণ পুঁজি থাকায় ইহার পক্ষে উৎকৃষ্ট মূল্যবান যন্ত্রপাতি, সুদক্ষ কর্মচারী নিয়োগ, উন্নত শ্রমবিভাগ, বহুসংখ্যক শ্রমিক, বৃহদায়তনে কাঁচামাল ক্রয়, বৃহৎ সংগঠন, বৃহদায়তন উৎপাদন ও বিক্রয়ের দ্বারা বৃহদায়তনে উৎপাদনের যাবতীয় ব্যয়সংকোচের সুবিধা ভোগ করা সম্ভব হয় বলিয়া ইহার আয় ও সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি।

৭. **ঝুঁকি সংকোচ:** বৃহৎ বিনিয়োগকারিগণ বহু সংখ্যক যৌথমূলধনী কারবারের মধ্যে তাহাদের মোট বিনিয়োগ বন্টন করিয়া বিনিয়োগের মোট ঝুঁকি কমাইতে সমর্থ হয়।

৮. **প্রতিভা ও পুঁজির সমন্বয়:** অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তি পুঁজির অভাবে কারবার গঠন করিতে পারে না। কিন্তু যৌথমূলধনী ব্যবস্থায় ইহার মধ্যে যাহাদের প্রতিভা আছে অথচ পুঁজি নাই এবং যাহাদের পুঁজি আছে অথচ প্রতিভা নাই উহাদের উভয়ের মিলনে প্রতিভা ও পুঁজির যোগাযোগে বিরাট সাফল্যজনক কারবার গড়িয়া উঠে।

৯. **সঞ্চয়ে উৎসাহ:** ইহাতে অর্থ বিনিয়োগ করিয়া সহজেই আয় বৃদ্ধি করা যায় বলিয়া যৌথমূলধনী কারবার দেশবাসীকে সঞ্চয়ে উৎসাহ প্রদান করে।

১০. **সুদক্ষ পরিচালনা:** ইহার পরিচালকমণ্ডলী পরিবর্তনীয় বলিয়া পুরাতন পরিচালকগণকে পরিবর্তন করিয়া আরও অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তিকে পরিচালক সমিতিতে গ্রহণ করা যায়। প্রয়োজন হইলে নূতন কর্মকুশলী ব্যক্তিকে গ্রহণ করিয়া পরিচালকমণ্ডলীতে নূতন রক্ত সঞ্চালন করা সম্ভব। এইভাবে ইহার পরিচালনার দক্ষতা বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ থাকে।

১১. **ঝুঁকির শ্রেণীবিভাগ:** অধিকাংশ যৌথমূলধনী কারবারেই বিভিন্ন শ্রেণীর ঝুঁকিসংবলিত শেয়ার থাকে। উহার কোনটিতে লভ্যাংশ সুনির্দিষ্ট, অতএব ঝুঁকি অল্প। আবার কোনটিতে ঝুঁকি বেশি, উহাতে লভ্যাংশের স্থিরতা নাই। ইচ্ছামত বিভিন্ন শ্রেণীর বিনিয়োগকারীরা যে যেমন ঝুঁকি পছন্দ করে. সেরূপ শেয়ার কিনিতে পারে।

অসুবিধা: ১. অনেক সময় বিনিয়োগকারিগণ প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া অসাধু ও অযোগ্য ব্যক্তিগণের দ্বারা স্থাপিত যৌথমূলধনী কারবারে অর্থবিনিয়োগ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২. অনেক ক্ষেত্রেই. আপাতদৃষ্ট গণতান্ত্রিক পরিচালনা কাঠামো সত্ত্বেও ইহাদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ম্যানেজিং এজেন্ট, ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রভৃতি মুষ্টিমেয় ব্যক্তিগণের কুক্ষিগত হইয়া পড়ে।

৩. ইহাতে মালিকানা ও পরিচালনার বিচ্ছেদের দরুন, বেতনভুক্ উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণের হস্তেই কারবারের প্রকৃত ভার থাকে। সুতরাং ইহা একমালিকী বা অংশীদারী কারবারের মত সযত্নে পরিচালিত হয় না এবং প্রায়ই শ্রমিক সংক্রান্ত বিবাদ লাগিয়া থাকে।

৪. ইহার পরিচালনা ভার যে সকল বেতনভুক্ উচ্চপদস্থ কর্মচারীর উপর ন্যস্ত তাহাদের মধ্যে আমলাতান্ত্রিক মনোভাব জাগিয়া ওঠে। ফলে তাহারা উদ্যোগ লইতে চাহে না।

৫. বেতনভুক্ কর্মচারিগণের উপর দায়িত্ব দিয়া কার্যপরিচালনার দরুন তাহাদের শৈথিল্যের ফলে কারবারের নানা বিভাগে অপচয় ও অপব্যয় বৃদ্ধি পায়।

৬. পরিচালকমণ্ডলী এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা কর্মচারী নিয়োগ করিতে গিয়া যোগ্যতা অপেক্ষা স্বজনপোষণের দিকেই লক্ষ্য রাখে বলিয়া কারবারের ব্যয়বাহুল্য ও দক্ষতা হানি ঘটে। ভারতে ইহা বিশেষভাবেই বর্তমান।

৭. যে সকল ব্যবসায়ের সাফল্য ক্রেতার সহিত মালিকের ব্যক্তিগত সুসম্পর্কের উপর নির্ভর করে এবং যে সকল ব্যবসায়ের ক্রেতাদের চাহিদা সর্বদা পরিবর্তনশীল উহাদের পক্ষে যৌথমূলধনী কারবার অনুপযোগী।

১৯৬৫ সালে ভারতে মোট কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ২৭,১৪৪ এবং উহাদের মোট আদায়ীকৃত পুঁজির[7] পরিমাণ ছিল ২,৭০৮·৬ কোটি টাকা।

৪. সমবায় প্রতিষ্ঠান
CO-OPERATIVE SOCIETY

ধনতন্ত্রী অর্থনীতিক ব্যবস্থায় দরিদ্র শ্রমিক, কৃষক এবং সাধারণ ক্রেতাগণের উপর যে অর্থনীতিক শোষণের চাপ পড়ে তাহার বিরুদ্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইয়োরোপে একটি শক্তিশালী আন্দোলনের উৎপত্তি ঘটে। ইহাই সমবায় আন্দোলন নামে পরিচিত। ইহার মূল উদ্দেশ্য গ্রামীণ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষুদ্র দরিদ্র শিল্পী, দরিদ্র কৃষক প্রভৃতি ক্ষুদ্র উৎপাদকগণ এবং দরিদ্র ভোগকারিগণের সমিতি গঠন করিয়া, যৌথ প্রচেষ্টায় কোন দ্রব্য বা সেবার উৎপাদন ও সরবরাহ সংগঠিত করা, এবং ইহাদের মধ্য দিয়া সমাজের দরিদ্রতর জনসাধারণের অর্থনীতিক শক্তি বৃদ্ধি করা। ভারতে ১৯০৪ সাল হইতে এই আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়াছে এবং ১৯৬৪ সালের জুন মাসের শেষ অবধি দেশের ৮৩ শতাংশ গ্রামে ও ৩৩ শতাংশ গ্রামবাসীর মধ্যে ইহার বিস্তার ঘটিয়াছে।

সুবিধাঃ ১. ইহার মাধ্যমে ক্ষুদ্র, দরিদ্র উৎপাদকগণ সংঘবদ্ধ হইয়া উৎপাদন পরিচালনা করিবার দরুন বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যয় সংকোচগুলি কিছু পরিমাণে ভোগ করা সম্ভব হয় বলিয়া উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয় ব্যয় কমে।

২. ইহার মাধ্যমে উৎপাদকরা দালাল, ফাঁড়িয়া, পাইকারী ও খুচরা কারবারী প্রভৃতি মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণের সাহায্য ছাড়াই সরাসরি ভোগকারিগণের নিকট উৎপাদিত সামগ্রী-গুলি বিক্রয় করিতে পারে বলিয়া, অপেক্ষাকৃত অধিক দামে পণ্য বিক্রয় করিতে পারে। অথচ, মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী না থাকায়, ক্রেতারাও অপেক্ষাকৃত কম দামে উহা কিনিতে সমর্থ হয়। এইরূপে, ইহার সাহায্যে উৎপাদকগণের আয় বাড়ে এবং ভোগকারিগণও লাভবান হয়।

৩. উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও আয় বৃদ্ধির দরুন উৎপাদকগণ উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ পায়।

৪. ইহার সাহায্যে দরিদ্র কৃষক, কুটিরশিল্পী, এবং শ্রমজীবী জনসাধারণের আয় বৃদ্ধির দ্বারা জাতীয় আয়ের অধিকতর সমবন্টন ঘটান যায়।

৫. সমবায় সমিতিগুলি সদস্যগণকে সততা, পারস্পরিক বিশ্বাস, স্বার্থত্যাগ, সহ-যোগিতা ও অর্থনীতিক আত্মনির্ভরশীলতা শিক্ষা দেয়।

অসুবিধাঃ ১. সমবায় সমিতিগুলি সাধারণত দরিদ্র শ্রেণীর ব্যক্তিদের সংগঠন বলিয়া পুঁজির অভাবে ইহাদের উৎপাদনের পরিমাণ খুব বেশি হইতে পারে না। এই কারণে আধুনিক বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা ইহার দ্বারা সংগঠিত করা যায় না।

২. কর্মদক্ষ ও উচ্চাভিলাষী এবং উদ্যোগী ব্যক্তিরা সমবায়ের সীমাবদ্ধ কর্মক্ষেত্রে আকৃষ্ট হয় না।

---

7. Paid up Capital.

৩. শিক্ষা ও সমবায়ের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় সদস্যগণের উপযুক্ত গুণাবলীর অভাবে (সততা, সহযোগিতা ইত্যাদি) সমবায় সমিতিগুলি সাফল্য লাভ করিতে পারে না।

উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ

GROWTH AND EXPANSION OF A FIRM

উদ্দেশ্য: ব্যয় সংকোচ অর্থাৎ, উৎপাদন খরচ হ্রাস করা ও মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি করা—এই দুইটি মূল উদ্দেশ্য সর্বদাই প্রত্যেকটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠানকে আয়তন বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের জন্য তাড়না করে। এই দুইটি মূল উদ্দেশ্যের সহিত অপরাপর উদ্দেশ্য, যথা, অধিকতর অর্থনীতিক ক্ষমতা ও সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি আয়ত্ত করা ইত্যাদিও উদ্যোক্তা বা উদ্যোক্তাদের প্রেরণা যোগায়। পণ্যটির চাহিদা যদি ক্রমবর্ধমান হয় এবং প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও অন্যান্য সম্বলের যদি অভাব না থাকে, তবে উহার আয়তন বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়।

পদ্ধতি: উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ দুই প্রকার পথে ঘটিতে পারে। প্রথমত, প্রতিষ্ঠানটি যে পণ্যটি উৎপাদন করে উহার কাঁচামাল এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদিও নিজে উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে পারে (কাপড়ের কল ও চিনির কারখানা তুলা ও আখের চাষ শুরু করিতে পারে)। কিংবা প্রতিষ্ঠানটি যে দ্রব্যটি উৎপাদন করে উহা যদি অন্য কোন দ্রব্য উৎপাদনের কাঁচামাল-স্বরূপ হয়, তবে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি নিজেই এখন হইতে ঐ দ্রব্যটি সম্পূর্ণ উৎপাদনের কাজ আরম্ভ করিতে পারে (লোহার কারখানা ইস্পাত উৎপাদন শুরু করিতে পারে, কিংবা চামড়া পাকা করার প্রতিষ্ঠান জুতা ও ব্যাগ, সুটকেশ ইত্যাদি তৈয়ারি শুরু করিতে পারে)। অর্থাৎ, যে কোন পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়াটি কাঁচামাল উৎপাদন হইতে আরম্ভ করিয়া তৈয়ারি পণ্যটি ভোগকারীর নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া অবধি অনেকগুলি স্তর বা ধাপে বিভক্ত থাকে এবং ইহাদের প্রতি স্তরে বহু উৎপাদক প্রতিষ্ঠান নিযুক্ত থাকে। প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণের একটি উপায় হইল, প্রতিষ্ঠানটি নিজে যে ধাপে রহিয়াছে, উহার পশ্চাদ্বর্তী বা অগ্রবর্তী (উৎপাদনের) এক বা একাধিক ধাপ পর্যন্ত নিজের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিতে পারে। ইহার ফলে, একই উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একাধিক উৎপাদন-ধাপের সংযুক্তি[৮] ঘটে। এই সংযুক্তি তিন প্রকারের হইতে পারে। প্রথমত, প্রতিষ্ঠানটি উহার **পশ্চাদ্বর্তী উৎপাদন-ধাপ** পর্যন্ত নিজের কার্যধারা বিস্তার করিতে পারে (কাপড়ের কল তুলার চাষ আরম্ভ করিতে পারে)। ইহাকে **পশ্চাৎগামী সংযুক্তি**[৯] বলে। আবার প্রতিষ্ঠানটি **পরবর্তী উৎপাদন-ধাপের দিকেও** অগ্রসর হইতে পারে। ইহাকে **অগ্রগামী সংযুক্তি**[১০] বলে। আবার একই উৎপাদক প্রতিষ্ঠান উহার বর্তমান উৎপাদন-ধাপগুলির সহিত উহার অগ্রবর্তী ও পশ্চাদ্বর্তী, **উভয় প্রকার ধাপই সংযুক্ত করিতে পারে**। উহাকে এক কথায় **পূর্বাপর সংযুক্তি**[১১] বলে। দ্বিতীয়ত, প্রতিষ্ঠানটি যে পণ্য উৎপাদন করিতেছে, উহার অগ্রবর্তী বা পশ্চাদ্বর্তী ধাপে নিজেকে সম্প্রসারিত না করিয়া, বিভিন্ন দেশে কিংবা নিজ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, তথায় অবস্থিত স্থানীয় কাঁচামাল অথবা বাজারের সুবিধা ভোগ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া, উহার শাখাস্বরূপ কারখানা স্থাপন করিতে পারে। ইহাকে **আঞ্চলিক সংযুক্তি**[১২] **বা আঞ্চলিক সম্প্রসারণ** বলে। তৃতীয়ত প্রতিষ্ঠানটি নূতন নূতন পণ্য ও সেবা উৎপাদন আরম্ভ করিতে পারে (**পণ্য বৈচিত্র্যকরণ**—বাটা সু কোম্পানী জুতা ছাড়াও মোজা, ছাতা ও খেলনা উৎপাদন করে, ভারতীয় রেলপথগুলি স্টেশনে স্টেশনে যাত্রীদের কাছে পানীয় ও খাদ্য বিক্রয় করে); ইহাকে **পার্শ্বীয় সংযুক্তি**[১৩] বলে।

8. Integration
9. Backward integration.
10. Forward integration.
11. Vertical integration.
12. Regional integration.
13. Lateral integration.

একই উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যেমন পূর্বাপর সংযুক্তি, আঞ্চলিক সংযুক্তি কিংবা পার্শ্বিক বা পার্শ্বীয় সংযুক্তি দ্বারা সম্প্রসারণ ও বৃদ্ধি ঘটিতে পারে, তেমনি উহা অগ্রবর্তী বা পশ্চাদ্বর্তী উৎপাদন-ধাপে অবস্থিত অপর কোন এক বা একাধিক উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সহিত **মিলিত বা একত্রিত হইয়া,** কিংবা অপর অঞ্চলে অবস্থিত অপর কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সহিত মিলিত হইয়া, কিংবা অন্য দ্রব্য উৎপাদন করে, এরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত একত্রিত হইয়া নিজের সম্প্রসারণ ঘটাইতে পারে। এসকল ক্ষেত্রে একটি প্রতিষ্ঠানের সহিত অপর প্রতিষ্ঠানের একীভবন ঘটে এবং ইহাকে **কারবারের জোট**[১৪] বলে। উপরোক্ত প্রথম ক্ষেত্রের জোটটি পূর্বাপর জোট, দ্বিতীয়টি আঞ্চলিক জোট এবং তৃতীয়টি পার্শ্বিক জোট নামে পরিচিত। সুতরাং নূতন উৎপাদন-ধাপের সংযুক্তি কিংবা ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত জোট গঠন, উভয় পদ্ধতিতেই উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ ও বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। কারবারী ট্রাস্টগুলি[১৫] পূর্বাপর শিল্পসংযুক্তি বা পূর্বাপর কারবারী জোটের পরিচিত দৃষ্টান্ত।

দ্বিতীয়ত, আর এক পথে প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ ঘটিতে পারে। প্রতিষ্ঠানটি যে পণ্য বা সেবা উৎপাদন করিতেছে উহার উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়াইতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদনের যে ধাপে নিযুক্ত আছে উহার সহিত নূতন কোন ধাপ সংযুক্ত করে না। শুধু একই ধরনের যন্ত্রপাতি বা কারখানার সংখ্যা বাড়াইয়া পণ্যটির উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। ইহাতে একই ধাপগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই প্রকার সংযুক্তিকে **সমান্তরাল শিল্প সংযুক্তি**[১৬] বলে। কিংবা প্রতিষ্ঠানটি নূতন কোন কারখানা স্থাপন না করিয়া, একই পণ্য উৎপাদনকারী অপর একটি প্রতিষ্ঠানের সহিত মিলিত হইতে পারে। ইহাও জোট গঠন। তবে, এই প্রকার জোটকে **সমান্তরাল জোট**[১৭] বলে। 'কার্টেল'[১৮] —সমান্তরাল কারবারী জোটের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

সুতরাং শিল্প সংযুক্তি (অর্থাৎ, একই উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের অধীনে একই উৎপাদন-ধাপ ও যন্ত্রপাতির সংখ্যা বৃদ্ধি কিংবা ভিন্নতর উৎপাদন-ধাপ ও যন্ত্রপাতির সংখ্যা বৃদ্ধি) এবং জোট গঠন (অর্থাৎ, একই পণ্য উৎপাদনকারী কিংবা বিভিন্ন পণ্য উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের মিলন) দ্বারা, এই দুই পথে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ ঘটিতে পারে।

একচেটিয়া ধরনের কারবারী জোট
MONOPOLISTIC COMBINATIONS

জোটগঠনের কারণ[১৯]: অপরিহার্য কোন কাঁচামালের দুষ্প্রাপ্যতা বা স্বল্পতা, নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা কমান, উৎপাদন ও বিক্রয় খরচ কমান, যোগান ও দামের স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা, বিদেশী প্রতিযোগিতা অথবা অর্থনৈতিক মন্দার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা, নূতন কোন সুযোগের সদ্ব্যবহার (যেমন, নূতন কোন বাজার কিংবা কাঁচামালের উৎস পাওয়া গেলে), পরিবহণের উন্নতি, এবং দেশের বিশেষ কোন আইন, ইত্যাদি নানা কারণে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে জোট গঠন হইতে পারে। এই জোট গঠনের ফলে বাজারে প্রতিযোগিতার মাত্রা কমিতে থাকে এবং একচেটিয়া প্রভাবের (জোটবদ্ধ উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের মাত্রা বাড়িতে থাকে। কারণ, জোট গঠনের ফলে বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা কমিতে থাকে। উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির জোট গঠন একচেটিয়া কারবারের উৎপত্তির অন্যতম প্রধান কারণ।

জোটের প্রকার ভেদ[২০]: বিভিন্ন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মৌখিক বোঝাপড়ার মত

14. Business Combination.
15. Business Trusts.
16. Horizontal integration.
17. Horizontal Combination.
18. Cartels.
19. Causes of Combinations.
20. Types of Combinations.

শিথিল জোট হইতে আরম্ভ করিয়া একত্রীকরণ[21] ও অন্তর্ভুক্তির[22] মত সংবদ্ধ জোট পর্যন্ত বহু প্রকারের কারবারী জোট দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে ট্রাস্ট ও কার্টেল অধিক পরিচিত।

ট্রাস্ট

TRUST

একই দ্রব্য উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপে অবস্থিত, (এবং সাধারণত কোম্পানী রূপে গঠিত) বিভিন্ন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান একত্রিত হইয়া ট্রাস্ট গঠন করে। ইহার ফলে একটি অছি পরিষদ[23] সৃষ্টি হয় এবং উহাই জোটভুক্ত সকল উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের নিরংকুশ মালিক হইয়া বসে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গত শতাব্দীর শেষ দিকে এইরূপ জোটের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে, মার্কিন সরকার ইহা প্রতিযোগিতা বিরোধী এবং একচেটিয়া ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ বলিয়া, ইহাকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করেন। ট্রাস্টগুলি সাধারণত পূর্বাপর জোটের দৃষ্টান্ত।

জোট হিসাবে ট্রাস্টের কতকগুলি সুবিধা ছিল। প্রথমত, ইহা বৃহদায়তন উৎপাদনের যাবতীয় সুবিধা লাভে সমর্থ হয় এবং অপর দিকে উৎপাদনের উপর ইহার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থাকায়, ইহা বাজারে চাহিদার সহিত যোগানের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, ইহা জোটবদ্ধ সকল প্রতিষ্ঠানের নিরংকুশ মালিক হওয়ায় অলাভজনক প্রতিষ্ঠান বিলোপ করিয়া দক্ষ ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলির সম্প্রসারণ করিয়া সামগ্রিক দক্ষতা বাড়াইতে পারে। তৃতীয়ত, উৎপাদনের উপর কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্ব থাকায় ইহা মোট উৎপাদন ও দাম সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। চতুর্থত, উৎপাদনের নির্দিষ্ট মান প্রবর্তন করা ইহার পক্ষে সম্ভব হয়। পঞ্চমত, ইহা সুসংহত, দৃঢ় সংবদ্ধ ও পূর্ণতর সংহতিরূপে অধিক স্থায়ী হয়।

কিন্তু ট্রাস্টের প্রধান অসুবিধা এই যে, ইহা অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির সংগঠন ও ব্যয়-বহুল। দ্বিতীয়ত, ইহাতে অনেক সময় প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক পুঁজি সংগৃহীত হইয়া লাভজনক বিনিয়োগের সমস্যা সৃষ্টি করে। তৃতীয়ত, ইহার নমনীয়তা নাই। চতুর্থত, ইহা সাধারণত উৎপাদন কমাইয়া ও দাম বাড়াইয়া ক্রেতাদের অধিক শোষণের পথ গ্রহণ করে।

কার্টেল

CARTEL

একই দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনকারী কিংবা উৎপাদনের একই স্তর বা ধাপে নিযুক্ত একাধিক উৎপাদক প্রতিষ্ঠান পণ্যটির উৎপাদন, যোগান ও দাম নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে জোট গঠন করিলে উহাকে কার্টেল বলে। ইহা সমান্তরাল জোটের নিদর্শন। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকানা ও পরিচালনা, স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে। তাহারা শুধু নির্দিষ্ট চুক্তি পালনে প্রতিশ্রুত থাকে। ভারতের ভূতপূর্ব ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট, সিমেন্ট মার্কেটিং কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া, এদেশে কার্টেলের দৃষ্টান্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক, উভয় ভিত্তিতেই কার্টেল গঠিত হইতে পারে।

কার্টেল বলিতে পণ্য বিক্রয়কারী প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান বুঝায়। ইহা সদস্য প্রতিষ্ঠান-গুলির প্রত্যেকের উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করিয়া দেয় এবং উৎপাদিত পণ্য নিজে বিক্রয়ের ভার গ্রহণ করে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ, বিক্রয় ব্যয় বাদে সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে উহাদের উৎপাদনের পরিমাণ অনুসারে বণ্টন করিয়া দেয়।

ইহার প্রধান সুবিধা এই যে, ইহা গঠন করিতে কোন জটিলতা নেই, সহজে, অল্প ব্যয়ে ও অল্প সময়ে ইহা গঠন করা যায়। দ্বিতীয়ত, ইহার সদস্যগণের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকে। তৃতীয়ত, ইহা সহজে বাজারের চাহিদার সহিত উৎপাদনের সামঞ্জস্য ঘটাইতে পারে। চতুর্থত, ইহা দ্বারা শুধু উৎপাদনের পরিমাণের নিয়ন্ত্রণ ঘটে। এবং বিশেষত,

21. Amalgamation. 22. Merger. 23. Board of Trustees.

যে স্থলে উৎপাদিত পণ্যের গুণাগুণ বিচারে সদস্যদের মধ্যে মুনাফা বণ্টন করা হয়, সেক্ষেত্রে সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পণ্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য প্রতিযোগিতা চলে। অতএব উৎপাদনের সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিলেও, কার্টেল পণ্যের উৎকর্ষ বাড়াইতে পারে। পঞ্চমত, অধিকাংশ স্থলেই প্রত্যেক সদস্য প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত 'কোটা'[24] অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করিয়া কার্টেলের হাতে তাহা বিক্রয়ের জন্য অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়। ইহাতে সদস্যরা পণ্য বিক্রয়ের দুশ্চিন্তামুক্ত হইয়া উৎপাদনের দক্ষতা বৃদ্ধিতে মনোযোগ দিতে পারে। অপর দিকে বিক্রয় প্রতিনিধি[25] রূপে কার্টেল বাজারে স্থিরতা আনয়নের ও বিক্রয় ব্যয় হ্রাসের চেষ্টা করিতে পারে।

কিন্তু কার্টেলের প্রধান অসুবিধা এই যে, ইহাতে সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বলিয়া, উহাদের উৎপাদন ব্যয় কমাইবার কোন চেষ্টা করা ইহার পক্ষে সম্ভব নহে। অর্থাৎ কার্টেল উৎপাদন খরচ কমাইতে পারে না। দ্বিতীয়ত, ইহা স্বেচ্ছামূলক সংগঠন বলিয়া কোন পণ্যের সকল উৎপাদক প্রতিষ্ঠানকে ইহাতে যোগ দিতে বাধ্য করা যায় না। সুতরাং কার্টেল পণ্যের মোট যোগান নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। তৃতীয়ত, এই কারণে কার্টেল বাজারে প্রতিযোগিতাও সম্পূর্ণ দূর করিতে পারে না। চতুর্থত, যে কোন সদস্য যে কোন সময় কার্টেল ত্যাগ করিতে পারে বলিয়া এই প্রকার জোট অস্থায়ী। পঞ্চমত, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ইহা পণ্যের উৎপাদন কমাইয়া উহা বেশি দামে বাজারে বিক্রয়ের চেষ্টা করে বলিয়া ইহার অর্থনীতিক সার্থকতা খুব কম।

একচেটিয়া কারবারের সুফল ও কুফল
GOOD AND BAD EFFECTS OF MONOPOLY

অর্থবিদ্যায় যাহাকে 'মনোপলি' বলে, তাহা হইতেছে এমন বাজার যেখানে ক্রেতার সংখ্যা যাহাই থাকুক, বিক্রেতা বা উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা মাত্র একটি। উৎপাদিত পণ্যটির যদি কোনই পরিবর্তক সামগ্রী না থাকে, এবং পণ্যটি উৎপাদনের ক্ষেত্রে যদি কোন প্রতিযোগীর প্রবেশ করা আদৌ সম্ভব না হয়, তবেই একমাত্র বিশুদ্ধ একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব ঘটিতে পারে। কিন্তু বাস্তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই দুটি শর্ত পালিত হওয়া অসম্ভব। কারণ, পরিবর্তকহীন সামগ্রী দুর্লভ এবং যত বাধা বিঘ্নই থাকুক, অল্প-কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া আর সকল ক্ষেত্রেই, স্বাভাবিক মুনাফার আকর্ষণ থাকিলে প্রতিযোগী আবির্ভূত হইবেই। সুতরাং বাস্তবে কোথাও বিশুদ্ধ একচেটিয়া কারবার একরূপ নাই। যাহা আছে তাহা হইল তুলনামূলক বা আপেক্ষিক একচেটিয়া কারবার। এবং কারবারী জোটগঠনের পথেই সচরাচর ইহার উদ্ভব। অতএব বাস্তবের একচেটিয়া বাজারগুলি হইল প্রকৃতপক্ষে একচেটিয়া প্রবণতাসম্পন্ন জোটগুলির আধিপত্যের বাজার। ইহাকেই অর্থ-বিদ্যার ভাষায় একচেটিয়া প্রবণতাবিশিষ্ট প্রতিযোগিতার বাজার বলে। আমরা সংক্ষেপে ইহার সুফল ও কুফলগুলি আলোচনা করিব।

সুফল[26]: একচেটিয়া কারবারের প্রধান সুফলগুলি নিম্নরূপ:

১. **বৃহদায়তন উৎপাদনের সকলপ্রকার ব্যয়সংকোচগুলি একচেটিয়া উৎপাদক সর্বাধিক পরিমাণে ভোগ করিতে পারে।** বাজারে পণ্যের একমাত্র উৎপাদক বলিয়া এক-চেটিয়া উৎপাদক প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত বৃহৎ হয়, সুতরাং উহার পক্ষে বৃহদায়তনে উৎপাদনের অভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচগুলি যথা, বাণিজ্যিক, আর্থিক, ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় সুবিধাগুলি সর্বাধিক পরিমাণে ভোগ করা সম্ভব। একমাত্র উৎপাদক হিসাবে উহার কারবারী ঝুঁকিও কম হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ একচেটিয়া কারবার হইলে, উহাকে বিজ্ঞাপন ও বিক্রয়ের জন্যও বেশি খরচ করিতে হয় না। সুতরাং উহা উৎপাদন ব্যয় অনেক কমাইতে সমর্থ হয়। উৎপাদন খরচ আরও বেশি কমান সম্ভব হয় কারিগরি সুবিধার দরুন।

24. Quota. 25. Selling Agent. 26. Merits.

আয়তন যতটা বড় হইলে কাম্য কারিগরি আয়তন লাভ করা যায়, একচেটিয়া উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আয়তন তত বড় হওয়া সম্ভব (যদি অবশ্য চাহিদা যথেষ্ট থাকে)। তাহা ছাড়া, আর্থিক সম্বল বেশি থাকায়, উহার পক্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং উৎপাদনের নূতন পদ্ধতি ও নূতন পণ্য উদ্ভাবনের জন্য যথেষ্ট ব্যয় করাও সম্ভব। এসকলের ফলে, উহা সর্বাধিক কারিগরি দক্ষতাও লাভ করিতে পারে এবং গবেষণার ফলাফলগুলি প্রয়োগ করিয়া নূতন পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতির প্রবর্তন ও নূতন পণ্য উৎপাদন ও যোগান দিয়া **কারিগরি অগ্রগতিতে সাহায্য করিতে পারে।**

২. বৃহদায়তন উৎপাদনের সকল প্রকার ব্যয়সংকোচ সর্বাধিক পরিমাণে ভোগের দরুন একচেটিয়া উৎপাদকের উৎপাদন ব্যয় কমিতে থাকে। সুতরাং উহার পক্ষে **পণ্যের দাম কমাইয়া ক্রেতাগণকে পণ্যটি বেশি পরিমাণে ক্রয়ের সুযোগ দেওয়াও সম্ভব।**

৩. পরিবহণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, ইত্যাদির মত কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ **জনসেবাশিল্প** আছে, যেখানে **প্রতিযোগিতার** দরুন **অপ্রয়োজনীয়** ভাবে, একই উদ্দেশ্যে, প্রতিযোগীদের দ্বারা একাধিক প্রস্থ উৎপাদনব্যবস্থা সৃষ্টি করিতে হয়, অথচ উহার কোনটাই সম্পূর্ণ রূপে ব্যবহৃত হয় না (একই অঞ্চল দিয়া, দুইটি স্থানের মধ্যে তিনটি রেলপরিবহণ বা বিমান পরিবহণ প্রতিষ্ঠানের পৃথক পৃথক রেলপথ, রেলষ্টেশন, ইঞ্জিন ও গাড়ী অথবা বিমান ও বিমান বন্দর থাকিলে, উহাদের কোনটিরই পরিপূর্ণ ব্যবহার ঘটিবে না অথচ ব্যয় হইবে তিন প্রস্থ)। এই অনাবশ্যক অপচয় বন্ধ করার জন্য এসকল স্থলে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে একচেটিয়া উৎপাদন ব্যবস্থাই বাঞ্ছনীয়।

৪. প্রতিযোগিতার বাজারে অসংখ্য স্বাধীন উৎপাদক থাকায়, চাহিদা যোগানে সামঞ্জস্য ঘটিতে যে সময় লাগে, **একচেটিয়া উৎপাদক** প্রতিষ্ঠান উহা অপেক্ষা **অনেক দ্রুত চাহিদার সহিত যোগানের সামঞ্জস্য ঘটাইতে সক্ষম।**

৫. তীব্র প্রতিযোগিতার বাজারে পণ্য ও কাঁচামালের দামের যেরূপ ওঠানামা ঘটিতে পারে, একচেটিয়া বাজারে **একচেটিয়া উৎপাদক** সে তুলনায়, **উহার পণ্যের দাম অধিক স্থিতিশীল রাখিতে সমর্থ** হয়।

কুফল[27]**ঃ** একচেটিয়া উৎপাদন ব্যবস্থা বা বাজারের যে সকল সুবিধার কথা বলা হয় তাহার অধিকাংশ তত্ত্বগতভাবে সম্ভব হইলেও, বাস্তবে উহা অল্পই দেখা যায়। ইহার কারণ, বাস্তবের একচেটিয়া উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা একচেটিয়া কারবারী জোট সর্বাধিক মুনাফা উপার্জনের উদ্দেশ্যে চালিত ব্যক্তিগত উদ্যোগের দ্বারা গঠিত ও চালিত। এই প্রকার ব্যক্তিগত উদ্যোগের দ্বারা চালিত বেসরকারী একচেটিয়া উৎপাদক প্রতিষ্ঠান কিংবা কারবারী জোটের আধিপত্যের অধীন বাস্তবের একচেটিয়া প্রবণতাসম্পন্ন বাজারে একচেটিয়া কারবারের সুফল অপেক্ষা কুফলই বেশি দেখা যায়।

১. বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই **একচেটিয়া উৎপাদক বা** কারবারীজোট যতটা ব্যয়সংকোচ ভোগ করে ততটা পরিমাণে **উৎপাদন খরচ কমিলেও, দাম কমায় না;** বরং চড়া দামেই পণ্য বিক্রয় করে। এজন্য **প্রতিযোগিতা অপেক্ষা একচেটিয়া বাজারে দাম বেশি হয়।**

২. সহজে বিক্রয় করার উদ্দেশ্য ও বেশি দাম আদায়ের সুবিধার জন্যও, একচেটিয়া উৎপাদক বা কারবারী জোট ইচ্ছাপূর্বক পণ্যের উৎপাদন ও যোগান কমাইয়া দেয়। সুতরাং **প্রতিযোগিতার বাজারে পণ্যের উৎপাদন ও যোগান যাহা হওয়া সম্ভব, একচেটিয়া বাজারে মোট উৎপাদন ও যোগান তাহা অপেক্ষা কম হয়।**

৩. একচেটিয়া উৎপাদকের পক্ষে ব্যয়বহুল বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা নূতন ব্যয়-সংকোচমূলক উৎপাদন পদ্ধতি উদ্ভাবন, নূতন পণ্য উদ্ভাবন প্রভৃতি ঘটিলেও, তাহারা উহা প্রয়োগে শীঘ্র আগ্রহী হয় না। কারণ, উহাতে হয়ত বর্তমান যন্ত্রপাতিতে যে

---

27. Demerits.

বিনিয়োগ করা হইয়াছে তাহার অনেকটাই বর্জন করিতে হইবে। সুতরাং কার্যত তাহারা **অধিক রক্ষণশীল নীতি** অনুসরণ করে। ইহার ফলে, **কারিগরি অগ্রগতিতে সাহায্যের পরিবর্তে একচেটিয়া উৎপাদক উহাতে বাধা-ই সৃষ্টি করে।**

৪. একচেটিয়া উৎপাদকের **যতটা পরিমাণে দক্ষতা অর্জন করার কথা, কার্যত তাহা** ঘটে না। কারণ **প্রতিযোগিতার কশাঘাতের অভাবে**, এবং **একচেটিয়া আধিপত্যের রক্ষাকবচ থাকায় উহার দক্ষতা বৃদ্ধির কোন আগ্রহ থাকে না।** এজন্য বরং একচেটিয়া উৎপাদকের শৈথিল্য বৃদ্ধি পায়। একচেটিয়া আধিপত্য লাভের দরুন অপেক্ষাকৃত অল্প উৎপাদক প্রতিষ্ঠান টিকিয়া থাকিবার সুযোগ পায়। ইহাও অপচয় ছাড়া আর কিছু নহে।

৫. **ইচ্ছা করিয়া কম** উৎপাদনের নীতি গ্রহণের ফলে একচেটিয়া উৎপাদকের যন্ত্রপাতি অর্থ পুঁজিদ্রব্যের উৎপাদনক্ষমতার খানিক অংশ ব্যবহার করা হয় না। ইহাতে **একচেটিয়া কারবারের যেমন একদিকে 'অলস উৎপাদনক্ষমতা'র**[28] **আবির্ভাব হয়, তেমনি অন্যদিকে,** উহার দরুন কিছু না কিছু মানবিক ও অন্যান্য উপাদানের নিয়োগ ঘটে না। অর্থাৎ, একচেটিয়া উৎপাদন ব্যবস্থার ফলে, **কিছুটা পরিমাণে কর্মহীনতারও সৃষ্টি হয়।** ইহা অপচয় ছাড়া আর কিছু নহে।

৬. **একচেটিয়া উৎপাদক** সর্বাধিক মুনাফা উপার্জনের জন্য, একদিকে যেমন কাঁচা-**মালের উৎপাদনকারিগণের নিকট** হইতে একক ক্রেতা রূপে, **কম দামে ক্রয়ের সুবিধা পায় এবং** এইভাবে **উহাদিগকে শোষণ করে, তেমনি** শ্রমের বাজারেও একক ক্রেতারূপে কম মজুরিতে শ্রমিক নিয়োগের সুযোগ পায় ও এইভাবে **শ্রমিকগণকে শোষণ করে।**

৭. নানারূপ **প্রতিযোগিতা বিরোধী অবাঞ্ছনীয় কার্যকলাপ** (যথা, সাময়িকভাবে অতি কম দামে পণ্য বিক্রয়, নানারূপ চাপ সৃষ্টি ইত্যাদি) **দ্বারা** একচেটিয়া উৎপাদক **বাজারে নূতন প্রতিযোগীর প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করিয়া নিজের একচেটিয়া কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার** প্রাণপণ **চেষ্টা করে।** ইহাতে বিবিধ পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে উপকরণ-সমূহের কাম্য বিলি বণ্টন ঘটিবার পথে বাধা জন্মায়।

৮. বিশুদ্ধ একচেটিয়া কারবারের পরিবর্তে একচেটিয়া প্রবণতাবিশিষ্ট একচেটিয়া বাজার থাকিলে, উহাতে অপচয়ের আর একটি কারণ ঘটে। ঐ বাজারে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য বিক্রয়ের জন্য **একচেটিয়া কারবারী জোটগুলি পরস্পরের সহিত তীব্র প্রতি-যোগিতামূলকভাবে বিপুল অর্থব্যয়ে বিজ্ঞাপন ও প্রচার অভিযান চালায়। উহাতে** বাজারে মোট চাহিদা ও উৎপাদন বাড়ে না, সুতরাং উৎপাদন ব্যয় কমে না, অথচ প্রতিযোগী জোটগুলির **বিক্রয় খরচ বাড়ে এবং ক্রেতারা বেশি দামে পণ্যটি কিনিতে বাধ্য হয়।**

৯. একচেটিয়া উৎপাদক পণ্যের দাম যে স্থিতিশীল রাখিতে চেষ্টা করে উহা সর্বদা বাঞ্ছনীয় নহে। কারণ উৎপাদন খরচ কমিলে পণ্যের দামও কমান উচিত।

১০. নিজেদের অর্থনীতিক ক্ষমতা অটুট রাখিবার ও বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একচেটিয়া কারবারীরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানা অবাঞ্ছিত ভাবে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে, ও দুর্নীতি অনুসরণ করে।

একচেটিয়া কারবারের নিয়ন্ত্রণ ও শাসন
CONTROL AND REGULATION OF MONOPOLY

বেসরকারী একচেটিয়া কারবারগুলির এই সকল ত্রুটির দরুন ইহার প্রতিকারের জন্য রাষ্ট্র তিনটি পন্থা অবলম্বন করেঃ

১. আইনের দ্বারা একচেটিয়া কারবারিগণের নানা আপত্তিকর কার্যকলাপ দমন ও উহাদের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ ও শাসন। কিন্তু আইন কখনও নিশ্ছিদ্র হয় না।

---

28. Idle capacity.

২. সম্ভব স্থলে নূতন প্রতিযোগীকে উৎসাহ দিয়া বাজারে একচেটিয়া কারবারীর নিরঙ্কুশ আধিপত্য ক্ষুণ্ণ করা। কিন্তু ইহার সুযোগ সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ।

৩. গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের ক্ষেত্রে জনস্বার্থে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য হইলে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ[২৯] ও সরকারী বা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের কারবার প্রতিষ্ঠা করা।

রাষ্ট্রীয় বা সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র
STATE OR PUBLIC SECTOR

রাষ্ট্রীয় বা সরকারী কারবার
STATE OR PUBLIC UNDERTAKING

বেসরকারী একচেটিয়া কারবারের উৎপত্তি ঘটিলে যে সকল কুফলগুলি দেখা দেয়, রাষ্ট্রীয় কারবার স্থাপন দ্বারা উহাদের অনেকগুলিই দূর করা সম্ভব।

সুফল: ১. মুনাফা উপার্জন ইহার মুখ্য **উদ্দেশ্য** নহে বলিয়া ভোগকারিগণের প্রয়োজন অনুসারে প্রয়োজনীয় শিল্পগুলির বিকাশ ইহার দ্বারা সম্ভব এবং তাহার দরুন, ইহার দ্বারা **উৎপাদনের উপাদানগুলির যথাযথ বিলিবন্টন** সম্পাদন করা সম্ভব।

২. ইহার দ্বারা **নির্দিষ্টমান অনুযায়ী পণ্য ও সেবা উৎপাদন** সম্ভব।

৩. **কাঁচামালের দর, শ্রমিকগণের মজুরি ও পণ্যের দাম সম্পর্কে ইহা ন্যায়সংগত নীতি** অনুসরণ করিতে পারে। ইহাতে কাঁচামালের উৎপাদকগণ, শ্রমিকগণ ও ভোগকারীরা শোষণ হইতে রক্ষা পায়।

৪. **প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার** দ্বারা রাষ্ট্রায়ত্ত কারবারী প্রতিষ্ঠান উহাদের অপচয় দূর করিতে ও দুষ্প্রাপ্য কাঁচামাল সংরক্ষণ করিতে পারে।

৫. যে সকল **ভারী ও মূল শিল্পে** মুনাফার হার কম বলিয়া বেসরকারী শিল্প উদ্যোগ তথায় আকৃষ্ট হয় না, এবং সে কারণে ও সে পরিমাণে দেশের শিল্পায়নে ভারসাম্যের অভাব ঘটে, **রাষ্ট্রীয়** শিল্প ক্ষেত্রে **বিনিয়োগ দ্বারা** সে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়া **শিল্পায়নে ভারসাম্য আনয়ন** করা সম্ভব হয়।

৬. পণ্যের বণ্টনের ক্ষেত্রে (ক্রয়-বিক্রয়ে) বেসরকারী জোটের আপত্তিকর কার্যকলাপের দরুন যে যোগানের কৃত্রিম স্বল্পতা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের দ্বারা তাহা দূর করিয়া **চাহিদা যোগানের সামঞ্জস্য** ঘটাইবার ব্যবস্থা করিয়া উৎপাদক ও ভোগকারিগণকে রক্ষা করা যায়।

৭. রাষ্ট্রীয় কারবার বৃহদায়তনে পরিচালিত হইলে, **ব্যয়সংকোচের দরুন উৎপাদন খরচ হ্রাস পাইলে পণ্যের দাম কমাইয়া ক্রেতাদেরও ঐ সুবিধা ভোগ করিবার সুযোগ** দেওয়া **যায়।**

৮. বেসরকারী একচেটিয়া প্রবণতাবিশিষ্ট বাজারে অনাবশ্যক **বিক্রয় খরচ বৃদ্ধির দ্বারা যে অপচয় ঘটে, রাষ্ট্রীয় কারবার** স্থাপনের **দ্বারা তাহা দূর করা সম্ভব হয়।** ইহাতে পণ্যের দাম কমে এবং **ভোগকারীরা উপকৃত হয়।**

৯. রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধির দ্বারা **মন্দার বাজারে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা দ্বারা** মোট কর্মসংস্থানের সংকোচন হ্রাস করিয়া মন্দার তীব্রতা কমান এবং উহার অবসানের পথ সুগম করা যায়। এই পথে **স্বল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক বিকাশও ত্বরান্বিত করা যায়।**

উপরোক্ত কারণগুলির দরুন, সকল মিশ্র ধনতন্ত্রী দেশেই রাষ্ট্রীয় কারবার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা কমবেশি পরিমাণে স্বীকৃত হইয়াছে এবং যে সকল গুরুত্বপূর্ণ জনসেবা-শিল্পে বেসরকারী একচেটিয়া মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের উৎপত্তি ঘটিয়াছে তাহা অবিলম্বে রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা জাতীয়করণের দ্বারা রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে আনয়নের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া গণ্য করা হয়।

---

29. Nationalisation.

ত্রুটিঃ কিন্তু রাষ্ট্রীয় কারবারের কতকগুলি ত্রুটিও আছে। ঐগুলি নিম্নরূপঃ

১. রাষ্ট্রীয় কারবারের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ এই যে, ইহা যাহাদের দ্বারা পরিচালিত হয়, সেই **সরকারী কর্মচারিগণের** (পদস্থ) **ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিল্প-উদ্যোগ সম্পর্কে কোন শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা নাই।** অতএব তাহারা এই দায়িত্ব পালনে অনুপযুক্ত।

২. সরকারী কারবারগুলি সরকারী দপ্তরে পরিণত হয় এবং উহাদের **কার্যকলাপে সরকারী আমলাতান্ত্রিকতা ও দীর্ঘসূত্রিতা সঞ্চারিত হয়। ইহার দরুন রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে দক্ষতা থাকে না।**

৩. আমলাতান্ত্রিকতা ও দীর্ঘসূত্রিতার দরুন এবং কারবারের উন্নতি অবনতির সহিত সরকারী পরিচালকগণের ভাগ্য জড়িত না থাকায়, রাষ্ট্রীয় কারবারে অপচয় বৃদ্ধি পায়। ইহাতে **উৎপাদন খরচ বাড়ে এবং বেশি দামের আকারে তাহা ভোগকারিগণের ঘাড়ে চাপে।**

৪. বেসরকারী কারবারে লাভ যেমন উদ্যোক্তা পায় তেমনি উহার লোকসানও সে-ই বহন করে। কিন্তু **রাষ্ট্রীয় কারবারের লোকসান** ঘটিলে তাহা **সমগ্র দেশবাসীকে বহন করিতে হয়** (বর্ধিত দাম কিংবা ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য বর্ধিত কর মারফত)।

৫. ইহা দলীয় সরকারের যথেচ্ছাচারের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইতে পারে।

৬. রাষ্ট্রীয় কারবারে সহজে কেহ কাজের দায়িত্ব লইতে চাহে না বলিয়া **বাজারের পরিবর্তনশীল অবস্থার সহিত নিজ কার্যাবলীর দ্রুত সামঞ্জস্য ঘটাইতে পারে না।** ইহাতেও অপচয় বাড়ে।

রাষ্ট্রায়ত্ত কারবারের বিবিধ রূপ[30]**ঃ** রাষ্ট্রীয় কারবারের মূলত তিন প্রকার সাংগঠনিক আকার দেখা যায়ঃ **১. সরকারী বিভাগীয় সংগঠন**[31] ঃ ভারতে ডাক ও তার বিভাগ, লবণ উৎপাদন, রেল পরিবহণ, অল ইণ্ডিয়া রেডিও প্রভৃতি সরকারী বিভাগীয় দপ্তরের অধীনে পরিচালিত হয়। ইহার প্রধান সুবিধা এই যে ইহাতে এই সকল কার্যাবলীর উপর সরাসরি সরকারী কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ খাটে। কিন্তু ইহার প্রধান অসুবিধা এই যে, ইহার নমনীয়তা নাই এবং লাভ লোকসানের বাণিজ্যিক নীতি মানিয়া ইহারা চলে না বলিয়া ইহাদের দক্ষতা বাড়িতে পারে না।

২ বিধিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় করপোরেশন[32] ঃ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কারবারগুলি পৃথক পৃথক আইনের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হইতে পারে। ইহাদের ব্যবস্থাপনার ভার সরকার মনোনীত পরিচালক পর্ষদের উপর ন্যস্ত থাকে। ইহার প্রধান সুবিধা এই যে, ইহা একটি স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানরূপে দৈনন্দিন সরকারী হস্তক্ষেপ হইতে মুক্ত থাকিয়া নির্দিষ্ট সরকারী নীতি অনুসরণে আপন পথে অগ্রসর হইতে পারে। কিন্তু ইহার প্রধান অসুবিধা এই যে, আইনের সংশোধন না করা পর্যন্ত ইহা আপন কার্যাবলীর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন (অবস্থার পরিবর্তনের সহিত সামঞ্জস্য বিধানের জন্য) ঘটাইতে পারে না। সুতরাং ইহারও নমনীয়তা কম। ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স করপোরেশন ইত্যাদি এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

৩. সরকারী যৌথমূলধনী কারবার বা সরকারী কোম্পানী[33] ঃ সরকারী কারবার প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর আকারেও গঠিত হইতে পারে। ভারতে হিন্দুস্থান স্টীল, স্টেট ট্রেডিং করপোরেশন প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। ইহারা লাভক্ষতির বাণিজ্যিক নীতির দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে বলিয়া ইহাদের দক্ষতা অধিক। ১৯৬৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ভারতে ১৯৬টি সরকারী কোম্পানী ছিল এবং উহাদের মোট আদায়ীকৃত পুঁজির পরিমাণ ছিল ১,১৭৬ কোটি টাকা।

---

30. Forms of Public Undertakings
31. Departmental Organisation.
32. Statutory Corporation.
33. Government Company.

১১

উৎপাদন তত্ত্ব • উৎপাদন খরচ ও যোগান

THEORY OF PRODUCT ON • COST AND SUPPLY

[**আলোচিত বিষয়ঃ ১. উৎপাদন তত্ত্ব**—কারকসমষ্টি, উৎপন্ন সামগ্রী ও উৎপাদন অপেক্ষক—উৎপন্নের বিধিসমূহ—**ক্ষীয়মাণ** উৎপন্নের বিধি বা পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি—**ক্রমবর্ধমান গড় উৎপন্ন—ক্রমবর্ধমান** উৎপন্নবিধি ও **উহার কারণ—ক্ষীয়মাণ** প্রান্তিক ও গড় উৎপন্নবিধি ও উহার **কারণ—সমানুপাতিক** উৎপন্নবিধি। ২. **উৎপাদনের খরচ**—উৎপাদন খরচের তিনটি ধারণা—আর্থিক **খরচ—প্রকৃত** খরচ—সুযোগ খরচ—কালপর্যায় বিভাগ—স্বল্পকালীন খরচসমূহ—স্বল্পকালীন মোট খরচ—মোট খরচ—গড় খরচ রেখাসমূহ—গড় ও প্রান্তিক খরচ রেখা—দীর্ঘকালীন খরচ রেখা—স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন গড় খরচ রেখার সম্পর্ক—৩. **যোগান**—উৎপাদনের খরচ ও যোগানের সহিত সম্পর্ক—যোগানের বিধি—উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের যোগান রেখা—যোগানের পরিবর্তন—যোগানের পরিবর্তনের কারণ—যোগানের পরিমাণের পরিবর্তন—যোগানের স্থিতিস্থাপকতা—যোগানের স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ—যোগানের স্থিতিস্থাপকতার নির্ধারকসমূহ]

১. উৎপাদন তত্ত্ব
THEORY OF PRODUCTION

চাহিদার তত্ত্বে যেমন ভোগকারীর আচরণ বিশ্লেষণ করিয়া ভোগকারীর ভারসাম্য কোথায় এবং কিভাবে ঘটে ও চাহিদার পশ্চাতের শক্তিগুলি কি তাহা দেখানো হয়, তেমনি উৎপাদন তত্ত্বের কাজ হইল উৎপাদন ক্রিয়ার বিশ্লেষণ দ্বারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদকের ভারসাম্য কিভাবে এবং কোন্ অবস্থায় ঘটে তাহা অনুসন্ধান করা ও যোগানের পশ্চাতের শক্তিগুলি নির্দেশ করা। যোগান নির্ভর করে উৎপাদন ব্যয়ের উপর: এবং সময়ের তারতম্যে উৎপাদন ব্যয়ের তারতম্য ঘটে। উৎপাদন ব্যয়ের পশ্চাতে মূল শক্তি হইতেছে উৎপন্নের বিধি[1]। উৎপন্নের বিধি কারকসমষ্টির[2] সহিত উৎপন্নের পরিমাণের[3] সম্পর্ক নির্দেশ করে।

কারকসমষ্টি, উৎপন্ন সামগ্রী ও উৎপাদন অপেক্ষক
INPUTS, OUTPUTS AND PRODUCTION FUNCTION

কারকসমষ্টিঃ দুটি, তিনটি বা চারিটি শ্রেণীতে উৎপাদনের উপকরণগুলিকে[4] বিভক্ত করা হয়, এবং উহাদের এক এক শ্রেণীর উপকরণগুলিকে এককথায় এক একটি 'উপাদান' বলা হয়। এক্ষেত্রে, উৎপাদনের উপাদান বলিতে উপকরণগুলির বস্তুগত অস্তিত্ব বুঝায়। কিন্তু বাস্তবে যখন কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান উহার নির্দিষ্ট পণ্যটি বা পণ্যসমূহ কতটা পরিমাণে এবং কিভাবে উৎপাদন করিবে তাহা বিবেচনা করে, এবং উহার জন্য কি কি দরকার তাহা অনুসন্ধান করে, তখন উৎপাদনের ধারণাটি উহার কোন কাজে লাগে না। কারণ, বাস্তব কার্যক্ষেত্রে পণ্যটির উৎপাদনে যখন কোন উপাদান বা উহার কোন একক নিয়োগ করা হয় তখন সেখানে, উহার শারীরিক, বস্তুগত অস্তিত্বটি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় না, ব্যবহৃত হয় উহার সেবা[5]। উপাদান-এককের বস্তুগত অস্তিত্বটি অক্ষুণ্ণ থাকিলেও

1. Law of Returns. 2. Inputs. 3. Output. 4. Resources.
5. Services.

উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া প্রকৃতপক্ষে উহার সেবাসমূহেই উৎপন্ন দ্রব্যটিতে প্রবিষ্ট হয় এবং উহার উৎপাদন ঘটায়। উৎপাদনের উপকরণ বা উপাদানসমূহের বিবিধ এককগুলির এই সেবাকেই 'ইনপুট' বা 'কারক'[6] (অর্থাৎ, উৎপাদন কারক) বলা হয়। সুতরাং **'কারক' বলিতে যে কোন উপাদানের কোন একটি একক হইতে, উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্য** দিয়া উৎপাদিত **পণ্যের মধ্যে সঞ্চারিত সেবা বুঝায়।** যে কোন নির্দিষ্ট পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে কোন নির্দিষ্ট উৎপাদক প্রতিষ্ঠান যখন উহার উৎপাদন কর্মসূচী (অর্থাৎ কোন্ কোন্ পণ্য, কি কি পরিমাণে, কখন এবং কিভাবে উৎপাদন করিবে তাহা) স্থির করে, তখন ঐ কর্মসূচী রূপায়িত করিবার জন্য কি কি 'কারক' তাহার প্রয়োজন হইবে তাহাও স্থির করিয়া লয় এবং তদনুযায়ী ঐ সকল কারকসমষ্টি সংগ্রহ করিয়া উৎপাদন কার্যে উহাদের নিয়োগ করে। অতএব, বাস্তব ক্ষেত্রে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি উপাদানসমূহের কথা ভাবে না, ভাবে কারকসমষ্টির কথা।

উৎপন্ন সামগ্রী[7] : ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, যে কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের গুণাগুণ ও পরিমাণ, উৎপাদনকার্যে উহার দ্বারা নিয়োজিত কারক-সমষ্টির উপর নির্ভর করে, এবং যাহা উৎপন্ন হয় (অর্থাৎ, উৎপাদিত পণ্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ) তাহা কারক সমষ্টির ক্রিয়ার ফল। উৎপাদন বলিতে যে প্রক্রিয়া বুঝায়, উহার একপ্রান্তে রহিয়াছে কারকসমষ্টি, উহারা উৎপাদন প্রক্রিয়ার একপ্রান্ত দিয়া উহাতে প্রবেশ করিতেছে; উৎপাদন প্রক্রিয়ার অপরপ্রান্তে রহিয়াছে উৎপন্ন সামগ্রী, উহারা উৎপাদন প্রক্রিয়ার শেষ ফল রূপে তাহা নির্গত হইতেছে। অতএব, উৎপন্ন (নির্দিষ্ট পরিমাণের ও গুণাগুণের) এবং কারকসমষ্টির মধ্যে যে সম্পর্ক তাহা উভয়ের ক্রিয়াগত সম্পর্ক। একটি কারণ অপরটি ফল বা কারণ দ্বারা ঘটিত কার্য।

উৎপাদন অপেক্ষক[8] : যে কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন সামগ্রীর পরিমাণ সর্বদাই উহার (দ্বারা উৎপাদনকার্যে নিয়োজিত) কারকসমষ্টি এবং উৎপাদন পদ্ধতি (কারিগরি কৌশল) এই দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মোট উৎপাদন পরিবর্তন করিতে হইলে (অর্থাৎ উহা বাড়াইতে অথবা কমাইতে হইলে), হয় যে অনুপাতে কারকগুলি ব্যবহার করা হইতেছে সেই অনুপাত অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, সকল কারকগুলির নিয়োগের পরিমাণে সমান পরিবর্তন করিতে হইবে (বাড়াইতে বা কমাইতে হইবে, সব কারকগুলি দ্বিগুণ পরিমাণে কিংবা সবগুলি অর্ধেক পরিমাণে, ইত্যাদি), নতুবা যে অনুপাতে কারকগুলি ব্যবহার করা হইতেছে, ঐ অনুপাতে পরিবর্তন করিতে হইবে। **কারকসমষ্টির সহিত উৎপন্ন সামগ্রীর মোট পরিমাণের এই ক্রিয়াগত সম্পর্কটি বুঝাইবার জন্যই 'উৎপাদন অপেক্ষক' কথাটি ব্যবহার করা হয়।**

কারকসমষ্টি ও উৎপাদনের পরিমাণের মধ্যে এই ক্রিয়াগত সম্পর্কটি হইতেছে উৎপাদনের বস্তুগত দিক[9]। ইহা কারখানার অভ্যন্তরে যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জামের প্রকৃতি, উহাদের বিন্যাস[10], উৎপাদনের কারিগরি সংগঠন[11] এবং উৎপাদন পদ্ধতির কারিগরি কর্ম-কৌশল[12] ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। সুতরাং কারকসমষ্টি ও উৎপাদনের পরিমাণের এই ক্রিয়াগত সম্পর্ক বা উৎপাদন অপেক্ষকটি বস্তুতপক্ষে যন্ত্রবিজ্ঞানের[13] অন্তর্গত বিষয়, অর্থবিদ্যার অন্তর্গত নহে। বিবিধ কারকগুলির কোন্ কোন্ বিভিন্ন সংমিশ্রণ দ্বারা উৎপাদক প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত উৎপাদন পদ্ধতি ও যন্ত্রকৌশলের সাহায্যে কি কি পরিমাণে নির্দিষ্ট পণ্যটি উৎপাদন করা সম্ভব, তাহা উৎপাদক প্রতিষ্ঠানটির যন্ত্রবিজ্ঞানীরা বলিতে পারে। সুতরাং কারকসমষ্টিগুলির বিবিধ সংমিশ্রণের দ্বারা বিবিধ পরিমাণে পণ্যটির

6. Inputs. 7. Output. 8. Production Function.
9. Physical aspect of production. 10. Layout.
11. Organisation of production. 12. Techniques of production.
13. Engineering.

উৎপাদন করা যায় এবং তদনুযায়ী উৎপাদন অপেক্ষক সমীকরণও একাধিক হইবে (যেমন, ২০০ একক পরিমাণ কোন একটি পণ্য উৎপাদন করিতে ১০ ঘন্টা যন্ত্রপাতি ও ৯০ ঘন্টা শ্রম, অথবা ১৫ ঘন্টা যন্ত্রপাতি ও ৬০ ঘণ্টা শ্রম, কিংবা ৩০ ঘণ্টা যন্ত্রপাতি ও ৩০ ঘণ্টা শ্রম ব্যবহার করা যায়)। আবার উৎপাদক প্রতিষ্ঠানে যন্ত্রজ্ঞান, কারিগরি কর্ম-কৌশলের পরিবর্তন ঘটিলে, উৎপাদন অপেক্ষকও পরিবর্তিত হইবে (অর্থাৎ, কারকগুলির একইরূপ সংমিশ্রণ দ্বারা পূর্বাপেক্ষা বেশি উৎপাদন সম্ভব হইবে)।

যেমন, নিম্নতর যন্ত্রজ্ঞান, যন্ত্রপাতি ও কারিগরি কৌশলের দ্বারা যেখানে আগে ১০ ঘন্টা যন্ত্রপাতি ও ৯০ ঘণ্টা শ্রমে, অথবা ১৫ ঘণ্টা যন্ত্রপাতি ও ৬০ ঘন্টা শ্রমে, কিংবা ৩০ ঘন্টা যন্ত্রপাতি ও ৩০ ঘন্টা শ্রমের দ্বারা ২০০ একক পণ্য উৎপাদন করা যাইত, সেখানে কারিগরি কৌশল ইত্যাদির পরিবর্তনের দরুন ঐ একই কারক সংমিশ্রণে ২৫০ একক পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব হইতেছে।

কিন্তু, **উৎপাদন অপেক্ষকটি যন্ত্রবিদ্যার এক্তিয়ারভুক্ত হইলেও, উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের কাছে উহার যথেষ্ট অর্থনীতিক গুরুত্ব আছে।** কারণ, উহার সহিত উৎপাদন খরচের প্রশ্নটি জড়িত, এবং সর্বাধিক মুনাফাই উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য বলিয়া উহা 'সর্বদাই সেই সর্বাধিক দক্ষ উৎপাদন অপেক্ষক এবং কারক সংমিশ্রণের (উহাদের আপেক্ষিক দাম অনুযায়ী) অনুসন্ধান করিতে থাকে, যাহাতে উহার উৎপাদনব্যয় সর্বনিম্ন হইতে পারে। ইহার ফলে যে কোন নির্দিষ্ট সময়কালে, যন্ত্রপাতি ও কারিগরি কর্মকৌশল অপরিবর্তিত থাকিলেও কারকগুলির আনুপাতিক নিয়োগে[14] পরিবর্তন ঘটে। দামী উপাদানটির কারক-গুলি কম অনুপাতে ও সস্তা উপাদানটির কারকগুলি বেশি অনুপাতে নিযুক্ত হয়; একটির বা কয়েকটির পরিমাণ স্থির রাখিয়া অপর একটি বা কয়েকটি অধিকতর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে থাকে।

কারকসমষ্টির নিয়োগ ও উহার দ্বারা উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণের মধ্যে একটি সম্পর্ক আছে[15]। এই সম্পর্কটি ক্ষীয়মাণ উৎপন্নের বিধি[16], পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি[17], উৎপন্নের বিধি[18], আনুপাতিত্বের বিধি[19], ক্ষীয়মান উৎপাদনশীলতার বিধি[20] এবং অনানু-পাতিক উৎপন্নের বিধি[21], ইত্যাদি বহু নামে পরিচিত।

উৎপন্নের বিধিসমূহ
LAWS OF RETURNS

উৎপাদন তত্ত্বের প্রচলিত ব্যাখ্যাতে, উৎপাদনে নিয়োজিত কারকগুলির মধ্যে, অন্যান্য **কারকগুলির নিয়োগের পরিমাণ অপরিবর্তিত** রাখিয়া **কোন একটি কারক নিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন** ঘটাইলে, মোট উৎপাদনের পরিমাণের উপর কি প্রতিক্রিয়া ঘটিবে, এই বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করিয়া উৎপাদনের বিধি ও উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ভার-সাম্যের আলোচনা করা হয়। ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া মার্শাল পর্যন্ত সকলেই এই ধারার অনুগামী। আমরা সংক্ষেপে ইহার আলোচনা করিতেছি।

(একটি পরিবর্তনীয় কারকের দরুন) ক্ষীয়মাণ উৎপন্নের বিধি
LAW OF DIMINISHING RETURNS (TO A VARIABLE INPUT)

ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানিগণ এবং তাঁহাদের অনুগামী মার্শাল প্রমুখ নয়া-ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানিগণ[22] গড় উৎপন্নের ভিত্তিতে ক্ষীয়মাণ উৎপন্নের বিধিটি বিবৃত করিয়াছিলেন।

14. Changes in the proportions of inputs used.
15. Relation between input and output.
16. Law of Diminishing Returns. 17. Law of Variable proportions.
18. Law of Returns. 19. Law of Proportionality.
20. Law of Diminishing Productivity.
21. Law of Non-proportional Returns. 22. Neo-classical Economists.

আর আধুনিককালের অর্থবিজ্ঞানীরা প্রান্তিক উৎপন্নের ভিত্তিতে বিধিটি আলোচনা করেন। ইহার কারণ, প্রান্তিক উৎপন্নের দিক হইতে বিধিটি বিচার করিলে প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণের কাজটি সরাসরি ও সহজে সম্পন্ন করা চলে।

ক্লাসিক্যাল ও নয়া-ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানিগণের কথায় ক্ষীয়মাণ উৎপন্নের বিধিটি হইলঃ "অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে, উৎপাদনের যন্ত্রকৌশল এবং উৎপাদনে ব্যবহৃত অন্যান্য কারকগুলির পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া একটি কারকের নিয়োগ সমকাল অন্তর অন্তর সমপরিমাণে বাড়ান হইতে থাকিলে, মোট উৎপন্ন শেষ পর্যন্ত **তদপেক্ষা কম অনুপাতে** বাড়িবে।" বিধিটির এই প্রাচীন বিবৃতিতে যে বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হইয়াছে তাহা হইল এই যে, পরিবর্তনীয় উপাদানটির একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়োগের পর **গড় উৎপন্নের পরিমাণ**[২৩] হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে।

সমকালীন অর্থবিজ্ঞানীরা প্রান্তিক উৎপন্নের ভিত্তিতে এই একই বিধির যে বর্ণনা দিয়া থাকেন, তাহা এইঃ "অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে, উৎপাদনের যন্ত্রকৌশল এবং উৎপাদনে ব্যবহৃত অন্যান্য কারকগুলির পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া, একটি কারকের নিয়োগ সমকাল অন্তর অন্তর সমা পরিমাণে বাড়ান হইতে থাকিলে, মোট উৎপন্ন শেষ পর্যন্ত **ক্ষীয়মাণ হারে** বাড়ে।" ক্ষীয়মাণ উৎপন্নের এই আধুনিক বিবৃতিতে, পরিবর্তনীয় কারকটির নিয়োগের যে বিন্দু হইতে উহার প্রান্তিক উৎপন্ন কমিতে আরম্ভ করে, উহার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

একই বিধির এই দুই প্রকার বিবৃতির সমন্বয় করিয়া বেনহামের ভাষায় বলা যাইতে পারে যে, ক্ষীয়মাণ উৎপন্নের বিধিটি হইলঃ "বিবিধ উপাদানের একটি সংমিশ্রণের মধ্যে যদি উহাদের কোন একটির অনুপাত বাড়ান হয় তবে এরূপ বৃদ্ধির একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর পর, প্রথমে ঐ উপাদানটির প্রান্তিক উৎপন্ন এবং তাহার পর উহার গড় উৎপন্ন হ্রাস পাইবে।"[২৪] (এখানে ধরিয়া লওয়া হইতেছে যে, যন্ত্রকৌশল ইত্যাদি অপরিবর্তিত রহিয়াছে।)

সারণী নং ১১·১

ভূমি	শ্রম	মোট উৎপন্ন	শ্রমের গড় উৎপন্ন	শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্ন
৩ বিঘা	১ মণ	৫ মণ	৫ মণ	৫ মণ
৩ "	২ "	১৫ "	৭·৫ "	১০ "
৩ "	৩ "	৩০ "	১০ "	১৫ "
৩ "	৪ "	৫০ "	১২·৫ "	২০ "
৩ "	৫ "	৭৫ "	১৫ "	**২৫** "
				শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্ন হ্রাসের বিন্দু
৩ "	৬ "	৯০ "	**১৫** "	১৫ "
	শ্রমের গড় উৎপন্ন হ্রাসের বিন্দু			
৩ "	৭ "	৯০ "	১২·৮ "	০ "
	শ্রমের মোট উৎপন্ন হ্রাসের বিন্দু			
৩ "	৮ "	৮০ "	১০ "	—১০ "

ব্যাখ্যাঃ পাশের সারণীতে (সারণী নং ১১·১) ভূমি ও শ্রম এই দুইটি উপাদান-কারকসমষ্টির মধ্যে ভূমির পরিমাণ স্থির রাখিয়া শ্রমের পরিমাণ নির্দিষ্ট সময় পরপর সমান মাত্রায় ক্রমাগত বাড়ান হইলে, এবং সে সময়ে যন্ত্রকৌশল ও অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে, মোট উৎপন্নের উপর উহার প্রতিক্রিয়া কি হইবে, তাহা দেখান

23. Average Output.
24. "As the proportion of one factor in a combination of factors is increased, after a point, first the marginal and then the average product of that factor will diminish." Benham.

একটি উপাদানের কারকসমষ্টির নিয়োগ (অর্থাৎ এখানে ভূমি) অপরিবর্তিত রাখিয়া (প্রথম কলম), অপর একটি উপাদানের কারকগুলির ব্যবহার (শ্রম) সমান মাত্রায় বাড়ান হইতে থাকিলে (দ্বিতীয় কলম), মোট উৎপন্নের উপর উহার প্রতিক্রিয়া তৃতীয় কলমে দেখান হইয়াছে। চতুর্থ কলমে, শ্রমের গড় উৎপন্ন দেখান হইয়াছে। মোট উৎপন্নকে শ্রমের কারক সংখ্যা দিয়া ভাগ দিলে শ্রমের গড় উৎপন্নের পরিমাণ পাওয়া যায়। পঞ্চম কলমে শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্ন দেখান হইয়াছে। প্রতিবার একমাত্রা অর্থাৎ অতি সামান্য পরিমাণে করিয়া পরিবর্তনীয় উপাদানের কারক (অর্থাৎ শ্রম) বৃদ্ধি করিতে থাকিলে (অর্থাৎ, বৃদ্ধির পরিমাণ সামান্য), উহার দরুন মোট উৎপাদন যেটুকু বাড়ে (যেমন দ্বিতীয় শ্রমিকের সময় মোট উৎপাদন বাড়িল ১০ মণ), এই দুইটির প্রথমটি দিয়া (অর্থাৎ অতিরিক্ত ১ একক শ্রম) দ্বিতীয়টিকে ভাগ দিলে শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের (=১০ মণ) পরিমাণ পাওয়া যায়।

ভূমির (অর্থাৎ একটি উপাদান বা কারকের) পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া উহার সহিত যতই অধিক পরিমাণে শ্রম (অর্থাৎ অপর কোন একটি উপাদান বা কারক) নিয়োগ করা হইতেছে, একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত বৃদ্ধির পর, ততই প্রান্তিক, গড় এবং এমন কি মোট উৎপন্ন পর্যন্ত হ্রাস পাইতেছে। ১১·১নং সারণী হইতে ইহাই দেখা যাইতেছে। **ইহার মূল কারণ হইল,** একটি নির্দিষ্ট সীমার বেশি এক উপাদান বা কারক দ্বারা অপর উপাদান বা কারকের কাজ সম্পাদন করা যায় না। তাহা যদি সম্ভব হয় তবে বুঝিতে হইবে ঐ উপাদান বা কারক দুইটি পৃথক উপাদান বা কারক নহে, উহারা একই।

১১·১ নং রেখাচিত্র
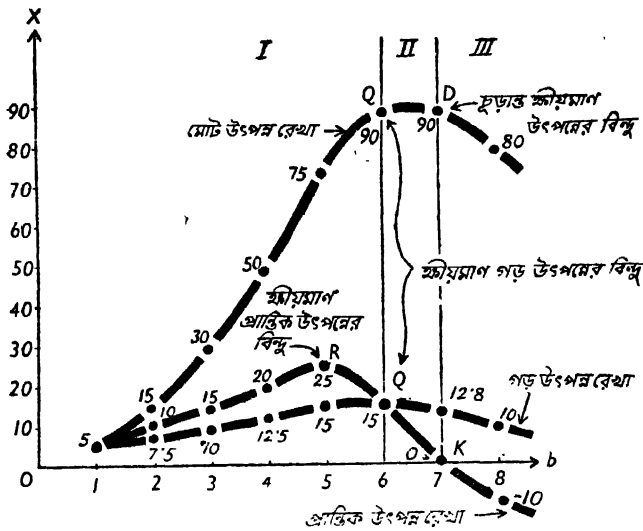
১১·১নং সারণীর তথ্যগুলির রেখাচিত্ররূপ ১১·১নং রেখাচিত্রে দেখান হইয়াছে। OX লম্ব অক্ষরেখায় X পণ্যটির মোট, গড় ও প্রান্তিক উৎপন্নের পরিমাণ পরিমাপ করা হইয়াছে এবং Ob সমান্তরাল অক্ষরেখা দিয়া পরিবর্তনীয় কারকটির (শ্রমের) নিয়োগের ক্রম-বর্ধমান পরিমাণ পরিমাপ করা হইয়াছে। অপর কারকটি, অর্থাৎ ভূমির নিয়োগের পরিমাণ অপরিবর্তিত রহিয়াছে এবং যন্ত্রকৌশল ইত্যাদিও অপরিবর্তিত রহিয়াছে। সারণীটিতে

এবং রেখাচিত্রটিতে আমরা তিনটি পর্যায় দেখিতে পাইতেছি। এই তিনটি পর্যায় রেখাচিত্রে I, II এবং III—এই তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

প্রথম পর্যায়[25] : ক্রমবর্ধমান গড় উৎপন্ন : Increasing Returns.

এই পর্যায়ে গড় উৎপন্নরেখা Q_1 বিন্দু পর্যন্ত দক্ষিণে উপরের দিকে ক্রমশ উঠিতেছে। Q_1 বিন্দুতে ইহার ঊর্ধ্বগতি শেষ হইয়াছে এবং ইহার পর হইতে ক্ষীয়মাণ গড় উৎপন্ন আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া গড় উৎপন্ন রেখাটি ইহার পর দক্ষিণে ক্রমশ নিচে নামিয়াছে। লক্ষণীয় যে, এই Q_1 বিন্দুতে প্রান্তিক উৎপন্নরেখা গড় উৎপন্নরেখাকে উপর হইতে ছেদ করিয়া নিচে নামিয়াছে। অর্থাৎ, এখানে পরিবর্তনীয় কারক শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্ন, উহার গড় উৎপন্নের সমান। এই বিন্দুর বামে শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্ন রেখা গড় উৎপন্ন রেখার উপরে রহিয়াছে, অর্থাৎ শ্রমের ১ এককের পর হইতে ৬ একক নিয়োগ পর্যন্ত উহার প্রান্তিক উৎপন্ন, উহার গড় উৎপন্নের বেশি। কিন্তু Q_1 বিন্দুর পর গড় উৎপন্ন রেখা প্রান্তিক উৎপন্ন রেখার উপরে রহিয়াছে, অর্থাৎ, শ্রমের গড় উৎপন্ন, প্রান্তিক উৎপন্নের বেশি। প্রকৃতপক্ষে, শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের রেখাটি শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধির ফলে মোট উৎপন্নের বৃদ্ধির যথার্থ হার নির্দেশ করিতেছে।

এই পর্যায়ে Q_1 বিন্দু পর্যন্ত, পরিবর্তনীয় এককটির (শ্রমের) **গড় উৎপন্ন ক্রমবর্ধমান।** Q_1 বিন্দুর সমরেখার উপরে Q বিন্দুটি মোট উৎপন্ন রেখার উপরে অবস্থিত। এই বিন্দু পর্যন্ত **মোট উৎপন্ন ক্রমবর্ধমান।** এই পর্যায়ে, পরিবর্তনীয় কারকটির পঞ্চম **একক পর্যন্ত** (প্রান্তিক উৎপন্নরেখার উপর R বিন্দু) **উহার প্রান্তিক উৎপন্নও ক্রমবর্ধমান।** সুতরাং, এই পর্যায়ে দেখা যাইতেছে যে, পরিবর্তনীয় এককটির নিয়োগ বৃদ্ধির দরুন মোট উৎপন্ন, প্রান্তিক উৎপন্ন ও গড় উৎপন্ন সকলই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার ক্ষীয়মাণ উৎপন্নবিধির ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের পর্যায। এই পর্যায়ে ইহা **ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি[26]** নামে পরিচিত।

ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধি ও ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের কারণ : অন্যান্য কারকসমূহের নিয়োগ এবং যন্ত্রকৌশল প্রভৃতি অপরিবর্তিত রাখিয়া, একটিমাত্র কারকের নিয়োগ বাড়াইতে থাকিলে, পরিবর্তনীয় কারকটির প্রান্তিক ও গড় উৎপন্ন প্রধানত দুইটি কারণের দরুন বৃদ্ধি পায়। প্রথমত, ইহাতে উৎপাদনেব মাত্রা বৃদ্ধি পায়[27] বলিয়া উৎপাদক প্রতিষ্ঠানটি অধিকতর পরিমাণে **বৃহদায়তনে উৎপাদনের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচগুলি** ভোগ করিতে সমর্থ হয়। ইহাতে প্রান্তিক ও গড় উৎপন্ন বাড়িতে থাকে এবং উহার দরুন পণ্যের প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন খরচ কমিতে থাকে। দ্বিতীয়ত, **পরিবর্তনীয় উপাদানটির অধিক নিয়োগের দরুন অপরিবর্তিত বা স্থিয় কারকটির বা কারকগুলির[28]** [যথা, পুঁজি অর্থাৎ বৃহৎ যন্ত্রাদি কিংবা ভূমি (আমরা যাহাকে শ্রম নামক উপাদান বা কারক বলিয়াছি)] **অধিকতর সার্থক ব্যবহার ঘটে।** যেমন, আমাদের দৃষ্টান্তে যখন ৩ বিঘা জমিতে ৫ জন শ্রমিক নিযুক্ত হইতেছে, তখনই ঐ জমির সর্বাধিক দক্ষ ব্যবহার ঘটিতেছে। উহার আগে, জমির তুলনায় শ্রমের পরিমাণ কম থাকায় জমিটির, অর্থাৎ স্থির কারকটির সর্বাধিক দক্ষ ব্যবহার ঘটিতেছিল না বলিয়া গড় ও প্রান্তিক উৎপন্ন কম ছিল। এইরূপে অপরিবর্তিত কারকগুলির সহিত সামান্য পরিমাণে পরিবর্তনীয় কারকটি ব্যবহৃত হইল, অপরিবর্তিত কারক বা কারকগুলির উৎপাদনক্ষমতা যথার্থরূপে ব্যবহৃত হয না বলিয়া পরিবর্তনীয় উপাদানটির প্রান্তিক এবং গড় উৎপন্ন উভয়ই কম থাকে। এবং ঐ অবস্থায় যতই পরিবর্তনীয় কারকটি অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে থাকে, ততই সকল কারকগুলির সংমিশ্রণটি[29]

---

25. Stage I. 26. Law of Increasing Returns.
27. Increase in the scale of production.
28. Fixed input or inputs or 'lumpy' factor or factors.
29. Combination.

উৎকৃষ্টতর হইতে থাকে এবং অপরিবর্তিত কারকগুলির উৎপাদনক্ষমতা অধিকতর ব্যবহৃত হইতে থাকে এবং উহার ফলে পরিবর্তনীয় কারকটির প্রান্তিক ও গড় উৎপন্ন বাড়িতে থাকে। যখন ইহা ঘটে তখনই উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান উৎপন্নবিধিটি দেখা দেয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত অপরিবর্তিত কারকগুলির সহিত ব্যবহৃত পরিবর্তনীয় কারকটি অধিকতর নিয়োগের ফলে এরূপভাবে প্রান্তিক ও গড় উৎপন্ন বাড়িতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধিটিও কার্যকর থাকে। অবশেষে একসময়ে পরিবর্তিত কারকটির নিয়োগ এরূপ বৃদ্ধি পায় যে অপরিবর্তিত বা স্থির কারকসমূহের সহিত উহার সংমিশ্রণ উৎকৃষ্টতর হইতে উৎকৃষ্টতম সংমিশ্রণে[30] পরিণত হয়। তখনই প্রান্তিক উৎপন্ন সর্বাধিক হয় (R বিন্দু)। ইহার পর পরিবর্তনীয় কারকটির নিয়োগের পরিমাণ আরও বাড়ান হইলে, স্থির ও পরিবর্তনীয় কারকগুলির সংমিশ্রণটি আর শ্রেষ্ঠতম থাকে না; উহা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে। ইহার দরুন প্রথমে প্রান্তিক ও পরে গড় উৎপন্ন কমিতে আরম্ভ করে এবং ক্রম-বর্ধমান উৎপন্ন বিধির ক্রিয়া শেষ হয়। সুতরাং যাহা ক্রমবর্ধমান উৎপন্নবিধি নামে পরিচিত তাহা প্রকৃত পক্ষে পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি বা অনানুপাতিক উৎপন্নের বিধি বা ক্ষীয়মাণ উৎপন্নের বিধিটিরই অন্যতম পর্যায় মাত্র।

তবে, **যদি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় সকল উপাদান বা কারকগুলি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহা হইলে,** কারকগুলির নির্দিষ্ট অনুপাত বজায় রাখিয়া উহাদের সকলগুলির নিয়োগ সমান মাত্রায় বাড়ান সম্ভব হইলে, **মোট, প্রান্তিক এবং গড় উৎপন্নও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে পারে।**

ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধিটি কার্যকর থাকাকালে প্রান্তিক ও গড় উৎপন্ন বাড়িতে থাকে বলিয়া, যে অনুপাতে পরিবর্তনীয় কারকটির নিয়োগ বাড়ে তদপেক্ষা অধিক অনুপাতে মোট উৎপন্ন বাড়ে বলিয়া প্রান্তিক ও গড় ব্যয় কমিতে থাকে। এজন্য ইহাকে **ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন ব্যয়ের বিধিও বলে।**[31]

দ্বিতীয় পর্যায়[32]ঃ ক্ষীয়মাণ গড় উৎপন্নঃ Diminishing Returns

১১·১ নং রেখাচিত্রে Q_1 বিন্দু হইতে দক্ষিণে গড় উৎপন্ন রেখা ক্রমশ নিচের দিকে নামিতেছে। উপরে মোট উৎপন্ন রেখাও D বিন্দু হইতে নিম্নমুখী হইয়াছে। অর্থাৎ ইহার পর মোট উৎপন্নও কমিতেছে (পরিবর্তনীয় কারক শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধি সত্ত্বেও)। Q_1 ও D, এই দুইটি বিন্দুর মধ্যবর্তী পর্যায় হইতেছে ক্ষীয়মাণ গড় উৎপন্নের পর্যায়। এই পর্যায়ে প্রান্তিক উৎপন্ন রেখা গড় উৎপন্ন রেখার নিচে রহিয়াছে অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপন্ন গড় উৎপন্ন অপেক্ষা কম।

তৃতীয় পর্যায়[33]ঃ ক্ষীয়মাণ মোট উৎপন্ন

এই পর্যায়ে মোট উৎপন্ন ক্রমাগত কমিতেছে। D বিন্দু হইতে মোট উৎপন্ন রেখা দক্ষিণে নিচে নামিতেছে। ইহার কারণ লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, প্রান্তিক উৎপন্ন রেখা ঐ সময় সমান্তরাল অক্ষরেখা Ob-কে K বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। অর্থাৎ K বিন্দুতে পরিবর্তনীয় কারক শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্ন শূন্যে (o) পরিণত হইয়াছে এবং উহার পর প্রান্তিক উৎপন্ন রেখাটি Ob সমান্তরাল অক্ষরেখার নিচে আরও নামিয়া যাইতেছে। অর্থাৎ তখন প্রান্তিক উৎপন্ন ঋণাত্মক[34] (—) হইয়া পড়িয়াছে।

ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক (ও গড়) উৎপন্নবিধি এবং উহার কারণ[35]

অন্যান্য কারক বা উপাদানসমূহের নিয়োগ এবং যন্ত্রকৌশল প্রভৃতি অপরিবর্তিত

30. Best or Optimum Combination of fixed and variable inputs.
31. Law of Decreasing Costs. 32. Stage II. 33. Stage III.
34. Negative.
35. The law of Diminishing Marginal (and Average) Returns and its causes.

রাখিয়া কোন একটি কারক বা উপাদানের নিয়োগ ক্রমাগত বাড়ান হইলে, কিছুকাল পরে (শেষ পর্যন্ত) প্রথমে প্রান্তিক উৎপন্ন কমিতে আরম্ভ করে (১১·১ নং রেখাচিত্রে R বিন্দুর পরে উহা নিচে নামিতেছে)। উহার দরুন মোট উৎপন্ন বৃদ্ধির হার কমিতে আরম্ভ করে (১১·১ নং সারণীতে ৫ম একক নিয়োগের পর মোট উৎপন্ন রেখার ঢাল কমিয়াছে), ইহার পর গড় উৎপন্ন কমিতে আরম্ভ করে (১১·১ নং রেখাচিত্রে গড় উৎপন্ন রেখা, Q_1 বিন্দু হইতে নিচের দিকে নামিতেছে) এবং পরিশেষে মোট উৎপন্নও হ্রাস পাইতে শুরু করে (১১·১নং রেখাচিত্রে মোট উৎপন্ন রেখা D বিন্দুর পর হইতে নিচের দিকে নামিতেছে),— ইহাই ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক (ও গড়) উৎপন্ন বিধির মূল বক্তব্য॥ সুতরাং ইহা পরিবর্তনীয় অনুপাত বিধি বা অনানুপাতিক উৎপন্নবিধিরই একটি বিশেষ পর্যায় মাত্র।

অন্যান্য অপরিবর্তিত কারকসমূহের সহিত ব্যবহৃত একটি পরিবর্তিত কারকের নিয়োগ যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই প্রথম দিকে উভয়ের সংমিশ্রণ পূর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হওয়ার দরুন প্রান্তিক, গড় ও মোট উৎপন্ন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়িতে থাকে। এই-ভাবে পরিবর্তনীয় কারকের নিয়োগ বৃদ্ধির ফলে একসময়ে অপরিবর্তিত ও পরিবর্তিত কারকসমূহের সংমিশ্রণটি সর্বোত্তম সংমিশ্রণে[36] পরিণত হয়। তখনই প্রান্তিক উৎপন্ন সর্বাধিক ও মোট উৎপন্ন বৃদ্ধির হার সর্বাধিক হয়॥ কিন্তু উহার পর পরিবর্তনীয় কারকটি আরও বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে থাকিলে, অপরিবর্তিত কারকসমূহের সহিত অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে পরিবর্তনীয় কারকটির ব্যবহার ঘটিতে থাকায়, উভয় প্রকার কারকের সংমিশ্রণটি আর সর্বোত্তম থাকে না, পুনরায় নিকৃষ্টতর হইতে থাকে। ইহার ফলে প্রথমে প্রান্তিক ও পরে গড় উৎপন্ন এবং শেষে মোট উৎপন্ন পর্যন্ত কমিতে আরম্ভ করে। অর্থাৎ কারকগুলির সংমিশ্রণটি আর সঠিক থাকে না, নির্দিষ্ট পরিমাণ অপরিবর্তিত কারকের সহিত ক্রমাগত অধিক পরিমাণে পরিবর্তনীয় কারক নিয়োগের ফলে উহাদের সংমিশ্রণটি ক্রমেই অধিকতর অনুপযোগী হইয়া পড়ে। ইহার অর্থ এই যে, একটি বা একাধিক কারক অপরিবর্তিত রাখিয়া কোন একটি কারক অধিক পরিমাণে ব্যবহারের তাৎপর্য হইল, কতকগুলি কারক নিয়োগ না বাড়াইয়া, তৎপরিবর্তে কোন একটি বা আর কয়েকটি কারক অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হইতেছে, অর্থাৎ এখানে একটি বা কয়েকটি কারকের কাজ অপর একটি বা অপর কয়েকটি কারকের দ্বারা সম্পাদন করার চেষ্টা চলিতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে একটি কারকের পরিবর্তে অপরটি খানিক পরিমাণে ব্যবহার করা চলে, কিন্তু বেশি ব্যবহার চলে না। তাহা যদি সম্ভব হইত তবে ঐ কারকগুলিকে পৃথক কারক গণ্য না করিয়া একটি কারক হিসাবেই গণ্য করা যাইত। পৃথক কারকগুলি পরস্পরের কাজ কিছুটা হয়ত সম্পাদন করিতে পারে কিন্তু উহারা পরস্পরের নিখুঁত পরিবর্তক[37] নহে। অধ্যাপিকা জোয়ান রবিনসনের ভাষায়, কারক বা উপাদানগুলির পরস্পরের পরিবর্তকতা অস্থিতিস্থাপক (স্থিতিস্থাপকতা ১-এর কম) বলিয়াই, শেষ পর্যন্ত পরিবর্তনীয় কারকের প্রান্তিক ও গড় উৎপন্ন হ্রাস পায়।

একটি কারকের পরিবর্তে অপর কোন কারক বেশি ব্যবহারের প্রয়োজন তখনই দেখা দেয় যখন কোন একটি কারকের যোগান সীমাবদ্ধ বা স্বল্প হইয়া পড়ে[38] এবং উহার দরুন ঐ কারকের দাম বৃদ্ধি পায়। তখন উৎপাদন খরচ কমাইবার তাগিদে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান দামী অর্থাৎ স্বল্প কারকটি (যেমন, জমি) বেশি ব্যবহার না করিয়া উহার পরিবর্তে সস্তা অর্থাৎ সুলভ কারকটি (যেমন, শ্রম) বেশি করিয়া ব্যবহারের চেষ্টা করে। স্বল্পকালীন সময়েই এক বা একাধিক কারকের যোগান এইরূপ সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে।

36. Optimum Combination. 37. Perfect substitutes.
38. Scarcity or non-availability of an input.

সুতরাং স্বল্পকালীন সময়েই একটির পরিবর্তে অপর কারক ব্যবহারের প্রয়োজন বেশি হয়। অতএব ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক ও গড় উৎপন্নবিধি সচরাচর স্বল্পকালীন সময়েই দেখা দেয়। দীর্ঘকালীন সময়ে সকল কারকই পরিবর্তনীয় হইয়া পড়ে, কারণ উৎপাদক প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকালীন সময়ে সকল কারকের নিয়োগই বাড়াইতে সক্ষম। এজন্য ক্ষীয়মাণ উৎপন্নের বিধিটি দীর্ঘকালীন সময়ে কার্যকর থাকে না।

ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক ও গড় উৎপন্নের দরুন যে অনুপাতে পরিবর্তনীয় কারকগুলির নিয়োগ ও সেজন্য উৎপাদন খরচ বাড়ে, সে অনুপাতে মোট উৎপন্ন বাড়ে না বলিয়া, প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন খরচ বাড়িতে থাকে। এজন্য ইহাকে **ক্রমবর্ধমান উৎপাদন খরচ বিধিও বলে।**

ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানিগণ মনে করিতেন, যেহেতু সকল উপাদানের মধ্যে জমির যোগানই সর্বাধিক সীমাবদ্ধ, সেহেতু ক্ষীয়মাণ উৎপন্নবিধিটি কৃষির ক্ষেত্রেই প্রধানত প্রযোজ্য। শিল্পে ততটা নহে। কিন্তু বর্তমানে এ ধারণা পরিত্যক্ত হইয়াছে। উৎপাদনের যে কোন ক্ষেত্রে, তাহা শিল্পই হোক অথবা কৃষিই হোক, যেখানে যখনই কোন না কোন একটি বা কয়েকটি কারকের যোগান সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িবে, সেখানে তখনই সাময়িকভাবে, অর্থাৎ স্বল্পকালের জন্য ক্ষীয়মাণ উৎপন্নের বিধিটি কার্যকর হইবে।

তাহা ছাড়া মার্শাল প্রভৃতির আর একটি ধারণা ছিল যে, সকল উৎপাদন ক্ষেত্রেই ক্রমবর্ধমান ও ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধি দুইটির ক্রিয়া পাশাপাশি চলিতে থাকে[39] এবং উহাদের মধ্যে যেটি অধিক শক্তিশালী শেষ পর্যন্ত উহাই বলবৎ হয়। এই ধারণাও বর্তমানে পরিত্যক্ত হইয়াছে। সমকালীন অর্থবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, এই দুইটি বিধি দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক পরিস্থিতির ফল। সুতরাং উহাদের পাশাপাশি সমান্তরাল অবস্থিতির কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

(উৎপাদন মাত্রার) সমানুপাতিক উৎপন্নবিধি[40]: Constant Returns

উৎপাদন-মাত্রা বৃদ্ধি করিতে গিয়া সকল উপাদান বা কারক যদি প্রয়োজনীয় পরিমাণে পাওয়া যায় ও সংগ্রহ করা যায় (অর্থাৎ উহাদের কোনটির যদি স্বল্পতা না থাকে), উহাদের সকল এককের দক্ষতা যদি একরূপ থাকে, এবং উহাদের সবগুলিই যদি প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিমাণে লভ্য হয় (অর্থাৎ কোনটিরই যদি 'অবিভাজ্যতা' না থাকে), এবং উহাদের পরস্পর পরিবর্তকতা যদি নিখুঁত হয় (অর্থাৎ, কারকগুলির পরিবর্তক স্থিতিস্থাপকতা যদি ১-এর সমান হয়) তবে, যে অনুপাতে সকল কারকগুলির নিয়োগ বাড়ান যাইবে, ঠিক সেই অনুপাতে প্রান্তিক এবং গড় উৎপন্ন ও সে কারণে, মোট উৎপন্নও বাড়িবে। অর্থাৎ, কারকগুলির নিয়োগ বৃদ্ধির সমান অনুপাতে প্রান্তিক, গড় ও মোট উৎপন্ন বাড়িবে। ইহাই সমানুপাতিক উৎপন্নবিধি। ইহাতে মোট উৎপন্ন রেখা উপাদান বা কারক নিয়োগ বৃদ্ধির সম অনুপাতে ক্রমাগত সম্প্রসারিত হইতে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে উৎপাদন অপেক্ষক[41]টি (অর্থাৎ উপাদানসমূহের সহিত উৎপন্নের ক্রিয়াগত সম্পর্কটি)-কে 'সম জাতীয় সম্প্রসারণশীল[42] বলা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে মোট উৎপন্ন রেখাগুলি সর্বদাই দুইটি অক্ষ-রেখার মিলন বিন্দু 'O' হইতে উৎপন্ন হইয়া সরলরেখারূপে দক্ষিণে উপরের দিকে উঠিতে থাকে। বাস্তবে, উৎপাদন-অপেক্ষকটি এরূপ সমজাতীয় সম্প্রসারণশীল হয় কিনা তাহা বিতর্কের বিষয় হইলেও (অর্থাৎ বাস্তব জগতে সমানুপাতিক উৎপন্নবিধি দেখা যায় কিনা সন্দেহ), অর্থবিদ্যার বিশ্লেষণমূলক কাজে ইহা একটি অত্যন্ত কার্যোপযোগী ধারণা বা হাতিয়ার।

39. 'The two laws are parallel.'
40. Law of Constant Returns to scale. 41. Production Function.
42. 'Linearly homogeneous'.

উৎপাদন মাত্রা বৃদ্ধি সত্ত্বেও প্রান্তিক ও গড় উৎপন্ন একরূপ থাকিলে (অর্থাৎ সর্বদা একই হারে বাড়িলে), প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন ব্যয়ও একরূপই থাকে। সেজন্য এই বিধিটি **সমানুপাতিক উৎপাদন খরচ বিধি** নামেও পরিচিত।

২. উৎপাদনের খরচ
COST OF PRODUCTION

উৎপাদন তত্ত্বের আলোচনায় পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধিটি কিভাবে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন মাত্রায় উৎপাদনের ব্যয়ের তারতম্য ঘটায়, তাহা আমরা দেখিয়াছি। কারক বা উপাদানের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে কিভাবে নির্দিষ্ট ব্যয় দ্বারা উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা ও উহাদের দাম অনুযায়ী কারক-গুলির সর্বনিম্ন ব্যয়-সূচক সংমিশ্রণ[43] অনুসন্ধান ও নিয়োগ করে, উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আচরণের এই বিশ্লেষণও আমরা উহা হইতে দেখিয়াছি। পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধিটিই প্রকৃতপক্ষে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদন খরচের (বিভিন্ন উৎপাদনের মাত্রায়) নিয়ন্ত্রক শক্তি।

উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির লক্ষ্য সর্বাধিক মুনাফা উপার্জন। একারণে বাজারে উহারা যে কোন পণ্য কি পরিমাণে সরবরাহ করিবে তাহা নির্ভর করে পণ্যটির বাজার দাম এবং ঐ পরিমাণ উৎপাদনের খরচের উপর। নির্দিষ্ট বাজার দাম ও পণ্যটি উৎপাদন ও সরবরাহের খরচ,—এই দুইটি বিষয়ের দ্বারাই উৎপাদন করা হইবে কি না, উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ান হইবে না কমান হইবে, শিল্পক্ষেত্রটিতে প্রবেশ করিবে কি না কিংবা উহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন শিল্পে যোগ দিবে কি না,—প্রত্যেক উৎপাদক প্রতিষ্ঠান এসকল সিদ্ধান্ত নেয়। অর্থাৎ, যে কোন পণ্যের যোগান যেমন বাজার দাম, তেমনি উৎপাদন খরচের উপরও নির্ভর করে। সুতরাং যোগানের বহুবিধ পরিস্থিতির উপর আলোকপাত করা প্রধানত উৎপাদন খরচের দ্বারাই সম্ভব। এজন্য আমরা এবার উৎপাদন খরচের আলোচনা করিয়া, উহার পর যোগানের আলোচনা করিব।

উৎপাদন খরচের তিনটি ধারণা
THREE CONCEPTS OF COSTS

আর্থিক খরচ, প্রকৃত খরচ এবং সুযোগ খরচ বা বিকল্প খরচ—এই তিনটি অর্থে 'উৎপাদনের খরচ' কথাটি অর্থবিদ্যায় ব্যবহৃত হয়।

১. উৎপাদনের আর্থিক খরচ[44]: যে কোন পণ্য উৎপাদন করিতে গেলে নানাবিধ উপাদানের সেবা বা কারকসমূহ (যথা, কাঁচামাল, দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রম, যন্ত্রপাতি, ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি) সংগ্রহ ও ব্যবহার করিতে হয়। যে কোন পণ্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করিতে হইলে, সে উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কারকগুলি প্রয়োজনীয় পরিমাণে কিনিতে যে মোট অর্থ ব্যয় হয়, তাহাই ঐ পরিমাণ পণ্য উৎপাদনের মোট আর্থিক খরচ। শ্রমের পারিশ্রমিক মজুরি, জমি ব্যবহারের দাম খাজনা, পুঁজির পারিশ্রমিক সুদ ও উদ্যোক্তার পুরস্কার স্বাভাবিক মুনাফা—সকলেই মোট আর্থিক উৎপাদনের খরচের অন্তর্গত।

মোট আর্থিক খরচ বলিতে যে সকল ব্যয় ধরা হয়, উহাদের মধ্যে কতকগুলি স্পষ্ট[45] এবং কতকগুলি গূঢ়[46] (অর্থাৎ স্পষ্টত আর্থিক ব্যয় বলিয়া বুঝা যায় না এরূপ) থাকিতে পারে। যে সকল কারকগুলি সরাসরি খরিদ করা হয়, উহাদের দরুন ব্যয় হইল স্পষ্ট খরচ[47]; যেমন মজুরি, সুদ, খাজনা ইত্যাদি। কিন্তু যাহা বাজার হইতে কিনিয়া ব্যবহার করিতে হয় নাই, (যেমন, উৎপাদকের নিজের শ্রম, তাহার নিজের পুঁজি

43. Least Cost combination of inputs 44. Money Cost of Production.
45. Explicit. 46. Implicit. 47. Fxplicit Costs.

ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে উহার সুদ কিংবা তাহার নিজের বাড়ী বা জমি উৎপাদনে ব্যবহৃত হইলে উহার খাজনা প্রভৃতি) উহাদের সেবার মূল্য, যাহা উৎপাদনে ব্যবহার করা হইয়াছে বটে, কিন্তু বাজার হইতে কিনিয়া ব্যবহার করিতে হয় নাই বলিয়া কোন স্পষ্ট আর্থিক খরচ হয় নাই, কিন্তু ঐগুলি না থাকিলে উহা কিনিতে হইত,—এসকল কারকের দরুন ব্যয় হইতেছে গূঢ় বা অপ্রকাশিত খরচ[৪৮]।

অর্থবিজ্ঞানীরা স্পষ্ট এবং গূঢ়, সকল খরচগুলিই, উৎপাদনের আর্থিক খরচ বলিয়া গণ্য করেন। কিন্তু হিসাবরক্ষকগণ[৪৯] শুধু স্পষ্ট খরচগুলিকেই উৎপাদনের আর্থিক খরচ বলিয়া গণ্য করেন; গূঢ় খরচগুলিকে তাঁহারা উৎপাদনের আর্থিক খরচ বলিয়া গণ্য করেন না।

স্বাভাবিক মুনাফাকে উৎপাদনের (আর্থিক) খরচের মধ্যে ধরা হয় এই কারণে যে, তাহা উদ্যোক্তাকে দেওয়া না হইলে, সে উৎপাদনের ভার আদৌ গ্রহণ করিবে না এবং ফলে উৎপাদন আদৌ ঘটিবে না।

আর্থিক খরচ কিসের দ্বারা নির্ধারিত হয়?ঃ শ্রম, পুঁজি ইত্যাদির কারকগুলির কিনিতে যে অর্থ লাগে, অর্থাৎ মজুরি, সুদ, প্রভৃতির দরুন যে খরচ হয় তাহা উৎপাদনের আর্থিক খরচ। কিন্তু কারকগুলির এই দাম বাবদ উৎপাদনের যে আর্থিক খরচ হইতেছে তাহা কোন্ মৌলিক বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত হইতেছে? এই জিজ্ঞাসা অর্থবিজ্ঞানীদের অনেক দিন ধরিয়াই চঞ্চল করিয়াছে। ইহার তিনটি উত্তর আছে। একটি হইতেছে, আর্থিক খরচ উৎপাদনের প্রকৃত খরচ দ্বারা নির্ধারিত হয়। অপরটি হইতেছে, আর্থিক খরচ সুযোগ বা বিকল্প খরচের দ্বারা নির্ধারিত হয়। তৃতীয় মতটি এই যে, উৎপাদনে ব্যবহৃত শ্রমের সমষ্টিই উৎপাদনের খরচ নির্ধারণ করে। ইহা মূল্যের শ্রম তত্ত্ব[৫০] নামে পরিচিত।

২. উৎপাদনের প্রকৃত খরচ[৫১]ঃ মার্শাল প্রমুখ নয়া-ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানিগণের মতে উৎপাদনের প্রকৃত খরচ দ্বারা উহার আর্থিক খরচ নির্ধারিত হয়। মার্শালের ভাষায় পণ্য উৎপাদনের প্রকৃত খরচ হইলঃ "ইহা উৎপাদন করিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যত বিভিন্ন প্রকারের শ্রম ব্যবহার করিতে হয়; তৎসহ ইহা উৎপাদন করিতে যে পুঁজি ব্যবহার করা হয় তাহা সঞ্চয় করিতে যে মিতাচার[৫২] বা অপেক্ষার[৫৩] প্রয়োজন হইয়াছিলঃ এই সকল যাবতীয় প্রচেষ্টা[৫৪] ও ত্যাগের[৫৫] সমষ্টিই হইল পণ্যটি **উৎপাদনের প্রকৃত খরচ**।"[৫৬] এককথায় উৎপাদনে উহাদের সেবা যোগাইতে গিয়া কারকগুলির বা উপাদানগুলির যে **উপযোগ-বিলয়**[৫৭] ঘটে তাহাই উৎপাদনের প্রকৃত খরচ এবং কারকগুলির সেবার দাম, অর্থাৎ উৎপাদনের আর্থিক খরচ এই প্রকৃত খরচের আনুপাতিক। বলা বাহুল্য, প্রকৃত খরচের এই ধারণাটি দর্শনশাস্ত্রের আত্মসুখবাদ[৫৮] নামক মতবাদের কতকগুলি মনোগত ধারণার[৫৯] উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃত খরচের এই তত্ত্ব অনুযায়ী জমি প্রকৃতির দান বলিয়া উহার ব্যবহারের কোন প্রকৃত খরচ নাই, কারণ উহা যোগাইতে কাহারও উপযোগ-বিলয় ঘটে না। আধুনিক কোন অর্থবিজ্ঞানী এই মত সমর্থন করেন না। কারণ, ময়লা পরিষ্কার ইত্যাদি অনেক ধরনের কাজ আছে যাহা শুধু বিরক্তিকরই নহে, বিপজ্জনকও বটে, অথচ ঐ সকল কাজের প্রকৃত খরচ অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও, উহাদের পারিশ্রমিক সামান্য। তাহা ছাড়া

---

48. Implicit Costs. 49. Accountants. 50. Labour theory of value.
51. Real Cost of Production. 52. Abstinence. 53. Waiting.
54. Efforts. 55. Sacrifice.
56. "The exertions of all the different kinds of labour that are directly or indirectly involved in making it; together with the abstinences or rather the waitings required for saving the Capital used in making it: all these efforts and sacrifices together will be called the real cost of production of the commodity."—Marshall.
57. Disutility. 58. Hedonistic philosophy. 59. Psychological concepts.

উপযোগের পরিমাপই যদি সম্ভব না হয়, তবে উপযোগ-বিলয়ের পরিমাপই বা কিরূপে সম্ভব? সুতরাং প্রকৃত খরচ দ্বারা উৎপাদনের আর্থিক খরচ নির্ধারিত হয় না।

৩. **সুযোগ খরচ, ক্ষেত্রান্তর খরচ বা বিকল্প খরচ**[৬০]: উৎপাদনের উপাদানগুলির বহু বিকল্প ব্যবহার[৬১] সম্ভব (অর্থাৎ একই উপাদান নানা প্রকার পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার করা যায়) কিন্তু উহাদের যোগান স্বল্প। সুতরাং যে কোন একটি পণ্য উৎপাদনে নির্দিষ্ট কারকসমষ্টি ব্যবহার করিলে ঐ পণ্যটি উৎপাদিত হয় বটে কিন্তু উহাদের দ্বারা আর যে সকল পণ্য উৎপাদন করা যাইত তাহা আর কখনও পাইবার উপায় থাকে না, সে সকল পণ্য হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইতে হয় বা উহা চিরতরে ত্যাগ করিতে হয়। অতএব কোন পণ্য উৎপাদন করার অর্থই হইতেছে, কারক বা উপাদানগুলির একটি নির্দিষ্ট ব্যবহার বাছিয়া লওয়া এবং উহাদের অনুরূপ ব্যবহার, অর্থাৎ অন্যান্য পণ্য উৎপাদনের সুযোগ ত্যাগ করা। এই অবস্থায় যাহা উৎপন্ন হইল না কিন্তু হইতে পারিত, তাহাই, যাহা উৎপন্ন হইল তাহার খরচ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।[৬২] নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম, পুঁজি ইত্যাদি কারকসমষ্টি দিয়া একটি বাড়ী অথবা ২টি মোটরগাড়ী নির্মাণ অথবা ১০০০ মণ ধান উৎপাদন করা যায়। ইহাদের যে কোন একটি উৎপাদন করিতে গেলে বাকি দুইটি বাদ দিতেই হইবে। সুতরাং একটি বাড়ী নির্মাণের আসল খরচ হইল অনুৎপাদিত ২টি মোটর গাড়ী কিংবা অনুৎপাদিত ১০০০ মণ ধান। ইহাদের মধ্যে মোটর গাড়ী দুইটির মূল্য যদি ৫০ হাজার টাকা হয়, এবং ১০০০ মণ ধানের দাম যদি ৬০ হাজার টাকা হয়, তবে, বাড়ীটির উৎপাদন (অথাৎ নির্মাণের) খরচ অন্ততঃ ৬০ হাজার টাকাই গণ্য করিতে হইবে। কারণ, এই অবস্থায় বাড়ীটি নির্মিত না হইলে উপাদানগুলি অবশ্যই ১০০০ মণ ধান উৎপাদনে নিযুক্ত হইত, কারণ উহাতেই সর্বাধিক আয় (৬০ হাজার টাকা) উপার্জিত হইত। ইহাই বাড়ী তৈয়ারিতে নিযুক্ত উপাদান বা কারকগুলির নিকটতম পরবর্তী বিকল্প ব্যবহারের সুযোগ ক্ষেত্র ছিল। অতএব, যে বাড়ীটি নির্মিত হইল উহার উৎপাদন খরচ হইল, উহার উৎপাদনে নিযুক্ত কারকগুলি যে 'নিকটতম সর্বোত্তম বিকল্প'[৬৩] পণ্যটি উৎপাদন করিতে পারিত অথচ যাহা উৎপন্ন হইল না তাহার পরিমাণ বা মূল্য।

আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীর কথায়: "কারকের নির্দিষ্ট প্রান্তিক পরিমাণ দ্বারা পরবর্তী নিকটতম বাঞ্ছিত পণ্য যথা Y, যে পরিমাণে উৎপাদন করা যাইত, তাহাই সমাজের নিকট যে কোন নির্দিষ্ট পণ্য X-এর একটি একক উৎপাদনের খরচ।"[৬৪] ইহাই সুযোগ খরচ, ক্ষেত্রান্তর খরচ অথবা বিকল্প খরচ নামে পরিচিত।

ভোগকারীরা যখন কোন একটি পণ্য না কিনিয়া অপর কোন একটি পণ্য ক্রয় করে, শ্রমিকরা যখন একটি কাজে যোগদান না করিয়া অপর একটি কাজে যোগ দেয়, কারবারীরা যখন একটি পণ্যের উৎপাদনের পরিবর্তে অপর একটি পণ্য উৎপাদন করা স্থির করে, সাধারণ মানুষ যখন আয়ের একটি অংশ ভোগের পরিবর্তে সঞ্চয় করা স্থির করে, বিনিয়োগকারীরা যখন কোন্ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করিবে ও কোন্ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করিবে না তাহা স্থির করে,—ইহাদের সকল ক্ষেত্রেই সুযোগ খরচের তত্ত্বটি প্রতিফলিত হয়।

এক প্লেট খাবারের পরিবর্তে যদি ঐ অর্থ দিয়া ক্রেতা একগুচ্ছ ফুল কিংবা একখানি কবিতার বই ক্রয় করে তবে বুঝিতে হইবে, এক প্লেট খাবার হইতে যে তৃপ্তি সে

60. Opportunity Cost or Transfer Cost or Alternative Cost.
61. Alternative uses. 62. 'Cost of the born is the unborn'.
63. Next best alternative.
64. "....the cost to the society of producing a unit of any given product X, is the amount of the next most desirable product, say Y, which could be produced with the given marginal amount of input."—H. H. Liebhafsky.

লাভ করিতে পারিত তাহাই তাহার নিকট ঐ পুষ্পগুচ্ছ বা পুস্তকখানির (সুযোগ) খরচ। অর্থাৎ সে প্রকৃত পক্ষে এক প্লেট খাবার খরচ করিয়া (ভোগ না করিয়া) ফুলগুলি বা বইখানি পাইয়াছে। তেমনি কোন শ্রমিক যদি ইস্পাত কারখানায় কাজের সুযোগ গ্রহণ না করিয়া চটকলে কাজ নেয় তবে, ইস্পাত কারখানায় কাজটি নিলে সে যে মজুরি পাইত চটকলে তাহাকে নিয়োগ করিতে হইলে অন্তত সেই মজুরি তাহাকে দিতে হইবে। যে কারবারী হোটেল চালাইতে পারে, তাহাকে দিয়া মুদীখানা চালাইতে হইলে, উহার আয় হোটেল হইতে আয়ের কম হইলে চলিবে না। এক খাতক যে হারে সুদ দিতে রাজি, অপর কোন খাতককে ঋণ দিতে গেলে মহাজন তাহার কম সুদের হারে রাজি হইবে না।

যে কোন উপাদানই হোক না কেন, অন্যান্য নিয়োগের ক্ষেত্রে উহা যে সর্বাধিক পারিশ্রমিক উপার্জন করিতে পারে, যে কোন একটি নিয়োগের ক্ষেত্রে উহা সেই পরিমাণ পারিশ্রমিক না পাইলে তথায় কাজ করিতে রাজি হইবে না। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে, উপাদান-গুলির পারিশ্রমিক হইতেছে যে কোন উৎপাদন ক্ষেত্রে উহাদের নিযুক্ত রাখিবার দাম[৬৫] এবং তাহা উহাদের বিকল্প আয়ের দ্বারা, সুযোগ খরচের দ্বারা নির্ধারিত হয়। তেমনি, যে কোন উপাদান-নিয়োগকারী[৬৬]ও উপাদানগুলির জন্য অন্যান্য নিয়োগকারীরা যে দাম দিতেছে তাহাই তাহাকেও দিতে হইতেছে বলিয়া, উপাদানগুলি এমন পরিমাণে ও এরূপ-ভাবে সে ব্যবহার করে, যাহাতে উহারা অন্যান্য ক্ষেত্রে যতটুকু উৎপাদন করিতে পারিত, তাহার নিকটও ততটুকুই উৎপাদন করে, তাহার কম নহে। ভোগকারিগণের চাহিদা ও উহার পরিবর্তন অনুসারে, বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রে উপাদানগুলির ব্যবহার-প্রবাহের এরূপ জোয়ার-ভাঁটা ঘটে যে তাহার ফলে শেষ পর্যন্ত যে উৎপাদন ক্ষেত্রে যে কারকটি সর্বাধিক উপার্জন (ও উৎপাদন) করিতে পারে, সে কারকটি সেই উৎপাদন ক্ষেত্রে স্থান পায়।

সমালোচনাঃ সুতরাং সুযোগ খরচের ধারণাটি অর্থবিদ্যার অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। কিন্তু যেখানে বাছাইয়ের[৬৭] প্রশ্ন দেখা দেয়, সেখানেই সুযোগ খরচ, বিকল্প খরচের প্রশ্ন ওঠে, যেখানে কোন বিকল্প নাই, নিকটবর্তী অন্য কোন সুযোগ নাই, সেখানে সুযোগ খরচ তত্ত্বটি প্রযোজ্য হইতে পারে না। 'অত্যন্ত অধিক পরিমাণে বিশেষায়িত কারকগুলির'[৬৮] অনেক সময়ই অন্য কোন বিকল্প ব্যবহারের সুযোগ থাকে না বা পাওয়া কঠিন হয়। যাহার বিকল্প ব্যবহারের সুযোগ বড় নাই, তাহার সুযোগ খরচও নাই (এসকল স্থলে এরূপ বিশেষায়িত বা বিশিষ্ট কারককে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় আধুনিক কালে তাহা খাজনার সমতুল্য বলিযা গণ্য হয়)। তাহা ছাড়া সুযোগ খরচ তত্ত্বের আর একটি সীমাবদ্ধতা এই যে, পরোক্ষ অতি সূক্ষ্মভাবে ইহাতেও উপযোগের ধারণাটি ব্যবহৃত হইয়াছে। সরাসরি দুটি পণ্য যেখানে পরস্পরের পরিবর্তক, তথায় উহাদের প্রত্যক্ষ বস্তুগত তুলনা করা সম্ভব, কিন্তু বিভিন্ন পণ্যের তুলনা করিতে গেলে উহাদের আর্থিক মূল্যের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। ইহার অর্থ হইতেছে অর্থের দ্বারা উহাদের গুরুত্বের (অর্থাৎ উপযোগের) পরিমাপ করা হইতেছে বলিয়া পরোক্ষে স্বীকার করা। সুতরাং অর্থের দ্বারা উপযোগের পরিমাপ সম্ভব, এই ধারণা হইতে সুযোগ খরচ তত্ত্বটি মুক্ত নহে।

সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য যে, **সুযোগ খরচের তত্ত্বটি প্রতিযোগিতার অবস্থাতেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য।** প্রতিযোগিতা নিখুঁত না হইলে দাম প্রান্তিক খরচের বেশি হয়। ইহার অর্থ ঐ অবস্থায় দামা সুযোগ খরচ অপেক্ষা বেশি হয়। আবার প্রতিযোগিতার অবস্থাতেও যদি ভারসাম্য না থাকে[৬৯], তবে দাম (উপাদান ও পণ্যের) সুযোগ খরচ অপেক্ষা কম বা বেশি হইতে পারে। যদি ভারসাম্যের অভাবে উপাদানের দাম উহাদের সুযোগ

65. Retention price. 66. Employer of a factor. 67. Choice.
68. Highly specialised inputs. 69. "In a situation of disequilibrium.'

খরচ অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে উপাদানগুলি উহাদের বর্তমান কম পারিশ্রমিকের কাজ (বর্তমানে উহারা যে শিল্পে নিযুক্ত আছে তাহা) ত্যাগ করিয়া অধিকতর উপার্জনের সন্ধানে, সুযোগ আয় (খরচ) বা সর্বাধিক সম্ভব আয় উপার্জনের জন্য অন্যত্র চলিয়া যাইবে। সুতরাং এমনকি ভারসাম্য অবস্থায়ও যখন প্রতিযোগিতা কম বেশি নিখুঁত বা সম্পূর্ণ একমাত্র তখনই দাম সুযোগ খরচের সমান হয়।

কাল পর্যায় বিভাগ
CLASSIFICATION OF TIME PERIODS

অর্থবিজ্ঞানিগণের মধ্যে মার্শালই সর্বপ্রথম অর্থনীতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কাল পর্যায়ের বা সময় কালের বিভিন্ন বিভাগ প্রবর্তন করেন, কারণ তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, ভারসাম্য অবস্থার প্রকৃতি এবং উহাদের নির্ধারক বিষয়গুলি বিভিন্ন কাল পর্যায়ের বা সময়কালের দৈর্ঘ্য অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। মার্শাল কালকে চারিটি পর্যায়ে ভাগ করিয়াছিলেন ঃ অতি স্বল্পকালীন সময় বা বাজার-কাল; স্বল্পকালীন সময়; দীর্ঘকালীন সময়; এবং অতি দীর্ঘকালীন সময়। আমরা সংক্ষেপে উহাদের আলোচনা করিয়া প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য জানিয়া লইব।

ক. **অতি স্বল্পকালীন সময় বা বাজার-কাল**[৭০] ঃ যে সময়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান উহার উৎপাদন বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত করিতে পারে না, উহাই অতি স্বল্পকালীন সময় বা বাজার-কাল। এই সময়ে প্রত্যেকটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন ক্ষমতা. বাজারে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির মোট সংখ্যা এবং উৎপাদন ও যোগানের মোট পরিমাণ সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত থাকে।

খ. **স্বল্পকালীন সময়**[৭১] ঃ স্বল্পকালীন সময় বলিতে সময়ের এরূপ দৈর্ঘ্য বুঝায় যাহা উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উহার বিদ্যমান যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন ক্ষমতার সাহায্যে উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তন ঘটাইবার জন্য যথেষ্ট হইলেও, উহার উৎপাদন ক্ষমতায় পরিবর্তন ঘটাইবার জন্য (অর্থাৎ যন্ত্রপাতি কমাইবার বা বাড়াইবার পক্ষে) যথেষ্ট নহে। এই সময়ে কতকগুলি খরচ পরিবর্তনীয় কিন্তু আর কতকগুলি খরচ অপরিবর্তনীয় থাকে। বলা বাহুল্য. একটি শিল্পের পক্ষে যাহা স্বল্পকালীন সময় বলিয়া গণ্য তাহা ঐ শিল্পে উৎপাদনের অবস্থাগুলির উপর নির্ভর করে। সুতরাং এক ধরনের শিল্পে যাহা স্বল্পকালীন সময়, আর এক ধরনের শিল্পে তাহা দীর্ঘকালীন সময় বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধিটি স্বল্পকালীন সময়েই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এই সময়ে বাজারে বা শিল্পে নিযুক্ত উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকিলেও, এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি তথা সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা অপরিবর্তিত থাকিলেও, উহারা সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে উৎপাদনের পরিমাণ কমাইতে বা বাড়াইতে পারে। এজন্য এই সময়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকিলেও উহাদের সম্মিলিত সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতার সীমার মধ্যে বাজারের মোট যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিতে পারে।

গ. **দীর্ঘকালীন সময়**[৭২] ঃ যে সময়কাল এরূপ দীর্ঘ যে, তখন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান উহার উৎপাদন ক্ষমতার (অর্থাৎ যন্ত্রপাতির) পরিবর্তন দ্বারা উহার মোট উৎপন্নে পরিবর্তন ঘটাইতে পারে এবং একটি শিল্পে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির দ্বারা শিল্পটির সামগ্রিক উৎপাদন ক্ষমতা ও মোট উৎপন্নের সংকোচন সম্প্রসারণ ঘটিতে পারে, তাহাই দীর্ঘকালীন সময়। সুতরাং এই সময়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সকল খরচই পরিবর্তনীয়, স্থির খরচ বলিয়া কিছু নাই। এই সময়ে সামগ্রিকভাবে একটি শিল্পের বা

70. The Very Short-Run or Market-Period. 71. The Short Run.
72. The Long Period.

কয়েকটি শিল্পের একটি গোষ্ঠীর সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি ছাড়া আর সকলই পরিবর্তনীয়।

ঘ. অতি দীর্ঘকালীন সময় (যুগব্যাপীকাল)[৭৩]: যে সময়ে উৎপাদনের উপাদান-গুলির পরিবর্তন দ্বারা মোট উৎপন্নের পরিবর্তন ঘটিতে যে দীর্ঘ সময় লাগে, তাহাই অতি দীর্ঘকালীন সময়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যাগুলি অতি দীর্ঘকালীন সময়ের ভিত্তিতেই সাধারণ বিশ্লেষণ করা হয়।

উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের স্বল্পকালীন খরচসমূহ
FIRM'S COSTS IN THE SHORT-RUN

স্বল্পকালীন মোট খরচ=স্থির খরচ+পরিবর্তনীয় খরচ
SHORT-RUN TOTAL COST=FIXED COST+VARIABLE COST

স্বল্পকালীন সময়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান উহার যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করিতে পারে না। সুতরাং এই সময়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তন ঘটিলে, উহার যন্ত্রপাতি, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বাবদ খরচ অপরিবর্তিত থাকে, শুধু শ্রম, কাঁচামাল, বিদ্যুৎশক্তি ইত্যাদির কতকগুলি কারকের ব্যবহার কম বেশি হইতে পারে এবং ইহাদের জন্য খরচের তারতম্য ঘটিতে পারে। সে কারণে স্বল্পকালীন সময়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তন ঘটিলে দেখা যায় যে, কতকগুলি খরচ স্থির বা অপরিবর্তিত রহিয়াছে এবং অপর কতকগুলি খরচের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অতএব **স্বল্পকালীন সময়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের (একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য উৎপাদনের) মোট খরচ হইতেছে উহার মোট স্থির খরচ এবং মোট পরিবর্তনীয় খরচের সমষ্টি।** স্থির বা অপরিবর্তনীয় খরচকে গৌণ খরচ[৭৪] বা পরোক্ষ খরচ[৭৫] এবং পরিবর্তনীয় খরচকে মুখ্য খরচ[৭৬] বা প্রত্যক্ষ খরচ[৭৭]ও বলা হয়। যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি[৭৮], ভাড়া খাজনা, স্থায়ী কর্মচারিগণের বেতন, স্বাভাবিক মুনাফা ইত্যাদি স্থির খরচের দৃষ্টান্ত। মজুরি, কাঁচামালের দাম, বিদ্যুৎ খরচ, পরিবহণ খরচ, ইত্যাদি পরিবর্তনীয় খরচের দৃষ্টান্ত। **স্বল্পকালীন সময়ে, উৎপাদনের পরিবর্তন সত্ত্বেও যে খরচগুলি স্থির বা অপরিবর্তিত থাকে তাহাই স্থির, অপরিবর্তিত, গৌণ বা পরোক্ষ খরচ, এবং উৎপাদনের পরিবর্তনের সহিত যে খরচগুলি পরিবর্তিত হয়, তাহাই মুখ্য, প্রত্যক্ষ বা পরিবর্তনীয় খরচ।**

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, দীর্ঘকালীন সময়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতার পরিবর্তন সম্ভব বলিয়া, সে সময় যন্ত্রপাতি সমেত সকল খরচই পরিবর্তনীয়। অতএব **দীর্ঘকালীন সময়ে যাবতীয় খরচই পরিবর্তনীয় বলিয়া, দীর্ঘকালীন সময়ের মোট খরচকে স্থির খরচ ও পরিবর্তনীয় খরচে বিভক্ত করা যায় না।**

স্বল্পকালীন মোট খরচকে আমরা নিম্নোক্ত সমীকরণের আকারে উপস্থিত করিতে পারি:

স্বল্পকালীন মোট খরচ=স্থির খরচ+পরিবর্তনীয় খরচ।

মোট খরচ
TOTAL COST

আমরা ১১·২নং সারণীতে কোন একটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের স্বল্পকালীন মোট খরচ, মোট স্থির খরচ ও মোট পরিবর্তনীয় খরচগুলি দেখিতে পাইতেছি।

73. The Very Long-Run (Secular Period). 74. Supplementary Cost.
75. Overhead Cost. 76. Prime Cost. 77. Direct Cost.
78. Depreciation of Plant and Machinery.

এই সারণীতে তথ্যগুলি হইতে দেখা যাইতেছে যে, প্রতিষ্ঠানটির উৎপন্নের পরিমাণ ১ একক হইতে যখন ১০ একক পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন উহার স্থির খরচ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ১০ টাকাতেই আবদ্ধ থাকিতেছে; কিন্তু উহার পরিবর্তনীয় খরচ ক্রমাগত বাড়িতেছে। প্রথম একক উৎপাদনের জন্য ৫ টাকার পরিমাণ পরিবর্তনীয় খরচ লাগিতেছে এবং উহা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইয়া ১০ একক উৎপাদনের সময়ে ৭০ টাকায় পরিণত হইয়াছে। উৎপাদনের প্রতি স্তরে স্থির খরচ ও পরিবর্তনীয় খরচ, এই দুইটির সমষ্টিই যে মোট উৎপাদন খরচ তাহাও এই সারণী হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। উৎপাদনের স্থির খরচ অপরিবর্তিত থাকায়, প্রকৃতপক্ষে পরিবর্তনীয় খরচের বৃদ্ধির ফলেই মোট খরচ বৃদ্ধি পাইতেছে।

সারণী নং ১১·২

উৎপন্নের পরিমাণ	স্থির খরচ	মুখ্য খরচ	মোট খরচ
১	১০ টাকা	৫ টাকা	১৫ টাকা
২	১০ "	৯ "	১৯ "
৩	১০ "	১২ "	২২ "
৪	১০ "	১৪ "	২৪ "
৫	১০ "	১৫ "	২৫ "
৬	১০ "	২০ "	৩০ "
৭	১০ "	২৮ "	৩৮ "
৮	১০ "	৪০ "	৫০ "
৯	১০ "	৫৪ "	৬৪ "
১০	১০ "	৭০ "	৮০ "

গড় খরচ রেখাসমূহ
AVERAGE COST CURVES

১১·৩ নং সারণীতে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানটির গড় খরচসমূহ দেখান হইয়াছে। এই সারণীতে ১১·২ নং সারণীর মোট স্থির খরচ, মোট মুখ্য খরচ ও মোট খরচের তথ্যগুলিই ব্যবহার করা হইয়াছে। গড় খরচ কথাটির অর্থ হইতেছে, একক প্রতি উৎপাদন

১১·৩ নং সারণী

(১) উৎপন্নের পরিমাণ (Q)	(২) স্থির খরচ (FC)	(৩) গড় স্থির খরচ $\left(AFC = \frac{FC}{Q}\right)$	(৪) মুখ্য খরচ (VC)	(৫) গড় মুখ্য খরচ $\left(AVC = \frac{VC}{Q}\right)$	(৬) মোট খরচ $(TC = FC + VC)$	(৭) গড় মোট খরচ $\left(AC = \frac{TC}{Q}\right)$
১	১০ টাকা	১০ টাকা	৫ টাকা	৫ টাকা	১৫ টাকা	১৫ টাকা
২	১০ "	৫ "	৯ "	৪·৫০ "	১৯ "	৯·৫০ "
৩	১০ "	৩·৩০ "	১২ "	৪·০০ "	২২ "	৭·৩০ "
৪	১০ "	২·৫০ "	১৪ "	৩·৫০ "	২৪ "	৬·০০ "
৫	১০ "	২·০০ "	১৫ "	৩·০০ "	২৫ "	৫·০০ "
৬	১০ "	১·৬০ "	২০ "	৩·৩০ "	৩০ "	৫·০০ "
৭	১০ "	১·৪০ "	২৮ "	৪·০০ "	৩৮ "	৫·৪০ "
৮	১০ "	১ ২০ "	৪০ "	৫·০০ "	৫০ "	৬·২০ "
৯	১০ "	১·১০ "	৫৪ "	৬·০০ "	৬৪ "	৭·১০ "
১০	১০ "	১·০০ "	৭০ "	৭·০০ "	৮০ "	৮·০০ "

খরচ। মোট স্থির খরচকে (FC) উৎপন্নের পরিমাণ (Q) দিয়া ভাগ দিলে গড় স্থির খরচ (FC÷Q=AFC) পাওয়া যায়। সারণীর ৩নং কলমে উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত গড় স্থির খরচ কিরূপ পরিবর্তিত হইতেছে, তাহা দেখান হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে, গড় স্থির খরচ ক্রমাগত কমিতেছে। ইহার কারণ, মোট স্থির খরচ অপরিবর্তিত আছে, অথচ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং একই পরিমাণ স্থির খরচ ক্রমাগত বেশি পরিমাণ উৎপন্নের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যাওয়ায়, একক পিছু স্থির খরচ (গড় স্থির খরচ) কমিতেছে। মুখ্য খরচের কলমে (নং ৪) দেখা যাইতেছে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুখ্য খরচের মোট পরিমাণও বা৷ মোট মুখ্য খরচকে (VC) উৎপাদনের পরিমাণ (Q) দিয়া ভাগ দিলে গড় মুখ্য খরচ (AVC=VC÷Q) পাওয়া যায়। ইহা একক পিছু মুখ্য খরচ। ৫নং কলমে ইহা দেখান হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে, ১ হইতে ৫ একক উৎপাদন পর্যন্ত গড় মুখ্য খরচ ৫ টাকা হইতে কমিতে কমিতে ৩ টাকা হইয়া, ৬ একক হইতে ১০ একক উৎপাদন পর্যন্ত ধীরে ধীরে বাড়িয়া ৭ টাকা হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইলে প্রথমে কিছু দূর পর্যন্ত গড় মুখ্য খরচ হ্রাস পায়। কিন্তু অবশেষে তাহা আবার বৃদ্ধি পায়। ইহা ক্ষীয়মাণ উৎপন্নবিধির ক্রিয়ার ইঙ্গিত দিতেছে। মোট খরচ দেখান হইয়াছে ৬ষ্ঠ কলমে। ইহা স্থির ও মুখ্য খরচের সমষ্টি (TC=FC+VC)। ইহাকে উৎপন্নের পরিমাণ (Q) দিয়া ভাগ দিলে গড় খরচ পাওয়া যায় (TC÷Q=AC)। দেখা যাইতেছে (৭ম কলম) উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত গড় খরচ ১৫ টাকা হইতে (উৎপাদন ১ একক) কমিয়া ৫ টাকা হইবার পর (উৎপাদন ৫ ও ৬ একক) ইহা আবার বাড়িয়া ৮ টাকায় (উৎপাদন ১০ একক) পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ, উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত প্রথমে গড় খরচ কমে, কমিয়া এক সময়ে সর্বনিম্ন হয়, তাহার পর উহা আবার বাড়িতে থাকে। ইহার কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত গড় স্থির খরচ ও গড় মুখ্য খরচ, উভয়ই কমিতে থাকে ততক্ষণ গড় খরচও কমে। তাহার পর একসময় গড় স্থির খরচ কমিতে থাকিলেও, গড় মুখ্য খরচ বাড়িতে আরম্ভ করে। তখন গড় স্থির খরচের হ্রাসের পরিমাণ যদি গড় মুখ্য খরচের বৃদ্ধির পরিমাণ অপেক্ষা বেশি হয়, তবে তখনও গড় খরচ কমিবে। তাহার পর যখন গড় স্থির খরচের হ্রাসের পরিমাণ ও গড় মুখ্য খরচের বৃদ্ধির পরিমাণ একরূপ হয়, তবে তখন গড় খরচের হ্রাস বন্ধ হইয়া যায় ও উহা সাময়িকভাবে স্থিতি লাভ করে (৫ ও ৬ একক উৎপন্ন)। উহার পর গড় স্থির খরচের হ্রাস অপেক্ষা গড় মুখ্য খরচের বৃদ্ধির হার বেশি হয় বলিয়া গড় খরচও তখন হইতে বাড়িতে আরম্ভ করে। এই তথ্যের ভিত্তিতে, ১১·২নং রেখাচিত্রে গড় স্থির খরচ রেখা (AFC), গড় মুখ্য খরচ রেখা (AVC) ও গড় খরচ রেখা (SAC) আঁকা হইয়াছে। AVC ও SAC রেখা দুইটি ইংরেজী V অথবা U-এর আকার নেয়।
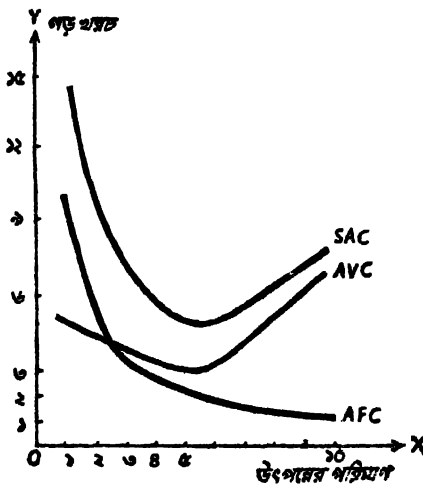
১১·২নং রেখাচিত্র

গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচের রেখা
AVERAGE AND MARGINAL COST CURVES

স্বল্পকালীন সময়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আচরণ বিশ্লেষণে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে উহার গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচ। **প্রান্তিক খরচ হইল একটি অতিরিক্ত একক উৎপাদনের খরচ**; কিংবা বলা যায় **একটি অতিরিক্ত একক উৎপাদন করিলে মোট খরচ যতটুকু বাড়িবে অথবা একটি একক কম উৎপাদন করিলে মোট খরচ যতটুকু কমিবে, তাহাই প্রান্তিক খরচ**।[৭৯] অর্থাৎ **উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তনে মোট খরচ যে হারে পরিবর্তিত হয় তাহাই প্রান্তিক খরচ**[৮০] এবং যেহেতু, স্বল্পকালীন সময়ে স্থির খরচের পরিবর্তন হয় না, উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তনে শুধু মুখ্য খরচেরই পরিবর্তন ঘটে, এজন্য ইহাও বলা যায় যে, **উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তনে মুখ্য খরচ যে হারে পরিবর্তিত হয়, তাহাই প্রান্তিক খরচ**।[৮১] ১১·৪নং সারণীতে উৎপন্নের পরিমাণ, মোট খরচ, গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচের সম্পর্ক দেখান হইল।

১১·৪নং সারণী

উৎপন্নের পরিমাণ	মোট খরচ	গড় খরচ	প্রান্তিক খরচ	প্রান্তিক ও গড় খরচের সম্পর্ক
১	১৫ টাকা	১৫ টাকা	১৫ টাকা	১. গড় খরচ কমিলে প্রান্তিক খরচও কমে এবং গড় খরচের কম হয়।
২	১৯ ,,	৯·৫০ ,,	৪ ,,	
৩	২২ ,,	৭·৩০ ,,	৩ ,,	
৪	২৪ ,,	৬·০০ ,,	২ ,,	২. গড় খরচ স্থিতি লাভ করিলে প্রান্তিক খরচ উহার সমান হয়।
৫	২৫ ,,	৫·০০ ,,	১ ,,	
৬	৩০ ,,	৫·০০ ,,	৫ ,,	
৭	৩৮ ,,	৫·৪০ ,,	৮ ,,	৩. গড় খরচ বাড়িলে প্রান্তিক খরচও বাড়ে এবং গড় খরচের বেশি হয়।
৮	৫০ ,,	৬·২০ ,,	১২ ,,	
৯	৬৪ ,,	৭·১০ ,,	১৪ ,,	
১০	৮০ ,,	৮·০০ ,,	১৬ ,,	

সারণীতে দেখান হইয়াছে যে, ১. গড় খরচ যেমন প্রথম দিকে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে কিছুদূর পর্যন্ত কমে এবং তাহার পর আবার বাড়ে, তেমনি প্রান্তিক খরচও প্রথম দিকে উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত কমে ও নির্দিষ্ট সীমার পর (সারণীতে ৫ এককের পর) আবার বাড়ে। সুতরাং উহাদের উভয়ের রেখাই ইংরাজী U অথবা V অক্ষরের মত আকৃতি নেয়।

২. গড় খরচ যখন কমিতে থাকে, তখন প্রান্তিক খরচও কমিতে থাকে, এবং প্রান্তিক খরচ তখন গড় খরচের কম থাকে। এজন্য, এই স্তরে প্রান্তিক খরচের রেখা গড় খরচ রেখার নিচে থাকে (১১·৩নং রেখাচিত্রে P বিন্দু পর্যন্ত প্রান্তিক খরচ রেখা MC গড় খরচ রেখা (SAC)-র নিচে রহিয়াছে।

79. Marginal Cost=Total Cost of n units—the total cost of n—1 units or M. C. =Total Cost of n+1 units—the total cost of n units.

80. $MC = \frac{\text{Small change in Total Cost}}{\text{Small change in Output}}$

81. $MC = \frac{\text{Small change in V. cost}}{\text{Small change in output.}}$

৩. গড় খরচ যখন সর্বনিম্ন মাত্রায় নামে ও সেখানে সাময়িক ভাবে স্থিতি লাভ করে, (৫ ও ৬ একক উৎপাদন) সেখানে প্রান্তিক খরচ গড় খরচের সমান হয় (৬ একক উৎপাদন)। রেখাচিত্রে (১১·৩নং) P বিন্দুতে গড় ও প্রান্তিক খরচ রেখা মিলিত হইয়া ইহাই নির্দেশ করিতেছে।
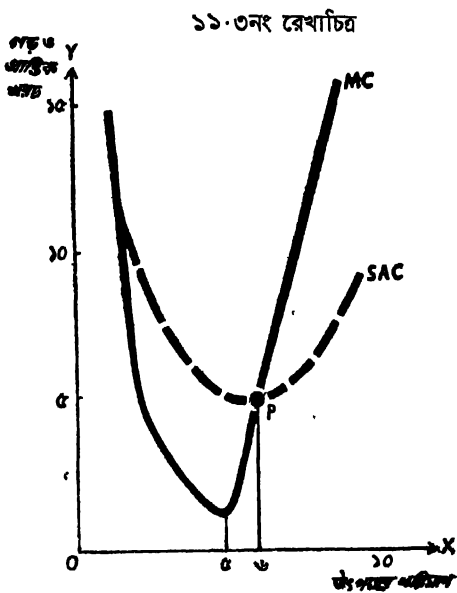
৪. অবশেষে গড় খরচ যখন পুনরায় বাড়িতে আরম্ভ করে, তখন প্রান্তিক খরচও বাড়িতে শুরু করে এবং প্রান্তিক খরচ তখন গড় খরচ অপেক্ষা বেশি হয় (৭ হইতে ১০ একক উৎপাদন)। রেখাচিত্রে (১১·৩নং) নিচ হইতে উপরে উঠিয়া P বিন্দু ছেদ করিয়া প্রান্তিক খরচ রেখা MC গড় খরচ রেখা SAC-র উপরে উঠিয়া গিয়াছে। P বিন্দুর পরবর্তী অংশে MC ও SAC উভয়েই উপরে উঠিতেছে, কিন্তু এখন MC রেখা SAC রেখার উপরে রহিয়াছে।

প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, স্বল্পকালীন প্রান্তিক খরচের সহিত স্থির খরচের কোন সম্পর্ক নাই। উৎপাদনের সামান্য পরিবর্তনে মোট খরচ যে হারে পরিবর্তিত হয় তাহাই প্রান্তিক খরচ। ইহা পরিবর্তনীয় খরচের সামান্য পরিবর্তনের সমান। উৎপাদনের সামান্য পরিবর্তনে স্থির খরচ অপরিবর্তিত থাকে। সুতরাং উৎপাদনের সামান্য পরিবর্তনে মোট খরচের যে পরিবর্তন ঘটে তাহা আসলে মুখ্য খরচের পরিবর্তনের সমান, অর্থাৎ মোট খরচ রেখার ঢাল প্রান্তিক খরচ নির্দেশ করে।

উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন খরচসমূহ
FIRM'S COSTS IN THE LONG RUN

দীর্ঘকালীন মোট খরচঃ এই বলিয়া দীর্ঘকালীন সময়ের সংজ্ঞা দেওয়া হয় যে ইহা এরূপ দীর্ঘ যে তখন যে কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান উহার **উৎপাদন ক্ষমতার** (যেমন উহার কারখানার বর্তমান আয়তন) পরিবর্তন ঘটাইতে পারে। সুতরাং দীর্ঘকালীন সময়ে, উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের কোন খরচই অপরিবর্তনীয় নহে, সকল খরচই পরিবর্তনীয়, কারণ তখন উৎপাদনের সকল কারকগুলিরই পরিবর্তন (হ্রাস বৃদ্ধি) সম্ভব।

উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন গড় খরচরেখা
THE LONG RUN AVERAGE COST CURVE OF THE FIRM

দীর্ঘকালীন সময়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান উহার স্থির খরচগুলি (অর্থাৎ যন্ত্রপাতি, উৎপাদনক্ষমতা, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি), পরিবর্তন করিতে পারে। স্বল্পকালীন সময়ে চাহিদা বাড়িলে, অথবা কমিলে, নির্দিষ্ট যন্ত্রপাতি ও কারখানা[৮২] অপরিবর্তিত রাখিয়া পূর্বাপেক্ষা বেশি অথবা কম পরিমাণে পরিবর্তনীয় কারকগুলি (শ্রম, বিদ্যুৎশক্তি, কাঁচামাল ইত্যাদি)

82. Plant.

ব্যবহার করিয়া, চাহিদার সহিত উহার উৎপাদনের পরিমাণের সামঞ্জস্য করে। কিন্তু দীর্ঘ-কালীন সময়ে চাহিদার পরিবর্তন ঘটিলে (অর্থাৎ স্বল্পকালীন সময়ে চাহিদার যে পরি-বর্তনটি ঘটিয়াছে, তাহা স্থায়ী হইলে) উৎপাদক প্রতিষ্ঠানটি উহার উৎপাদনের মাত্রার[৮৩] (অর্থাৎ,—কারখানার উৎপাদন ক্ষমতার) আয়তন ও যন্ত্রপাতির পরিমাণ পরিবর্তন করিয়া, চাহিদার পরিবর্তিত অবস্থার সহিত নিজের উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদন খরচের সামঞ্জস্য ঘটাইবার চেষ্টা করে। এইভাবে দীর্ঘকালীন সময়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের স্থির খরচগুলির পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু দীর্ঘকালীন সময়ে স্থির কারকগুলির পরিবর্তন ঘটিয়া যাইবার পর, নূতন উৎপাদন ক্ষমতা (পূর্বাপেক্ষা বৃহত্তর অথবা ক্ষুদ্রতর, যাহাই হোক না কেন) অপরিবর্তিত রাখিয়া, প্রতিষ্ঠানটি তখন যথারীতি উহার পরিবর্তনীয় কারকগুলির কমবেশি ব্যবহার দ্বারা বাজারে উহার পণ্যের চাহিদা মিটাইবার চেষ্টা করে। তখন পুরাতন স্বল্পকালীন সময় শেষ হইয়া গিয়া, নূতন আরেকটি স্বল্পকালীন সময় আরম্ভ হয় এবং যতদিন পর্যন্ত না কারখানার আয়তন (অর্থাৎ উৎপাদন ক্ষমতা) ও যন্ত্র-পাতির পরিমাণ প্রভৃতি পুনরায় পরিবর্তিত হইতেছে, ততদিন এই নূতন স্বল্পকালীন সময় চলিতে থাকে। অতএব, এক একটি স্বল্পকালীন সময় হইতেছে আসলে এক একটি নির্দিষ্ট ও পৃথক উৎপাদন মাত্রা। প্রতিটি স্বল্পকালীন সময়ে উহার নির্দিষ্ট উৎপাদনমাত্রা অনুসারে উহার স্বতন্ত্র স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখার উৎপত্তি হয়; স্বল্পকালীন সময় যতগুলি বলিয়া কল্পনা করা যায়, উহাদের পৃথক পৃথক গড় খরচের রেখাও ততগুলি হইবে। ১১·৪নং রেখাচিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে। SAC_1, SAC_2 ও SAC_3—তিনটি একই উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের তিনটি পৃথক ও নির্দিষ্ট উৎপাদন মাত্রায় তিনটি পৃথক স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখা। প্রত্যেক গড় খরচ রেখার যেমন একটি সর্বনিম্ন বিন্দু থাকে উহাদেরও প্রত্যেকেরই তাহা আছে (SAC_2 রেখার K বিন্দু ও SAC_3 রেখার Q বিন্দু)। SAC_2 রেখার K বিন্দু উহার নিম্নতম বিন্দু এবং তদনুসারে এই উৎপাদনমাত্রায়, SAC_2 রেখার উপর প্রতি-ষ্ঠানটি OM পরিমাণ পণ্য সর্বনিম্ন গড় খরচে (MK) উৎপাদন করিতে সমর্থ। এখন ধরা থাক, বাজারে উহার পণ্যের চাহিদা বাড়িয়া

১১·৪ নং রেখাচিত্র

যাওয়ায়, স্বল্পকালীন সময়ে, শুধু পরিবর্তনীয় কারকগুলির নিয়োগ বাড়াইয়া এই রেখার উপর প্রতিষ্ঠানটি ON পরিমাণ উৎপাদন করিল। ইহাতে SAC_2 গড় খরচ রেখা অনুযায়ী ON পরিমাণ উৎপাদনের গড় খরচ পড়িবে NP। এমনিভাবে স্বল্পকালীন সময়ে উৎপাদন কাম্য পরিমাণ (OM) অপেক্ষা বাড়াইতে গেলে গড় খরচ বাড়িয়া যায়। ইহার মূল কারণ আমরা জানি। তাহা হইতেছে প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে কতকগুলি কারক স্থির রাখিয়া অপর কতকগুলি কারক অধিক ব্যবহারে, ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধি কার্যকর হয়। কিন্তু চাহিদার বৃদ্ধি যদি ON পরিমাণে স্থায়ী হয়, তবে, দিনের পর দিন বেশি গড় খরচে উহা উৎপাদনের পরিবর্তে, প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদনের মাত্রা পরিবর্তনের কথা ভাবিবে এবং ইহার ফলে উহার যন্ত্রপাতি ও উৎপাদনের আয়তন পরিবর্তন করিয়া লইবে। ইহাতে নূতন স্বল্পকালীন রেখা SAC_3 দেখা দিবে। লক্ষণীয় যে, SAC_3 রেখার Q

83. Scale of production.

বিন্দু অনুসারে ON পরিমাণ উৎপাদনের গড় খরচ ইহাতে NP হইতে কমিয়া NQ হইল। এই ভাবে দীর্ঘকালীন সময়ে প্রত্যেকটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান উহার উৎপাদন মাত্রার এরূপ পরিবর্তন ঘটাইতে চেষ্টা করে যেন, তাহাতে যে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য উৎপাদনের খরচ সর্বনিম্ন হয়।

উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উৎপাদন মাত্রা অনুযায়ী, যে বিভিন্ন স্বল্পকালীন গড় খরচের রেখার উৎপত্তি হয়, উহাদের সকলগুলিই যথারীতি কম বেশি U অথবা V-এর মত আকৃতি নেয়। অর্থাৎ, প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখারই একটি নিম্নতম খরচের বিন্দু, এবং উহার বামে ও দক্ষিণের বাহুতে উচ্চতর খরচের বিন্দুগুলি থাকে [অর্থাৎ প্রতি রেখাতেই সর্বনিম্নবিন্দু ছাড়া অন্য যে কোন বিন্দুতে উৎপাদন করিলে (কম কিংবা বেশি পরিমাণে) গড় খরচ বেশি হইবেই]। কিন্তু দীর্ঘকালীন সময়ে উৎপাদন মাত্রার পরিবর্তনের ফলে, আর পুরাতন স্বল্পসময়ী গড় খরচ রেখাটি সক্রিয় থাকে না, উহা বিলুপ্ত হয় এবং উহার দক্ষিণে (উৎপাদন মাত্রা বাড়ান হইলে) অথবা বামে (উৎপাদন মাত্রা কমান হইলে) নূতন উৎপাদন মাত্রা অনুসারে, নূতন এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখা দেখা দেয়। এক একটি স্বতন্ত্র স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখা কারখানার এক একটি পৃথক আয়তনের ইঙ্গিত দেয়। সেজন্য **স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখাকে কারখানা রেখা-ও বলে।**[৮৪]

দীর্ঘকালীন গড় খরচ রেখার আকৃতি[৮৫]: তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যাহাকে দীর্ঘকালীন সময় বলা হয়, তাহা আসলে অসংখ্য স্বল্পকালীন সময়ের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নহে। এবং প্রতিটি স্বল্পকালীন সময়ের জন্য, ঐ সময়ে অবস্থিত উৎপাদনের মাত্রা অনুসারে, উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের এক একটি পৃথক স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখা রহিয়াছে। তাহা হইলে দীর্ঘকালীন গড় খরচ রেখার কথা বলা হয় কেন? স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখা হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র, দীর্ঘকালীন গড় খরচের রেখা বলিয়া কিছু আছে কি? ১১·৫ নং রেখাচিত্রে একটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের তিনটি স্বল্পকালীন সময়ে উহার কারখানার তিনটি পৃথক আয়তন অনুযায়ী তিনটি পৃথক কারখানা রেখা বা স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখা, SAC_1, SAC_2 ও SAC_3 দেখান হইয়াছে। A, C ও B উহাদের স্ব স্ব নিম্নতম খরচের বিন্দু। SAC_1 রেখার নিম্নতম বিন্দু A অনুযায়ী উৎপাদক প্রতিষ্ঠানটি প্রথমে ON পরিমাণ উৎপাদন করিতেছিল। পরে চাহিদা বাড়িয়া OH হওয়ায় উহা ঐ রেখার উপর বর্ধিত গড় খরচ GH-এ OH পরিমাণ উৎপাদন করিতে লাগিল। চাহিদার এই বৃদ্ধি স্থায়ী হইলে উহা উৎপাদন মাত্রার পরিবর্তন করিয়া SAC_2 রেখায় চলিয়া গেল। ইহাতে OH পরিমাণ উৎপাদনের গড় খরচ, নূতন উৎপাদন মাত্রায়, কমিয়া গেল (HI)। যদি চাহিদা আরও
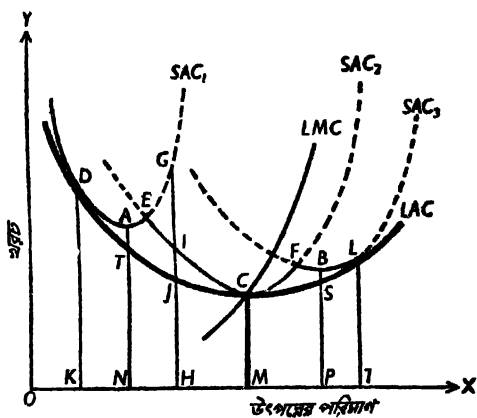
১১·৫ নং রেখাচিত্র

---

84. Plant Curve. 85. Shape of the long period average cost Curve.

বাড়িয়া OP হয়, তাহা হইলে, প্রতিষ্ঠানটি আবার উৎপাদনমাত্রা পরিবর্তন করিয়া SAC_3-তে চলিয়া যাইবে এবং অপেক্ষাকৃত কম খরচে (PB) OP পরিমাণ উৎপাদন করিবে (B উহার নিম্নতম গড় খরচের বিন্দু)। এবার এই তিনটি গড় খরচের রেখাকে স্পর্শ করে কিন্তু ছেদ করে না, এরূপভাবে একটি রেখা টানা হইল। ইহাই দীর্ঘকালীন গড় খরচ রেখা LAC. এই রেখাটি স্পর্শকরূপে SAC_1 রেখাকে D বিন্দুতে, SAC_2 রেখাকে C বিন্দুতে, SAC_3 রেখাকে L বিন্দুতে স্পর্শ করিয়াছে এবং তিনটি স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখাই ইহার ভিতরে পড়িয়াছে। এজন্য ইহাকে 'এনভেলোপ' বা লেফাফা রেখা[৮৬]-ও বলে। ইহাকে আবার পরিকল্পনা রেখা[৮৭]-ও বলা হয়। লক্ষণীয় যে, এই দীর্ঘকালীন গড় খরচের রেখাটির আকৃতিও স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখার মত ইংরেজী U বা V অক্ষরের ন্যায়, তবে স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখা অপেক্ষা ইহার ঢাল অনেক কম। ইহা অত্যন্ত ধীরে ধীরে নামিতেছে ও ধীরে ধীরে উঠিতেছে। ইহাকে 'এনভেলোপ রেখা' বলা হইলেও, প্রকৃত এনভেলোপের সহিত ইহার মিল নাই। কারণ এনভেলোপের মধ্যে যে চিঠি থাকে উহা এনভেলোপ হইতে আলাদা। কিন্তু এনভেলোপ রেখা উহার ভিতরের স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখাগুলি হইতে একেবারে পৃথক নহে।

দীর্ঘকালীন গড় খরচের এনভেলোপ রেখা, দীর্ঘকালীন সময়ে ধীরে ধীরে কারখানার আয়তন ও স্থায়ী কারকগুলির পরিবর্তন ঘটিবার দরুন, উৎপন্নের পরিমাণ ও নিম্নতম গড় খরচের সম্পর্কটি কিরূপ দাঁড়ায় তাহাই দেখাইয়া দেয়। এই রেখার উপরে প্রতিটি বিন্দু ইহাই দেখাইতেছে যে, দীর্ঘকালীন সময়ে, নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন (ON, OH ও OP) স্বল্পকালীন সময়ের তুলনায় নিম্নতম গড় খরচে (NT, HJ, ও PS) উৎপাদন করা সম্ভব। তবে, রেখাচিত্র অনুসারে, সর্বাধিক কম গড় খরচে যে পরিমাণ উৎপাদন করা সম্ভব (অর্থাৎ ভারসাম্যমূলক কাম্য উৎপাদন মাত্রা[৮৮]) তাহা হইল OM পরিমাণ, ইহা দীর্ঘকালীন সর্বনিম্ন গড় খরচ CM দ্বারা উৎপাদন করা সম্ভব। দীর্ঘকালীন সময়ে প্রত্যেকটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান এই আয়তন (উৎপাদনের মাত্রা) লাভের চেষ্টা করিবে ও তথায় উপনীত হইবে (অর্থাৎ SAC_2 কারখানা রেখার আয়তন লাভ করিবে)। তখন যদি দেখা যায় যে, উহা দ্বারা চাহিদা সম্পূর্ণ মিটিতেছে না বলিয়া বাজারে পণ্যটির দাম CM অপেক্ষা বেশি হইতেছে, তাহা হইলে, বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে, ঐ শিল্পে নূতন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান প্রবেশ করিয়া যোগানের ঘাটতি মিটাইবে।

দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখার সম্পর্ক[৮৯]: ১. দীর্ঘকালীন গড় খরচের রেখা স্বল্পকালীন গড় খরচের রেখা হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র কিছু নহে, ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্বও নাই। ইহা আসলে অসংখ্য স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখাগুলির স্পর্শক রেখা। ইহার প্রতিটি বিন্দু প্রকৃতপক্ষে কোন না কোন স্বল্পকালীন গড় খরচের একটি বিন্দু। যে বিন্দুতে দীর্ঘকালীন গড় খরচের রেখাটি এক একটি স্বল্পকালীন গড় খরচের রেখাকে স্পর্শ করিয়াছে, ঐ সকল স্পর্শক বিন্দু লইয়া ইহা গঠিত (১১·৫নং রেখাচিত্রে এরূপ তিনটি বিন্দুমাত্র, যথা, D, C, L দেখান হইয়াছে)॥

২. দীর্ঘকালীন গড় খরচ রেখা স্বল্পকালীন রেখাগুলিকে একটি মাত্র বিন্দুতে স্পর্শ করিয়া যায়, এরূপ ভাবেই কল্পিত হয়, বা অঙ্কিত হয়। সুতরাং দীর্ঘকালীন গড় খরচ রেখা কোনও স্বল্পকালীন গড় খরচের রেখাকে ছেদ করে না। ইহার অর্থ এই যে, দীর্ঘকালীন গড় খরচের রেখার উপর কোনও উৎপন্নের পরিমাণের গড় খরচই সংশ্লিষ্ট স্বল্পকালীন গড় খরচের রেখায় প্রদর্শিত ঐ উৎপন্নের স্বল্পকালীন গড় খরচ অপেক্ষা বেশি হইতে পারে না।

---

86. Envelope Curve. 87. Planning Curve.
88. Equilibrium Optimum Scale.
89. Relation between long run and short run average cost curves.

৩. **দীর্ঘকালীন গড় খরচের রেখা** প্রত্যেকটি স্বল্পকালীন গড় খরচের রেখাকে একটি মাত্র বিন্দুতে স্পর্শ করে বটে, কিন্তু একটি মাত্র স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখা ছাড়া (১১·৫নং চিত্রে SAC_2) অপর কোন স্বল্পকালীন গড় খরচের রেখাকেই উহার সর্বনিম্ন বিন্দুতে (SAC_2 এর C বিন্দু) স্পর্শ করে না। দীর্ঘকালীন গড় খরচ রেখা যে বিন্দুতে কোন স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখার সর্বনিম্ন বিন্দু স্পর্শ করে, উহা দীর্ঘকালীন রেখারও সর্বনিম্ন বিন্দু (C বিন্দু LAC এবং SAC_2, উভয় রেখার উপর অবস্থিত)। একমাত্র এই বিন্দুতে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন সর্বনিম্ন গড় খরচ একই। এই বিন্দুর বাম দিকে দীর্ঘকালীন গড় খরচ রেখা যতগুলি স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখাকে স্পর্শ করে, ঐ সকল স্পর্শক বিন্দুগুলির সকলই সংশ্লিষ্ট স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখাগুলির সর্বনিম্ন বিন্দু-গুলি বামে ও উপরে অবস্থিত (SAC_1 রেখার সর্বনিম্ন বিন্দু A-র বাম দিকে ও উপরে স্পর্শক বিন্দু D অবস্থিত)। তেমনি ঐ বিন্দুর দক্ষিণে দীর্ঘকালীন গড় খরচ রেখা যতগুলি স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখাকে স্পর্শ করে, ঐ সকল স্পর্শক বিন্দুগুলি সংশ্লিষ্ট স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখাগুলির নিম্নতম বিন্দুর দক্ষিণে ও উপরে অবস্থিত (SAC_3 রেখায় স্পর্শক বিন্দু L উহার নিম্নতম বিন্দু B-এর দক্ষিণে ও উপরে অবস্থিত)।

৪. স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে স্বল্পকালীন প্রান্তিক খরচ রেখা ঊর্ধ্বগামী হইয়া গড় খরচ রেখাকে ছেদ করে। সুতরাং স্বল্পকালীন গড় খরচের রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে স্বল্পকালীন গড় খরচ ও স্বল্পকালীন প্রান্তিক খরচ উভয়ই পরস্পরের সমান হয়। তেমনি দীর্ঘকালীন গড় খরচ রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে (LAC রেখার C বিন্দুতে) দীর্ঘকালীন প্রান্তিক খরচ রেখা নিচ হইতে ঊর্ধ্বগামী হইয়া দীর্ঘ-কালীন গড় খরচ রেখাকে ছেদ করে (LMC রেখা) এবং তথায় দীর্ঘকালীন গড় খরচ ও দীর্ঘকালীন প্রান্তিক খরচ পরস্পরের সমান হয়। কিন্তু যেহেতু C বিন্দু স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখা SAC_2 এবং দীর্ঘকালীন গড় খরচ রেখা LAC, উভয়ের উপর রহিয়াছে, সুতরাং C বিন্দুতে শুধু স্বল্পকালীন গড় খরচ এবং দীর্ঘকালীন গড় খরচই নহে, স্বল্প-কালীন প্রান্তিক খরচ এবং দীর্ঘকালীন প্রান্তিক খরচও পরস্পরের সমান। [অর্থাৎ C বিন্দুতে, SAC=SMC=LAC=LMC]।

৩. যোগান
SUPPLY

উৎপাদন খরচ ও যোগানের সম্পর্কঃ যে কোন পণ্যের যোগান উহার উৎপাদন খরচের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উৎপাদনের খরচ—(১) সময় অনুসারে, (২) উৎপাদনের পরিমাণ অনুসারে, এবং (৩) উপাদান বা কারকগুলির দাম অনুসারে কম বেশি হইয়া থাকে।

উৎপাদনের খরচ দুই দিক দিয়া পণ্যের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে,—(১) বাজারের দাম অনুসারে, কতটা পরিমাণে উৎপাদন করিলে উহা লাভজনক হইবে, তাহা উৎপাদন খরচের উপর নির্ভর করে। উৎপাদন খরচ কমিয়া গেলে বেশি পরিমাণে এবং বাড়িয়া গেলে কম পরিমাণে উৎপাদন করাটা লাভজনক হয়। প্রথম ক্ষেত্রে যোগান বাড়িবে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যোগান কমিবে।

(২) শিল্পে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও উৎপাদন খরচের উপর নির্ভর করে। উৎপাদনের খরচ কমিয়া গেলে, লাভ বেশি হইতেছে বলিয়া নূতন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান শিল্পে প্রবেশ করিবে। উৎপাদনের খরচ বাড়িয়া গেলে, যে সকল প্রতিষ্ঠানের মুনাফার পরিবর্তে লোকসান হয় তাহারা শেষ পর্যন্ত ঐ শিল্প ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। প্রথম ক্ষেত্রে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়িয়া মোট যোগান বাড়ে, দ্বিতীয়টিতে সংখ্যা কমিয়া মোট যোগান কমে।

সংজ্ঞাঃ 'যোগান' বা সরবরাহ বলিতে, কোন (উৎপাদক প্রতিষ্ঠান) বিক্রেতা বা

(উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি) বিক্রেতাগণ কোন নির্দিষ্ট পণ্য, **একটি নির্দিষ্ট সময়ে ও একটি নির্দিষ্ট দামে, যে পরিমাণে** বিক্রয় করিতে প্রস্তুত, তাহা বুঝায়। চাহিদার মতই যোগানও দামের একটি ক্রিয়া বা অপেক্ষক[90] [$S=f(P)$ or $S=S(P)$] এবং সময়ের সহিত উহা পরিবর্তিত হয়।

যোগানের বিধি
LAW OF SUPPLY

প্রায় সকল পণ্যের সকল বিক্রেতাগণের মধ্যেই যে সাধারণ প্রবণতা দেখা যায়, তাহা হইল এই যে, তাহারা সকলেই, কম দামে অল্প পরিমাণে ও বেশি দামে অধিক পরিমাণে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। অর্থাৎ, কম দামে বাজারে পণ্যের যোগান অল্প ও বেশি দামে পণ্যের যোগান অধিক হয়। ইহাই চাহিদার বিধি নামে পরিচিত। যোগান ও দামের এই ক্রিয়াগত সম্পর্কটি চাহিদা ও দামের ক্রিয়াগত সম্পর্কের মত বিপরীত নহে, ইহা প্রত্যক্ষ এবং সমমুখী। একটি রেখাচিত্র দিয়া যোগানের বিধিটি ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

১১·৬নং রেখাচিত্রে SS_1 রেখা দিয়া যোগান তালিকা দেখান হইয়াছে। ইহা দিয়া বুঝান হইয়াছে যে বিভিন্ন দামে বিক্রেতারা বিভিন্ন পরিমাণে পণ্যটি বিক্রয় করিতে প্রস্তুত।

১১·৬ নং রেখাচিত্র
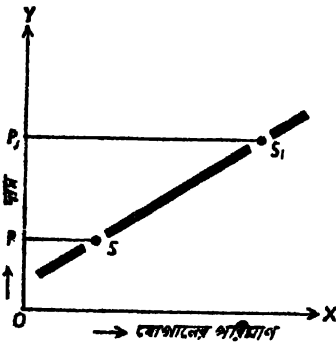
১১·৭ নং রেখাচিত্র
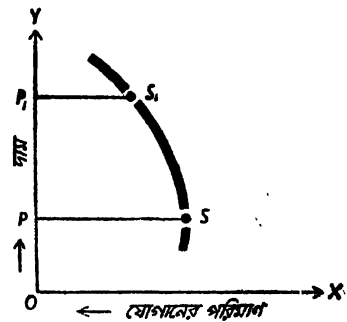
OP দামে তাহারা PS পরিমাণ এবং OP_1 দামে তাহারা P_1S_1 পরিমাণ বিক্রয় করিতে, অর্থাৎ যোগান দিতে রাজি। S ও S_1 বিন্দু দুইটি যোগ করিয়া SS_1 যোগান রেখা পাওয়া গেল। ইহা যোগান তালিকার চিত্ররূপ। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, দাম কম হইলে যোগান কম হয় এবং দাম বেশি হইলে যোগান বেশি হয়। সুতরাং যোগান রেখাটি দক্ষিণ দিকে ঊর্ধ্বগামী। অর্থাৎ ইহার ঢাল ধনাত্মক[91]।

ব্যতিক্রম: কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই যে, যোগান রেখা এরূপ দামের সহিত ঊর্ধ্বগামী হইবে, অর্থাৎ, সর্বদাই যে দাম বাড়িলে যোগান বাড়িবে, তাহা নাও হইতে পারে। ১১·৭নং চিত্রে ইহার ব্যতিক্রম দেখান হইয়াছে। OP দামে পণ্যটির যোগান ছিল PS, কিন্তু দাম বাড়িয়া P_1 হইলে উহার যোগান কমিয়া P_1S_1 হইল। ইহার ফলে যোগান রেখা SS_1-এর ঢাল পশ্চাৎমুখী[92] হইয়াছে। সাধারণত, কখনও কখনও শ্রমের ক্ষেত্রে এরূপ দেখা যায় যে, মজুরির হার কমিয়া যাওয়ায় শ্রমিক পরিবারের সকলেই কাজ করিতে বাধ্য হয় বলিয়া কম মজুরিতে শ্রমের যোগান বাড়ে। তেমনি, যদি কৃষিজাত পণ্যের কোন সরকারী সর্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দেওয়া না হয়, এবং কৃষকদের যদি বাঁধা খরচ

90. Functional relationship. 91. Positive slope.
92. Backward sloping.

চালাইবার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক আয় অপরিহার্য হয়, তবে, ফসলের দাম কমিলে দেখা যাইবে যে তাহারা তাহাদের প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট আয় উপার্জন করিবার জন্য বেশি জমিতে চাষ করিয়া অধিক ফসল কম দামে বেচিতেছে। কিন্তু এরূপ ঘটনা সর্বদা ঘটে না। সাধারণত ইহা অতি অল্পকাল বা অল্পকালস্থায়ী পরিস্থিতি।

উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের যোগান রেখা
THE SUPPLY CURVE OF THE FIRM

যোগান রেখা বিভিন্ন দামে বিক্রেতারা কি কি পরিমাণে যোগান দিতে ইচ্ছুক তাহা দেখায়। কিন্তু যোগান নির্ভর করে উৎপাদন খরচের উপর। সুতরাং এক অর্থে, **সকল যোগান রেখাই এক ধরনের খরচ রেখা। কিন্তু তাই বলিয়া সব খরচ রেখাই যোগান রেখা নয়।** খরচ রেখা হইতেছে বিভিন্ন পরিমাণ পণ্য উৎপাদনে কি কি বিভিন্ন খরচ পড়ে তাহার নির্দেশক রেখা। **কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে সকল বিভিন্ন দামে উহার পণ্য বিভিন্ন পরিমাণে যোগান দিতে রাজি, তাহাই উহার যোগান রেখা।**

যে কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক খরচের রেখাই উহার যোগান রেখা বটে, তবে প্রান্তিক খরচ রেখার সমস্ত অংশ তাহা নহে। নিখুঁত বা পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে, যে কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান, বাজারে যে দাম রহিয়াছে, সে দামেই উহার উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। উহা ঐ দামে কম বা বেশি, যে কোন পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করিতে পারে। প্রত্যেক উৎপাদক প্রতিষ্ঠান সর্বাধিক মুনাফা উপার্জনের উদ্দেশ্যে উৎপাদন ও বিক্রয় করে, কিন্তু বাজারের অবস্থা প্রতিকূলও হইতে পারে, ইহাও উহার জানা আছে। অতএব উহার উৎপাদন খরচ অপেক্ষা দাম বেশি হইলে মুনাফা হইবে, আর উৎপাদন খরচ অপেক্ষা দাম কম হইলে লোকসান হইবে। উহা যেমন মুনাফা সর্বাধিক বাড়াইতে আগ্রহী, তেমনি উহা লোকসানও যথাসম্ভব কমাইতে চেষ্টা করে।

উহার উৎপাদন খরচের মধ্যে, স্বল্পকালীন সময়ে কতকগুলি খরচ স্থির খরচ আর কতকগুলি খরচ পরিবর্তনীয় বা মুখ্য খরচ। **উহার গড় মুখ্য খরচ হইতেছে** উৎপন্নের একক পিছু পরিবর্তনীয় খরচ। ইহার সমান দামে বিক্রয় করিলে উহার সমস্ত পরিবর্তনীয় খরচ উঠিয়া আসিবে কিন্তু স্থির খরচ একটুও উঠিবে না। **উহার গড় খরচ** হইতেছে উৎপন্নের একক পিছু গড় মুখ্য খরচ ও গড় স্থির খরচের যোগফল। গড় খরচের সমান দামে বিক্রয় করিলে উহার স্বাভাবিক মুনাফাসমেত মোট খরচ উঠিয়া আসিবে. কিন্তু কোন অতিরিক্ত মুনাফা হইবে না। গড় খরচের বেশি দামে বিক্রয় করিতে পারিলে উহার সমস্ত খরচ উঠিয়াও অতিরিক্ত মুনাফা হইবে। আর দাম যদি গড় মুখ্য খরচেরও কম হয়, তবে স্থির খরচের কিছুই উঠিবে না এবং পরিবর্তনীয় খরচেরও সমস্তটা উঠান যাইবে না। লোকসান বড়ই বেশি হইবে। উৎপাদন সামান্য মাত্রায় বাড়াইলে উহার মোট খরচ যতটুকু বাড়ে তাহাই উহার **প্রান্তিক খরচ।** স্বল্পকালীন সময়ে, স্থির খরচ ছাড়া উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আর সকল খরচই নির্দিষ্ট মাত্রার উৎপাদনের পর বাড়িতে থাকে। এজন্য উহার গড় মুখ্য খরচ রেখা, প্রান্তিক খরচ রেখা, গড় খরচ রেখা, সকলই নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত নিচে নামে, একসময়ে সর্বনিম্ন হয় এবং তাহার পর বাড়িতে থাকে, ঊর্ধ্বগামী হয়। অর্থাৎ স্বল্পকালীন সময়ে, উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িলে একমাত্র স্থির খরচ ছাড়া আর সকল খরচই বাড়ে। সুতরাং দাম অনুযায়ী এবং উৎপাদনের খরচ অনুযায়ী, প্রত্যেক উৎপাদক প্রতিষ্ঠান আদৌ উৎপাদন করিবে কি না এবং করিলে কতটা উৎপাদন করিবে তাহা স্থির করে। উহার প্রান্তিক খরচ যদি দামের কম হয়, তবে ঐ দামে বিক্রয় করিলে তাহার প্রান্তিক খরচ অপেক্ষা বেশি আয় হইতেছে বলিয়া প্রতিষ্ঠান উহার উৎপাদন বাড়ায়। উৎপাদন বাড়াইলে প্রান্তিক খরচও বাড়ে এবং একসময়ে এতটা পরিমাণে উৎপাদন ঘটে যে, উহার প্রান্তিক খরচ দামের সমান হইয়া পড়ে। তাহার পর আর প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদন না বাড়াইয়া ঐখানেই সীমাবদ্ধ রাখে ও ঐ দামে বিক্রয় করিতে থাকে। সুতরাং

প্রান্তিক খরচ, অর্থাৎ প্রান্তিক খরচের রেখা ধরিয়া উৎপাদক প্রতিষ্ঠান চলে বটে, এবং এজন্য প্রান্তিক খরচের রেখাই উহার যোগান রেখা, ইহাও ঠিক, কিন্তু সম্পূর্ণ ঠিক নহে। **দাম ও প্রান্তিক খরচের সমতা, উহার উৎপাদন করিবার ও যোগান দেওয়ার একটি শর্ত, কিন্তু তাহাই একমাত্র শর্ত নহে।** ১১·৮নং রেখাচিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে।

MC(S) উৎপাদক প্রতিষ্ঠানটির স্বল্পকালীন প্রান্তিক খরচ রেখা, ইহা নিচ হইতে দক্ষিণে উপরের দিকে উঠিতেছে। AVC উহার পরিবর্তনীয় গড় খরচ রেখা। A বিন্দুতে প্রান্তিক খরচ রেখা নিচ হইতে পরিবর্তনীয় গড় খরচ রেখার নিম্নতম বিন্দু দিয়া উহাকে ছেদ করিয়া উপরে উঠিয়াছে। A বিন্দুতে পরিবর্তনীয় গড় খরচ সর্বাপেক্ষা কম এবং প্রান্তিক খরচের সমান। MC রেখা আরও উপরে উঠিয়া গড় খরচ রেখা AC-কে, উহার নিম্নতম বিন্দু B-তে নিচ হইতে ছেদ করিয়া উপরে উঠিয়াছে। B বিন্দুতে গড় খরচ সর্বনিম্ন এবং উহা প্রান্তিক খরচের সমান। P_1P_1, P_2P_2, P_3P_3, PP ও P_4P_4 হইল সম্ভাব্য নানারূপ দামের রেখাগুলি। ইহারা সমান্তরাল রেখা, অর্থাৎ OP_1, OP_2, OP_3, OP এবং OP_4 ইত্যাদি সম্ভাব্য যে কোন দামই বাজারে থাকুক ঐ সকল দামে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানটি কম বেশি ইচ্ছামত পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রয় করিতে পারে।

১১·৮ নং রেখাচিত্র

বাজারে দাম যদি OP_1 হয়, তবে OL পরিমাণ উৎপাদন করিলে প্রতিষ্ঠানটির দাম ও প্রান্তিক খরচ সমান হয় (D বিন্দু)। কিন্তু এই পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রয় করিলে পরিবর্তনীয় খরচ প্রায় কিছুই উঠিবে না, কারণ এই দাম উহার গড় পরিবর্তনীয় খরচ অপেক্ষা অনেক কম। সুতরাং যে পরিবর্তনীয় উপাদানগুলি নিয়োগ করিয়া সে OL পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করিবে তাহার সমস্ত খরচ যদি না ওঠে তবে উৎপাদন করিয়া উহার লোকসানই বাড়িবে। এজন্য OP_1 দামে উৎপাদন করার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠানটি বরং সাময়িকভাবে বন্ধ করিয়া রাখাও ভাল। সুতরাং OP_1 দাম উহার প্রান্তিক উৎপাদন খরচের সমান হইলেও প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদন বন্ধ করিয়া রাখিবে। অতএব O হইতে শুধু OP_1 নহে, OP_2 এর কম যে কোন দাম উহার লোকসান বাড়াইবে বলিয়া, **এই অবধি প্রতিষ্ঠানটি প্রান্তিক খরচ অনুযায়ী চলিবে না। এজন্য প্রান্তিক খরচ রেখার A বিন্দুর নিচের কোন অংশই উহার যোগান রেখা নয়।** দাম যদি OP_2 হয়, তবে OM পরিমাণ উৎপাদন করিলে OP_2 দাম উহার প্রান্তিক খরচ ও নিম্নতম গড় পরিবর্তনীয় বা মুখ্য খরচের সমান হইবে। এই দামে বিক্রয় করিলে উহার পরিবর্তনীয় খরচের সবটুকু উঠিবে কিন্তু স্থির খরচের কিছুই উঠিবে না। এই দাম, বাজারের পরিস্থিতি অনুসারে উহার পক্ষে সর্বাপেক্ষা কম লোকসানজনক, এবং যদি প্রতিষ্ঠানটি মনে করে যে অল্পদিন
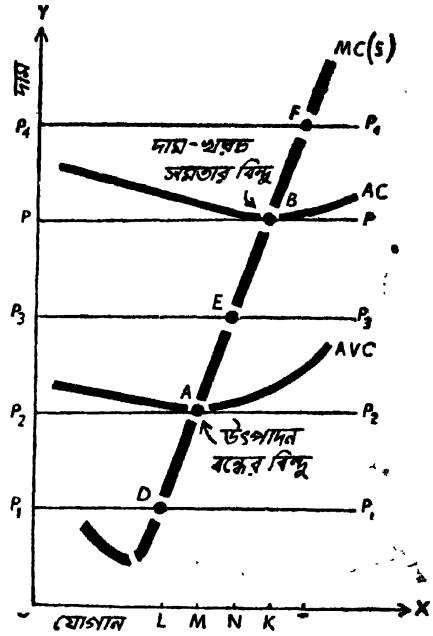
পরেই বাজারের এই পরিস্থিতির উন্নতি ঘটিবে, তবে এই আশায়, এই দামে উহা উৎপাদন ও বিক্রয়ে রাজী হইবে। কিন্তু উহার কম দামে লোকসান বেশি হইবে বলিয়া, দাম OP_2 অপেক্ষা কম হইলেই উহা কারখানা সাময়িকভাবে বন্ধ করিয়া দিবে। এজন্য A বিন্দুকে উৎপাদান বন্ধের বিন্দু[৯৩] বলে।

∴ কারখানা বা উৎপাদন বন্ধের বিন্দু,—

দাম=সর্বনিম্ন গড় পরিবর্তনীয় বা মুখ্য খরচ=প্রান্তিক খরচ।

[দাম ইহার কম হইলে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান উহার পণ্য উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে।] দাম যদি OP_3 হয়, তবে ঐ দামে বেচিলে উহার পরিবর্তনীয় গড় খরচ ছাড়াও, স্থির খরচও খানিক উঠিবে, সুতরাং উহা ঐ দামে উৎপাদন ও বিক্রয় করিবে। দাম যদি OP হয়, তবে এই দামে উহার পরিবর্তনীয় এবং স্থির খরচের সমস্তই (স্বাভাবিক মুনাফা সমেত) উঠিবে কিন্তু কোন অতিরিক্ত মুনাফা হইবে না। এই দামে বেচিলে স্বাভাবিক মুনাফাসহ তাহার মোট খরচ উঠিবে তাহার বেশি নহে বলিয়া ইহাকে দাম-খরচের বা আয় খরচের সমতার বিন্দু[৯৪] বলে।

∴ দাম খরচের সমতার বিন্দু,—

দাম - সর্বনিম্ন গড় খরচ = প্রান্তিক খরচ

[এই খবচে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় সমান]

এই দাম থাকিলে, শিল্পে নূতন কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান যোগ দিতে উৎসাহী হইবে না, কিন্তু পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলি সকলেই উৎপাদনে নিযুক্ত থাকিবে। দাম যদি আরও বেশি হয় (OP_1) তবে সমস্ত খরচ উঠিয়াও অতিরিক্ত মুনাফা হইবে বলিয়া বর্তমান সকল উৎপাদক প্রতিষ্ঠানই যতটা সম্ভব উৎপাদন বাড়াইতে চেষ্টা করিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, **উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক খরচ রেখার যে অংশ উহার গড় পরিবর্তনীয় খরচ রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুর** নিচে থাকে (A বিন্দুর নিচে) **তাহা উহার যোগান রেখা নহে, কিন্তু গড় পরিবর্তনীয় খরচ রেখার নিম্নতম বিন্দুর উপরে অবস্থিত প্রান্তিক খরচ রেখার আর বাকি সমস্ত অংশই উহার যোগান রেখায় পরিণত হয়।**

১১ ৯ নং রেখাচিত্র
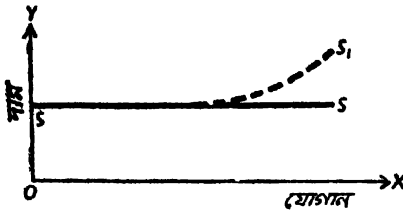
রেখাচিত্র নং ১১·৯-তে **উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক খরচ রেখার (যোগান রেখার) সহিত শিল্পের যোগান রেখার সম্পর্ক** দেখান হইয়াছে। **যদি** বাজারে **পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে ও উপাদান যোগানে স্বল্পতা না থাকে, তবে** স্বল্পকালীন সময়ে অতিরিক্ত মুনাফা হইলে নূতন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান শিল্পে যোগ দিবে। তাহাতে শিল্পের **যোগান রেখা ভূমিতল রেখা OX-এর সহিত সমান্তরাল ভাবে সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকিবে (SS রেখা)। অর্থাৎ দাম একই থাকিয়া ক্রমাগত যোগান বাড়িবে। কিন্তু যদি উপাদান যোগানে স্বল্পতা থাকে, তবে দীর্ঘকালীন সময়ে, শিল্পের উৎপাদন খরচ বাড়িবে ও তাহার ফলে শিল্পের যোগান রেখা একসময়ে দক্ষিণে উপরের দিকে ক্রমশঃ উঠিতে থাকিবে (SS_1 রেখা)।**

যোগানের (অবস্থার) পরিবর্তন

CHANGE IN (CONDITIONS OF) SUPPLY

চাহিদার পরিবর্তন ঘটিলে যেমন উহা দ্বারা চাহিদা রেখার স্থান পরিবর্তন[৯৫]

93. Shut-down point. 94. Break-even point.
95. Shift in the Demand Curve.

বুঝায়, অর্থাৎ চাহিদার পরিবর্তিত অবস্থা বুঝায় ও সেজন্য নূতন চাহিদা রেখা আঁকিবার প্রয়োজন হয় (অর্থাৎ একই দামে, পূর্বের তুলনায় ভিন্নতর পরিমাণ পণ্যের চাহিদা বুঝায়), তেমনি যোগানের পরিবর্তন বলিলে, যোগান রেখার স্থান পরিবর্তন বুঝায় (অর্থাৎ একই দামে বিক্রেতারা আগের তুলনায় ভিন্নতর পরিমাণ অথবা ভিন্নতর দামে একই পরিমাণ বিক্রয়ে রাজী বুঝায়। সুতরাং ইহা যোগান তালিকার পরিবর্তন[৯৬] নির্দেশ করে, যোগানের অবস্থার পরিবর্তন বুঝায় ও তাহা বুঝাইবার জন্য নূতন যোগান রেখা আঁকিতে হয়। ১১·১০ নং রেখাচিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে। OP দামে আগে OQ_1 পরিমাণের যোগান ছিল, এবং সে অনুসারে যোগান রেখা ছিল SS_1। পরে, OP দামে বিক্রেতারা অধিক পরিমাণে, অর্থাৎ (OQ_2 পরিমাণে) যোগান দিতে রাজী হইল। সুতরাং এবার যোগান রেখা হইল S_2S_3। এখানে বিক্রেতারা একই দামে পূর্বের তুলনায় বেশি বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক বলিয়া, ইহাকে 'যোগান বৃদ্ধি'[৯৭] বলিয়া গণ্য করা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে নূতন যোগান রেখা পুরাতন যোগান রেখার দক্ষিণে সরিয়া যায়। আবার আমরা যদি কল্পনা করি যে, প্রথমে OP দামে যোগান ছিল OQ_2 পরিমাণ এবং পরে OP দামে যোগান হইল OQ_1 পরিমাণ, তাহা হইলে 'যোগানের হ্রাস'[৯৮] বুঝাইবে, এবং এরূপ ক্ষেত্রে নূতন যোগান রেখা পুরাতন যোগান রেখার বামে সরিয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে S_2S_3 পুরাতন যোগান রেখা ও SS_1 নূতন যোগান রেখা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।
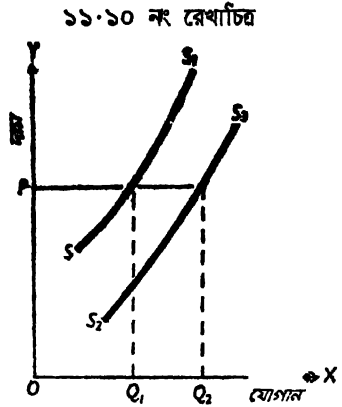
১১·১০ নং রেখাচিত্র

যোগানের পরিবর্তনের কারণ[৯৯]**ঃ** যোগানের (অবস্থার) পরিবর্তনের প্রধান কারণগুলি এইঃ ১. উৎপাদনের খরচ বৃদ্ধি পাইলে বিক্রেতারা একই দামে যোগানের পরিমাণ কমাইয়া দেয় এবং তখন তাহাদের পূর্বের পরিমাণ বিক্রয়ে রাজী করিতে হইলে দাম বেশি দিতে হয়। উৎপাদন খরচ কমিয়া গেলে ইহার বিপরীত অবস্থা হয়। তখন একই দামে তাহারা বেশি বিক্রয়ে ইচ্ছুক হয়।

২. উৎপাদকগণ নিজেরাই যদি উৎপন্নসামগ্রী বেশি পরিমাণ ভোগ করে, তবে বাজারে উহার যোগান কমিবে। অন্ততঃ এই কারণে ভারতে ইদানীংকালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন যে পরিমাণে বাড়িয়াছে বাজারে খাদ্যশস্যের যোগান সে পরিমাণে বাড়ে নাই।

৩. কর ধার্যের দরুন পণ্যের দাম বাড়ে। তখন একই পরিমাণ যোগানের জন্য বেশি দাম দিতে হয়।

৪. উৎপাদনের কারিগরি কৌশলের পরিবর্তনের দরুনও উৎপাদনের অবস্থা বিপুলভাবে পরিবর্তিত হইতে পারে। উহাতে উৎপাদনের ক্ষমতা ও পরিমাণ অধিক বৃদ্ধি পাইয়া দামে পরিবর্তন আনিতে পারে।

৫. কৃষিজাত দ্রব্যের এবং কৃষি নির্ভর শিল্পের যোগানের অবস্থা আবহাওয়ার উপর সবিশেষরূপেই নির্ভরশীল।

96. Change in the supply schedule.
97. Rise in supply.
98. Fall in supply.
99. Causes of changes in supply.

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা : দামের পরিবর্তনে যোগানের সাড়া
ELASTICITY OF SUPPLY : RESPONSE OF SUPPLY TO PRICE CHANGES

চাহিদা যেমন দামের একটি অপেক্ষক বা ক্রিয়া, তেমনি যোগানও দামের আর **একটি অপেক্ষক** বা ক্রিয়া[100] অর্থাৎ, 'অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে', **দামের পরিবর্তনে** যেমন চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন ঘটে, তেমনি **যোগানের পরিমাণেও পরিবর্তন ঘটে** (অর্থাৎ একই চাহিদা এবং যোগান রেখা দিয়া চাহিদা ও যোগানের চলাচল)। আবার **দামের পরিবর্তনে** যেমন একই সময়ে, সকল পণ্যের চাহিদা সমান সাড়া দেয় না, তেমনি, **সকল পণ্যের যোগানও সমান সাড়া দেয় না।** চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলিলে যেমন দামের পরিবর্তনে চাহিদার সাড়ার তুলনামূলক আনুপাতিক পরিমাপ বুঝায়, তেমনি **যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বলিলে, দামের পরিবর্তনে যোগানের সাড়ার তুলনামূলক আনুপাতিক পরিমাপ বুঝায়। অর্থাৎ যোগান রেখার যে কোন বিন্দুতে** যোগানের স্থিতিস্থাপকতা **হইল** যোগানের পরিবর্তনের শতাংশ হার ও দামের পরিবর্তনের শতাংশ হারের ভাগফল। **ইহা** যোগানের **বিন্দু-স্থিতিস্থাপকতা।** এখানে, যোগান ও দামের অতি সামান্য বা সূক্ষ্ম পরিবর্তনের তুলনামূলক পরিমাপ বুঝাইতেছে। ইহা নিচের সমীকরণের আকারে প্রকাশ করা চলেঃ

$$\text{যোগানরেখার বিন্দুস্থিতিস্থাপকতা}^{101} = \frac{\text{যোগানের অতি সামান্য শতাংশ পরিবর্তনের হার}}{\text{দামের অতি সামান্য শতাংশ পরিবর্তনের হার}}$$

$$= \frac{\dfrac{\text{যোগানের অতি সূক্ষ্ম পরিবর্তন}}{\text{আগের যোগান}}}{\dfrac{\text{দামের অতি সূক্ষ্ম পরিবর্তন}}{\text{আগের দাম}}}$$

যোগানের স্থিতিস্থাপকতার নির্ধারকসমূহ[102]**ঃ** যে কোন পণ্যের যোগানের স্থিতিস্থাপকতা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দ্বারা নির্ধারিত হয়ঃ

১. উৎপাদনের উপাদান বা কারকগুলির যোগান যত স্বল্প হইবে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা তত কম এবং উহাদের যোগান যত বেশি হইবে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা তত বেশি হইবে।

২. উৎপাদনের কারিগরি কৌশল যত বেশি পরিবর্তন যোগ্য হইবে, ততই উৎপাদন-কৌশলের পরিবর্তন দ্বারা চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনমত উৎপাদন করা ও যোগান দেওয়া সম্ভব হইবে এবং যোগান ততই স্থিতিস্থাপক হইবে।

৩. চাহিদার সংকোচন সম্প্রসারণ অনুসারে উৎপাদন করিবার জন্য কারখানা-স্তরে[103] উৎপাদনের সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস[104] করিবার সময় যত কম লাগিবে যোগান ততই স্থিতিস্থাপক হইবে।

৪. পণ্যটির বাজারের সংখ্যা যত বেশি হইবে, উহার প্রত্যেক বাজারে উহার যোগান তত বেশি স্থিতিস্থাপক হইবে।

100. $D=f(P)$ also $S=f(P)$.
101. Point elasticity of supply.
102. Determinants of Elasticity of supply.
103. At the plant level.
104. Reorganisation of production.

৮ উৎপাদনের উপাদানসমূহ

1. Examine the merits of the Optimum Theory of Population as compared with the approach of Malthus. [C.U. B.Com. (old) 1962]
   [ম্যালথাসের বিশ্লেষণ ধারার (মতবাদের) সহিত তুলনা করিয়া কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের গুণাবলী পর্যালোচনা কর।] উঃ ১১৯-২১ পৃঃ।
2. What is Capital? Is money Capital? Justify your answer by proper reasoning. [C.U. B.Com. (old) 1964]
   [পুঁজি কাহাকে বলে? অর্থ কি পুঁজি? তোমার উত্তরের সমর্থনে যথাযথ যুক্তি দাও।] উঃ ১২২-২৩ পৃঃ।
3. Define Capital and enumerate the factors that are essential to capital formation in a country. [C. U. B.Com. (old) 1964]
   [পুঁজির সংজ্ঞা দাও এবং একটি দেশে পুঁজি গঠনের জন্য অপরিহার্য বিষয়গুলির উল্লেখ কর।] উঃ ১২২-২৩, ১২৫-২৮ পৃঃ।

৯ উৎপাদনের কাঠামো

1. Distinguish between external and internal economies of a firm, giving suitable examples of both. [C.U. B.Com. 1962]
   [উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচগুলির দৃষ্টান্ত সহ, উহাদের পার্থক্য দেখাও।] উঃ ১৩৬-৩৮ পৃঃ।
2. Discuss the factors that tend to limit the size of a firm. [C.U. B.Com. (old) 1961]
   [যে সকল বিষয়গুলি কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আয়তনের সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেয় তাহা আলোচনা কর।] উঃ ১৩৮-৩৯ পৃঃ।
3. Discuss the factors determining the size of business units. [C.U. B.Com. 1963]
   [কারবারী প্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্ধারণকারী বিষয়গুলি আলোচনা কর।] উঃ ১৩৮-৩৯ পৃঃ।
4. What is meant by the Optimum size of a firm? State the factors which determine it. [C.U. B.Com. 1966]
   [উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের কাম্য আয়তন বলিতে কি বুঝায়? ইহার নির্ধারণকারী বিষয়গুলি বর্ণনা কর।] উঃ ১৪০-৪১ পৃঃ।
5. "Division of labour is limited by the extent of the market." Discuss this statement and point out some other obstacles to the growth of business units. [B.U. 1961]
   ["শ্রমের বিভাগ বাজারের বিস্তার বা পরিধি দ্বারা সীমাবদ্ধ"। এই বিবৃতি আলোচনা কর এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃদ্ধির অন্যান্য বাধাগুলি নির্দেশ কর।] উঃ ১৩২-৩৩, ১৩৮-৩৯ পৃঃ।

১০ কারবারের সংগঠন ও জোট

1. Discuss the joint stock method of business organisation and critically examine its advantages and draw backs. [C.U. B.Com. (old) 1962]
   [কারবারী সংগঠনের যৌথমূলধনী পদ্ধতি আলোচনা কর এবং ইহার সুবিধা ও অসুবিধাগুলির পর্যালোচনা কর।] উঃ ১৪৫-৪৭ পৃঃ।
2. Discuss the merits and drawbacks of joint stock companies as a form of business organistaion. [C.U. B.A. (old) 1964]
   [কারবারী সংগঠনের অন্যতম রূপ হিসাবে যৌথমূলধনী কোম্পানীগুলীর গুণ ও ত্রুটিগুলি আলোচনা কর।] উঃ ১৪৫-৪৭ পৃঃ।

3. Write a short note on the foundations of monopoly power and summarise the economic case against monopolies. [C.U. B.Com. 19..]
[একচেটিয়া কারবারী শক্তির মূলভিত্তি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ এবং একচেটিয়া কারবারগুলির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অভিযোগগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]
উঃ ১৫১-৫৩ পৃঃ।

১১ উৎপাদনতত্ত্ব ● উৎপাদন খরচ ও যোগান

1. Explain the Law of Diminishing Returns indicating the premises upon which it is based. [C.U. B.Com. 1967]
[ক্ষীয়মাণ উৎপন্নের বিধিটি যে সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত তাহা নির্দেশ করিয়া, বিধিটি ব্যাখ্যা কর।] উঃ ১৫৮-৬১, ১৬২-৬৩ পৃঃ।

2. Explain the nature of the short run and the long run average cost curves of a firm, and the relationship between the two. [C.U. B.A. 1962]
[কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন গড় খরচ রেখার প্রকৃতি এবং উভয়ের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।] উঃ ১৭৭-৭৮ পৃঃ।

3. What do you mean by 'Opportunity Costs'? "In a situation of disequilibrium, prices do not fully reflect opportunity costs." Explain this statement. [C.U. B.A. 1963]
['সুযোগ খরচ' বলিতে তুমি কি বুঝ? "ভারসাম্যহীন অবস্থায় দামে সুযোগ খরচ সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হয় না।" এই বিবৃতিটি ব্যাখ্যা কর।] উঃ ১৬৭-৬৯ পৃঃ।

4. Explain the theory of Opportunity Costs. Under what conditions can it be valid? [C. U. B.A. 1965]
[সুযোগ খরচের তত্ত্বটি ব্যাখ্যা কর। কিরূপ অবস্থায় ইহা সত্য হইতে পারে?]
উঃ ১৬৭-৬৯ পৃঃ।

5. Explan the concepts, (a) shut-down points and (b) break-even point. How are they related to an industry supply curve? [C.U. B.A. 1965]
[(ক) উৎপাদন-বন্ধের বিন্দু এবং (খ) দাম-খরচের সমতার বিন্দু—এই ধারণাগুলি ব্যাখ্যা কর। উহাদের সহিত শিল্পের যোগান রেখার সম্পর্ক কি?] উঃ ১৮০-৮২ পৃঃ।

6. Write a critical note on the nature of the cost curve in a competitive industry. [C.U. B.Com. 1966]
[কোন প্রতিযোগিতামূলক শিল্পের খরচ রেখার প্রকৃতি সম্পর্কে একটি পর্যালোচনামূলক টীকা রচনা কর।] উঃ ১৮০-৮২ পৃঃ।

7. Examine the concept of cost as used in economic analysis. Why are all costs variable in the long run? [C U. B Com. 1967]
[অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে, খরচের যে ধারণাটি ব্যবহার করা হয় তাহা পরীক্ষা কর। দীর্ঘকালীন সময়ে সকল খরচই পরিবর্তনীয় কেন?] উঃ ১৬৭-৬৮, ১৬৯-৭০ পৃঃ।

8. Distinguish between fixed and variable costs. Will a firm produce any output if it cannot cover its variable costs? Give reasons for your answer. [C.U. B.A. (Spl) 1967]
[স্থির ও পরিবর্তনীয় খরচগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখাও। কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান যদি উহার পরিবর্তনীয় খরচ তুলিতে না পারে তবে উহা কি আদৌ কোন পরিমাণে উৎপাদন করিবে? তোমার উত্তরে যুক্তি দেখাও।] উঃ ১৮০-৮২ পৃঃ।

9. What do you mean by supply curve? Explain how it is related to firms' costs in a competitive market. [C.U. B.A. 1967]
[যোগান রেখা বলিতে তুমি কি বুঝ? প্রতিযোগিতার বাজারে ইহার সহিত উৎপাদক প্রতিষ্ঠানসমূহের খরচের সম্পর্ক কি?] উঃ ১৭৮-৭৯, ১৮০-৮২ পৃঃ।

10. Write short notes on: (i) Marginal versus total Cost. (ii) Real Cost versus opportunity Costs. [B.U. B.A. 1966]
[সংক্ষিপ্ত টীকা লিখঃ (১) প্রান্তিক খরচ বনাম মোট খরচ। (২) প্রকৃত খরচ বনাম সুযোগ খরচ।] উঃ ১৬৬-৬৯, ১৭০-৭১, ১৭৩-৭৪ পৃঃ।

Distinguish between fixed costs and variable costs, and explain how you would proceed to construct a firm's short run average cost curve. [B.U. B.A. 1965]
[স্থির খরচ ও পরিবর্তনীয় খরচের মধ্যে পার্থক্য দেখাও এবং তুমি কিরূপে একটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের স্বল্পকালনী গড় খরচ রেখা তৈয়ার করিতে অগ্রসর হইবে তাহা ব্যাখ্যা কর।] উঃ ১৭০, ১৭১-৭২ পৃঃ।

12. Explain the Concepts of (a) Fixed Cost and Variable Cost, (b) Marginal Cost and Average Cost. Why does Marginal Cost consist of Variable Cost only? [C.U. B.com. 1968]
[এই ধারণাগুলি ব্যাখ্যা কর—(ক) স্থির খরচ এবং পরিবর্তনীয় খরচ, (খ) প্রান্তিক খরচ এবং গড় খরচ। প্রান্তিক খরচের মধ্যে শুধু পরিবর্তনীয় খরচ থাকে কেন?]
উঃ ১৭০, ১৭২-৭৩ পৃঃ

13. Explain the law of Increasing Returns, and analyse the causes of Increasing Returns. [C.U. B.Com. 1968]
[ক্রমবর্ধমান উৎপন্নবিধিটি ব্যাখ্যা কর এবং ক্রমবর্ধমান উৎপন্নবিধির কারণগুলি বিশ্লেষণ কর।] উঃ ১৬১-৬২ পৃঃ।

14. Write a short note on External economies. [C.U. B.Com. 1968]
[বাহ্যিক ব্যয় সংকোচ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর।] উঃ ১৩৬-৩৭ পৃঃ।

15. Define the clearly the following concepts: variable cost, fixed cost, average cost, and marginal cost. Explain the relation between marginal cost and supply curve of a firm. [C.U. B.A. 1968]
[নিম্নলিখিত ধারণাগুলির পরিষ্কারভাবে সংজ্ঞা দাওঃ পরিবর্তনীয় খরচ, স্থির খরচ, গড় খরচ এবং প্রান্তিক খরচ। কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক খরচ রেখা ও উহার যোগান রেখার মধ্যে সম্পর্কটি ব্যাখ্যা কর।] উঃ ১৭০, ১৭১, ১৭৩, ১৮০-৮২ পৃঃ।

16. "If a firm does not cover average variable cost in competitive market, it will go out of production in the short period." Explain. [C.U. B.A. 1968]
["প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান যদি গড় পরিবর্তনীয় খরচ তুলিতে না পারে, তবে স্বল্পকালীন সময়ে উহা উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে।"—ব্যাখ্যা কর।]
উঃ ১৮০-৮২ পৃঃ।

17. What do you mean by a supply curve? How is it related to firm's costs in a competitive market? [C.U. B.Com. 1969]
[যোগান রেখা বলিতে কি বুঝ? প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের যোগান রেখার সহিত উৎপাদন ব্যয়ের সম্পর্ক আলোচনা কর।] উঃ ১৭৮-৭৯, ১৮০-৮২ পৃঃ।

18. Explan the law of Diminishing Returns, and analyses its causes. [C.U. B.Com. 1969]
[ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধি ব্যাখ্যা কর এবং ইহার কারণগুলি বিশ্লেষণ কর।]
উঃ ১৫৮-৬১, ১৬২-৬৩ পৃঃ।

চতুর্থ খণ্ড

উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য
EQUILIBRIUM OF THE FIRM

অধ্যায়

১২

উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য
EQUILIBRIUM OF THE FIRM

১২

উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য
EQUILIBRIUM OF THE FIRM

[**আলোচিত বিষয়ঃ উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আয়**—মোট আয়—গড় আয়—প্রান্তিক আয়—মোট আয়, গড় আয় ও দামের সহিত প্রান্তিক আয়ের সম্পর্ক—মোট আয় রেখা হইতে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা নির্ণয়—**উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য**—উদ্দেশ্য-পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য—গড় এবং প্রান্তিক আয় ও খরচ রেখা দ্বারা ভারসাম্য বিশ্লেষণ স্বল্পকালীন ভারসাম্য—সর্বাধিক সম্ভব নীট আয়ে ভারসাম্য—স্বল্পতম লোকসানে ভারসাম্য—দীর্ঘকালীন ভারসাম্য —অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে ভারসাম্য—গড় এবং প্রান্তিক আয় ও খরচ রেখা দ্বারা ভারসাম্য বিশ্লেষণ—স্বল্পকালীন ভারসাম্য—দীর্ঘকালীন ভারসাম্য।]

মিশ্র ধনতন্ত্রী অর্থনীতিক ব্যবস্থায় বাজারের অবস্থা নির্বিশেষে চাহিদা ও যোগানেব দ্বারাই পণ্যের দাম নির্ধারিত হয়, এবং উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি উহাদের সর্বাধিক মুনাফা কিংবা স্বল্পতম লোকসানের বিন্দুতে ভারসাম্য (স্থায়ী কিংবা সাময়িক) লাভ করে। চাহিদা ও যোগানের দ্বারা **কিভাবে** দাম নির্ধারিত হয় এবং উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি কি ভাবে উহাদের ভারসাম্যে উপনীত হয় তাহা বুঝিবার জন্য আমরা ভোগকারীর আচরণ. চাহিদা রেখা, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, উৎপাদন অপেক্ষক, উৎপন্ন বিধি, উৎপাদন খরচ ও খরচ রেখা. যোগানের স্থিতিস্থাপকতা ও যোগান রেখাগুলির আলোচনা করিয়াছি। ইহারা দাম নির্ধারণ ও উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য বিশ্লেষণের দরকারী হাতিয়ার। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে আরও কয়েকটি হাতিয়ারের সহিত পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। অর্থনীতিক বিশ্লেষণের এই হাতিয়ারগুলি হইতেছে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের মোট গড় ও প্রান্তিক আয়ের ধারণাসমূহ[১]।

উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আয়
REVENUE OF THE FIRM

পণ্যের চাহিদা ও উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আয়ের সম্পর্ক[২]ঃ নির্দিষ্ট দামে যে কোন পণ্যের জন্য ক্রেতা বা ভোগকারিগণের চাহিদা, উহার উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের (অর্থাৎ উহার যোগানদার বা বিক্রেতার) নিকট. ঐ পণ্যটির বিক্রয়লব্ধ নির্দিষ্ট পরিমাণ **আর্থিক** আয় রূপে[৩] উপস্থিত হয়। এই রূপে. যে কোন সময়ে, যে কোন দামে, যে কোন পণ্যের, যে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ চাহিদা উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আয়ে রূপান্তরিত হয়। সেজন্য যে কোন পণ্যের জন্য ভোগকারিগণের চাহিদা দ্বারা প্রকৃত পক্ষে ঐ পণ্যটির উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের নিকট উহার আয় বুঝায়। আবার, উৎপাদক প্রতিষ্ঠানটি নির্দিষ্ট দামে পণ্যটি যে পরিমাণে বিক্রয়ে সম্মত হইতেছে, উহা পণ্যটির মোট যোগানেরও অংশস্বরূপ।

যে কোন পণ্যের জন্য ভোগকারীরা সকলে মিলিয়া যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে

1. Total Average and Marginal revenue concepts.
2. Relation between the demand for a commodity and revenue to the Firm. 3. Revenue.

তাহাই ঐ পণ্যটির উৎপাদকগণের (বা বিক্রেতাগণের) (বিক্রয়লব্ধ) আয়। পণ্যটির জন্য ভোগকারিগণের ব্যয় হ্রাস পাইলে উৎপাদকগণের আয় কমিবে, এবং ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদকগণের আয় বাড়িবে। পণ্যের বিক্রয়ের পরিমাণে পরিবর্তন ঘটিলে বিক্রেতার আয় উহার দরুন কি রকমভাবে পরিবর্তিত হয় তাহা মোট আয়, গড় আয় এবং প্রান্তিক আয়ের আলোচনা হইতে বুঝা যায়।

মোট আয়
TOTAL REVENUE

যে কোন নির্দিষ্ট দামে (P) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে (Q) পণ্য বিক্রয় দ্বারা বিক্রেতা যে মোট পরিমাণ অর্থ লাভ করে, উহাই তাহার মোট আয় (TR)। সুতরাং **বিক্রেতার মোট আয়=দাম × বিক্রয়ের পরিমাণ।** অথবা, TR=P×Q

নিখুঁত প্রতিযোগিতায়, বাজারে যে দাম থাকে, সে দামেই প্রত্যেক বিক্রেতা তাহার পণ্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। কারণ, সেখানে অসংখ্য বিক্রেতার মধ্যে সে একজন মাত্র এবং মোট যোগানের মধ্যে সে যেটুকু যোগান দিতেছে তাহা অতি নগণ্য। তাহার নিজের একক প্রভাবে সে বাজারের দাম পরিবর্তিত করিতে পারে না। অতএব, কম পরিমাণে বিক্রয় করিলেও সে যে দামে বিক্রয় করে, বেশি পরিমাণে বিক্রয় করিলেও সে ঐ দামেই বিক্রয় করে। ১২·১নং সারণীতে ইহা দেখান হইয়াছে।

সারণী নং ১২·১

বিক্রয়ের একক (Q)	দাম (P)	মোট আয় (P×Q=TR)
১	১০ টাকা	১০ টাকা
২	১০ ,,	২০ ,,
৩	১০ ,,	৩০ ,,
৪	১০ ,,	৪০ ,,
৫	১০ ,,	৫০ ,,
৬	১০ ,,	৬০ ,,

বাজারে দাম ১০ টাকা। বিক্রেতা বিক্রয়ের পরিমাণ যতই বাড়াইতেছে, ততই তাহার মোট আয়ও বাড়িতেছে। নিখুঁত প্রতিযোগিতায় বিক্রয়ের পরিমাণ নির্বিশেষে, বাজারের দাম একই থাকে বলিয়া বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত তাহার মোট আয় সমানুপাতে [বিক্রয়ের পরিমাণ যে অনুপাতে বাড়ে মোট আয়ের পরিমাণ সে অনুপাতে] বাড়িতে থাকে।

কিন্তু **বাজারে নিখুঁত প্রতিযোগিতা না থাকিলে** একচেটিয়া বাজার অথবা অ-নিখুঁত প্রতিযোগিতার যে কোন রূপ অবস্থা থাকিলে, মোট আয় রেখার আকৃতি ভিন্নরূপ হয়। ১২·২নং সারণীতে এই রূপ বাজারে মোট আয়ের ধরন দেখান হইয়াছে। এই বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা কম থাকায় যে কোন বিক্রেতা একটু বেশি পরিমাণে বিক্রয় করিতে চাহিলে বাজারে মোট যোগান বাড়িয়া যায়। সুতরাং দাম না কমাইলে বেশি পরিমাণে বিক্রয় করা যায় না। ফলে দাম কমাইবার সঙ্গে সঙ্গে **মোট বিক্রয় ও মোট আয় বাড়ে। মোট আয় বাড়িতে বাড়িতে একসময়ে সর্বাধিক হয়, তাহার পর কমিতে আরম্ভ করে** এবং এক সময়ে তাহা শূন্যে পরিণত হয় (০ দামে)।

সারণী নং ১২·২

বিক্রয়ের একক (Q)	দাম (P)	মোট আয় (P×Q=TR)
১	১০ টাকা	১০ টাকা
২	৯ ,,	১৮ ,,
৩	৮ ,,	২৪ ,,
৪	৭ ,,	২৮ ,,
৫	৬ ,,	৩০ ,,
৬	৫ ,,	৩০ ,,
৭	৪ ,,	২৮ ,,
৮	৩ ,,	২৪ ,,
৯	২ ,,	১৮ ,,
১০	১ ,,	১০ ,,
১১	০ ,,	০ ,,

গড় আয়
AVERAGE REVENUE

পণ্যের প্রতিটি একক বিক্রয় দ্বারা উহা হইতে যে আয় পাওয়া যায় তাহাই গড় আয়, অর্থাৎ একক-পিছু আয়। ইহা মোট আয় ও পণ্য বিক্রয়ের পরিমাণের ভাগফল। ইহা সর্বদাই দামের সমান হয়। অর্থাৎ,

$$\text{গড় আয় (AR)} = \frac{\text{মোট আয় (TR)}}{\text{বিক্রয়ের মোট পরিমাণ (Q)}} = \text{দাম (P)}$$

অথবা, $$AR = \frac{TR}{Q} = P.$$

বাজারে নিখুঁত প্রতিযোগিতা থাকুক বা না থাকুক গড় আয় ও দাম পরস্পরের সমান হইবেই। সুতরাং বলা যায় যে, গড় আয়ের রেখা আর দামের রেখা একই। আবার দামের রেখাটি আসলে চাহিদা রেখা ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ দামের রেখা কোন্ কোন্ দামে ভোগকারীরা কি কি পরিমাণে পণ্যটি কিনিতে চাহিতেছে তাহাই দেখায়। সুতরাং দামের রেখা ও চাহিদা রেখা একই জিনিস। অতএব দাম রেখা, চাহিদা রেখা ও গড় আয়ের রেখা, একই রেখার বিভিন্ন নাম মাত্র। সারণী নং ১২·৩ ও ১২·৪-এ নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে ও অ-নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে দাম ও গড় আয় যে সর্বদাই পরস্পর সমান হয় তাহা দেখান হইয়াছে।

সারণী নং ১২·৩ ঃ পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার

বিক্রয়ের একক (Q)	দাম (P)	মোট আয় (TR)	গড় আয় $\left(AR=\frac{TR}{Q}\right)$
১	১০ টাকা	১০ টাকা	১০ টাকা
২	১০ ,,	২০ ,,	১০ ,,
৩	১০ ,,	৩০ ,,	১০ ,,
৪	১০ ,,	৪০ ,,	১০ ,,
৫	১০ ,,	৫০ ,,	১০ ,,
৬	১০ ,,	৬০ ,,	১০ ,,

১২·৩নং সারণীতে দাম ও গড় আয় কলম দুইটি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, প্রতি একক যে দামে বিক্রয় হইয়াছে, বিক্রয়ের গড় আয় সর্বদাই (যে কোন পরিমাণেই বিক্রয় হোক না কেন) উহার সমান রহিয়াছে।

সারণী নং ১২·৪ ঃ পূর্ণ প্রতিযোগিতাহীন বাজার

বিক্রয়ের একক (Q)	দাম (P)	মোট আয় (TR)	গড় আয় $\left(AR=\frac{TR}{Q}\right)$
১	১০ টাকা	১০ টাকা	১০ টাকা
২	৯ ,,	১৮ ,,	৯ ,,
৩	৮ ,,	২৪ ,,	৮ ,,
৪	৭ ,,	২৮ ,,	৭ ,,
৫	৬ ,,	৩০ ,,	৬ ,,
৬	৫ ,,	৩০ ,,	৫ ,,

আবার যে বাজারে নিখুঁত প্রতিযোগিতা নাই, একচেটিয়া প্রভাব অথবা অ-নিখুঁত প্রতিযোগিতার যে কোন অবস্থা রহিয়াছে, সেখানেও (অর্থাৎ যে বাজারে বেশি বেচিতে হইলে দাম কমাইতে হয়), বিক্রয়ের পরিমাণ অনুসারে, সর্বদাই দাম ও গড় আয় পরস্পরের সমান হয়। ১২·৪নং সারণীর দাম ও গড় আয় কলম দুইটি লক্ষ্য করিলে ইহা বুঝা যাইবে।

১২·৩নং ও ১২·৪নং সারণীর তথ্যগুলির ভিত্তিতে ১২·১নং ও ১২·২নং রেখাচিত্রে নিখুঁত প্রতিযোগিতা ও নিখুঁত প্রতিযোগিতাহীন অন্যান্য যাবতীয় বাজারে বিক্রেতার গড়

আয়ের রেখার আকৃতি দেখান হইয়াছে। **নিখুঁত প্রতিযোগিতা বাজারে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের গড় আয়ের রেখা OX অক্ষরেখার সমান্তরাল হয়।** বিক্রয়ের পরিমাণ যাহাই হোক, দাম একই থাকে বলিয়া গড় আয়ও একই থাকে। এজন্য দামরেখা ও গড় আয় রেখা পরস্পর মিশিয়া যায় এবং উহা OX অক্ষরেখার সমান্তরাল থাকে। আবার চাহিদারেখা ও দাম-রেখা একই। সুতরাং এই বাজার দাম, চাহিদা ও গড় আয় রেখা পরস্পর মিশিয়া যায়। তবে নিখুঁত প্রতি-যোগিতার বাজারে মোট চাহিদার রেখা কিন্তু ইহা নয়। ইহা যে কোন একটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের বা বিক্রেতার পণ্যের চাহিদা রেখা। সকল বিক্রেতার মোট যোগানের রেখা কিন্তু নিম্নমুখী ও ঋণাত্মক ঢাল সম্পন্ন হইবে। ১২·৩নং চিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে। ১২·২নং

১২·১নং রেখাচিত্র

Y
গড় আয়
P
AR
(=P=D)
O
X
বিক্রয়ের পরিমাণ
(অনেক বিক্রেতার পণ্যের চাহিদা)
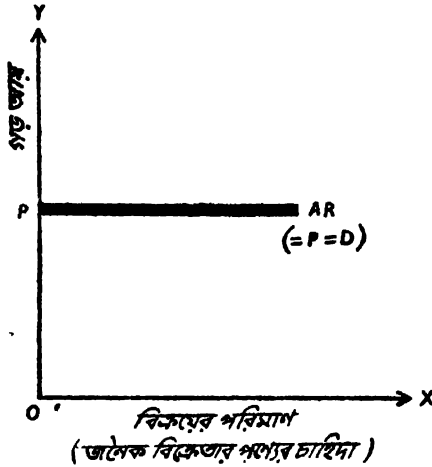
চিত্রে **নিখুঁত প্রতিযোগিতাহীন যে কোন বাজারে যে কোন উৎপাদক বা বিক্রেতার গড় আয়** (অর্থাৎ তাহার পণ্যের চাহিদা) **রেখা** দেখান হইয়াছে। **ইহার ঢাল ঋণাত্মক।** অর্থাৎ ইহা

১২·২নং রেখাচিত্র
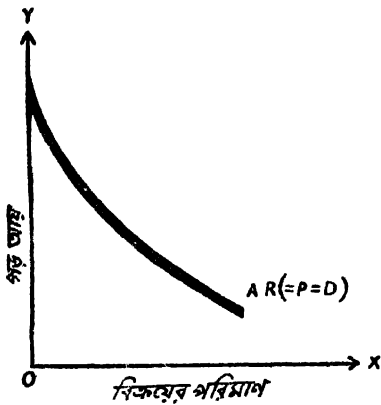
১২·৩নং রেখাচিত্র
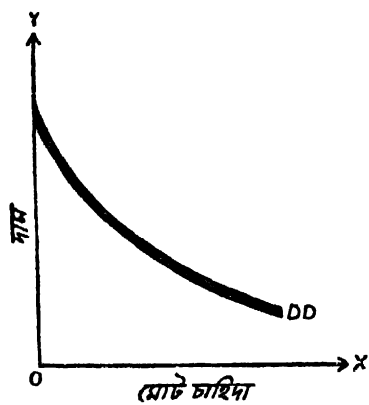
দক্ষিণে নিচে নামিতেছে। কারণ বেশি বিক্রয় করিতে হইলে এরূপ বাজারের বিক্রেতাকে তাহার পণ্যের দাম কমাইতে হয়, ইহাতে তাহার গড় আয় হ্রাস পায় বলিয়া, বিক্রয় বৃদ্ধির সহিত গড় আয় রেখা ক্রমশ দক্ষিণে নিম্নগামী হইতে থাকে।

প্রান্তিক আয়
MARGINAL REVENUE

প্রত্যেক উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হইতেছে সর্বাধিক মুনাফা উপার্জন। বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতেছে অধিকতর মুনাফা উপার্জনের প্রধান পথ। সুতরাং কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান যখন উহার বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করার কথা ভাবে, যাহা বিক্রয় হইতেছে,

উহার অতিরিক্ত আরও কিছু একক বিক্রয় করা যায় কিনা সে কথা চিন্তা করে, তখন শুধু গড় আয়ের কথা ভাবিলেই উহার চলে না, অতিরিক্ত একক বিক্রয়ের দ্বারা উহার আয় যতখানি বাড়িবে বা বাড়িতে পারে সে তুলনায়, ঐ অতিরিক্ত একক উৎপাদনের খরচ কত পড়িবে সে কথাও তাহাকে বিবেচনা করিতে হয়। অতিরিক্ত এককের উৎপাদন খরচ অর্থাৎ প্রান্তিক খরচ[4] এবং অতিরিক্ত এককের বিক্রয় লব্ধ আয় অর্থাৎ প্রান্তিক আয়—এই দুইটির তুলনা করিয়া বিক্রেতা তাহার বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইবে কি না তাহা স্থির করে। সুতরাং বিক্রয় বৃদ্ধিতে উৎসুক বিক্রেতা প্রান্তিক আয় সম্পর্কে সর্বদাই অত্যন্ত আগ্রহী।

সংজ্ঞাঃ প্রান্তিক আয়ের ধারণাটি প্রান্তিক উপযোগ, প্রান্তিক উৎপন্ন এবং প্রান্তিক খরচ ইত্যাদির সমগোত্র। **বিক্রয়ের পরিমাণ এক একক বাড়াইলে (x+1) মোট আয় (TR) যতটুকু বাড়ে, কিংবা বিক্রয়ের পরিমাণ এক একক কমাইলে (x−1) মোট আয় যতটুকু কমে তাহাই প্রান্তিক আয় (MR)।** অর্থাৎ,

$$MR = TRx+1-TRx,$$

অথবা,

$$MR = TRx-(TRx-1)$$

[অর্থাৎ X যদি ১০০ একক হয়, তবে ১০১ এককের বিক্রয়লব্ধ মোট আয় হইতে ১০০ এককের বিক্রয়লব্ধ মোট আয় বাদ দিলে, কিংবা ১০০ এককের বিক্রয়লব্ধ মোট আয় হইতে ৯৯ এককের বিক্রয়লব্ধ মোট আয় বাদ দিলে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহাই প্রান্তিক আয়।]

অথবা, বলা যায় যে, **বিক্রয়ের পরিমাণে পরিবর্তনের দরুন মোট আয়ের পরিবর্তনের যথার্থ কিংবা গড় হার-ই হইল প্রান্তিক আয়।**[5]

$$\text{প্রান্তিক আয় (MR)} = \frac{\text{মোট আয়ের পরিবর্তন}}{\text{মোট বিক্রয়ের পরিবর্তন}}$$

অর্থাৎ, সহজ কথায়, **প্রান্তিক আয় হইল মোট আয় ও মোট বিক্রয়, এই দুইয়ের পরিবর্তনের অনুপাত।**

মোট আয়, গড় আয় ও দামের সহিত প্রান্তিক আয়ের সম্পর্ক
RELATION BETWEEN TR, AR, PRICE AND MR

নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে দাম, মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের সহিত সম্পর্ক ১২·৫নং সারণীতে দেখান হইয়াছে। এই বাজারে একই দামে বিক্রেতা যে কোন পরিমাণে বিক্রয় করিতে পারে বলিয়া, **দাম স্থির থাকায়** মোট আয় **বিক্রয় বৃদ্ধির সমানুপাতে** বাড়ে, এবং গড় আয় সর্বদা একরূপ ও দামের সমান থাকে। **মোট আয় সমান** পরিমাণে **বাড়ে** (=দাম) বলিয়া **প্রান্তিক আয় সর্বদা একরূপ** এবং **গড় আয়ও দামের সমান** হয়। ইহার অর্থ এই যে, **বিক্রেতার গড় আয়ে যদি কোন পরিবর্তন না ঘটে (বিক্রয়ের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি সত্ত্বেও) তবে, তাহার প্রান্তিক আয়েও**

সারণী নং ১২·৫

বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)	দাম (P)	মোট আয় (TR)	গড় আয় (AR)	প্রান্তিক আয় (MR)
১	১০ টাকা	১০ টাকা	১০ টাকা	১০ টাকা
২	১০ ,,	২০ ,,	১০ ,,	১০ ,,
৩	১০ ,,	৩০ ,,	১০ ,,	১০ ,,
৪	১০ ,,	৪০ ,,	১০ ,,	১০ ,,
৫	১০ ,,	৫০ ,,	১০ ,,	১০ ,,
৬	১০ ,,	৬০ ,,	১০ ,,	১০ ,,

4. Marginal Cost.
5. "......marginal revenue is defined as the exact or average rate of change....of total revenue as sales change."—H. H. Liebhafsky.

কোন পরিবর্তন ঘটিবে না। এবং গড় আয়, দাম ও প্রান্তিক আয় পরস্পরের সমান হইবে। ইহার ফলে দাম, গড় ও প্রান্তিক আয় রেখাগুলি OX অক্ষরেখার সমান্তরাল হইবে এবং পরস্পর মিশিয়া যাইবে। ১২·৪নং রেখাচিত্রে এইরূপ একত্র মিলিত ও সমান্তরাল প্রান্তিক আয়, গড় আয় ও দাম রেখা (PR) দেখান হইয়াছে। ইহাতে দেখা যাইতেছে, বিক্রয়ের পরিমাণ নির্বিশেষে দাম ও প্রান্তিক আয় পরস্পরের সমান (MR=P)।

১২·৪নং রেখাচিত্র
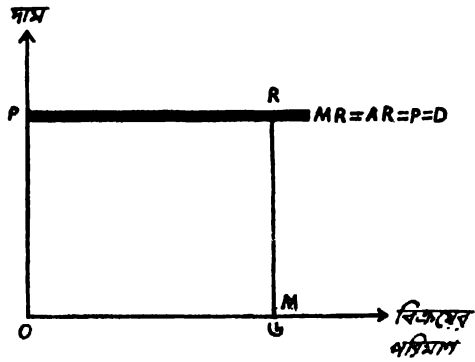
নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজার ছাড়া অন্যান্য বাজারে (অর্থাৎ, একচেটিয়া বাজার, অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজার, একচেটিয়া ঝোঁক বিশিষ্ট প্রতিযোগিতার বাজার ইত্যাদিতে) দাম, মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের সম্পর্ক ১২·৬নং সারণীতে দেখান হইয়াছে। এই প্রকার বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা যত কম হয়, ততই বাজারের মোট যোগানের উপর যে কোন একজন বিক্রেতার প্রভাব বেশি হয়, কারণ যে কোন একজন বিক্রেতার বিক্রয়ের পরিমাণ বাজারের মোট যোগানের এক সবিশেষ অংশে পরিণত হয়। ফলে যে কোন একজন বিক্রেতা তাহার বিক্রয় সামান্য পরিমাণে বাড়াইলেও বাজারে মোট যোগান তাহাতে বৃদ্ধি পায়। ইহার দরুন দাম কিছুটা না কমাইলে, কোন বিক্রেতা পূর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণে বিক্রয় করিতে পারে না। এই কারণে ১২·৪নং সারণীতে আমরা দেখিতেছি

সারণী নং ১২·৬

বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)	দাম (P)	মোট আয় (TR)	গড় আয় (AR)	প্রান্তিক আয় (MR)
১	১০ টাকা	১০ টাকা	১০ টাকা	১০ টাকা
২	৯ ,,	১৮ ,,	৯ ,,	৮ ,,
৩	৮ ,,	২৪ ,,	৮ ,,	৬ ,,
৪	৭ ,,	২৮ ,,	৭ ,,	৪ ,,
৫	৬ ,,	৩০ ,,	৬ ,,	২ ,,
৬	৫ ,,	৩০ ,,	৫ ,,	০ ,,
৭	৪ ,,	২৮ ,,	৪ ,,	—২ ,,

যে, প্রতিবার বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইতে গিয়া বিক্রেতা পণ্যের দাম কিছুটা পরিমাণে কমাইতেছে। ইহার ফলে, তাহার বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে বটে, এবং ইহাতে একদিকে অতিরিক্ত এককটি যে দামে বিক্রয় হইল, তাহার মোট আয় সে পরিমাণে বাড়িল[6] কিন্তু অন্যদিকে আগের যে এককটি সে অধিকতর দামে বিক্রয় করিতে পারিত তাহাও এখন নূতন এবং কম দামে বিক্রয় করাতে, ঐ এককের নূতন দাম পুরাতন দাম অপেক্ষা যতটুকু কম তাহার মোট আয় সে পরিমাণে কমিয়া গেল[7]। ইহার দরুন বিক্রেতার গড় আয়ও কমিতে থাকে এবং প্রান্তিক আয় শুধু কমই হয় না, উহা দাম হইতে কম হয়। **বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত দাম কমাইবার দরুন** এইরূপ বাজারে বিক্রেতার **গড় আয় ক্রমাগত কমে। গড় আয় কমে বলিয়া প্রান্তিক আয়ও কমে এবং উহা গড় আয় ও দাম অপেক্ষা কম হয় [AR=P>MR]।** তাহা ছাড়া, (ক্রমাগত দাম কমান হইতেছে বলিয়া বিক্রয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও) প্রথমে ক্রমশ মোট আয় বাড়ে, প্রান্তিক আয় যখন শূন্যে

6. Sales gain. 7. Price Loss.

পরিণত হয়, তখন (১২·৪নং সারণীতে ৬ একক বিক্রয়ের সময়) মোট আয় সর্বাধিক হয় এবং পরে ক্রমশ উহা হ্রাস পায় (সারণী নং ১২·৪ দ্রষ্টব্য)।

১২·৫নং রেখাচিত্র

১২·৫নং রেখাচিত্রে পূর্ণপ্রতিযোগিতা-হীন বিভিন্ন প্রকারের বাজারে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখার আকৃতি দেখান হইল। দাম কমিবার ফলে বিক্রয় (অর্থাৎ চাহিদা) বৃদ্ধির দরুন গড় আয় (অর্থাৎ দাম বা চাহিদা) রেখা এক্ষেত্রে ঋণাত্মক ঢাল বিশিষ্ট (দক্ষিণে নিম্নমুখী) হয়। অর্থাৎ গড় আয় ক্রমশ কমিতে থাকে, এবং গড় আয় কমিতে থাকায় প্রান্তিক আয়ও কমিতে থাকে ও বিক্রয়ের যে কোন মাত্রায়, প্রান্তিক আয় গড় আয় অপেক্ষা কম হয়। সেজন্য প্রান্তিক আয় রেখা (MR) গড় আয় রেখার (AR) বামে ও নিচে থাকে এবং উহা গড় আয় রেখার (বা চাহিদা রেখার) মতই ঋণাত্মক ঢাল বিশিষ্ট (দক্ষিণে নিম্নমুখী) হয়।
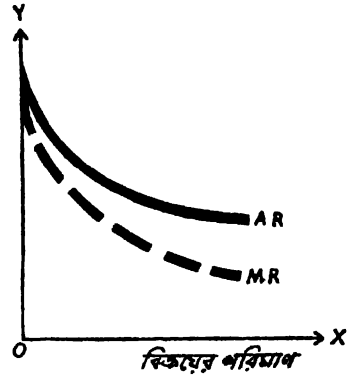
উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য
EQUILIBRIUM OF THE FIRM

উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য
OBJECTIVE OF THE FIRM

সর্বাধিক নীট আয়ঃ মিশ্র ধনতন্ত্রী অর্থনীতিক ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান যে উদ্দেশ্য লইয়া উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে তাহা হইল, পণ্য বিক্রয় দ্বারা উহার **নীট আয়**[8] সর্বাধিক করা কিংবা উহার **নীট লোকসান বা ঋণাত্মক নীট আয়**[9] সর্বাপেক্ষা হ্রাস করা। প্রথমটিকে বিক্রয়লব্ধ (ধনাত্মক) **খাঁটি মুনাফা**[10] ও দ্বিতীয়টিকে বিক্রয়-লব্ধ ঋণাত্মক খাঁটি মুনাফা[11] বলা হয়। **নীট আয় বা খাঁটি মুনাফা হইল, উদ্যোক্তার স্বাভাবিক মুনাফার**[12] **অতিরিক্ত আয়। ইহা মোট আয়**[13] **(TR) এবং মোট খরচ**[14] **(TC)-এর পার্থক্যের সমান।** উৎপাদকের মোট আয় এবং মোট খরচ তাহার পণ্য উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে এবং উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তিত হইলে, মোট আয় এবং মোট খরচও পরিবর্তিত হয়।

স্বাভাবিক মুনাফা বলিতে এরূপ পরিমাণ মুনাফা বুঝায়, যাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া (দীর্ঘকালীন সময়ে) উপযুক্ত পরিমাণ উদ্যোগ (উদ্যোক্তার উপযুক্ত পরিমাণ প্রচেষ্টা) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে (উৎপাদক প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে) নিযুক্ত রাখিবার পক্ষে যথার্থ। শিল্প অনুযায়ী স্বাভাবিক মুনাফার পরিমাণ কমবেশি হয়।

স্বাভাবিক মুনাফা পণ্যের মোট উৎপাদন খরচের অংশ (অবশ্য ইহা অর্থবিজ্ঞানি-গণের অভিমত। হিসাবরক্ষকগণ মোট খরচের মধ্যে স্বাভাবিক মুনাফা ধরেন না।)।

দীর্ঘকালীন সময়ে উৎপাদিত পণ্যের একক পিছু সকল খরচ (অর্থাৎ স্বাভাবিক মুনাফা, খাজনা, মজুরি ও সুদ ধরিয়া মোট গড় খরচ) যে দামে উঠিয়া আসে (দাম=দীর্ঘ-কালীন গড় খরচ) তাহাই **স্বাভাবিক দাম**[15]।

8. Net Revenue.
9. Negative Net Revenue.
10. Pure profits from sales.
11. Negative pure Profits.
12. Normal Profit.
13. Total or gross revenue.
14. Total Cost.
15. Normal price.

ভারসাম্যঃ উৎপাদক প্রতিষ্ঠান যখন আর উহার উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তন করিতে চাহে না, তখনই উহা ভারসাম্যে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হয়। উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তনের পশ্চাতে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে নীট আয় আরও বৃদ্ধি করা কিংবা নীট ঋণাত্মক আয় বা নীট লোকসান আরও হ্রাস করা। •উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির দ্বারা যতক্ষণ এই দুইটির একটি উদ্দেশ্য সাধিত হইতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি উহার উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তন করিতে থাকে। **যখন উৎপাদনের পরিমাণ এরূপ হয় যে, উহা আর কমাইলে বা বাড়াইলে নীট আয় আর বাড়িবে না,** তখন বুঝিতে হইবে যে ঐ উৎপাদনের পরিমাণে উহার সর্বাধিক সম্ভব নীট আয় লাভ ঘটিতেছে। সুতরাং **তখন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানটি আর উহার উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন বোধ করে না** এবং অন্যান্য অবস্থা যতক্ষণ না পরিবর্তিত হইতেছে ততক্ষণ ঐ পরিমাণ পণ্যই উৎপাদন করিতে থাকে, অর্থাৎ ঐ ভারসাম্যে স্থিত থাকে! সর্বাধিক সম্ভব নীট আয়ের **এই উৎপাদনের পরিমাণকেই শ্রেষ্ঠ মুনাফা-উৎপন্ন[16] বলে। ইহা ভারসাম্য অবস্থার সমার্থক।**

সময়ঃ স্বল্পকালীন সময়ের তুলনায় দীর্ঘকালীন সময়ের মোট খরচ, গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচ এবং দাম, মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয় ভিন্নতর হয়। সে কারণে, উৎপন্নের যে পরিমাণে কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান স্বল্পকালীন ভারসাম্য লাভ করে, তাহা অপেক্ষা উহার দীর্ঘকালীন ভারসাম্য উৎপন্নের পরিমাণ ভিন্নতর হয়। উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের স্বল্পকালীন ভারসাম্য বিন্দু এবং দীর্ঘকালীন ভারসাম্য বিন্দু এক নহে। বাজারে প্রতিযোগিতার অবস্থা নির্বিশেষে একথা প্রযোজ্য।

বাজারের অবস্থা নির্বিশেষে (অর্থাৎ নিখুঁত প্রতিযোগিতা থাকুক আর নাই থাকুক), দুই ভাবে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য (শ্রেষ্ঠ মুনাফা-উৎপন্ন) অবস্থা বিশ্লেষণ করা যায়। একটি হইতেছে মোট আয় ও মোট খরচ রেখা দুইটির সাহায্যে বিশ্লেষণ, অপরটি হইতেছে, প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক খরচ রেখা দুইটির সাহায্যে বিশ্লেষণ।

১. নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য
EQUILIBRIUM OF THE FIRM UNDER PERFECT COMPETITION

গড় এবং প্রান্তিক আয় ও খরচ (রেখা) দ্বারা ভারসাম্য বিশ্লেষণ
FIRM'S EQUILIBRIUM: AVERAGE & MARGINAL COST & REVENUE (CURVES)

নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে যে কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের গড় আয় প্রান্তিক আয় এবং গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচ এবং দামের (অর্থাৎ ঐ সকল রেখাগুলির) সাহায্যে উহার ভারসাম্য বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করা যায়।

ক. প্রতিযোগী উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের স্বল্পকালীন ভারসাম্য
SHORT PERIOD EQUILIBRIUM OF THE COMPETITIVE FIRM

স্বল্পকালীন প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম অপেক্ষাকৃত বেশি কিংবা অপেক্ষাকৃত কম থাকিতে পারে। বাজারের দাম, উহার নিজের গড় ও প্রান্তিক আয় এবং গড় ও প্রান্তিক খরচ অনুযায়ী, প্রতিযোগিতায় লিপ্ত যে কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান উহার উৎপাদনের এরূপ পরিমাণ নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করে, যে পরিমাণে উৎপাদন করিলে উহার সর্বাধিক সম্ভব নীট আয়[17] (দাম অপেক্ষাকৃত বেশি হইলে) কিংবা সর্বাপেক্ষা কম নীট লোকসান বা ঋণাত্মক নীট আয়[18] (দাম অপেক্ষাকৃত কম থাকিলে) হয়। সুতরাং সাধারণত স্বল্পকালীন সময়ে প্রতিযোগী উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য দুই প্রকারের হইতে পারেঃ

16 Best profit Output. 17. Maximum possible net revenue.
18. Minimum possible negative net revenue or loss.

১. সর্বাধিকসম্ভব নীট আয়ে (স্বাভাবিক মুনাফার অধিক আয়ে) ভারসাম্য; এবং

২. সর্বাপেক্ষা কম নীট লোকসানে ভারসাম্য।

কিন্তু, উভয় ভারসাম্য ক্ষেত্রেই **ভারসাম্যের প্রধান শর্ত একটি: প্রান্তিক খরচ (ঊর্ধ্বমুখী) ↑ = প্রান্তিক আয় (=দাম=গড় আয়)।**

[MC (↑) = MR (= Price = Average Revenue)]

উভয় ভারসাম্যেই এই প্রধান শর্ত ছাড়াও আরও **একটি করিয়া গৌণ শর্ত** আছে। তাহা আমরা আলোচনা কালে দেখিব।

প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যাইতে পারে যে: প্রান্তিক খরচ = প্রান্তিক আয় (= দাম = গড় আয়)—ইহা ভারসাম্যের সাধারণ শর্ত, কিন্তু যথেষ্ট শর্ত নয়। **ঊর্ধ্বমুখী** প্রান্তিক খরচ=প্রান্তিক আয় (=দাম=গড় আয়)—ইহা ভারসাম্যের বিশেষ প্রয়োজনীয় শর্ত। তাহা না হইলে ভারসাম্যটি সর্বাধিক মুনাফা কিংবা সর্বাপেক্ষা কম লোকসান, কোনটিই সুনিশ্চিত করিবে না।

১. সর্বাধিকসম্ভব নীট (স্বাভাবিক মুনাফার অধিক) আয়ে ভারসাম্য[19]:

১২·৬ নং রেখাচিত্রে OM পরিমাণ উৎপন্ন প্রতিষ্ঠানটির সর্বাধিক সম্ভব নীট আয়ের ভারসাম্য উৎপন্ন বলিয়া দেখান হইয়াছে। উহার প্রান্তিক খরচ (SMC), গড় খরচ (SAC) এবং দাম (OP) ও গড় আয় ও প্রান্তিক আয় (OP=MR=AR) অনুসারে, OM পরিমাণে উৎপাদন ও বিক্রয় করিলেই প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানটি সর্বাধিক সম্ভব নীট আয় বা মুনাফা লাভ করিয়া (স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত) ভারসাম্যে স্বল্পকালীন সময়ে স্থিত হইবে। ইহার কারণ কি?

পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে যে দাম থাকে সে দামেই যে কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান যে কোন পরিমাণে উহার পণ্য বিক্রয় করিতে পারে। সেজন্য উহার কাছে উহার পণ্যের দাম রেখা (অর্থাৎ ক্রেতাগণের নিকট উহার পণ্যের চাহিদা রেখা) OX অক্ষরেখার সমান্তরাল হয়। বিক্রয়ের পরিমাণ নির্বিশেষে দাম একই থাকিলে, দাম রেখা সমান্তরাল হয় বলিয়া উহার প্রান্তিক আয় এবং গড় আয়ও দামের সমান হয়। সুতরাং প্রান্তিক আয় রেখা ও গড় আয় রেখাও OX অক্ষরেখার সমান্তরাল হয়, উহারা উভয়েই দাম রেখার সহিত মিশিয়া যায়। এজন্য
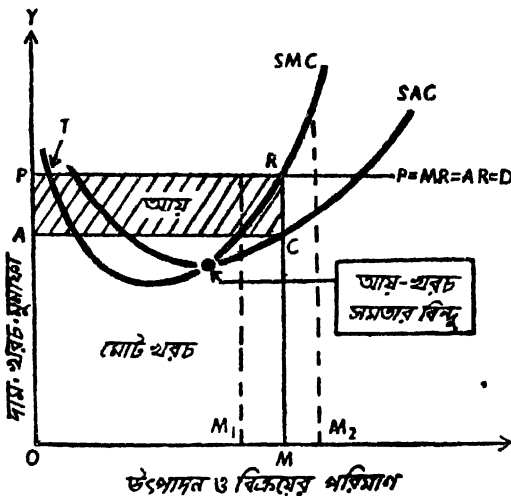
১২·৬নং রেখাচিত্র

১২·৬ নং রেখাচিত্রে দাম রেখা PP একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটি প্রান্তিক আয় রেখা (MR) ও গড় আয় রেখা (AR)-তে পরিণত হইয়া OX অক্ষরেখার সমান্তরাল ভাবে রহিয়াছে।

প্রান্তিক খরচ রেখা SMC নিচ হইতে উপরে উঠিতে উঠিতে দাম রেখার উপর

19. Equilibrium at super normal profit.

অবস্থিত R বিন্দুতে ছেদ করিয়া দাম রেখার উপরে চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং R বিন্দুতে **পণ্যটির দাম = উহার প্রান্তিক উৎপাদন খরচ** (P=MC)। কিন্তু দাম রেখা ও প্রান্তিক খরচ রেখা যেখানেই পরস্পরকে ছেদ করিবে সেখানেই উহারা সমান হইবে। OY অক্ষরেখার নিকট T বিন্দুতেও দাম ও প্রান্তিক খরচ পরস্পরের সমান, কিন্তু সেখানে প্রতিষ্ঠানটির ভারসাম্য হইবে না। কারণ, সেখানে প্রান্তিক খরচ দামের সমান হইলেও প্রান্তিক খরচ রেখাটি নিম্নগামী, উপর হইতে নিচে নামিতে নামিতে দাম রেখাকে ছেদ করিয়াছে এবং উহার নিচে চলিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ সেখানে উৎপাদন আরও বাড়াইলে খরচ কমিবে, আয় বাড়িবে, মুনাফা বাড়িবে। সুতরাং সেখানে T বিন্দুতে দাম ও প্রান্তিক খরচের সমতা অনুসারে উৎপাদন ধার্য করিলে উহার সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা হইবে না। কারণ, প্রান্তিক খরচ রেখা যতক্ষণ বা যতদূর পর্যন্ত দামের নিচে থাকিবে, ততদূর পর্যন্ত উৎপাদন বাড়ান হইলে নীট আয়ও বাড়িতে থাকিবে। অতএব **দাম = প্রান্তিক খরচ, ইহা ভারসাম্যের সাধারণ ও প্রাথমিক শর্ত কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়।** R বিন্দুতে দাম ও প্রান্তিক খরচের যে সমতা ঘটিয়াছে, সেখানে প্রান্তিক খরচ রেখা নিচ হইতে উপরে উঠিতে উঠিতে দাম রেখাকে ছেদ করিয়াছে। সুতরাং R বিন্দুর আগে প্রান্তিক খরচ দামের কম এবং R বিন্দুর পরে প্রান্তিক খরচ দামের বেশি। অতএব R বিন্দুর আগে যে কোন পরিমাণে উৎপাদনে (OM_1) যেমন মুনাফা সর্বাধিক অপেক্ষা কম হইবে তেমনি R বিন্দুর পরে যে কোন পরিমাণ উৎপাদনেও (OM_3), দাম অপেক্ষা প্রান্তিক খরচ বেশি বলিয়া মুনাফা সর্বাধিক অপেক্ষা কম হইবে। সুতরাং একমাত্র R বিন্দু অনুসারে উৎপাদনের পরিমাণ ধার্য করিলেই (OM) মুনাফা সর্বাধিক পরিমাণ পর্যন্ত বাড়ান সম্ভব হইবে। এই কারণে, **ভারসাম্যের দ্বিতীয় এবং বিশিষ্ট শর্ত হইতেছে এই যে, ভারসাম্য** বিন্দু বলিয়া গণ্য হইবার জন্য ঐ **বিন্দুতে** (R) **প্রান্তিক খরচ রেখা ঊর্ধ্বমুখী হইয়া নিচ হইতে দাম রেখাকে ছেদ করিয়া উহার উপরে চলিয়া যাইবে।** অর্থাৎ ঊর্ধ্বমুখী প্রান্তিক খরচ (বা **প্রান্তিক খরচ** ↑) = **দাম** ($P = MC\uparrow$)[২০]। একমাত্র ঐ বিন্দুতেই (R), প্রান্তিক খরচ ↑ = দাম = প্রান্তিক আয় = গড় আয়। অতএব ঐ বিন্দু হইতে নিচে লম্ব টানিলে উহা OX অক্ষরেখায় যে বিন্দুতে পৌঁছিবে (R বিন্দু হইতে RM লম্ব টানিলে, OX অক্ষরেখার M বিন্দুতে পৌঁছায়), OX অক্ষরেখার উপর ঐ মিলন বিন্দুতেই (M) ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ নির্দিষ্ট হইবে (OM)।

এখানে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। R বিন্দুতে প্রান্তিক খরচ=দাম হইলেও, উহারা উভয়ে গড় খরচের বেশি। OM পরিমাণের দাম ও প্রান্তিক খরচ =OP=RM, কিন্তু গড় খরচ CM। সুতরাং দাম ও প্রান্তিক খরচ গড় খরচ অপেক্ষা RC পরিমাণ বেশি। ইহার ফলে, প্রতিষ্ঠানটির মোট খরচ হইতেছে = OM পরিমাণ উৎপন্ন × CM গড় খরচ = OMCA ক্ষেত্র। কিন্তু উহার মোট আয় হইতেছে = OM পরিমাণ বিক্রয় × OP (=RM) দাম = OMRP ক্ষেত্র। অতএব উহার নীট আয় বা মুনাফার পরিমাণ হইতেছে, মোট আয় (OMRP ক্ষেত্র)—মোট খরচ (OMCA ক্ষেত্র) = ACRP ক্ষেত্র। অর্থাৎ OP দামে OM পরিমাণ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া উহা স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অধিক মুনাফা (=ACRP ক্ষেত্র) লাভ করিতেছে এবং এই পরিস্থিতিতে ইহাই সর্বাধিক সম্ভব মুনাফাও বটে। সুতরাং OP দামে OM পরিমাণ উৎপন্নই প্রতিষ্ঠানটির স্বল্পকালীন ভারসাম্য উৎপন্নের পরিমাণ।

সর্বশেষে, **সর্বাধিক মুনাফার স্বল্পকালীন ভারসাম্যের তৃতীয় শর্ত হইল, ভারসাম্য**

20. MC—অর্থাৎ প্রান্তিক খরচ কথাটির সংক্ষিপ্ত উল্লেখের পাশে ↑ এই চিহ্ন দিয়া ঊর্ধ্বমুখী বা ঊর্ধ্বগামী প্রান্তিক খরচ রেখা বুঝান হইয়াছে।

উৎপন্নের বিন্দুতে শুধু প্রান্তিক খরচ ↑ = দাম= প্রান্তিক ও গড় আয়, হইলেই চলিবে না, উহা গড় খরচেরও বেশি হওয়া চাই। অর্থাৎ প্রান্তিক খরচ ↑ = দাম = প্রান্তিক আয়=গড় আয়>গড় খরচ (MC ↑ =P=MR=AR>AC)। তাহা না হইলে স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত মুনাফা ঘটিবে না। ১২·৬নং রেখাচিত্রে দাম OP = প্রান্তিক খরচ ↑ RM। কিন্তু উহারা গড় খরচ CM অপেক্ষা বেশি।

২. প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতম লোকসানের ভারসাম্য[21] :

বাজারে দাম যদি অপেক্ষাকৃত কম থাকে, অর্থাৎ বাজারের অবস্থা যদি ভাল না হয়, উহা যদি খরচের অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে, সে দামে বিক্রয় করিলে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের নিশ্চয় লোকসান হইবে। কারণ, তাহাতে পণ্যের এক একটি একক যে দামে বিক্রয় হইবে তাহা একক পিছু খরচ অপেক্ষা কম। এই পরিস্থিতিতে উৎপাদক ও বিক্রেতা কি করিবে? উৎপাদন বন্ধ করিবে? না, লোকসান দিয়া কারবার চালু রাখিবে? দাম যদি এত কম হয় যে, তাহাতে পরিবর্তনীয় বা মুখ্য গড় খরচ[22] পর্যন্ত ওঠে না, স্থির খরচ তো দূরের কথা তবে উৎপাদন করিলে যতটা পরিমাণ লোকসান দিতে হইবে, উৎপাদন বন্ধ রাখিলে ততটা লোকসান হইবে না। সুতরাং দাম যদি পরিবর্তনীয় গড় খরচের কম হয়, তাহা হইলে স্বল্পকালীন সময়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান উহার পণ্যের উৎপাদন বন্ধ রাখিবে। ১২·৭ নং রেখাচিত্রে তীর চিহ্ন দিয়া এই উৎপাদন বন্ধের বিন্দু[23] দেখান হইয়াছে। এই বিন্দুতে প্রান্তিক খরচ নিচ হইতে উপরে উঠিতে উঠিতে পরিবর্তনীয় গড় খরচের নিম্নতম বিন্দু দিয়া উহাকে ছেদ করিয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছে। এই বিন্দুতে দাম= প্রান্তিক খরচ= পরিবর্তনীয় গড় খরচ (AVC)। দাম ইহার কম হইলে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখিলে লোকসান কম হইবে, চালু রাখিলে লোকসান বেশি হইবে। (কারণ বন্ধ রাখিলে শুধু স্থির খরচটুকু লোকসান হইবে, আর চালু রাখিলে স্থির খরচ+পরিবর্তনীয় খরচের একাংশ লোকসান দিতে হইবে)।

১২·৭নং রেখাচিত্র

যদি দাম=পরিবর্তনীয় গড় খরচ=প্রান্তিক খরচ হয়, তবে শুধু স্থির খরচের সম্পূর্ণটা লোকসান দিতে হইবে, কিন্তু পরিবর্তনীয় গড় খরচের সবটা উঠান যাইবে। প্রতিষ্ঠান যদি মনে করে যে বাজারের এরূপ খারাপ অবস্থা বেশি দিন থাকিবে না, সুদিন ফিরিবে, তবে সে আশায় উহা এই লোকসান সাময়িক ভাবে সহ্য করিতে রাজি হইবে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, স্বল্পকালীন সময়ে প্রয়োজন হইলে (অর্থাৎ বাজারের পরিস্থিতি মন্দ হইলে) উৎপাদক ও বিক্রেতা তাহার স্থির খরচ বা গৌণ

21. Minimum Loss Equilibrium of the Competitive Firm.
22. Average Variable Cost or Average Prime Cost.
23. Shut down point.

খরচ সাময়িক ভাবে ত্যাগ করিতেও (অর্থাৎ ঐ পরিমাণ লোকসান দিতে) রাজি থাকে।

দাম যদি আরও বেশি হয় [অর্থাৎ পরিবর্তনীয় গড় খরচের বেশি, $(P>AVC)$] কিন্তু উহা গড় খরচের কম থাকে $(P<AC)$, তবে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান কতটা পরিমাণে উৎপাদন করিবে? ইহার উত্তর হইতেছে যে, যতটা পরিমাণে উৎপাদন ও বিক্রয় করিলে উহার লোকসান সর্বাপেক্ষা কম হইবে, প্রতিষ্ঠান ততটাই উৎপাদন করিবে এবং তাহাই উহার স্বল্পতম লোকসানের ভারসাম্য উৎপন্ন এবং ভারসাম্য অবস্থা (যতদিন পর্যন্ত না অবশ্য অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতেছে)। ১২·৭ নং রেখাচিত্রে এরূপ একটি ভারসাম্য ঘটিয়াছে OM_1 উৎপাদনের পরিমাণে ও OP দামে। OP দামে দাম (OP)=প্রান্তিক আয় (MR)=গড় আয় (AR)। স্বল্পকালীন প্রান্তিক খরচ রেখা SMC_1 দাম রেখা PP_1কে R বিন্দুতে নিচ হইতে ছেদ করিয়া $(MC\uparrow=P)$ উপরে উঠিয়া গিয়াছে। সুতরাং এখানে (R) ভারসাম্যের বিশিষ্ট শর্ত, ঊর্ধ্বমুখী প্রান্তিক খরচ ↑ =দাম=প্রান্তিক আয়=গড় আয়, ইহা বজায় আছে। এই বিন্দু (R) অনুসারে নিচে লম্ব টানিলে উহা OX অক্ষরেখায় M_1 বিন্দুতে গিয়া মিলিত হয়। অতএব OM_1 হইতেছে ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ। এই পরিমাণ উৎপাদনে প্রতিষ্ঠানটির মোট খরচ পড়িতেছে=OM_1 উৎপন্ন$\times EM_1$ গড় খরচ=OM_1EF ক্ষেত্র (E বিন্দুটি পাওয়া গেল RM_1 লম্বটি উপরে গড় খরচ রেখা SAC_1 পর্যন্ত টানিয়া, সুতরাং OM_1 পরিমাণের গড় খরচ=EM_1)। আর প্রতিষ্ঠানের মোট আয় হইতেছে=OM_1 উৎপন্ন $\times$ OP দাম=OM_1RP ক্ষেত্র। সুতরাং উহারা নীট লোকসান বা ঋণাত্মক আয়= মোট খরচ $(OM_1\ EF)$–মোট আয় $(OM_1RP$ ক্ষেত্র)= PREF ক্ষেত্র। রেখাচিত্রটি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, OM_1 পরিমাণ উৎপাদনের গড় স্থির খরচ হইতেছে AM_1, (গড় স্থির খরচ রেখা AFC ও EM_1 রেখার ছেদবিন্দু —A)। সুতরাং OM_1 উৎপাদনের মোট স্থির খরচ হইল OM_1AB ক্ষেত্র। আবার OM_1 পরিমাণ উৎপাদনের পরিবর্তনীয় গড় খরচ হইল CM_1 (পরিবর্তনীয় গড় খরচ রেখা AVC ও EM_1 রেখার ছেদবিন্দু—C)। সুতরাং OM_1 পরিমাণ উৎপাদনের মোট পরিবর্তনীয় খরচ=OM_1CD ক্ষেত্র। প্রতিষ্ঠানটির মোট খরচ OM_1EF—মোট পরিবর্তনীয় খরচ OM_1CD ক্ষেত্র=DCEF ক্ষেত্র। ইহা প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠানটির মোট স্থির খরচ নির্দেশ করিতেছে। (DCEF ক্ষেত্র=OM_1AB ক্ষেত্র) কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি OP দামে মোট আয় লাভ করিতেছে = OM_1RP ক্ষেত্র। ইহার ফলে DCEF ক্ষেত্রের (= মোট স্থির খরচ OM_1AB ক্ষেত্র) একটি অংশ, DCRP উঠিয়া আসিতেছে কিন্তু স্থির খরচের অপর অংশটি PREF ক্ষেত্র, OP দামে বিক্রয় দ্বারা উঠান যাইতেছে না। ইহাই এক্ষেত্রে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানটির নীট লোকসান বা নীট ঋণাত্মক আয়। OP দামে OM_1 পরিমাণ অপেক্ষা কম বা বেশি, অন্য যে কোন পরিমাণ উৎপাদনে নীট লোকসান PREF অপেক্ষা বেশি হইবে। কারণ, (১) এক-মাত্র R বিন্দুতেই প্রান্তিক খরচ ↑ =দাম $(MC\uparrow=P)$। যদি এই দামে উৎপাদন বন্ধ করা হয় তবে স্থির খরচের সমস্তটা (OM_1AB=DCEF ক্ষেত্র) লোকসান দিতে হইবে, কিন্তু যদি OM_1 পরিমাণ উৎপাদন করা হয়, তবে স্থির খরচের একটি অংশমাত্র (PREF ক্ষেত্র) লোকসান দিতে হইবে।

লক্ষণীয় যে, **স্বল্পতম লোকসানের** এই **প্রধান শর্ত,—প্রান্তিক খরচ ↑ = দাম** $(MC\uparrow=P)$,-**এর সহিত আর দুইটি গৌণ শর্ত আছে।** উহারা হইতেছে (১) প্রান্তিক **খরচ ↑ =দাম, কিন্তু উভয়ে গড় খরচ অপেক্ষা কম** $(P<AC)$ **এবং** অন্যদিকে (২) প্রান্তিক **খরচ ↑ =দাম, কিন্তু উহারা উভয়েই গড় পরিবর্তনীয় খরচ অপেক্ষা বেশি** $(MC\uparrow=P>AVC)$।

খ. প্রতিযোগী উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য
LONG RUN EQUILIBRIUM OF THE COMPETITIVE FIRM

নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে, দীর্ঘকালীন সময়ে, প্রত্যেকটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উহার উৎপাদনের মাত্রা পরিবর্তন[24], যন্ত্রপাতির রদবদল ও বৃদ্ধি এবং উৎপাদন সংগঠনের পুনর্বিন্যাস যেমন সম্ভব, তেমনি নূতন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আগমন এবং পুরাতন প্রতিষ্ঠানের প্রস্থানও সম্ভব। সুতরাং দীর্ঘকালীন সময়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আয়তনের সংকোচন ও সম্প্রসারণ এবং শিল্পের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি সম্ভব। উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের উপর ইহার গুরুতর প্রভাব পড়ে।

উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের স্বল্পকালীন ভারসাম্যের বিকল্প শর্ত হইতেছে দুইটি :

১. প্রান্তিক খরচ ↑ = দাম = প্রান্তিক আয় = গড় আয় > গড় খরচ; অথবা

২. প্রান্তিক খরচ ↑ = দাম = প্রান্তিক আয় = গড় আয় < গড় খরচ।

প্রথম শর্তে সর্বাধিক সম্ভব মুনাফায় ভারসাম্য ঘটে। দ্বিতীয় শর্তে, স্বল্পতম লোকসানে ভারসাম্য ঘটে। স্বল্পকালীন সময়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের এই দুই প্রকার ভারসাম্যই ঘটিতে পারে।

কিন্তু **দীর্ঘকালীন সময়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের শর্ত একটি মাত্র :** স্বল্পকালীন প্রান্তিক খরচ ↑ = দাম = প্রান্তিক আয় = গড় আয় = দীর্ঘকালীন **গড় খরচ।**

দীর্ঘকালীন সময়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া যদি প্রান্তিক খরচ ↑ = দাম, গড় খরচ অপেক্ষা বেশি থাকে, তবে অতিরিক্ত মুনাফা হইতেছে বলিয়া উৎপাদক প্রতিষ্ঠান উহার উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে চেষ্টা করে, এবং অতিরিক্ত মুনাফার আকর্ষণে নূতন নূতন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান ঐ শিল্পে আকৃষ্ট হইতে থাকে। ইহার ফলে শেষ পর্যন্ত, উৎপাদক প্রতিষ্ঠান-গুলির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে, বাজারে পণ্যটির মোট যোগান বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে মোট যোগান বৃদ্ধির ফলে পণ্যের দাম কমিবে। আবার, দীর্ঘকাল ধরিয়া যদি প্রান্তিক খরচ ↑ = দাম, গড় খরচ অপেক্ষা কম থাকে, তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত উৎপাদক প্রতিষ্ঠান উহার উৎপাদনের মাত্রা সংকুচিত করিবে এবং অনেক উৎপাদক প্রতিষ্ঠান ঐ শিল্পে লোকসান সহ্য করিতে না পারিয়া উহা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। ফলে, দীর্ঘকালীন সময়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদক ক্ষমতা কমিবে এবং উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা কমিবে। ইহাতে শেষ পর্যন্ত বাজারে পণ্যটির যোগান কমিয়া যাইবে। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে যোগান কমিয়া যাওয়ায় পণ্যটির দাম শেষ পর্যন্ত বাড়িবে। এই ভাবে, উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতার সংকোচন সম্প্রসারণ ও উৎপাদক প্রতিষ্ঠান-গুলির সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধির ফলে শেষ পর্যন্ত উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের স্বল্পকালীন প্রান্তিক খরচ ↑ = দাম ও দীর্ঘকালীন গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচ পরস্পরের সমান হইয়া পড়িবে এবং তখন প্রতিষ্ঠানটির মোট আয় ও মোট খরচ-ও পরস্পরের সমান হইয়া পড়িবে। অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠানটির স্বল্পকালীন প্রান্তিক খরচ ↑ = স্বল্পকালীন গড় খরচ = দীর্ঘকালীন প্রান্তিক খরচ ↑ = দাম = প্রান্তিক আয় = গড় আয় = দীর্ঘকালীন গড় খরচ যখন দেখা দিবে, তখনই উহা দীর্ঘকালীন ভারসাম্যে পৌঁছিবে এবং যে পরিমাণ উৎপাদন করিলে উহা ঘটিবে, উহাই প্রতিষ্ঠানটির দীর্ঘকালীন ভারসাম্য উৎপন্ন বলিয়া গণ্য হইবে। এই অবস্থায় উহার মোট আয় = মোট খরচ বলিয়া প্রতিষ্ঠানটির শুধু স্বাভাবিক মুনাফা ঘটিবে, কোন লোকসান যেমন হইবে না, তেমনি কোন অতিরিক্ত মুনাফা বা নীট আয়ও ঘটিবে না। এইরূপ অবস্থায় যেমন প্রত্যেকটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান ভারসাম্য

24. Changing Scale of Production.

লাভ করিবে, তেমনি সমগ্র শিল্পটিও ভারসাম্যে পৌঁছিবে, কারণ কোনও অতিরিক্ত মুনাফা না হওয়ায় (যেহেতু দাম = দীর্ঘকালীন গড় খরচ) আর কোন নূতন প্রতিষ্ঠান যেমন যোগদান করিবে না, তেমনি কোন লোকসান না হওয়ায় কোন পুরাতন প্রতিষ্ঠানও শিল্পটি ত্যাগ করিবে না। অতএব প্রত্যেকটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান উহার 'যথাযথ' উৎপাদন ক্ষমতা লইয়া এবং সমগ্র শিল্পটি উহার 'যথার্থ' সংখ্যক প্রতিষ্ঠান লইয়া দীর্ঘকালীন ভারসাম্যে স্থিতিলাভ করিবে।)

২. অ-নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য
EQUILIBRIUM OF THE FIRM UNDER IMPERFECT COMPETITION

গড় এবং প্রান্তিক আয় ও খরচ (রেখা) দ্বারা ভারসাম্য বিশ্লেষণ
FIRM'S EQUILIBRIUM: AVERAGE & MARGINAL COST & REVENUE (CURVES)

ক. স্বল্পকালীন ভারসাম্য[25]: বাজারে নিখুঁত প্রতিযোগিতা না থাকিলে গড় আয় রেখা (অর্থাৎ দাম বা চাহিদা রেখা) বাম হইতে দক্ষিণে নিম্নগামী হয়। ১২·৮নং রেখাচিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে। গড় আয় রেখা বাম হইতে দক্ষিণে ঢালু হইলে প্রান্তিক আয় রেখা গড় আয় রেখার নিচে থাকে এবং উহাও বাম হইতে দক্ষিণে নিম্নমুখী হয়। ১২·৮ নং রেখাচিত্রে প্রান্তিক আয় রেখা MR এইরূপ আকৃতি সম্পন্ন। উৎপাদক প্রতিষ্ঠানটির স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখা হইতেছে SAC এবং স্বল্পকালীন প্রান্তিক খরচ রেখা হইল MSC। C বিন্দুতে MR ও MSC পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে। C বিন্দু হইতে উপরে ও নিচে একটি লম্ব টানিলে উহা উপরে গড় আয় রেখার R বিন্দুতে এবং OX অক্ষরেখার উপর M বিন্দুতে মিলিল। RM দামে OM হইল প্রতিষ্ঠানটির ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ। OM পরিমাণের কম উৎপাদনে প্রান্তিক খরচ প্রান্তিক আয় অপেক্ষা কম বলিয়া, উৎপাদন সামান্য বাড়াইলে মোট ও নীট আয় বাড়িবে ; সুতরাং OM পরিমাণের কম যে কোন পরিমাণ উৎপাদনে আয় সর্বাধিক সম্ভব অপেক্ষা কম হইবে। OM পরিমাণের বেশি উৎপাদনে প্রান্তিক খরচ প্রান্তিক আয় অপেক্ষা বেশি বলিয়া, OM পরিমাণের বেশি উৎপাদন করিলে, মোট খরচ মোট আয় অপেক্ষা বেশি হইবে, ফলে নীট আয় সর্বাধিক-সম্ভব না হইয়া উহার কম হইবে। OM পরিমাণে উৎপাদনে প্রান্তিক খরচ ও প্রান্তিক আয় উভয়েই পরস্পরের সমান (=CM)। সুতরাং এই পরিমাণ উৎপাদনেই প্রতিষ্ঠানটির সর্বাধিক সম্ভব নীট আয় বা মুনাফা লাভ ঘটিবে। অতএব OM পরিমাণ উৎপাদনই হইতেছে (RM দাম অনুযায়ী) উৎপাদক প্রতিষ্ঠানটির ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ।
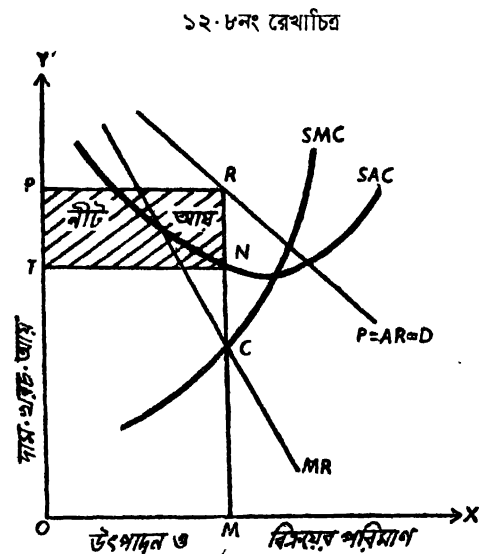
১২·৮নং রেখাচিত্র

25. Short Run Equilibrium of Firm.

OM পরিমাণ উৎপাদনে উহার মোট আয় হইল=OM পরিমাণ × RM দাম= OMRP ক্ষেত্র; এবং উহার মোট খরচ হইল=OM পরিমাণ × NM গড় খরচ (গড় খরচ রেখা SAC, RM রেখাকে N বিন্দুতে ছেদ করিয়া OM পরিমাণ উৎপাদনের গড় খরচ NM বলিয়া নির্দেশ করিতেছে)=OMNT ক্ষেত্র। সুতরাং প্রতিষ্ঠানটির নীট আয় বা মুনাফা হইতেছে=মোট আয় OMRP ক্ষেত্র—মোট খরচ OMNT ক্ষেত্র=TNRP ক্ষেত্র। বলা বাহুল্য এই মুনাফা স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অনেক বেশি।

সুতরাং **অনিখুঁত** প্রতিযোগিতার বাজারে **ভারসাম্যের শর্ত হইল: প্রান্তিক খরচ (MC=প্রান্তিক আয় (MR) এবং উইারা উভয়েই দাম অপেক্ষা কম** (MC=MR<P)।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে প্রান্তিক খরচ ও প্রান্তিক আয়ের সমতার যে বিন্দুতে (MC=MR) ভারসাম্য অবস্থা ও উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারিত হয়, সেখানে **প্রান্তিক খরচ রেখা ঊর্ধ্বমুখী (↑) হইবার প্রয়োজন নাই।** প্রান্তিক আয় সমতার বিন্দুতে, প্রান্তিক খরচ রেখা ঊর্ধ্বমুখীও (↑) হইতে পারে আবার নিম্নমুখীও (↓) হইতে পারে। শুধু প্রান্তিক আয় রেখা ও প্রান্তিক খরচ রেখার ছেদ বিন্দু হইলেই চলে। সুতরাং পুনরায় ভারসাম্য শর্তটি এই বলিয়া দেখান যাইতে পারে: MC ↑ or MC ↓ =MR (<P)[২৬]।

শুধু অনিখুঁত প্রতিযোগিতা নহে, একচেটিয়া ঝোঁক বিশিষ্ট প্রতিযোগিতার বাজারে যে কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের স্বল্পকালীন ভারসাম্য এবং এমন কি একচেটিয়া কারবারীর স্বল্পকালীন ভারসাম্য সম্পর্কে উপরোক্ত বিশ্লেষণ প্রযোজ্য। এই সকল বাজারে স্বল্পকালীন ভারসাম্যে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান **সর্বদাই স্বাভাবিক** মুনাফা অপেক্ষা যথেষ্ট অতিরিক্ত নীট আয় ভোগ করে।

প্রশ্নাবলী ও উত্তর সংকেত

১২ উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য

1. Discuss the relation between marginal cost, average cost and price. [C.U. B.Com. 1962]

   [প্রান্তিক খরচ, গড় খরচ এবং দামের মধ্যে সম্পর্কটি আলোচনা কর।]

   উঃ ১৯৮-২০৪ পৃঃ।

2. Distinguish between prime costs and supplementary costs and examine the importance of this distinction in the fixing of prices. [C.U. B.Com. 1963]

   [মুখ্য খরচ এবং গৌণ খরচের মধ্যে পার্থক্য দেখাও এবং দাম নির্ধারণে উহাদের পার্থক্যকরণের গুরুত্বটি পর্যালোচনা কর।] উঃ ১৭০, ১৯৮-২০৪ পৃঃ।

3. Both the monopolist and the competitive producers aim at maximising their net gains. Show how they achieve this objective. [C.U. B.A. 1964]

   [একচেটিয়া কারবারী এবং প্রতিযোগী উৎপাদকগণ, উভয়েরই উদ্দেশ্য তাহাদের নীট মুনাফা সর্বাধিক করা। তাহারা কিভাবে এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করে তাহা দেখাও।]

   উঃ ১৯৭-২০৫ পৃঃ।

4. Explain the assumptions of perfect competition and show why marginal costs will equal price under perfect competition. [C.U. B.Com. 1964]

   [নিখুঁত প্রতিযোগিতার শর্তগুলি ব্যাখ্যা কর এবং নিখুঁত প্রতিযোগিতার অবস্থায় প্রান্তিক খরচ কেন দামের সমান হইবে তাহা দেখাও।] উঃ ২০৯-১০, ১৯৮-২০৪ পৃঃ।

26. কিন্তু নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে স্বল্পকালীন ভারসাম্যের শর্ত হইতেছে: MC ↑ =MR (=P)

5. **Is it true to say that firm's profit is at a maximum when marginal cost=marginal revenue? State additional conditions, if necessary, for profit maximisation, and explain your answer. [C.U. B.A. 1966]**

[একথা বলা কি ঠিক যে কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক খরচ = প্রান্তিক আয়, হইলে উহার মুনাফা সর্বাধিক হইবে? মুনাফা সর্বাধিক বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত আরও কি কি শর্ত প্রয়োজন তাহা বর্ণনা কর এবং তোমার উত্তরটি ব্যাখ্যা কর।]

উঃ ১৯৮-২০৪ পৃঃ।

6. "If there is free competitive entry of similar new firms, price must fall to the level of minimum average costs." Show why price cannot, in the long run, be lower or higher than this equilibrium level. [C.U. B.A. 1967]

["একই প্রকার নূতন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতামূলক প্রবেশ যদি অবাধ হয়, তবে অবশ্যই দাম কমিয়া গিয়া স্বল্পতম গড় খরচের স্তরে পৌঁছিবে।" দীর্ঘকালীন সময়ে, দাম কেন এই ভারসাম্য স্তরের কম বা বেশি হইতে পারে না, তাহা বল।]

উঃ ২০৩-৪ পৃঃ।

7. Discuss the relation between price, marginal cost and average cost in a perfectly competitive market both in the short and the long run. [C.U. B.Com. 1965]

[স্বল্প ও দীর্ঘকালীন, উভয় সময়ে নিখুঁত প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম, প্রান্তিক খরচ ও গড় খরচের মধ্যে সম্পর্কটি আলোচনা কর।] উঃ ১৯৮-২০৪ পৃঃ।

8. Explain the concepts of marginal revenue, marginal cost and average cost. Why in the long run must the firms be operating at the point of lowest long run average cost in case of perfect competition? [C.U. B.Com. 1967]

[প্রান্তিক আয়, প্রান্তিক খরচ এবং গড় খরচের ধারণাগুলি ব্যাখ্যা কর। নিখুঁত প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালীন সময়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি দীর্ঘকালীন গড় খরচের নিম্নতম বিন্দুতে অবশ্যই উৎপাদন করিবে কেন?] উঃ ১৯৪-৯৫, ১৭৩, ১৭৯, ২০৩-৪ পৃঃ।

9. Explain the concepts, (a) shut-down point and (b) break-even point. How are they related to an industry supply curve? [C.U. B.A. 1965]

[এই ধারণাগুলি ব্যাখ্যা কর—(ক) উৎপাদন-বন্ধের বিন্দু, এবং (খ) আয় খরচ সমতার বিন্দু। শিল্পের যোগান রেখার সহিত ইহাদের সম্পর্ক কি?] উঃ ১৮০-৮২ পৃঃ।

10. Discuss the equilibrium of a firm under perfect competition both in the short run as well as long run. [C.U. B.Com. 1968]

[স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন, উভয় প্রকার সময়ে নিখুঁত প্রতিযোগিতায় উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য আলোচনা কর।] উঃ ১৯৮-২০৪ পৃঃ।

পঞ্চম খণ্ড
পণ্যের বাজার ঃ বাজারের বিভিন্ন অবস্থায় দাম নির্ধারণ
THE PRODUCT MARKET: PRICING UNDER DIFFERENT MARKET CONDITIONS

অধ্যায়

১৩

নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে দাম নির্ধারণ
PRICING UNDER PERFECT COMPETITION

[**আলোচিত বিষয়ঃ** নিখুঁত প্রতিযোগিতার শর্তাবলী ও উহাদের তাৎপর্য—দাম নির্ধারণ প্রক্রিয়াঃ চাহিদা, যোগান ও দাম—**ভারসাম্য দাম নির্ধারণ**—সময়ের গুরুত্ব—**পরিবর্তন ও ভারসাম্য**—চাহিদার পরিবর্তন—যোগানের পরিবর্তন—সময় ও ভারসাম্য—অতি অল্পকালীন ভারসাম্য—স্বল্পকালীন ভারসাম্য—দীর্ঘকালীন ভারসাম্য—বাজার দাম এবং স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দামের তুলনা।]

নিখুঁত প্রতিযোগিতার শর্তাবলী ও উহাদের তাৎপর্য
ASSUMPTIONS OF PERFECT COMPETITION & THEIR SIGNIFICANCE

খানিক পরিমাণে পুনরুক্তি হইলেও নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে কিরূপে পণ্যের দাম নির্ধারিত হয়, তাহা সুস্পষ্টভাবে বুঝিবার জন্য নিখুঁত প্রতিযোগিতার শর্তাবলী ও উহাদের তাৎপর্যগুলি আমরা পুনরায় স্মরণ করিতেছি। এই বাজারে,—

১. বিক্রেতা ও ক্রেতার সংখ্যা অগণিত। ইহার তাৎপর্য এই যে, বাজারে বিপুল সংখ্যক ক্রেতা থাকায় পণ্যের **মোট চাহিদা ও মোট ক্রয়ের তুলনায় যে কোন একজন ক্রেতার চাহিদা ও ক্রয়ের পরিমাণ অতি নগণ্য। অতএব, কোন ক্রেতা এককভাবে পণ্যের চাহিদার উপর কোন প্রভাবই বিস্তার করিতে পারে না এবং এই কারণে পণ্যের দামের উপরও কোন প্রভাব খাটাইতে পারে না। সুতরাং বাজারে যে দাম রহিয়াছে তাহা মানিয়া লইয়া, প্রত্যেক ক্রেতা ঐ দামে, তাহার ব্যয়ের সামর্থ্য অনুসারে যে পরিমাণে পণ্যটির ক্রয় করিলে সর্বাধিক তৃপ্তি লাভ করিবে, সে সেই পরিমাণে ক্রয় করাই স্থির করে।**

অপরদিকে, **বাজারে অসংখ্য উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতা** থাকায়, উহাদের **সকলে মিলিয়া পণ্যটির যে বিপুল পরিমাণে মোট যোগান দিতেছে, উহার তুলনায় তাহাদের যে কোন একজনের মোট উৎপাদন ও যোগান অতি নগণ্য** না হইয়া পারে না। সুতরাং এই **অবস্থায় কোন উৎপাদক বা বিক্রেতা এককভাবে বাজারে পণ্যটির মোট যোগান কোন প্রকারে কমাইতে বা বাড়াইতে,** অর্থাৎ, প্রভাবিত করিতে **পারে না এবং এই কারণে পণ্যটির দামের উপরও নিজের একক কোন প্রভাব খাটাইতে** (অর্থাৎ উহা কমাইতে বা বাড়াইতে) **পারে না।** এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক বিক্রেতাই **বাজারে যে দাম রহিয়াছে উহাকে মানিয়া লইয়া, ঐ দামে যে পরিমাণে উৎপাদন ও বিক্রয় করিলে তাহার সর্বাধিক মুনাফা কিংবা স্বল্পতম লোকসান ঘটিবে, সে পরিমাণে পণ্যটি উৎপাদন ও বিক্রয় করাই স্থির করে।**

২. সকল বিক্রেতাই সমজাতীয় পণ্য[1] বিক্রয় করে। পণ্যটি সমজাতীয় বলিতে, ক্রেতারা উহা সমজাতীয় বলিয়া **মনে করে,** ইহাই বুঝায়। **ইহার তাৎপর্য দুইটি। প্রথমত,** সকল বিক্রেতাই সমজাতীয় পণ্য বিক্রয় করিতেছে বলিয়া ক্রেতারা যদি মনে করে, তবে যে কোন ক্রেতা যে কোন বিক্রেতার নিকট হইতে পণ্যটি কিনিতে পারে, **কোন বিক্রেতার প্রতি কোন ক্রেতার কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব থাকিবে না।** অপরদিকে, সকল বিক্রেতাই যদি

1. Homogeneous product.

সমজাতীয় পণ্য বিক্রয় করে, পণ্যগুলিতে যদি কোন পণ্যচিহ্ন[2], ছাপ[3] ইত্যাদি না থাকে, তবে, **কোন বিক্রেতাই তাহার পণ্যের চাহিদার উপরও কোন প্রভাব খাটাইতে পারিবে না, দামের উপরও কোন প্রভাব খাটাইতে পারিবে না।**

৩. **সকল ক্রেতা ও বিক্রেতা বাজারে চলতি দাম সম্পর্কে ও কে কোথায় কি দামে পণ্যটি কেনাবেচা করিতেছে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল থাকে। ইহার ফলে, কোন বিক্রেতাই যেমন কোন ক্রেতার নিকট** (অন্যান্য বিক্রেতাগণ অন্যান্য ক্রেতাদের নিকট যে দামে পণ্যটি বিক্রয় করিতেছে, উহা অপেক্ষা) **বেশি দামে পণ্যটি বেচিতে পারে না, তেমনি কোন ক্রেতাও কোন বিক্রেতার নিকট হইতে** (অন্যান্য ক্রেতারা অন্যান্য বিক্রেতাগণের নিকট হইতে যে দামে পণ্যটি কিনিতেছে, উহা অপেক্ষা) **কম দামে পণ্যটি কিনিতে পারে না। অতএব,** এই বাজারে **সর্বত্র ও সকল ক্রেতা-বিক্রেতা একই দামে পণ্যটি কেনাবেচা করে। পণ্যটির একটিমাত্র দাম প্রতিষ্ঠিত হয়।**

৪. **বাজারে (বা শিল্পে) প্রবেশে ও প্রস্থানে কোন বাধা নাই। ইহার ফলে,** স্বল্প-কালীন সময়ে (উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতাগণের সংখ্যা সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয় এবং উহাদের যোগানের পরিমাণে কম বেশি অপরিবর্তনীয় বলিয়া) বিক্রেতাগণ স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত (সর্বাধিক সম্ভব) মুনাফায় কিংবা লোকসানে (স্বল্পতম) কারবার চালাইলেও, দীর্ঘকালীন সময়ে, **উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদন ক্ষমতা সম্প্রসারণ দ্বারা** (স্বল্পকালীন সময়ে অতিরিক্ত মুনাফা ঘটিলে), **অথবা উহাদের সংখ্যা হ্রাস** (বাজার বা শিল্পটি পরিত্যাগ) ও বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলির **উৎপাদন ক্ষমতার সংকোচন দ্বারা,** (স্বল্পকালীন সময়ে লোকসান ঘটিলে) **দাম শেষ পর্যন্ত পণ্যটির উৎপাদনের গড় খরচের সমান হইয়া পড়ে। ইহাতে, দীর্ঘকালীন সময়ে সকল উৎপাদক বা বিক্রেতা শুধু স্বাভাবিক মুনাফা উপার্জন করে।**

দাম নির্ধারণ প্রক্রিয়া

THE PRICING PROCESS

মূল্য তত্ত্বের সারকথা এই যে, বাজারে প্রতিযোগিতা পূর্ণ, নিখুঁত এবং অবাধ হইলে চাহিদা এবং যোগানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় দাম নির্ধারিত হয়, তাহা পণ্যের দামই হোক আর উপাদান বা কারকের দামই হোক। এই চাহিদা ও যোগান, যে কোন একজন চাহিদা-কারীর চাহিদা ও যে কোন একজন যোগানদারের যোগান নহে। **এই চাহিদা ও যোগান হইতেছে সকল চাহিদাকারীর মোট চাহিদা এবং সকল যোগানদারের মোট যোগান।** একজন চাহিদাকারী অথবা একজন যোগানদারের (বিক্রেতা অথবা উৎপাদক) নিকট যে দাম অপরিবর্তনীয়, সমষ্টিগতভাবে সকল চাহিদাকারীর ও সকল যোগানদারের নিকট তাহাই পরিবর্তনীয়। এককভাবে তাহারা যাহার পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না, সমষ্টিগতভাবে তাহাই তাহাদের পরিবর্তনসাধ্য। একক ও স্বতন্ত্র ভাবে তাহারা যাহা অপরিবর্তনীয় বলিয়া গ্রহণ করে, সকলে মিলিয়া আবার তাহাই নির্ধারণ করে। **দাম নির্ধারণে চাহিদা ও যোগান, কাহারও গুরুত্ব কাহারও অপেক্ষা কম নহে, ইহা সাধারণ সত্য।**

চাহিদা রেখার (ব্যক্তিগত কিংবা বাজারগত বা সমষ্টিগত) স্বাভাবিক ঢাল হইল ঋণাত্মক[4] (বাম হইতে দক্ষিণে নিম্নমুখী)। অর্থাৎ, অন্যান্য অবস্থা যদি অপরিবর্তিত থাকে, তবে দাম কম হইলে ক্রেতারা যে পরিমাণে কিনিতে চাহিবে, দাম বেশি হইলে তাহারা তদপেক্ষা কম পরিমাণে কিনিতে ইচ্ছুক হইবে। তেমনি যোগান রেখার সাধারণ ঢাল হইতেছে ধনাত্মক[5]। অর্থাৎ, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে, দাম কম হইলে বিক্রেতারা যে পরিমাণে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইবে, দাম বেশি হইলে, তাহারা উহা অপেক্ষা বেশি পরিমাণে বিক্রয়ে আগ্রহী হইবে।

2. Trade mark. 3. Brand. 4. Negative slope. 5. Positive slope.

সুতরাং **একটিমাত্র দাম বাদে, আর অন্যান্য সকল দামেই চাহিদার মোট পরিমাণ ও যোগানের মোট পরিমাণ পরস্পরের অসমান।** দাম কম হইলে যোগান অপেক্ষা চাহিদা বেশি ও দাম বেশি হইলে যোগান অপেক্ষা চাহিদা কম হয়। যে সকল দামে যোগান ও চাহিদা পরস্পরের অসমান, ঐ সকল দামে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে কোন কেনা বেচাই ঘটিবে না। **শুধু একটিমাত্র দামে চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হয়, এই দামকে ভারসাম্য বলে।** যে দামে চাহিদা ও যোগানের মোট পরিমাণ পরস্পরের সমান হয়, তাহাই ভারসাম্য দাম। এই দামে ক্রেতারা যে পরিমাণে পণ্যটি কিনিতে চায়, বিক্রেতারাও ঠিক সেই পরিমাণেই পণ্যটি বিক্রয়ে ইচ্ছুক থাকে। সুতরাং এই দামে মোট যোগানের সমস্তটাই বিক্রয় হইয়া যায়, কিছু অবশিষ্ট, অবিক্রীত থাকে না। এই দামই ভারসাম্য দাম। এই দামে যে পরিমাণে পণ্যটির বিক্রয় (যোগান) ও ক্রয় (চাহিদা) ঘটে, তাহাকে ভারসাম্য পরিমাণ বলে। ভারসাম্য দামেই পণ্যের ক্রয়বিক্রয় ঘটিয়া থাকে। অন্য কোন দামে নহে।

কিন্তু, **চাহিদা ও যোগানই যে শুধু দামের নির্ধারক শক্তি, তাহা নহে, চাহিদা এবং যোগান উভয়েই আবার দামের দ্বারাই প্রভাবিত হয়।** যে কোন দামে চাহিদা অপেক্ষা যোগান বেশি হইলে, দাম কমিয়া চাহিদার প্রসার ও যোগানের সংকোচন ঘটায়। তেমনি আবার যে কোন দামে যোগান অপেক্ষা চাহিদা বেশি হইলে দাম বাড়িয়া গিয়া চাহিদার সংকোচন ও যোগানের প্রসার ঘটায়। এইরূপে **যতক্ষণ পর্যন্ত নির্দিষ্ট দামে চাহিদা ও যোগানের পরস্পরের সমতা দেখা না দেয় ততক্ষণ অবধি দাম, চাহিদা ও যোগানের ওঠা-নামা ও সংকোচন সম্প্রসারণ ঘটিতে থাকে। অবশেষে একসময়ে দামটি এরূপ বিন্দুতে পৌঁছায় যখন উহা অনুসারে চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হইয়া পড়ে। ঐ দামই ভারসাম্য দাম ও চাহিদা যোগানের ঐ পরিমাণই ভারসাম্য পরিমাণ।** ভারসাম্য বিন্দুতে পৌঁছিবার পর দাম, চাহিদা ও যোগান স্থিতি লাভ করে। **এইরূপে চাহিদা, যোগান ও দাম পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করিয়া পারস্পরিক ভারসাম্যে উপনীত হয়।** ইহাই সংক্ষেপে দাম নির্ধারণ প্রক্রিয়া বা চাহিদা, যোগান ও দামের ভারসাম্য প্রক্রিয়া।

ভারসাম্য দাম নির্ধারণ
DETERMINATION OF THE EQUILIBRIUM PRICE

সাধারণভাবে বলা যায় যে, নিখুঁত প্রতিযোগিতায়, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত **থাকিলে, যে বিন্দুতে চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান সে বিন্দুতে ভারসাম্য দাম** নির্ধারিত হইবে। অর্থাৎ এখানে ধরিয়া লওয়া হইতেছে যে বাজারে নিখুঁত প্রতিযোগিতার সকল অবস্থা বর্তমান আছে এবং উহার সহিত আরও অন্যান্য কতকগুলি অবস্থা অপরিবর্তিত রহিয়াছে। 'অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত রহিয়াছে', বলিতে, চাহিদার ক্ষেত্রে, ভোগকারিগণের রুচি ও অভ্যাস এবং পছন্দ (অর্থাৎ তাহাদের অপক্ষপাত মানচিত্র) তাহাদের আর্থিক আয় ও ব্যয় (অর্থাৎ বাজেট রেখা), তাহারা অন্যান্য যে সকল পণ্য কিনিতে পারে উহাদের দাম, এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যয়ের দ্বারা সর্বাধিক তৃপ্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা অপরিবর্তিত রহিয়াছে বুঝাইতেছে। এই সকল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক চাহিদার সমষ্টি লইয়া বাজার চাহিদা তালিকা বা বাজার চাহিদা রেখা DD গঠিত হইয়াছে। ১৩·১নং রেখাচিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে। সেরূপ, যোগানের ক্ষেত্রে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির বা যোগানদারগণের নিজ নিজ উৎপাদন সম্ভাবনাগুলি (অর্থাৎ, সম-উৎপন্ন মানচিত্র), কারকসমূহের দাম, এবং সর্বাধিক মুনাফা লাভের আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি অপরিবর্তিত রহিয়াছে, বুঝাইতেছে। এই সকল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া, যোগানদারগণের স্ব স্ব যোগানের সমষ্টি লইয়া বাজার যোগান তালিকা বা বাজার যোগান রেখা SS গঠিত হইয়াছে। ১৩·১নং রেখাচিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে।

১৩·১নং রেখাচিত্রে যেমন দেখান হইয়াছে, চাহিদা ও যোগান রেখা দুইটি সেরূপ পরস্পর বিপরীতমুখী রেখা হইয়া থাকে।
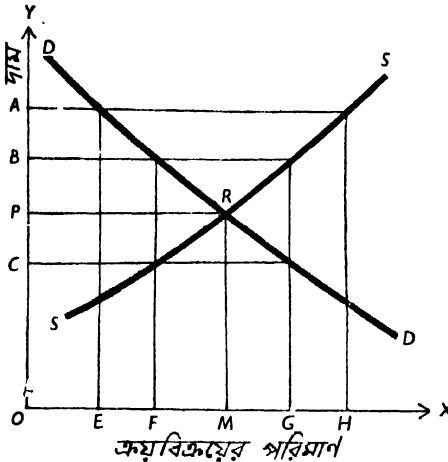
১৩·১নং রেখাচিত্র

এই অবস্থায় ভারসাম্য দাম হইবে OP এবং ভারসাম্য ক্রয়-বিক্রয়ের অর্থাৎ, যোগান ও চাহিদার পরিমাণ হইবে OM। চাহিদা যোগানের এই ভারসাম্য পরিমাণ (OM) এবং উহাদের ভারসাম্য দাম (OP) কিভাবে নির্ধারিত হয়? এই প্রক্রিয়াটি বুঝিবার জন্য ১৩·১নং রেখাচিত্রের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে।

ধরা যাক্, দাম প্রথমে OA ছিল। OA দামে চাহিদার পরিমাণ ছিল OE, কিন্তু যোগানের পরিমাণ ছিল OH; এই দামে চাহিদা অপেক্ষা যোগান বেশি (OH—OE =EH)। সুতরাং OA দামে যোগানদারেরা যে পরিমাণ বেচিতে চায় তাহার মধ্যে মাত্র OE পরিমাণ বিক্রয় হইবে আর EH পরিমাণ অবিক্রীত থাকিয়া যাইবে। এই অবস্থায় বিক্রেতারা কে কত বেশি পরিমাণে বেচিতে পারে তাহা লইয়া নিজেদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিবে। ইহার ফলে, OA দাম টিকিবে না, উহা কমিবে। দাম কমিয়া OC হইলে, চাহিদা বাড়িয়া (সম্প্রসারিত হইয়া) OG হইবে, কিন্তু যোগান কমিয়া (সংকুচিত হইয়া) OF হইবে। সুতরাং এবার OC দামে যোগান অপেক্ষা চাহিদা বেশি হইয়া পড়িয়াছে (চাহিদা OG -যোগান OF=FG)। এই দামে ক্রেতারা OG পরিমাণ কিনিতে চায় কিন্তু বিক্রেতারা OF পরিমাণের বেশি বেচিতে রাজি নয়। সুতরাং অতিরিক্ত চাহিদা—FG পরিমাণ অতৃপ্ত থাকিয়া যাইবে। অতএব, এবার যোগানের তুলনায় চাহিদার আধিক্যের দরুন, ক্রেতাদের মধ্যে ক্রয়ের প্রতিযোগিতার ফলে, OB দামও টিকিবে না। দাম বাড়িবে। দাম বাড়িয়া OB হইলে, চাহিদা কমিয়া OF হইবে, কিন্তু যোগান খানিক বাড়িয়া OG হইবে। এখন আবার চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি হইয়া পড়িয়াছে (যোগান OG—চাহিদা OF=FG), তবে চাহিদা-যোগানের পার্থক্য কমিয়া আসিয়াছে। তবে এবারেও, OB দামে যোগান অপেক্ষা চাহিদা কম থাকায় (FG পরিমাণ) বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতার দরুন দাম আরও কমিবে। এইরূপে অবশেষে দাম যখন OP হইবে, তখন দেখা যাইবে, চাহিদা ও যোগানের মোট পরিমাণ উভয়ই OM হইয়া পড়িয়াছে। এবার OP দামে বিক্রেতারা যে পরিমাণ বেচিতে চায় (OM), OP দামে ক্রেতারাও সেই পরিমাণেই (OM) কিনিতে রাজি। চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ব্যবধান সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে। বাজারটি ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। এই ভারসাম্য অবস্থায় OP হইতেছে ভারসাম্য দাম এবং OM হইতেছে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য পরিমাণ। এইভাবে, বাজারে নিখুঁত প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে, শেষ পর্যন্ত ভারসাম্য দাম প্রতিষ্ঠিত হয় ও ঐ দামে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য ঘটে।

১৩·১নং রেখাচিত্রে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, **চাহিদা ও যোগানের এই ভারসাম্য ঘটিয়াছে R বিন্দুতে।** R বিন্দুতে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ দুইটির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। OP দামে চাহিদা যতটা (PR=OM) যোগানও ততটা (PR=OM)।

R বিন্দু ভারসাম্য বিন্দু এই কারণে যে, উহা যোগান রেখা SS এবং চাহিদা রেখা DD, **উভয়ের ছেদ বিন্দু। সুতরাং R বিন্দু** যোগান রেখা SS এবং চাহিদা রেখা DD **উভয়ের উপরই অবস্থিত।** এই কারণে PR (=OM) যেমন যোগানের পরিমাণ (যোগান রেখার উপর অবস্থিত R বিন্দু অনুসারে), তেমনি PR (=OM) আবার চাহিদারও পরিমাণ (চাহিদা রেখার উপর অবস্থিত R বিন্দু অনুসারে)।

মোট চাহিদা রেখা যদি ঋণাত্মক ঢাল বিশিষ্ট হয় (যাহা উহা সচরাচর হইয়া থাকে) **এবং মোট যোগান রেখা যদি ধনাত্মক ঢাল বিশিষ্ট হয়** (যাহা উহাও সচরাচর হইয়া থাকে), **তবে একটি মাত্র বিন্দুতে ছাড়া আর কোথাও উহারা পরস্পরকে ছেদ করিতে পারে না। সুতরাং এই অবস্থায় ভারসাম্য বিন্দুও একাধিক হইতে পারে না। এই কারণে, একটি মাত্র দামে ছাড়া আর কোন দামে মোট চাহিদা ও মোট যোগানের ভারসাম্য বা সমতা ঘটিতে পারে না।** এই হেতু, OP হইতেছে **অদ্বিতীয় ভারসাম্য দাম**[6] এবং OM হইতেছে **অদ্বিতীয় ভারসাম্য পরিমাণ**[7]।

R **বিন্দুটি এখানে শুধু ভারসাম্য বিন্দু মাত্র নয়, ইহা স্থায়ী বা স্থিতিশীল ভারসাম্য বিন্দুও**[8] **বটে।** কারণ, ইহার বাম দিকে [অর্থাৎ ঐ (R) বিন্দুতে যে দাম (OP), তাহা অপেক্ষা দাম যদি কিছুমাত্র বেশি হয় (যেমন OC দাম) তাহা হইলে] চাহিদা অপেক্ষা যোগান বেশি হইবে (OC দামে যোগান OG>চাহিদা OF), এবং ইহার ফলে দাম কোন কারণে বাড়িয়া গেলেও (OC হইলেও) যোগান অধিক হওয়ায় বিক্রেতাদের প্রতিযোগিতার ফলে উহা কমিয়া ভারসাম্য বিন্দুর দিকে অগ্রসর হইবে। আবার উহার দক্ষিণে [অর্থাৎ ঐ (R) বিন্দুতে যে দাম (OP), তাহা অপেক্ষা দাম যদি কোন কারণে কিছুমাত্র কম হয় (যেমন OK) তাহা হইলে] যোগান অপেক্ষা চাহিদা বেশি হইবে (OK দামে চাহিদা OG> যোগান OH) এবং সে কারণে ক্রেতাদের প্রতিযোগিতার দরুন দাম পুনরায় বাড়িয়া ভারসাম্য বিন্দুর দিকে অগ্রসর হইবে। সুতরাং একমাত্র ভারসাম্য বিন্দু (R) ছাড়া (ঋণাত্মক চাহিদা রেখা ও ধনাত্মক যোগান রেখার ছেদ বিন্দু) আর কোন বিন্দুতে চাহিদা ও যোগানের স্থিতিশীল ভারসাম্য[9] ও উহাদের স্থিতিশীল ভারসাম্য দাম[10] প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এই কারণেই R হইল অদ্বিতীয় ভারসাম্য বিন্দু, OP হইল অদ্বিতীয় ভারসাম্য দাম ও OM হইল চাহিদা-যোগানের অদ্বিতীয় ভারসাম্য পরিমাণ। 'অন্যান্য অবস্থা' যতক্ষণ 'অপরিবর্তিত' থাকিবে, ততক্ষণ বাজারের এই ভারসাম্যও স্থিতিশীল রহিবে।

পরিবর্তন ও ভারসাম্য
CHANGE AND EQUILIBRIUM

চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন: চাহিদা ও যোগানের নির্দিষ্ট অবস্থা অনুসারে বাজারে যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, উহাদের **যে কোন একটির অথবা উভয়ের পরিবর্তনে, পুরাতন ভারসাম্য বিনষ্ট হইয়া নূতন অবস্থা অনুযায়ী নূতন বিন্দুতে নূতন ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।** ভোগকারিগণের আয় ও ব্যয় (অর্থাৎ বাজেট রেখা), তাহাদের রুচি অভ্যাস ও পছন্দ (অর্থাৎ অপক্ষপাত মানচিত্র), অন্যান্য পণ্যের (বিকল্প ও সহযোগী) দামের পরিবর্তন, জনসংখ্যার পরিবর্তন, টাকার যোগানের পরিবর্তন, করের হ্রাসবৃদ্ধি, দামের ভবিষ্যত গতি সম্পর্কে অনুমান, ইত্যাদি কারণে চাহিদার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং চাহিদা রেখা স্থান পরিবর্তন করে[11]। এই সকল পরিবর্তনের ফলে চাহিদার হ্রাস (অর্থাৎ একই দামে ক্রেতারা কম পরিমাণে কিনিতে ইচ্ছুক), কিংবা চাহিদার বৃদ্ধি (অর্থাৎ একই দামে ক্রেতারা বেশি পরিমাণে কিনিতে ইচ্ছুক) ঘটিতে পারে। চাহিদার হ্রাস ঘটিলে,

6. Unique equilibrium price.
7. Unique equilibrium amount.
8. Stable equilibrium point.
9. Stable equilibrium.
10. Stable equilibrium price.
11. Shifting of the Demand Curve.

চাহিদা রেখা বামে সরিয়া আসিবে এবং চাহিদার বৃদ্ধি পাইলে চাহিদা রেখা দক্ষিণে সরিয়া যাইবে।

কারকগুলির দক্ষতা ও উহাদের দাম এবং উৎপাদনের কারিগরি কৌশল ও পদ্ধতির পরিবর্তনে উৎপাদন-সম্ভাবনার (উৎপাদন অপেক্ষকের এবং সম-উৎপন্ন মানচিত্রের) পরিবর্তন, উৎপাদকের বাজেট রেখার পরিবর্তন, প্রভৃতির ফলে যোগানের অবস্থা পরিবর্তিত হয় এবং ইহার দরুন যোগান রেখা স্থান পরিবর্তন করে। যোগানের অবস্থার পরিবর্তনে যোগান হ্রাস পাইতে (অর্থাৎ, একই দামে বিক্রেতারা পূর্বাপেক্ষা কম পরিমাণে বিক্রয়ে ইচ্ছুক) বা বৃদ্ধি পাইতে (অর্থাৎ, একই দামে বিক্রেতারা পূর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণে বিক্রয়ে ইচ্ছুক) পারে। যোগানের হ্রাস ঘটিলে যোগান রেখা বামে ও যোগান বৃদ্ধি পাইলে যোগান রেখা দক্ষিণে সরিয়া যায়।

বাজারে শুধু চাহিদার অবস্থা পরিবর্তিত হইতে পারে (এবং যোগান অপরিবর্তিত থাকিতে পারে) অথবা শুধু যোগানের অবস্থা পরিবর্তিত হইতে পারে (এবং চাহিদার অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিতে পারে), অথবা উহাদের উভয়েরই পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

১. চাহিদার পরিবর্তন, যোগান অপরিবর্তিতঃ যোগান অপরিবর্তিত থাকিয়া চাহিদার পরিবর্তনে পুরাতন ভারসাম্যের স্থলে নূতন ভারসাম্যের উৎপত্তি ও দামের উপর উহার প্রতিক্রিয়া ১৩·২নং রেখাচিত্রে দেখান হইয়াছে। অপরিবর্তিত যোগান রেখা SS-কে পুরাতন চাহিদা রেখা DD, R বিন্দুতে ছেদ করিয়াছিল। তদনুযায়ী পুরাতন ভারসাম্য দাম ছিল OP এবং OM ছিল পুরাতন ভারসাম্য ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ। **চাহিদার বৃদ্ধি ঘটিলে,** পুরাতন চাহিদা রেখার দক্ষিণে ও উপরে নূতন চাহিদা রেখা D_1D_1 দেখা দিল এবং উহা অপরিবর্তিত যোগান রেখা SS-কে নূতন ও উচ্চতর বিন্দু R_1-এ ছেদ করিল। নূতন ভারসাম্য বিন্দু R_1 অনুসারে, নূতন ভারসাম্য দাম হইল OP_1 এবং চাহিদা যোগানের নূতন ভারসাম্য পরিমাণ হইল OM_1। ইহাতে দেখা গেল যে, যোগানের অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিয়া চাহিদার বৃদ্ধি ঘটিলে, **ক্রেতারা অধিকতর দামে, অধিকতর পরিমাণে পণ্যটি ক্রয় করিবে।**

১৩·২নং রেখাচিত্র

ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ

এখানে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। যোগান রেখার ঢাল যদি কম হয় অর্থাৎ যোগান যদি অধিকতর স্থিতিস্থাপক হয়, তবে চাহিদার নির্দিষ্ট পরিবর্তনে অস্থিতিস্থাপক যোগানের তুলনায়, স্থিতিস্থাপক যোগানে দামের বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত অল্প হইবে। ১৩·২নং রেখাচিত্রে ভগ্ন রেখা দ্বারা অধিকতর স্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখা S_1S_1 দেখান হইয়াছে। চাহিদা রেখাটি এইরূপ হইলে, নূতন চাহিদা রেখা D_1D_1 উহাকে R_2 বিন্দুতে ছেদ করিত। তদনুযায়ী নূতন ভারসাম্য দাম হইত OP_2 এবং নূতন ভারসাম্য পরিমাণ হইত OM_2। এই দাম OP_1 দাম অপেক্ষা কম ও এই পরিমাণ OM_1 পরিমাণ অপেক্ষা বেশি। অর্থাৎ, যোগান রেখা অপরিবর্তিত থাকিলেও, উহার স্থিতিস্থাপকতা বেশি হইলে চাহিদার বৃদ্ধিতে, দামের বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম ও ক্রয়ের পরিমাণের বৃদ্ধি বেশি এবং উহার স্থিতিস্থাপকতা কম হইলে, দামের বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত বেশি এবং ক্রয়ের পরিমাণের বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম হইবে।
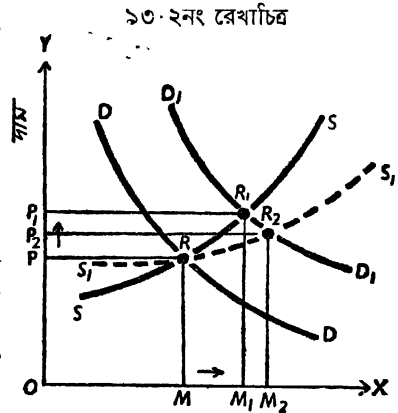
এই রেখাচিত্রটির সাহায্যে আমরা চাহিদার হ্রাসের প্রতিক্রিয়াও অনুধাবন করিতে পারি। আমরা যদি ধরিয়া লই যে যোগান রেখা SS অপরিবর্তিত থাকিয়া পুরাতন চাহিদা রেখা D_1D_1 এর পরিবর্তে নূতন চাহিদা রেখা DD দেখা দিয়াছে, তবে ইহাতে চাহিদার হ্রাস বুঝাইবে। ইহার দরুন পুরাতন ভারসাম্য দাম OP_1 এর পরিবর্তে নূতন ভারসাম্য দাম হইবে OP এবং পুরাতন ভারসাম্য পরিমাণ OM_1 এর পরিবর্তে নূতন ভারসাম্য পরিমাণ হইবে OM। অর্থাৎ যোগান অপরিবর্তিত থাকিয়া চাহিদা কমিয়া গেলে, পূর্বাপেক্ষা কম দামে ও কম পরিমাণে চাহিদা যোগানের ভারসাম্য ঘটিবে। তবে যোগান যদি অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে দাম যতটা কমিবে (OP_1 হইতে OP) যোগান স্থিতিস্থাপক হইলে দাম ততটা কমিবে না (OP_2 হইতে OP)। কিন্তু যোগান অস্থিতিস্থাপক হইলে, ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ যতটা কমিবে (MM_1 পরিমাণ), যোগান স্থিতিস্থাপক হইলে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ উহা অপেক্ষা অধিক কমিবে (MM_2 পরিমাণ)।

অতএব, যোগান অপরিবর্তিত থাকিয়া, চাহিদার বৃদ্ধি ঘটিলে,—(১) নূতন ভারসাম্য দাম ও নূতন ভারসাম্য পরিমাণ বেশি হইবে; (২) যোগান অধিক স্থিতিস্থাপক হইলে দামের বৃদ্ধি কম ও ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি অধিক হইবে; ও

(৩) যোগান কম স্থিতিস্থাপক হইলে, দামের বৃদ্ধি বেশি ও ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস কম হইবে।

অপরপক্ষে, যোগান অপরিবর্তিত থাকিয়া, চাহিদার হ্রাস ঘটিলে,—(১) নূতন ভারসাম্য পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা কম হইবে; এবং

(২) যোগান অধিক স্থিতিস্থাপক হইলে, দামের হ্রাস কম ও ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস অধিক; ও

(৩) যোগান কম স্থিতিস্থাপক হইলে, দামের হ্রাস বেশি ও ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস কম হইবে।

২. যোগানের পরিবর্তন, চাহিদা অপরিবর্তিত ঃ চাহিদা অপরিবর্তিত থাকিয়া যোগানের পরিবর্তন ঘটিলে, এবং উহা দ্বারা যোগানের বৃদ্ধি বুঝাইলে নূতন যোগান রেখা পূর্বের যোগান রেখার দক্ষিণে ও নিচে সরিয়া আসিবে। ইহার ফলে, নূতন যোগান রেখা চাহিদা রেখার নিম্নতর বিন্দুতে ছেদ করিবে বলিয়া নূতন ভারসাম্য দাম পুরাতন ভারসাম্য দাম অপেক্ষা কম ও নূতন ভারসাম্য পরিমাণ পুরাতন ভারসাম্য পরিমাণ অপেক্ষা বেশি হইবে।

চাহিদা অপরিবর্তিত থাকিয়া, যোগান বাড়িলে ভারসাম্য দাম কমিবে ও ভারসাম্য পরিমাণ বাড়িবে। আর যোগান কমিলে, ভারসাম্য দাম বাড়িবে ও ভারসাম্য পরিমাণ কমিবে। এবং চাহিদা অধিক স্থিতিস্থাপক হইলে, যোগান বাড়িলে ভারসাম্য দাম সামান্য কমিবে ও ভারসাম্য পরিমাণ অধিক বাড়িবে ও যোগান কমিলে ভারসাম্য দাম অল্প কমিবে ও ভারসাম্য পরিমাণ কমিবে বেশি। চাহিদা কম স্থিতিস্থাপক হইলে, যোগান বাড়িলে ভারসাম্য দাম বেশি কমিবে ও ভারসাম্য পরিমাণ অল্প বাড়িবে, আর যোগান কমিলে ভারসাম্য দাম বেশি বাড়িবে ও ভারসাম্য পরিমাণ অল্প কমিবে।

সময় ও ভারসাম্য
TIME AND EQUILIBRIUM

চাহিদা ও যোগান উভয়ের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার দ্বারাই দাম নির্ধারিত হয় এবং উহাদের মধ্যে যে কোন একটির অথবা উভয়ের পরিবর্তনে ভারসাম্য দামের এবং ভারসাম্য পরিমাণের পরিবর্তন ঘটে। এ সম্পর্কে দুইটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। একটি হইল, চাহিদা ও যোগানই দাম নির্ধারণের চূড়ান্ত বা শেষ শক্তি নয়। দামের উপর যে অসংখ্য

কারণ, শক্তি ও বিষয়সমূহ প্রভাব বিস্তার করে, 'চাহিদা' ও 'যোগান' এই দুইটি শব্দের দ্বারা উহাদের সকলগুলিকে বুঝান হয়[12]।

দ্বিতীয় কথা হইল, চাহিদা ও যোগান, উভয়েই দাম নির্ধারণে সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিলেও, সময়ের তারতম্য অনুযায়ী দামের উপর উহাদের প্রভাবের তারতম্য ঘটে। মার্শালের কথায়ঃ সাধারণভাবে, সময় যত কম হইবে, দামের উপর চাহিদার প্রভাব তত বেশি হইবে; এবং সময় যত বেশি হইবে দামের উপর উৎপাদন খরচের প্রভাব তত বেশি হইবে। যে কোন সময়ে বাস্তব দাম[13]—যাহাকে প্রায়ই বাজার-দাম বলা হয়—তাহা প্রায়ই দীর্ঘস্থায়ী কারণ অপেক্ষা আকস্মিক ও ক্ষণস্থায়ী ঘটনাবলী ও কারণের দ্বারাই অধিক প্রভাবিত হয়। কিন্তু দীর্ঘকালীন সময়ে শেষ পর্যন্ত এই সকল ক্ষণস্থায়ী ও অনিয়মিত কারণগুলির অধিকাংশই পরস্পরের প্রভাব খণ্ডন করে, তাহার ফলে দীর্ঘকালীন সময়ে দীর্ঘকালস্থায়ী কারণগুলিই দামের উপর সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। সময়ের তারতম্যে দামের উপর চাহিদা যোগানের প্রভাবের তারতম্যের একটি প্রধান কারণ হইল, চাহিদার পরিবর্তনে সাড়া দিয়া উহার সহিত নিজের সামঞ্জস্য ঘটাইতে যোগান অধিক সময় নেয়।

সময়ের তারতম্য বলিতে আমরা মার্শালের অনুসরণে তিন প্রকার সময়-কালের পটভূমিকা ব্যবহার করিব। একটি হইতেছে **অতি অল্পকালীন সময় বা বাজার-কাল**[14], **এই সময়ে** যোগান বিন্দুমাত্র পরিবর্তনীয় নয় বলিয়া **যোগান চাহিদার সহিত নিজের কোন সামঞ্জস্য ঘটাইতে পারে না।** দ্বিতীয়টি হইতেছে **স্বল্পকালীন সময়**[15], এই সময়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি উহাদের বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতার সীমার মধ্যে উৎপাদন ও যোগানের সীমাবদ্ধ পরিবর্তন ঘটাইতে পারে এবং সেহেতু **এই সময়ে যোগান মাত্র আংশিকভাবে চাহিদার সহিত নিজের সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারে।** তৃতীয়টি হইতেছে **দীর্ঘকালীন সময়**[16], **এই সময়ে** বর্তমান উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি উহাদের উৎপাদন ক্ষমতা কমাইতে বাড়াইতে পারে এবং নূতন প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ ও পুরাতন প্রতিষ্ঠানের প্রস্থানের মধ্য দিয়া শিল্পের অন্তর্গত উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার পরিবর্তন ঘটিতে পারে, এবং এই সকল পরিবর্তনের মধ্য দিয়া **যোগান চাহিদার সহিত নিজের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য ঘটাইতে পারে।** এই তিনটি সময় কালের দামই ভারসাম্য দাম বটে, কিন্তু উহাদের ভারসাম্য বিন্দুগুলি এক নহে, এবং ভারসাম্য দাম ও পরিমাণগুলিও এক নহে, আবার তিনটি দামই প্রান্তিক উপযোগের সমান হইলেও প্রান্তিক ও গড় খরচের সহিত উহাদের সম্পর্ক এক নহে। কারণ উহারা চাহিদা ও যোগানের একরূপ প্রভাবের অধীন নহে। দাম নির্ধারণে সময়ের গুরুত্বের আলোচনা এই সত্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বাজার ভারসাম্য বা মুহূর্তের ভারসাম্যঃ বাজার দাম নির্ধারণ
MARKET OR MOMENTARY EQUILIBRIUM : DETERMINATION OF MARKET PRICE

বাজারকাল বা অতি অল্পকালীন সময়ঃ বাজারকাল বা অতি অল্পকালীন সময় বলিতে এরূপ সময় বুঝায় যে সময়ে যোগান বিন্দুমাত্র হ্রাস বৃদ্ধি করা যায় না। বিক্রেতা বা উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট বিক্রয়ের জন্য মজুত যে পণ্যসম্ভার[17] রহিয়াছে তাহাই মোট যোগানের সর্বাধিক সীমা। উৎপাদন করিয়া যোগান বাড়াইতে যে সময় লাগিবে, তাহাতে বাজার কাল অতিবাহিত হইয়া যাইবে। সুতরাং এই বাজারে, বিক্রেতাগণের নিকট বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ পণ্য মজুত আছে তাহাই এই বাজারের যোগান।

12. "Supply and demand are not ultimate explanations of price. They are simply useful catch-all categories for analysing and describing the multitute of forces causes and factors impinging on price."—P. A. Samuelson
13. Actual value. 14. Very Short period or Market period.
15. The short run. 16. The long run.
17. Existing stock or inventories.

বাজার কালের যোগান রেখা : এই সময়ের যোগান রেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, যোগানের পরিমাণ নির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয় বলিয়া, উহা সাধারণত, OX অক্ষরেখা হইতে উত্থিত একটি লম্ব রেখার আকার ধারণ করে। বিশেষত পচনশীল দ্রব্যের ক্ষেত্রে অতি অল্পসময়ী বাজারের যোগান রেখা আগাগোড়াই একটি লম্বের আকৃতি নেয়। তবে, দ্রব্যটি যদি শীঘ্র পচনশীল না হয়, যদি উহা অন্তত অল্প কয়েক দিনের জন্যও ধরিয়া রাখা যায়, তবে অতি অল্পকালীন সময়ে এরূপ কিছুটা স্থায়ী দ্রব্যের যোগান রেখা নিচের দিকে অংশত বাম হইতে দক্ষিণে ঊর্ধ্বমুখী ও উপরের দিকে অংশত লম্ব রেখার আকৃতি ধারণ করিতে পারে। ১৩·৩ (ক) নং রেখাচিত্রে লম্ব যোগান রেখা SS এবং ১৩·৩ (খ) নং রেখাচিত্রে অংশত বক্র-অংশত লম্ব যোগান রেখা SRR_1R_2S দেখান হইয়াছে।

ভারসাম্য : দ্রব্যটি পচনশীল ও সংরক্ষণের অনুপযোগী হইলে, বিক্রেতারা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ পণ্য বাজারে আনিয়াছে তাহার সবটাই তাহারা বিক্রয় করিবে। এই অবস্থায় পণ্যটির উৎপাদনের প্রান্তিক বা গড় খরচ কি পড়িয়াছে সে বিষয় কোন কাজে লাগিবে না। চাহিদা যদি বেশি হয় তবে যোগানের সবটাই তাহারা বেশি দামে ও চাহিদা যদি কম হয়, তবে যোগানের সবটাই তাহারা কম দামে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইবে, কারণ কম দামে বিক্রয় করিলে তাহারা আংশিক লোকসান বহন করিবে, কিন্তু উহা আদৌ বিক্রয় না করিলে, সবটাই লোকসান হইবে। ১৩·৩(ক) নং রেখাচিত্রে SS হইল পচনশীল দ্রব্যের লম্ব যোগান রেখা। চাহিদা যদি কম হয়, তবে চাহিদা রেখা DD যোগান রেখাকে নিম্নতর বিন্দু R-এ ছেদ করিবে। ভারসাম্য বিন্দু R অনুসারে ভারসাম্য দাম হইবে OP এবং

১৩·৩ (ক) নং রেখাচিত্র

১৩·৩ (খ) নং রেখাচিত্র
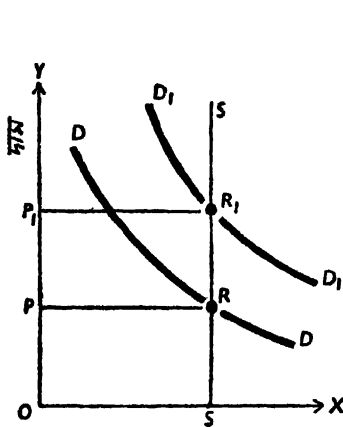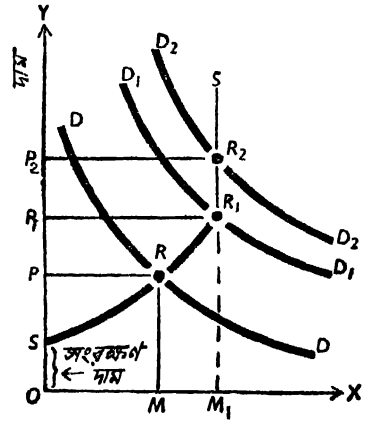
ভারসাম্য চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ হইবে OS। আর চাহিদা যদি বেশি হয়, তবে চাহিদারেখা (D_1D_1) উচ্চতর বিন্দুতে (R_1) যোগান রেখা SS-কে ছেদ করিবে। উচ্চতর ভারসাম্য বিন্দু R_1 অনুসারে ভারসাম্য দাম হইবে OP_1 আর ভারসাম্য চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ একই অর্থাৎ OS।

দ্রব্যটি যদি পচনশীল না হইয়া কিছুটা স্থায়ী অর্থাৎ **সংরক্ষণোপযোগী হয়,** তবে বিক্রেতাগণ তাহাদের যোগান খানিক কমাইতে পারে (অর্থাৎ পছন্দমত দাম না হইলে তাহাদের হাতে মজুত পণ্যের কিছুটা বিক্রয় নাও করিতে পারে), কিন্তু তাহারা তাহাদের হাতে অবস্থিত মজুত পরিমাণের অধিক যোগান বাড়াইতে পারে না। এইরূপ ক্ষেত্রে

বিক্রেতারা দুটি তাৎপর্যপূর্ণ দাম[18] ভাবিয়া রাখে। একটি হইল, সর্বনিম্ন যোগান দাম বা **সংরক্ষণ দাম**[19]—এই দামের কমে তাহারা আদৌ বেচিবে না। ইহার সহিত উৎপাদন খরচের সম্পর্ক নাই। কারণ, অতি অল্পকালীন বাজারে চাহিদা মন্দ হইলে তাহারা সাময়িক লোকসান দিয়া উৎপাদন খরচের (এমন কি গড় পরিবর্তনীয় খরচেরও) কম দামেও তাহারা বিক্রয় করিবে, কিন্তু দামা সংরক্ষণ দামের কম হইলে তাহারা বেচিবে না। এই সংরক্ষণ দাম প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে: (১) ভবিষ্যত দাম সম্পর্কে তাহাদের আন্দাজ বা অনুমান। ভবিষ্যতে দাম আরও কমিবে আশংকা করিলে তাহাদের সংরক্ষণ দামও কম হইবে। অর্থাৎ তাহারা এখনি অপেক্ষাকৃত কম দামে বেচিতে রাজি হইবে।

২. বিক্রেতাদের নগদ টাকার প্রয়োজন বা তাহাদের 'নগদ পছন্দ'[20]। অর্থাৎ তাহাদের হাতে নগদ টাকা কম থাকিলে ও পাওনাদারের তাগিদ থাকিলে তাহারা কিন্তু নগদ টাকা যোগাড়ের উদ্দেশ্যে অপেক্ষাকৃত কম দামে বেচিতে রাজি হইবে।

৩. এখন না বেচিলে, ভাল দামের আশায় পণ্যগুলি ধরিয়া রাখিলে, কতদিন তাহা এরূপ ধরিয়া রাখিতে হইতে পারে এবং তাহা হইলে গুদাম ভাড়া, ঋণের সুদ ইত্যাদি বাবদ কিরূপ বহন খরচ[21] পড়িবে। যদি বেশি দিন এরূপ ধরিয়া রাখিবার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তাহার পরিবর্তে এখনি বিক্রয় করা ভাল বিবেচনায় তাহারা সংরক্ষণ দামা কম করিয়া ধার্য করিবে।

এইরূপে সংরক্ষণ দাম হিসাব করিয়া, উহার কম দামে বিক্রেতারা পণ্যটি বিক্রয় করিতে গররাজি হইবে। ১৩·৩(খ) নং রেখাচিত্রে যোগান রেখা SRR_1R_2S উৎপত্তি স্থল O বিন্দুর খানিক উপর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। O হইতে S পর্যন্ত যে দূরত্ব তাহা সংরক্ষণ দাম নির্দেশ করিতেছে। সংরক্ষণ দাম যত বেশি হইবে OY অক্ষরেখায় O বিন্দুর তত উপর হইতে যোগান রেখা আরম্ভ হইবে।

এই বাজারের বিক্রেতাদের আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ দাম হইল এরূপ যথেষ্ট বেশি দাম, যে দামে তাহারা তাহাদের মজুতের সমস্তটাই বিক্রয়ে উৎসুক। ১৩·৩(খ) নং রেখাচিত্রে OP_1 দাম এরূপ দাম। যে দামের কমে তাহারা মোটেই বেচিবে না, সেই সংরক্ষণ দাম ও যে দামে তাহারা সমস্তটাই বেচিতে রাজি, এই দুই দামের মাঝামাঝি বাজারে যে দাম চাহিদা অনুসারে পাওয়া যাইবে, সে দামে তাহার খানিক পণ্য বিক্রয় করিবে ও বাকিটা ভবিষ্যতে আরও ভাল দামে বেচিবার আশায় (পরের দিনের বাজারে) রাখিয়া দিবে। দাম সংরক্ষণ দামের যত কাছাকাছি হইবে তাহারা তত কম বেচিবে ও তত বেশি ধরিয়া রাখিবে এবং দাম যত তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত বেশি দামের কাছাকাছি হইবে তাহারা তত বেশি বিক্রয় করিয়া তত কম ধরিয়া রাখিবে। এজন্য, এই দুই দামের মাঝে যোগান রেখাটি বাম হইতে দক্ষিণে ঊর্ধ্বগামী হয়। (চিত্রে S বিন্দু হইতে R_1 বিন্দু পর্যন্ত যোগান রেখাটি এইরূপ।) ১৩·৩(খ) নং রেখাচিত্রে চাহিদা যখন খুব কম তখন চাহিদা রেখা DD যোগান রেখাকে R বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। R বিন্দু অনুসারে ভারসাম্য দাম হইল OP এবং ভারসাম্য পরিমাণ হইল OM। এখানে লক্ষণীয় যে বিক্রেতাদের হাতে মোট যোগান, অর্থাৎ পণ্যটির মোট মজুত সম্ভার হইতেছে OM_1। OP ভারসাম্য দাম হইলে তাহারা OM পরিমাণ বিক্রয় করিয়া MM_1 পরিমাণ পণ্য ভবিষ্যতে বিক্রয়ের আশায় হাতে মজুদ রাখিবে। কিন্তু চাহিদা যদি বেশি হয় তবে চাহিদা রেখা D_1D_1 যোগান রেখাকে R_1 বিন্দুতে ছেদ করিবে। এবার ভারসাম্য বিন্দু R_1 অনুসারে ভারসাম্য দাম হইবে OP_1 এবং এই দামে বিক্রেতারা তাহাদের সবটা যোগান অর্থাৎ OM_1 পরিমাণ পণ্যই বিক্রয় করিবে। চাহিদা যদি আরও বেশি হয়, তবে চাহিদা রেখা D_2D_2 যোগান রেখাকে আরও উচ্চতর বিন্দু

18. Critical price. 19. Reservation price.
20. Liquidity preference. 21. Carrying charges.

R_2-তে ছেদ করিবে। ইহাতে নূতন ভারসাম্য দাম হইবে OP_2। এই দামে তাহারা OM_1 পরিমাণ পণ্যই বিক্রয় করিয়া দিবে, উহার বেশি আর যোগান নাই। সুতরাং R_1 বিন্দুর পর হইতে যোগান রেখাটি একটি লম্বের আকৃতি ধারণ করিয়াছে। চাহিদা অনুযায়ী দাম যত বেশি হইবে, একই পরিমাণ পণ্য বিক্রেতারা ততই বেশি দামে বেচিতে পারিবে।

স্বল্পকালীন ভারসাম্য : 'স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম' নির্ধারণ

SHORT RUN EQUILIBRIUM : DETERMINATION OF SHORT RUN NORMAL PRICE

স্বল্পকালীন সময় : যে সময়ে, প্রয়োজনবোধে, উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি উহাদের মোট উৎপাদন ক্ষমতা অবধি উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে পারে, তাহাই স্বল্পকালীন সময়। এই সময়ে শিল্পের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়িতে পারে না, অর্থাৎ নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মত সময় যথেষ্ট নয়। তেমনি পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলির কেহই শিল্প পরিত্যাগও করে না। বাজারের বর্তমান অবস্থা মন্দ হইলেও, উহারা ভবিষ্যতে অবস্থা ভাল হইবে, এই আশায় অপেক্ষা করে ও উৎপাদন চালাইয়া যায়।

স্বল্পকালীন সময়ের যোগান : এই সময়ে চাহিদা বাড়িলে, প্রত্যেক উৎপাদক প্রতিষ্ঠান উহার যন্ত্রপাতি অনুযায়ী সর্বাধিক উৎপাদন ক্ষমতা পর্যন্ত উহার উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে পারে, আবার চাহিদা কম হইলে উৎপাদনের পরিমাণ কমাইতেও পারে বা বাজারের অবস্থা খুবই খারাপ হইলে সাময়িক ভাবে উৎপাদন বন্ধ করিয়াও দিতে পারে। সুতরাং স্বল্পকালীন সময়ে উৎপাদন, অর্থাৎ পণ্যের যোগান চাহিদার পরিবর্তনে খানিক সাড়া দিতে সক্ষম হয়। আমরা জানি, এই বাজারে প্রত্যেকটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক খরচ রেখাই উহার যোগান রেখা এবং যাবতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রান্তিক খরচ রেখার সমষ্টিই হইল শিল্পের বা পণ্যটির বাজারের মোট যোগান রেখা। চাহিদা, অর্থাৎ দাম অনুসারে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি উহাদের সর্বাধিক উৎপাদন ক্ষমতার প্রান্ত সীমার অভ্যন্তরে, উৎপাদনের প্রকৃত পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটাইতে পারে। এজন্য, চাহিদা বাড়িলে মোট যোগান বাড়ে এবং চাহিদা কমিলে মোট যোগান কমে। একারণে স্বল্পকালীন সময়ের যোগান রেখা লম্ব না হইয়া বাম হইতে দক্ষিণে ঊর্ধ্বগামী, অর্থাৎ ধনাত্মক ঢাল বিশিষ্ট হয়। উৎপাদন বা যোগান বাড়াইতে হইলে প্রতিষ্ঠানগুলি উহাদের পরিবর্তনীয় খরচ বা মুখ্য খরচ বাড়াইয়া উৎপাদন বা যোগান বাড়ায়। স্বল্পকালীন সময়ে এজন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের পর উৎপাদনের পরিমাণ আরও বাড়াইতে গেলে উৎপাদন বৃদ্ধির হারের তুলনায় প্রান্তিক খরচ অধিক হারে বাড়ে। এই কারণে প্রত্যেকটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক খরচ রেখা যেমন একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর পর অত্যন্ত খাড়াখাড়ি ভাবে ঊর্ধ্বগামী হয়, তেমনি মোট যোগান রেখাও ঊর্ধ্বগামী বা ধনাত্মক ঢালও অধিক হয়, অর্থাৎ উহা অনেকটা খাড়াখাড়ি ভাবেই দক্ষিণে উপরের দিকে ওঠে। ১৩·৪ (ক) ও (খ) নং রেখাচিত্রে যথাক্রমে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের যোগান রেখা (অর্থাৎ উহার প্রান্তিক খরচ রেখা SMC) ও বাজারে শিল্পের মোট যোগান রেখা SPS দেখান হইয়াছে।

ভারসাম্য : চাহিদা যখন কম ছিল, তখন চাহিদা রেখা DD ও স্বল্পকালীন যোগান রেখা SPS এর ছেদবিন্দু R অনুসারে ভারসাম্য দাম OP এবং ভারসাম্য উৎপাদন ও ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ OM ছিল। চাহিদা যখন বাড়িল, তখন উচ্চতর চাহিদা রেখা D_1D_1 যোগান রেখা SPS-কে উচ্চতর বিন্দু R_1-এ ছেদ করিল। নূতন এবং উচ্চতর ভারসাম্য বিন্দু R_1 অনুসারে স্বল্পকালীন নূতন ভারসাম্য দাম হইল OP_1 এবং নূতন ভারসাম্য ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ হইল OM_1। এখানে লক্ষণীয় যে, চাহিদা বৃদ্ধির ফলে যোগানও বাড়িল (MM_1 পরিমাণ)। যদি অতি অল্পকালীন সময় হইত, তবে যোগান OM-এর বেশি বাড়িত না, উহার দরুন যোগান রেখাটি লম্বের আকার ধারণ করিত [১৩·৪(খ) নং চিত্রে MS রেখা] এবং উচ্চতর চাহিদা রেখা D_1D_1 লম্ব যোগান রেখা MSকে R_2 বিন্দুতে

ছেদ করিত। অতি অল্পকালীন বাজারে নূতন ও অতি অল্পকালীন ভারসাম্য দাম হইত OP_2 বা R_2M, যোগানের পরিমাণ অপরিবর্তিত, অর্থাৎ OM থাকিয়া যাইত। এই অতি অল্পকালীন বাজারের দাম OP_2, স্বল্পকালীন বাজারের দাম OP_1 অপেক্ষা বেশি

১৩·৪ (ক) নং রেখাচিত্র ১৩·৪ (খ) নং রেখাচিত্র
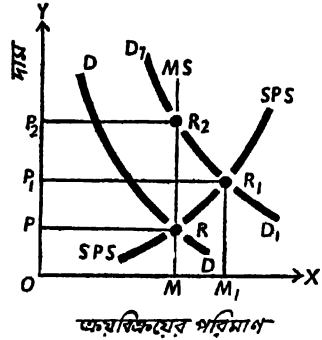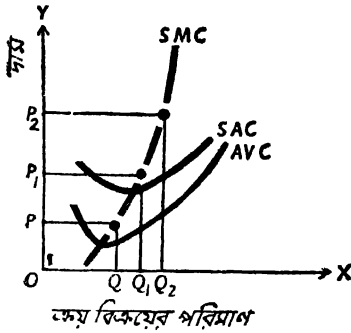
এবং অতি অল্পকালীন বাজারের যোগান (OM) স্বল্পকালীন বাজারের যোগান (OM_1) অপেক্ষা কম। সুতরাং অতি অল্পকালীন বাজারের তুলনায় স্বল্পকালীন বাজারে যোগান খানিক বাড়িতে পারে বলিয়াই, **স্বল্পকালীন বাজারের ভারসাম্য দাম অতি অল্পকালীন বাজারের সাময়িক ভারসাম্য দাম অপেক্ষা কম হয়।**

স্বল্পকালীন বাজারের এই ভারসাম্য দামকে অনেক সময় 'স্বল্পকালীন স্বাভাবিক' দাম বলা হয়। ইহা সর্বদা উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক খরচের সমান হয় কিন্তু, উহার গড় খরচের (SAC) কম (OP দাম) কিংবা বেশি (OP_1 অথবা OP_2) হইতে পারে [১৩·৪(ক) নং রেখাচিত্র দ্রষ্টব্য]। [অর্থাৎ স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম=প্রান্তিক খরচ ↑ > পরিবর্তনীয় গড় খরচ, কিন্তু < অথবা > গড় খরচ।] সুতরাং এই সময়ে, চাহিদা যোগানের যে ভারসাম্য ঘটে, তাহাতে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির কেহ স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত মুনাফায়, কেহ বা স্বাভাবিক মুনাফার কমে, অর্থাৎ স্বল্পতম লোকসানে ভারসাম্য লাভ করে বলিয়া উহাদের মধ্যে পরিবর্তনের প্রবণতা থাকিয়া যায়। এজন্য এই স্বল্পকালীন ভারসাম্যে শিল্পের ভারসাম্য ঘটে না। সুতরাং বাজারের এই ভারসাম্যটিও স্বল্পকাল স্থায়ী হয়। একারণে ইহাকে স্বল্পকালীন ভারসাম্য বলে।

দীর্ঘকালীন ভারসাম্য : দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম নির্ধারণ
LONG RUN EQUILIBRIUM: DETERMINATION OF LONG RUN NORMAL PRICE

দীর্ঘকালীন সময়ঃ যে সময়ে চাহিদার পরিবর্তনের সহিত যোগান সম্পূর্ণভাবে নিজের সামঞ্জস্য ঘটাইতে পারে তাহাই দীর্ঘকালীন সময়। বিদ্যমান উৎপাদক প্রতিষ্ঠান-গুলির উৎপাদন ক্ষমতার পরিবর্তন ও উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যার পরিবর্তন (পুরাতন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনেকের শিল্পত্যাগ ও অনেক নূতন প্রতিষ্ঠানের যোগদান) দ্বারা চাহিদার সহিত যোগানের এই সামঞ্জস্য ঘটে।

দীর্ঘকালীন সময়ের যোগানঃ স্বল্পকালীন সময়ে যে সকল প্রতিষ্ঠানের গড় খরচ দামের বেশি থাকে, উহারা দীর্ঘকালীন সময়ে ঐ লোকসান এড়াইবার জন্য যন্ত্রপাতি ও

উৎপাদনের মাত্রার[22] রদবদল করিয়া গড় খরচ কমাইবার চেষ্টা করে। আর যে সকল প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত মুনাফা করিতেছে উহাদের দেখিয়া নূতন প্রতিষ্ঠান শিল্পে যোগ দেয়। ইহাতে মোট যোগান বাড়ে। পরস্পরের প্রতিযোগিতায় সকল প্রতিষ্ঠানই তখন সর্বনিম্ন গড় খরচে উৎপাদনের চেষ্টা করে [১৩·৫ (ক) নং রেখাচিত্র]। ইহার ফলে এই সময়ে দাম কমিয়া সর্বনিম্ন গড় খরচের সমান হয় এবং একই পরিমাণ পণ্য উৎপাদনে স্বল্পকালের তুলনায় দীর্ঘকালীন গড় খরচ কম হয়। একারণে দীর্ঘকালীন যোগান রেখার ঢাল স্বল্পকালীন যোগান রেখার ঢালের তুলনায় অনেক কম হয়। ১৩·৫ (খ) নং রেখাচিত্রে দীর্ঘকালীন যোগান রেখা LPS-এর ঢাল এই কারণে স্বল্পকালীন যোগান রেখা SPS-এর ঢালের তুলনায় অনেক কম [প্রসঙ্গত, অতি অল্পকালীন লম্ব যোগান রেখা MS-এর আকৃতিও লক্ষণীয়]। অর্থাৎ কথাটি অন্যভাবে বলা যায় যে, সময় যত বেশি হইবে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা তত বেশি হইবে। আমরা ধরিয়া লইতেছি যে, দীর্ঘকালীন সময়ে **ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বা ক্রমবর্ধমান খরচ বিধিটি কার্যকর রহিয়াছে।** এজন্য দীর্ঘকালীন যোগান রেখা LPS দক্ষিণে উপরের দিকে উঠিতেছে দেখান হইয়াছে।

১৩·৫ (ক) নং রেখাচিত্র ১৩·৫ (খ) নং রেখাচিত্র
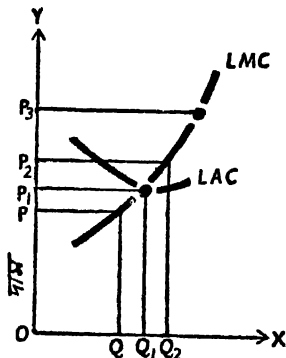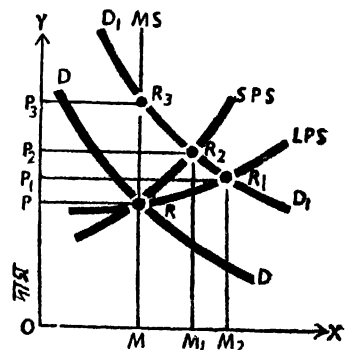
দীর্ঘকালীন ভারসাম্যঃ এই অবস্থায় চাহিদা যখন কম ছিল তখন কম চাহিদার রেখা DD দীর্ঘকালীন যোগান রেখা LPS-কে R বিন্দুতে ছেদ করিয়াছিল এবং তদনুসারে প্রথম দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দাম ছিল OP এবং ভারসাম্য পরিমাণ ছিল OM। পরে চাহিদা বাড়িলে নূতন চাহিদা রেখা D_1D_1 দীর্ঘকালীন যোগান রেখা LPS-কে R_1 বিন্দুতে ছেদ করিল। সুতরাং নূতন দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দাম হইল OP_1 ও ভারসাম্য পরিমাণ হইল OM_2। সুতরাং দীর্ঘকালীন সময়ে দাম মাত্র PP_1 বৃদ্ধির দরুন ভারসাম্য ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িল MM_2। কিন্তু যদি ইহা স্বল্পকালীন সময় হইত, তবে নূতন চাহিদা রেখা D_1D_1 স্বল্পকালীন যোগান রেখা SPS-কে R_2 বিন্দুতে ছেদ করিত এবং তদনুসারে নূতন স্বল্পকালীন ভারসাম্য দাম হইত OP_2 ও স্বল্পকালীন ভারসাম্য পরিমাণ হইত OM_1। দেখা যাইতেছে স্বল্পকালীন ভারসাম্য দাম OP_2 দীর্ঘ-

22. Scale of Production.

কালীন ভারসাম্য দাম OP_1 অপেক্ষা বেশি হইত এবং স্বল্পকালীন ভারসাম্য পরিমাণ OM_1 দীর্ঘকালীন ভারসাম্য পরিমাণ OM_2 অপেক্ষা কম হইত। আবার যদি ইহা অতি অল্পকালীন সময় হইত, তবে যোগান OM অপেক্ষা মোটেই বাড়ান যাইত না। তখন যোগান রেখা MS একটি লম্বের আকার লইত এবং নূতন চাহিদা রেখা D_1D_1 অনুসারে অতি অল্পকালীন নূতন ভারসাম্য দাম হইত OP_3 এবং চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য পরিমাণ OM রহিয়া যাইত। অতএব দেখা যাইতেছে যে,—

১. অতি অল্পকালীন ভারসাম্য দাম অপেক্ষা স্বল্পকালীন ভারসাম্য দাম কম এবং দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দাম সর্বাপেক্ষা কম হয়। এবং

২. অতি অল্পকালীন ভারসাম্যে ভারসাম্য যোগানের পরিমাণ সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয়, স্বল্পকালীন ভারসাম্যে যোগানের পরিমাণ খানিক পরিবর্তনীয় এবং দীর্ঘকালীন ভারসাম্যে যোগান সর্বাধিক পরিবর্তনীয়। অর্থাৎ দীর্ঘকালে যত কম দামে ও যত অধিক পরিমাণে যোগান দেওয়া সম্ভবপর, এমনটি আর কখনও সম্ভব নয়।

দীর্ঘকালীন ভারসাম্য ও স্থির এবং পরিবর্তনীয় খরচ ও স্বাভাবিক মুনাফাঃ দীর্ঘকালীন সময়ে কাঁচামাল, শ্রম হইতে আরম্ভ করিয়া যন্ত্রপাতি পর্যন্ত সকল উপাদানের ব্যবহার পরিবর্তনীয় বলিয়া সকল খরচই পরিবর্তনীয় খরচ। এজন্য দীর্ঘকালীন সময়ে স্থির খরচ বলিয়া কোন খরচ নাই। সকল খরচই পরিবর্তনীয় খরচ। তাহা হইলেও, কখন কখন বলা হয় যেঃ "একমাত্র দীর্ঘকালীন সময়েই স্থির খরচগুলি সত্যকারের খরচ বলিয়া গণ্য হয়।"[২৩] ইহার অর্থ এই যে, স্বল্পকালীন সময়ে, উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের একটি সর্বনিম্ন যোগান দাম থাকে, তাহা উহার পরিবর্তনীয় গড় খরচের সমান (P=AVC)। ইহাকে উৎপাদন বন্ধের বিন্দু বলে[২৪]। বাজারের অবস্থা মন্দ হইলে, চাহিদা অত্যন্ত কম হইলে, এই নিম্নতম দামে উৎপাদক উহার পণ্য বিক্রয়ে উপায়ান্তরবিহীন হইয়া এই আশায় রাজি হইতে পারে যে, অদূর ভবিষ্যতে অবস্থা এরূপ মন্দ থাকিবে না। দাম উহার কম হইলে সে আদৌ বিক্রয় এবং উৎপাদন করিবে না। কিন্তু পরিবর্তনীয় গড় খরচের সমান দামে বেচিলে, তাহার শুধু পরিবর্তনীয় খরচগুলি উঠিবে, স্থির খরচ একটুও উঠিবে না। সুতরাং স্বল্পকালীন সময়ে সে বাজারের বিশেষ মন্দ পরিস্থিতিতে স্থির খরচ লোকসান দিতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া সে এই লোকসান বহন করিবে না, করিতে পারে না। দীর্ঘকালীন সময়ে, এই কারণে সে তাহার উৎপাদনের মাত্রা এরূপ পরিমাণে পরিবর্তন করে, যাহাতে তাহার মোট খরচ উঠিয়া আসে। অর্থাৎ, স্বল্পকালীন সময়ে যাহা স্থির খরচ বলিয়া গণ্য হয়, দীর্ঘকালীন সময়ে তাহাও উঠিয়া আসা চাই। দাম যখন গড় খরচের সমান হয় (P=AC) তখনই ইহা সম্ভব হয়। সুতরাং দীর্ঘকালীন সময়ে উৎপাদক তাহার 'স্থির খরচ' অবহেলা করিতে পারে না। এই অর্থে স্থির খরচ দীর্ঘকালীন সময়ে সত্যকার খরচ হইয়া ওঠে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে, দীর্ঘকালীন সময়ে দাম=গড় খরচ হইলে কোন প্রতিষ্ঠানই আর স্বাভাবিক মুনাফার অধিক মুনাফা উপার্জনে সক্ষম হয় না। এই সময়ে প্রতিটি উৎপাদক সম আয়তনে ও একই নিম্নতম গড় খরচে উৎপাদন করে বলিয়া [১৩·৫ (ক) নং রেখাচিত্র] সকলেই মাত্র স্বাভাবিক মুনাফা উপার্জন করে এবং উহাদের মোট মুনাফা সর্বাধিক হয়। তাই উহাদের মধ্যে আর পরিবর্তনের প্রবণতা থাকে না। সকল প্রতিষ্ঠানই শুধু স্বাভাবিক মুনাফা উপার্জন করিতেছে বলিয়া কোন নূতন প্রতিষ্ঠানও আকৃষ্ট হয় না। সেজন্য সমগ্র শিল্পটিও ইহাতে দীর্ঘস্থায়ী ভারসাম্য লাভ করে।

23. 'Fixed costs are true costs only in the long run'.
24. Shut down point.

বাজার দাম এবং স্বল্প ও দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দামের তুলনা
MARKET PRICE AND SHORT RUN & LONG RUN NORMAL PRICES COMPARED

নিচে সংক্ষিপ্তাকারে বাজার দাম, এবং স্বল্প ও দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দামের তুলনা করা গেলঃ

বাজার দাম	স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম	দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম
১. ইহা বাজারে, চাহিদা ও যোগানের মুহূর্তের ভারসাম্য দাম।	১. ইহা বাজারের স্বল্পকালীন ভারসাম্য দাম। ইহা চাহিদার সহিত যোগানের স্বল্পকালীন ভারসাম্যের ফল।	১. ইহা বাজারের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দাম। ইহা চাহিদা ও যোগানের দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের ফল।
২. ইহার সহিত উৎপাদনের কোন খরচের কোন সম্পর্ক নাই। ইহা প্রান্তিক খরচ, গড় খরচ ও পরিবর্তনীয় গড় খরচের বেশি বা কম হইতে পারে।	২. ইহা প্রান্তিক খরচের সমান হইলেও, গড় পরিবর্তনীয় খরচের কম হয় না এবং গড় খরচের বেশি বা কম হইতে পারে।	২. ইহা প্রান্তিক খরচ ও গড় খরচের সমান হয়।
৩. ইহার উপর যোগানের প্রভাব নাই বলিলেই চলে, কিন্তু চাহিদার প্রভাব সর্বাধিক।	৩. ইহার উপর চাহিদার প্রভাব থাকিলেও, ইহা খানিক পরিমাণে যোগানের প্রভাবের অধীন।	৩. ইহা সম্পূর্ণ ভাবে যোগানের প্রভাবের অধীন।
৪. ইহাই বাস্তব দাম।	৪. বাস্তবে স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম দেখা নাও দিতে পারে। তবে বাজার দামের গতি ইহার দিকে।	৪. দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম কখনও দেখা দেয় না। কারণ এতদিন 'অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত' থাকে না। তবে বাজার দামের গতি ইহার দিকে।

১৪

অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে দাম নির্ধারণ
PRICING UNDER IMPERFECT COMPETITION

[**আলোচিত বিষয়ঃ** সংজ্ঞা—**একচেটিয়া বাজার**—সংজ্ঞা ও শর্তাবলী—শর্তাবলীর তাৎপর্য—একচেটিয়া কারবারের অস্তিত্বের লক্ষণ—একচেটিয়া বাজারে দাম নির্ধারণ—বিভেদমূলক একচেটিয়া বাজার—বিভেদমূলক দাম ধার্যের শর্তাবলী—বিভেদমূলক একচেটিয়া বাজারে দাম নির্ধারণ ও ভারসাম্য—বিভেদমূলক একচেটিয়া বাজারের ফলাফল—বিভেদমূলক দাম নীতি কি বাঞ্ছনীয়—একচেটিয়া কারবারীর ক্ষমতার পরিমাপ—নিখুঁত প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া কারবারের তুলনা—**একচেটিয়া লক্ষণবিশিষ্ট প্রতিযোগিতার বাজার**—পণ্যভেদ—বিক্রয় খরচ—ভারসাম্য—**অলিগোপলি বা মুষ্টিমেয় বিক্রেতার বাজার।**]

সংজ্ঞাঃ নিখুঁত প্রতিযোগিতার যে কোন একটি লক্ষণ অন্তর্হিত হইলেই বাজারটি অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে পরিণত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হয়। (বিস্তারিত আলোচনা ৪র্থ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)। তবে, বাস্তবে দুইটি প্রধান কারণে অনিখুঁত বাজারের উৎপত্তি ঘটিতে দেখা যায়। উহাদের একটি হইল **উৎপাদক বা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হ্রাস** এবং অপরটি হইল সমজাতীয় পণ্যের পরিবর্তে প্রায় অনুরূপ কিন্তু সম্পূর্ণ সমজাতীয় নয়, বিক্রেতাগণ কর্তৃক এরূপ পণ্য বিক্রয়। ইহাকে **পণ্য পৃথকীকরণ বা পণ্য ভেদকরণ** বলা হয়। সুতরাং 'অনিখুঁত বাজার' কথাটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। এরূপ বাজারের পরিস্থিতি বিভিন্নরূপ হইতে পারে। বিশুদ্ধ একচেটিয়া কারবার হইল চরম অনিখুঁত বাজার; তাহা ছাড়া আরও যে সকল অনিখুঁত বাজারের কথা কল্পনা করা যায় উহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে একচেটিয়া ক্রেতার বাজার, দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার, একচেটিয়া লক্ষণবিশিষ্ট প্রতিযোগিতার বাজার এবং মুষ্টিমেয় বিক্রেতার বাজার (অলিগোপলি) ইত্যাদি। আমরা বর্তমান অধ্যায়ে এই সকল বিভিন্ন বাজারে দাম নির্ধারণ ও ভারসাম্যের আলোচনা করিব।

একচেটিয়া বাজ
MONOPOLY

একচেটিয়া বাজার বলিলে কি বুঝায়?
WHAT IS MEANT BY MONOPOLY?

সংজ্ঞাঃ 'শিল্পে প্রবেশের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাসহ পণ্যের যোগান সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণকারী এবং যে কোন রকমের প্রতিযোগিতাহীন অবস্থাভোগী একক বিক্রেতাকে একচেটিয়া কারবারী'[১] এবং বাজারের এরূপ অবস্থাকে একচেটিয়া বাজার বলে।

শর্তাবলীঃ সুতরাং একচেটিয়া বাজারের মূল শর্তগুলি এইঃ ১. বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতার অস্তিত্ব এবং তাহার দ্বারা বাজারে পণ্যের যোগান সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ।

---

1. ". . .monopoly is defined to mean the case of a single seller, enjoying absence of competition of any kind, with complete control over the supply of the product, including control over entry into the industry."—H. H. Liebhafsky.

২. তাহার পণ্যের নিকটবর্তী কোন পরিবর্তক দ্রব্যের অভাব। যে সকল পণ্য পরস্পরের পরিবর্তক, উহাদের একটি দামের পরিবর্তন অপরটির চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন ঘটায়। একচেটিয়া উৎপাদকের পণ্যের যদি নিকটবর্তী কোন পরিবর্তক পণ্য না থাকে, তবে ইহার অর্থ এই যে, একচেটিয়া কারবারীর পণ্যের চাহিদা অন্যান্য উৎপাদকের পণ্যের দামের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয় না।

৩. শিল্পে অন্যান্য প্রতিযোগিগণের প্রবেশের উপর একচেটিয়া কারবারীর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অস্তিত্ব। পণ্যটির উৎপাদনের পক্ষে অপরিহার্য কাঁচামালের উৎস সম্পূর্ণ করায়ত্ত থাকায়, কিংবা পেটেন্ট আইনের দ্বারা তাহার স্বার্থ সংরক্ষিত হওয়ায়, অথবা 'গলা-কাটা' প্রতিযোগিতার দ্বারা প্রতিযোগীরা বিতাড়িত হওয়ায় বাজারে একচেটিয়া কারবারীর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, অথবা, নূতন প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বিপুল পরিমাণ আর্থিক সম্বলের প্রয়োজন হইলে কিংবা বাজারটি যদি এরূপ ক্ষুদ্র হয় যে তাহা একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও সর্বনিম্ন গড় খরচে উৎপন্ন পরিমাণ বিক্রয়ের উপযোগী নয়, তাহা হইলে এসকল কারণে বাজারের উপর একচেটিয়া কারবারীর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় থাকিতে পারে।

এই তিনটি শর্ত হইল একচেটিয়া কারবারের মূলে ভিত্তি। এই তিনটি অবস্থা থাকিলে এরূপ একচেটিয়া কারবারকে বিশুদ্ধ একচেটিয়া কারবার বলে। এবং এই যদি একচেটিয়া কারবারের সংজ্ঞা ও মূল শর্ত বা ভিত্তি হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজার যেমন একটি কাল্পনিক মডেল, তেমনি বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজারও আর একটি কাল্পনিক মডেল মাত্র। একটি অপরটির সম্পূর্ণ বিপরীত। অথবা বলা যাইতে পারে যে, বিশুদ্ধ একচেটিয়া কারবার হইতেছে অনিখুঁত প্রতিযোগিতার চরম অবস্থা।

একচেটিয়া কারবার প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় স্মরণীয় যে, এক্ষেত্রে একটি শিল্পে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান থাকে বলিয়া, ইহাতে শিল্প ও উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। যাহা উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের যোগান রেখা, যে কোন সময়ে তাহাই শিল্পের যোগান রেখা। এবং উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের যে শর্ত, শিল্পের ভারসাম্যের শর্তও তাহাই।

শর্তাবলীর তাৎপর্য : এই শর্তগুলির তাৎপর্য এই যে, ইহাদের দরুন একচেটিয়া বিক্রেতা তাহার পণ্যের দাম ও বিক্রয়ের পরিমাণকে প্রভাবিত করিতে পারে। সে তাহার ইচ্ছামত এক স্বাধীন মূল্য নীতি অবলম্বন করিতে এবং তদনুযায়ী ইচ্ছামত তাহার পণ্যের দাম ধার্য করিবার ক্ষমতা রাখে। দাম ও পণ্যের যোগানের উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতাই একচেটিয়া কারবারের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ইহা হইতে একথা মনে করিলে ভুল হইবে যে, সে বুঝি ইচ্ছামত দামে ও ইচ্ছামত পরিমাণে তাহার পণ্যটি বিক্রয়ের ক্ষমতা রাখে। সে ইহাদের উভয়কে একসঙ্গে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। অর্থাৎ সে যদি ইচ্ছামত দামে বেচিতে চায় তবে সেরূপ দাম ধার্য করিতে পারে কিন্তু তাহাতে কি পরিমাণে পণ্যটি বিক্রয় হইবে তাহা বাজারে পণ্যটির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করিবে। আর সে যদি ইচ্ছামত পরিমাণে বিক্রয় করিতে চায়, তবে তাহা কি দামে বিক্রয় হইবে তাহা বাজারে ক্রেতাদের নিকট পণ্যটির চাহিদার উপর নির্ভর করিবে। অর্থাৎ, বেশি দামে বেচিতে চাহিলে তাহার বিক্রয়ের পরিমাণ কমিবে এবং বেশি পরিমাণে বেচিতে চাহিলে তাহাকে কম দামে বেচিতে হইবে।

একচেটিয়া উৎপাদক প্রতিষ্ঠান শিল্পের একমাত্র উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বলিয়া, উহার পণ্যের চাহিদা রেখা সমগ্র শিল্পের চাহিদা রেখায় পরিণত হয়। সেজন্য উহার ঢাল ঋণাত্মক, বাম হইতে দক্ষিণে নিম্নগামী। উহা নিখুঁত প্রতিযোগিতার উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের

চাহিদা রেখার মত সমান্তরাল (অর্থাৎ অসীম স্থিতিস্থাপক) নয়। একারণে দাম বেশি হইলে উহার বিক্রয় কম এবং দাম কম হইলে উহার বিক্রয়ের পরিমাণ বেশি হয়।

একচেটিয়া কারবারের অস্তিত্বের লক্ষণ: বিশুদ্ধ একচেটিয়া কারবার বা বাজার বাস্তবে দেখা যায় না। কারণ একচেটিয়া বাজারের তিনটি শর্তই পরিপূর্ণরূপে পালিত হওয়া একরূপ অসম্ভব, বিশেষত যাহার বিকল্প পণ্য একেবারেই নাই, এরূপ পণ্য আছে কিনা সন্দেহ। বাস্তবের বাজার তাই কম বেশি প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া বাজারের সংমিশ্রণ। এই কারণে বাস্তবের একচেটিয়া কারবারগুলিও কমবেশি, অর্থাৎ আপেক্ষিক একচেটিয়া কারবার। সুতরাং কার্যক্ষেত্রে চারিদিকের প্রতিযোগিতার মধ্যে অবস্থিত ও উহাদের সহিত কম বেশি মিশ্রিত, বাস্তবের আপেক্ষিক একচেটিয়া কারবারের অস্তিত্ব নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য। তবে তৎসত্ত্বেও এরূপ একচেটিয়া কারবারের অস্তিত্বের কয়েকটি লক্ষণ আছে, উহাদের সাহায্যে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কোন একচেটিয়া কারবারের উৎপত্তি ঘটিয়াছে কিনা, তাহা উপলব্ধি করা যায়। প্রতিযোগিতার প্রধান লক্ষণ এই যে, বাজারে মোট চাহিদা ও মোট যোগানের যে কোন একটির বা উভয়ের সামান্যতম পরিবর্তন দামের পরিবর্তনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। বাজারটি যত প্রতিযোগিতামূলক হইবে, বাজারের পবিবর্তনে দাম তঁত বেশি স্পর্শকাতর[2] হইবে। কিন্তু একচেটিয়া কারবারী দামের উপর প্রভাব খাটাইতে সমর্থ বলিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, দামটি তাহার দ্বারা ধার্য হয় এবং তদনুযায়ী ক্রেতারা তাহাদের ক্রয়ের ভারসাম্য পরিমাণটি স্থির করিয়া লয়। এরূপ ক্ষেত্রে, পণ্যের দামটি অধিক স্থিতিশীল হয় এবং শিল্পটির উৎপন্নের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি অধিক পরিমাণে ঘটে। অর্থাৎ, **একচেটিয়া কারবারের একটি প্রধান লক্ষণ হইল দামের অপেক্ষাকৃত অধিক স্থিতিশীলতা এবং উৎপাদনের পরিমাণের অপেক্ষাকৃত অধিক পরিবর্তনশীলতা।** ইহার আর একটি লক্ষণ হইল বেশ কিছু সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব থাকিলেও পণ্যটির **মোট উৎপাদন ও যোগানের অধিকাংশই একটি বা মুষ্টিমেয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা উৎপন্ন হয়।** তৃতীয়ত, অনেক সময় দেখা যায় যে, অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান শিল্পে নিযুক্ত থাকিলেও উহাদের অধিকাংশ **একই মুষ্টিমেয় মালিকগোষ্ঠী বা একজন মাত্র মালিকের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত** হয়। এই তিনটি প্রধান লক্ষণ ছাড়াও রবিনসনের[3] মতে, পূর্বাপর জোট[4], বিক্রেতাদের নানাবিধ অন্যায় আচরণ[5], গলাকাটা প্রতিযোগিতা প্রভৃতি একচেটিয়া কারবারের অস্তিত্বের অন্যান্য লক্ষণ।

১. একচেটিয়া বাজারে দাম নির্ধারণ
PRICING UNDER MONOPOLY

একচেটিয়া কারবারীর পণ্যের চাহিদা: একচেটিয়া বিক্রেতা বাজারে একমাত্র প্রতিষ্ঠান হওয়ায় উহার পণ্যের চাহিদা রেখা কার্যত সমগ্র শিল্পটির পণ্যের চাহিদা রেখায় পরিণত হয়। সেজন্য তাহার চাহিদা রেখা ঋণাত্মক ঢালবিশিষ্ট, উহা প্রতিযোগিতার বাজারে যে কোন বিক্রেতার চাহিদা রেখার মত অসীমস্থিতিস্থাপক সমান্তরাল রেখা নহে। এ কারণে সে বেশি পরিমাণে বিক্রয় করিতে চাহিলে, তাহাকে দাম কমাইতে হয়। ইহার ফলে, তাহার গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের মধ্যে, উৎপাদনের ও বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে ব্যবধান দেখা দেয় এবং উহা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। এ কারণে, তাহার দাম বা গড় আয় অপেক্ষা প্রান্তিক আয় কম হয় এবং প্রান্তিক আয় রেখা তাহার গড় আয় রেখার (দাম বা চাহিদা রেখার) নিচে থাকে ও উহাও গড় আয় (বা চাহিদা) রেখার মতই ঋণাত্মক ঢালবিশিষ্ট হয়।

একচেটিয়া কারবারীর পণ্যের যোগান: একচেটিয়া কারবারীর পণ্যের যোগান তাহার উৎপাদন খরচের উপর নির্ভর করে। সে একমাত্র উৎপাদক ও বিক্রেতা বলিয়া তাহার

---

2. Sensitive. 3. Prof. E. A. G. Robinson.
4. Vertical integration or combination. 5. Unfair practices.

প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক খরচ রেখাই সমগ্র শিল্পের যোগান রেখা। উৎপাদন খরচ রেখার বিষয়ে নিখুঁত প্রতিযোগিতার সহিত একচেটিয়া বাজারের কোন পার্থক্য নাই। উভয় বাজারেই স্বল্পকালীন সময়ে প্রান্তিক ও গড় খরচ রেখা দক্ষিণে ঊর্ধ্বগামী (ধনাত্মক ঢাল) হয়। তবে, একচেটিয়া কারবারীর খরচ রেখাগুলির ঢাল. প্রতিযোগিতার বাজারে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের খরচ রেখাগুলির ঢাল অপেক্ষা বেশি হওয়া সম্ভব। প্রতিযোগিতার বাজারের সংজ্ঞা অনুযায়ী উহাতে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান একই দামে যেমন যে কোন পরিমাণ পণ্য ক্রয় করিতে পারে তেমনি একই দামে যে কোন পরিমাণে বিবিধ উপাদান বা কারকগুলি কিনিতেও পারে, কিন্তু একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে যেমন বেশি পরিমাণে পণ্য বেচিতে হইলে দাম কমাইতে হয়, তেমনি বেশি পরিমাণে উপাদানগুলি কিনিতে হইলে তাহাকে বেশি দাম দিয়া উহা যোগাড় করিতে হয়। সুতরাং সাধারণত উৎপাদন বাড়াইতে গেলে তাহার উৎপাদনের প্রান্তিক ও গড় খরচ উচ্চতর হারে বাড়ে। আর তাহা ছাড়া, স্বল্পকালীন সময়ে একচেটিয়া উৎপাদকের খরচগুলিও স্থির খরচ এবং পরিবর্তনীয় খরচ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

স্বল্পকালীন ভারসাম্যঃ প্রতিযোগী কারবারিগণের মত একচেটিয়া কারবারীর লক্ষ্যও হইল সর্বাধিক মুনাফা এবং স্বল্পতম লোকসান। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে একদিকে তাহার প্রান্তিক আয় কমিতে থাকে ও অন্যদিকে তাহার প্রান্তিক খরচ বাড়িতে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার প্রান্তিক আয় তাহার প্রান্তিক খরচ অপেক্ষা বেশি থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া চলিলে তাহার মুনাফাও বাড়িবে। সুতরাং তাহার প্রান্তিক আয় প্রান্তিক খরচের বেশি থাকা পর্যন্ত সে উৎপাদন ও বিক্রয় বাড়াইতে থাকে। প্রান্তিক আয় প্রান্তিক খরচের কম হইয়া পড়িলে তাহার মোট নীট মুনাফার পরিমাণ কমিযা যায়; সুতরাং ঐরূপ ঘটিলে সে তাহার উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণ কমায়। সুতরাং যে বিন্দুতে উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট করিলে তাহার প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক খরচ পরস্পরের সমান হয়, উৎপাদন ও বিক্রয়ের ঐ পরিমাণই সে ধার্য করে। তাহার পণ্যের উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণ ইহার বেশি হইলেও যেমন নীট মুনাফার পরিমাণ কম হইবে, তেমনি উহার কম হইলেও তাহাই ঘটিবে।

সুতরাং নিখুঁত প্রতিযোগিতার মতই, **একচেটিয়া কারবারের ভারসাম্যের একটি শর্ত হইল প্রান্তিক আয় = প্রান্তিক খরচ** (MR=MC) ; তবে এস্থলে লক্ষণীয় যে, নিখুঁত প্রতিযোগিতায় প্রান্তিক আয় ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক খরচের সমান হয় (প্রান্তিক আয় = প্রান্তিক খরচ ↑), কিন্তু একচেটিয়া কারবারে প্রান্তিক আয়ের সমান হইবার জন্য প্রান্তিক খরচের ক্রমবর্ধমান অবস্থাটি অপরিহার্য নয়।

প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক খরচের সমতার বিন্দুতে উৎপাদনের যে পরিমাণ সে স্থির করে উহার দাম চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ, জ্যামিতির ভাষায়, প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক খরচের সমতার বিন্দু হইতে নিচে ও উপরে একটি লম্ব রেখা প্রসারিত করিয়া দিলে OX অক্ষরেখার সহিত উহার মিলনবিন্দু হইতে গড় আয় রেখার মিলনবিন্দু পর্যন্ত ঐ রেখার দৈর্ঘ্যই হইতেছে একচেটিয়া কারবারীর গড় আয় = দাম। ইহা সচরাচর তাহার প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক খরচ, উভয়ের অপেক্ষাই বেশি। সুতরাং **একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্যের দ্বিতীয় শর্ত হইলঃ**

প্রান্তিক আয় (= প্রান্তিক খরচ) < দাম

$$[MR\ (=MC) < P]$$

এই অবস্থায় গড় খরচ ও দাম অনুযায়ী একচেটিয়া কারবারীর সর্বাধিক একচেটিয়া নীট আয় নির্ধারিত হইবে। সাধারণত স্বল্পকালীন সময়ে একচেটিয়া কারবারীর দাম

তাহার গড় খরচ অপেক্ষা বেশি থাকে বলিয়া (P>AC) তাহার অতিরিক্ত মুনাফা ঘটে। কিন্তু তাই বলিয়া একচেটিয়া কারবারী সর্বদাই যে অতিরিক্ত মুনাফা উপার্জন করিতে সক্ষম হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। **বাজার মন্দ থাকিলে, সে গড় খরচের কম দামে বেচিয়া আংশিক লোকসানও দিতে পারে। এরূপ প্রতিকূল অবস্থায় সে যদি তাহার দাম পরিবর্তনীয় গড় খরচের (P>AVC) বেশি রাখিতে পারে, তবে তাহার লোকসান যথাসম্ভব কম হইবে। দাম যদি পরিবর্তনীয় গড় খরচের কম হইয়া পড়ে, তবে সে স্বল্পকালীন সময়ে উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে** [সুতরাং প্রতিযোগিতার বাজার ও একচেটিয়া বাজারে উৎপাদন বন্ধের বিন্দু[6] একই (অর্থাৎ, P<AVC)]।

১৪·১নং রেখাচিত্রের AR রেখাটি হইল একচেটিয়া কারবারীর গড় আয় বা দাম বা চাহিদা রেখা (P=AR=D)। MR হইল প্রান্তিক আয় রেখা। SAC হইল স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখা ও SMC হইল স্বল্পকালীন প্রান্তিক আয় রেখা। SMC রেখাটি MR রেখাকে নিচ হইতে উপরে উঠিবার সময় C বিন্দুতে ছেদ করিল। C বিন্দুতে প্রান্তিক খরচ ও প্রান্তিক আয় পরস্পর সমান বুঝাইল। C বিন্দু হইতে নিচে ও উপরে একটি লম্ব রেখা RM টানিলে, উহা OX অক্ষ রেখায় M বিন্দুতে এবং AR রেখায় R বিন্দুতে এবং SAC রেখায় N বিন্দুতে স্পর্শ করিল। ইহাতে বুঝা গেল যে, OM পরিমাণ উৎপাদনে প্রান্তিক খরচ ও প্রান্তিক আয় পরস্পরের সমান (উভয়ে=MC) এবং গড় খরচ MN। আর চাহিদার (অর্থাৎ চাহিদা রেখা বা গড় আয় রেখা AR) অবস্থা অনুসারে OM পরিমাণ পণ্য RM দামে বিক্রয় করা যাইবে। অর্থাৎ তাহা হইলে একচেটিয়া কারবারী OM পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করিবে (কারণ তাহাতে প্রান্তিক আয় = প্রান্তিক খরচ) এবং তাহা RM দামে বেচিবে এবং ইহার দ্বারা সে সর্বাধিক একচেটিয়া মুনাফা উপার্জন করিবে। ইহাই তাহার ভারসাম্য অবস্থা।
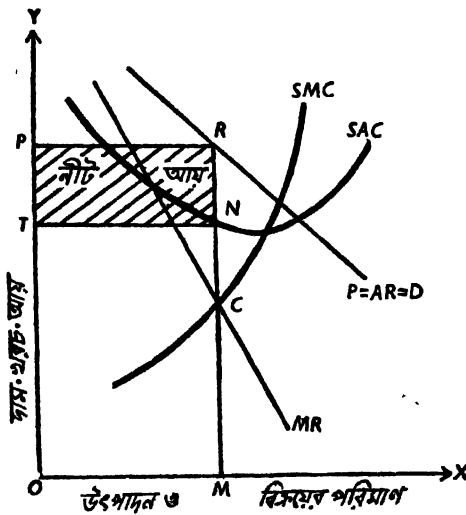
১৪·১নং রেখাচিত্র

দীর্ঘকালীন ভারসাম্য: দীর্ঘকালীন সময়ে তাহার (অর্থাৎ একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের) যোগান রেখা (অর্থাৎ প্রান্তিক খরচ রেখা ও তৎসহ গড় খরচ রেখা) দক্ষিণে ঊর্ধ্বগামী (ধনাত্মক), দক্ষিণে নিম্নমুখী (ঋণাত্মক) কিংবা সমান্তরাল হইতে পারে। দীর্ঘকালীন সময়ে দীর্ঘকালীন অবস্থার সহিত উৎপাদন ক্ষমতার সামঞ্জস্য সাধনের পর একচেটিয়া কারবারী সর্বদাই প্রান্তিক খরচ ও প্রান্তিক আয়ের সমতার বিন্দুতে তাহার ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করিবে এবং তদনুযায়ী সর্বাধিক নীট মুনাফা উপার্জনে সক্ষম হইবে।

6. Shut down point.

২. বিভেদমূলক একচেটিয়া বাজার
DISCRIMINATING MONOPOLY

সংজ্ঞা: বিভিন্ন ক্রেতার নিকট বিভিন্ন দামে সমজাতীয় পণ্য[7] বিক্রয়ের ব্যবস্থাকে বিভেদমূলক দাম ব্যবস্থা বলে এবং যে একচেটিয়া কারবার এরূপ নীতি অবলম্বন করে উহাকে বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবার বলে। ঐরূপ বাজারকে বিভেদমূলক একচেটিয়া বাজার বলে। নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে ইহা সম্ভব নহে, কারণ সেখানে সকল বিক্রেতাই সমজাতীয় পণ্য বিক্রয় করে এবং সকল ক্রেতাই দাম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকে। একচেটিয়া বাজারে ইহা সম্ভব। তাহা ছাড়া, অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারেও পরস্পর যোগ-সাজসে[8] বিক্রেতারা এইরূপ নীতি অবলম্বন করিতে পারে।

বিভেদমূলক দাম ধার্যের শর্তাবলী[9]: বিভেদমূলক দাম নীতির সাফল্যের জন্য তিনটি শর্ত বা অবস্থা প্রয়োজন।

১. বাজারের উপর একটিমাত্র উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তৃত্ব, অথবা, একাধিক উৎপাদক প্রতিষ্ঠান থাকিলে উহাদের মধ্যে বিভেদমূলক দাম সম্পর্কে একরূপ নীতি অবলম্বনের জন্য পরস্পর যোগসাজসে মতৈক্য থাকা প্রয়োজন।

২. ক্রেতা, পণ্য বা বাজারগুলির কোন না কোন ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাগ করা সম্ভব হওয়া আবশ্যক। ক্রেতাদের আয় ও পণ্যের প্রকৃতি এবং বিবিধ বাজারে উহা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পার্থক্যের ভিত্তিতে এরূপ শ্রেণীবিভাগ সম্ভব।

৩. পণ্যটির যে সকল ক্রেতারা কম দামে পণ্যটি কিনিতেছে, তাহারা যেন কিছুতেই, উহা যাহারা বেশি দামে কিনিতেছে সে সকল ক্রেতার নিকট পরে পুনর্বিক্রয় করিতে না পারে তাহা সুনিশ্চিত হওয়া আবশ্যক। কারণ সেরূপ ঘটিলে সকল ক্রেতা বা সকল বাজারেই পণ্যটির দাম শেষ পর্যন্ত এক হইয়া পড়িবে।

দৃষ্টান্ত: প্রসঙ্গত বলা যাইতে পারে যে, পরিবহণ খরচ ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন বাজারে একই পণ্য যদি বিভিন্ন দামে বিক্রয় হয় (অর্থাৎ দামের পার্থক্য যদি পরিবহণ খরচ ইত্যাদির বেশি না হয়), তাহা হইলে উহাকে বিভেদমূলক দাম বলা যায় না। নিচের কয়েকটি বাস্তব দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি আরও পরিষ্কার করা যাইতে পারে।

১. ক্রয়ের পরিমাণ অনুসারে বিভেদমূলক দাম: ২ আউন্স বা ৫৭ মিলিগ্রাম কালির ছোট শিশি বাজারে যদি ১ টাকায় বিক্রয় হয়, ৪ আউন্স বা ১১৪ মিলিগ্রাম কালির অপেক্ষাকৃত বড় শিশি ১·৭৫ পয়সায় এবং ৮ আউন্স বা ২২৮ মিলিগ্রাম কালির আরও বড় শিশি ৩·০০ টাকায় বিক্রয় হইলে (যেরূপ আমরা টুথপেস্ট, কেশ তৈল ইত্যাদি আরও অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাই), ক্রয়ের পরিমাণ অনুসারে একই পণ্যের বিভেদমূলক দাম আদায় করা হইতেছে বলা যায়। পাইকারী এবং খুচরা বিক্রেতারাও সচরাচর, যাহারা খানিক বেশি পরিমাণে পণ্য ক্রয় করে তাহাদের নিকট সুবিধাজনক দরে পণ্য বিক্রয় করিয়া থাকে।

২. ক্রেতার আয় অনুসারে বিভেদমূলক দাম: ডাক্তার, উকিল ও শিক্ষকগণ ধনীদের নিকট হইতে তাহাদের সেবার যে দাম আদায় করেন, দরিদ্রগণের নিকট হইতে অনেক সময় উহার কম দামে নিজেদের সেবা সরবরাহ করিয়া থাকেন। একই পুস্তক আজকাল স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে অপেক্ষাকৃত কম দামে সস্তা সংস্করণ রূপে বিক্রয় হইতেছে।

৩. ক্রেতাদের অবস্থিতি অনুসারে বিভেদমূলক দাম: কোন পণ্য যদি দেশের সকল অঞ্চলে পরিবহণ খরচের পার্থক্য সত্ত্বেও ক্রেতাদের নিকট একই দামে বিক্রয় হয়, তবে তাহাও বিভেদমূলক দামের দৃষ্টান্ত রূপে গণ্য করা যায়। ট্রামে, বাসে ও রেলে সাধারণত অল্পদূরগামী যাত্রীদের তুলনায় অধিক দূরগামী যাত্রীদের নিকট হইতে কিছু

---

7. Identical products. 8. Collusion among sellers.
9. Conditions of Price discrimination.

স্বল্প ভাড়া আদায় করা হয়। বালিগঞ্জ হইতে শ্যামবাজারের বাস টিকিট যদি ২০ পয়সা হয় আবার বালিগঞ্জ হইতে কলেজ স্ট্রীট যাইতেও যদি ২০ পয়সা লাগে, তবে এক্ষেত্রে শ্যামবাজারের যাত্রীর তুলনায় কলেজ স্ট্রীট যাত্রীর নিকট হইতে অপেক্ষাকৃত বেশি ভাড়া আদায় করা হইতেছে।

৪. **বয়স, ব্যবহারের প্রকৃতি ও সময় অনুসারে বিভেদমূলক দাম:** ১২ বৎসরের কম বয়স হইলে রেলে অর্ধেক ভাড়া আদায়ের ব্যবস্থা, পারিবারিক ব্যবহারের তুলনায় শিল্পে ব্যবহারের জন্য, কিংবা আলোর তুলনায় বৈদ্যুতিক 'হিটার', ইস্ত্রি, রেফ্রিজারেটরের জন্য বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহারের কম দাম এবং সন্ধ্যা ছয়টা অথবা রাত্রি নয়টার 'শো'-তে সিনেমা টিকিটের দামের তুলনায় সকাল দশটায় অথবা বেলা তিনটায় সিনেমা 'শো'-এর টিকিট কম দামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা, প্রভৃতি, ভোগকারীর বয়স, ব্যবহারের প্রকৃতি বা ক্ষেত্র এবং ব্যবহারের সময় অনুসারে বিভেদমূলক দাম আদায়ের অতি পরিচিত দৃষ্টান্ত।

বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবারের দাম নির্ধারণ ও ভারসাম্য[10]: বিভেদমূলক দাম নীতি অনুসরণকারী একচেটিয়া উৎপাদক ও বিক্রেতা সর্বাধিক নীট মুনাফা উপার্জনের উদ্দেশ্য লইয়া কিভাবে বিভিন্ন বাজারে তাহার পণ্যের বিভিন্ন দাম নির্ধারণ করে ও ঐ সকল বাজারে পণ্যটির বিভিন্ন যোগানের পরিমাণ স্থির করে তাহা সহজে বুঝিবার জন্য আমরা এমন একটি সরল বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবারীর কথা কল্পনা করিয়া লইব যে দুইটি মাত্র পৃথক বাজারে তাহার পণ্যটি পৃথক পৃথক দামে ও পৃথক পৃথক পরিমাণে বিক্রয় করে।

ভারসাম্যের শর্ত: বিভেদমূলক দামনীতি বর্জিত বিশুদ্ধ একচেটিয়া কারবারীর সর্বাধিক নীট মুনাফার উপযোগী ভারসাম্য লাভের শর্ত হইল:

১. প্রান্তিক খরচ = প্রান্তিক আয়।

২. প্রান্তিক খরচ <দাম (বা গড় আয়)।

বিভেদমূলক দাম নীতি অনুসরণকারী একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্যের মূল শর্তও ইহাই। তবে এক্ষেত্রে যেহেতু সে দুটি (অর্থাৎ একাধিক) বাজারে তাহার পণ্যটি বিক্রয় করিতেছে, সেহেতু প্রত্যেক বাজারে সে এরূপ দামে পণ্যটি বিক্রয় করিবে যেন প্রত্যেক বাজারে পণ্যটির প্রান্তিক আয় তাহার প্রান্তিক খরচের সমান হয়। অর্থাৎ, MC যদি তাহার প্রান্তিক খরচ হয় এবং MR_1 যদি তাহার ১নং বাজারের প্রান্তিক আয় হয় ও MR_2 যদি ২নং বাজারের প্রান্তিক আয় হয়, তবে তাহার ভারসাম্যের শর্ত হইল:

১. প্রান্তিক খরচ = ১নং বাজারের প্রান্তিক আয় = ২নং বাজারের প্রান্তিক আয়
অথবা, $MC = MR_1 = MR_2$

এবং উভয় বাজারেই বাজার দাম তাহার প্রান্তিক খরচ অপেক্ষা বেশি হইবে। অর্থাৎ

২. (ক) প্রান্তিক খরচ < ১নং বাজারের দাম (P_1)
(খ) প্রান্তিক খরচ < ২নং বাজারের দাম (P_2)

অথবা, $MC < P_1$ ও $MC < P_2$

১৪·২নং রেখাচিত্রের সাহায্যে আমরা এবার ইহা ব্যাখ্যা করিব।

ক. বিভিন্ন বাজারে পণ্যটির চাহিদা: ১নং বাজারে পণ্যটির চাহিদা বা গড় আয় রেখা হইল AR_1 এবং প্রান্তিক আয় রেখা হইল MR_1 এবং ২নং বাজারে চাহিদা বা গড় আয় রেখা হইল AR_2 ও প্রান্তিক আয় রেখা হইল MR_2। দুই বাজারে গড় আয় রেখা দুইটির আকৃতি হইতে বুঝা যাইতেছে যে, পণ্যটির চাহিদা ১নং বাজারে অপেক্ষাকৃত কম স্থিতিস্থাপক ও ২নং বাজারে অপেক্ষাকৃত বেশি স্থিতিস্থাপক। বিভিন্ন বাজারে পণ্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্নরূপ হইলে, দুই বাজারে একই দামে

10. Price-Output equilibrium under Discriminating Monopoly.

পণ্য বিক্রয়ের পরিবর্তে বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন দামে পণ্য বিক্রয় করিলেই একচেটিয়া কারবারীর মুনাফা সর্বাধিক হইবে।

খ. বিভিন্ন বাজারে পণ্যটির ভারসাম্য যোগান: তাহার ভারসাম্য যোগানের পরিমাণ নির্ধারণ করিবার জন্য একচেটিয়া কারবারী তাহার প্রান্তিক খরচ = প্রান্তিক আয়, এই নীতি অনুসরণ করিবে (প্রথম শর্ত, MC=MR)। সে পণ্যটি একসঙ্গে উৎপাদন করে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বাজারে বিভিন্ন পরিমাণে যোগান দেয়। সুতরাং তাহার প্রান্তিক উৎপাদন খরচ রেখা একটিই। ১৪·২নং রেখাচিত্রে MC রেখা হইল তাহার মোট পরিমাণ উৎপাদনের প্রান্তিক খরচ রেখা। কিন্তু দুই বাজারে তাহার প্রান্তিক আয়ের রেখা দুইটি। ইহাদের পাশাপাশি যোগ করিয়া সে তাহার দুই বাজারের সমষ্টিগত প্রান্তিক আয় রেখা নির্ণয় করিবে।

১৪·২ রেখাচিত্র

এই ভাবে MR_1 ও MR_2 রেখা দুইটি যোগ দিয়া তাহার মোট প্রান্তিক আয় রেখা MRt পাওয়া গেল। এবার দেখা গেল তাহার মোট প্রান্তিক আয় রেখা MRt ও প্রান্তিক খরচ রেখা MC-র ছেদ-বিন্দু হইল C। অতএব তাহার ভারসাম্য মোট উৎপাদন ও যোগানের পরিমাণ হইল OQt।

কিন্তু ইহার মধ্য হইতে কোন বাজারে সে কত যোগান দিবে অর্থাৎ কতটা বিক্রয় করিবে? বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবারের ভারসাম্যের একটি মূল শর্ত হইল $MC = MR_1 = MR_2$ (অর্থাৎ প্রত্যেক বাজারে সে এরূপ পরিমাণ যোগান দিবে যেন প্রত্যেক বাজারের প্রান্তিক আয় তাহার প্রান্তিক খরচের সমান হয়)। এখানে সতর্কভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তাহার প্রান্তিক খরচ রেখা MC-র সহিত MR_1 ও MR_2 রেখা দুইটির ছেদ বিন্দুতে কিন্তু ১নং ও ২নং বাজারে যোগানের পরিমাণ নির্দিষ্ট হইবে না। আসলে, যে পরিমাণ যোগান দিলে প্রত্যেক বাজারের প্রান্তিক আয় তাহার প্রান্তিক খরচের সমান হয় সেই পরিমাণটি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। এজন্য আমরা প্রথমে লক্ষ্য করিতেছি যে মোট OQt পরিমাণ উৎপাদনে তাহার প্রান্তিক খরচ পড়িতেছে CQt। এবার C বিন্দু হইতে OX অক্ষরেখার সমান্তরাল করিয়া একটি সরলরেখা টানিলাম। উহা OY অক্ষরেখায় D বিন্দুতে পৌঁছিল। তাহা হইলে CD রেখা ও OX অক্ষরেখার মধ্যে যে ব্যবধানটি তাহা CQt র অর্থাৎ প্রান্তিক খরচের সমান হইল। এই CD রেখা A বিন্দুতে MR_1 ও B বিন্দুতে MR_2 রেখাকে ছেদ করিল। A বিন্দু ও B বিন্দু হইতে নিচে একটি করিয়া লম্ব টানিলাম। উহারা OX অক্ষরেখায় Q_1 ও Q_2 বিন্দুতে গিয়া মিলিল। তাহা হইলে OQ_1 পরিমাণ যোগানের প্রান্তিক খরচ ও প্রান্তিক আয় পরস্পরের সমান $(=AQ_1=CQt)$ হইল এবং OQ_2 পরিমাণের প্রান্তিক খরচ ও প্রান্তিক আয় পরস্পরের সমান $(=BQ_2=CQt)$ হইল। সুতরাং সে OQt পরিমাণে মোট উৎপাদন করিয়া ১নং বাজারে OQ_1 ও ২নং বাজারে OQ_2 যোগান দিবে বা বিক্রয় করিবে। অর্থাৎ,
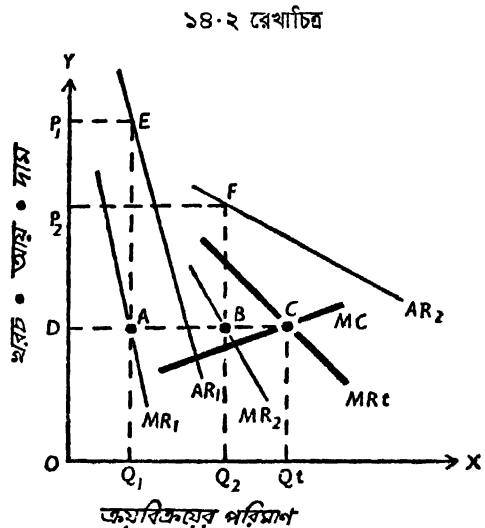
$OQt = OQ_1 + OQ_2$ এবং তদনুযায়ী

১নং বাজারের প্রান্তিক আয় AQ_1 = ২নং বাজারের প্রান্তিক আয় BQ_2 = প্রান্তিক খরচ CQt বা, $MR_1 = MR_2 = MC$.

গ. বিভিন্ন বাজারে ভারসাম্য দাম: এবার দুটি বাজারে কোন্ কোন্ দামে সে পণ্যটি বিক্রয় করিবে? ১নং বাজারে, A বিন্দু হইতে উপরের দিকে একটি লম্ব টানিলে উহা ১নং বাজারের চাহিদা বা গড় আয় রেখা AR_1-এ E বিন্দুতে গিয়া পৌঁছায়। অতএব ১নং বাজারে OQ_1 পরিমাণ পণ্য সে EQ_1 দামে বেচিবে। তেমনি, ২নং বাজারে B বিন্দু হইতে উপরের দিকে লম্ব টানিলে AR_2 রেখার F বিন্দুতে গিয়া তাহা পৌঁছায়। অতএব সে ২নং বাজারে OQ_2 পরিমাণ পণ্য FQ_2 দামে বেচিবে। এই দুইটি দামই তাহার প্রান্তিক খরচ অপেক্ষা বেশি। সুতরাং দ্বিতীয় শর্তটিও পালিত হইল:

$$MC < P$$

অর্থাৎ, ১নং বাজারে প্রান্তিক খরচ $CQt <$ দাম EQ_1।
ও ২নং বাজারে প্রান্তিক খরচ $CQt <$ দাম FQ_2।

যদি একচেটিয়া কারবারী দুইটি বাজারের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও একই দামে উহাতে তাহার পণ্যটি বিক্রয় করিতে চেষ্টা করে, তবে তাহার প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক খরচের সমতা আসিবে না এবং তাহার নীট একচেটিয়া মুনাফাও সর্বাধিক হইবে না।

ঘ. বিভেদমূলক দাম ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা: ১৪·২নং রেখাচিত্রে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, ১নং বাজারের চাহিদা বা গড় আয় রেখা AR_1 ২নং বাজারের চাহিদা রেখা AR_2 অপেক্ষা কম স্থিতিস্থাপক। চাহিদা অপেক্ষাকৃত কম স্থিতিস্থাপক হইলে, যে কোন নির্দিষ্ট উৎপাদনের পরিমাণের প্রান্তিক আয় গড় আয়ের যতটা কম অথবা গড় আয় (বা দাম) প্রান্তিক আয়ের যতটা বেশি হয় এবং চাহিদা অপেক্ষাকৃত বেশি স্থিতিস্থাপক হইলে, প্রান্তিক আয় গড় আয়ের ততটা কম কিংবা গড় আয় (বা দাম) প্রান্তিক আয়ের তত বেশি হয় না। রেখাচিত্রে দেখা যাইবে, E বিন্দুটি A বিন্দু হইতে যতটা উপরে অবস্থিত, F বিন্দুটি B বিন্দু হইতে তত উপরে অবস্থিত নহে। সুতরাং ইহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারি যে, যে বাজারে চাহিদা যত কম স্থিতিস্থাপক হইবে সে বাজারে তত কম পরিমাণ পণ্য তত বেশি দামে ও যে বাজারে চাহিদা যত বেশি স্থিতিস্থাপক হইবে তথায় তত বেশি পরিমাণ তত কম দামে বিক্রয় করাই বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে তত অধিক লাভজনক। ইহার তাৎপর্য এই যে, **একই পণ্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সর্বত্র একরূপ হইলে সেক্ষেত্রে বিভেদমূলক দাম নীতি অনুসরণ করা যায় না।**

বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবারের ফলাফল: সাধারণ বিভেদমূলক দামহীন একচেটিয়া কারবারীর তুলনায় বিভেদমূলক দাম নীতি অনুসরণকারী একচেটিয়া কারবার,—(১) অধিক পরিমাণ নীট একচেটিয়া মুনাফা উপার্জন করে, (২) অধিক পরিমাণে পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে, এবং (৩) ইহার মধ্য দিয়া বাজারে তাহার একচেটিয়া কর্তৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব আরও সংহত করিতে সমর্থ হয়। আমরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নূতন বাজার দখলের জন্য কিংবা পুরাতন বাজারটি করায়ত্ত রাখিবার জন্য যে গলাকাটা প্রতিযোগিতা বা 'ডাম্পিং'[11] নীতি (দেশের তুলনায় বিদেশের বাজারে, বা এক বাজারের তুলনায় অপর বাজারে অনেক কম দামে পণ্য বিক্রয়ের নীতি) দেখিতে পাই, তাহা বিভেদমূলক দাম নীতির প্রয়োগ ছাড়া আর কিছুই নহে।

11. Dumping Policy.

বিভেদমূলক দাম নীতি কি বাঞ্ছনীয় বা সমর্থনযোগ্য[12] ? বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবারের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তির অভাব নাই।

বিপক্ষে যুক্তি : বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবারের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি প্রধানত এই—১. ইহার সাহায্যে গলাকাটা প্রতিযোগিতায় নামিয়া অত্যন্ত কম দামে পণ্য বিক্রয় করিয়া বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানগুলিকে উচ্ছেদ করিয়া শিল্পে একচেটিয়া কর্তৃত্ব বিস্তার করে ও প্রতিযোগিতা বিনষ্ট করে।

২. এক বাজারে অত্যন্ত কম দামে বেচিয়া (অর্থাৎ যেখানে হয়ত প্রতিযোগিতা বেশি রহিয়াছে) যে লোকসান হয়, তাহা তুলিবার জন্য অন্য বাজারে (যেখানে বিক্রেতার এক-চেটিয়া কর্তৃত্ব বেশি রহিয়াছে) অত্যন্ত চড়া দামে পণ্যটি বেচিবার দরুন ঐ বাজারে ক্রেতাগণকে অত্যধিক শোষণ করা হয়।

৩. একচেটিয়া বাজারের উদ্ভব হইলেই দাম ব্যবস্থার মারফত উপকরণগুলির বিবিধ উৎপাদন ক্ষেত্রে কাম্য বণ্টন[13] ক্ষুণ্ণ হয়; বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবারে উপকরণগুলির কাম্য বণ্টন আরও বেশি ক্ষুণ্ণ হয় ও উহাদের অপচয়মূলক বণ্টন[14] ঘটে। ইহা সর্বাপেক্ষা গুরুতর অভিযোগ।

পক্ষে যুক্তি : ১. বহু পণ্য ও সেবার ক্ষেত্র আছে যেখানে একটিমাত্র দাম ধার্য করিলে বিক্রয়ের পরিমাণ ও বিক্রেতার আয় এবং এমনকি ভোগকারিগণের অভাব তৃপ্তির পরিমাণ কমিয়া যাইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ রেল ভ্রমণ, ডাক্তারের পারিশ্রমিক ও সিনেমার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। রেলযাত্রা, বিমানযাত্রা ও সিনেমা হলের টিকিটের একটিমাত্র দাম ধার্য করিতে হইলে, উহা দ্বারা মোট খরচ তুলিবার জন্য উহার দাম এত বেশি ধার্য করিতে হইবে যে, তাহাতে খুব কম লোকই (একমাত্র অত্যন্ত ধনীরা ছাড়া) ঐ সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে এবং মোট খরচও উঠিবে না। সুতরাং এই সকল ক্ষেত্রে বিভিন্ন দামে এই সকল পণ্য ও সেবা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। অতএব এ সকল ক্ষেত্রে বিভেদ-মূলক দাম সামাজিক ও অর্থনীতিকভাবে সমর্থনযোগ্য।

২. বিভেদমূলক দামে কিছু ব্যক্তিকে পণ্যটি অত্যন্ত চড়া দামে কিনিতে হয় সত্য, এবং ইহা সমর্থনযোগ্য নহে। কিন্তু ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, হয়ত ইহারা অবস্থাপন্ন ধনী ব্যক্তি। সুতরাং ইহাদের অধিক দাম প্রদানের সামর্থ্যও আছে। অপরপক্ষে, দ্রব্যটি অন্যত্র কম দামে বিক্রয়ের দ্বারা যদি অধিকাংশ দরিদ্র ব্যক্তিরা পণ্যটি বা সেবাটি ভোগে সক্ষম হয়, তাহা হইলে, ইহার বিবেচনায় অপেক্ষাকৃত ধনীদের নিকট হইতে বেশি দাম আদায়ের বিষয়টিকে সামাজিক কল্যাণের দিক হইতে সমর্থন করা যায়।

৩. তাহা ছাড়া, একচেটিয়া উৎপাদক যদি ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বা ক্ষীয়মাণ খরচ বিধির অধীনে উৎপাদন করিতে থাকে, তবে পণ্যের মোট উৎপাদন কম হইলে উহার প্রান্তিক ও গড় খরচ বেশি ও মোট উৎপাদন বেশি হইলে ঐ সকল খরচগুলি কম হইবে। এই অবস্থায় বিভেদমূলক দামে পণ্যটি না বেচিলে উৎপাদনের পরিমাণ কম হইবে ও খরচ বেশি পড়িবে এবং বিভেদমূলক দামে বেচিলে উৎপাদনের পরিমাণ বেশি ও খরচ কম পড়িবে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবার অর্থনীতিক দিক হইতে অধিক সমর্থনযোগ্য।

উপসংহার : উপসংহারে অধ্যাপিকা যোয়ান রবিনসনের[15] ভাষায় বলা যায় : "সমাজের সামগ্রিক দিক হইতে বিভেদমূলক দামনীতি বাঞ্ছনীয় কি না তাহা বলা অসম্ভব। একদিক হইতে বিবেচনায়, সাধারণ একচেটিয়া কারবার হইতে বিভেদমূলক

12. Is price Discrimination desirable or justifiable ?
13. Ideal allocation of resources. 14. Maldistribution of resources.
15. Mrs. Joan Robinson.

দাম অবশ্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, তাহা হইল যেখানে ইহা উৎপাদন বাড়াইয়া থাকে, এবং এইরূপ ক্ষেত্রই অধিক হওয়া সম্ভব। কিন্তু এই সুবিধার পাশাপাশি একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, বিভেদমূলক দাম বিভিন্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রের মধ্যে উপকরণগুলির অপবণ্টন ঘটায়। বিভেদমূলক দাম বাঞ্ছনীয় কি না সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার আগে, উৎপাদন বৃদ্ধির দরুন উপকারটিকে এই অপকারটির পাশাপাশি ওজন করা প্রয়োজন। যেখানে বিভেদমূলক দাম উৎপাদনের পরিমাণের হ্রাস ঘটায়, সেখানে উহা উভয় কারণেই অবাঞ্ছনীয়।"

একচেটিয়া ক্ষমতার মাত্রার পরিমাপ
MEASURE OF MONOPOLY POWER

একচেটিয়া কারবারীর একচেটিয়া ক্ষমতা পরিমাপের কয়েকটি পন্থা আছে ঃ—

১. তাহার নীট একচেটিয়া মুনাফার পরিমাণ[১৬] দ্বারা তাহার একচেটিয়া ক্ষমতার মাত্রার পরিমাপ করা যায়। ইহা যত বেশি হইবে, তাহার একচেটিয়া ক্ষমতাও তত বেশি বুঝিতে হইবে।

২. তাহার দাম বা গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের বা দাম ও প্রান্তিক খরচের পার্থক্যের দ্বারা[১৭]-ও তাহার একচেটিয়া ক্ষমতার মাত্রার পরিমাপ করা যায়। এই পার্থক্য যত বেশি এবং দামের সহিত উহার অনুপাত যত বেশি হইবে, ততই তাহার একচেটিয়া ক্ষমতার মাত্রা বেশি বুঝিতে হইবে। প্রান্তিক খরচ বা প্রান্তিক আয়ের সহিত দাম বা গড় আয়ের পার্থক্য আসলে পণ্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভরশীল। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যত কম হইবে দাম বা গড় আয়ের সহিত প্রান্তিক আয় (= প্রান্তিক খরচ)-এর পার্থক্যও একচেটিয়া কারবারে তত বেশি হইবে, সুতরাং একচেটিয়া ক্ষমতার মাত্রাও তত বেশি হইবে।

৩. চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার[১৮] দ্বারা একচেটিয়া ক্ষমতার মাত্রার পরিমাপ করা যায়। একচেটিয়া পণ্যের বিকল্প দ্রব্য যত অনিখুঁত হইবে একচেটিয়া কারবারটি ততই নিখুঁত হইবে। সুতরাং একচেটিয়া পণ্যের পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা যত কম হইবে, ততই একচেটিয়া ক্ষমতার মাত্রা বেশি হইবে।

নিখুঁত প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া বাজারের তুলনা
PERFECT COMPETITION & MONOPOLY COMPARED

নিখুঁত প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া বাজার বিপরীত মেরুতে অবস্থিত বাজারের সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী অবস্থা। সুতরাং ইহাদের মধ্যে মিলের তুলনায় অমিল যে বেশি হইবে তাহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। আমরা সংক্ষেপে প্রথমে উহাদের মিল নির্দেশ করিয়া পরে উহাদের পার্থক্য নির্দেশ করিব।

মিল ঃ নিখুঁত প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া বাজারের মিল চারিটি। যথা ঃ

১. উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদক বা বিক্রেতাগণের লক্ষ্য হইতেছে সর্বাধিক মুনাফা উপার্জন করা।

২. উভয় ক্ষেত্রেই সমজাতীয় পণ্য বিক্রয় হয়।

16. Size of Net Monopoly Revenue.
17. Lerner's Formula :

$$\frac{\text{Price—Marginal Cost}}{\text{Price}}$$

which is the same thing as

$$\frac{\text{Average Revenue—Marginal Revenue}}{\text{Average Revenue}}$$

18. Cross-elasticity of Demand.

৩. উভয় ক্ষেত্রেই প্রচার খরচ ও বিক্রয় খরচের কোন প্রয়োজন হয় না।

৪. উভয়েরই ভারসাম্যের একটি শর্ত হইতেছে প্রান্তিক খরচ = প্রান্তিক আয়।

অমিল: কিন্তু উহাদের মধ্যে মিলের তুলনায় পার্থক্যই বেশি এবং গুরুতর।

১. বাজারের অবস্থার পার্থক্য: নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে অসংখ্য বিক্রেতা ও ক্রেতা থাকে, শিল্পে নূতন প্রতিষ্ঠানের প্রবেশে কোন বাধা থাকে না এবং বিক্রেতা ও ক্রেতাগণের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকে, বাজারের মোট যোগান ও দামের উপর কোন বিক্রেতা এককভাবে নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, একটিমাত্র দামে তথায় পণ্যটি বিক্রয় হয় এবং প্রত্যেক বিক্রেতা ও ক্রেতা উহাকে মানিয়া লইয়া ঐ দামে ইচ্ছামত কম বেশি পরিমাণে বেচাকেনা করে। একচেটিয়া বাজারে অনেক ক্রেতা থাকিতে পারে কিন্তু বিক্রেতা মাত্র একটি। শিল্পে নূতন প্রতিযোগীর প্রবেশে বাধা থাকে, একক বিক্রেতা দাম ও যোগানকে প্রভাবিত করিতে পারে। কিন্তু বেশি দাম ধার্য করিলে তাহার বিক্রয়ের পরিমাণ কম হয় ও বেশি পরিমাণ বিক্রয় করিতে চাহিলে তাহাকে দাম কমাইতে হয়। তাহা ছাড়া, একচেটিয়া কারবারী বিভেদমূলক দাম নীতি অনুসরণ করিয়া একই পণ্য বিভিন্ন দামে বিক্রয় করিতে পারে।

২. উৎপাদক প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের পার্থক্য: নিখুঁত প্রতিযোগিতায় উৎপাদক প্রতিষ্ঠান ও শিল্পে উভয়েই সুস্পষ্টরূপে পৃথক। যাবতীয় উৎপাদক ও বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান লইয়া শিল্পটি গঠিত। কিন্তু নিখুঁত একচেটিয়া কারবারে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই। যাহা উৎপাদক প্রতিষ্ঠান তাহাই শিল্প।

৩. মোট আয়: প্রতিযোগিতার বাজারে যে কোন একটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান একই দামে যত ইচ্ছা পরিমাণে বিক্রয় করিতে পারে বলিয়া উহার মোট আয় ক্রমাগত বাড়ে কিন্তু একচেটিয়া উৎপাদক প্রতিষ্ঠানকে বিক্রয় বাড়াইতে হইলে দাম কমাইতে হয় বলিয়া একসময়ে মোট আয় সর্বাধিক হইবার পর তাহা ক্রমশঃ কমিতে থাকে।

৪. চাহিদা, গড় আয় ও প্রান্তিক আয়: প্রতিযোগী যে কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান একই দামে যে কোন পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করিতে পারে বলিয়া উহার পণ্যের চাহিদা রেখা বা দাম রেখা সমান্তরাল অর্থাৎ অসীম স্থিতিস্থাপক ($E \propto$) হয়। এই কারণে উহার গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ও দামের সমান হয় ($P=AR=MR$) বলিয়া উহার চাহিদা বা গড় আয় রেখা, দাম রেখা ও প্রান্তিক আয় রেখা সকলই পরস্পরের সহিত মিশিয়া গিয়া সমান্তরাল হয়। কিন্তু একচেটিয়া কারবারীর পণ্যের চাহিদা শুধু তাহার নিজ পণ্যের চাহিদা নহে, পণ্যটির জন্য বাজারের মোট চাহিদাও বটে। একারণে তাহার পণ্যের চাহিদা রেখা বাম হইতে দক্ষিণে নিম্নমুখী হয়। সুতরাং তাহাকে বেশি বিক্রয় করিতে হইলে দাম কমাইতে হয় বলিয়া, তাহার চাহিদা রেখা তাহার দাম ও গড় আয় নির্দেশ করিলেও, প্রান্তিক আয় তাহা অপেক্ষা কম হয়। সেজন্য তাহার চাহিদা রেখা এবং দাম ও গড় আয় রেখা এক হইলেও, প্রান্তিক আয় রেখাটি পৃথক এবং উহা চাহিদা বা গড় আয় রেখার নিচে থাকে, গড় আয় রেখার মত ঋণাত্মক ঢালবিশিষ্ট হয় এবং যতই বিক্রয় বাড়ে ততই গড় আয় ও প্রান্তিক রেখার মধ্যে ব্যবধান বাড়িতে থাকে।

৫. যোগান রেখা: নিখুঁত প্রতিযোগিতায় সকল উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক খরচ রেখার সমষ্টি লইয়া শিল্পের মোট যোগান রেখা গঠিত হয়। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে শিল্পের মোট যোগান রেখা একটিমাত্র উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের (অর্থাৎ একচেটিয়া উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের) প্রান্তিক খরচ রেখা মাত্র।

৬. গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচ: স্বল্পকালীন সময়ে, উভয় বাজারেই প্রান্তিক ও গড় খরচ রেখার আকৃতি ইংরেজি U অথবা V অক্ষরের মত এবং উভয় বাজারেই মোট খরচ স্থির ও পরিবর্তনীয় খরচে বিভক্ত। দীর্ঘকালীন সময়ে উভয় বাজারেই সকল খরচই পরিবর্তনীয়। কিন্তু দীর্ঘকালীন সময়ে নিখুঁত প্রতিযোগিতায় গড় ও প্রান্তিক খরচ

রেখা সচরাচর ক্রমবর্ধমান হইতে পারে, কিংবা একস্তরেই থাকিতে পারে বলিয়াও কল্পিত হয় কিন্তু ক্ষীয়মাণ হইলে প্রতিযোগিতা বিনষ্ট হয়। অপরপক্ষে, একচেটিয়া কারবারীর দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ও গড় খরচ ক্রমবর্ধমান, সমরূপ, ও ক্ষীয়মাণ, এই তিন প্রকারই হইতে পারে।

৭ ভারসাম্যঃ ক. স্বল্পকালীন ভারসাম্য—নিখুঁত প্রতিযোগিতায় উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের স্বল্পকালীন ভারসাম্য ঘটে, শিল্পের স্বল্পকালীন ভারসাম্য ঘটে না। উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের স্বল্পকালীন ভারসাম্যের শর্ত হইলঃ দাম=প্রান্তিক খরচ ↑ = প্রান্তিক আয় = গড় আয়। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে স্বল্পকালীন ভারসাম্যের শর্ত হইলঃ প্রান্তিক খরচ ↑ অথবা ↓ = প্রান্তিক আয় < দাম = গড় আয়। ইহা সর্বাধিক মুনাফার ভারসাম্য।

খ. দীর্ঘকালীন ভারসাম্য—নিখুঁত প্রতিযোগিতায় যে কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের শর্ত হইলঃ দাম=প্রান্তিক খরচ ↑ =প্রান্তিক আয়=গড় আয়=গড় খরচ এবং গড় খরচের সর্বনিম্ন বিন্দুতে ইহা ঘটিয়া থাকে। একচেটিয়া কারবারের দীর্ঘ-কালীন ভারসাম্যের শর্ত হইলঃ প্রান্তিক খরচ ↑ অথবা ↓ = প্রান্তিক আয় < দাম=গড় আয়। এমনকি প্রান্তিক খরচ = প্রান্তিক আয় = গড় খরচ < দাম = গড় আয়-ও হইতে পারে।

৮. মুনাফাঃ স্বল্পকালীন ভারসাম্যে প্রতিযোগী উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিক সম্ভব অতিরিক্ত মুনাফা কিংবা ন্যূনতম লোকসান হইতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকালীন ভারসাম্যে প্রতিযোগী উৎপাদক প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত কোন মুনাফাও যেমন পায় না, তেমনি কোন লোকসানও দেয় না। তখন উহা শুধু স্বাভাবিক মুনাফা উপার্জন করে।

অপরপক্ষে একচেটিয়া কারবারী সাধারণত স্বল্পকালীন ভারসাম্যে যেমন সর্বাধিক সম্ভব অতিরিক্ত মুনাফা পায় তেমনি, স্বল্পকালীন ভারসাম্যে উহার লোকসান দেওয়ার মত পরিস্থিতির উদ্ভবও হইতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকালীন ভারসাম্যে উহা সর্বদাই সর্বাধিক মুনাফার ভারসাম্য লাভ করে।

৯. ভারসাম্য দামঃ প্রতিযোগী উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য দাম সর্বদাই = প্রান্তিক খরচ = প্রান্তিক আয় = গড় আয়। কিন্তু একচেটিয়া কারবারীর ক্ষেত্রে দাম সর্বদাই > প্রান্তিক খরচ = প্রান্তিক আয়। সুতরাং সাধারণত একচেটিয়া বাজারে দাম প্রতিযোগিতার দাম অপেক্ষা বেশি হয়।

১০. ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণঃ স্বল্পকালেই হোক আর দীর্ঘকালেই হোক, প্রতিযোগী উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ নির্দিষ্ট হয় উহার প্রান্তিক খরচ ও দামের সমতার বিন্দুতে। কিন্তু, একচেটিয়া কারবারে উৎপাদনের ভারসাম্য পরিমাণ নির্দিষ্ট হয় প্রান্তিক খরচ ও প্রান্তিক আয়ের সমতার বিন্দুতে, এবং সমতার বিন্দুটি দামের কম বা নিচে থাকে। সুতরাং প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের তুলনায় স্বল্প-কালীন এবং দীর্ঘকালীন, উভয় সময়েই একচেটিয়া উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের মোট উৎপাদনের পরিমাণ অনেক কম হয়।

একচেটিয়া লক্ষণবিশিষ্ট প্রতিযোগিতার বাজার
MONOPOLISTIC COMPETITION

সংজ্ঞাঃ একচেটিয়া লক্ষণবিশিষ্ট প্রতিযোগিতার বাজার অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বিভিন্ন রূপ বাজারের মধ্যে একটি বিশেষ ধরনের বাজার। শুধু তাহাই নহে, ইহা বাস্তব জগতের অনেক নিকটবর্তীও বটে। সকল দেশেই নানাবিধ পণ্যের ক্ষেত্রে এরূপ বাজারের সন্ধান পাওয়া যায়। এই বাজারের প্রধান লক্ষণগুলি এইঃ

১. **বহু বিক্রেতার অস্তিত্ব** (তবে তাহাদের সংখ্যা অত্যধিক নয়)।

২. **পৃথকীকৃত পণ্য বা পণ্যভেদ**[19] ব্যবস্থার অস্তিত্ব।

৩. **পরস্পরের প্রায় সমজাতীয় পণ্য লইয়া এক একটি উৎপাদক ও বিক্রেতাগোষ্ঠী** গঠিত; ইহাদের প্রত্যেকের পণ্য পরস্পরের সমজাতীয় না হইলেও প্রায় অনুরূপ। সুতরাং প্রত্যেকে নিজের নিজের ক্রেতা লইয়া একটি ক্ষুদ্র গণ্ডিবদ্ধ সীমার মধ্যে একচেটিয়া কারবারীর মত সুবিধা ভোগ করে, কিন্তু প্রত্যেকের সহিত অপর প্রত্যেকের বাজারে নিজ কর্তৃক বিস্তারের জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা চলে। পণ্যভেদের দরুন এক্ষেত্রে শিল্পের ধারণাটি প্রয়োগ করা যায় না, বরং পরস্পরের নিকটবর্তী বা কাছাকাছি বিকল্প দ্রব্য উৎপাদকগণকে লইয়া উৎপাদকগোষ্ঠীর কল্পনাটি বেশি খাটে। সেজন্য ইহাতে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য প্রকৃতপক্ষে **গোষ্ঠীভারসাম্য,** শিল্পের ভারসাম্য নহে। একগোষ্ঠীভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির পণ্য অধিকতর সমরূপ এবং একগোষ্ঠীর পণ্যগুলির সহিত অপর গোষ্ঠীর পণ্যগুলির পার্থক্য কিছুটা বেশি এবং বাজার দখলের জন্য একগোষ্ঠীভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত অপরাপর গোষ্ঠীভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির সর্বদাই তীব্র সংগ্রাম চলে।

৪. বাজার দখলের প্রচণ্ড প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক বিক্রেতাকেই বিপুল পরিমাণে প্রচারকার্যের জন্য ব্যয় করিতে হয়। ইহাকে এক কথায় **বিক্রয় খরচ**[20] বলে। ইহা অনেক সময় উৎপাদন খরচেরও বেশি হয়। ইহা একচেটিয়া লক্ষণবিশিষ্ট প্রতিযোগিতায় বাজারের বিপুল অপচয়ের পরিচায়ক বলিয়া গণ্য করা হয়।

৫. বহুবিক্রেতা থাকায় এই বাজারের বিক্রেতারা কমবেশি পরিমাণে নিজ নিজ **স্বাধীন দামনীতি**[21] অনুসরণ করিতে পারে।

৬. নিজ পণ্যটি কিছুটা পৃথক হওয়ায়, উহার একক বিক্রেতারূপে নিজ বাজারে **তাহার পণ্যের চাহিদা রেখা বাম হইতে দক্ষিণে নিম্নগামী,** কিন্তু উহা অন্যান্য বিক্রেতাগণের পণ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক নহে বলিয়া, অর্থাৎ উহার প্রতিযোগী বা বিকল্প পণ্য (সম্পূর্ণ নিখুঁত বিকল্প না হইলেও) আছে বলিয়া, উহার ঢাল কম, অর্থাৎ চাহিদা রেখাটি অধিকতর স্থিতিস্থাপক (যে পণ্যের বিকল্প নাই উহার চাহিদারেখা অপেক্ষা যেটির বিকল্প পণ্য আছে উহার চাহিদা রেখা বেশি স্থিতিস্থাপক হয়)।

৭. এই বাজারে নূতন প্রতিযোগীর **প্রবেশে বাধা নাই।**

পৃথকীকৃত পণ্য বা পণ্যভেদঃ পৃথকীকৃত পণ্য বা পণ্যভেদ বলিতে পণ্যটির প্রকৃত অথবা কাল্পনিক কোন বৈশিষ্ট্য বা গুণের দরুন উহার প্রতি ক্রেতার পছন্দ বা পক্ষপাতিত্ব বুঝায়। যেমন, নির্দিষ্ট দামের মাত্রার মধ্যে কেহ মনে করে সকল কালির মধ্যে সুলেখা ভাল, আবার কেহ মনে করে কুইঙ্কই ভাল, কিংবা ফরহ্যান্স টুথপেস্ট ভাল অথবা নিম টুথপেস্টই ভাল। ইহার ফলে এই বাজারের পণ্যগুলিকে ক্রেতার দৃষ্টিতে আর সমজাতীয় বলিয়া গণ্য করা যায় না।

বিক্রয় খরচঃ পণ্যটি বিক্রয় করিবার জন্য উহার উৎপাদক প্রতিষ্ঠান যে খরচ করে তাহাই বিক্রয় খরচ। ইহা উৎপাদন খরচ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ইহা নানা প্রকারের হইতে পারে। যে কোন খরচের দ্বারা নিজের পণ্যের প্রতি অপর প্রতিযোগীর পণ্যের ক্রেতাগণকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা চলে তাহাই বিক্রয় খরচ বলিয়া গণ্য করা যায়। প্রচার অভিযান, ছাড় দেওয়া[22], উপহার দেওয়া[23] বা উপহার কুপন বিলি করা ইত্যাদির সকল খরচই বিক্রয় খরচ।

বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজারে কিংবা নিখুঁত প্রতিযোগিতার কোন পণ্যভেদ নাই। সুতরাং বিক্রয় খরচেরও প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অনিখুঁত প্রতিযোগিতায় এবং বিশেষত

19. Product differentiation.
20. Selling Costs.
21. Independent price policy.
22. Rebate or Concessions.
23. Gifts or gifts coupons.

একচেটিয়া লক্ষণবিশিষ্ট প্রতিযোগিতার বাজারে পণ্যভেদ থাকায় বিক্রয় খরচ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। পণ্যভেদই বিক্রয় খরচের মূল হেতু।

বিক্রয় খরচের ফলাফলঃ ১. বিক্রয় খরচের কার্যকারিতার পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কোন অবস্থায় ইহাতে ভাল ফল পাওয়া যায়, আবার কখনও উহাতে কোন ফলই পাওয়া যায় না। ইহার ফলাফলের স্থিরতা নাই।

২. সুতরাং বিক্রয়ের পরিমাণের সহিতও ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

৩. ইহার ফলাফল আরও একারণে অনিশ্চিত যে, প্রতিযোগী পণ্যের বিক্রেতাদের পরস্পর বিরোধী প্রচার ইত্যাদি বাবদ বিক্রয় খরচ, একে অপরের প্রভাবকে অনেকাংশে বিনষ্ট করিয়া দেয়।

৪. আবার বিক্রয় খরচ শুধু নিজ পণ্যের চাহিদা নহে, সাধারণভাবে ঐ জাতীয় পণ্যের চাহিদাও খানিক বাড়াইতে পারে। চায়ের গুণাগুণ বর্ণনা করিয়া যে কোম্পানী প্রচার কার্য চালায় উহার দ্বারা চায়ের সাধারণ চাহিদাও বাড়িতে পারে।

৫. বিক্রয় খরচ চাহিদাকে কমবেশি বাড়াইতে সমর্থ হয়। সুতরাং ইহাতে পণ্যটির চাহিদা রেখা দক্ষিণে সরিয়া যায় (চাহিদার বৃদ্ধি)। এবং নূতন চাহিদা রেখার স্থিতিস্থাপকতাও ভিন্নরূপ হয়। যদি নূতন ক্রেতারা পণ্যটিতে স্থায়িভাবে আগ্রহী হয় তবে নূতন চাহিদা রেখার স্থিতিস্থাপকতা পুরাতন চাহিদা রেখার তুলনায় কম হইবে, আর যদি শুধু কিছু কম দামেই নূতন ক্রেতারা উহা কিনিতে পছন্দ করে, তবে নূতন চাহিদা রেখা পুরাতন চাহিদা রেখার তুলনায় বেশি স্থিতিস্থাপক হইবে।

৬. বিক্রয় খরচ শুধু পণ্যের চাহিদা রেখাকেই প্রভাবিত করে না, উৎপাদনের গড় খরচ রেখাকেও প্রভাবিত করে। বিক্রয় খরচ যেমন সফল হইলে চাহিদা রেখাকে দক্ষিণে ও উপরের দিকে ঠেলিয়া তোলে (অর্থাৎ, চাহিদা বাড়ায়), তেমনি বিক্রয় খরচ উৎপাদনের গড় খরচ রেখাকেও উপরের দিকে ঠেলিয়া তোলে (অর্থাৎ মোট গড় খরচ বাড়ায়)। প্রতি একক পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের গড় বিক্রয় খরচ একই পড়িতেছে ধরিয়া লইয়া, কি ভাবে বিক্রয় খরচের দরুন মোট গড় খরচ বাড়ে তাহা ১৪·৩নং রেখাচিত্রে দেখান হইয়াছে।
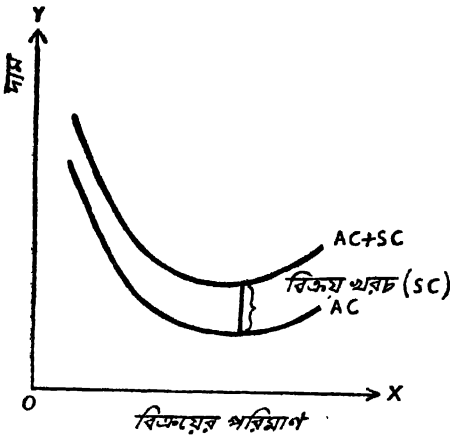
১৪·৩নং রেখাচিত্র

৭. বিক্রয় খরচ বৃদ্ধির ফলে একদিকে যেমন চাহিদারেখা দক্ষিণে ও উপরে উঠিতে পারে, তেমনি মোট গড় খরচ রেখাও দক্ষিণে উপরে উঠিবে। শেষ পর্যন্ত মুনাফা বাড়িবে কিনা এবং বাড়িলে তাহা কতটা বাড়িবে তাহা নির্ভর করে চাহিদা রেখা ও গড় খরচ রেখার কোন্‌টি কতটা উপরে উঠিয়াছে তাহার উপর। সাময়িকভাবে যদি চাহিদা রেখা তুলনামূলক ভাবে বেশি দক্ষিণে ও উপরে ওঠে, তবে প্রতিষ্ঠানটি কিছুকালের জন্য অতিরিক্ত মুনাফা লাভে সক্ষম হইবে। কিন্তু যদি ইহার পর প্রতিযোগীরা তাহাদের বিক্রয় খরচ বাড়ায়, উহার ফলে তাহার পণ্যের ক্রেতারা প্রতিযোগী পণ্য কিনিতে আরম্ভ করিলে, তাহার পণ্যের চাহিদা রেখা পুনরায় বামে নিচে নামিতে পারে ও তাহার নবলব্ধ অতিরিক্ত মুনাফা অন্তর্হিত হইতে পারে। এইরূপে, প্রতিযোগী সকল প্রতিষ্ঠানেরই পরবর্তী স্বল্প-

কালের ভারসাম্যে কাহারও কোন অতিরিক্ত মুনাফা লাভ হইবে না এবং সকলেই কিছু লোকসান দিতে পারে। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘকালীন ভারসাম্যে সকলেই শুধু স্বাভাবিক মুনাফা পাইতে পারে, কাহারও কোন অতিরিক্ত মুনাফা নাও ঘটিতে পারে।

ভারসাম্য ঃ একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজারে স্বল্পকালীন সময়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিক অতিরিক্ত মুনাফায় যেমন ভারসাম্য ঘটিতে পারে, তেমনি স্বল্পতম লোকসানেও ভারসাম্য ঘটিতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকালীন সময়ে যদি নূতন প্রতিযোগীর প্রবেশে বাধা না থাকে, তবে দীর্ঘকালীন সময়ে তাহাদের অতিরিক্ত মুনাফা বিলুপ্ত হইতে পারে। আমরা এখানে সংক্ষেপে এরূপ বাজারে একটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের দাম-উৎপাদন ভারসাম্য নির্ধারণের আলোচনা করিতেছি।

১৪·৪নং রেখাচিত্র
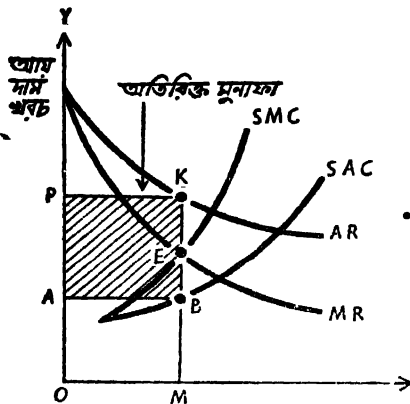
ক. অতিরিক্ত মুনাফার ভারসাম্য ঃ ১৪·৪নং রেখাচিত্রে স্বল্পকালীন প্রান্তিক খরচ রেখা SMC ও প্রান্তিক আয় রেখা MR-এর ছেদ বিন্দু E অনুসারে একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজারে একটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ হইতেছে OM এবং উহার ভারসাম্য দাম হইতেছে OP (=KM)। কিন্তু ইহাতে দাম রেখা KM ও স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখা SAC-র ছেদ বিন্দু B অনুসারে OM পরিমাণের মোট খরচ= $OM \times BM$ (গড় খরচ)=OMBA ক্ষেত্র, অথচ উহার মোট আয়=$OM \times KM$ (দাম)=OMKP ক্ষেত্র সুতরাং উহার নীট অতিরিক্ত মুনাফা=OMKP ক্ষেত্র (মোট আয়)—OMBA ক্ষেত্র [মোট খরচ (বিক্রয় খরচ সহ)]=ABKP ক্ষেত্র।

১৪·৫নং রেখাচিত্র
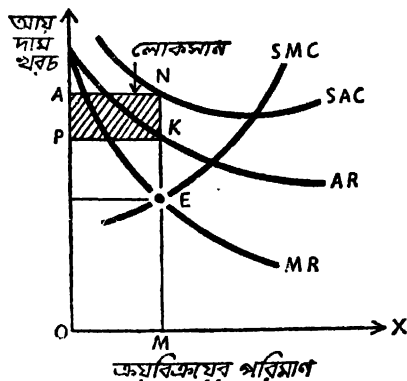
খ. স্বল্পতম লোকসানে ভারসাম্য ঃ ১৪·৫নং রেখাচিত্রে স্বল্পতম লোকসানে ভারসাম্য দেখান হইয়াছে। স্বল্পকালীন প্রান্তিক খরচ রেখা SMC ও প্রান্তিক আয় রেখা MR-এর ছেদ বিন্দু অনুসারে ভারসাম্য বিক্রয়ের পরিমাণ OM এবং ভারসাম্য দাম KM। সুতরাং মোট বিক্রয়-লব্ধ আয় =$OM \times KM$=OMKP ক্ষেত্র। কিন্তু স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখা SAC অনেক উপরে আছে। তদনুযায়ী OM পরিমাণের গড় খরচ NM। সুতরাং প্রতিষ্ঠানটির মোট খরচ (বিক্রয় খরচ সহ) =$OM \times NM$=OMNA ক্ষেত্র। অতএব উহার লোকসান=OMNA ক্ষেত্র (মোট খরচ)—OMKP ক্ষেত্র (মোট আয়)=PKNA ক্ষেত্র।

অলিগোপলি বা মুষ্টিমেয় বিক্রেতার বাজার
OLIGOPOLY

সংজ্ঞা: যে বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা মুষ্টিমেয়, উহাকে মুষ্টিমেয় বিক্রেতার বাজার বা 'অলিগোপলি' বলে। মুষ্টিমেয় বলিতে বিক্রেতাগণের সংখ্যা ঠিক কত বুঝায় তাহার কোন স্থিরতা নাই। তবে উহার দুটি শর্ত আছে: ক. উৎপাদক ও বিক্রেতাগণের সংখ্যা ২ এর বেশি হইবে (কারণ, বিক্রেতাদের সংখ্যা ২ হইলে উহা দুই বিক্রেতার বাজার বা 'ডুয়োপলি' হইয়া পড়ে, 'অলিগোপলি' আর থাকে না)।

খ. উৎপাদক ও বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এরূপ কম হয় যে, প্রত্যেক উৎপাদক ও বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান মোট উৎপাদনের একটি সবিশেষ অংশ উৎপাদন করে ও যোগান দেয়। ফলে প্রত্যেক উৎপাদক ও বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানই বাজারের মোট যোগান ও দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

বৈশিষ্ট্য: সুতরাং মুষ্টিমেয় বিক্রেতার বাজার বা অলিগোপলি বাজারের,— ১. প্রথম বৈশিষ্ট্য এই যে, উহাতে বিক্রেতার সংখ্যা অত্যন্ত মুষ্টিমেয়। তাহারা প্রত্যেকে বাজারের যোগান ও দামকে প্রভাবিত করিতে পারে বলিয়া তাহাদের অবস্থা একচেটিয়া কারবারীর ন্যায়; কিন্তু আবার তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বাজার দখলের জন্য প্রতিযোগিতাও তীব্র।

২. দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক বিক্রেতাই বাজারের মোট যোগান ও দামকে প্রভাবিত করিতে পারে এবং নিজের ও পরস্পরের এই ক্ষমতা সম্পর্কে প্রত্যেকেই **সচেতন**।

৩. যোগান ও দামকে প্রভাবিত করার বিষয়ে পরস্পরের ক্ষমতা সম্পর্কে বিক্রেতাগণের সচেতনতা হইতে অলিগোপলির তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হইয়াছে। ইহা হইতেছে যে, তাহারা কেহই একচেটিয়া কারবারী অথবা একচেটিয়া লক্ষণবিশিষ্ট প্রতিযোগিতার বাজারের বিক্রেতাগণের মত স্বাধীন ও স্বতন্ত্র দামনীতি অনুসরণ করিতে পারে না। তাহারা প্রত্যেকে সর্বদা পরস্পরের কার্যকলাপ তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতে থাকে এবং কেহ কোন একটি নীতি অবলম্বন করা মাত্র আর সকলে উহার পাল্টা পন্থা গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে। এজন্য প্রত্যেকেই কোন সুনির্দিষ্ট নীতি অবলম্বন করিবার পূর্বে প্রতিযোগিগণের মধ্যে উহার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া কি ঘটিতে পারে তাহার যথাসাধ্য অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া নিজের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। পরস্পরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ও প্রভাবিত দাম নীতিই[24] অলিগোপলির বাজারের মূল বৈশিষ্ট্য।

তাহা ছাড়া আরও অনেক বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণের কথা কল্পনা করা যাইতে পারে, কিন্তু উহারা অনুমানের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ অলিগোপলি বাজারের পরিস্থিতি নানারূপ হইতে পারে, যেমন—(১) উহাতে সকল বিক্রেতাই সমজাতীয় পণ্য[25] বিক্রয় করিতেছে বলিয়া কল্পনা করা যায়; অথবা, (২) তাহারা পৃথকীকৃত পণ্য[26] বিক্রয় করে বলিয়া কল্পনা করা যায়, ইত্যাদি। সুতরাং অন্যান্য লক্ষণগুলি যে ধরনের বা 'মডেলের' অলিগোপলি বাজারের কল্পনা করা যাইবে, উহার উপর নির্ভর করিবে এবং তাহা সব রকমের অলিগোপলি বাজারে প্রযোজ্য হইবে না। কিন্তু উপরের তিনটি শর্ত সব ধরনের অলিগোপলি বাজারেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ অলিগোপলি বাজারের বিক্রেতাগণের আচরণের মধ্যে এই তিনটি ছাড়া আর কোন সাধারণ মূল বৈশিষ্ট্য আজ পর্যন্ত ধরা পড়ে নাই।

ইহার ফলে অলিগোপলি বাজারে দাম-উৎপাদন ভারসাম্য বিশ্লেষণ, বাজারটির অনুমিত শর্তাবলী অনুসারে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ হয়। অর্থাৎ অলিগোপলি বাজারে যত বিভিন্ন রকমের পরিস্থিতি কল্পনা করা যায়, উহার ভারসাম্য বিশ্লেষণও তত বিভিন্ন রকমের হইবে।

---

24. Interlacing of policy. 25. Homogeneous or identical product.
26. Differentiated product.

অলিগোপলির উৎপত্তির কারণ বা ভিত্তিঃ ১. বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যয়সংকোচ—অনেক শিল্পে অত্যধিক যন্ত্রাদি ব্যবহারের দরুন দীর্ঘকালীন সর্বনিম্ন গড় খরচে উৎপাদন করিতে গিয়া উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের পরিমাণ এত অধিক হইয়া পড়ে যে, তখন এরূপ অল্প কয়েকটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বাজারের মোট যোগানের অধিকাংশ সরবরাহে সক্ষম হয়। অর্থাৎ, উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি কাম্য মাত্রায় উৎপাদন[27] ঘটাইতে গিয়া অলিগোপলির জন্ম দিতে পারে।

২. কারবারী উদ্দেশ্য—প্রত্যেক উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই আরও বেশি মুনাফা, আরও বেশি ক্ষমতা, আরও বেশি আধিপত্য ইত্যাদি লাভের জন্য আরও বড় আকার ধারণ করিবার যে আকাঙ্ক্ষা আছে তাহা উহাদের প্রতিনিয়ত পরস্পরের সহিত তীব্র গলাকাটা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত করিতেছে এবং প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া বাজার দখলের জন্য নানারূপ শিল্প সংহতি, কারবারী জোট, ও একীকরণে প্রবৃত্ত করিতেছে। ইহাতে অল্প কয়েকটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ও অলিগোপলি বাজারের সৃষ্টি হয়।

৩. শিল্পে প্রবেশে বাধা—নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগের প্রয়োজন হইলে বিপুল অর্থব্যয়ে প্রচার কার্য আবশ্যক হইলে, পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষ হইতে গলাকাটা দামে প্রতিযোগিতার আশংকা থাকিলে অনেক সময়েই নূতন কোন প্রতিযোগী শিল্পে প্রবেশে সাহসী হয় না। ফলে অলিগোপলির উদ্ভব ঘটে।

৪. ত্রুটিপূর্ণ নানারূপ সরকারী আইন—অনেক সময় পেটেন্ট আইন, শিল্প সংরক্ষণ, লাইসেন্স ইত্যাদি নানারূপ সরকারী বিধি ব্যবস্থার ত্রুটির ফলেও, কোন কোন শিল্পে মুষ্টিমেয় উৎপাদকের আধিপত্যের অর্থাৎ অলিগোপলির সৃষ্টি হইতে দেখা যায়।

অলিগোপলির প্রকারভেদ[28]ঃ অলিগোপলি বাজারে বিভিন্ন রূপ-কল্পনার ভিত্তিতে অলিগোপলির প্রকারভেদ করা হয়। যথা,—

১. বিশুদ্ধ অলিগোপলি ও পণ্যভেদ অলিগোপলি[29]—যে বাজারে মুষ্টিমেয় বিক্রেতারা সমজাতীয়[30] পণ্য বিক্রয় করে তাহা বিশুদ্ধ অলিগোপলি বলিয়া গণ্য হয়। আর যে বাজারে প্রতিযোগী উৎপাদকগণ প্রায় একরূপ কিন্তু সম্পূর্ণ সমজাতীয় নহে[31], এরূপ পণ্য বিক্রয় করে উহাকে পণ্যভেদ অলিগোপলি বলে।

২. খোলা অলিগোপলি ও বন্ধ অলিগোপলি[32]—যে অলিগোপলি বাজারে নূতন প্রতিযোগীর প্রবেশ সম্ভব ও সহজ উহাকে খোলা অলিগোপলি এবং যে বাজারে নূতন প্রতিযোগীর প্রবেশ পথ বন্ধ তাহাকে বন্ধ অলিগোপলি বলে।

৩. আংশিক অলিগোপলি ও পূর্ণ অলিগোপলি[33]—যে অলিগোপলি বাজারে একটি মাত্র বা অত্যন্ত অল্প কয়েকটি মাত্র দাম নির্ধারক, নেতৃত্বকারী বৃহৎ প্রতিষ্ঠান থাকে ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন হয় ও উহারা নেতৃত্বকারী বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের দাম-বিষয়ে নেতৃত্ব মানিয়া চলে উহাকে আংশিক অলিগোপলি বলে। যে অলিগোপলি বাজারে দাম ধার্য করার বিষয়ে কেহ নেতাও নহে কেহ অনুসরণকারীও নহে, উহাকে পূর্ণ অলিগোপলি বলে।

৪. যোগসাজশপূর্ণ অলিগোপলি ও যোগসাজশহীন অলিগোপলি[34]—যে অলিগোপলি বাজারে প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যোগসাজশ থাকে উহাকে যোগসাজশপূর্ণ অলিগোপলি এবং যে বাজারে তাহা থাকে না, উহাকে যোগসাজশহীন অলিগোপলি বলে।

27. Optimum scale of production. 28. Types of oligopoly market
29. Pure oligopoly and differentiated oligopoly. 30. Identical goods.
31. Similar but not identical goods.
32. Open oligopoly and closed oligopoly.
33. Partial oligopoly and Full Oligopoly.
34. Collusive oligopoly and non-collusive oligopoly.

১৫

বিবিধ সমস্যা
MISCELLANEOUS PROBLEMS

[আলোচিত বিষয়ঃ পরস্পর সংশ্লিষ্ট চাহিদা ও যোগান—পরস্পর সংশ্লিষ্ট চাহিদাসমূহ—সংযুক্ত বা পূরক চাহিদা—উদ্ভূত চাহিদা—যৌগিক চাহিদা—প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিযোগী চাহিদা—পরস্পর সংশ্লিষ্ট যোগানসমূহ—সংযুক্ত বা পূরক যোগান—প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিযোগী যোগান—**দাম নির্ধারণের উপর সরকারের প্রভাব**—দামের উপর কর ধার্যের প্রতিক্রিয়া—দাম নিয়ন্ত্রণের ফলাফল—**ফট্কা—প্রান্তসীমা সম্পর্কে ধারণা ও উহার তাৎপর্য।]**

পরস্পর সংশ্লিষ্ট চাহিদা ও যোগান
INTER-RELATED DEMANDS & SUPPLIES

আমরা এ পর্যন্ত দাম নির্ধারণের যে সকল বিশ্লেষণ আলোচনা করিয়াছি, উহাতে আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে ক্রেতাদের নিকট একটি মাত্র পণ্যের চাহিদা ও বিক্রেতাদের নিকট একটি মাত্র পণ্যের যোগান আছে, এই ধারণার ভিত্তিতে আমরা চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দাম কি করিয়া নির্ধারিত হয়, তাহা আলোচনা করিয়াছি। এই আলোচনায় আমরা ইহাও ধরিয়া লইয়াছি যে, যে পণ্যটির দাম নির্ধারণের সমস্যা আমরা আলোচনা করিতেছি উহার চাহিদা ও যোগানের উপর অন্য কোন দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা ও যোগানের কোন প্রভাব নাই, উহার চাহিদা ও যোগানের সহিত, দামের সহিত, অন্য কোন পণ্যের চাহিদা যোগান ও দামের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু বাস্তবে অধিকাংশ পণ্যের চাহিদা ও যোগানই পরস্পর সংশ্লিষ্ট।

পরস্পর সংশ্লিষ্ট চাহিদাসমূহ
INTER-RELATED DEMANDS

চারিপ্রকারের পরস্পর সংশ্লিষ্ট চাহিদা দেখা যায়ঃ ১. সংযুক্ত বা পূরক চাহিদা; ২. উদ্ভূত চাহিদা; ৩. যৌগিক চাহিদা; ৪. প্রতিদ্বন্দ্বী চাহিদা। আমরা সংক্ষেপে ইহাদের বিষয়ে আলোচনা করিতেছি।

১. সংযুক্ত বা পূরক চাহিদা[1]ঃ একটি নির্দিষ্ট অভাব পূরণ করিতে হইলে যদি একাধিক দ্রব্য একযোগে ব্যবহারের প্রয়োজন হয় তবে উহাদের চাহিদাকে সংযুক্ত চাহিদা বা পূরক চাহিদা বলে। ভোগকারিগণের নিকট অনেক পণ্যের চাহিদা এবং উৎপাদকগণের নিকট সকল উপাদান বা কারকের[2] চাহিদা এই প্রকার সংযুক্ত বা পূরক চাহিদা। টুথব্রাশ ও টুথপেষ্ট, কলম কালি ও কাগজ, মোটরগাড়ী টায়ার ও পেট্রোল, চায়ের কাপ, প্লেট, চা, চিনি, দুধ ইত্যাদি, সংযুক্ত চাহিদার পণ্যের কয়েকটি দৃষ্টান্ত। সংযুক্ত চাহিদার দ্রব্যগুলির ক্রয়ের অনুপাত অপরিবর্তনীয় হইতে পারে (যেমন, একটি কাপের সহিত একটি প্লেটের বেশি প্রয়োজন হয় না), আবার পরিবর্তনীয়ও হইতে পারে (যেমন একটি টুথব্রাশ

1. Joint or Complementary demand. 2. Factors or inputs.

অনেকদিন ধরিয়া অনেকটা টুথপেস্টের সহিত ব্যবহার করা যায় বা একটি মোটর গাড়ীর সহিত কম বা বেশি পেট্রোল লাগিতে পারে)।

সংযুক্ত চাহিদার দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য হইতেছে, একটি সংযুক্ত দ্রব্যের চাহিদা বাড়িলে উহার সহিত সংযুক্ত অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদাও বাড়ে, একটির চাহিদা কমিলে, সংযুক্ত অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদাও কমে। অর্থাৎ, **ইহাদের চাহিদার পরিবর্তন সমমুখী।**

উহাদের দামের পরিবর্তনের পারস্পরিক সম্পর্ক: সংযুক্ত চাহিদার দ্রব্যগুলির দামের পরিবর্তন সমমুখীও হইতে পারে, আবার বিপরীতমুখীও হইতে পারে, কিরূপ হইবে তাহা নির্ভর করে (ভারসাম্যের) পরিবর্তনের নির্দিষ্ট কারণটির উপর। সংযুক্ত চাহিদার দ্রব্যগুলির **একটির যোগান যদি বাড়ে** (মোটর গাড়ী) এবং অপরটির যোগান যদি অপরিবর্তিত থাকে (পেট্রোলের যোগান যদি পূর্বের মতই থাকে), তবে যে পণ্যটির যোগান বাড়িয়াছে **উহার দাম কমিবে** (মোটর গাড়ী) ও **চাহিদা বাড়িবে,** ফলে উহার সহিত সংযুক্ত **অপর দ্রব্যটির** (পেট্রোল) **চাহিদাও বাড়িবে কিন্তু উহার যোগান অপরিবর্তিত** রহিয়াছে **বলিয়া উহার দাম বাড়িবে।** এক্ষেত্রে সংযুক্ত চাহিদার **দ্রব্যগুলির দামের পরিবর্তন বিপরীতমুখী।**

কিন্তু উহাদের **একটির চাহিদা যদি কমে** (মোটর গাড়ী) **তবে অপরটির** (পেট্রোল) **চাহিদাও কমিবে, ফলে উহাদের** যোগান ইত্যাদি অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে, উহাদের **উভয়ের দামই কমিবে।** এক্ষেত্রে, উহাদের উভয়ের দামের পরিবর্তনই **সমমুখী।** এবং এই ক্ষেত্রে পরিবর্তনের কারণটি হইতেছে উহাদের মধ্যে একটির চাহিদার পরিবর্তন।

সুতরাং, সংযুক্ত চাহিদার দ্রব্যগুলির ক্ষেত্রে যদি একটির যোগান পরিবর্তিত হয়, তবে উহাদের দামের বিপরীতমুখী পরিবর্তন ঘটিবে; আর যদি একটির চাহিদার পরিবর্তন হয়, তবে উহাদের দামের পরিবর্তন সমমুখী হইবে।

সংযুক্ত চাহিদার পণ্যের দাম নির্ধারণের সমস্যা: সংযুক্ত চাহিদার পণ্যগুলির চাহিদা পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বলিয়া, একটি হইতে অপরটিকে পৃথক করিয়া উহাদের দাম নির্ধারণ করা যায় না। নিখুঁত প্রতিযোগিতায় প্রত্যেকটি পণ্যের দাম—উহার প্রান্তিক উপযোগ। সুতরাং সংযুক্ত চাহিদার পণ্যগুলির পৃথক পৃথক প্রান্তিক উপযোগ না জানিলে উহাদের দাম নির্ধারণ করা (ক্রেতা উহাদের প্রত্যেকটির জন্য কত দাম দিতে রাজি হইবে) কঠিন। অতএব উপযোগ ও চাহিদা পরস্পর জড়িত বলিয়া, উহাদের চাহিদা রেখা পৃথক করিয়া আঁকা যায় না। সুতরাং উপযোগ তত্ত্বের মার্শালীয় ধারা অনুসরণ করিয়া এক্ষেত্রে সংযুক্ত চাহিদার পণ্যের দাম নির্ধারণের বিশ্লেষণ করা সম্ভবও নহে, সন্তোষজনকও নহে। বরং পছন্দতত্ত্বের ভিত্তিতেই বিশ্লেষণের দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করা যায়। কারণ উহাতে একসঙ্গে দুইটি অক্ষরেখার দুইটি পণ্যের দাম ও ক্রেতার আয় অনুসারে, পছন্দ মানচিত্র ও বাজেট রেখার দ্বারা উহাদের সর্বাধিক সন্তোষজনক সংমিশ্রণ নির্দেশ করা যায় এবং দাম-ভোগরেখার সাহায্যে উহাদের চাহিদারেখা নির্ণয় করিয়া উহাদের দাম নির্দেশের পথে অগ্রসর হওয়া চলে। উপাদান বা কারকসমূহের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ভাবে সম-উৎপন্ন রেখা, সম-উৎপন্ন মানচিত্র, সম-ব্যয় রেখার সাহায্যে উহাদের ক্রয়ের সর্বাধিক লাভজনক সংমিশ্রণ নির্দেশ করা যায়।

তবে, একসঙ্গে একাধিক পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতার যে ভারসাম্য বিন্দু, তাহাই সংযুক্ত চাহিদার পণ্যক্রয়ের ক্ষেত্রেরও ভারসাম্য বিন্দু, অর্থাৎ, ক্রেতারা দাম অনুসারে বিবিধ পণ্য, সেই পরিমাণে ক্রয় করিবে যাহাতে তাহারা প্রত্যেকটির জন্য ব্যয় হইতে সমান প্রান্তিক উপযোগ লাভ করিতে পারে।

সেরূপ উপাদান বা কারকগুলি ক্রয়ের ক্ষেত্রেও উৎপাদকগণ প্রত্যেকটি কারক এরূপ পরিমাণে ক্রয় করিবে যাহাতে উহাদের প্রত্যেকটি হইতে তাহারা সমান প্রান্তিক উৎপাদন লাভ করিতে পারে।

২. উদ্ভূত চাহিদা[3]ঃ একটি দ্রব্যের চাহিদা হইতে আর একটি দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি হইলে, শেষের চাহিদাটিকে উদ্ভূত চাহিদা বলে। উৎপাদনের বিবিধ উপকরণ বা উপাদানগুলির চাহিদা সর্বদাই উদ্ভূত চাহিদা। উহাদের চাহিদা ভোগকারিগণের নিকট ভোগ্যপণ্যের চাহিদা হইতে সৃষ্টি হয়। বাড়ীর চহিদা হইতে জমি, ইট, চুণ, সুরকি, সিমেন্ট, কাঠ, লোহার শিক, কড়ি, বরগা, রাজমিস্ত্রীর শ্রম, ইঞ্জিনীয়ারের পরামর্শ ইত্যাদির জন্য চাহিদার উৎপত্তি ঘটে। সংযুক্ত বা পূরক চাহিদার দ্রব্যের মত উদ্ভূত চাহিদার ক্ষেত্রেও, একটি দ্রব্যের চাহিদা বাড়িলে অপর দ্রব্যগুলির চাহিদা বাড়ে। অর্থাৎ উহাদের চাহিদার পরিবর্তন সমমুখী। সুতরাং ইহাদের ক্ষেত্রে দাম পরিবর্তনের গতি এবং দাম নির্ধারণের সমস্যাও সংযুক্ত চাহিদার দ্রব্যের অনুরূপ।

৩. যৌগিক চাহিদা[4]ঃ অভাবপূরণের উপকরণগুলি একাধিক ভাবে ব্যবহারযোগ্য, অর্থাৎ একই উপকরণ বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার দ্বারা বিভিন্ন অভাব পূরণ করা যায়। ইহা সকল উপকরণেরই স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। ইস্পাত যন্ত্রপাতি নির্মাণে, মোটরগাড়ী নির্মাণে, জাহাজ নির্মাণে, আবার বাড়ীঘর নির্মাণেও লাগে, বিদ্যুৎশক্তি নানাকাজে লাগে। অধিকাংশ কাঁচামালের এবং সকল উপাদান ও কারকের চাহিদাই এরূপ। বিভিন্ন কারণে একই দ্রব্যের চাহিদা থাকিলে সেরূপ চাহিদাকে যৌগিক চাহিদা বলে। ইহাদের ক্ষেত্রে এক ব্যবহারে চাহিদা বাড়িলে ও সেজন্য তথায় উহার চাহিদাকারীরা উহার যোগান বেশি পাইবার জন্য বেশি দাম দিলে, সকল ব্যবহারে সকল চাহিদাকারীর কাছেই উহাদের দাম বাড়িবে। এক্ষেত্রেও চাহিদা ও দামের পরিবর্তন সমমুখী হইবে।

৪. প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিযোগী চাহিদা[5]ঃ একই চাহিদা বিভিন্ন দ্রব্যের দ্বারা পূরণ করা সম্ভব হইলে ঐ সকল দ্রব্যের চাহিদাকে প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিযোগী চাহিদা এবং ঐ সকল দ্রব্যকে বিকল্প কিংবা পরিবর্তক দ্রব্য বলে। চা ও কফি, চিনি, গুড় ও স্যাকারিন, ট্রাম ও বাস, বাস ও রেল এবং বিমান পরিবহণ, ইহারা পরস্পরের বিকল্প বা পরিবর্তক বা প্রতিযোগী। উৎপাদনের উপাদানগুলিও বিশেষত, পুঁজি ও শ্রম, কতক পরিমাণে পরস্পরের বিকল্প। ইহাদের ক্ষেত্রে, একটির চাহিদা বাড়িলে অপরটির চাহিদা কমে। অর্থাৎ ইহাদের চাহিদার পরিবর্তন বিপরীতমুখী। ইহার ফলে ইহাদের দামের পরিবর্তন সমমুখী হয়। চিনির যোগান বৃদ্ধির দরুন দাম কমিলে গুড়ের দাম কমিবে।

অবশ্য এসকল ক্ষেত্রেই একটির দামের পরিবর্তনে অপরটির দাম কতটা পরিবর্তিত হইবে তাহা উহার চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করিবে।

পরস্পর সংশ্লিষ্ট যোগানসমূহ
INTER-RELATED SUPPLIES

পরস্পর সংশ্লিষ্ট যোগান প্রধানত দুই ধরনেরঃ ১. সংযুক্ত বা পূরক যোগান ; এবং ২. প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী যোগান।

১. সংযুক্ত বা পূরক যোগান[6]ঃ অনেক ক্ষেত্রে, **একই উৎপাদন প্রক্রিয়ার দ্বারা** একটি দ্রব্য উৎপাদনের সহিত **অপরিহার্যরূপে** আর একটি দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এরূপ দ্রব্যগুলির যোগানকে সংযুক্ত বা পূরক যোগান বলে। যে সকল উৎপাদক প্রতিষ্ঠান এরূপ সংযুক্ত দ্রব্য উৎপাদন করে, উহাদিগকে একাধিক দ্রব্য উৎপাদক প্রতিষ্ঠান[7] বলে। এই সকল দ্রব্যগুলিকে সংযুক্ত যোগানের দ্রব্য বা সহ-উৎপন্ন দ্রব্য[8] বলে। ভেড়ার মাংস, পশম ও চামড়া, অপরিশোধিত খনিজতৈল[9] হইতে উৎপন্ন পেট্রোল, লুব্রিকেটিং অয়েল, কেরোসিন ও প্যারাফিন, এবং কয়লা হইতে প্রাপ্ত কোক কয়লা ও জ্বালানী গ্যাস, গম বা ধান ও খড়,

3. Derived Demand. 4. Composite Demand.
5. Rival or Competitive Demand.
6. Joint or Complementary Supply. 7. Multiproduct Firm.
8. Joint goods or joint-cost goods. 9. Crude oil.

তুলা ও তুলাবীজ প্রভৃতি সংযুক্ত যোগানের দ্রব্যাদির দৃষ্টান্ত। এই সকল সংযুক্ত যোগানের দ্রব্যগুলি অপরিবর্তনীয় অনুপাতে উৎপন্ন হইতে পারে (যেমন প্রতি মণ ধানের সহিত ১৫ সের খড় পাওয়া যাইবে), কিংবা উহারা যে অনুপাতে উৎপন্ন হয় তাহা পরিবর্তনীয় হইতে পারে (যেমন মেরিনো ভেড়ার ক্ষেত্রে কম মাংস ও বেশি পশম পাওয়া যায় এবং সাধারণ ভেড়ার ক্ষেত্রে বেশি মাংস ও কম পশম পাওয়া যায়)। উহাদের উৎপাদন সংযুক্ত বলিয়া সংযুক্ত উৎপাদনের পণ্যগুলির ক্ষেত্রে, একটির উৎপাদন ও যোগান বাড়িলে অপরটির যোগানও বাড়িবার সম্ভাবনা থাকে (এবং অপরিবর্তনীয় অনুপাতে উৎপন্ন হইলে তাহা অনিবার্য)। ইহার ফলে, একটির উৎপাদন বৃদ্ধির দরুন অপরটির প্রান্তিক খরচ কমে এবং উহার প্রান্তিক খরচ রেখা, তথা যোগান রেখা দক্ষিণে নিচের দিকে সরিয়া যায়। অর্থাৎ **উহাদের যোগানের পরিবর্তন সমমুখী।** যোগানের পরিবর্তন সমমুখী হইবার দরুন, একটির চাহিদা বৃদ্ধির দরুন বাজারে উহাব দাম বাড়িলে উহার যোগান বাড়িবে এবং তাহার ফলে অপরটির যোগানও অপরিহার্যভাবে বাড়িবে এবং উহার চাহিদা যদি অপরিবর্তিত থাকে, তবে উহার দাম কমিবে। সুতরাং সংযুক্ত যোগানের পণ্যের ক্ষেত্রে **একটির চাহিদার পরিবর্তনে উহার দামের যে পরিবর্তন ঘটে, অপরটির দামের পরিবর্তন উহার বিপরীত হয়। কিন্তু একটির যোগানের পরিবর্তনের দরুন উহার দামের যে দিকে পরিবর্তন ঘটিবে অপরটির দামের পরিবর্তনও সেদিকেই ঘটিবে।**

সুতরাং **সংযুক্ত যোগানের পণ্যগুলির ক্ষেত্রে একটির চাহিদার পরিবর্তনে উভয়ের দামের বিপরীত পরিবর্তন এবং একটির যোগানের পরিবর্তনে উভয়ের দামের সমমুখী পরিবর্তন ঘটে।**

সংযুক্ত যোগানের পণ্যের দামনির্ধারণ সমস্যা: সংযুক্ত যোগানের পণ্যগুলির চাহিদা পৃথক কিন্তু উৎপাদন সংযুক্ত। সুতরাং চাহিদার ক্ষেত্রে উহাদের চাহিদাকারীরা পৃথক পৃথক গোষ্ঠী এবং পণ্যগুলির জন্য তাহাদের চাহিদারেখাও আলাদা। কিন্তু যেহেতু উহারা সংযুক্তভাবে উৎপন্ন হয়, সেজন্য উহাদের মোট উৎপাদন খরচ একই। এই মোট উৎপাদন খরচ হইতে উহাদের প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র প্রান্তিক খরচ বাহির করিতে না পারিলে, বিক্রেতার পক্ষে যোগান দাম ধার্য করা মুশকিল। ইহাই সংযুক্ত যোগানের পণ্যগুলির দাম নির্ধারণের আসল সমস্যা।

সমাধান: ১. অপরিবর্তনীয় অনুপাতে উৎপন্ন সংযুক্ত যোগানের পণ্যসমূহ: সংযুক্ত যোগানের পণ্যগুলি দুই প্রকারের হইতে পারে। উহারা অপরিবর্তনীয় অনুপাতে উৎপন্ন হইতে পারে কিংবা পরিবর্তনীয় অনুপাতে উৎপন্ন হইতে পারে। যদি উহারা অপরিবর্তনীয় অনুপাতে উৎপন্ন হয়, তবে উহাদের আমরা সমগ্রভাবে একটি যৌগিক পণ্য[১০] বলিয়া গণ্য করিতে পারি এবং উহাদের মোট পরিমাণের উৎপাদন খরচকে আমরা ঐ যৌগিক পণ্যটির মোট খরচ বলিয়া গণ্য করিতে পারি।

দীর্ঘকালীন সময়ে X ও Y পণ্য দুইটি উভয়েই এরূপ ভিন্ন ভিন্ন দামে বিক্রয় হইবে যেন উহার দ্বারা উহাদের মোট উৎপাদন খরচ ওঠে এবং উহাদের মোট উৎপাদিত পরিমাণ সম্পূর্ণ বিক্রয় হইয়া যায়। এবং একটি কম দামে বিক্রয় করিলে, অপরটি বেশি দামে বিক্রয় করিয়া মোট বিক্রয় লব্ধ আয় মোট খরচের সমান করিতে হইবে।

২. পরিবর্তনীয় অনুপাতে উৎপন্ন সংযুক্ত যোগানের পণ্য: সংযুক্ত যোগানের পণ্যগুলি পরিবর্তনীয় অনুপাতে উৎপন্ন হইলে উহাদের প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র প্রান্তিক খরচ বাহির করা যায় এবং তাহা হইলে, নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রেতা উহাদের প্রত্যেকটিকে প্রান্তিক খরচের সমান দামে বিক্রয় করিবে (P=MC) এবং সে অনুযায়ী ভারসাম্য পরিমাণে প্রত্যেকটিকে উৎপাদন করিবে। বাজারটি যদি অনিখুঁত হয়, তাহা

10. Composite commodity.

হইলে যতটা উৎপাদন করিলে উহাদের প্রত্যেকটির চাহিদার অবস্থা অনুসারে প্রান্তিক খরচ প্রান্তিক আয়ের সমান হইবে (MC=MR), ততটা পরিমাণে প্রত্যেকটি উৎপাদন করিবে এবং প্রান্তিক খরচের অধিক দামে বিক্রয় করিবে (P>MC)।

কিন্তু প্রত্যেকটির প্রান্তিক খরচ বাহির করা যাইবে কি ভাবে? ইহা কিছু কঠিন নহে। কারণ পণ্যগুলি পরিবর্তনীয় অনুপাতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং ক্রমান্বয়ে একটির অনুপাত অপরিবর্তিত রাখিয়া অপরটির উৎপাদন সামান্য মাত্রায় বাড়াইলে মোট খরচ যতটুকু বাড়িবে, উহাকে আমরা বর্ধিত পরিমাণে উৎপন্ন দ্রব্যটির প্রান্তিক খরচ বলিয়া ধরিতে পারি। এইরূপে প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র প্রান্তিক খরচ বাহির করা সম্ভব। ধরা যাক, ১ মণ ধান ও ১৫ সের খড়ের মোট উৎপাদন খরচ ৫০ টাকা। ইহার পর ধানের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া ১ সের বেশি খড় উৎপাদনে মোট খরচ পড়িল ৫২ টাকা। তাহা হইলে,—

১ মণ ধান+১৫ সের খড়ের মোট উৎপাদন খরচ=৫০ টাকা।
১ মণ ধান+১৬ সের খড়ের মোট উৎপাদন খরচ=৫২ টাকা।
সুতরাং ১ সের খড়ের উৎপাদন খরচ
অর্থাৎ খড়ের প্রান্তিক উৎপাদন খরচ=২ টাকা।

অতএব চাষী এখন ২ টাকা সের দরে খড় বেচিতে পারে (যদি বাজারে নিখুঁত প্রতিযোগিতা থাকে)।

৩. **প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিযোগী যোগান**[১১]ঃ একটি দ্রব্যের যোগান বাড়িবার ফলে আর একটি দ্রব্যের যোগান কমিয়া গেলে, এরূপ দ্রব্যগুলির যোগানকে প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিযোগী যোগান বলে এবং এরূপ যোগানের দ্রব্যগুলিকে প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিযোগী যোগানের দ্রব্য বলে। যখন একই উপকরণ দ্বারা দুইটি দ্রব্যের উৎপাদন ঘটে তখনই উহাদের যোগান পরস্পরের প্রতিযোগী হয়। কারণ উপকরণের যোগান সীমাবদ্ধ বলিয়া একটির দ্রব্য বেশি পরিমাণে উৎপাদনের জন্য উহাদের বেশি পরিমাণে নিয়োগ করিলে, অপর দ্রব্যটির উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণে টান পড়িবে। একই অঞ্চলের সকল জমি যদি পাট ও ধান চাষের উপযোগী হয়, তবে পাটের চাহিদা ও দাম বাড়িলে পাট চাষীরা বেশি খাজনা দিতে রাজি হইয়া বেশি জমি যোগাড় করিয়া উহাতে পাট চাষ করিবে। ইহার ফলে, ধান চাষের জমির পরিমাণ কমিয়া যাইবে, ধানের উৎপাদন কমিবে এবং ধানের দাম বাড়িবে। সুতরাং প্রতিযোগী যোগানের পণ্যের যোগান পরস্পরের বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হয় এবং উহাদের দামের পরিবর্তন সমমুখী হয়।

দামের উপর সরকারী বিধি ব্যবস্থার প্রভাব
INFLUENCES OF GOVERNMENTAL MEASURES ON PRICES

সরকারী কর ধার্য, বিবিধ দ্রব্যে সরকারী ভরতুকী[১২], দাম নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং, এই চারিটি সরকারী বিধি ব্যবস্থার ফলে বাজারে চাহিদা যোগানের দ্বারা দামনির্ধারণের প্রক্রিয়াটি প্রভাবিত হয় এবং তদনুযায়ী দাম, চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য কিছুটা পরিমাণে বিকৃত[১৩] হয়। এবং শেষ দুইটি ব্যবস্থার অনুষঙ্গী হইতেছে কালোবাজার। আমরা সংক্ষেপে ইহাদের বিষয়ে আলোচনা করিব।

১. চাহিদা, যোগান ও দামের উপর করের ফলাফল
EFFECTS OF TAXATION ON DEMAND, SUPPLY AND PRICES

কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের পণ্যের উপর একক পিছু সরকারী কর[১৪] ধার্য হইলে উহার দাম এবং চাহিদা ও যোগানের উপর ইহার ফলাফল কি হইবে

11. Rival or Competitive Supply. 12. Subsidy. 13. Distorted.
14. Per unit tax.

তাহা ১৫·১নং রেখাচিত্রে দেখান হইয়াছে। করধার্যের আগে চাহিদারেখা DD ও যোগানরেখা SS-এর ছেদ-বিন্দু A অনুসারে ভারসাম্য চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ ছিল OM এবং উহা OP ভারসাম্য দামে বিক্রয় হইতেছিল। এমন সময় সরকার হইতে উৎপাদকের উপর পণ্যটির প্রতি একক পিছু E_1P_1 পরিমাণে কর বসান হইল (E_1P_1=EB=AC)। ইহার ফলে যোগান রেখাটি করের সমপরিমাণে (E_1P_1=EB) বামে উপরে উঠিয়া নূতন যোগান রেখা S_1S_1-এ পরিণত হইল (উৎপাদকের খরচ যদি বাড়িত তাহা হইলেও এরূপ হইত)। আমরা ধরিয়া লইলাম, ক্রেতাদের চাহিদার অবস্থা অপরিবর্তিত রহিল। তাহা হইলে, নূতন চাহিদা রেখা দেখা দিবে না। আগের চাহিদা রেখা DD যেমন ছিল তেমনি থাকিবে। নূতন যোগান রেখা S_1S_1 পুরাতন যোগান রেখা SS-এর সমান্তরাল ও উপরে অবস্থিত। সুতরাং উহা (S_1S_1) চাহিদা রেখাকে এবার উচ্চতর বিন্দু B-তে ছেদ করিয়া নূতন ভারসাম্য নির্দেশ করিল। তদনুযায়ী এবার ভারসাম্য চাহিদার পরিমাণ OM হইতে কমিয়া OM_1 হইল এবং ভারসাম্য দাম OP হইতে বাড়িয়া OP_1 হইল। সুতরাং করধার্যের ফলে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ কমিল ও দাম বাড়িল। শুধু তাহাই নহে, আরও কিছু লক্ষণীয় আছে।

১৫·১নং রেখাচিত্র
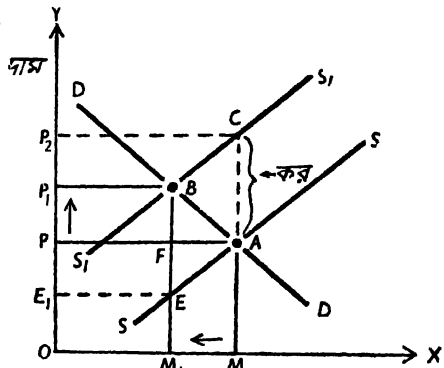
১. ধার্যকরের পরিমাণ (একক পিছু) হইল E_1P_1 (=EB), কিন্তু দাম বাড়িল মাত্র PP_1 (=FB)। সুতরাং করের সবটা ক্রেতাদের উপর চাপান যায় নাই। প্রতি একক পণ্যের উপর ধার্য E_1P_1 করের পরিমাণের মধ্যে কেবল PP_1 (=FB) পরিমাণ ক্রেতারা বহন করিতেছে এবং করের বাকি অংশ, E_1P (=EF) বিক্রেতারা বহন করিতেছে। ইহা তাহাদের এককপিছু লোকসানের পরিমাণ। তাহারা এখন প্রতি একক পণ্য OP_1 দামে বেচিয়া, তাহা হইতে E_1P_1 কর দিয়া নিজেরা প্রতি একক পণ্য বিক্রয় হইতে OE_1 পরিমাণে আয় উপার্জন করিতেছে।

২. বিক্রেতারা যে করের সমস্তটা ক্রেতাদের উপর চাপাইতে পারে নাই তাহার কারণ, ক্রেতারা তাহাদের ক্রয়ের পরিমাণ কমাইয়া দিয়াছে। আগে OM পরিমাণ ক্রয়ের তুলনায় তাহারা এখন OM_1 পরিমাণ কিনিতেছে। যদি ক্রেতারা ক্রয়ের পরিমাণ কমাইতে না পারিত, অর্থাৎ পণ্যটির চাহিদা যদি তাহাদের নিকট স্থিতিস্থাপক না হইয়া সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হইত, তবে বিক্রেতারা করের সমস্তটাই ক্রেতাদের উপর চাপাইতে পারিত। ঐ অবস্থায় তাহাদের ক্রয়ের পরিমাণ OM থাকিয়া যাইত এবং করের সমপরিমাণে দাম বাড়িত এবং বাড়িয়া তাহা OP_2 (=CM) হইত [পুরাতন দাম OP+কর PP_2 (=E_1P_1=EB=AC]। সুতরাং চাহিদা যত অস্থিতিস্থাপক হইবে, ততই করের বেশির ভাগ অংশ ক্রেতারা বহন করিবে এবং চাহিদা যত স্থিতিস্থাপক হইবে ততই করের বেশির ভাগ অংশ বিক্রেতারা বহন করিবে। তাহা ছাড়া, যোগানের স্থিতিস্থাপকতাও এক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের মধ্যে করভারের বন্টনকে প্রভাবিত করে। যোগান যত স্থিতিস্থাপক হইবে, ততই বিক্রেতারা করের বেশির ভাগ ক্রেতাদের উপর চাপাইতে সক্ষম হইবে

এবং যোগান যত অস্থিতিস্থাপক হইবে, বিক্রেতা ততই করের বেশির ভাগ নিজেরা বহন করিতে বাধ্য হইবে। সুতরাং চাহিদা চূড়ান্ত অস্থিতিস্থাপক ও যোগান চূড়ান্ত স্থিতিস্থাপক হইলে করের সমপরিমাণ দাম বাড়িবে ও উহার সমস্তটাই ক্রেতারা বহন করিবে আর চাহিদা চূড়ান্ত স্থিতিস্থাপক ও যোগান চূড়ান্ত অস্থিতিস্থাপক হইলে দাম মোটেই বাড়িবে না এবং করের সমস্তটাই বিক্রেতারা বহন করিবে। বাস্তব জগতের অবস্থা এই দুয়ের মাঝামাঝি। এইরূপে চাহিদা ও যোগানের তুলনামূলক স্থিতি-স্থাপকতা অনুসারে ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের মধ্যে পণ্যের উপর ধার্য করের বন্টন হইয়া থাকে ও ইহার ফলে দাম আংশিক ভাবে বাড়ে মাত্র।

২. দাম নিয়ন্ত্রণের ফলাফল[১৫]**ঃ** X পণ্যটির চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য অনুসারে বাজারে দাম OP এবং ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ OM হয়। কিন্তু এই দাম অত্যধিক বিবেচনা করিয়া সরকার হইতে OP_1 দাম ধার্য করিয়া দেওয়া হইল। এই দামে চাহিদার পরিমাণ OM_2 কিন্তু যোগানের পরিমাণ OM_1। সুতরাং সরকার নিয়ন্ত্রিত OP_1 দামে যোগান (OM_1) অপেক্ষা চাহিদা (OM_2) M_1M_2 পরিমাণ বেশি। এই অবস্থায়, ক্রেতারা তাহাদের চাহিদামত পরি-মাণে X পণ্যটি কিনিতে পারিবে না, তাহারা যতটা কিনিতে চায় ততটা কিনিতে পাইবে না। ফলে তাহারা বিক্রেতাদের মর্জির উপর, দয়ার উপর নির্ভর করিবে। বিক্রেতারা পণ্যটি লুকাইয়া রাখিয়া, তাহাদের পছন্দমত ক্রেতাদের নিকট সামান্য সামান্য পরিমাণে বিক্রয় করিবে; যাহাদের তাহারা খাতির করে তাহাদের কাছে বেচিবে, যাহাদের পছন্দ করে না তাহাদের কাছে বেচিবে না।
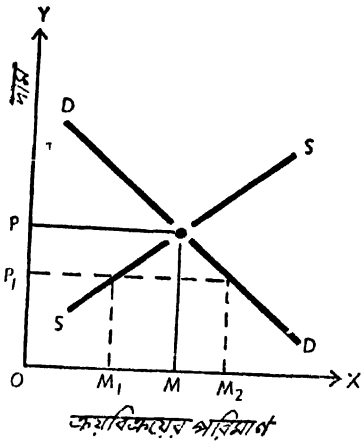
১৫·২নং রেখাচিত্র

সুতরাং দামের সরকারী নিয়ন্ত্রণের দরুন বিক্রেতাদের মধ্যে এইরূপ যথেচ্ছাচার দেখা দেয় বলিয়া, দাম নিয়ন্ত্রণের সহিত রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে।

ফট্‌কা
SPECULATION

সংজ্ঞাঃ দামের ভবিষ্যত পরিবর্তন ঘটিবে অনুমান করিয়া, উহার সাহায্যে মুনাফা উপার্জনের উদ্দেশ্যে, যে কোন পণ্যের (দ্রব্য সামগ্রী ও লগ্নীপত্র[১৬]) ক্রয় বিক্রয়কে ফট্‌কা বা ফট্‌কা কারবার বলে। **ভবিষ্যতে দামের পরিবর্তনই** ফট্‌কা কারবারের উৎপত্তির মূল কারণ। সুতরাং ভবিষ্যত সম্পর্কে বিবেচনাই ফট্‌কা কারবারের সারবস্তু।

ফট্‌কা লেনদেনের প্রকৃতি[১৭]**ঃ** ভবিষ্যতে দাম বাড়িবে এবং সে দামে পণ্য বিক্রয় করিয়া মুনাফা উপার্জন করা যাইবে এই আশায় সকল উৎপাদক ও কারবারীরাই পণ্য-সামগ্রীর উৎপাদন ও ক্রয় বিক্রয়ে প্রবৃত্ত হয়। ইহাতে তাহারা, ভবিষ্যতে তাহাদের অনুমান ব্যর্থ হইলে তাহাদের লোকসান দিতে হইতে পারে, এই ঝুঁকিও নেয়। সুতরাং সকল উৎপাদক ও কারবারীই, সাধারণ অর্থে, কম বেশি ফট্‌কায় লিপ্ত হয় এবং সকল উৎপাদন

15. Effects of Price Control. 16. Goods and securities.
17. Nature of speculative dealings.

ক্ষেত্রেই কিছু পরিমাণ ফট্‌কার উপাদান আছে, একথা বলা যাইতে পারে। ইহাকেই মার্শাল গঠনমূলক ফট্‌কা ও টাউসিগ বাণিজ্যিক ফট্‌কা বলিয়াছিলেন। কিন্তু যথার্থ ফট্‌কা ইহা হইতে ভিন্ন প্রকৃতির। **ইহা কেবল ভবিষ্যতে দামের সম্ভাব্য পরিবর্তনের সুযোগে মুনাফা উপার্জনের উদ্দেশ্যে বর্তমানে পণ্যের ক্রয় বিক্রয়।** পাট, তুলা, রবার, টিন প্রভৃতি নানারূপ কৃষিজাত ও খনিজ কাঁচামাল, নানাবিধ তৈয়ারী পণ্য, চা, কফি প্রভৃতি পানীয় ও শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি লগ্নীপত্র, সকলই এরূপ ক্রয় বিক্রয়ের বিষয়বস্তু হইতে পারে। ইহাদের আন্তর্জাতিক ও জাতীয় এবং আঞ্চলিক বাজারগুলি অত্যন্ত সুসংগঠিত[18] থাকে। এইরূপ বিবিধ কাঁচামাল প্রভৃতির বাজারকে উৎপন্নের বা পণ্যের বাজার[19] এবং শেয়ার, ডিবেঞ্চার, সরকারী ঋণপত্র প্রভৃতির বাজারকে শেয়ার বাজার বা লগ্নীপত্রের বাজার[20] বলে। ফট্‌কা কারবারীরা এইরূপ সুসংগঠিত পণ্যের বা শেয়ার বাজারের ক্রেতা ও বিক্রেতা।

ফট্‌কা কারবারীরা (অর্থাৎ, ভবিষ্যতে দামের সম্ভাব্য পরিবর্তনের অনুমান করিয়া যাহারা এই বাজারে পণ্যের বেচাকেনা করে) সকলেই পণ্যটির দামের ভবিষ্যত পরিবর্তন আশা করে। কিন্তু তাহাদের সকলের আশা বা অনুমান একরূপ নহে। তাহাদের কেহ মনে করে ভবিষ্যতে পণ্যটির দাম বাড়িবে, আর কেহ মনে করে দাম কমিবে। যাহারা আশা করে ভবিষ্যতে দাম বাড়িবে, তাহারা ভবিষ্যতে বেশি দামে বেচিবার আশায় বর্তমান দামে (যাহা তাহাদের মতে ভবিষ্যত দামের তুলনায় কম) পণ্যটি বর্তমানেই ক্রয় করে কিংবা ক্রয়ের চুক্তি করে। তাহারা এখনই পণ্যটির যোগান গ্রহণ করিতে পারে, কিংবা বর্তমান অথবা অন্য কোন নির্দিষ্ট দামে ক্রয়ের চুক্তি করিলে, ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট সময়ে উহার যোগান গ্রহণ করিতে পারে। ইহাদিগকে ফট্‌কা বাজারের পরিভাষায় 'তেজী কারবারী'[21] বলে।

যাহারা মনে করে ভবিষ্যতে দাম কমিবে, তাহারা ভবিষ্যতে কম দামে কিনিবার আশায় বর্তমান দামে (যাহা তাহাদের মতে বেশি) বিক্রয় করে, কিংবা ভবিষ্যতে বাজার হইতে কম দামে কিনিয়া যোগান দেওয়ার উদ্দেশ্যে বর্তমান দরে বা উহার সামান্য কম দরে বেচিবার শর্তে বর্তমানে চুক্তিবদ্ধ হয়। ফট্‌কা বাজারের পরিভাষায় ইহাদিগকে 'মন্দী কারবারী'[22] বলে।

ফট্‌কা বাজারে তেজী কারবারীরা ক্রেতা ও মন্দী কারবারীরা বিক্রেতা। একপক্ষ মনে করে ভবিষ্যতে দাম বাড়িবে, অপরপক্ষ মনে করে ভবিষ্যতে দাম কমিবে। যাহার অনুমান ভবিষ্যতে সত্য হয় সেপক্ষ লাভ করে ও যাহার অনুমান বিফল হয় সেপক্ষ লোকসান দেয়। কোন ফট্‌কা কারবারীর ধারণা পাটের বর্তমান দর প্রতি গাঁইট ২০০০ টাকা আগামী তিনমাস পরে ২৫০০ টাকা হইবে। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া সে এখনই বাজার হইতে ১০০ গাঁইট পাট ২,০০,০০০ টাকা দিয়া কিনিল। তিন মাস পরে পাটের দর যদি সত্যই ২৫০০ টাকা হয় তবে সে উহা ২,৫০,০০০ টাকায় বিক্রয় করিয়া ৫০,০০০ টাকা লাভ করিবে। যদি দর ২০০০ টাকার কম হয় তবে তাহার লোকসান হইবে। তেমনি কোন ফট্‌কা কারবারী যদি মনে করে যে পাটের বর্তমান দর ২০০০ টাকা গাঁইট, ৩ মাস পরে কমিয়া ১৫০০ টাকা হইবে, সে তাহা হইলে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য লোকসান এড়াইবার জন্য এখনই তাহার হাতে পাটের যে মজুত সম্ভার আছে তাহা বর্তমান দরে বেচিয়া দিবে এবং ভবিষ্যতে কম দরে পাট ক্রয় করা স্থির করিবে। যদি তাহার অনুমান সফল হয় তবে তাহার লাভ হইবে, অন্যথায় সে লোকসান দিবে। এইরূপে নগদ ক্রয় বিক্রয়ের ভিত্তিতে ফট্‌কা কারবার চলিতে পারে। আর এক প্রকার ফট্‌কা কারবার ভবিষ্যতে ক্রয় বিক্রয়ের জন্য বর্তমানে চুক্তির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এই প্রকার ফট্‌কা ক্রয় বিক্রয়কে আগাম

18. Organised market. 19. Produce or Commodity Markets.
20. Share Market or Share Exchange or securities' market.
21. Bull. 22. Bear.

'ক্রয় বিক্রয়[২৩] বলে। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝান গেল। ধরা যাক পাটের বর্তমান দর প্রতি গাঁইট ২০০০ টাকা। একটি ফট্‌কা কারবারীর ধারণা ৩ মাস পরে উহার দাম ২৫০০ টাকায় উঠিবে, অপরজনের ধারণা উহা ১৫০০ টাকায় নামিবে। উভয়ের মধ্যে একটি চুক্তি হইল, এখন হইতে ৩ মাস পরে, দ্বিতীয় ব্যবসায়ী প্রথম ব্যবসায়ীকে ২০০০ টাকা প্রতি গাঁইট দরে ১০০ গাঁইট পাট বেচিবে। প্রথম ব্যবসায়ীর আশা সে তিন মাস পরে ঐ পাট ২,০০,০০০ টাকায় কিনিয়া ২৫০০ টাকা দরে বেচিয়া ৫০,০০০ টাকা লাভ করিবে। আর দ্বিতীয় ব্যবসায়ীর আশা, সে উহা তখনকার বাজার দর ১,৫০০ টাকায় প্রতি গাঁইট মোট ১,৫০,০০০ টাকায় কিনিয়া ২০০০ টাকা প্রতি গাঁইট দরে মোট ২,০০,০০০ টাকায় বেচিয়া মোট ৫০,০০০ টাকা লাভ করিবে। ৩ মাস পরে পাটের বাজার দর হইল প্রতি গাঁইট ২২০০ টাকা। প্রথম ব্যবসায়ীর অনুমান সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও কিছুটা সত্য হইল আর দ্বিতীয় ব্যবসায়ীর অনুমান সম্পূর্ণ মিথ্যা হইল। চুক্তি পালন করিতে গিয়া দ্বিতীয় ব্যবসায়ী বাজার হইতে ২২০০ টাকা গাঁইট দরে ১০০ গাঁইট ২,২০,০০০ টাকায় কিনিয়া ও উহা প্রথম ব্যবসায়ীকে ২,০০০ টাকা দরে ২,০০,০০০ টাকায় বেচিয়া ২০,০০০ টাকা লোকসান দিল। আর প্রথম ব্যবসায়ী উহা ২,০০,০০০ টাকায় কিনিয়া ২২০০ টাকা গাঁইট দরে তখন অপর কাহারও নিকট বেচিয়া ২০,০০০ টাকা লাভ করিল। দাম যদি কমিত তবে ইহার বিপরীত ঘটনা ঘটিত।

ফট্‌কার প্রকার ভেদ[২৪] ঃ লার্নারের মতে ফট্‌কা মূলত দুই প্রকারের। আগ্রাসী ফট্‌কা[২৫] ও উৎপাদনশীল ফট্‌কা[২৬]। অল্প কয়েকজন ব্যক্তি যদি স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে পণ্যের দামকে অনুকূলে আনিবার উদ্দেশ্যে একচেটিয়া জোটবদ্ধভাবে ফট্‌কা কারবারে প্রবৃত্ত হয়, তবে উহা হইতেছে আগ্রাসী ফট্‌কা। আর যদি ফট্‌কা কারবারীরা দামের উপর তাহারা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না, শুধু দামের ওঠানামার সুযোগে তাহারা নিজেদের মুনাফা উপার্জনের সুযোগ পাইবে এই বিশ্বাসে ফট্‌কা কারবারে প্রবৃত্ত হয় তবে উহা উৎপাদনশীল ফট্‌কা।

ইহা ছাড়া আর এক প্রকার ফট্‌কা আছে যাহাতে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে পণ্যের কোন প্রকৃত লেনদেন ঘটে না; শুধু চুক্তিবদ্ধ দাম ও ভবিষ্যতে যে দাম বাজারে দেখা দেয় উহার পার্থক্যটুকু লোকসান দাতা পক্ষ বিজয়ী পক্ষকে প্রদান করে। উহাকে অবৈধ ফট্‌কা[২৭] বলে। ইহা জুয়াখেলার সামিল এবং অত্যন্ত ক্ষতিকর।

ফট্‌কার সুফল[২৮] ঃ অর্থনীতিক গুরুত্ব ঃ ১. ফট্‌কা কারবারের ফলে একই সময়ে **বিভিন্ন অঞ্চলে এবং** একই স্থানে **বিভিন্ন সময়ে চাহিদা যোগানের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় ও দামের অধিকতর স্থিরতা দেখা দেয়।** ফট্‌কা কারবার না থাকিলে বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিভিন্ন সময়ে দামের ওঠানামা অনেক বেশি হইত। ইহার কারণ এক অঞ্চলের তুলনায় অপর অঞ্চলে কোন পণ্যের যোগান বেশি হইলে তথায় উহার দাম অপেক্ষাকৃত কম হইবে। দুইটি বাজারে (স্থানে) একই পণ্যের দামের পার্থক্যের এই সুযোগ লইয়া মুনাফা করিবার জন্য ফট্‌কা কারবারীরা সস্তার বাজারে পণ্যটি কিনিয়া চড়া দামের বাজারে উহা চালান দিবে। ইহাতে সস্তার বাজারে, যেখানে যোগানের তুলনায় চাহিদা কম ছিল বলিয়া দাম কম ছিল সেখানে এবার চাহিদা বাড়িবার দরুন দাম বাড়িবে। আর চড়া দামের বাজারে, যেখানে যোগান কম ছিল বলিয়া দাম বেশি ছিল সেখানে যোগান বাড়িবার দরুন দাম কমিবে। ফলে দুই স্থানে দুই বাজারের দাম পরস্পরের কাছাকাছি আসিবে। অর্থাৎ দুই বাজারে চাহিদা যোগানের অধিকতর সমতার ভারসাম্য দাম প্রায় একরূপ হইবে। সেরূপ কোন বাজারে, **বর্তমান চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি হইলে ভবিষ্যতের তুলনায় বর্তমানে**

---

23. Future Dealings or Forward contracts. 24. Types of speculation.
25. Aggressive Speculation. 26. Productive Speculation.
27. Illegitimate Speculation. 28. Benefits of Speculation.

পণ্যের দাম কম হইবে। ফট্‌কা কারবারীরা ইহা আন্দাজ করিবার চেষ্টা করে এবং এরূপ ক্ষেত্রে, বর্তমান কম দরে পণ্যটি কিনিয়া ভবিষ্যতে চড়া দরে বেচিবার আশায় উহা মজুত করে। ইহার ফলে বর্তমান বাজারে পণ্যটির চাহিদা বাড়িয়া যায় এবং ফট্‌কা কারবারীরা না কিনিলে দাম যতটা কম হইত, তাহারা উহা কিনিবার ফলে দাম উহা অপেক্ষা বেশি হয়। অপরদিকে ভবিষ্যতের বাজারে যখন তাহারা পণ্যটি বিক্রয় করে তখন তাহাদের বিক্রয়ের ফলে ঐ বাজারে পণ্যের যোগান বাড়ে। ইহার ফলে, তাহারা ঐ যোগান না দিলে দাম যতটা বেশি হইত, তাহারা যোগান দেওয়ার ফলে দাম ততটা বেশি হইতে পারে না। এইভাবে স্থানব্যাপী ও কালব্যাপী ফট্‌কা বেচাকেনার দরুন বর্তমানের বিভিন্ন বাজারে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের বাজারে চাহিদা ও যোগানের অধিকতর সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। একারণে দামের পার্থক্য ও হ্রাসবৃদ্ধি কমিয়া অধিকতর স্থিরতা দেখা দেয়। দামের এই স্থিরতা ভোগকারী ও উৎপাদক এবং সামগ্রিক অর্থনীতি, সকলের পক্ষেই কল্যাণকর।

২. কৃষি ও শিল্পে সকল উৎপাদকগণের পক্ষেই ফট্‌কা কারবার উপকারী। ফট্‌কা কারবারের দরুন কৃষিজাত ও অন্যান্য কাঁচামালের বাজারে দামের অপেক্ষাকৃত স্থিরতা প্রতিষ্ঠিত হইলে উৎপাদকগণ দামের অত্যধিক ও ঘন ঘন ওঠানামার দরুন এবং বিশেষত তাহাতে অত্যন্ত কম দামের যে আশংকা থাকে তাহা হইতে রক্ষা পায়। ফট্‌কা বাজারের দামের স্তর বা মাত্রা আগামী ঋতুতে উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির করিতে তাহাদিগকে সাহায্য করে।

শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদকগণের পক্ষেও ফট্‌কা কারবার উপকারী। ফট্‌কা কারবার তাহাদিগকে স্থিতমূল্যে সারা বৎসর কাঁচামালের যোগান সুনিশ্চিত করে। ফট্‌কা কারবারীর সহিত নির্দিষ্ট দরে ভবিষ্যতে কাঁচামাল খরিদের চুক্তি করিয়া শিল্পের উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি কাঁচামালের ভবিষ্যত দামের অনিশ্চয়তা হইতে আত্মরক্ষা করিতে ও উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখিতে সক্ষম হয়।

৩. লার্নারের মতে, ফট্‌কা কারবারীরা সস্তার বাজারে কিনিয়া ও চড়া বাজারে বেচিয়া বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রে উপকরণগুলির (অর্থাৎ, বিশেষত কাঁচামালের) কাম্য বিলি-বণ্টন[29] ঘটায়।

৪. লগ্নীপত্রের বাজারে (শেয়ার বাজার) ফট্‌কা কারবারীদের কার্যকলাপের ফলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগকারিগণ কোন্ ক্ষেত্রে তাহাদের সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের দ্বারা লাভবান হইবে তাহার নির্দেশ পায়।

এইভাবে **যথাযথ ফট্‌কা কারবার** ও ফট্‌কা কারবারীরা দামের ভবিষ্যত ওঠানামার ঝুঁকি নিজেরা বহন করিয়া দেশে দামের স্থিতিশীলতা আনিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে, উৎপাদন ধারা অক্ষুণ্ন রাখিতে, ভোগকারিগণকে স্থিতিশীল দামে তাহাদের ভোগপরিকল্পনা রূপায়িত করিতে, এবং এসকলের মধ্য দিয়া দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিক অগ্রগতি অব্যাহত রাখিতে সাহায্য করে। ইহাই ফট্‌কা কারবার ও ফট্‌কা লেনদেনের অর্থনীতিক গুরুত্ব।

ফট্‌কার কুফল[30]: কিন্তু ফট্‌কা কারবার দোষমুক্ত নহে। উহার নিম্নোক্ত কতকগুলি কুফল দেখা যায়,—১. ফট্‌কা কারবারীরা যদি বুদ্ধিমান হয় এবং বাজারের চাহিদা ও যোগানের (বর্তমান এবং ভবিষ্যত) পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়, তবে দামের ভবিষ্যত গতিবিধি সম্বন্ধে তাহাদের অনুমানগুলিও অধিকতর বাস্তবসম্মত হয় এবং এইরূপ অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া তাহারা যে সকল ফট্‌কা লেনদেনে প্রবৃত্ত হয় তাহা সুফল প্রসব করে। কিন্তু তাহাদের অনুমানগুলি যদি বাস্তবসম্মত না হয়, তাহারা যদি বাজারের পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হইয়া শুধু নিজেদের আর্থিক লাভের জন্য খেয়ালখুশিমত দরদামে ফট্‌কা কারবারে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে উহা আর যথার্থ

29. Optimum allocation of resources. 30. Evils of Speculation.

ফট্‌কা থাকে না; উহা তখন অবৈধ ফট্‌কা বা জুয়া খেলার সামিল হয়। এরূপ ফট্‌কা অত্যন্ত ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক। কারণ তাহা দামের ওঠানামা না কমাইয়া বরং আরও বাড়ায় এবং উৎপাদক ও ভোগকারী সকলকেই বিভ্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে।

২. কোন পণ্যের অধিকাংশ যোগান করায়ত্ত করিবার জন্য মুষ্টিমেয় ফট্‌কা কারবারী যখন আগ্রাসী ফট্‌কা লেনদেন[31] আরম্ভ করে তাহাও ক্ষতিকর। কারণ উহার ফলে বাজারে একচেটিয়া কর্তৃত্বের উৎপত্তি হয় এবং মুষ্টিমেয় ফট্‌কা কারবারীর কারসাজীতে বহু ব্যক্তির সর্বনাশ হয়।

৩. অবৈধ বা জুয়াখেলার ধরনের ফট্‌কা কারবার অনেক সময় এত ক্ষতিকর হয় যে তাহাতে বাজারে দামের স্থিরতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় কিংবা ফট্‌কা কারবারীদের কারসাজীতে দাম আকাশছোঁয়া অথবা অস্বাভাবিক কম হইয়া পড়ে। তাহাতে উৎপাদকগণ সর্বস্বান্ত হইয়া উৎপাদন বন্ধ করিয়া দেয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগকারীরা দমিয়া যায় এবং দেশে এক চরম সংকটের আশংকা দেখা দেয়। ইহার ফলে কেবল জুয়াড়ী ফট্‌কা কারবারীরাই লাভবান হয়, অধিকাংশ ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহাতে দেশে শুধু উৎপাদনই ক্ষুণ্ণ হয় না জাতীয় আয়ের বন্টনে বৈষম্যও বাড়ে।

সুতরাং যথার্থ অনুমান দ্বারা ও যথার্থ সীমার মধ্যে ফট্‌কা কারবার পরিচালিত না হইলে উহা উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশি করিতে পারে। এই কারণে ভারতসহ সকল দেশেই সরকার হইতে ফট্‌কা কারবার ও ফট্‌কা লেনদেন নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য আইনগত বিধিব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে।

ফট্‌কা কারবারের নিয়ন্ত্রণ[32]ঃ ভারতে ১৯৫২ সালের আগাম চুক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন[33] দ্বারা শেয়ার বাজার ছাড়া অন্যান্য ফট্‌কা বাজারের আগাম লেনদেনগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়। বিভিন্ন পণ্যের সুসংগঠিত সমিতিবদ্ধ যে সকল ফট্‌কা বাজার আছে উহাদের নিজস্ব উপবিধিগুলি অনুসারে উহাদের সদস্যরা ফট্‌কা কারবারে লিপ্ত হয় এবং ঐ সকল উপবিধিগুলিতে, আগাম চুক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে, ভারত সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। ইহা ছাড়া ঐ বাজারগুলির তরফ হইতে সরকারের নিকট উহাদের কার্যাবলীর বিষয়ে নিয়মিত বিবরণ পেশ করিতে হয়। এই সকল বাজারের কার্যকলাপ তদারক ও উহাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দানের জন্য ভারত সরকার আগাম বাজার কমিশন[34] নামে একটি বিভাগীয় সংস্থা নিয়োগ করিয়াছেন।

প্রান্তসীমা সম্পর্কে ধারণা ও উহার তাৎপর্য

THE CONCEPT OF THE MARGIN & ITS SIGNIFICANCE

আমরা এপর্যন্ত ভোগকারী ও উৎপাদকগণের আচরণের যে বিশ্লেষণ করিয়াছি, সে বিশ্লেষণের ভিত্তিতে চাহিদা ও যোগানের এবং চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য এবং দাম নির্ধারণ প্রক্রিয়ার যে বিশ্লেষণ করিয়াছি, তাহাতে সর্বত্রই আমরা বারংবার একটি বিশেষ শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। সে শব্দটি হইতেছে 'প্রান্তিক'। যাহা কোন কিছুর প্রান্ত সীমায় অবস্থিত তাহাই 'প্রান্তিক'। ভোগকারীর ভারসাম্যের বিশ্লেষণে আমরা দেখিয়াছি দাম অনুযায়ী যতটা পরিমাণে কিনিলে দাম=প্রান্তিক উপযোগ হয়, ভোগকারী ততটা পরিমাণেই পণ্যটি ক্রয় করে। যতটা উৎপাদন ও বিক্রয় করিলে দাম=প্রান্তিক খরচ=প্রান্তিক আয় হয়, উৎপাদক ও বিক্রেতাগণ ততটা পরিমাণেই উৎপাদন করে, যোগান দেয় ও বিক্রয় করে। সুতরাং যে কোন ক্রেতা ও বিক্রেতা কোন পণ্য কতটা পরিমাণে কিনিবে ও বেচিবে তাহা ক্রয় ও বিক্রয় এর, উপযোগ ও খরচ এবং আয়ের প্রান্ত সীমাতেই স্থির হয়। ক্রেতা

31. Aggressive Speculation. 32. Control of Speculative dealings.
33. Forward Contracts Regulation Act, 1952.
34. Forward Markets Commission.

যখন এক সঙ্গে একাধিক পণ্য ক্রয় করে এবং উৎপাদক যখন এক সঙ্গে একাধিক উপাদান বা কারকসমষ্টি উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করে তখন এমন পরিমাণে উহাদের ক্রয় ও ব্যবহার করে যেন উহাদের প্রত্যেকটির প্রান্তিক উপযোগ (পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে) এবং প্রান্তিক উৎপাদন (উপাদান ক্রয় ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে) এবং উহাদের দামের অনুপাত পরস্পরের সমান হয়। অর্থাৎ, ভোগকারী এবং উৎপাদক সকলেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে যে অর্থ ব্যয় করে উহা এমন ভাবে ব্যয় করে যে ব্যয়ের সকল ক্ষেত্র হইতে তাহারা যেন সমান প্রান্তিক উপযোগ কিংবা সমান প্রান্তিক উৎপন্ন লাভ করে। অতএব যে কোন অর্থনীতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে গিয়া কেন ঐ সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইল তাহার ব্যাখ্যা একমাত্র প্রান্ত সীমার ধারণার সাহায্যেই সম্ভব। আমরা যদি ধরিয়া লই যে, ভোগকারী এবং উৎপাদক ও বিক্রেতা, সকলেরই উদ্দেশ্য হইতেছে সর্বাধিক লাভ (সর্বাধিক উপযোগ এবং সর্বাধিক আয়) তাহা হইলে, ভোগ ও উৎপাদনে, ক্রয় ও বিক্রয়ে এবং দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে একমাত্র ভোগ ও ক্রয়ের প্রান্ত সীমায়, উৎপাদন ও বিক্রয়ের প্রান্ত সীমায়, চাহিদা ও যোগানের প্রান্ত সীমাতেই ভোগকারীর ও ক্রেতার এবং উৎপাদকের ও বিক্রেতার, চাহিদাকারীর ও যোগানদারের সর্বাধিক লাভের ভারসাম্য ঘটা সম্ভব, আর কোথাও নয়। এই কারণে প্রান্ত সীমার ধারণাটি অর্থনীতিক বিশ্লেষণের অন্যতম মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে গণ্য করিতেই হয়।

তবে লক্ষণীয় যে, প্রান্ত সীমা বলিলে কোন স্থির, নির্দিষ্ট সীমা বুঝায় না। প্রান্তিক একক বলিয়া স্থির নির্দিষ্ট কোন একক নাই। ৩টি আপেল কিনিলে যেটি প্রান্তিক একক হইবে (অর্থাৎ ৩য়টি) ৫টি আপেল কিনিলে কিংবা দুটি আপেল কিনিলে তাহা আর প্রান্তিক একক থাকিবে না। প্রথম ক্ষেত্রে উহা প্রান্তমধ্যস্থিত এককে[৩৫] এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উহা প্রান্ত বহির্ভূত এককে[৩৬] পরিণত হইবে। তিন প্রকারের জমিতে চাষ হইলে উর্বরতার দিক হইতে তৃতীয় স্থানের অধিকারী জমিটিই প্রান্তিক জমি, কিন্তু চারি প্রকার উর্বরতা বিশিষ্ট জমিতে চাষ হইলে পূর্বেকার প্রান্তিক জমিটি এবার প্রান্ত মধ্যস্থিত জমি এবং উর্বরতায় চতুর্থ স্থানের অধিকারী জমিটি এবার প্রান্তিক জমিতে পরিণত হইবে। উহা আগে প্রান্ত বহির্ভূত জমি ছিল। সুতরাং ক্রয় ও বিক্রয়ের, ভোগ ও উৎপাদনের এমনকি উপাদানেরও প্রান্তিক এককটি কোন স্থির নির্দিষ্ট একক নহে, ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবহারের পরিমাণের উপর, উহাদের সীমারেখা কতদূর প্রসারিত তাহার উপর প্রান্ত সীমার অবস্থিতি নির্ভর করে, তাহা দ্বারা প্রান্তিক একক নির্দিষ্ট হয়।

বিষয়টি জটিল মনে হইলেও, উহা আমাদের কাহারও অভিজ্ঞতায় নূতন নহে। যে কোন কাজ করিতে গেলে, যে কোন খরচের সম্মুখীন হইলে, অর্থাৎ যে কোন অর্থনীতিক সিদ্ধান্ত লইতে হইলে আমরা যদি একবারও ভাবি,—কাজটি কি ঠিক হইবে? খরচ করাটা কি উচিত হইবে? কেনাটা কি উচিত হইবে? এরূপ চিন্তা যদি মনে উদয় হয়, তবে বুঝিতে হইবে আমরা প্রান্তসীমায় রহিয়াছি (ক্রয়ের)। সেখানে আমরা ভাবিতেছি যে খরচ হইবে তাহার তুলনায় যাহা আমরা পাইব তাহা অন্ততঃ উপকারের (অর্থাৎ উপযোগ) দিক দিয়া খরচের সমতুল্য হইবে কিনা। উহা কিনিলে এবং সেজন্য ব্যয় করিলে আমাদের অবস্থা আগের তুলনায় ভাল হইবে কিনা। যদি আমরা চক্ষু বুজিয়া কিনিয়া ফেলি তবে বুঝিতে হইবে আমরা ক্রয়ের প্রান্তসীমায় নহে, প্রান্তসীমার অভ্যন্তরে রহিয়াছি।

অতএব অর্থনীতিক বিশ্লেষণে ইহাই ধরা পড়ে যে ক্রেতা, বিক্রেতা, উৎপাদক ও ভোগকারী, সঞ্চয়কারী ও বিনিয়োগকারী ইত্যাদি নানা রূপে মানুষ যে সকল অর্থনীতিক কার্যাবলীতে নিযুক্ত রহিয়াছে তাহার সকল বিষয়েই, **প্রান্তসীমাতেই** তাহারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ[৩৭] করিতেছে। এই প্রান্তসীমায় সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই অর্থনীতিক কার্যাবলী পরিচালিত

35. Intra-marginal unit. 36. Extra-marginal unit.
37. Decision at the margin.

ষষ্ঠ খণ্ড

উপাদানের দাম নির্ধারণ
FACTOR PRICING

অধ্যায়

১৬

উপাদান-দাম নির্ধারণের সাধারণতত্ত্ব ঃ বণ্টনতত্ত্ব
GENERAL THEORY OF FACTOR PRICING

[**আলোচিত বিষয় ঃ** কিসের বণ্টন—ক্রিয়াগত বণ্টন ও ব্যক্তিগত বণ্টন—ব্যক্তিগত বণ্টনে বৈষম্যের কারণ—ফলাফল ও প্রতিকার—উপাদানের আয়, দাম ও বাজার—**বণ্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার** তত্ত্ব—প্রাসঙ্গিক ধারণাসমূহ—প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বটির ব্যাখ্যা—প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের অনুমিত শর্তাবলী—প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের সমালোচনা।]

কিসের বণ্টন?
WHAT IS DISTRIBUTED

মানুষের সীমাহীন অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে উৎপাদনের উপাদানগুলির সহায়তায় অবিরাম গতিতে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মসমূহের নিরন্তর উৎপাদন ধারা প্রবাহিত হইতেছে। একটি নির্দিষ্ট কালব্যাপী উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের এই সমষ্টিকেই দেশের জাতীয় বস্তুগত উৎপন্ন বা জাতীয় আয়[1] বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। স্বভাবতই, ইহার উৎপাদনে যাহারা প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করিতেছে, সেই উপাদানগুলিই এই উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম সমষ্টির মালিক বা দাবিদার। উহাদের প্রত্যেকেই ইহার অংশভাগী। এই হিসাবে, অর্থ-বিদ্যার প্রথানুগত বিশ্লেষণ, বণ্টন বলিতে উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী উপাদানগুলির মধ্যে জাতীয় আয়ের (অর্থাৎ নির্দিষ্টকালব্যাপী উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম সমষ্টির) বণ্টন বুঝায়। ইহাকে **ক্রিয়াগত বণ্টন**[2] বলা হয়। কারণ, উৎপাদনে অংশগ্রহণ কার্যের ভিত্তিতে উপাদানগুলির মধ্যে জাতীয় আয়ের কিভাবে বণ্টন ঘটিতেছে, ইহা তাহার বিশ্লেষণ। উৎপন্ন সম্পদে উপাদানের প্রাপ্য অংশ উহার দিক হইতে আয়, কিন্তু সমাজ এবং উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের দিক হইতে উহা উপাদানের পারিশ্রমিক তথা উহার (সেবার) দাম।

ক্রিয়াগত বণ্টন ও ব্যক্তিগত বণ্টন
FUNCTIONAL DISTRIBUTION AND PERSONAL DISTRIBUTION

দেশবাসিগণের মধ্যে আয়ের বন্টন হইতেছে ব্যক্তিগত বন্টন। অর্থবিদ্যার প্রথানুগত বণ্টন তত্ত্বে এই ব্যক্তিগত আয় বণ্টনের বিশ্লেষণ আলোচিত হয় না, আলোচিত হয় ক্রিয়া-গত (অর্থাৎ উহাদের কাজের ভিত্তিতে উপাদানগুলির মধ্যে) বণ্টনের মূল নীতি।

আয় বণ্টনে বৈষম্যের কারণ
CAUSES OF INEQUALITY IN INCOMES

ধনতন্ত্রী ও মিশ্র ধনতন্ত্রী অর্থনীতিতে সমাজে আয় ও সম্পদের বণ্টনে যে গভীর বৈষম্য দেখা যায় উহার প্রধান কারণ হইতেছেঃ ১. এই সমাজে উৎপাদনের উপায়সমূহের (অর্থাৎ জমি, পুঁজি, খনি, কলকারখানা) উপর ব্যক্তিগত মালিকানার দরুন মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ও পরিবারের হাতে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি পুঞ্জীভূত হয়। এই পুঞ্জীভূত সম্পত্তি আবার উহার মালিকের নিকট আয়ের উৎসে পরিণত হয়। এইরূপে ধনতন্ত্রী ও মিশ্র ধনতন্ত্রী

1. National Dividend or National Income.
2 Functional distribution.

সমাজে মুষ্টিমেয়র বিপুল ব্যক্তিগত সম্পত্তি জাতীয় আয়ের বণ্টনে বৈষম্য বৃদ্ধি করিতে থাকে।

২. উত্তরাধিকার প্রথার ফলে বংশপরম্পরায় সঞ্চিত সম্পদ উত্তরাধিকারিগণের উপর বর্তায় বলিয়া সমাজের একাংশ কোনরূপ শ্রম বা উৎপাদনশীল কার্যে অংশগ্রহণ না করিয়াও বিপুল আয় ভোগ করিতে থাকে।

৩. সমাজের অবস্থাপন্ন বিত্তশালী মুষ্টিমেয় অংশ তাহাদের সামাজিক-অর্থনীতিক প্রভাবে শিক্ষা ও উপার্জনের অধিকাংশ সুযোগ সুবিধাগুলি নিজেরা করায়ত্ত করে। ফলে সমাজের অধিকাংশ, অপেক্ষাকৃত দরিদ্র অংশ উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয়। ইহাতে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

৪. মানুষে মানুষে ব্যক্তিগত দক্ষতা ও প্রতিভার স্বাভাবিক পার্থক্যও সমাজে আয় বৈষম্যের জন্য অংশত দায়ী। এবং এই কারণে আয় বৈষম্যের অন্যান্য কারণগুলি দূর করা সম্ভব হইলেও, শুধু এই কারণটির জন্যই মানুষে মানুষে আয়ের পার্থক্য সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব নহে।

আয় বৈষম্যের ফলাফল ও প্রতিকার
EFFECTS OF INEQUALITY AND THEIR REMEDY

সমাজে আয় ও সম্পত্তির বণ্টনে বৈষম্যের দরুন অনেক গুরুতর ক্ষতি ঘটে।

১. বিপুল আয় ভোগী মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ও পরিবারগুলি একদিকে যেমন কর্মহীন আলস্যে দিনযাপন করে তেমনি অপর দিকে বিলাস ব্যসনে অনুপার্জিত আয়ের অপব্যয় করিয়া উভয় প্রকারে অর্থনীতিক অপচয়ের কারণ হয়। ইহা সামাজিক ক্ষতি ছাড়া আর কিছু নহে।

২. ধনবণ্টনে বৈষম্য ঘটিলে, মূল্যব্যবস্থা যথারীতি উহার কর্তব্যগুলি পালন করিতে পারে না। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত বিবিধ উৎপাদন ক্ষেত্রে উপকরণগুলির কাম্য বা যথোপযুক্ত বিলিবণ্টন ঘটে না। কারণ অধিক ক্রয় ক্ষমতাবিশিষ্ট উচ্চবিত্ত শ্রেণীর খেয়াল খুশীর বিলাস ব্যসনের সামগ্রী উৎপাদনেই উপকরণগুলি বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হয় এবং সমাজের অধিকাংশের ক্রয়ক্ষমতা বা আয় অত্যন্ত কম বলিয়া অধিকাংশের প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি যথোপযুক্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয় না। ফলে উৎপাদন ব্যবস্থার বিকৃতি ঘটে।

৩. শেষ পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিক বৈষম্য সমাজের অধিকাংশের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং সমাজে অশান্তির কারণ ঘটায়। এজন্য অর্থনীতিক বৈষম্য ও রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র, এই দুইয়ের সহাবস্থান সম্ভব হয় না।

প্রতিকার : উপরোক্ত কারণে মিশ্র ধনতন্ত্রে, সমাজে অর্থনীতিক বৈষম্য হ্রাস করিবার চেষ্টা করা হয়। ইহার মূল কথা দুইটি। একটি হইল নানাবিধ ব্যবস্থার দ্বারা মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর বিত্ত সঞ্চয় ও অধিক আয় হ্রাস করা এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণীর আয় ও ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। এই দুই প্রকার বিধিব্যবস্থার দ্বারা সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অর্থনীতিক ব্যবধান হ্রাস করিবার চেষ্টা করা হয়।

জমির খাজনা, মুনাফা, সুদ ইত্যাদি প্রকার আয়ের উপর অধিক হারে কর ধার্য, প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা[3] প্রবর্তন, উত্তরাধিকার কর বা সম্পত্তিকর (অথবা মৃত্যুকর) ধার্যের দ্বারা ধনীর সঞ্চিত বিত্ত উত্তরাধিকারীর নিকট হস্তান্তরের সময় খানিক হ্রাস করা, একচেটিয়া কারবারগুলির দাম প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ ও বিশেষ ক্ষেত্রে জনসেবামূলক বেসরকারী একচেটিয়া কারবারগুলির জাতীয়করণ ইত্যাদি ব্যবস্থা দ্বারা ধনিক শ্রেণীর আয় ও বিত্ত সংকোচনের চেষ্টা করা হয়।

উপরোক্ত নানা ভাবে মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা

3. Progressive taxation.

দরিদ্র শ্রেণীর জন্য বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান, শিল্পে ও কৃষিতে ন্যূনতম মজুরি বিধি প্রবর্তন[4] দ্বারা দরিদ্র শ্রমিক কর্মীদের ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান সুনিশ্চিত করা, পরিকল্পিতভাবে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় নানাবিধ সামগ্রী উৎপাদনের ব্যবস্থা করা, প্রভৃতি দ্বারা দরিদ্রশ্রেণীর আয় ও ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়।

উপাদানের আয়, দাম ও বাজার
FACTOR-INCOMES, FACTOR-PRICES AND FACTOR MARKET

উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে জাতীয় আয়ের ক্রিয়াগত বণ্টনের আলোচনা করিতে গিয়া কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। প্রথমত, উপাদানের আয় হইতেছে উৎপাদন ক্ষেত্রে উহার সেবার পারিশ্রমিক। ইহা উপাদান বা উহার মালিকের নিকট আয় কিন্তু সমাজ বা উৎপাদন ব্যবস্থা কিংবা উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের নিকট, যে পারিশ্রমিক দিয়া উপাদানের সেবা সংগ্রহ করিতে হয় (অর্থাৎ কারকসমূহ) তাহা হইতেছে উহাদের দাম এবং পণ্য উৎপাদনের খরচ। অর্থাৎ,

উপাদান-আয়=উপাদান-দাম বা পারিশ্রমিক=উপাদান-খরচ[5]।

দ্বিতীয়ত, উপাদান-আয় বা উপাদান-খরচ, আসলে উপাদান-দাম ছাড়া অন্য কিছু নহে বলিয়া উৎপাদিত পণ্যের দামের মত উপাদানের (সেবার) দামও বাজারে চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয়। তবে, পণ্যের দাম নির্ধারিত হয় পণ্যের বাজারে[6] আর উপাদানের (সেবার) দাম নির্ধারিত হয় উপাদানের বাজারে[7]।

তৃতীয়ত, উপাদানের চাহিদার দুইটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, উপাদানের চাহিদা হইতেছে উদ্ভূত চাহিদা[8]। কারণ, পণ্যের জন্য ভোগকারিগণের চাহিদা হইতেই উপাদানের জন্য উৎপাদকগণের চাহিদার উৎপত্তি হয়। দ্বিতীয়ত, উপাদানের চাহিদা হইতেছে সংযুক্ত চাহিদা[9]। কারণ, কোন একটি মাত্র উপাদানের দ্বারা কোন সামগ্রী বা সেবার উৎপাদন সম্ভব নয়। একযোগে একাধিক উপাদান নিয়োগের দ্বারাই পণ্য উৎপাদন সম্ভব। অতএব উপাদানগুলির চাহিদা সংযুক্ত এবং পরস্পর নির্ভরশীল চাহিদা। ইহার ফলে, এক উপাদানের চাহিদা শুধু উহার নিজের দামের উপর নহে, উহা অন্যান্য উপাদানের যোগান ও দামের উপরও নির্ভর করে। অর্থাৎ উপাদানগুলির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রে উহাদের পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা[10] অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপাদানের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, পণ্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যত বেশি হয়, উহার উৎপাদনে প্রয়োজনীয় উপাদানের চাহিদাও তত বেশি স্থিতিস্থাপক হয়; কোন উপাদান বিশেষের পরিবর্তকতা[11] যত বেশি, উহার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাও তত বেশি হয়; এবং মোট উৎপাদনের খরচের তুলনায় কোন বিশেষ উপাদান-খরচ যত অল্প হয়, উহার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা তত কম হয়।

চতুর্থত, কোন উপাদানের চাহিদার পরিমাণ কতটা হইবে তাহা নির্ভর করে উহার উৎপাদনশীলতার উপর।

পঞ্চমত, যে কোন নির্দিষ্ট শিল্পে যে কোন নির্দিষ্ট উপাদানের যোগান কতটা পাওয়া যাইবে তাহা নির্ভর করে, ঐ উপাদানটির বাজারে অন্যান্য শিল্পগুলি ঐ উপাদানটির জন্য যে দাম দিতে রাজি, উহার তুলনায়, ঐ নির্দিষ্ট শিল্পটি উক্ত উপাদানটির জন্য কিরূপ দাম দিতেছে তাহার উপর। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে, যে শিল্পে উপাদান-

4. Minimum wage legislation
5. Factor-income=Factor price or remuneration=Factor-cost.
6. Product market. 7. Factor market. 8. Derived Demand.
9. Joint demand. 10. Cross-elasticity of demand.
11. Substitutibility.

বিশেষের সুযোগ-আয়[12] (অর্থাৎ অধিক আয় উপার্জনের সুযোগ) যত বেশি, উপাদানটি ততই বেশি পরিমাণে ঐ শিল্পে আকৃষ্ট হইবে এবং অন্যান্য শিল্প ত্যাগ করিয়া ঐ শিল্পে যোগ দিবে।

ষষ্ঠত, উপাদান-দামসমূহ জাতীয় আয়ের বণ্টনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বণ্টন তত্ত্বটি আসলে বিভিন্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে উপাদানগুলির আপেক্ষিক আয় নির্ধারণের তত্ত্ব। এবং যেহেতু, উপাদানের চাহিদা হইতেছে উদ্ভূত চাহিদা, সেজন্য বণ্টন তত্ত্বটি একদিকে, বিবিধ ক্ষেত্রের মধ্যে উপাদানগুলির বিলি বণ্টন এবং অপর দিকে দ্রব্য সামগ্রী ও সেবাকর্মাদির চাহিদার মধ্যে যোগসূত্র রচনা করিয়াছে।

বণ্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব
THE MARGINAL PRODUCTIVITY THEORY OF DISTRIBUTION

আয় বণ্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বটি একটি নয়া-ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব[13]। ভন্ থুনেন[14] প্রমুখ কোন কোন লেখকের রচনায় ইহার উল্লেখ পাওয়া গেলেও উনিশ শতকের শেষ তিনটি দশকেই ইহা সবিস্তারে প্রচারিত এবং আলোচিত হয়। এই তত্ত্বটির উদ্ভাবক ও প্রচারকগণের মধ্যে কার্ল মেঙ্গার, বম্ বয়ার্ক, ওয়ালরাস, উইকস্টীড, এজ-ওয়ার্থ এবং ক্লার্ক-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

যে কোন উপাদানের আয় বা দাম কিসের দ্বারা এবং কিভাবে নির্ধারিত হয়?—এই প্রশ্নের উত্তরে **প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বের বক্তব্য** হইতেছে যে, **যে কোন উপাদানের দাম বা আয় উহার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার উপর নির্ভর করে এবং** প্রতিযোগিতা ও পরিবর্তকতার নীতির[15] দরুন উপাদানের দাম (বা আয়) **উহার প্রান্তিক উৎপন্নের[16] সমান হয়।**

তত্ত্বটির আদি বক্তব্য এই যে,—(১) দীর্ঘকালীন সময়ে, (২) পণ্য ও উপাদানের বাজারে নিখুঁত প্রতিযোগিতা থাকিলে, (৩) উপাদানগুলির আয়ের প্রকৃত হার[17] ঠিক উহাদের উৎপন্নের (উৎপাদিত সামগ্রীর) প্রান্তিক বস্তুগত উৎপাদনশীলতার[18] সমান হইবে; এবং তাহার ফলে, (৪) মোট উৎপন্ন[19] সকল উপাদান (অর্থাৎ চারিটি উপাদান)-এর মধ্যে বিভক্ত হইলে, উহার আর কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না, কারণ উদ্যোক্তারা তখন যে স্বাভাবিক মুনাফা পাইবে উহাও ঠিক তাহাদের প্রান্তিক বস্তুগত উৎপাদনশীলতার সমান হইয়া যাইবে। প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে, এই তত্ত্বটি মূলত, নিখুঁত প্রতিযোগিতায়, যে কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান, শিল্প বা এমনকি সমগ্র অর্থনীতির, দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের শর্তাবলী নির্দেশ করিতেছে।

প্রাসঙ্গিক ধারণাসমূহ[20]ঃ প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বটি বুঝিবার জন্য ইহাতে ব্যবহৃত কয়েকটি ধারণার অর্থ পরিষ্কার করিয়া বুঝা প্রয়োজন।

প্রান্তিক উৎপন্ন—অন্যান্য উপাদানগুলির নিয়োগের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া, উহার সহিত ব্যবহৃত কোন একটি উপাদানের নিয়োগ একটি অতিরিক্ত একক পরিমাণ বাড়াইলে, উহার দরুন মোট উৎপন্ন যে পরিমাণে বাড়িবে, তাহাই ঐ পরিবর্তিত পরিমাণে ব্যবহৃত উপাদানটির প্রান্তিক উৎপন্ন। তিনটি বিভিন্ন ভাবে ইহার পরিমাপ করা যায়। যথা,—**ক. প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্ন** (MPP)—মোট উৎপন্ন বস্তুগত ভাবে যতটা বাড়ে, তাহাই প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্ন। ধরা যাক্, কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান অন্যান্য অপরি-

12. Opportunity earnings or Transfer earnings.
13. Neo-classical theory. 14. T. H. Von Thunen.
15. Principle of substitution. 16. Marginal Product.
17. Real rate of return. 18. Marginal Physical Productivity (MPP).
19. Total output. 20. Relevant concepts.

বর্তিত উপাদানের সহিত ২ একক (অর্থাৎ ২ জন) শ্রমিক নিয়োগ করিয়া মোট ১০ একক পরিমাণ কোন পণ্য উৎপাদন করে। একজন অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করায় উহার মোট উৎপাদন বাড়িয়া ১৪ একক হইল। সুতরাং অতিরিক্ত ৪ একক পণ্য হইল শ্রমের প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্ন।

খ. প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্নের (আর্থিক) মূল্য (VMP)[২১]—ইহা হইতেছে প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্ন এবং উহার একক প্রতি দামের গুণফল। অর্থাৎ, প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্ন যদি ৪ একক এবং প্রতি এককের দাম যদি ৪ টাকা হয়, তবে,

প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্নের আর্থিক মূল্য=৪ একক পণ্য×৪ টাকা=১৬ টাকা।

গ. প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন[২২] (MRP)—অন্যান্য অপরিবর্তিত উপাদানের সহিত একটি উপাদানের নিয়োগ উহার একটি অতিরিক্ত একক পরিমাণ বাড়াইলে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের মোট আয় যে হারে বাড়ে তাহাই উহার প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন। অর্থাৎ কোন একটি উপাদানের একটি অতিরিক্ত একক নিয়োগ করিয়া উহার সাহায্যে যে অতিরিক্ত উৎপাদন ঘটিল তাহা বাজারে বিক্রয় করিবার ফলে মোট আয় যদি ১৬ টাকা বাড়ে তবে উপাদানটির প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন ১৬ টাকা বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

পণ্য ও উপাদান উভয়ের বাজারেই যদি **নিখুঁত প্রতিযোগিতা** থাকে, তবে যে কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের নিকট উহার উৎপন্ন সামগ্রী. অর্থাৎ পণ্যের চাহিদা রেখা সমান্তরাল ও অসীম স্থিতিস্থাপক হয়। এই অবস্থায় প্রান্তিক আয় (MR)=দাম (P) হওয়ায়,

উপাদানের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য (VMP)=উপাদানের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন (MRP)।

কিন্তু, যদি বাজারে **অনিখুঁত প্রতিযোগিতা** থাকে, তবে প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য, প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন অপেক্ষা বেশি হইবে (VMP>MRP)। ইহার কারণ অনিখুঁত বাজারে দাম, প্রান্তিক আয় অপেক্ষা বেশি হয় (P>MR)। [পূর্বের দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়। এক একক অতিরিক্ত শ্রমের সাহায্যে মোট উৎপন্ন বাড়িয়া যদি ১৪ একক হয় তবে দাম না কমাইলে এই বাজারে অধিক পরিমাণে পণ্য বিক্রয় হইবে না। এই কারণে দাম কমাইয়া যদি ৩ টাকা করা হয়, তবে অতিরিক্ত ৪ একক বিক্রয় করিয়া যে ১২ টাকা পাওয়া যাইবে, উহাই VMP; কিন্তু যেহেতু এবার মোট উৎপন্ন সামগ্রী অর্থাৎ ১৪ এককই ৩ টাকা দামে বিক্রয় করিতে হইবে, সেজন্য মোট আয় ঘটিবে ১৪×৩ টাকা=৪২ টাকা। সুতরাং মোট আয় বাড়িল (৪২–৪০)=২ টাকা, ইহাই MRP। অতএব অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে VMP>MRP।]

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বটির ব্যাখ্যাঃ উৎপাদনের উপাদানগুলি উৎপাদনে সাহায্য করে, উৎপাদন সম্ভব করে ও বাড়ায় বলিয়াই উৎপাদকগণ উৎপাদনের উপাদানগুলি ক্রয় করিয়া উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করে। সুতরাং যে কোন উৎপাদক যে কোন একটি উপাদানের জন্য যে দাম দিতে রাজি হয় তাহা ঐ উপাদানটির উৎপাদনশীলতার উপরই নির্ভর করে। উপাদানটির উৎপাদনশীলতা যত বেশি হইবে উহার জন্য উৎপাদকগণ ততই বেশি দাম দিতে প্রস্তুত হইবে, ফলে উপাদানটির আয় বা পারিশ্রমিকও তত বেশি হইবে। অতএব প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব অনুসারে যে কোন উপাদানের পারিশ্রমিক (বা উহার দাম কিংবা উহার আয়) উহার উৎপাদনশীলতার উপর নির্ভর করে। যে কোন উৎপাদক (বা উপাদানের নিয়োগকর্তা) যে কোন উপাদানের ঠিক ততগুলি এককই নিয়োগ করে, যে পরিমাণ নিয়োগ করিলে ঐ উপাদানের প্রান্তিক একককে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হইতেছে তাহা ঐ প্রান্তিক এককের উৎপাদনশীলতার, অর্থাৎ ঐ উপাদানটির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার সমান হইবে। উহার বেশি পরিমাণে ঐ উপাদানের এককগুলি নিয়োগ

21. Value of the marginal physical product (VMP).
22. Marginal Revenue Product (MRP).

করা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। কারণ তাহা হইলে, প্রান্তিক এককটির উৎপাদনশীলতা অপেক্ষা উহার পারিশ্রমিক বেশি হইয়া পড়িবে। অর্থাৎ ঐ প্রান্তিক একক দ্বারা যে অতিরিক্ত উৎপাদন সে লাভ করিবে তাহা অপেক্ষা ঐ প্রান্তিক এককটি নিয়োগের খরচ বেশি হইবে। সুতরাং উপাদান নিয়োগের প্রান্তসীমার উপাদান-এককের পারিশ্রমিক অবশ্যই উহার উৎপাদনশীলতা বা এক কথায় প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার সমান হইবে। যদি আমরা ধরিয়া লই যে, উপাদানটির অন্য সকল এককই উহার প্রান্তিক এককের সমগুণ সম্পন্ন, তাহা হইলে উৎপাদক বা নিয়োগকর্তা উপাদানটির প্রান্তিক একককে যে পারিশ্রমিক দিবে, ঐ উপাদানের অন্যান্য এককগুলিও সেই একই পারিশ্রমিক পাইবে। অতএব, উপাদানটির সকল এককের পারিশ্রমিকই উহার প্রান্তিক এককের উৎপাদনশীলতার বা এককথায় উপাদানটির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার সমান হইবে। কেবল তাহাই নহে, অবস্থা বিশেষে উপাদানের পারিশ্রমিক উহার গড়পড়তা উৎপাদনশীলতারও সমান হইয়া থাকে।

উৎপাদনশীলতা বলিতে বস্তুগত উৎপাদনশীলতা বুঝাইতে পারে অথবা আয়গত উৎপাদনশীলতা বুঝাইতে পারে। যে কোন উপাদানের একটি অতিরিক্ত একক নিয়োগের ফলে বস্তুগত উৎপাদন যতটুকু বাড়ে তাহাই ঐ উপাদানটির প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্ন। উহার যাহা মূল্য তাহাই প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্নের আর্থিক মূল্য। আর ঐ প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্ন বিক্রয় করিয়া উৎপাদক বা নিয়োগকর্তার মোট আয় যতটুকু বাড়ে তাহাই প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন। উৎপাদনে নিযুক্ত উপাদানগুলিতে অর্থের দ্বারা পারিশ্রমিক দেওয়া হয় বলিয়া, নিয়োগকর্তা উপাদানগুলির জন্য কতটা পারিশ্রমিক দিতে রাজি তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বুঝাইবার জন্য প্রান্তিক বস্তুগত উৎপাদনশীলতার ধারণাটির পরিবর্তে প্রান্তিক আয়-উৎপাদনশীলতার ধারণাটিই বেশি কাজে লাগে। অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বে যখন বলা হয় যে, যে কোন উপাদানের পারিশ্রমিক উহার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার সমান হয়, তাহার অর্থ এই যে ঐ পারিশ্রমিক উপাদানটির প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের সমান হয়।

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব অনুসারে নিখুঁত প্রতিযোগিতায় মজুরি, খাজনা, সুদ, মুনাফা, উপাদানের এই সকল পারিশ্রমিকগুলি শ্রম, ভূমি, পুঁজি ও সংগঠনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা, অর্থাৎ প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের সমান হইয়া থাকে। নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে, প্রত্যেক উৎপাদক বা নিয়োগকর্তাকে উপাদানের বাজার হইতে বাজার-দাম অনুসারে উপাদানগুলি সংগ্রহ করিতে হয়। যেহেতু নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে একটি মাত্র দামই থাকে, সেহেতু প্রত্যেক উৎপাদককেই ঐ একই দামে প্রত্যেক উপাদানের সকল একক যোগাড় করিতে হয়। ইহার ফলে, তাহার নিকট উপাদানের প্রান্তিক খরচ ও গড় খরচ একই হয়। তাহার নিকট যাহা খরচ, উপাদানগুলির বা উহাদের মালিকের নিকট তাহাই আয়। সুতরাং উৎপাদকের নিকট উপাদানগুলির প্রান্তিক খরচ ও গড় খরচ এক হইবার অর্থ এই যে, প্রত্যেক উপাদানের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন ও গড় আয়-উৎপন্নও পরস্পর সমান হয়। স্বল্পকালীন সময়ে যদি তাহা নাও হয়, তবে দীর্ঘকালীন সময়ে তাহা ঘটিবেই ঘটিবে।

এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, উৎপাদনের পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি অনুসারে প্রান্তিক ও গড় উৎপন্ন প্রথম দিকে বাড়ে, একসময়ে উহারা সর্বাধিক হয় এবং অবশেষে উভয়েই হ্রাস পাইতে থাকে। সুতরাং এই বিধি অনুসারে প্রান্তিক ও গড় বস্তুগত উৎপাদনশীলতা এবং প্রান্তিক ও গড় আয়-উৎপাদনশীলতা প্রথম দিকে বাড়ে, একসময়ে সর্বাধিক হয় ও অবশেষে হ্রাস পায়।

সুতরাং নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে, বাজার দামে, উপাদান বাজার হইতে উপাদান সংগ্রহ করিতে গিয়া প্রত্যেক উৎপাদক বা নিয়োগকর্তা ততক্ষণ পর্যন্ত একটি উপাদান নিয়োগ করিতে থাকে যতক্ষণ না উহার বাজার দাম বা পারিশ্রমিক উহার প্রান্তিক

আয়-উৎপন্নের সমান হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত উহার পারিশ্রমিক উহার প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন হইতে কম থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত নিয়োগকর্তা ঐ উপাদানটির এককগুলি নিয়োগ করিতে থাকে; ক্ষীয়মাণ উৎপাদনবিধির দরুন নিয়োগের পরিমাণ বাড়িবার সাথে সাথে উপাদানটির প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন (উৎপাদনশীলতা) কমিতে থাকে ও অবশেষে উহা উপাদানটির বাজার-চল্‌তি পারিশ্রমিকের সমান হইয়া পড়ে। ঐ অবস্থায় উপাদানটির যতগুলি একক নিযুক্ত হইয়াছে, নিয়োগকর্তা উহার অধিক ঐ উপাদানটির এককগুলি আর নিয়োগ করে না। কারণ তাহাতে উপাদানটির প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন (উৎপাদনশীলতা) অপেক্ষা উহার পারিশ্রমিক বেশি হইয়া পড়িবে ও তাহাতে নিয়োগকর্তার লোকসান হইবে। সুতরাং নিখুঁত প্রতিযোগিতায় প্রত্যেকটি উপাদানের সেই পরিমাণ একক উৎপাদকরা নিয়োগ করে, যতটা নিয়োগ করিলে উহাদের প্রত্যেকের পারিশ্রমিক উহাদের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বা প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের সমান হইবে। এই কারণে, নিখুঁত প্রতিযোগিতার প্রত্যেকটি উপাদানের পারিশ্রমিক উহার প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের (বা প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার) সমান হয়।

কিন্তু নিখুঁত প্রতিযোগিতায় প্রত্যেকটি উপাদানের পারিশ্রমিক কেবল উহার প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন নহে, উহার গড়-আয়-উৎপন্নেরও সমান হয়। কারণ, যদি প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন গড়-আয়-উৎপন্ন অপেক্ষা বেশি হয় তবে বুঝিতে হইবে যে প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের সমান পারিশ্রমিক দেওয়াতে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের লোকসান হইতেছে। সে অবস্থায় প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদন কমাইবে ও উপাদান নিয়োগ কমাইতে বাধ্য হইবে। ইহাতে বাজারে ঐ উপাদানের চাহিদা কমিবে ও শেষ পর্যন্ত উহার বাজার-দাম বা বাজার-চল্‌তি পারিশ্রমিকও কমিবে ও তাহা উহার গড় উৎপাদনশীলতার বা গড়-আয়-উৎপন্নের সমান হইবে। আর যদি উপাদানটির প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন উহার গড়-আয়-উৎপন্ন অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ঐ প্রান্তিক আয-উৎপন্নের সমান পারিশ্রমিকে উপাদানটিকে নিয়োগ করিয়া নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানটির অতিরিক্ত মুনাফা হইতেছে। ইহাতে প্রতিষ্ঠানটি ঐ উপাদানটি আরও বেশি পরিমাণে নিয়োগ করিবে। সকল প্রতিষ্ঠানে ঐরূপ হইলে উহার চাহিদা বাড়িবে। ফলে শেষ পর্যন্ত উহার বাজার-দাম বা বাজার-চল্‌তি পারিশ্রমিকও বাড়িতে বাড়িতে উহার গড়-আয়-উৎপন্নের সমান হইয়া পড়িবে। এইভাবে, স্বল্পকালীন সময়ে উপাদানগুলির পারিশ্রমিক উহাদের প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের সমান হইলেও, দীর্ঘকালীন সময়ে উহা প্রান্তিক এবং গড়-আয়-উৎপন্ন, উভয়েরই সমান হইয়া পড়ে।

কেবল তাহাই নহে, প্রত্যেক নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে সকল উপাদানগুলির পারিশ্রমিক ও উহাদের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা (বা প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন)-ও শেষ পর্যন্ত পরস্পরের সমান হইয়া পড়ে। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত একটি নিয়োগকর্তার কাছে একটি উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বা প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন অন্য আর একটি উপাদান অপেক্ষা কম থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত, উৎপাদকটি তাহার খরচ কমাইবার ও মুনাফা সর্বাধিক বাড়াইবার জন্য কম প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার উপাদানটির ব্যবহার কমাইতে ও উহার স্থলে, উহার পরিবর্তে বেশি উৎপাদনশীলতার উপাদানটি বেশি পরিমাণে ব্যবহার করিতে থাকে। ইহার ফলে ক্ষীয়মাণ উৎপন্নবিধি অনুসারে কম পরিমাণে নিযুক্ত হওয়ায়, কম উৎপাদনশীলতার উপাদানটির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বাড়িতে থাকে এবং বেশি পরিমাণে নিযুক্ত হওয়ায় বেশি উৎপাদনশীলতার উপাদানটির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা কমিতে থাকে ও অবশেষে এরূপ পরিমাণে উহাদের নিয়োগ ঘটিলে, নিয়োগকর্তার কাছে উহাদের উভয়ের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা পরস্পরের সমান হইয়া পড়ে।

এবং কেবল তাহাও নহে, নিখুঁত প্রতিযোগিতায় উপাদানগুলি সচল থাকে বলিয়া, সকল উৎপাদকের কাছে সকল উপাদান এরূপ পরিমাণে নিযুক্ত হয় যে তাহাতে

প্রত্যেক নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানে ও শিল্পে প্রত্যেকটি উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতাও পরস্পরের সমান হইয়া পড়ে। কারণ, যদি একটি শিল্পের তুলনায় অন্য একটি শিল্পে কোন একটি উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা কম হয় তবে আগের শিল্প অপেক্ষা পরের শিল্পে উহার পারিশ্রমিকও কম হইবে। এই অবস্থায়, অধিক পারিশ্রমিক লাভের আশায় উপাদানের এককগুলি ক্রমেই পরের শিল্পটি ত্যাগ করিয়া আগের শিল্পটিতে যোগ দিবে। ইহাতে পরের শিল্পটিতে উপাদানটির যোগান কমিলে উহার প্রান্তিক উৎপাদন এবং পারিশ্রমিক বাড়িতে থাকিবে এবং আগের শিল্পটিতে উহার যোগান বাড়িবার দরুন তথায় উহার প্রান্তিক উৎপাদন ও পারিশ্রমিক কমিতে থাকিবে এবং অবশেষে উভয় ক্ষেত্রে ঐ উপাদানটির এককগুলি এরূপ পরিমাণে নিযুক্ত হইয়া পড়িবে যে, উভয় ক্ষেত্রেই উহাদের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা ও পারিশ্রমিক পরস্পরের সমান হইয়া পড়িবে।

এই ভাবে, প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব অনুসারে নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে ভারসাম্য অবস্থায়,—(১) প্রত্যেক উপাদানের পারিশ্রমিক উহার প্রান্তিক উৎপন্নের সমান হয়; (২) প্রত্যেক নিয়োগকর্তার কাছে সকল উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা পরস্পরের সমান হয়; এবং (৩) সকল নিয়োগক্ষেত্রে প্রত্যেকটি উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা পরস্পরের সমান হয়।

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের অনুমিত শর্তাবলী[23]: প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বটি বহু অনুমিত শর্তাবলীর উপর নির্ভরশীল। যথা,—

১. বাজারসমূহে নিখুঁত প্রতিযোগিতা[24] ও সমাজে পূর্ণ নিয়োগ[25] রহিয়াছে।

২. উপাদানগুলির প্রত্যেকটির প্রান্তিক উৎপাদন পরিমাপ করা ও জানা সম্ভব।

৩. অন্যান্য উপাদানগুলি অপরিবর্তিত রাখিয়া অপর এক বা একাধিক উপাদান অধিক মাত্রায় নিয়োগে উৎপাদন প্রক্রিয়ার কিছুমাত্র বিঘ্ন ঘটে না। অর্থাৎ উপাদান নিয়োগের অনুপাতে পরিবর্তন ইচ্ছামত ঘটান চলে এবং তাহাতে উৎপাদনের কোন অসুবিধা হয় না।

৪. যে কোন উপাদানের সকল এককগুলি সমান দক্ষতাপূর্ণ এবং উহাদের একটির পরিবর্তে অপর যে কোনটি স্বচ্ছন্দে নিয়োগ করা যায়।

৫. উপাদানগুলি সম্পূর্ণ সচল। এইজন্য, কোথাও কোন উপাদানের পারিশ্রমিক উহার প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের কম হইলে উহা অন্যত্র চলিয়া যাইবে এবং ফলে সর্বত্র উপাদানের আয় বা পারিশ্রমিক উহার প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের সমান হইবে।

৬. উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উৎপন্ন বিধিটি কার্যকর রহিয়াছে।

৭. প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের সমপরিমাণ পারিশ্রমিক প্রত্যেক উপাদানকে দেওয়া হইলে, মোট উৎপন্ন নিঃশেষে বিভক্ত হইয়া যাইবে।

৮. প্রত্যেক উৎপাদক প্রতিষ্ঠান সর্বদা সর্বাধিক মুনাফা উপার্জনের উদ্দেশ্য লইয়া উপাদান নিয়োগ করে।

৯. ইহা দীর্ঘকালীন সময়ে প্রযোজ্য।

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বের সমালোচনা
CRITICAL ESTIMATE OF THE MARGINAL PRODUCTIVITY THEORY

বহুবিধ শর্তনির্ভর বন্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বের বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনাই করা হইয়াছে। আমরা সংক্ষেপে উহাদের উল্লেখ করিতেছি।

১. তত্ত্বটি নিখুঁত প্রতিযোগিতা ও পূর্ণ নিয়োগের আদর্শ অবস্থা কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত দুইটিই অবাস্তব অনুমান। সুতরাং বাস্তবে উপাদানগুলির পারিশ্রমিক

23. Assumptions of the Marginal Productivity Theory.
24. Perfect Competition. 25. Full Employment.

উহাদের প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের ও প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের সমান হয় না! উহা অপেক্ষা কম হয়। তবে আধুনিক অর্থবিজ্ঞানী চেম্বারলিন প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বটির সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে, অনিখুঁত প্রতিযোগিতায়, উপাদানের পারিশ্রমিক উহার প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের (VMP) অপেক্ষা কম হইলেও, উহার প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের (MRP) সমান হয়।

২. প্রত্যেকটি উপাদানের স্বতন্ত্র প্রান্তিক উৎপন্ন জানা সম্ভব নয়। কারণ, উৎপন্ন সামগ্রীটি সকল উপাদানের সংযুক্ত উৎপন্ন। তবে, কোন একটি উপাদানের স্বতন্ত্র প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্ন পরিমাপ করা না গেলেও, প্রান্তিক নীট আয়-উৎপন্নের ধারণাটির সাহায্যে এই অসুবিধা দূর করা যাইতে পারে। অন্যান্য অপরিবর্তিত উপাদানের সহিত এক একক অতিরিক্ত পরিমাণে নিযুক্ত পরিবর্তনীয় উপাদানটি ব্যবহার করিয়া মোট আয় যতটুকু বাড়ে তাহা হইতে অন্যান্য অপরিবর্তিত উপাদানগুলি ব্যবহারের আনুপাতিক খরচ বাদ দিলে অবশিষ্টাংশকে পরিবর্তনীয় উপাদানটির প্রান্তিক নীট আয়-উৎপন্ন (MNRP)[২৬] বলিয়া গণ্য করা যায়। এইভাবে প্রান্তিক উৎপন্ন পরিমাপ করা সম্ভব হইতে পারে।

৩. অন্যান্য উপাদান অপরিবর্তিত রাখিয়া কোন একটি উপাদানের নিয়োগ অতি অল্প মাত্রায় (এক একক করিয়া) বাড়ান চলে না। কারণ, প্রথমত, সকল উপাদান অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাত্রায় বিভক্ত নহে। দ্বিতীয়ত, উদ্যোক্তা নামক উপাদানটি মোটেই এরূপ পরিবর্তনীয় নহে। তৃতীয়ত, কিরূপ অনুপাতে বিবিধ উপাদানগুলি ব্যবহার করিতে হইবে তাহা কারিগরি অবস্থার[২৭] দ্বারা নির্ধারিত হয়। উহা কাহারও ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। সুতরাং উহাতে পরিবর্তন করিতে গেলে উৎপাদনে বিশৃংখলা ঘটিতে এমনকি উৎপাদন কার্যই বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।

৪. একই উপাদানের সকল এককগুলি দক্ষতায় সমান হয় না। সুদক্ষ সকল শ্রমিকের দক্ষতায়ও কমবেশি পার্থক্য থাকে। সকল উদ্যোক্তা সমান দক্ষ নয়।

৫. উপাদানগুলি সম্পূর্ণ সচল নহে। ভূমির সচলতা সর্বাপেক্ষা কম। বিশেষায়ণের দরুন শ্রমের ও পুঁজির সচলতা কমিয়া যায়।

৬. ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উৎপন্নের বিধিটির উপর এই তত্ত্বটি একান্তভাবেই নির্ভরশীল। কিন্তু ইহা প্রমাণ করা যায় যে, ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক বিধি কার্যকর থাকিলে, প্রত্যেকটি উপাদান উহার প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের সমপরিমাণ পারিশ্রমিক পাইলে মোট উৎপন্নের একটি অবশিষ্টাংশ বা উদ্বৃত্ত থাকিয়া যাইবে। সমগ্র উৎপন্ন-আয় নিঃশেষে বিভক্ত হইবে না। তেমনি যদি ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপন্নবিধিটি কার্যকর থাকে, তবে প্রত্যেকটি উপাদানকে উহার প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের সমপারিশ্রমিক দেওয়া হইলে মোট আয়-উৎপন্নে ঘাটতি হইবে। কেবল যদি সমহার প্রান্তিক উৎপন্নবিধি কার্যকর থাকে, তবেই প্রত্যেক উপাদান উহার প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের সমান পারিশ্রমিক পাইলে মোট আয়-উৎপন্নটি সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইবে, কোন উদ্বৃত্তও থাকিবে না কিংবা ঘাটতিও হইবে না।

৭. এই তত্ত্বে উপাদানের যোগানের দিকটি মোটেই বিবেচনা করা হয় নাই। প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা উপাদানের চাহিদা নির্ধারণ করে, কিন্তু মাত্র চাহিদার দ্বারা কোন কিছুর দাম নির্ধারিত হইতে পারে না। উহার জন্য চাহিদা ও যোগান উভয়ের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া আবশ্যক।

৮. প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বের একটি অনুসিদ্ধান্ত এই যে, পারিশ্রমিকের হার উপাদানের নিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণ করে। যদি মজুরির হার কমে তবে শ্রমিকগণের নিয়োগ বাড়িবে। কিন্তু কীন্‌স্‌ দেখাইয়াছেন যে, মজুরির হারের উপর

26. Marginal net revenue product. 27. Technical considerations.

নিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে না; উহা নির্ভর করে সামগ্রিক চাহিদার[28] উপর। যদি মজুরির হারই শ্রমের নিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণ করিত তবে মন্দার বাজারে মজুরি হ্রাস ও ক্রমবর্ধমান কর্মহীনতা একসঙ্গে ঘটিত না।

উপসংহার: উপরোক্ত সীমাবদ্ধতাগুলির জন্য বন্টনের সাধারণ তত্ত্ব হিসাবে একদা জনপ্রিয় প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বটি বর্তমানে জাতীয় আয়ের ক্রিয়াগত বণ্টনের সন্তোষজনক তত্ত্বরূপে আর বিবেচিত হয় না। উপাদানের পারিশ্রমিক নির্ধারণে নানারূপ সামাজিক ও প্রতিষ্ঠানগত বিষয়ের (যথা ট্রেড ইউনিয়ন, ন্যূনতম মজুরি আইন, এক-চেটিয়া কারবার, সরকারী কারবার ইত্যাদি) প্রভাব হইতে ইহাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। গতিশীল অর্থনীতিতে উপাদানের পারিশ্রমিক কিভাবে ও কিসের দ্বারা নির্ধারিত হয় এই প্রশ্নের সঠিক ও সন্তোষজনক কোন উত্তর প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব হইতে পাওয়া যায় না।

28. Aggregate Demand.

১৭

মজুরি
WAGES

[**আলোচিত বিষয়ঃ** সংজ্ঞা—মজুরি—মজুরির হার—মজুরির স্তর—প্রকৃত মজুরি—শ্রমের বৈশিষ্ট্য—মজুরির হারের পার্থক্য—সমতাকারী ও বৈষম্যকারী পার্থক্য—শ্রমের যোগান ও চাহিদা—**মজুরি-তত্ত্বসমূহ**—লৌহবিধি বা ন্যূনতম ভরণপোষণতত্ত্ব—মজুরি তহবিলতত্ত্ব—জীবনযাত্রার মানের তত্ত্ব—প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব—চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব—মজুরির উপর শ্রমিক সংঘের প্রভাব—মজুরির সাধারণ স্তর।]

সংজ্ঞাঃ উৎপাদনে শ্রমিক যে সেবার যোগান দেয় মজুরি হইতেছে উহার দাম বা পারিশ্রমিক। উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা নিয়োগকারীর নিকট উহা পণ্য উৎপাদনের অন্যতম খরচ (শ্রম ব্যবহারের খরচ), আর শ্রমিকের নিকট উহা আয় বা উপার্জন।

মজুরি বলিলে, অর্থবিদ্যায় নির্দিষ্ট কালব্যাপী (ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস, বৎসর) কায়িক ও মানসিক শ্রমের আর্থিক পারিশ্রমিককে বুঝায়। অর্থাৎ মজুরি হইতেছে ঘণ্টা প্রতি, দিন প্রতি, সপ্তাহ বা মাস-প্রতি পারিশ্রমিকের বা মজুরির হার[1]।

মজুরির স্তর[2] কথাটিও অর্থবিদ্যায় ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা নানারূপ মজুরির হারের একটি গড়পড়তা মাত্রা বুঝান হয়। ইহা একটি আনুমানিক হিসাব মাত্র (দাম-স্তরের মত) এবং সে কারণে ইহা সুস্পষ্ট কিছু নহে। তবে এই ত্রুটি সত্ত্বেও মজুরির স্তরের ধারণাটি নানা ক্ষেত্রে ব্যবহারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

আর্থিক মজুরি দ্বারা যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মাদি ক্রয় ও ভোগ করা সম্ভব হয় তাহাই **প্রকৃত মজুরি**[3]। সুতরাং প্রকৃত মজুরি নির্ভর করে প্রধানত আর্থিক মজুরির পরিমাণ ও দামস্তরের উপর। আর্থিক মজুরির পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকিয়া দামস্তর বাড়িলে প্রকৃত মজুরি কমে ও দামস্তর কমিলে প্রকৃত মজুরি বাড়ে। তাহা ছাড়া, কাজে অন্যান্য প্রকার আনুষঙ্গিক উপার্জনের সুযোগ[4] আছে কিনা, অথবা বিনা পারিশ্রমিকে অতিরিক্ত কাজ করিতে হয় কিনা, পারিশ্রমিক নিয়মিত পাওয়া যায় কিনা, কাজের শর্তাবলী ও পরিবেশ অনুকূল কিনা এবং ভবিষ্যতে উন্নতির সুযোগ কিরূপ, ইত্যাদি বিষয়ের উপরও প্রকৃত মজুরি নির্ভর করে।

শ্রমের বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্র মজুরি তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তাঃ বন্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বটি একটি সাধারণ তত্ত্ব[5] এবং সে হিসাবে উহা দ্বারা শ্রম সমেত সকল উপাদানের আয় নির্ধারণ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা যায় এবং এ পর্যন্ত উদ্ভাবিত যাবতীয় সাধারণ বন্টন তত্ত্বসমূহের মধ্যে ইহাই সর্বাধিক সন্তোষজনক বলিয়া এখনও অনেকের ধারণা। কিন্তু তত্ত্বটি বিশেষভাবেই নিখুঁত প্রতিযোগিতার উপর নির্ভরশীল এবং দীর্ঘ-কালীন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তাহা ছাড়া ইহার অন্যান্য এমন কতকগুলি সীমাবদ্ধতা আছে যাহার দরুন শ্রমের পারিশ্রমিক নির্ধারণ প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণে

1. Wage rate. 2. Wage level. 3. Real wages.
4. Opportunities of subsidiary earnings. 5. General Theory.

ইহা অনেকের নিকট গ্রহণযোগ্য নহে। শ্রমের নিজ বৈশিষ্ট্যগুলিও শ্রমের পারিশ্রমিক নির্ধারণে স্বতন্ত্র তত্ত্বের দাবি করে।

এই সকল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সর্বপ্রধান হইতেছে এই যে, শ্রম একটি নিছক উপাদান নয়, উপাদানগুলির মধ্যে ইহা একটি মানবিক উপাদান এবং ইহা নানারূপ সামাজিক-মানসিক বিষয়ের সহিত জড়িত। যে কোন দেশে বা সমাজে সর্বাধিক সংখ্যক অধিবাসীর আয়ই কায়িক-মানসিক শ্রমের দ্বারা উপার্জিত হয়। সে কারণে, জাতীয় আয়ে মজুরির মোট অংশই বেশি। মানবিক উপাদান বলিয়া, শ্রমের যোগান শুধু অর্থনীতিক বিষয়ের উপরই নির্ভর করে না। কাজের পছন্দ-অপছন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছাও শ্রমের যোগানকে প্রভাবিত করে। এজন্য শ্রমের যোগান রেখার একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। উহা দক্ষিণে আংশিক ঊর্ধ্বগামী হইয়া অবশেষে বামে উপরে উঠিতে পারে। অর্থাৎ মজুরি বাড়িলে সর্বদাই শ্রমের যোগান নাও বাড়িতে পারে। তাহা ছাড়া, তত্ত্বগত আলোচনার খাতিরে শ্রমের সকল একক (অর্থাৎ সকল শ্রমিক) সমদক্ষ বলিয়া কল্পনা করা হইলেও বাস্তবে শ্রম মোটেই সমদক্ষতাপূর্ণ একক লইয়া গঠিত উপাদান নয়। এজন্য কখনও শ্রমের একটি-মাত্র মজুরিহার দেখা যায় না। যত বিভিন্ন প্রকারের দক্ষতাবিশিষ্ট শ্রমিক আছে তাহাদের মজুরির হারও তত প্রকার। এজন্য মজুরির হারের এত বিভিন্নতা দেখা যায়। এসকল কারণে শ্রমের পারিশ্রমিক নির্ধারণে স্বতন্ত্র তত্ত্বের সৃষ্টি হইয়াছে।

মজুরির হারের পার্থক্য
WAGE DIFFERENTIALS

মজুরির হার (আর্থিক মজুরি) সর্বত্র একরূপ নয়; বিবিধ পেশায়[6], বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন দেশে মজুরির হারের বিভিন্নতা দেখা যায়।

বিভিন্ন পেশায় মজুরির হারের বিভিন্নতার কারণ হইল,—বিভিন্ন কাজের প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকার। কষ্টসাধ্য বা বিপজ্জনক কাজে মজুরি বেশি হয়। বিভিন্ন কাজে উন্নতির সুযোগ সম্ভাবনা এক নয়; যে কাজে ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনা বেশি উহার বর্তমান মজুরি কম হইতে পারে। বিভিন্ন কাজের নিয়োগকাল একরূপ নয়: যে কাজে দীর্ঘকাল নিযুক্ত থাকা যায় উহার মজুরি অপেক্ষাকৃত কম হয়। বিভিন্ন কাজের মর্যাদা এক নয়। অনেক কাজের সামাজিক মর্যাদা বেশি বলিয়া অপেক্ষাকৃত কম মজুরিতেই তাহাতে মানুষ আকৃষ্ট হইতে পারে (শিক্ষক)। তাহা ছাড়া, মানুষে মানুষে প্রকৃতিগত দক্ষতার পার্থক্যও স্বাভাবিক; এজন্য একই কাজে নিযুক্ত দুই ব্যক্তির আয়ের পার্থক্য খুবই ঘটিতে দেখা যায়, পৃথক বৃত্তি পেশা বা কর্মে এই পার্থক্য আরও স্বাভাবিক। সর্বোপরি বিত্ত, আয়, শিক্ষা, পেশা ইত্যাদির পার্থক্যের দ্বারা মানুষে মানুষে ব্যবধান রচনা করিয়া সমাজে এমন কতক-গুলি পৃথক পৃথক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইয়াছে যাহারা কর্মক্ষেত্রে একে অপরের আদৌ প্রতি-যোগী নহে। এই সকল অপ্রতিযোগী গোষ্ঠীর[7] (উকিল, ইঞ্জিনীয়ার, চিকিৎসক, শিক্ষক ইত্যাদি) মধ্যে পারিশ্রমিকের যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। একগোষ্ঠী হইতে যদি সহজেই কেহ অপর গোষ্ঠীতে যোগদান করিতে পারিত, তবে বিবিধ গোষ্ঠীর আয়ে এই পার্থক্য থাকিত না। ইহা আসলে শ্রমের সচলতার অভাবজনিত পার্থক্য[8]।

বিভিন্ন সময়ে মজুরির হারের যে পার্থক্য দেখা যায় তাহা শ্রমের চাহিদা ও যোগান উভয় অবস্থার পরিবর্তনের ফলমাত্র।

একই সময়ে বিভিন্ন দেশে মজুরির হারের পার্থক্যের প্রধান কারণ বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রমের সচলতার অভাব।

6. Occupation. 7. Non-competing groups.
8. Lack of mobility of labour.

মজুরির সমতাকারী ও বৈষম্যকারী পার্থক্য[9]**:** আর্থিক মজুরির পার্থক্যগুলি কিন্তু সর্বক্ষেত্রে মজুরির প্রকৃত পার্থক্য নির্দেশ করে না। **কতকগুলি ক্ষেত্রে, বিবিধ কাজের বা পেশার মধ্যে যে সকল প্রকৃত বা অনার্থিক পার্থক্য**[10] **থাকে, তাহা আর্থিক মজুরির বা পারিশ্রমিকের তারতম্যের দ্বারা পূরণ করা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে আর্থিক মজুরির পার্থক্যকে সমতাকারী পার্থক্য** বলিয়া গণ্য করা যায়। যে সকল কাজ কষ্টসাধ্য, ক্লান্তিকর, যাহার সামাজিক মর্যাদা কম, যাহাতে নিয়োগ কাল অনিয়মিত, যাহাতে বৎসরের অধিকাংশ সময়ে কাজের ব্যবস্থা থাকে না, যাহাতে স্নায়ুর উপর অত্যন্ত চাপ পড়ে, যাহাতে ময়লা ঘাটিতে হয়, এসকল কাজে মানুষকে আকৃষ্ট করিতে হইলে বেশি মজুরি দিতে হয়; তুলনায় যে সকল কাজে পরিশ্রম কম, ঝঞ্ঝাট ঝামেলা অল্প তাহাতে অনেকেই আকৃষ্ট হয় বলিয়া উহাতে মজুরিও কম। এজন্য ইঞ্জিনচালক, যন্ত্রচালক, রাজমিস্ত্রীর মজুরি বেশি এবং করণিকের মজুরি, বাগানের মালীর মজুরি কম হয়। এরূপ দুইটি বিপরীত ধরনের কাজে সক্ষম কোন ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় অধিক মজুরির কাজটির পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত অল্প মজুরির কাজ বাছিয়া লয় তবে বুঝিতে হইবে যে, ঐ দুইটি ক্ষেত্রে মজুরির যে পার্থক্য তাহা সমতাকারী পার্থক্য। সকল শ্রম (মানুষ) সমান দক্ষ হইলেও এইরূপ মজুরির সমতাকারী পার্থক্য থাকিত।

কিন্তু মজুরির সকল পার্থক্য সমতাকারী পার্থক্য নয়। **বৈষম্যকারী পার্থক্যও** আছে। অনেক উচ্চপদে কাজ কম, পরিশ্রম কম, দায়িত্ব ও ঝঞ্ঝাটও কম, অথচ তাহাতে পারিশ্রমিক অনেক বেশি। এরূপ ক্ষেত্রে মজুরির পার্থক্য হইতেছে বৈষম্যকারী পার্থক্য। মজুরির এরূপ **বৈষম্যকারী পার্থক্যের কারণ** একাধিক। ইহার প্রধান কারণ সকল শ্রম সমজাতীয়, সমগুণাগুণসম্পন্ন সমদক্ষ[11] নয়। মানুষে মানুষে গুণগত, দক্ষতাগত প্রাকৃতিক পার্থক্য আছে। **গুণ বা দক্ষতা ভেদে মজুরির পার্থক্য একটি বৈষম্যকারী পার্থক্য।** দ্বিতীয়ত, **শ্রমিকসংঘ, নিম্নতম মজুরি আইন প্রভৃতির দরুন** কোন বিশেষ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকগণের মজুরির হার অন্যত্র নিযুক্ত শ্রমিকগণের মজুরির হার অপেক্ষা বেশি হইতে পারে। তৃতীয়ত, শ্রমের বাজার অর্থাৎ নিয়োগের **সঠিক সংবাদ না রাখিবার ফলেও** এক স্থানের শ্রমিকরা অন্য স্থানের বা অন্যশিল্পের শ্রমিকগণ অপেক্ষা কম মজুরিতে কাজ গ্রহণ করিতে পারে। অর্থাৎ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রকার ক্ষেত্রে মজুরির বৈষম্যকারী পার্থক্য শ্রমের বাজারের অনিখুঁত অবস্থা হইতে দেখা দেয়। ইহার ফলে শ্রমের বাজারে কতকগুলি অপ্রতিযোগী শ্রমিকগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। ইহাদের একগোষ্ঠী হইতে অপর গোষ্ঠীতে চলাচলের বিঘ্ন থাকে। সুতরাং গোষ্ঠী বদল দুরূহ হয় (ডাক্তার উকীল হইতে পারে না)। অনেক ক্ষেত্রে একগোষ্ঠীর সহিত অপর গোষ্ঠীর খানিক সীমাবদ্ধ প্রতিযোগিতা সম্ভব হইলেও উহারা পরস্পরের সম্পূর্ণ প্রতিযোগী হয় না। সুতরাং উহারা একে অপরের সম্পূর্ণ পরিবর্তক হয় না। ফলে একের মজুরি দীর্ঘকাল ধরিয়া বেশি ও অপরের মজুরি দীর্ঘকাল ধরিয়া কম থাকিতে পারে। ইহার মূল কারণ অবশ্য **চাহিদা যোগানের তারতম্য।** কশাইয়ের তুলনায় ডাক্তারের সংখ্যা যদি কম হয়, তবে কশাইয়ের পারিশ্রমিকের তুলনায় ডাক্তারের মজুরি অর্থাৎ পারিশ্রমিক বেশি হইবে। কশাইয়ের সংখ্যা কম হইলে তাহাদের মজুরি বাড়িবে সন্দেহ নাই। কিন্তু কশাইয়ের মজুরি যতই বেশি হোক না কেন, ভাল শল্যচিকিৎসকের মজুরি সকল দেশেই কশাইয়ের মজুরি অপেক্ষা বেশি। কারণ প্রথমত, ভাল শল্যচিকিৎসকের প্রাকৃতিক দক্ষতা একটি বিরল গুণ এবং সমাজে শল্যচিকিৎসকের যোগান চাহিদার তুলনায় এবং কশাইয়ের যোগানের তুলনায় কম।

প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক দক্ষতার বা গুণাবলীর জন্য **মজুরির যে বৈষম্যকারী পার্থক্য ঘটে,** সেরূপ ক্ষেত্রে **ঐ মজুরির অনেকটাই খাজনা-জাতীয় আয়** বলিয়া গণ্য করা যায়।

---

9. Equalizing and non-equalizing wage differentials.
10. Non-money differences. 11. Labour is not homogeneous.

আধুনিক তত্ত্ব অনুসারে বিকল্প আয়ের অতিরিক্ত আয় উপার্জিত হইলে উহাকে উপার্জনের মধ্যে খাজনা জাতীয় অংশ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। সুতরাং যে গায়ক বা শল্যচিকিৎসক ভাল টাইপিস্টের কাজ করিতে পারে তাহার টাইপিস্ট হিসাবে মজুরি অপেক্ষা গায়ক বা শল্যচিকিৎসক হিসাবে মজুরি যতটা বেশি ততটাই তাহার খাজনাজাতীয় আয় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। সুতরাং **যে সকল উচ্চ মজুরির মধ্যে অনেকটাই খাজনা-জাতীয় অংশ তাহা মজুরির বৈষম্যকারী পার্থক্যের দৃষ্টান্ত বলিয়াই গণ্য করা যায়।**

শ্রমের যোগান

SUPPLY OF LABOUR

শ্রমের মোট যোগান: সকল শ্রম একজাতীয় নহে বলিয়া শ্রমের সাধারণ মোট যোগান বলিয়া কোন কিছু কল্পনা করা কঠিন। সুতরাং শ্রমের স্বল্পকালীন ও দীর্ঘ-কালীন যোগান রেখার ধারণাটি বিলক্ষণ ত্রুটিপূর্ণ। অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে পণ্য ভেদ থাকায় যেমন শিল্পের মোট যোগান রেখা বলিয়া কিছু নাই, শ্রমের ক্ষেত্রেও সেরূপ। তৎসত্ত্বেও বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য এরূপ রেখা কল্পিত হইয়া থাকে।

স্বল্পকালীন সময়ে শ্রমের মোট যোগান নির্ভর করে: (১) জনসংখ্যার পরিমাণ; (২) কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যার অনুপাত; (৩) প্রতি সপ্তাহে বা মাসে শ্রমিকগণ গড়ে কত ঘণ্টা কাজ করে; (৪) শ্রমিকগণের দক্ষতা; এবং (৫) কাজের প্রতি জনসাধারণের মনোভাব—ইত্যাদি বিষয়ের উপর। এবং ধরিয়া লওয়া হয় যে, স্বল্পকালীন সময়ে মজুরির হারের তারতম্যের দ্বারা মানুষের কাজের ইচ্ছাকে প্রভাবিত করা যায়।

দীর্ঘকালীন সময়ে শ্রমের মোট যোগান নির্ভর করে জন্মহার ও মৃত্যুহারের উপর. মজুরির হার বৃদ্ধির দীর্ঘকালীন প্রতিক্রিয়ার উপর। মজুরির হার বৃদ্ধির ফলে দীর্ঘ-কালীন সময়ে জন্মহারের হ্রাসবৃদ্ধি যাহাই হোক না কেন. মৃত্যুহার কমিবেই। সুতরাং মার্শালের অভিমত এই যে, দীর্ঘকালীন সময়ে মজুরির হারের বৃদ্ধির ফলে শ্রমের যোগান বাড়িবে।

মজুরির হার বৃদ্ধির পরিবর্তক প্রতিক্রিয়া ও আয়-প্রতিক্রিয়া[12]**:** স্বল্পকালীন সময়ে মজুরির হার বাড়িলে উহা শ্রমের যোগান বাড়াইতেও পারে, আবার কমাইতেও পারে। কিংবা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বাড়িয়া তাহার পর উহা কমিতেও পারে। ইহার কারণ কি? মজুরির হার বৃদ্ধির পরি-বর্তক প্রভাব ও আয়-প্রভাবের মধ্যে ইহার কারণটি খুঁজিতে হইবে। ১৭·১নং রেখা-চিত্রের দ্বারা ইহা ব্যাখ্যা করা গেল। OX শ্রমের যোগান ও OY মজুরির হার মাপি-তেছে। মজুরির হার OR_1 হইতে বাড়িয়া OR হইলে শ্রমের যোগান R_1d_1 হইতে বাড়িয়া Rd (=OM) হইল। তাহার পর মজুরির হার আরও বাড়িয়া OR_2 হইলে শ্রমের যোগান কমিয়া R_2d_2 হইল। ফলে d_1, d ও d_2 বিন্দুগুলি সংযুক্ত করিলে যে SS যোগান রেখা পাওয়া গেল তাহা প্রথমে d বিন্দু পর্যন্ত দক্ষিণে উপরে উঠিয়া d বিন্দুর পর হইতে পশ্চাতে বা বামে হেলিয়াছে। ইহার কারণ কি?
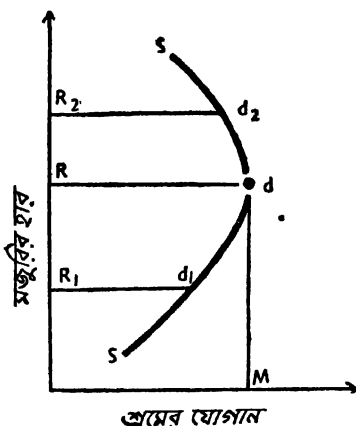
১৭·১নং রেখাচিত্র

12. Substitution effect and income effect of a rise in wages.

ইহার কারণ হইতেছে, মজুরির হার বাড়ান মাত্র শ্রমিকের সম্মুখে প্রশ্ন উপস্থিত হইবে, 'এবার বিশ্রামের সময় পরিত্যাগ করিয়া উহার পরিবর্তে অধিক মজুরিতে কাজ করিব কিনা'। এবং যেহেতু এবার বিশ্রামের তুলনায় কাজের মজুরি বেশি, সেহেতু শ্রমিকটি বিশ্রামের পরিবর্তে কাজ করিতে রাজি হইবে। ইহা হইল পরিবর্তক প্রভাব। কিন্তু, যতই বেশি মজুরিতে শ্রমিকগণ কম সময় বিশ্রাম করিয়া বেশি সময় কাজ করিবে, ততই তাহাদের আয়ও বাড়িবে। এবার মজুরি বৃদ্ধির আয় প্রভাব আরম্ভ হইবে। বেশি আয় উপার্জন করায় তাহারা অধিক পরিমাণে নানারূপ ভোগ্যপণ্য কিনিতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু তাহারা যেমন এখন নানারূপ দামী ভোগ্যপণ্য কিনিবে তেমনি তাহারা এখন অধিক বিশ্রামও 'কিনিতে' চাহিবে। অর্থাৎ অবস্থা এখন স্বচ্ছল হওয়ায় তাহারা এখন শনিবারে কাজ করা বন্ধ করিবে, কিংবা অতিরিক্ত সময় কাজ আর করিবে না, সপ্তাহ দু' ছুটি লইয়া পুরী, দীঘা কি দার্জিলিং বেড়াইতে যাইবে।

মজুরি বৃদ্ধির এই পরিবর্তক প্রভাব ও আয় প্রভাব পরস্পর বিরোধী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। একটির দরুন যোগান বাড়ে, অপরটির দরুন যোগান কমে। শেষ পর্যন্ত যোগান কমিবে না বাড়িবে তাহা ব্যক্তির উপর ঐ দুটি প্রভাবের আপেক্ষিক শক্তির উপর নির্ভর করে। d বিন্দু পর্যন্ত আয় প্রভাব অপেক্ষা পরিবর্তক প্রভাবের শক্তি বেশী বলিয়া ঐ পর্যন্ত যোগান রেখা দক্ষিণে উপরের দিকে উঠিয়াছে। অর্থাৎ মজুরি বৃদ্ধির সহিত শ্রমের যোগান বাড়িয়াছে। কিন্তু d বিন্দুর পর হইতে পরিবর্তক প্রভাব অপেক্ষা আয় প্রভাব অধিক শক্তিশালী হওয়ায় যোগান রেখা SS, d বিন্দুর পর হইতে বামে উপরে উঠিতেছে। অর্থাৎ মজুরি বৃদ্ধির ফলে তখন হইতে শ্রমের যোগান হ্রাস আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রমের চাহিদা

DEMAND FOR LABOUR

শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য (VMPL)[১৩] উহার প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের (MRPL) সমান (VMPL=MRPL) ধরিয়া লইয়া বাজারে শ্রমের মোট চাহিদা রেখা কল্পনা করা যায়। কিন্তু তাহাতে কিছু অসুবিধা আছে। এজন্য, ধরিয়া লইতে হইবে যে শ্রমের সকল এককগুলি সমান দক্ষতাবিশিষ্ট বা সমজাতীয়[১৪] এবং এরূপ সমজাতীয় শ্রমের এককগুলির প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্নকে[১৫] উৎপন্ন সামগ্রীর গড় দাম দিয়া গুণ করিলে তবে এই রেখাটি পাওয়া যাইবে। দামস্তরের পরিবর্তনে, শ্রমের এই চাহিদা রেখা স্থান পরিবর্তন করিবে এবং তাহাতে নিয়োগ (শ্রমের) বা কর্মসংস্থানের পরিমাণেরও পরিবর্তন ঘটিবে।

মজুরিতত্ত্বসমূহ

WAGE THEORIES

মজুরি সম্পর্কে এপর্যন্ত অনেক তত্ত্বই প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু উহাদের কোনটিই সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। পুরাতন মজুরিতত্ত্বগুলির মধ্যে জার্মান সমাজ-তন্ত্রী ল্যাজেলের মজুরির লৌহবিধি[১৬] বা ন্যূনতম ভরণপোষণ তত্ত্ব[১৭], মিল-এর মজুরি-তহবিল তত্ত্ব[১৮] এবং জীবনযাত্রার মানের তত্ত্ব[১৯] উল্লেখযোগ্য। অপেক্ষাকৃত আধুনিক তত্ত্বের মধ্যে নয়া ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানিগণের মজুরির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বটির[২০] নাম করা যাইতে পারে। আরও সম্প্রতিকালে মজুরির চাহিদা ও যোগানের তত্ত্বটি[২১] প্রচারিত

13. See Ch. 16. 14. Homogeneous.
15. Marginal Physical Product (MPP). 16. The Iron Law of Wages.
17. The Subsistence Theory. 18. The Wages Fund Theory.
19. The standard of Living Theory.
20. The Marginal Productivity Theory of wages.
21. The Demand and Supply Theory of wages.

হইয়াছে। পুরাতন তত্ত্বগুলির কোনটি শুধু যোগান বা কোনটি কেবল চাহিদার উপর ভিত্তি করিয়া মজুরি নির্ধারণের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া উহারা পরিত্যক্ত হইয়াছে। মজুরির চাহিদা ও যোগানের আধুনিক তত্ত্বটিও অনেককে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। কারণ, শ্রমের বাজারে বাস্তব অবস্থায়, মজুরির হারের উপর নানান সরকারী আইন, মালিক ও শ্রমিকগণের দ্বিপাক্ষিক প্রভাব, তাহাদের পারস্পরিক শক্তি সম্পর্কের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির দরুন সরাসরি চাহিদা ও যোগানের বিশ্লেষণের দ্বারা মজুরির হার নির্ধারণের কোন সহজ সরল ব্যাখ্যা বাস্তবসম্মত হইবে না বলিয়া তাহাদের অভিমত। কীন্‌সের নিয়োগতত্ত্বও মজুরির হার সম্পর্কে ব্যষ্টিগত অর্থনীতিক তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা প্রমাণ করিয়াছে। ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছে যে, দেশে আয় ও নিয়োগের স্তর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া শ্রমের চাহিদা ও যোগানের বিশ্লেষণ করা যায় না। সুতরাং অর্থবিজ্ঞানিগণ এখনও অধিকতর সন্তোষজনক মজুরিতত্ত্বের অনুসন্ধানী। আমরা সংক্ষেপে এই সকল বিবিধ মজুরি তত্ত্বগুলি আলোচনা করিব।

মজুরির লৌহবিধি বা ন্যূনতম ভরণপোষণতত্ত্ব ঃ পুরাতন তত্ত্ব
THE IRON LAW OR THE SUBSISTENCE THEORY OF WAGES

ইহার মূল বক্তব্য ছিল যে, শ্রমিকগণের ন্যূনতম ভরণপোষণ, অর্থাৎ কোন মতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যে পরিমাণ আয় দরকার তাহাদের মজুরি উহার সমান হইবে। কারণ যদি মজুরির হার কখনও বাড়ে তবে, জনসংখ্যা বাড়িয়া শ্রমের যোগান বাড়াইবে ও তাহাতে মজুরির হার পুনরায় কমিয়া যতটুকু না হইলে শ্রমিকগণ কোনমতে বাঁচিতে পারিবে না, তাহার সমান হইবে। আর মজুরির হার যদি তাহা অপেক্ষাও কম হয়, তবে জনসংখ্যা ও শ্রমের যোগান কমিয়া যাইবে ও তাহাতে শেষ পর্যন্ত মজুরির হার পুনরায় বাড়িবে।

ইহার প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহাতে শুধু শ্রমের যোগানের কথাই বিবেচিত হইয়াছে, চাহিদার প্রভাব স্বীকার করা হয় নাই। মজুরির বৃদ্ধিতে জনসংখ্যা ও শ্রমের যোগান বাড়িবে বলিয়া ধরা হইয়াছে, ইহাও সর্বদা সত্য নয়। মজুরির উপর শ্রমিক আন্দোলনের প্রভাবও ইহাতে গণ্য করা হয় নাই। শ্রমিক আন্দোলনের দরুন মজুরির হার ন্যূনতম ভরণপোষণের স্তরের বেশি হইতে পারে। মজুরির হারের তারতম্যেরও কোন ব্যাখ্যা ইহা দিতে পারে নাই।

মজুরি তহবিল তত্ত্ব ঃ পুরাতন তত্ত্ব
THE WAGES FUND THEORY

ইহাতে কল্পনা করা হইয়াছিল যে একটি দেশে বিভিন্ন প্রকারের শিল্পে যত পুঁজি খাটিতেছে উহার একটি স্থির নির্দিষ্ট অংশ শ্রমিকগণের মজুরির জন্য বরাদ্দ আছে। দেশে শ্রমিক সংখ্যা বাড়িলে শ্রমিক প্রতি এই মজুরি তহবিলের প্রাপ্য অংশ কমিবে, অর্থাৎ মজুরির হার কমিবে। যদি কোন একটি শিল্পে মজুরির হার বাড়ে তবে অন্য কোন না কোন শিল্পে মজুরির হার কমিবে। কারণ মোট মজুরি তহবিলটির পরিমাণ স্থির নির্দিষ্ট। সকল শিল্পে মজুরি বাড়িলে মুনাফা কমিয়া যাইবে। ইহাতে মালিকগণ কলকারখানা বন্ধ করিয়া পুঁজি তুলিয়া লইবে। সুতরাং তখন শ্রমিকগণের মধ্যে বেকার সংখ্যা বাড়িবে ও শেষ পর্যন্ত মজুরির হার আবার কমিবে।

ইহার প্রধান ত্রুটি এই যে, পুঁজির একটি অংশ মজুরি প্রদানের জন্য স্থির নির্দিষ্ট থাকে ইহা আদৌ সত্য নয়। আসলে শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন সম্পদ বা উহার মূল্য হইতেই মজুরি দেওয়া হয়, পুঁজি হইতে নয় এবং মজুরি তহবিল বলিয়া কোন তহবিলেরও অস্তিত্ব নাই। মুনাফা কমিয়া গেলেই মালিকরা শিল্প ত্যাগ করে তাহাও সম্পূর্ণ সত্য নয়। ভবিষ্যতে মুনাফা বৃদ্ধির আশা থাকিলে তাহারা বর্তমানে কম মুনাফায় এবং

এমনকি আংশিক লোকসানেও উৎপাদন অব্যাহত রাখে। ইহা মজুরির হারের পার্থক্যেরও কোন কারণ দেখাইতে পারে নাই। ইহাও শুধু শ্রমের যোগানের দিক বিবেচিত হইয়াছে এবং শ্রমের চাহিদাকে অপরিবর্তনীয় বলিয়া (মজুরি তহবিলের স্থির নির্দিষ্ট পরিমাণ) গণ্য করা হইয়াছে। মিল নিজেও শেষ পর্যন্ত তত্ত্বটি প্রত্যাহার করিয়াছিলেন।

জীবনযাত্রার মানের তত্ত্ব : পুরাতন তত্ত্ব
THE STANDARD OF LIVING THEORY

মজুরির ন্যূনতম ভরণপোষণের তত্ত্বটি পরিমার্জিত রূপে পরবর্তী কালে জীবন-যাত্রার মানের তত্ত্ব হিসাবে উপস্থিত হইয়াছিল। এই তত্ত্বটির বক্তব্য ছিল যে, শ্রমিকগণ যে জীবনযাত্রার মানে অভ্যস্ত, তদনুসারে তাহাদের যে পারিশ্রমিক আবশ্যক, তাহাদের মজুরির হার উহার সমান হইবে। কারণ যদি কখনও মজুরির হার বাড়ে, তবে জনসংখ্যা ও শ্রমের যোগান বৃদ্ধির ফলে মজুরির হার কমিবে ও যদি কখনও মজুরির হার কমে তবে জনসংখ্যা ও শ্রমের যোগান কমিয়া মজুরির হার বাড়িবে। সুতরাং মজুরির হার কখনও জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী আবশ্যক পারিশ্রমিকের বেশি বা কম হইতে পারে না। তত্ত্বটি যে অংশত সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ তাহাদের অভ্যস্ত জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পারিশ্রমিকের কম মজুরি দিতে চাহিলে শ্রমিকগণ আত্মরক্ষার চেষ্টায় তাঁহাতে বাধা (শ্রমিক আন্দোলন) দিতে পারে। কিন্তু, জীবনযাত্রার মানের উপর যেমন মজুরির হার নির্ভর করে তেমনি মজুরির হারও আবার জীবনযাত্রার মানের উপর প্রভাব বিস্তার করে। উহাদের সম্পর্ক পারস্পরিক।

তত্ত্বটির মূল ত্রুটি এই যে, ইহাতে শুধু শ্রমের যোগানের দিকটিই বিবেচিত হইয়াছে, শ্রমের চাহিদার দিকটি বিবেচনা করা হয় নাই। পারিশ্রমিক কাহার কম হইলে (অর্থাৎ যোগানদাম) শ্রমিকগণ তাহাতে শ্রমের যোগান দিতে অস্বীকার করিবে তাহা বলা হইয়াছে কিন্তু মালিক বা নিয়োগকর্তারা যে পারিশ্রমিকে শ্রমিক নিয়োগ করিতে চায় তাহা কোন কিছুর দ্বারা স্থির হয় কিনা এবং হইলে কিসের দ্বারা তাহা নির্ধারিত হয় (অর্থাৎ শ্রমের চাহিদা-দাম) সে সম্পর্কে তত্ত্বটি নীরব।

মজুরির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব
THE MARGINAL PRODUCTIVITY THEORY OF WAGES

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বটির মূল বক্তব্য এই যে,—(১) পণ্য ও উপাদানের বাজারে নিখুঁত প্রতিযোগিতা; (২) উপাদান বা কারকগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভাজ্য; (৩) প্রত্যেকটি উপাদানের সকল এককগুলি সমদক্ষ; (৪) অন্যান্য উপাদানের নিয়োগ অপরিবর্তিত রাখিয়া যে কোন একটি উপাদান নিয়োগের পরিমাণ সামান্য মাত্রায় বৃদ্ধি করা সম্ভবপর; (৫) উপাদানগুলি সম্পূর্ণ সচল; (৬) ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উৎপন্ন বিধিটি কার্যকর; (৭) পূর্ণ নিয়োগ—ইত্যাদি অবস্থাগুলি বজায় থাকিলে মজুরির হার শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের (=প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের) সমান হইবে।

ব্যাখ্যা : নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে অসংখ্য উৎপাদক প্রতিষ্ঠান থাকে। সুতরাং শ্রমের বাজারে অসংখ্য ক্রেতা থাকে। অতএব বাজারে শ্রমের যে প্রচলিত মজুরির হার থাকে তাহা দিয়াই সকল উৎপাদক প্রতিষ্ঠানকে শ্রমিক সংগ্রহ করিতে হয়। ঐ বাজার-চলতি মজুরির হারে যে কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় পরিমাণে কম বা বেশি শ্রমিক নিয়োগ করিতে পারে। সুতরাং উহার নিকট শ্রমের দাম বা মজুরি রেখা একটি সমান্তরাল রেখায় পরিণত হয়। ইহাই উহার নিকট কার্যত শ্রমের যোগান রেখা। ১৭·২নং রেখাচিত্রে WP_L রেখাটি এই রেখা। প্রত্যেকটি অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগে তাহাকে বাজার-চলতি মজুরির হারে মজুরি দিতে হইবে (OW)। সুতরাং এই রেখাটিই উহার নিকট শ্রমের প্রান্তিক খরচ রেখা ($WP_L = MC_L$) অর্থাৎ আমরা কল্পনা করিতে

পারি যে বাজার-চল্‌তি মজুরির হার দৈনিক ৪ টাকা (=OW)। এই মজুরিতে উহা যত ইচ্ছা শ্রমিক নিয়োগ করিতে পারে।

উৎপাদক প্রতিষ্ঠান কত সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করিবে, তাহা নির্ভর করে উহার নিকট শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য (=শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের) উপর। শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য হইতেছে, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত রাখিয়া একটি অতিরিক্ত একক শ্রমিক (শ্রমের প্রান্তিক একক) নিয়োগের দরুন যে অতিরিক্ত বস্তুগত সামগ্রী (MPP)[২২] উৎপন্ন হইবে (শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্ন), উহার আর্থিক মূল্য (VMP_L)। আর একটি অতিরিক্ত একক শ্রমিক নিয়োগের দরুন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের মোট উৎপন্ন ও বিক্রয়ের পরিমাণ এবং সে কারণে মোট আয় যতটুকু বাড়িবে তাহাই অতিরিক্ত একক শ্রম দ্বারা উৎপন্ন শ্রমের প্রান্তিক আয়উৎপন্ন (MRP_L)। নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে উহারা পরস্পর সমান হইবে ($VMP_L = MRP_L$)। উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উৎপন্নবিধিটি চালু থাকিলে অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত রাখিয়া শ্রমিক নিয়োগ ক্রমান্বয়ে বাড়ান হইলে শ্রমের বস্তুগত প্রান্তিক উৎপন্ন (MPP), উহার মূল্য (VMP_L) ও প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন (MRP_L) সকলই কমিতে থাকিবে। একারণে, শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য রেখা [=প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন রেখা ($VMP_L = MRP_L$)] দক্ষিণে নিম্নগামী হয়। ১৭·২নং রেখাচিত্রে $VMP_L = MRP_L$ রেখাটি এইরূপ।
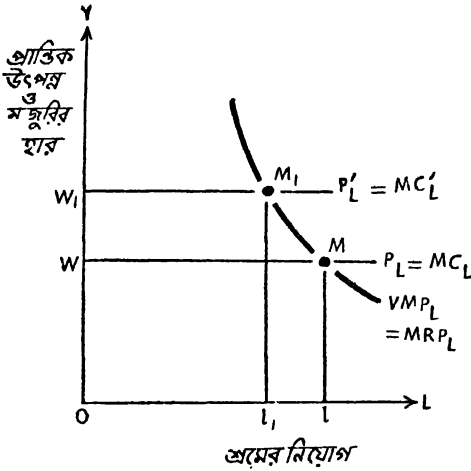
১৭·২নং রেখাচিত্র

উৎপাদক প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা কম হইলে, তখন উহার নিকট বাজার-চল্‌তি মজুরিহার অপেক্ষা শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য (=প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন) বেশি হইবে। অর্থাৎ বাজার-চল্‌তি মজুরির হার যদি ৪ টাকা হয় তবে অল্পসংখ্যক শ্রমিক নিয়োগের দরুন শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য (=প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন) হয়ত ৫ টাকা হইবে। এই অবস্থায় উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্পষ্টতঃই আরও শ্রমিক নিয়োগ করা লাভজনক। কারণ শ্রমিক নিয়োগের প্রান্তিক খরচ অপেক্ষা উহা হইতে লব্ধ প্রান্তিক আয় (উৎপন্ন) বেশি হইতেছে। সুতরাং উৎপাদক প্রতিষ্ঠানটি আরও শ্রমিক নিয়োগ করিবে। কিন্তু যতই নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা বাড়িবে, ততই মজুরির হার আগের মতই থাকিলেও শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্ন এবং উহার মূল্য ও প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন কমিতে থাকিবে। অবশেষে এক সময়ে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা এরূপ হইবে যে তাহাতে বাজার-চল্‌তি মজুরির হার ও শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য তথা শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন পরস্পরের সমান হইয়া পড়িবে। উহার বেশি সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগে শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য ও প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন মজুরির হার অপেক্ষা কম হইবে। তাহা প্রতিষ্ঠান বা নিয়োগকর্তার পক্ষে লোকসানজনক। সুতরাং যে সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত হইলে বাজার-চল্‌তি মজুরির হার

22. Marginal physical product of labour.

ও শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য ও প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন পরস্পরের সমান হইবে, প্রত্যেক উৎপাদক প্রতিষ্ঠান ঠিক সে সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করিবে। উহার বেশিও নয়, কমও নয়। ইহাই শ্রমিক নিয়োগে নিয়োগকর্তার ভারসাম্য বিন্দু।

১৭·২নং রেখাচিত্রে OW মজুরির হারে M বিন্দুটি এইরূপ ভারসাম্য বিন্দু। এই বিন্দুতে $VMP_L = MRP_L$ রেখা উপর হইতে মজুরি-প্রান্তিক খরচ রেখাকে ($WP_L = MC_L$) ছেদ করিয়া নিচে চলিয়া গিয়াছে। M বিন্দু অনুসারে ভারসাম্য শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ হইল Ol। প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে, যদি মজুরির হার বেশি হয় (OW_1), তবে মজুরি রেখাটি উচ্চতর বিন্দুতে (M_1) প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য (=প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন) রেখা $VMP_L = MRP_L$ রেখাকে ছেদ করিবে, এবং তদনুযায়ী শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ হইবে Ol_1। অর্থাৎ মজুরির হার বেশি হইলে শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ কম ও মজুরির হার কম হইলে শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ বেশি হইবে।

এইরূপে নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে স্বল্প ও দীর্ঘকালীন সময়ে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে এরূপ পরিমাণে শ্রমিক নিযুক্ত হইবে যাহাতে—

শ্রমের মজুরির হার=শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য=শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন হয়।

সমালোচনাঃ ইহার বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা হইলঃ (১) তত্ত্বটি কতকগুলি অবাস্তব শর্তের উপর প্রতিষ্ঠিত (বিস্তারিত আলোচনার জন্য ১৬শ অধ্যায়ে বণ্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের সমালোচনা দ্রষ্টব্য)।

(২) ইহাতে শ্রমের যোগানের বিষয় কিছুমাত্র বিবেচনা করা হয় নাই। সুতরাং ইহা একদেশদর্শী মত।

(৩) টাউসিগের অভিমত এই যে, নিয়োগকর্তা উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয়ের আগেই মজুরি দিয়া দেয়। এইভাবে অগ্রিম পারিশ্রমিক দিতে গিয়া নিয়োগকর্তা শ্রমিককে তাহার প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ না দিয়া, উহা হইতে কিছু সুদ কাটিয়া রাখিয়া বাকি অংশ প্রদান করে। অতএব তাঁহার মতে, মজুরি শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের বাট্টাকৃত অংশের[23] সমান হয়, প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের সমান হয় না।

(৪) মরিস ডবের মতে, শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার উপর শ্রমিকের চাহিদা নির্ভর করে না। তাহা নির্ভর করে নিয়োগকর্তার সঞ্চয়ের ইচ্ছা, অতীত মুনাফা ইত্যাদির উপর।

মজুরির চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব
DEMAND AND SUPPLY THEORY OF WAGES

আধুনিক অনেক অর্থবিজ্ঞানী প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের পরিবর্তে শ্রমের চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে মজুরির হার নির্ধারণের বিকল্প তত্ত্ব রচনার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে আংশিকভাবে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বটি গৃহীত হইয়াছে। শ্রম যে সমজাতীয় একক লইয়া গঠিত কোন উপাদান নয়, এবিষয়ে সচেতন এই বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিযুক্ত বিভিন্ন প্রকারের শ্রমকে এক একটি পৃথক গোষ্ঠী[24] বিবেচনা করিয়া পৃথক পৃথক কাজে নিযুক্ত পৃথক পৃথক শ্রমিকগোষ্ঠীর শ্রমের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা কিভাবে তাহাদের স্ব স্ব মজুরির হার স্থির হয় তাহার এক সাধারণ ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে নিখুঁত প্রতিযোগিতা ও অনিখুঁত প্রতিযোগিতা উভয়ের কথাই বিবেচিত হইয়াছে।

নিখুঁত বাজারে মজুরি নির্ধারণঃ

শ্রমের চাহিদাঃ শ্রমের চাহিদা হইল উদ্ভূত চাহিদা। শ্রমের উৎপাদনশীলতা হইতে

23. Discounted marginal product. 24. Groups of labour.

ইহার উৎপত্তি এবং শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতার উপর ইহা নির্ভরশীল। এজন্য নিয়োগকর্তার নিকট শ্রমের চাহিদা-দাম কখনই শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের তথা প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের বেশি হয় না। নিখুঁত প্রতিযোগিতায় (ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উৎপন্ন-বিধি কার্যকর রহিয়াছে ধরিয়া লইয়া) শ্রমের চাহিদা-দাম শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য (VMP_L) ও শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের (MRP_L) সমান হয় ($W=VMP_L=MRP_L$)। কিন্তু অনিখুঁত বাজারে চাহিদা-দাম শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের (MRP_L) সমান হয় ও তাহা শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য অপেক্ষা কম হয় ($MRP_L < VMP_L$)। সুতরাং যে কোন একটি নির্দিষ্ট শ্রমিকগোষ্ঠীর শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের তালিকার সাহায্যে উহার শ্রমের চাহিদা রেখা কল্পনা করিয়া লওয়া যায়। এই চাহিদা নির্ভর করে তিনটি প্রধান বিষয়ের উপর—(১) উৎপাদনের কারিগরি পরিস্থিতি[২৫]; (২) ঐ শ্রমিকগোষ্ঠীর দ্বারা উৎপন্ন সামগ্রীর চাহিদা; এবং (৩) অন্যান্য কারক বা উপাদানসমূহের দামের উপর। চাহিদার এই নির্ধারকগুলি ঐ শ্রমিকগোষ্ঠীর শ্রমের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাও নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। শ্রমের চাহিদা রেখাটি দক্ষিণে নিম্নগামী।

শ্রমের যোগান: শ্রমের চাহিদা-দামের মত উহার যোগান-দামও আছে। যে পারিশ্রমিকে শ্রমিকগণ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমশক্তি যোগান দিতে রাজি তাহাই শ্রমের যোগান দাম। বেশি যোগান দামে তাহারা বেশি পরিমাণ শ্রম যোগান দিতে রাজি হয়। সুতরাং শ্রমের যোগান রেখা দক্ষিণে ঊর্ধ্বগামী বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে (অবশ্য উহার ব্যতিক্রমও আছে)। শ্রমের যোগান দাম নির্ভর করে শ্রমিকগণের জীবনযাত্রার মান, শ্রমিকগণের বিকল্প আয় বা সুযোগ আয়, শ্রমিক সংঘের ও শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতা বা শক্তি ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ের উপর। এই সকল বিষয় এবং দেশে কর্ম-সংস্থানের স্তর ইত্যাদি শ্রমের যোগান রেখার স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারণ করিয়া দেয়।

নিখুঁত প্রতিযোগিতায় মজুরি নির্ধারণ: রেখাচিত্র নং ১৭·৩-এ নিখুঁত প্রতিযোগিতায় শ্রমের চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী ভারসাম্য মজুরির হার কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা দেখান হইয়াছে। ইহাতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে অন্যান্য সামগ্রীয় অবস্থা অপরিবর্তিত রহিয়াছে। এই অবস্থায় R বিন্দুতে শ্রমের চাহিদা রেখা DD ও যোগান রেখা SS পরস্পরকে ছেদ করিয়া ভারসাম্য মজুরির হার OW এবং ভারসাম্য নিয়োগের পরিমাণ Ol স্থির করিয়া দিয়াছে। OW মজুরির হার=শ্রমের চাহিদা দাম=[শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন (MRP_L)=শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য (VMP_L)] = শ্রমের যোগান দাম=Rl.
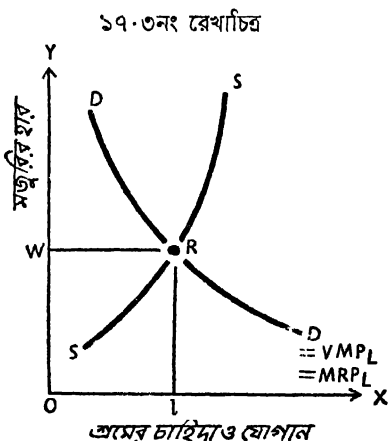
১৭·৩নং রেখাচিত্র

শ্রমের চাহিদা ও যোগান

অনিখুঁত বাজারে মজুরি নির্ধারণ: আধুনিক কালে শ্রমের বাজারে অসংখ্য চাহিদাকারী বা নিয়োগকর্তা যেমন দেখা যায় না, তেমনি শ্রমিকদের মধ্যেও শ্রমিক সংঘ দেখা যায়। ফলে শ্রমের বাজারে চাহিদা ও যোগান উভয়ই কমবেশি পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত। এই ধরনের শ্রমের বাজার হইল অনিখুঁত প্রতিযোগিতার শ্রমের বাজার।

25. State of Technology.

এরূপ বাজারের মধ্যে দুই ধরনের বাজার উল্লেখযোগ্য। একটি হইল এরূপ শ্রমের বাজার যেখানে একজনমাত্র নিয়োগকর্তার আধিপত্য রহিয়াছে। ইহা শ্রমের একচেটিয়া চাহিদার বাজার। এরূপ বাজারে যদি একজন মাত্র নিয়োগকর্তা থাকে ও শ্রমিকদের সচলতা যদি বিন্দুমাত্র না থাকে, তাহা হইলে মজুরির হার অত্যন্ত কম হইয়া এরূপ দাঁড়াইতে পারে যে, তাহাতে বাঁচিবার তাড়নায়, কোনমতে বাঁচিবার মত মজুরিতে শ্রমিকরা কাজ করিতে বাধ্য হইবে। আর এক প্রকার অনিখুঁত শ্রমের বাজার থাকিতে পারে যেখানে একদিকে শ্রমিক সংঘ শ্রমের যোগান নিয়ন্ত্রণ করিতেছে, আর অন্য দিকে নিয়োগকর্তারাও সংঘবদ্ধ। এরূপ বাজারকে শ্রমের দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার বলা হয়। এই বাজারে নিয়োগ-কর্তা ও শ্রমিক সংঘের মধ্যে যৌথ দর কষাকষির দ্বারা মজুরির হার নির্ধারিত হইবে। যদি নিয়োগকর্তা বেশি শক্তিশালী হয় ও সাময়িকভাবে ধর্মঘট, লকআউট ইত্যাদির দরুন লোকসান সহ্য করিতে রাজি থাকে, তবে সাধারণত এই বাজারে মজুরির হার কম থাকিবে। অন্যদিকে যদি শ্রমিক সংঘ বেশি শক্তিশালী হয়, সংগ্রামী হয়, তবে মজুরির হার বেশি হইতে পারে। এই দুই সীমার মধ্যে, দুই পক্ষে পাঞ্জাকষাকষির দ্বারা উভয়ের শক্তির অনুপাতে মজুরির হার কম বা বেশি ধার্য হইবে। তবে, শ্রমের অনিখুঁত বাজারটি যে ধরনেরই হোক না কেন, মজুরির হার শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বা প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন অপেক্ষা কমই হইবে। অধ্যাপিকা যোয়ান রবিনসনের মতে, পণ্যের বাজার ও শ্রমের বাজার, উভয় বাজারে যদি অনিখুঁত প্রতিযোগিতা থাকে, যাহা বাস্তব অবস্থাও বটে, তাহা হইলে শ্রমের শোষণ ঘটিবে।

শ্রমিক সংঘের আন্দোলন মজুরি কতটা বাড়াইতে পারে?
HOW FAR CAN TRADE UNIONS RAISE WAGES?

ক. উভয় বাজারে যদি নিখুঁত প্রতিযোগিতা থাকে কিংবা উৎপন্ন সামগ্রীর বাজারে অনিখুঁত প্রতিযোগিতা ও উপাদানের বাজারে নিখুঁত প্রতিযোগিতা থাকে, তবে মজুরি বৃদ্ধির জন্য শ্রমিক সংঘের চেষ্টা সফল হইলে মজুরি বৃদ্ধির ফলে শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ কমিবে। কিন্তু যদি উপাদানের বাজারে অনিখুঁত প্রতিযোগিতা ও উৎপন্নের বাজারে নিখুঁত প্রতিযোগিতা থেকে কিংবা উভয় বাজারেই যদি অনিখুঁত প্রতিযোগিতা থাকে, তবে শ্রমিক সংঘের চেষ্টোয় যৌথ দর কষাকষির দ্বারা মজুরির হার ও শ্রম নিয়োগের পরিমাণ উভয়েরই বৃদ্ধি সম্ভব।

খ. তাহা ছাড়া এমনকি নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারেও শ্রমিক সংঘ উহার চেষ্টায় সদস্যগণের উৎপাদন ক্ষমতা বা দক্ষতা[26] বাড়াইতে সক্ষম হইলে, তখন মজুরির হারও বাড়িতে পারে।

গ. ইহা ছাড়া, কোন একটি শিল্প বা কোন একটি প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিকগণের এক্যাংশ, তাহাদের নিজ মজুরি বৃদ্ধির চেষ্টায় কখনও কখনও সফল হইতে পারে। তাহাদের সাফল্য নির্ভর করিবে নিম্নোক্ত শর্তগুলির উপর—(১) তাহারা একটি স্বতন্ত্র ধরনের শ্রমিক গোষ্ঠী কিনা; (২) তাহাদের কাজের জন্য নিয়োগকর্তার চাহিদা অপেক্ষাকৃত অস্থিতি-স্থাপক কিনা; (৩) নিয়োগকর্তার মোট মজুরিবাবদ খরচের মধ্যে ঐ শ্রমিক গোষ্ঠীর মজুরি একটি অপেক্ষাকৃত অল্প অংশ কিনা; (৪) ঐ শ্রমিক গোষ্ঠীর পরিবর্তে অপর কোন উপাদান ব্যবহার করা সম্ভব কিনা। যদি উহারা এমন একটি স্বতন্ত্র ধরনের কাজে দক্ষ শ্রমিক গোষ্ঠী হয় যাহাদের না হইলে নিয়োগকর্তার চলিবে না, যাহাদের মোট মজুরি নিয়োগকর্তার মোট মজুরি খরচের একটি অপেক্ষাকৃত অল্প অংশ, এবং যাহাদের বদলে অন্য কোন উপাদান ব্যবহার করা যায় না তাহা হইলে উহারা বেশি মজুরি আদায়ে সক্ষম হইতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে তাহার মুনাফা ঠিক রাখিবার জন্য, নিয়োগকর্তা এই শ্রেণীর শ্রমিকগণের মজুরি যতটা বাড়াইবে, অন্যান্য শ্রমিকগণের মজুরি সে পরিমাণে কমাইয়া

26. Productivity or efficiency.

তাহার মোট মজুরি খরচ অপরিবর্তিত রাখিতে চেষ্টা করিবে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে **শ্রমিকগণের একাংশের মজুরি বৃদ্ধিতে অপরাপর অংশের** (নিয়োগকর্তার নিকট যাহাদের প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষাকৃত কম) **মজুরির হার কমিতে পারে।** তবে, উৎপন্ন সামগ্রীর চাহিদা যদি বাজারে অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানটি মজুরি না কাটিয়া পণ্যটির দাম বাড়াইয়া বর্ধিত মজুরি বাবদ অতিরিক্ত খরচ অংশতঃ ক্রেতাগণের উপর চাপাইতে পারে।

শ্রমিক সংঘের মজুরি বৃদ্ধির ক্ষমতার সীমা ঃ সদস্যগণের মজুরি বৃদ্ধিতে সাফল্যের পথে শ্রমিক সংঘগুলির সম্মুখে তিনটি বাধা আছেঃ (১) শ্রম একটি উপাদান। সকল উপাদানের চাহিদাই উদ্ভূত চাহিদা[২৭]। মজুরি বৃদ্ধিতে উৎপাদন খরচ বাড়ে। তাহাতে উৎপন্ন সামগ্রীর দাম বাড়িবার সম্ভাবনা। যদি উৎপন্ন সামগ্রীটির চাহিদা অধিক স্থিতিস্থাপক হয় তবে দাম সামান্য বাড়িলে চাহিদা অনেক কমিবে। সুতরাং মজুরি বৃদ্ধির চেষ্টার সাফল্যের আশা খুবই কম থাকে। আর পণ্যটির চাহিদা যদি অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হয় তবে দাম বাড়িলেও চাহিদা কমিবার আশংকা কম। সেক্ষেত্রে মজুরি বৃদ্ধির চেষ্টাব সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি থাকে।

(২) শ্রমিকগণ মজুরি বৃদ্ধি চাহিলে, নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান তখন শ্রমের পরিবর্তে অন্যান্য উপাদান (যথা পুঁজি) ব্যবহারের চেষ্টা করিবে। ইহাতে নিয়োগকারীর সাফল্য নির্ভর করিবে শ্রমের পরিবর্তক স্থিতিস্থাপকতার[২৮] উপর। নিয়োগকারীর নিকট শ্রমের পরিবর্তক স্থিতিস্থাপকতা যত বেশি হইবে তত অধিক পরিমাণে শ্রমের পরিবর্তে অন্য উপাদান, যথা পুঁজি ব্যবহৃত হইবে, এবং ততই মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনের সাফল্য কম হইবে।

(৩) কিন্তু, শ্রমের পরিবর্তক স্থিতিস্থাপকতা বেশি হইলেই নিয়োগকারী যে শ্রমের পরিবর্তে বেশি পরিমাণে অন্যান্য উপাদান ব্যবহারে সক্ষম হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। কারণ যে উপাদানটি শ্রমের পরিবর্তক রূপে ব্যবহৃত হইবে উহারও যোগান যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া চাই। অর্থাৎ উহার যোগানটি অধিক স্থিতিস্থাপক হওয়া আবশ্যক। যদি শ্রমের পরিবর্তক উপাদানের যোগান অধিক স্থিতিস্থাপক হয় তবেই নিয়োগকর্তা শ্রমের পরিবর্তে অপর উপাদান নিয়োগ করিয়া শ্রমের মজুরি বৃদ্ধির সম্ভাবনা পরিহারে সক্ষম হইবে।

মজুরির সাধারণ স্তর
THE GENERAL LEVEL OF WAGES

মজুরির সাধারণ স্তর বলিলে দেশে বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত শ্রমিক কর্মিগণের বিবিধ মজুরির হারের গড় বুঝায়। **আর্থিক মজুরির** এই রূপ গড় নির্ণয় করা হইলে উহাকে **আর্থিক মজুরির সাধারণ স্তর** বলা যায়; আর **প্রকৃত মজুরির** এই রূপ গড় নির্ণয় করা হইলে উহাকে **প্রকৃত মজুরির সাধারণ স্তর** বলা যায়। তবে একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে আর্থিক মজুরির সাধারণ স্তর কতটা বাড়িয়াছে তাহা নির্ণয় করিয়া উহা হইতে ঐ সময়ে দাম স্তর বৃদ্ধি যদি কিছু ঘটিয়া থাকে তবে তাহা বাদ দিলে ঐ সময়ে প্রকৃত মজুরির সাধারণ স্তরে কিরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা বুঝা যায়। একই দেশে বিভিন্ন সময়ে যেমন আর্থিক ও প্রকৃত মজুরিব সাধারণ স্তরের পরিবর্তন ঘটে তেমনি একই সময়ে বিভিন্ন দেশের আর্থিক ও প্রকৃত মজুরির স্তরের পার্থক্য দেখা যায়। সাধারণত, উন্নত দেশগুলির তুলনায় স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে[২৯] মজুরির সাধারণ স্তর কম হইয়া থাকে। প্রকৃত মজুরির সাধারণ স্তর দ্বারাই দেশের শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থা বুঝা যায়। এই কারণে আর্থিক মজুরির সাধারণ স্তর অপেক্ষা প্রকৃত মজুরির সাধারণ স্তরের ধারণাটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

---
27. Derived Demand 28. Elasticity of substitution.
29. Underdeveloped countries.

যে কোন দেশে শ্রমিকগণের প্রকৃত মজুরির সাধারণ স্তর প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করেঃ (১) শ্রমিকগণের উৎপাদন ক্ষমতা[৩০]; (২) মজুরি নির্ধারণের উপর নানারূপ সামাজিক ও প্রতিষ্ঠানগত বিষয়ের প্রভাব[৩১]; এবং (৩) বহির্বাণিজ্যের শর্ত[৩২]।

(১) শ্রমিকগণের উৎপাদন ক্ষমতাঃ নিখুঁত অথবা অনিখুঁত বাজারের অবস্থা যাহাই হোক না কেন শ্রমিকগণের মজুরির হার কখনই তাহাদের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার বেশি হইতে পারে না। তাহারা সকলে মিলিয়া যাহা উৎপাদন করে তাহাই তাহাদের সকলের মধ্যে বিভক্ত হয়। সুতরাং তাহাদের মজুরি তাহাদের গড় উৎপাদনের[৩৩] অধিক হয় না। তবে বাজারে বাস্তবে অনিখুঁত প্রতিযোগিতাই সর্বত্র দেখা যায়। সে কারণে সচরাচর মজুরির হার তাহাদের প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের কম হয়।

(২) সামাজিক ও প্রতিষ্ঠানগত বিষয়সমূহের প্রভাবঃ সমাজ ব্যবস্থা, অর্থাৎ সমাজের অর্থনীতিক কাঠামো, শ্রমিকগণের সংঘশক্তির দুর্বলতা ও নিয়োগকর্তাগণের সংঘশক্তির প্রাবল্য, নানা সামাজিক ও অন্যান্য কারণে শ্রমের সচলতার অভাব, সরকারী শ্রমনীতি, বিবিধ সরকারী আইন নিয়োগকারিগণের অধিক অনুকূল ও শ্রমিকগণের অধিক প্রতিকূল হইলে, দেশে শ্রমের প্রকৃত মজুরির স্তর অপেক্ষাকৃত কম থাকিতে পারে ও সে কারণে জাতীয় আয়ে শ্রমের অংশভাগও অপেক্ষাকৃত কম হইতে পারে। দেশে জাতীয় আয়ের বণ্টন যে সকল সামাজিক অর্থনীতিক রাজনৈতিক বিষয়ের প্রভাবাধীন, তাহা প্রতিকূল হইলে, আয়ের বণ্টনে বৈষম্য বেশি হয় এবং তাহার ফলে জাতীয় আয়ে শ্রমিকগণের অংশ কম হইতে পারে। এই অবস্থায় মজুরির হারও কম হয়। ক্যালেৎস্কি তাঁহার বণ্টন তত্ত্বে ইহা দেখাইয়াছেন যে, পুঁজিপতিগণের একচেটিয়া ক্ষমতা যত বেশি হইবে ততই জাতীয় আয়ে শ্রমিকগণের অংশ কমিবে। আবার ঐ সকল বিষয়গুলি অনুকূল হইলে জাতীয় আয়ের বণ্টনে বৈষম্য কম হয়, উহাতে শ্রমিকগণের অংশ বাড়ে এবং তাহার ফলে প্রকৃত মজুরিও বাড়িতে পারে।

(৩) বেনহাম প্রভৃতি কোন কোন অর্থবিজ্ঞানীর মতে, প্রকৃত মজুরির স্তর **বহির্বাণিজ্যের শর্তাবলীর** উপরও নির্ভর করে। রপ্তানির সহিত আমদানির বিনিময় হারই হইতেছে বাণিজ্যের শর্ত বা শর্তাবলী। ইহা অনুকূল হইলে অপেক্ষাকৃত কম রপ্তানি দ্বারা অপেক্ষাকৃত অধিক সামগ্রী করা যায়। ফলে বহির্বাণিজ্য হইতে দেশের মোট প্রকৃত আয় বেশি হয় এবং অন্যান্য শ্রেণীগুলির সহিত শ্রমিকশ্রেণীও ইহার সুফল ভোগ করে ; তাহাদের প্রকৃত আয় বা প্রকৃত মজুরি বাড়ে। আর বাণিজ্যের শর্ত প্রতিকূল হইলে ইহার বিপরীত ঘটে।

30. Productivity of labour.
31. Influence of social and institutional factors.
32. Terms of Trade. 33. Average output.

১৮

সুদ
INTEREST

[আলোচ্য বিষয়ঃ সংজ্ঞা—সুদের হারের বিভিন্নতার কারণ—সুদ দেওয়া হয় কেন—সুদের হার নির্ধারণের তত্ত্বসমূহ ঃ চাহিদা ও যোগানের ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব—কীনসীয় নগদ পছন্দ তত্ত্ব—নয়া ক্লাসিক্যাল ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্ব—উপসংহার—সুদের হার শূন্যে পরিণত হইতে পারে কি?]

সুদের সংজ্ঞা
DEFINITION OF INTEREST

সুদ হইতেছে ঋণ ব্যবহারের 'দাম'। ঋণ ব্যবহারের জন্য ঋণগ্রহীতা বা খাতক ঋণদাতা বা মহাজনকে যে দাম দেয় তাহাই 'সুদ'। কিন্তু সচরাচর খাতক মহাজনকে ঋণ ব্যবহারের জন্য যে সুদ দেয় তাহা **মোট সুদ**[1]। ঋণের নিছক ব্যবহারের দাম ছাড়াও ঋণ দেওয়ার ঝুঁকি, ঋণের হিসাবপত্র রাখা এবং ঋণ দেওয়ার ফলে সাময়িকভাবে নগদ টাকা হাতছাড়া হওয়ার দরুন উহা নিজে ব্যবহার করিতে না পারার অসুবিধা ভোগ ইত্যাদি বাবদ একটি মোট পরিমাণ অর্থ ঋণদাতা খাতকের নিকট হইতে আদায় করে; ইহাই মোট সুদ। আর, কেবলমাত্র নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ ব্যবহারের দাম হইতেছে খাঁটি বা নীট সুদ[2]।

অর্থবিদ্যায় সুদ বলিতে কেবল ঋণ ব্যবহারের দাম অথবা পুঁজির সেবার[3] দামকে বুঝায়। অর্থাৎ অর্থবিদ্যায় সুদ বলিতে সর্বদাই খাঁটি বা নীট সুদ বুঝায়।

সুদের হারের বিভিন্নতার কারণ
CAUSES OF DIFFERENCES IN THE RATES OF INTEREST

টাকার বা ঋণের বাজারে বিভিন্ন প্রকার ঋণের উপর বিভিন্ন হারে সুদ আদায় হইতে দেখা যায়। বাজারে সুদের হার একরূপ দেখা যায় না। ইহার প্রধান কারণ এই যে ঃ

১. ঋণের মেয়াদ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার। সাধারণ ঋণের মেয়াদ যত বেশি, সুদের হারও তত বেশি হয়।

২. বিভিন্ন ঋণের ঝুঁকি বিভিন্ন প্রকার। যে ঋণের ঝুঁকি যত বেশি উহার সুদের হার তত বেশি হয়।

৩. ঋণের প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকারের হয়।

৪. বিভিন্ন প্রকার ঋণের সংশ্লিষ্ট খরচ খরচা বিভিন্ন রূপ।

৫. বিভিন্ন প্রকার ঋণপত্রের[4] উপর ধার্য সরকারী করের হার বিভিন্ন প্রকারের। ইত্যাদি।

ইহা হইতে দেখা যায় যে, বাজারে (মোট) সুদের হার একরূপ নহে, বিভিন্ন রূপ। এই সকল বিভিন্ন প্রকার সুদের হারের হ্রাসবৃদ্ধি একরূপ নহে এবং বিভিন্ন প্রকার সুদের হারের মধ্যে পরস্পরের সমতায় পৌঁছাইবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। কিন্তু, মোট বা বাজার-চলতি সুদের হারের এই বিভিন্নতা সত্ত্বেও, একই বাজারে একই সময়ে খাঁটি বা নীট সুদের হার একরূপ হইবার প্রবণতা দেখা যায়।

---

1. Gross interest. 2. Pure or Net interest.
3. Services of Capital. 4. Securities.

সুদের প্রকৃতি
THE NATURE OF INTEREST

সুদ যেমন আর্থিক ঋণের দাম (ঋণের আসল টাকার উপর ইহা বাৎসরিক হারে হিসাব করা হয়) তেমনি ইহা প্রকৃত পুঁজির[5] দ্বারা উপার্জিত আয় এবং ইহারা পরস্পরের সমান হইয়া থাকে। নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে পুঁজি হইতে প্রাপ্ত আয় আর্থিক ঋণের সুদের হারের সমান হইয়া থাকে। কারণ, ১০০ টাকা ঋণ দিয়া যদি উহা হইতে বৎসরে ৮ টাকা সুদ পাওয়া যায়, ১০০ টাকা দিয়া কোন পুঁজি দ্রব্য কিনিয়া উহা হইতে বৎসরে যদি ১২ টাকা আয় হয়, তবে কেহই সরাসরি ১০০ টাকা ঋণ দিতে চাহিবে না, বরং ঐ টাকা দিয়া পুঁজি দ্রব্য কিনিবে (অর্থাৎ উহা পুঁজি দ্রব্যে খাটাইবে বা বিনিয়োগ করিবে)। ইহার ফলে, একদিকে আর্থিক ঋণ দুষ্প্রাপ্য হইবে ও ঋণের চাহিদাকারীরা তখন অধিক সুদ দিতে চাহিবে (অর্থাৎ আর্থিক ঋণের সুদের হার বাড়িবে) এবং অপরদিকে পুঁজি দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির দরুন উহার দাম বাড়িবে, কাঁচামালের চাহিদা ও সেজন্য উহার দাম বাড়িবে এবং বিনিয়োগ বেশি হইবার ফলে উৎপন্নসামগ্রীর যোগান বাড়িবে ও উহার দাম কমিবে; ফলে পুঁজি হইতে উপার্জিত আয় কমিবে। ইহার ফলে শেষ পর্যন্ত আর্থিক ঋণের সুদের হার এবং পুঁজি হইতে প্রাপ্ত আয় পরস্পরের সমান হইয়া পড়িবে।

সুদ দেওয়া হয় কেন?
WHY IS INTEREST PAID?

সুদ সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্বে সুদ প্রদানের পক্ষে যে সকল যুক্তির সন্ধান পাওয়া যায় তাহা সংক্ষেপে এই:

১. সুদ সম্পর্কে **উৎপাদনশীলতার ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের[6] বক্তব্য** এই যে, পুঁজি উৎপাদনশীল এবং বিনা পুঁজিতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা অপেক্ষা পুঁজির সাহায্যে উৎপাদনের পরিমাণ বেশি হয়। সুতরাং **পুঁজি উৎপাদনশীল বলিয়া, পুঁজির সাহায্যে উৎপন্ন সম্পদ বা মূল্যের একাংশ সুদরূপে পুঁজির প্রাপ্য।** কিন্তু, পুঁজির উৎপাদনশীলতা সুদ প্রদানের যুক্তি হিসাবে যথেষ্ট নহে। কারণ, পুঁজির বা ঋণের যোগান যদি চাহিদার তুলনায় বেশি হয় তাহা হইলে সুদ প্রদানের প্রয়োজন হইত না, ঋণ ব্যবহারের দাম দেওয়ার প্রশ্ন উঠিত না। শুধু উৎপাদনশীল বলিয়া নহে, চাহিদার তুলনায় পুঁজি ও আর্থিক ঋণের যোগান কম বলিয়াই সুদ দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

২. সুদ সম্পর্কে উৎপাদনশীলতার ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব চাহিদার দিক হইতে সুদের কারণ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আর যোগানের দিক হইতে সুদের কারণ ব্যাখ্যা করিয়াছিল **ভোগ-বিরতি বা অপেক্ষার তত্ত্ব[7]**। নাসাউ সিনিয়র[8] সর্বপ্রথম উল্লেখ করিয়াছিলেন যে ঋণ দিতে হইলে সঞ্চয় করিতে হয় এবং সঞ্চয় করিতে হইলে বর্তমান ভোগ পরিহার করিতে হয়। ভোগ-বিরতি বেদনাদায়ক, সে কারণে যাহারা সঞ্চয় করে তাহাদের পুরস্কার দেওয়া প্রয়োজন। সুদ এই ভোগ-বিরতির পুরস্কার। কিন্তু সঞ্চয় ও ঋণের যোগান যাহাদের নিকট হইতে পাওয়া যায় তাহাদের অধিকাংশই ধনী বলিয়া, সঞ্চয় করিতে গিয়া তাহাদের অতি সামান্যই ত্যাগ ও বেদনা-ভোগ করিতে হয়, অতএব তাহারা সুদ নামক কোন পুরস্কারের দাবিদার হইতে পারে না, এই সমালোচনা করা হইলে, তত্ত্বটির কিঞ্চিৎ সংস্কার করিয়া মার্শাল বলিলেন, **সুদ** ভোগ-বিরতির পুরস্কার নহে, উহা **অপেক্ষার পুরস্কার।** সঞ্চয় করার অর্থ বর্তমান ভোগ স্থগিত রাখিয়া ভবিষ্যত ভোগের জন্য অপেক্ষা করা। ইহা আকর্ষণীয় নহে বলিয়া, একাজে মানুষকে প্রবৃত্ত করাইতে হইলে যে পুরস্কারের প্রলোভন দিতে হইবে তাহাই সুদ। ইহা ছাড়া, সমাজে ঋণ ও পুঁজির চাহিদা পূরণ করিবার মত উহাদের যথেষ্ট যোগান পাওয়া যাইবে না।

---

5. Real Capital. 6. The Classical Productivity Theory of Interest.
7. Theory of Abstinence or Waiting. 8. Nassau Senior.

৩. সুদের আলোচনায় অস্ট্রীয় অর্থবিজ্ঞানী বম্ বয়ার্কের[9] নাম উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে **বম্ বয়ার্কের তত্ত্বটি** এই যে, ভবিষ্যত ভোগ অপেক্ষা বর্তমান ভোগকে মানুষ অধিক গুরুত্ব দেয়, কারণ, (ক) ভবিষ্যত অনিশ্চিত; (খ) ভবিষ্যত অভাব অপেক্ষা বর্তমান অভাব মানুষ অধিক তীব্রভাবে অনুভব করে; এবং (গ) বর্তমানে দ্রব্যসামগ্রী করায়ত্ত করিতে পারিলে মানুষ আরও অধিক উৎপাদনশীল প্রক্রিয়ার সাহায্যে (যাহাতে সময়ও বেশি লাগিবে) উৎপাদনে প্রবৃত্ত হইতে পারে। সুতরাং বর্তমান তৃপ্তি[10] অপেক্ষা ভবিষ্যত তৃপ্তি[11] তাহার নিকট কম আকর্ষণীয়। অতএব, বর্তমান তৃপ্তির পরিবর্তে ভবিষ্যত তৃপ্তি লাভে তাহাকে রাজী করাইতে হইলে, তাহার নিকট ভবিষ্যত তৃপ্তিতে বর্তমান তৃপ্তির সমতুল্য করিতে হইবে। সুদ প্রদানের দ্বারা ইহা সম্ভব। এ কারণে কাহারও নিকট হইতে ১০০ টাকা ঋণ লইলে তাহাকে ভবিষ্যতে শুধু ঐ পরিমাণ অর্থ ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেই হইবে না, উহা অপেক্ষা কিছু বেশি দেওয়ার আশ্বাসও দিতে হইবে, তবেই তাহার নিকট বর্তমান ও ভবিষ্যত তৃপ্তি পরস্পরের সমান বলিয়া মনে হইবে। আসল অপেক্ষা অতিরিক্ত প্রদেয়, এই অর্থই সুদ। ইহাকে বর্তমান দ্রব্য বা ভোগের উপর প্রদেয় **'প্রিমিয়াম'** বা **'অতিরিক্ত দেয়'** হিসাবে গণ্য করা যায়। **ভবিষ্যত ভোগের প্রতি** তাহার **অনিচ্ছা দূর করিয়া সঞ্চয় ও ঋণদানে প্রবৃত্ত করাইবার জন্যই সঞ্চয়কারীকে প্রদেয়** এই অর্থকে (পুরস্কার বা সুদ) বাট্টা[12] রূপে গণ্য করা যায়। বম্ বয়ার্কের নিকট সুদ হইতেছে আসলে বাস্তব দ্রব্যসামগ্রীর[13] সরবরাহ দ্বারা উপার্জিত আয়, আর্থিক সুদ হইতেছে এই প্রকৃত সুদের ছায়া মাত্র।

বম্ বয়ার্কের এই 'প্রিমিয়াম' তত্ত্বটি মার্কিন দেশে অনেক অর্থবিজ্ঞানীকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে ফিশার[14] অন্যতম। ফিশারের **সময়-পছন্দ তত্ত্ব**[15] ইহারই এক পরিবর্তিত ভাষ্য বলিয়া গণ্য করা যায়। এই তত্ত্ব অনুসারে **বর্তমান ভোগের প্রতি মানুষের পছন্দ বা পক্ষপাতিত্ব হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া সঞ্চয় ও ঋণদানে প্রবৃত্ত করাইবার জন্যই সুদ নামক পুরস্কার প্রদানের প্রয়োজন রহিয়াছে।**

৪. কীন্সের[16] মতে **সুদ** অপেক্ষার পুরস্কার নহে, কিংবা সময় পছন্দের দামও নহে ইহা হইতেছে, (ঋণদাতা কর্তৃক) **নগদ টাকা হাতছাড়া করিবার বা নগদ পছন্দ ত্যাগ করিবার পুরস্কার।** ইহার সহিত পুঁজির উৎপাদনশীলতারও কোন সম্পর্ক নাই।

সুদের হার কিভাবে নির্ধারিত হয়
HOW RATE OF INTEREST IS DETERMINED

সুদের হার কি ভাবে নির্ধারিত হয়, সে বিষয়ে এপর্যন্ত যত তত্ত্ব রচিত হইয়াছে উহাদের দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়। ইহাদের একটি হইল **প্রকৃত তত্ত্বসমূহ**[17]; পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব, ভোগ-বিরতি, অপেক্ষা ও সময় পছন্দ প্রভৃতি মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব[18] এবং চাহিদা ও যোগানের তত্ত্ব ইত্যাদি ইহার অন্তর্গত। এসকল তত্ত্বে পুঁজির উৎপাদনশীলতার মত কোন বাস্তব বিষয় কিংবা অপেক্ষা ও ভোগ-বিরতি জনিত কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার ইত্যাদির মত মনোগত কোন বিষয়, অথবা উহাদের উভয়ই, সুদের হারের নির্ধারক বলিয়া গণ্য করা হয় এবং এই প্রকার নির্ধারকগুলিকে 'প্রকৃত উপাদান'[19] বলিয়া বিবেচনা করা হয়। এজন্য এই তত্ত্বগুলিকে সুদের 'প্রকৃত তত্ত্ব'ও বলা হয়। অপরপক্ষে, নয়া ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানী গোষ্ঠীর রচিত ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্ব এবং কীন্সের নগদ-

---

9. Bohm Bawerk. 10. Present satisfaction. 11. Future satisfaction.
12. Discount.
13. Physical goods. 14. Fisher.
15. Time Preference Theory of Interest. 16. J. M. Keynes.
17. Real Theories. 18. Psychological Theories. 19. Real factors.

পছন্দের তত্ত্বকে সুদ সম্পর্কে **আর্থিক তত্ত্বসমূহ**[20] বলিয়া গণ্য করা হয়। কারণ এই আধুনিক তত্ত্ব দুইটিতে সুদের হার নির্ধারণে 'প্রকৃত উপাদান'গুলির পরিবর্তে অর্থের ভূমিকাকেই মুখ্য স্থান দেওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহাদের কোনটিই এখন পর্যন্ত সর্বজনগ্রাহ্য নহে।

আমরা যথাসম্ভব সংক্ষেপে সুদ সম্পর্কে পুঁজির চাহিদা ও যোগানের তত্ত্ব, ঋণ-যোগ্য তহবিল তত্ত্ব ও নগদপছন্দ তত্ত্ব, এই তিনটি তত্ত্বের আলোচনা করিব।

চাহিদা ও যোগানের ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব
THE CLASSICAL DEMAND AND SUPPLY THEORY

সুদ সম্পর্কে এই তত্ত্বটি সময়-পছন্দ, উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব[21] অথবা প্রকৃত তত্ত্ব[22] নামেও পরিচিত। সচরাচর ইহাকেই সুদের ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

এই তত্ত্ব অনুসারে সুদের হার হইতেছে ভোগ-বিরতি, অপেক্ষা বা সময়-পছন্দের পুরস্কার বা দাম এবং পুঁজিদ্রব্য বিনিয়োগের জন্য সঞ্চয়ের চাহিদা ও সঞ্চয়ের যোগান এই দুইটি বিষয়ের দ্বারা সুদের হার নির্ধারিত হইয়া থাকে। শেষ পর্যন্ত **পুঁজির উৎপাদনশীলতা ও মিতব্যয়িতা, এই দুইটি প্রকৃত উপাদানই সুদের হারের নির্ধারক শক্তি।** ইহাই চাহিদা ও যোগান তত্ত্বের মূল বক্তব্য। অর্থাৎ, সুদের হার (r) হইতেছে বিনিয়োগ (I) ও সঞ্চয় (S), এই দুইটির ক্রিয়া বা অপেক্ষক।

$$r=f\ (I, S).$$

এই তত্ত্ব অনুসারে, পুঁজি উৎপাদনশীল বলিয়া, বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে পুঁজির (বা সঞ্চয়ের) চাহিদা দেখা দেয়। পুঁজিদ্রব্যের মধ্যে নিহিত পুঁজির নীট উৎপাদিকা শক্তি বা নীট উৎপাদনশীলতার[23] দরুনই পুঁজি ব্যবহারের দামস্বরূপ সুদ দেওয়া সম্ভব হয়। বিনিয়োগকারী পুঁজি বিনিয়োগ সম্পর্কে যে কর্মসূচী স্থির করিয়াছে, পুঁজি যে ভাবে খাটাইবে বলিয়া স্থির করিয়াছে তাহাই পুঁজি বা বিনিয়োগ প্রকল্প[24]। কোন একটি নির্দিষ্ট ভাবে অর্থ বিনিয়োগ করিয়া উহা হইতে বার্ষিক যে শতাংশ হারে আয় লাভ করা যায় তাহাই পুঁজির বা বিনিয়োগ প্রকল্পের নীট উৎপাদনশীলতা। অথবা বলা যায় যে, বাজারে প্রচলিত যে সুদের হারে ঋণ করিয়া বিনিয়োগ করিলে, ঐ বিনিয়োগ হইতে লব্ধ আয় সুদের হারের সমান হইবে, উহাকেই পুঁজি বা বিনিয়োগ প্রকল্পের নীট উৎপাদন-শীলতা বলিয়া গণ্য করা যায়[25] (বাজারে প্রচলিত সুদের হার বলিতে ঝুঁকিবিহীন ঋণের উপর সুদের হার বুঝাইতেছে)। ক্ষীয়মাণ উৎপন্নবিধির ক্রিয়ার দরুন অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিয়া পুঁজির বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে উহার নীট উৎপাদনশীলতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইবে। একারণে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে পুঁজির চাহিদা রেখা বামে উপর হইতে দক্ষিণে নিম্নগামী হয়, অর্থাৎ রেখাটি ঋণাত্মক ঢাল সম্পন্ন। ১৮·১নং রেখাচিত্রে পুঁজির চাহিদা রেখা DD এইরূপ। পুঁজি বা বিনিয়োগের এই চাহিদা রেখা বিভিন্ন পরিমাণ সঞ্চয় বিনিয়োগের জন্য বিনিয়োগকারীরা কি কি চাহিদা-দাম দিতে প্রস্তুত তাহা নির্দেশ করে এবং উহা বাজার-চলতি সুদের হারের সমান হয়। সুতরাং সুদের হার যখন বেশি থাকে তখন শুধু অধিক উৎপাদনশীলতাসম্পন্ন বিনিয়োগ প্রকল্পে হাত দেওয়া হয়, আর সুদের হার কমিলেই (যখন ইতোমধ্যে যথেষ্ট পুঁজি গঠনের দরুন পুঁজির যোগান বাড়িয়াছে) অল্প উৎপাদনশীলতাসম্পন্ন বিনিয়োগ প্রকল্পে পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়। এই ভাবে সমাজে সুদের হারের সাহায্যে কোন্ কোন্ বিনিয়োগ প্রকল্প অত্যন্ত জরুরী ও ব্যয়-সংকোচশীল তাহা বাছাই করা হয়।

20. Monetary Theories. 21. Time-preference productivity Theory
22. Real Theory. 23. Net Productivity of Capital.
24. Capital or investment project. 25. Samuelson, *Economics*, p. 579.

অপর দিকে, ভবিষ্যত ভোগ অপেক্ষা বর্তমান ভোগের প্রতি মানুষের পক্ষপাত বেশি বলিয়া, সুদ রূপে তাহাদের অতিরিক্ত অর্থ (প্রিমিয়াম) দিলে, তবেই তাহারা বর্তমান ভোগ সংকুচিত করিবে (অর্থাৎ সঞ্চয় করিবে) এবং তাহার ফলে ভোগের পরিবর্তে বিনিয়োগের জন্য উপকরণগুলি পাওয়া যাইবে ও তাহা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগ করা সম্ভব হইবে। অর্থাৎ, এখানে ধরিয়া লওয়া হইতেছে যে, সঞ্চয় হইতেছে সুদের হারের অপেক্ষক[২৬], সুদের হার বাড়িলে সঞ্চয় বা অপেক্ষা বা সময়-পছন্দ কিংবা ভোগ-বিরতির পুরস্কার বাড়িতেছে বলিয়া সঞ্চয়ও বাড়িবে। সুতরাং সঞ্চয়ের যোগান রেখাটি একটি ধনাত্মক রেখা অর্থাৎ, উহা বামে নিচ হইতে দক্ষিণে ঊর্দ্ধ-গামী। ১৮·১নং রেখাচিত্রে সঞ্চয়ের যোগান রেখা SS এই প্রকার।

১৮·১নং রেখাচিত্র

সঞ্চয়ের যোগান ও বিনিয়োগের চাহিদা
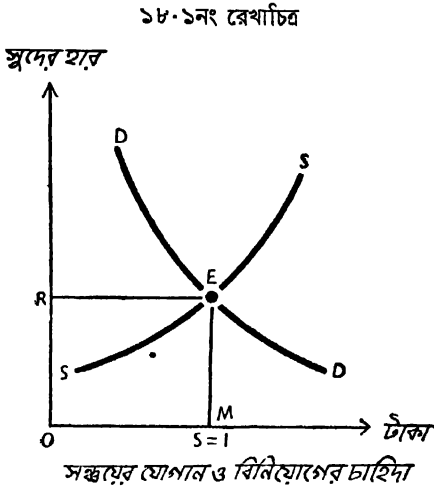
১৮·১নং রেখাচিত্রে E বিন্দুতে পুঁজির চাহিদা রেখা (বা প্রান্তিক নীট উৎপাদনশীলতার রেখা) DD সঞ্চয়ের যোগান রেখা SS-কে ছেদ করিয়াছে। সুতরাং E বিন্দু হইল ভারসাম্য বিন্দু। এই বিন্দু অনুযায়ী পুঁজির চাহিদা (OM) এবং সঞ্চয়ের যোগান (OM) পরস্পরের সমান এবং EM হইতেছে ভারসাম্য প্রকৃত সুদের হার। সংক্ষেপে, এই তত্ত্ব অনুযায়ী ভারসাম্য অবস্থায় প্রকৃত সুদের হার পুঁজির নীট প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার সমান হইয়া থাকে।

এই তত্ত্বের অনুমিত শর্তগুলি এই যেঃ (১) সুদ উপার্জনের উদ্দেশ্যেই প্রধানত সঞ্চয়কারীরা সঞ্চয় করে; (২) সঞ্চয় যাহা ঘটে তাহা বিনা ব্যবহারে ফেলিয়া রাখা হয় না[২৭]; (৩) সঞ্চয়কারীরাই ঋণদাতা; (৪) সঞ্চয়কারীদের আয়ে কোন পরিবর্তন ঘটিতেছে না অর্থাৎ পূর্ণ নিয়োগ রহিয়াছে; (৫) বিনিয়োগ (রেখা) ও সঞ্চয় (রেখা) (অর্থাৎ পুঁজির চাহিদা ও যোগান) পরস্পর নির্ভরশীল নয়, সুতরাং একটিতে পরিবর্তন ঘটিলেও অপরটি অপরিবর্তিত থাকিতে পারে।

সমালোচনাঃ কীনস্ সুদ সম্পর্কে চাহিদা-যোগানের ক্লাসিক্যাল তত্ত্বটির প্রবল সমালোচনা করেন। তাঁহার মতেঃ ১. সমাজে উপকরণসমূহের পূর্ণ নিয়োগ থাকিলেই এই তত্ত্বটি খাটে। একমাত্র তখনই ভোগ না কমাইলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। এবং সে কারণে, সঞ্চয় সম্ভব করিবার জন্য সুদ নামক প্রলোভন দেওয়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সমাজে যদি উপকরণগুলির পূর্ণ নিয়োগ না থাকে তাহা হইলে, অব্যবহৃত উপকরণগুলি পুঁজিদ্রব্য উৎপাদনে অর্থাৎ বিনিয়োগের কাজে লাগান যায় এবং সেজন্য ভোগ কমাইবার অর্থাৎ সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং, যে সমাজে পূর্ণ নিয়োগ নাই সেখানে সুদের এই তত্ত্বটি খাটে না।

২. সুদের হার বাড়িলে সঞ্চয় বাড়িবে, ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের এই কথাও সত্য নয়। কারণ সুদের হার বাড়িলে বিনিয়োগের খরচ বাড়ে ও সেজন্য লাভ কমে। তাই উহার

26. 'Saving is a function of the rate of interest.'
27. 'Savings are not hoarded'.

ফলে বিনিয়োগ কমে। সমাজে মোট বিনিয়োগ কমিলে মোট কর্মসংস্থান ও আয় কমিবে। ইহাতে সমাজের সঞ্চয় ক্ষমতা ও মোট সঞ্চয় কমিবে। সমাজে আয়ের স্তর স্থির থাকে, এই অনুমান করাতে ক্লাসিক্যাল তত্ত্বটি আয়ের উপর বিনিয়োগের প্রভাব উপেক্ষা করিয়াছিল এবং এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিল যে, সুদের হারের পরিবর্তন সঞ্চয় ও বিনিয়োগে সমতা আনে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, আয়ের স্তরের পরিবর্তন দ্বারাই সমাজে সঞ্চয় ও বিনিয়োগে সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়, সুদের হারের পরিবর্তন দ্বারা নহে।

৩. পুঁজির চাহিদা ও যোগান পরস্পরের উপর নির্ভরশীল নহে, ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের এই কথাও ভ্রান্ত। বিনিয়োগের পরিবর্তন আয়ের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া সঞ্চয়েরও পরিবর্তন ঘটায়। আয়ের বিভিন্ন স্তরে সঞ্চয়ের পরিমাণও বিভিন্ন হয়। সুতরাং সঞ্চয় (পুঁজির যোগান) বিনিয়োগের (পুঁজির চাহিদা) উপর নির্ভরশীল।

৪. সুদের হার পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা কিংবা সঞ্চয়ের ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারের মত 'প্রকৃত বিষয়ের' উপর নির্ভর করে না। উহা নির্ভর করে কেবল নগদ পছন্দ বা টাকার চাহিদা ও টাকার যোগানের উপর।

নগদ-পছন্দ তত্ত্ব: কীনসীয় বা আর্থিক তত্ত্ব
THE LIQUIDITY PREFERENCE THEORY: KEYNESIAN OR MONETARY THEORY.

১৯৩৬ সালে প্রকাশিত তাঁহার বিখ্যাত 'দি জেনারেল থিওরী অব এমপ্লয়মেন্ট, ইন্টারেস্ট অ্যান্ড মানি'[২৮] নামক গ্রন্থে কীন্‌স্ সুদ সম্পর্কে যে নূতন তত্ত্ব প্রচার করেন তাহাই সুদের নগদ পছন্দ তত্ত্ব নামে পরিচিত। এই তত্ত্বটি বর্তমানে সন্তোষজনক বলিয়া গণ্য না হইলেও, ইহাতে 'নগদ পছন্দ'-এর যে ধারণা[২৯] প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা সমকালীন যাবতীয় সুদ-তত্ত্বে কোন না কোন ভাবে এক অপরিহার্য বিষয়রূপে গৃহীত হইয়াছে।

কীন্‌সের মতে, সুদ হইতেছে এক নিছক আর্থিক বিষয়[৩০]। ইহা হইল নগদ টাকা ব্যবহারের দাম। ইহার সহিত পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা অথবা সঞ্চয়ের ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারের কোন সম্পর্ক নাই। মানুষ সাধারণত, তাহার বিত্ত[৩১] কোন লগ্নীপত্রের[৩২] আকারে ধারণের পরিবর্তে নগদ টাকার আকারে ধারণ করিতেই বেশি পছন্দ করে। ইহাই 'নগদ পছন্দ' বা 'লিকুইডিটি প্রেফারেন্স'। নগদ টাকা হাতে রাখিবার এই ইচ্ছাই হইতেছে সমাজে টাকার চাহিদা[৩৩]। নগদ টাকা হাতে রাখিবার এই ইচ্ছা বা নগদ পছন্দ পরিত্যাগে তাহাকে রাজী করাইতে হইলে যে পুরস্কার দিতে হয়, তাহাই সুদ।

কীন্‌সের মতে, সমাজে নগদ পছন্দ বা টাকার চাহিদা ও টাকার যোগান, এই দুই শক্তির দ্বারাই সুদের হার নির্ধারিত হইয়া থাকে।

টাকার চাহিদাঃ মানুষের নগদ পছন্দ বা টাকার চাহিদা তিন প্রকারের বা তিনটি কারণে দেখা দেয়। প্রথমত, প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার ও কারবারেরই প্রতিদিনের খরচ খরচা চালাইবার জন্য হাতে নগদ টাকা রাখিবার প্রয়োজন হয়। ইহাকে **লেনদেনের উদ্দেশ্য[৩৪] জনিত নগদ পছন্দ বা টাকার চাহিদা** বলা যায়। এই উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ নগদ পছন্দ বা টাকার চাহিদার উৎপত্তি হয় তাহা আয়ের পরিমাণ, কতদিন পর পর আয় হাতে আসিতেছে (প্রতিদিন, ৭ দিন পর পর, অথবা ১ মাস পর পর ইত্যাদি) এবং ব্যয় করিবার কি পদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে (নগদ টাকায় কিংবা চেকে অথবা ধারে বেচা কেনা কিরূপ প্রচলিত ইত্যাদি) প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। ইহা সুদের হারের (জাতীয় আয়ের নির্দিষ্ট মাত্রা অনুসারে) উপর নির্ভর করে না এবং দীর্ঘকালের ব্যবধানে ইহা পরিবর্তিত হইলেও,

28. *The General Theory of Employment, Interest and Money*, Keynes, J. M. 29. The concept of 'liquidity preference'.
30. 'a monetary phenomenon.' 31. Assets. 32. Securities.
33. Demand for money. 34. Transaction motive.

স্বল্পকালীন সময়ে ইহা অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। আমরা ইহাকে বুঝাইবার জন্য CBt এই সংকেত অক্ষরসমষ্টি ব্যবহার করিতে পারি।

দ্বিতীয়ত, নানারূপ **আকস্মিক প্রয়োজন নির্বাহের জন্যও**[35] কিছু নগদ টাকা হাতে রাখিবার প্রয়োজন হয়। এইপ্রকার প্রয়োজনে **টাকার চাহিদা বা নগদ পছন্দও** সুদের হারের উপর নির্ভরশীল নহে এবং স্বল্পকালীন সময়ে ইহাও অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ইহা বুঝাইবার জন্য আমরা CBp এই সংকেত অক্ষরসমষ্টি ব্যবহার করিতে পারি।

তৃতীয়ত, নির্দিষ্ট আয় বিশিষ্ট **লগ্নীপত্রাদির ফট্কা** (আয় লাভের উদ্দেশ্যে লগ্নীপত্র ক্রয় ও বিক্রয়। **দ্বারা টাকা উপার্জনের জন্যও**[36] **মানুষ নগদ টাকা হাতে রাখিতে চায়।** ইহাকে আমরা সংক্ষেপে CBs বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি। ইহা সুদের হারের উপর **বিশেষ ভাবেই** নির্ভরশীল এবং অত্যন্ত পরিবর্তনশীল।

লেনদেন ও আকস্মিক প্রয়োজনে টাকার চাহিদার সহিত লগ্নীপত্রের ফট্কার উদ্দেশ্যে টাকার চাহিদা যোগ দিলে, জাতীয় আয়ের নির্দিষ্ট স্তরে, দেশে টাকার মোট চাহিদা পাওয়া যায়।

∴ টাকার মোট চাহিদা বা নগদ পছন্দ=লেনদেনের জন্য চাহিদা+আকস্মিক প্রয়োজনের জন্য চাহিদা+ফট্কার উদ্দেশ্যে চাহিদা।

[অথবা, Demand for money or Liquidity Preference or L $=CBt+CBp+CBs$[37]]

১৮·২নং রেখাচিত্র
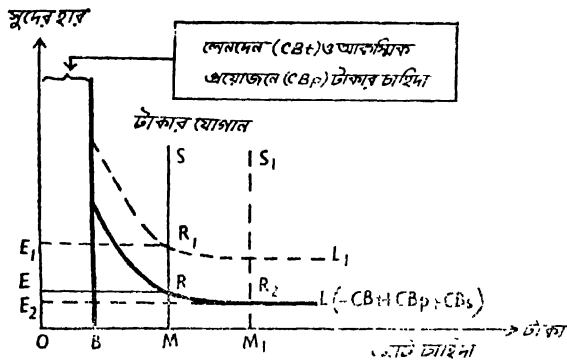
১৮·২নং রেখাচিত্রে L রেখা হইতেছে নগদ পছন্দ রেখা[38] বা নগদ টাকার মোট চাহিদা রেখা (জাতীয় আয়ের একটি নির্দিষ্ট স্তরে)। জাতীয় আয়ের স্তর অপরিবর্তিত থাকিলে, সুদের হারের উপর নগদপছন্দ, অর্থাৎ টাকার চাহিদা নির্ভর করিবে। যেমন, জাতীয় আয়ের একটি নির্দিষ্ট স্তরে সুদের হার EO বা RM হইলে, টাকার মোট চাহিদা হইবে OM ; ইহার মধ্যে OB হইতেছে লেনদেন ও আকস্মিক প্রয়োজনে টাকার চাহিদা (CBt+CBp) এবং BM হইতেছে ফট্কার উদ্দেশ্যে টাকার চাহিদা (CBs)।

35. Precautionary motive. 36. Speculative motive.
37. CBt=Cash balance held from transaction motive ; CBp=Cash balance held from precautionary motive ; CBs=Cash balance held from speculative motive.
38. Liquidity preference curve.

১৮·২নং রেখাচিত্রে আরও দেখা যায় যে **নগদ পছন্দ রেখা (L)র ঢাল ঋণাত্মক।** ইহার অর্থ এই যে, অল্প সুদের হারে নগদ পছন্দ বেশি ও বেশি সুদের হারে নগদ পছন্দ কম হয়। কারণ, সুদের হার কম হইলে, ভবিষ্যতে উহা বাড়িবে এবং তখন উহার দরুন লগ্নীপত্রের[39] দাম কমিয়া যাইবে ও তাহাতে উহাদের ক্ষেত্রে মূলধনী লোকসান[40] হইবে, এই আশা ও আশংকার বশবর্তী হইয়া তখন কেহই লগ্নীপত্রাদি কিনিয়া উহাতে টাকা খাটাইতে চাহিবে না। বরং উহার পরিবর্তে নগদ টাকা হাতে ধরিয়া রাখাই বেশি পছন্দ করিবে। আর, সুদের হার যখন বেশি হয় তখন সুদের হার ভবিষ্যতে কমিবে এবং তাহার ফলে লগ্নীপত্রের দাম বাড়িবে ও সে কারণে লগ্নীপত্রাদিতে মূলধনী লাভ[41] হইবে এই আশায় সকলেই হাতে নগদ টাকা না রাখিয়া তাহা লগ্নীপত্রে খাটাইতেই বেশি পছন্দ করে। অতএব, সুদের হার ও নগদ পছন্দের (বা টাকার চাহিদার) মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক রহিয়াছে।

নগদ পছন্দ রেখার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, উহার ঢাল ঋণাত্মক হইলেও, উহা কখনও ভূমিতল রেখা[42] স্পর্শ করে না। অর্থাৎ সুদের হার কমিলে নগদ পছন্দ রেখা বাম হইতে দক্ষিণে নিচে নামে বটে, কিন্তু সুদের হার কখনও কমিতে কমিতে শূন্যে পরিণত হইতে পারে না; এমনকি উহা একটি নির্দিষ্ট সর্বনিম্ন হারের (ধরা যাক ২%) কমও হইতে পারে না।

ইহার প্রধান কারণ এই যে,—(১) সুদের হার যতই কমিতে থাকে, ততই ঋণের সুদ বাবদ প্রাপ্ত আয় হ্রাসের ঝুঁকি বাড়িতে থাকে বলিয়া নগদ অর্থ হাত ছাড়া করিবার অনিচ্ছা বাড়িতে থাকে। (২) লগ্নীপত্রাদি কিনিয়া তাহাতে নগদ অর্থ খাটাইবার ঝুঁকি বাড়িতে থাকে। কারণ সুদের হার যখন অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে তখন উহার আরও হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা অপেক্ষা বৃদ্ধির সম্ভাবনাই অধিক থাকে। ঐ অবস্থায় ঐ অত্যন্ত অল্প সুদের হারে (ধরা যাক ২%) নির্দিষ্ট আয় (সুদ) প্রদানকারী কোন ঋণপত্র কিনিলে, পরে যদি সুদের হার বাড়ে (যাহার সম্ভাবনাই বেশি) তাহা হইলে ঐ ঋণপত্রের বাজার দাম কমিয়া যাইবে ও ঐ ঋণপত্রে লগ্নীকারীর তাহাতে লোকসান হইবে। [ধরা যাক ২% সুদের হারে কেহ ৫০০ টাকার একটি ঋণপত্র কিনিল। উহা হইতে সে বৎসরে ১০ টাকা সুদ পাইবে। অল্প কিছু দিন পর সুদের হার বাড়িয়া ২½% হইল। ইহার ফলে ঐ ৫০০ টাকা দামের ঋণপত্রের বাজার দাম কমিয়া ৪০০ টাকা হইবে। কারণ ২½% সুদের হারে বৎসরে ১০ টাকা আয় (সুদ) উপার্জন করিতে এখন ৪০০ টাকা লাগে, ৫০০ টাকা নহে। সুতরাং লগ্নীকারীর ১০০ টাকা লোকসান হইল। এই সকল মানসিক ও বাস্তব কারণে সুদের হার খুব কম হইলে কেহই আর নগদ অর্থ হাতছাড়া করিতে চায় না। সকলই হাতে ধরিয়া রাখিতে চায়। অর্থাৎ নগদ পছন্দের স্থিতিস্থাপকতা তখন অসীম হইয়া দাঁড়ায়। ইহাকে **নগদ-ফাঁদ**[43] বলে। এই কারণেই খুব কম সুদের হারে (১৮·২নং রেখাচিত্রে OE_2) নগদ পছন্দ রেখা ভূমিতল রেখার সমান্তরাল হইয়া পড়ে। সুদের হার আর কমে না।

টাকার যোগানঃ কীন্‌সের মতে, টাকার যোগান অন্ততঃ স্বল্পকালীন সময়ে সুদের হারের উপর নির্ভর করে না। উহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষের নীতির উপর নির্ভর করে এবং যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে উহা স্থির থাকে।

সুদের হার নির্ধারণঃ যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত **টাকার মোট যোগান** এবং নির্দিষ্ট জাতীয় আয়ের স্তরে, ভবিষ্যত সুদের হার ও লগ্নীপত্রাদির দাম সম্পর্কে অনুমান এবং বর্তমান সুদের হার দ্বারা নির্ধারিত নগদ **পছন্দ বা টাকার মোট চাহিদা**, এই দুইটি বিষয়ের দ্বারা সুদের হার নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ

---

39. Bonds and securities. 40. Capital loss. 41. Capital gains.
42. Horizontal axis. 43. Liquidity trap.

টাকার মোট যোগান রেখা ও চাহিদা রেখার ছেদবিন্দুতে সুদের হার নির্দিষ্ট হয়। ১৮·২নং রেখাচিত্রে OM হইতেছে টাকার যোগান এবং তদনুযায়ী টাকার যোগান রেখা হইল MS; R বিন্দুতে উহা টাকার চাহিদা বা নগদপছন্দ রেখা L-কে ছেদ করিয়া RM বা EO সুদের হার নির্ধারণ করিয়া দিতেছে। RM সুদের হারে টাকার মোট যোগান=টাকার মোট চাহিদা=OM। সুতরাং কীন্‌সের সুদ-তত্ত্ব অনুসারে ভারসাম্যের (অর্থাৎ ভারসাম্য সুদের হারের) শর্ত হইতেছে টাকার মোট যোগান ও চাহিদার সমতা।

যদি টাকার যোগান স্থির থাকিয়া নগদ পছন্দ বাড়ে (জাতীয় আয়ের পরিবর্তনে), তবে পুরাতন নগদ পছন্দ রেখার উপরে ও দক্ষিণে নূতন নগদ পছন্দ রেখা দেখা দিবে (১৮·২নং রেখাচিত্রে L_1 রেখা) এবং তাহা টাকার যোগান রেখার (MS) উচ্চতর বিন্দুতে (R_1) উহাকে ছেদ করিয়া উচ্চতর সুদের হার (R_1M OR E_1O) নির্ধারণ করিয়া দিবে। নগদ পছন্দ হ্রাস পাইলে ইহার বিপরীত ঘটিবে। আর যদি নগদ পছন্দ রেখা অপরিবর্তিত থাকিয়া (L) টাকার যোগান বাড়ে, তবে টাকার পুরাতন যোগান রেখার দক্ষিণে নূতন যোগান রেখা দেখা দিবে (M_1S_1) এবং উহা নিম্নতর বিন্দুতে (R_2) নগদ পছন্দ রেখাকে ছেদ করিয়া নিম্নতর সুদের হার (R_2M_1 or E_2O) নির্ধারণ করিবে। এইরূপে, ভারসাম্য সুদের হারে টাকার চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হইবে।

সমালোচনাঃ কীনসীয় সুদ তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনাগুলি এই যে,–
১. ভারসাম্য সুদের হারে টাকার চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যের যে শর্তের কথা ইহাতে বলা হইয়াছে উহা এক স্থিতীয় আর্থিক ভারসাম্য[44] মাত্র। ইহাতে জাতীয় আয় একটি নির্দিষ্ট স্তরে রহিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে কিন্তু জাতীয় আয়ের ঐ স্তর কিভাবে নির্ধারিত হইল তাহা ব্যাখ্যা করা হয় নাই। সুতরাং তত্ত্বহিসাবে ইহা অসম্পূর্ণ।

২. তিনি ইহাতে আর্থিক ভারসাম্যের শর্ত[45] নির্দেশ করিয়াছেন (ভারসাম্য সুদের হারে টাকার চাহিদা যোগানের সমতা) এবং তাঁহার তত্ত্বে আয়-ভারসাম্যের শর্ত[46]ও দেওয়া হইয়াছে (পরিকল্পিত সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ভারসাম্যের দ্বারা ভারসাম্য আয়ের নির্ধারণ)। কিন্তু সুদ তত্ত্বে তিনি এই দুটি ভারসাম্য শর্তের মধ্যে কোন সম্পর্ক দেখাইতে পারেন নাই এবং সঞ্চয়, বিনিয়োগ, আয় ও সুদের হারের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতার উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপে ব্যর্থ হইয়াছেন।

৩. পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার সহিত সুদের হারের কোনরূপ সম্পর্ক আছে বলিয়া তিনি স্বীকার করেন নাই। কিন্তু তাঁহার এই ধারণা সত্য নয়। পুঁজির চাহিদা উহার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার উপর নির্ভরশীল বলিয়া, উহার সহিত সুদের হারের সম্পর্ক সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না।

৪. কীনসীয় সুদ তত্ত্বে দীর্ঘকালীন সুদের হারের কোন ব্যাখ্যা নাই। ইহাতে শুধু স্বল্পকালীন সুদের হার কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহাই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

৫. সোমার্সের[47] মতে, নগদ পছন্দ, পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা, লগ্নীপত্রের চাহিদা ও যোগান এবং সময়-পছন্দ[48]—এই চারিটি বিষয়ই সুদের হার নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু কীন্‌সের সুদ তত্ত্বে অন্যান্য নির্ধারক বিষয়গুলি উপেক্ষা করিয়া শুধু টাকার চাহিদা ও যোগানের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্ব : নয়া ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব
THE LOANABLE FUNDS THEORY: NEO-CLASSICAL THEORY

সুদের ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্বটি সুদের নয়া ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব নামেও পরিচিত। ইহার প্রথম প্রবক্তা ছিলেন উইকসেল[49]। তাহা ছাড়া ইহার সমর্থক ও সংস্কারকগণের মধ্যে

44. Static monetary equilibrium.
45. Condition of Monetary Equilibrium.
46. Condition of income equilibrium. 47. Somers.
48. Time preference. 49. Knut Wicksell.

গুনার মিরডাল[50], এরিক লিন্ডাল[51], বার্টিল ওহ্‌লিন[52], বেন্ট হানসেন[53] ও রবার্টসনের[54] নামও উল্লেখযোগ্য।

এই তত্ত্ব অনুযায়ী সুদ হইতেছে ঋণযোগ্য তহবিল ব্যবহারের দাম। সুদ সম্পর্কে ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব এবং কীনসীয় তত্ত্বের মত ইহাও এক চাহিদা-যোগানের তত্ত্ব, তবে ইহার বক্তব্য হইল যে ঋণের বাজারে ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য দ্বারাই সুদের হার নির্ধারিত হয় (ঋণের, অর্থাৎ টাকার বাজারে ঋণ হিসাবে টাকার যে চাহিদা ও যোগান দেখা দেয় তাহাই 'ঋণযোগ্য তহবিল'; ইহাকে বিনিয়োগযোগ্য তহবিল বা আর্থিক পুঁজিও বলে)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, প্রধানত অন্য দুইটি তত্ত্ব হইতে গ্রহণযোগ্য উপাদান লইয়া এই তত্ত্বটি রচিত হইয়াছে এবং ইহার একাধিক ভাষ্য আছে। আমরা উহাদের মধ্যে একটির ব্যাখ্যা আলোচনা করিব।

ঋণযোগ্য তহবিলের যোগান: সমাজে ঋণযোগ্য তহবিলের যোগান পাওয়া যায়,—(১) সঞ্চয়[55], (২) ব্যাঙ্ক ঋণ[56], (৩) অবিনিয়োগ[57] এবং (৪) অলস নগদ তহবিল পরিত্যাগ[58] ইত্যাদি উৎস হইতে।

(১) **সঞ্চয়:** ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানগত সঞ্চয়ের[59] সমষ্টিই হইল সমাজের মোট সঞ্চয়। ইহা ঋণযোগ্য তহবিলের একটি প্রধান উৎস।

ব্যক্তির মত কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলিও উহাদের আয় হইতে সঞ্চয় করে এবং উহার পরিমাণ বাজারে চলতি সুদের হারের উপর নির্ভর করে। সুদের হার বাড়িলে কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলি বাজার হইতে অধিক ঋণের পরিবর্তে অধিক সঞ্চয় করিয়া পুঁজির প্রয়োজন মিটাইতে পারে।

১৮·৩নং রেখাচিত্রে S রেখা দিয়া বিভিন্ন সুদের হারে ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানগত সঞ্চয়ের মোট যোগান বুঝান হইয়াছে।
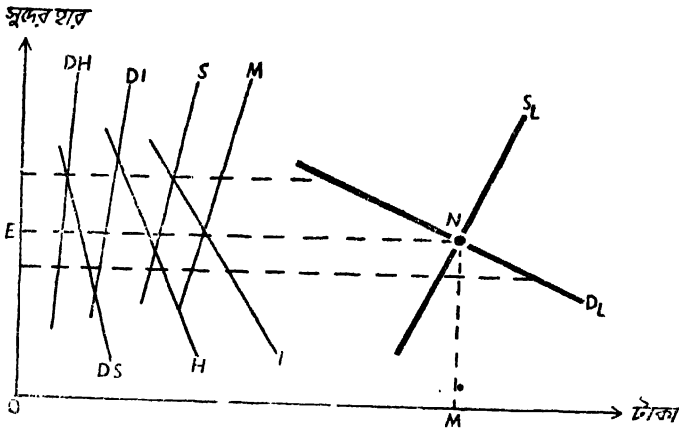
১৮·৩নং রেখাচিত্র

(২) **ব্যাঙ্ক ঋণ:** আধুনিক সমাজে ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ হইল ঋণযোগ্য তহবিলের অন্যতম প্রধান উৎস। সাধারণত সুদের হারের বৃদ্ধির সহিত ব্যাঙ্ক ঋণের যোগান বাড়ে। ১৮·৩নং রেখাচিত্রে M রেখা দিয়া ব্যাঙ্ক ঋণের যোগান বুঝান হইয়াছে।

50. Gunnar Myrdal. 51. Eric Lindahl. 52. Bertil Ohlin.
53. Bent Hansen. 54. D. H. Robertson. 55. Savings.
56. Bank credit. 57. Disinvestment. 58. Dishoarding.
59. Individual and coporate savings.

(৩) অবিনিয়োগঃ পুঁজিদ্রব্য ও মজুত সম্ভারের[60] ক্ষয়কে অবিনিয়োগ বলে। অনেক সময়, শিল্পের কাঠামোগত পরিবর্তন[61] ঘটিলে কিংবা কোন শিল্প প্রচেষ্টা অবিবেচনা-প্রসূত বলিয়া প্রমাণিত হইলে, উহার বর্তমান পুঁজিদ্রব্যগুলির ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করা হয় না এবং মজুত সম্ভার ক্রমাগত কমিতে দেওয়া হয়। ইহার ফলে প্রতিষ্ঠানের আয়ের যে অংশ হইতে ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য সঞ্চয় তহবিলে জমা পড়িত এবং মজুত সম্ভার বৃধির জন্য আয়ের যে অংশ ব্যবহার করা হইত তাহা নগদ টাকার আকারে হাতে রাখা হয় ও তাহা হইতে ঋণ দেওয়া হয় (অর্থাৎ ঋণের বাজারে উহা ঋণযোগ্য তহবিলের যোগান রূপে উপস্থিত হয়)। ইহাই অবিনিয়োগের দৃষ্টান্ত। সুদের হার বাড়িলে সচরাচর এইরূপ অবিনিয়োগ উৎসাহিত হয়। ১৮·৩নং রেখাচিত্রে DI রেখা দিয়া ঋণের বাজারে বিভিন্ন সুদের হারে অবিনিয়োগের যোগান দেখান হইয়াছে।

(৪) অলস নগদ তহবিল পরিত্যাগঃ অতীতে মানুষের হাতে যে অলস নগদ টাকা (তহবিল) নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছিল, যাহা তাহারা ভোগের জন্য ব্যয় করে নাই, লগ্নী করে নাই আবার সঞ্চয়রূপেও গণ্য করে নাই, অন্য যে কোন রূপে ব্যয় করিবার অপেক্ষায় নিছক হাতে ধরিয়া রাখিয়াছিল তাহাই 'হোর্ডিং' বা অলস নগদ তহবিল বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। বর্তমানে সুদের হার বাড়িলে মানুষ ঐ অলস নগদ তহবিল হইতে ঋণ দিতে উৎসুক হয়; অতীতের অলস নিষ্ক্রিয় নগদ তহবিল তখন সক্রিয় হইয়া উঠে। টাকার প্রচলন বেগ[62] তখন বাড়ে। বাজারে ঋণযোগ্য তহবিলের মোট যোগানের ইহাও অন্যতম অংশ। ১৮·৩নং রেখাচিত্রে DH রেখা দিয়া বিভিন্ন সুদের হারে অলস নগদ তহবিল পরিত্যাগজনিত ঋণযোগ্য তহবিলের যোগান দেখান হইয়াছে।

সুতরাং ঋণযোগ্য তহবিলের মোট যোগান=সঞ্চয়+ব্যাঙ্ক ঋণ+অবিনিয়োগ+অলস নগদ তহবিল পরিত্যাগ।

[অথবা, Supply of Loanable Funds $(S_L) = S+M+DI+DH$]

ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদাঃ প্রধানত তিনটি কারণে ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা দেখা দেয়—(১) বিনিয়োগ[63], (২) অলস নগদ তহবিল ধারণা[64], এবং (৩) অসঞ্চয়[65]।

(১) বিনিয়োগঃ ঋণযোগ্য তহবিলের সর্বপ্রধান চাহিদা (কারবারী প্রতিষ্ঠানের নিকট) হইল বিনিয়োগের জন্য। এজন্য কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে দাম দিতে হয় তাহা হইল উহার সুদ। সুতরাং পুঁজিদ্রব্যের বিনিয়োগ হইতে অনুমিত নীট আয়ের হার[66] যে পর্যন্ত না বাজারে সুদের হারের সমান হইতেছে, সে পর্যন্ত বিনিয়োগকারিগণের নিকট ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা থাকিবে। সুতরাং সুদের হার কমিলে এই চাহিদা বাড়ে ও সুদের হার বাড়িলে এই চাহিদা কমে। ১৮·৩নং রেখাচিত্রে I রেখা দিয়া বিভিন্ন সুদের হারে ঋণযোগ্য তহবিলের বিনিয়োগ-চাহিদা দেখান হইয়াছে।

(২) অলস নগদ তহবিল ধারণঃ ব্যয় না করা পর্যন্ত সকলের হাতেই নগদ টাকা অলস পড়িয়া থাকে। সমাজে টাকার মোট যোগান দেশের সকল অধিবাসীর হাতেই নগদ তহবিলরূপে থাকে। লেনদেন, আকস্মিক প্রয়োজন এবং লগ্নিপত্রে ফট্‌কা করা, এই তিন উদ্দেশ্যেই সকলেই নগদ টাকা হাতে রাখিতে চায়। ব্যাপক অর্থে ইহাই অলস নগদ তহবিল ধারণের কারণ (কীনসীয় সুদ তত্ত্বে ইহাকেই 'নগদ পছন্দ' বলা হইয়াছে)। সংকীর্ণ অর্থে, ফট্‌কার উদ্দেশ্যে হাতে ফেলিয়া রাখা নগদ টাকাকে ধৃত অলস নগদ তহবিল বলিয়া গণ্য করা যায় (কীনসীয় সুদ তত্ত্বে ইহাই ফট্‌কার জন্য নগদ পছন্দ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে)। ইহা সুদের হার অনুসারে বাড়ে কমে। কম সুদের হারে লোকে

60. Capital goods and inventories.
61. Structural change.
62. Velocity of circulation of money.
63. Investment.
64. Hoarding.
65. Dissavings.
66. Expected net rate of return on investment.

বেশি পরিমাণ অলস নগদ টাকা হাতে রাখিতে চায় এবং বেশি সুদের হারে, আয় উপার্জনের জন্য অলস তহবিল হইতে বেশি ঋণ দিয়া কম নগদ তহবিল হাতে রাখিতে চায় ১৮·৩নং রেখাচিত্রে H রেখা দিয়া বিভিন্ন সুদের হারে ইহার চাহিদা বুঝান হইয়াছে।

(৩) **অসঞ্চয়ঃ** ঋণযোগ্য তহবিলের তৃতীয় চাহিদা হইল প্রধানত ভোগব্যয়ের কারণে। বর্তমান আয়ের অতিরিক্ত ভোগ করিতে চাহিলে (যথা, রেডিও, বাড়ি, গাড়ী, রেফ্রিজারেটার প্রভৃতি স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য কিনিবার প্রয়োজনে) ঋণ করিতে হয়। ইহাই অসঞ্চয়, সঞ্চয়ের বিপরীত। সুদের হার কমিলে এজন্য ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা বাড়ে ও সুদের হার বাড়িলে এই চাহিদা কমে। ১৮·৩নং রেখাচিত্রে DS রেখা দিয়া ইহার চাহিদা দেখান হইয়াছে।

সুতরাং ঋণযোগ্য তহবিলের মোট চাহিদা=বিনিয়োগ+অলস নগদ তহবিল ধারণ+অসঞ্চয়।

[অথবা, Demand for Loanable Funds (D_L) $=I+H+DS$]

ভারসাম্য সুদের হারঃ ঋণযোগ্য তহবিলের মোট চাহিদা ও মোট যোগানের ভারসাম্য দ্বারা সুদের হার নির্ধারিত হইবে। অর্থাৎ, ভারসাম্য সুদের হারে, যে পরিমাণ ঋণ দেওয়া হইয়াছে (যোগান) তাহা ঋণগ্রহীতারা যে পরিমাণ ঋণ লইয়াছে (চাহিদা), উহার সমান হইবে। অর্থাৎ সমীকরণটি এইরূপঃ

$$S+M+DI+DH(=S_L)=I+H+DS(=D_L)$$

১৮·৩নং রেখাচিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে।

১৮ ৩নং রেখাচিত্রে DH, DI, S ও M, ঋণযোগ্য তহবিলের এই বিভিন্ন যোগান রেখাগুলি সমান্তরালভাবে যোগ দিয়া ঋণযোগ্য তহবিলের মোট যোগান রেখা S_L পাওয়া গেল। সেরূপ, DS, H ও I, ঋণযোগ্য তহবিলের এই সকল বিবিধ চাহিদা রেখাগুলি পাশাপাশি যোগ দিয়া ঋণযোগ্য তহবিলের মোট চাহিদা রেখা D_L পাওয়া গেল। N বিন্দুতে উহারা পরস্পরকে ছেদ করিয়া ভারসাম্য সুদের হার NM (বা OE) স্থির করিয়া দিল। NM বা OE ভারসাম্য সুদের হারে ঋণযোগ্য তহবিলের মোট চাহিদা উহার মোট যোগানের সমান (=OM)।

সমালোচনাঃ সুদের ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্বের সমর্থকদের মতে, ইহা সুদের ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব এবং কীন্‌সের নগদ পছন্দ তত্ত্ব, এই দুই তত্ত্ব হইতেই শ্রেষ্ঠ। ইহা সুদের ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব হইতে বেশি সন্তোষজনক কারণ, শুধু সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিবর্তে, নগদ পছন্দ, ব্যাঙ্কঋণ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ইত্যাদির সহিত সুদের হারের সম্পর্ক নির্দেশ করিয়া ইহা সুদ নির্ধারণের সমস্যার প্রতি বাস্তবোচিত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছে। তুলনায়, ব্যাঙ্কঋণের সংকোচন ও সম্প্রসারণ এবং অলস নগদ তহবিল ধারণের ইচ্ছা, সুদের হারের উপর এই দুইটি বিষয়ের প্রভাবের গুরুত্ব ক্লাসিক্যাল তত্ত্বে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হইয়াছিল। সুদের হারের উপর আর্থিক (M ও H) এবং অনার্থিক বিষয়সমূহের প্রভাব[৬৭] (S ও I) স্বীকার করিয়া ও উহাদের সমন্বয় করিয়া ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্ব ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের ত্রুটি দূর করিয়াছে।

ইহা কীন্‌সের নগদ পছন্দ তত্ত্ব হইতেও শ্রেষ্ঠ, কারণ কীনসীয় তত্ত্বের মত ইহাতে অনার্থিক বিষয়সমূহের (S ও I) প্রভাব সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া শুধু আর্থিক বিষয়কেই (L) ইহাতে একমাত্র প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। সুদের হার এবং পুঁজি বা

67. Influence of monetary and non-monetary factors.

বিনিয়োগের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বা প্রান্তিক দক্ষতার[68] সহিত সম্পর্কও ইহাতে স্বীকার করা হইয়াছে।

কিন্তু অন্য দুইটি তত্ত্বের তুলনায় ইহার শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করা হইলেও, ইহার ত্রুটিগুলি উপেক্ষণীয় নয়।

১. কীন্‌সের মতে, ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্বে জাতীয় আয় স্থির রহিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। কারণ তবেই মাত্র সুদের হারের পরিবর্তনে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিবর্তন ঘটিতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে সুদের হারে পরিবর্তনে জাতীয় আয়েরও পরিবর্তন ঘটে। সুদের হার বাড়িলে বিনিয়োগ কমে, আয় কমে ও উহার ফলে সঞ্চয়ও কমে, সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ে না, অথচ ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্বে বলা হইয়াছে সুদের হার বাড়িলে সঞ্চয় বাড়ে। তাহা ছাড়া সুদের হারের সহিত অনার্থিক বিষয়ের (যথা, পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা ও সঞ্চয়ে ত্যাগ স্বীকার বা সময়পছন্দ) কোন সম্পর্ক আছে বলিয়াও কীন্‌স স্বীকার করেন না।

২. অধ্যাপক অ্যাকলের[69] মতে, ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্বের গোঁড়া ভাষ্যে[70] অনেক বিভ্রান্তি আছে। যেমন সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও আয়, ইহারা প্রবাহরূপে গণ্য হয়, আর হাতে রাখা 'অলস নগদ তহবিল[71] ও ঐ অলস নগদ তহবিল পরিত্যাগ[72]'—ইহাদের কোন নির্দিষ্ট সময়কালে, নির্দিষ্ট পরিমাণের পার্থক্য বা পরিবর্তন[73] বলিয়া গণ্য করা হয়। সুতরাং ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্বে, একই সংগে পরিবর্তনীয় প্রবাহ এবং পরিবর্তনীয় নির্দিষ্ট পরিমাণবাচক উপাদানগুলির সমন্বয় করা হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তাঁহার আরও বক্তব্য এই যে, এই তত্ত্বটিকে যদি স্থিতীয় (ভারসাম্যের) তত্ত্বরূপে[74] গণ্য করা যায় তবে তাহা সুদের হার নির্ধারণ সমস্যার উপর বিশেষ কোন নূতন আলোকপাত করে না। আর যদি ইহাকে গতীয় ভারসাম্যের তত্ত্ব[75] বলিয়া গণ্য করা হয় তবে তাহাতে নানারূপ জটিল সমস্যার উৎপত্তি ঘটে।

উপসংহারঃ সুদের হার নির্ধারণ সম্পর্কে উপরোক্ত তিনটি প্রধান তত্ত্বের আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, উহাদের কোনটিই সন্তোষজনকভাবে সুদের হার কি করিয়া নির্ধারিত হয় তাহার ব্যাখ্যা দিতে পারে নাই। এই তিনটিতেই জাতীয় আয়ের স্তর স্থির রহিয়াছে গণ্য করিয়া উহার ভিত্তিতে সুদের ভারসাম্য হার নির্ধারণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু জাতীয় আয় স্থির থাকে না বলিয়া ঐ তিনটি তত্ত্বের ভিত্তিই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে এবং সে কারণে, উহারা সুদের হার নির্ধারণ সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়াছে তাহা সুনিশ্চিত[76] নহে। সমকালীন দুইজন অর্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক হিক্‌স্‌ ও অধ্যাপক হানসেন, এই তিনটি তত্ত্বের সমন্বয় করিয়া একটি সর্বাধুনিক সুদতত্ত্ব রচনা করিয়াছেন[77]। এই তত্ত্বে (১) বিনিয়োগ চাহিদা, (২) সঞ্চয়, (৩) নগদ পছন্দ ও (৪) ব্যাঙ্কঋণ—এই চারিটি অনার্থিক ও আর্থিক উপাদানের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট সুদের হারের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, পরিকল্পিত সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ভারসাম্য দ্বারা আয় ভারসাম্য এবং নগদ পছন্দ ও টাকার যোগানের ভারসাম্য দ্বারা আর্থিক ভারসাম্য, এই দুইটি ভারসাম্য একযোগে ঘটিয়া সুদের হার নির্ধারিত হয়, এবং অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে, সুদের হার ও আয়ের স্তর পরস্পর পরস্পরকে নির্ধারণ করে। কিন্তু সুদের হারের এই ব্যাখ্যা ব্যষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণের এলাকায় প্রবেশ করিয়াছে।

68. Marginal efficiency of capital.
69. Gardner Ackley. 70. Orthodox version. 71. Hoarding.
72. Dishoarding. 73. Differences or changes in stocks.
74. Static Theory or statement of static equilibrium conditions.
75. Dynamic Theory. 76. Indeterminate.
77. Hicks—Hansen Analysis.

সুদের হার কমিয়া শূন্যে পরিণত হইতে পারে কি?
CAN THE RATE OF INTEREST FALL TO ZERO?

উৎপাদনক্ষমতা ও দূরদৃষ্টি বৃদ্ধির ফলে, যতই দিন যাইতেছে ততই মানুষের আয় বৃদ্ধির সহিত সঞ্চয়ের ক্ষমতা ও ইচ্ছা বাড়িতেছে। ইহার ফলে সমাজে পুঁজির যোগান বাড়িতেছে এবং সে কারণে সুদের হার কমিতেছে। ইহা হইতে এরূপ আশংকা হইতে পারে যে একসময়ে পুঁজির চাহিদার অপেক্ষা উহার যোগান বেশি হইয়া পড়িবে ও তখন সুদের হার শূন্যে পরিণত হইতে পারে, এমনকি উহা ঋণাত্মকও হইতে পারে।

কিন্তু সুদের হার কমিবার সম্ভাবনা থাকিলেও উহা শূন্যে পরিণত হওয়ার কোন বাস্তব সম্ভাবনা নাই। কারণ,—

১. কিছু লোক হয়ত বিনা সুদেও সঞ্চয় করিতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ লোক বিনা সুদে সঞ্চয়ে রাজী নহে। সুতরাং সুদ না থাকিলে (শূন্যে পরিণত হইলে) সঞ্চয়ের যোগান উহার চাহিদা অপেক্ষা এত কমিয়া যাইবে যে, ঋণ বা সঞ্চয় তখন অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িবে, ফলে তখন সুদের পুনরাবির্ভাব ঘটিবে।

২. আয় বৃদ্ধির ফলে মানুষের চাহিদার বৈচিত্র্য বাড়িবে, এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মোট চাহিদা বাড়িবে। সুতরাং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পুঁজির চাহিদাও বাড়িবে। অতএব, পুঁজির যোগান উহার চাহিদাকে ছাড়াইয়া যাইবে, এইরূপ সম্ভাবনা অল্প।

৩. ভবিষ্যতের তৃপ্তি অপেক্ষা বর্তমানের তৃপ্তি সর্বদাই অধিক আকর্ষণীয়। এই 'সময় পছন্দ' যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ সঞ্চয়ে উৎসাহ দেওয়ার জন্য সুদ দিতে হইবে। এবং ইহা এক সময় থাকিবে না, একথা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

৪. নগদ পছন্দের দরুনও সুদের হার কখনও শূন্যে পরিণত হইবে না। ১৮·২নং রেখাচিত্রে দেখা যাইবে নগদ পছন্দ রেখা কিছুদূর পর্যন্ত বাম হইতে দক্ষিণে নিচে নামিলেও, শেষে উহা ভূমিতল রেখার সমান্তরাল হইয়া পড়িয়াছে। অর্থাৎ অত্যন্ত অল্প সুদের হারে নগদ পছন্দ অসীম স্থিতিস্থাপকতা লাভ করে (নগদ পছন্দ ফাঁদ) বলিয়া, সুদের হার খুব কমিলেও, উহা শূন্যে পরিণত হওয়ার আগেই নগদ পছন্দ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়া মানুষকে সমস্ত নগদ টাকার যোগান হাতে ধরিয়া রাখিতে প্রবৃত্ত করায়। ফলে সুদের হার কখনও শূন্যে পরিণত হইতে পারে না।

১৯

খাজনা
RENT

[**আলোচিত বিষয়ঃ** সংজ্ঞা—খাজনা তত্ত্বসমূহ—রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্ব—খাজনার আধুনিক তত্ত্ব—খাজনা ও দামের সম্পর্ক—প্রায়-খাজনা বা খাজনার অনুরূপ আয়—খাজনা ও অর্থনীতিক প্রগতি।]

খাজনার সংজ্ঞা
DEFINITION OF RENT

দুই প্রকার অর্থে খাজনা শব্দটি ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রথমত, খাজনা বলিতে চুক্তিবন্ধ খাজনা[1] বুঝাইতে পারে। চুক্তিবন্ধ খাজনা বলিলে জমি, বাড়ি ইত্যাদির ব্যবহার বাবদ নির্দিষ্ট সময় অন্তর দেয়, চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বুঝায়। দ্বিতীয়ত, খাজনা বলিতে বিশুদ্ধ খাজনা বা অর্থনীতিক খাজনা বুঝাইতে পারে। **বিশুদ্ধ খাজনা বা অর্থনীতিক খাজনা** বলিলে, কোন উপাদান বা কারক ব্যবহারের দরুন দেয় অর্থের সেই অংশকে বুঝায়, যাহা উহার যোগান নিখুঁত স্থিতিস্থাপক নয় বলিয়াই দিতে হয়। ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানিগণের মতে, সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক যোগানের উপাদানের (জমির) ব্যবহার মূল্যেই হইল খাজনা বা বিশুদ্ধ খাজনা। চুক্তিবন্ধ খাজনার মধ্যে জমির বিশুদ্ধ খাজনা বাবদ দেয় অর্থ ছাড়াও, ঐ জমির উন্নতির জন্য উহার মালিক কর্তৃক ব্যয়িত অর্থের সুদ, উহার উপর ধার্য সরকারী কর ইত্যাদি বাবদ অর্থও ধরা থাকিতে পারে।

ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানী ডেভিড রিকার্ডোর[2] মতে, অর্থনীতিক খাজনা হইতেছে উৎপাদকের উদ্বৃত্ত। জমির ফসল বিক্রয় লব্ধ অর্থ যদি স্বাভাবিক মুনাফা সমেত উহার উৎপাদন খরচের অধিক হয়, তবে খরচের অতিরিক্ত ঐ উদ্বৃত্তই জমির 'খাজনা'। ইহাই ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানিগণের অভিমত। আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীরা অর্থনীতিক খাজনা কথাটিকে আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহারের পক্ষপাতী। তাঁহাদের মতে, শুধু জমি নহে, যে কোন উপাদান বা কারক দ্বারা অর্জিত উদ্বৃত্ত আয়কেই খাজনা বলিয়া গণ্য করা যায়। যখনই, যেখানে যে উপাদান (জমি, পুঁজি, শ্রম বা সংগঠন) উহার স্বাভাবিক পারিশ্রমিক অপেক্ষা অধিক আয় উপার্জন করে, তথায় উহার স্বাভাবিক আয় বা পারিশ্রমিক অপেক্ষা উহার প্রকৃত উপার্জিত আয় যতটা বেশি, ঐ অতিরিক্ত উপার্জিত পারিশ্রমিককে উদ্বৃত্ত উপার্জন বা খাজনা বলিয়া গণ্য করা চলে। চাহিদার তুলনায় যোগানের স্বল্পতা অর্থাৎ যোগানের সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপকতার অভাবের দরুনই এই উদ্বৃত্ত বা অতিরিক্ত উপার্জন সম্ভব হয়। কারণ উপাদানের যোগান যদি সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয়, তবে চাহিদা বাড়িলে উহার যোগানও বাড়িবে এবং তখন উহার পক্ষে অধিক পারিশ্রমিক উপার্জনের কোন সম্ভাবনা থাকিবে না।

অতএব বিশুদ্ধ বা অর্থনীতিক খাজনা হইতেছে যোগানের কম বেশি অস্থিতিস্থাপকতার দরুন যে কোন উপাদান কর্তৃক উহার স্বাভাবিক পারিশ্রমিকের অতিরিক্ত উপার্জিত উদ্বৃত্ত আয়।

1. Contractual rent. 2. David Ricardo.

খাজনা তত্ত্বসমূহ
THEORIES OF RENT

রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব
THE RICARDIAN THEORY OF RENT

ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানিগণের মধ্যে ডেভিড রিকার্ডোর নাম খাজনা তত্ত্ব প্রসংগে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তাঁহার খাজনাতত্ত্বের মূল বিষয়গুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল। রিকার্ডোর মতেঃ

১. "খাজনা হইল জমির উৎপন্নের সেই অংশ যাহা মৃত্তিকার মৌলিক ও অবিনশ্বর শক্তির ব্যবহারের দরুন জমির মালিককে প্রদান করিতে হয়।"[3] জমির ফলন উহার অন্তর্নিহিত প্রাকৃতিক উর্বরতার উপর নির্ভর করে। জমির খাজনা হইতেছে ঐ উর্বরতা শক্তি ব্যবহারের দামস্বরূপ।

২. খাজনা হইতেছে উৎপাদকের উদ্বৃত্ত। উদ্বৃত্ত বলিতে, চাষের অধীন সর্বাপেক্ষা কম উর্বর জমির (প্রান্তিক জমি) ফলনের তুলনায় অধিকতর উর্বর জমিগুলির অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত ফলন বুঝাইতেছে। সর্বাপেক্ষা কম উর্বর জমির তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিক উর্বর জমিগুলির উদ্বৃত্ত ফলনই শেষোক্ত জমির চাষীদের উদ্বৃত্ত আয় এবং তাহারা নিজেরাই জমির মালিক হইলে ঐ উদ্বৃত্ত তাহারাই ভোগ করিবে। অন্যথায়, চাহিদার তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিক উর্বর জমির যোগান স্বল্প বলিয়া প্রতিযোগিতার দরুন ঐ উদ্বৃত্ত তাহারা জমির মালিককে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইবে। বলা বাহুল্য, খাজনা সম্পর্কে এই ধারণাকে জমির উর্বরতা শক্তির পার্থক্যমূলক আয়[4] বলিয়া গণ্য করা যায় বা ইহাকে **উর্বরতা শক্তির পার্থক্যমূলক খাজনা**[5] বলিয়া গণ্য করা যায়।

৩. খাজনা ফসলের উৎপাদন খরচ তথা দামের অন্তর্ভুক্ত হয় না। অর্থাৎ খাজনা দাম নির্ধারণ করে না, বরং উহাই দামের **দ্বারা** নির্ধারিত হয়।

মার্শাল দেখাইয়াছেন যে, একই জমিতে ক্ষীয়মাণ উৎপন্নবিধির দরুন খাজনার উৎপত্তি ঘটিতে পারে। ইহাকে **স্বল্পতার** (অর্থাৎ জমির) **দরুন খাজনা**[6] বলিয়া গণ্য করা যায়। উর্বরতা শক্তির পার্থক্যের দরুন খাজনা এবং স্বল্পতার দরুন খাজনা, উভয়েই, খাজনা অর্থাৎ উৎপাদকের উদ্বৃত্তের দুই দিক মাত্র।

রিকার্ডো জমির প্রান্তিক উৎপন্নের ভিত্তিতে তাঁহার তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু চাষের প্রান্তিক ও গড় খরচের ভিত্তিতেও ইহা ব্যাখ্যা করিতে বাধা নাই।

রিকার্ডো সমগ্র সমাজের দিক হইতে জমির কথা বিবেচনা করিয়াছিলেন। সে হিসাবে দেখিলে, জমি প্রকৃতির দান, উহার কোন উৎপাদন খরচ নাই, বিনামূল্যে উহা পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং চাষের যাহা কিছু খরচ তাহা পুঁজি ও শ্রমের দরুন এবং জমির পরিমাণ স্থির বলিয়া পুঁজি ও শ্রমের খরচ হইল এক্ষেত্রে পরিবর্তনীয় বা মুখ্য খরচ। আমরা ইহাও জানি যে প্রান্তিক এবং গড় উৎপন্ন রেখা হইতে প্রান্তিক ও গড় খরচ রেখা পাওয়া যায় এবং গড় খরচ রেখা ইংরেজী V অথবা U অক্ষরের আকৃতি নেয়। আর আমরা ইহাও জানি যে, পরিবর্তনীয় উপাদান বা কারকের উৎপন্ন যে বিন্দু হইতে কমিতে আরম্ভ করে, অর্থাৎ, গড়পড়তা পরিবর্তনীয় খরচ যে বিন্দু হইতে বাড়িতে আরম্ভ করে, উৎপাদনকারী সেখানেই তাহার উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করে। এক্ষেত্রে জমির কোন খরচ নাই বলিয়া পুঁজি ও শ্রমের খরচই একমাত্র পরিবর্তনীয় খরচ এবং সেহেতু, এক্ষেত্রে গড় খরচ ও পরিবর্তনীয় গড় খরচ উভয়ে একই।

---

3. "Rent is that portion of the produce of the earth which is paid to the landlord for the use of the original and indestructible powers of the soil." Ricardo. 4. Rent is a differential return.
5. Differential rent. 6. Scarcity rent.

এই অবস্থায়, জমির যোগান যখন অবাধ এবং উহার যখন কোন দাম বা খরচ নাই, তখন আমরা ধরিয়া লইতেছি যে প্রত্যেক চাষী একই নির্দিষ্ট আয়তনের (যথা ১০ বিঘা) জমিতে চাষ করিতেছে। এক্ষেত্রে কেহই কোন উদ্বৃত্ত আয় ভোগ করিবে না, কারণ দাম =গড় খরচ। জমির যোগান অবাধ (ও উহার দাম নাই) বলিয়া যদি ফসলের চাহিদা বাড়ে তবে চাষীরা অধিক জমিতে চাষ করিয়া উৎপাদন করিবে ও যোগান দিবে।

কিন্তু জমির যোগান (সর্বাধিক উর্বর জমি) সীমাহীন নহে বলিয়া, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ফসলের চাহিদা বাড়িলে, চাষীরা বাধ্য হইয়া তাহাদের বর্তমান জমিতে আরও গভীর চাষ[7] করিয়া বেশি ফসল ফলাইবার চেষ্টা করিবে। ফলে সর্বনিম্ন গড় খরচের বিন্দুর পরিবর্তে, এখন দাম অনুসারে উচ্চতর গড় খরচের বিন্দুতে তাহারা উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ করিবে।

ধরা যাক, ফসলের চাহিদা বৃদ্ধির দরুন এবার উহার বাজার-দাম বাড়িল[8]। এবার (ক) জমিতে (সর্বাধিক উর্বর জমি) চাষী ফসলের উৎপাদন বাড়াইবে। ইহাতে বর্ধিত দামে বেশি পরিমাণ ফসল বেচিয়া চাষী বেশি পরিমাণ আর্থিক আয় পাইবে। কিন্তু এবার অধিকতর পরিমাণ উৎপাদনের মোট খরচ তাহার মোট আয় অপেক্ষা কম, সুতরাং উহাদের পার্থক্যই হইল এবার তাহার উদ্বৃত্ত আয়। ইহাই তাহার বিশুদ্ধ বা অর্থনীতিক খাজনা। সুতরাং দেখা গেল যে, **সমগ্র সমাজের দৃষ্টিকোণ হইতে বিবেচনা করিলে,**—(১) খাজনার পরিমাণ দামের দ্বারাই স্থির হয় এবং দামের বৃদ্ধির দরুনই খাজনার উৎপত্তি (ও বৃদ্ধি) ঘটে। খাজনার জন্য দাম বাড়ে না। এবং (২) খাজনা নামক এই অর্থনীতিক উদ্বৃত্তের উৎপত্তি ঘটিতেছে উৎপাদনের একটি উপাদানের (এক্ষেত্রে—জমির) স্বল্পতার দরুন।

এবার রিকার্ডোর ব্যাখ্যা অনুযায়ী উর্বরতার **পার্থক্যমূলক খাজনার উৎপত্তির** আলোচনা করা যায়। উপরের আলোচনা হইতে আমরা দেখিয়াছি যে, চাহিদা (ফসলের) যখন কম থাকে তখন শুধু সর্বোৎকৃষ্ট জমিতেই চাষ হয় এবং তখন কোন উদ্বৃত্ত আয়ের উৎপত্তি ঘটে না। কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ফসলের চাহিদা বাড়িলে অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট জমিতে টান পড়ে এবং তখন চাষের অধীন সর্বোৎকৃষ্ট জমিতে যেমন গভীর চাষের চেষ্টা হয় তেমনি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জমিতেও কৃষিকার্য প্রসারিত হয়[8]। ইহার ফলে, পুরাতন সর্বোৎকৃষ্ট জমিতে যেমন স্বল্পতার দরুন খাজনার উৎপত্তি হয় তেমনি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জমির সহিত উহার উর্বরতার পার্থক্যের দরুন উর্বরতার পার্থক্যমূলক খাজনারও উৎপত্তি ঘটে। ধরা যাক, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন ফসলের বাজার-দাম বাড়িয়া যাওয়ায় সর্বোৎকৃষ্ট ক জমির সহিত তখন অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট খ জমি ও সর্বাধিক নিকৃষ্ট গ জমিতেও (প্রান্তিক জমি) এবার চাষ শুরু হইল।

ধর, তিন প্রকার জমিতেই বিঘা প্রতি ১ মণ উৎপাদন হয়, তবে সর্বোৎকৃষ্ট জমিতে চাষের মণকরা খরচ ১০ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে মণকরা খরচ ১৫ টাকা ও তৃতীয় শ্রেণীর সর্বনিকৃষ্ট বা প্রান্তিক জমিতে মণকরা খরচ ২০ টাকা। বাজারে চাহিদা বেশি হওয়ার দরুন যদি সর্বনিকৃষ্ট জমি অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীর জমিতে চাষ করিতেই হয়, তবে উহাই হইবে তখন প্রান্তিক জমি এবং বাজারে ফসলের দামও তখন মণকরা ২০ টাকা হইবেই। ইহার ফলে প্রথম শ্রেণীর জমিতে উদ্বৃত্ত আয় হইবে ১০ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে উদ্বৃত্ত আয় হইবে ৫ টাকা এবং প্রান্তিক জমিতে চাষের খরচ ও বাজার দাম সমান বলিয়া উহাতে কোন উদ্বৃত্ত আয় হইবে না।

ইহা হইতে দেখা গেল যে,—(১) প্রান্তিক জমি[9] বা চাষের অধীন সর্বাপেক্ষা কম উর্বরতা সম্পন্ন জমিতে খাজনা নামক উদ্বৃত্ত আয়ের উৎপত্তি ঘটে না; উহা ঘটে অধিকতর উর্বরতাসম্পন্ন বা প্রান্ত মধ্যে অবস্থিত জমির[10] ক্ষেত্রে। (২) অপেক্ষাকৃত

7. Intensive cultivation.
8. Extensive cultivation.
9. Marginal Land.
10. Intra-Marginal land.

অধিক উর্বরতাসম্পন্ন জমিগুলির খাজনার পরিমাণ বা উবর্রতার পার্থক্যমূলক খাজনা উহাদের উর্বরতা (গড় উৎপাদন খরচ) এবং প্রান্তিক জমির উৎপাদন খরচ (=ফসলের বাজার-দাম) এই দুইয়ের পার্থক্য দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে [প্রান্তিক জমির উৎপাদন খরচ (=বাজার-দাম)—সরস জমির উৎপাদন খরচ=সরস জমির উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনা]। এবং (৩) প্রান্তিক জমির উৎপাদন খরচ ফসলের বাজার দামের সমান হয়।

সমালোচনাঃ রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব যে সকল অনুমিত শর্তের উপর নির্ভরশীল, তাহা হইলঃ (১) সমাজে নিখুঁত প্রতিযোগিতা বর্তমান রহিয়াছে। (২) বিবেচ্য সময়টি দীর্ঘমেয়াদী কাল। (৩) জমির অন্তর্নিহিত মৌলিক এবং অবিনশ্বর শক্তি বলিয়া এক প্রকৃতি প্রদত্ত শক্তি আছে এবং উহার ব্যবহারের দরুনই খাজনা দেওয়া হয়। (৪) খাজনা হইতেছে শুধু জমি নামক প্রকৃতি প্রদত্ত উপাদানটির আয়, উহার সহিত অন্যান্য মনুষ্য নির্মিত উপাদানের পারিশ্রমিকের কোন সম্পর্ক নাই। (৫) প্রান্তিক জমি বলিয়া এক বিশেষ শ্রেণীর জমি আছে এবং উহা কোন খাজনা দেয় না। (৬) অধিকতর উর্বরতা-সম্পন্ন জমি আগে ও কম উর্বরতাসম্পন্ন জমি পরে চাষ করা হয়। (৭) সকল জমির উর্বরতা একরূপ হইলে (উহাদের অবস্থানের বিভিন্নতা বাদে) খাজনার উৎপত্তি হইত না। রিকার্ডোর এই অনুমিত শর্তাবলী এবং তাঁহার খাজনাতত্ত্বের সিদ্ধান্তগুলি সকলই আধুনিক অর্থবিজ্ঞানিগণের দ্বারা সমালোচিত হইয়াছে।

১. আধুনিক সমালোচকগণের মতে, জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর শক্তি বলিয়া কিছু নাই। জমির উর্বরাশক্তি যেমন ক্ষয় পাইতে ও লুপ্ত হইতে পারে তেমনি উহা বৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধার করাও সম্ভব।

২. শুধু জমির নহে অন্য যে কোন উপাদানও খাজনার অনুরূপ উদ্বৃত্ত আয় উপার্জনে সক্ষম। সুতরাং জমির জন্য পৃথক খাজনা তত্ত্বের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই।

৩. যে জমি খাজনা দেয় না এরূপ প্রান্তিক জমির ধারণাটি খাজনার উৎপত্তি ও কারণ ব্যাখ্যার জন্য অপরিহার্য নহে।

৪. অধিকতর উর্বর জমিতে আগে ও অপেক্ষাকৃত কম জমিতে পরে চাষ হয় এ কথা ঐতিহাসিক ও তথ্যগত ভাবে সত্য নহে।

৫. সকল জমির উর্বরতা একরূপ হইলেও, ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধির দরুন খাজনার উৎপত্তি হইত।

৬. রিকার্ডোর তত্ত্বে পার্থক্যমূলক খাজনার ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু খাজনার উৎপত্তির আসল কারণটি নাই, তাহা হইতেছে জমি বা যে কোন উপাদানের স্বল্পতা।

৭. খাজনা দাম নির্ধারণ করে না, বরং দামের দ্বারা উহা নিজেই নির্ধারিত হয়; একথা সমগ্র সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সত্য হইলেও জমির যে কোন একটি ব্যবহারের বা উহার ব্যবহারকারী যে কোন একটি শিল্পের দিক হইতে, খাজনা দাম নির্ধারণ করে, উৎপাদন খরচের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এসকল সমালোচনার দরুন তত্ত্ব হিসাবে ইহা অগ্রাহ্য হইলেও, অনুপার্জিত আয়[11] হিসাবে খাজনা ও খাজনাভোগী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উহাদের অবসানের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচারের আন্দোলনে রিকার্ডোর তত্ত্বটির অবদান অনস্বীকার্য।

খাজনার আধুনিক তত্ত্ব
THE MODERN THEORY OF RENT

রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের মূল বক্তব্য ছিলঃ (১) খাজনা হইল কেবল জমি নামক প্রকৃতিপ্রদত্ত উপাদানের আয়। (২) জমির উর্বরতার পার্থক্যের জন্যই খাজনার উৎপত্তি হইয়াছে। (৩) যে জমি খাজনা দেয় না সেই প্রান্তিক জমির[12] উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতেই

11. Unearned income. 12. No-rent land or marginal land.

অপেক্ষাকৃত অধিক উর্বর বা সরস অর্থাৎ প্রান্তমধ্যস্থিত জমির খাজনা পরিমাপ করা হয়। এবং (৪) খাজনা (ফসলের) দাম নির্ধারণ করে না (অর্থাৎ উহা ফসলের উৎপাদন খরচের অন্তর্ভুক্ত নয়) বরং (ফসলের) দামই খাজনা নির্ধারণ করে[১৩]।

আধুনিক খাজনা তত্ত্ব খাজনাকে উদ্বৃত্ত-আয় বলিয়া স্বীকার করিলেও রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের উপরোক্ত কোন বক্তব্যের সহিত একমত নহে। ইহার মতে, রিকার্ডোর তত্ত্বে পার্থক্যমূলক খাজনার কারণ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু খাজনার উৎপত্তির মূল কারণটি নির্দেশ করা হয় নাই। সংক্ষেপে আধুনিক খাজনা তত্ত্বের মূল বক্তব্যগুলি নিচে আলোচনা করা গেল।

১. আধুনিক খাজনা তত্ত্ব অনুসারে **খাজনা জমির চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয়।** উপাদান হিসাবে জমির চাহিদা, উহাতে উৎপন্ন ফসলের চাহিদা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। অর্থাৎ অন্যান্য যে কোন উপাদানের মতই জমির চাহিদাও হইল উদ্ভূত চাহিদা[১৪], ফসলের চাহিদা বাড়িলে উহার দাম বাড়িবে। তখন অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য জমির চাহিদাও বাড়িবে, ফলে জমির খাজনাও বাড়িবে। ফসলের চাহিদা ও দাম কমিলে জমির চাহিদা এবং খাজনাও কমিবে। ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধির দরুন জমির প্রান্তিক উৎপন্ন রেখা ঋণাত্মক ঢালসম্পন্ন বলিয়া উহার চাহিদা রেখাও ঋণাত্মক ঢালসম্পন্ন হয়। অপর দিকে, সমগ্র সমাজের দৃষ্টিকোণ হইতে বিবেচনা করিলে, জমির যোগান সীমাবদ্ধ এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে উহার একটিমাত্র ব্যবহারই আছে (চাষের জন্য)। সুতরাং সামগ্রিকভাবে জমির যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক (পতিত জমি উদ্ধার করিয়া উহার যোগান যেটুকু বাড়ান যায় অথবা অবহেলার দরুন যেটুকু জমি চাষের অযোগ্য হইয়া পড়ে তাহার পরিমাণ নগণ্য)। জমির আয়ের হ্রাস বৃদ্ধিতে জমির মোট যোগান বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হয় না। অতএব, **সমগ্র সমাজের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে জমির যোগান রেখা একটি সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক, লম্ব রেখা।** একটি মাত্র ব্যবহার ছাড়া অন্য কোন বিকল্প ব্যবহার **নাই বলিয়া জমির কোন বিকল্প আয় বা** সুযোগ আয়[১৫] '**নাই এবং সেহেতু উহার কোন যোগান দাম[১৬] নাই।**

১৯·১নং রেখাচিত্র
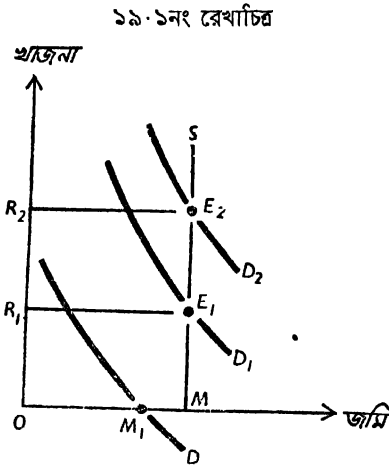
২. **খাজনার উৎপত্তির মূল কারণ হইতেছে চাহিদার তুলনায় জমির স্বল্পতা বা দুষ্প্রাপ্যতা[১৭]।** জমির যোগান যদি অফুরন্ত হয় তবে উহার যোগান রেখা সমান্তরাল হইবে এবং ঐ অবস্থায় জমির চাহিদা যতই বেশি হোক না কেন, যোগানও বেশি পাওয়া যাইবে এবং সেহেতু খাজনার উৎপত্তি হইবে না। জমির কোন উদ্বৃত্ত আয় ঘটিবে না।

কিন্তু, বাস্তবে সমাজে জমির মোট যোগান চাহিদার তুলনায় স্বল্প বলিয়া উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনার উৎপত্তি হয় এবং চাহিদা যত বেশি হয় খাজনাও তত বেশি হয়। সমাজের দিক হইতে সামগ্রিক জমির অন্য কোন বিকল্প

13. 'Rent is price-determined, not price determining.'
14. Demand for Land is a derived demand.
15. Transfer or opportunity earnings. 16. Supply price.
17. Scarcity of Land.

ব্যবহার নাই বলিয়া উহার কোন যোগান দাম নাই। সে কারণে, খাজনার সবটাই জমির উদ্বৃত্ত-আয়। ১৯·১নং রেখাচিত্রে ইহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রথমে, জমির চাহিদা যখন যোগানের তুলনায় স্বল্প ছিল, তখন জমির চাহিদা রেখা D জমির যোগান রেখাকে M_1 বিন্দুতে ছেদ করিয়াছিল। তখন OM_1 পরিমাণ জমিতে চাষ হইত এবং জমির কোন খাজনা বা উদ্বৃত্ত-আয় ছিল না। পরে চাহিদা বাড়িল (লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হেতু) এবং জমির যোগান সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িল। সমাজের সমগ্র জমির পরিমাণ হইল OM এবং জমির যোগান রেখা হইল SM। এবার জমির চাহিদা রেখা D_1 যোগান রেখা SMকে E_1 বিন্দুতে ছেদ করিয়া OR_1 $(=ME_1)$ খাজনা নির্ধারণ করিয়া দিল। জমির চাহিদা যদি আরও বাড়ে তবে নূতন চাহিদা রেখা D_2 যোগান রেখা SMকে E_2 বিন্দুতে ছেদ করিয়া OR_2 $(=ME_2)$ খাজনা নির্ধারণ করিতে পারে।

সুতরাং জমির স্বল্পতা হেতুই খাজনার উৎপত্তি হইয়াছে এবং **সামগ্রিক ভাবে সমাজের সকল জমির কথা ভাবিলে**, ফসলের দাম বাড়িলেই জমির চাহিদা বাড়ে এবং উহার খাজনা বাড়ে। অতএব জমির খাজনা (ফসলের) দাম নির্ধারণ করে না বরং উহা নিজেই (ফসলের) দামের দ্বারা নির্ধারিত হয়। **সামগ্রিক ভাবে সমাজের সকল জমির কোন বিকল্প আয় বা যোগান দাম নাই বলিয়া জমির খাজনার সবটাই উদ্বৃত্ত আয়।**

উর্বরতা অনুযায়ী প্রত্যেক শ্রেণীর জমির পৃথক পৃথক যোগান ও চাহিদা রেখার কথা কল্পনা করা যাইতে পারে এবং সেক্ষেত্রে উহাদের স্ব স্ব চাহিদা ও যোগানের রেখার ছেদ বিন্দুতে পৃথক পৃথক ভারসাম্য খাজনার হার নির্ধারিত হইবে। এইভাবে পার্থক্য-মূলক খাজনাও চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৩. কিন্তু, **সমগ্র সমাজের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে যাবতীয় জমির একটি মাত্র ব্যবহার ছাড়া অন্য কোন বিকল্প ব্যবহার না থাকিলেও, যে কোন একটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান[18] বা যে কোন একটি শিল্পের[19] দিক হইতে দেখিলে, একই জমির একাধিক বিকল্প ব্যবহার সম্ভব।** একই জমিতে ধান কিংবা পাটের চাষ হইতে পারে। এক ব্যবহার হইতে, একটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের নিকট, একটি শিল্পের নিকট হইতে সহজেই এক খন্ড জমি অপর ব্যবহারে, অপর উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের নিকট, অপর শিল্পের নিকট হস্তান্তর সম্ভব। সুযোগ খরচের তত্ত্ব[20] অনুসারে যাহা কিছুর বিকল্প ব্যবহার আছে তাহারই বিকল্প বা ক্ষেত্রান্তর আয়[21] আছে। উহার বিকল্প বা ক্ষেত্রান্তর আয় হইল উহার যোগান দাম। যে উপাদানটি বর্তমানে যে উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিযুক্ত আছে তথায় উহার যোগান দাম নির্ধারিত হয় উহার নিকট পরবর্তী কাম্যতম বিকল্প নিয়োগের ক্ষেত্রে উহার সম্ভাব্য উপার্জন বা পারিশ্রমিক দ্বারা[22]। সুতরাং যে কোন একটি ব্যবহারের ক্ষেত্র বিশেষে, যে কোন একটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা শিল্পে যে কোন একটি উপাদানের যোগান স্থির নির্দিষ্ট নহে; উপাদানটির ব্যবহারের জন্য তথায় বেশি পারিশ্রমিক দেওয়া হইলে অন্যান্য ব্যবহারের ক্ষেত্র, অন্যান্য উৎপাদক প্রতিষ্ঠান ও শিল্প ত্যাগ করিয়া ঐ উপাদানটি তথায় অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইবে। এক ক্ষেত্রে উহার যোগান কমিয়া অপর ক্ষেত্রে উহার যোগান বাড়িবে। সুতরাং যে কোন একটি বিশেষ ব্যবহার, প্রতিষ্ঠান বা শিল্পের নিকট যে কোন একটি উপাদানের (জমি সমেত) যোগান পরিবর্তনীয় এবং সে কারণে উহার যোগান রেখা একটি ধনাত্মক ঢালসম্পন্ন রেখার আকৃতি নেয় এবং তথায় উহার চাহিদা ও যোগানের ছেদ বিন্দু অনুসারে উহার ভারসাম্য পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয়। কিন্তু উপাদানের আয়ের

---

18. A Particular firm. 19. A particular industry. 20. See p. 219.
21. Alternative earnings or transfer earnings.
22. The supply price or minimum remuneration of a factor in its present employment is determined by what it can earn from its next best alternative employment.

(অর্থাৎ যেমন জমির) **সমস্তটাই উদ্বৃত্ত আয় নয়।** যে কোন নিয়োগের ক্ষেত্রে উপাদানের (যেমন জমির) আয় যদি অন্যত্র উহার বিকল্প আয়ের সমান হয়, তবে জমির বেলায় ঐ আয়কে আমরা শুধুই বিকল্প বা ক্ষেত্রান্তর আয় বলিতে পারি এবং উহার কিছুমাত্র খাজনা বা উদ্বৃত্ত আয় নয় বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু যদি কোন একটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন একটি চাষী বা উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প যদি খণ্ড জমিকে উহার বিকল্প আয় (=উহার ন্যূনতম পারিশ্রমিক বা যোগান দাম) অপেক্ষা অধিক পারিশ্রমিক দিতে রাজী থাকে এবং দেয়, তবে সে ক্ষেত্রে উহার প্রকৃত আয়, উহার বিকল্প আয় বা সুযোগ আয় কিংবা ক্ষেত্রান্তর আয় অপেক্ষা যতটুকু বেশি, সেটুকুই উহার আয়ের মধ্যে খাজনা বা উদ্বৃত্ত আয় বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

সুতরাং যে কোন বিশেষ ব্যবহারে বা উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের অথবা শিল্পের নিকট যে কোন খণ্ড জমির খাজনা=উহার প্রকৃত আয়—উহার বিকল্প বা ক্ষেত্রান্তর আয় (=উহার ন্যূনতম পারিশ্রমিক)।

৪. **শুধু জমির নহে, অন্য যে কোন উপাদানেরও বিশুদ্ধ খাজনা নামক উদ্বৃত্ত আয় ঘটিতে পারে।** শ্রমের মজুরি, পুঁজির সুদ এবং সংগঠকের মুনাফাতেও খাজনার অংশ থাকিতে পারে। কোন কারখানায় শ্রমিকরা দৈনিক ৪ টাকা মজুরিতে কাজ করিতেছে। কারখানার তৈয়ারী পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির দরুন উৎপাদন বাড়াইবার জন্য ৫ টাকা দৈনিক মজুরিতে নূতন শ্রমিক নিয়োগ করিতে হইল। এবার পুরাতন শ্রমিকরাও ৪ টাকার পরিবর্তে ৫ টাকা মজুরি দাবি করিবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি বজায় রাখিবার জন্য নিয়োগ-কর্তাও তাহা দিতে বাধ্য হইবে। ফলে পুরাতন শ্রমিকরা বাড়তি ১ টাকা মজুরি পাইবে। ইহাই মজুরির মধ্যে শ্রমিকদের খাজনা জাতীয় আয়ের অংশ। পুঁজি এবং সংগঠনের ক্ষেত্রেও এরূপ ঘটিতে পারে। সুতরাং খাজনা শুধু জমির নিজস্ব আয় নয়, যে কোন উপাদানের আয়ের মধ্যেই খাজনা বা উদ্বৃত্ত আয় রূপে একটি অংশ থাকিতে পারে।

খাজনা ও দামের সম্পর্ক
RELATION BETWEEN RENT AND PRICE

রিকার্ডোর মতে, খাজনা ফসলের উৎপাদন খরচের অন্তর্গত নয় এবং সে কারণে উহা ফসলের দাম নির্ধারক নহে। বরং উহা নিজেই ফসলের দামের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

ইহার কারণ, রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুসারে, **ফসলের দাম প্রান্তিক জমি বা চাষের অধীন** সর্বাপেক্ষা নীরস **জমির উৎপাদন খরচ দ্বারা নির্ধারিত হয়।** সুতরাং প্রান্তিক জমিতে উৎপাদিত ফসল বিক্রয় করিয়া শুধু স্বাভাবিক মুনাফা সহ বিক্রয় খরচ ওঠে মাত্র, উহার অতিরিক্ত (উদ্বৃত্ত) কোন আয় হয় না। **সেহেতু প্রান্তিক জমিতে কোন খাজনা দিতে হয় না।** এ কারণে প্রান্তিক জমির ফসল উৎপাদন খরচের মধ্যে খাজনা নামে কোন খরচ অন্তর্ভুক্ত হয় না। **অতএব খাজনার উপর ফসলের দাম নির্ভর করে না। বরং খাজনাই ফসলের দামের উপর নির্ভর করে** এবং উহার দ্বারা নির্ধারিত হয়। কারণ, চাহিদা বৃদ্ধির দরুন **ফসলের দাম বাড়িলে** উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তখন **যে জমিতে চাষের খরচ ফসলের দামের সমান সে জমি** (অর্থাৎ নিকৃষ্টতর জমি) **পর্যন্ত কৃষিকার্য প্রসারিত হয়** এবং উহা প্রান্তিক জমিতে পরিণত হয়। **ঐ প্রান্তিক জমিতে ফসল উৎপাদনের খরচ** (=বাজার **দাম) উৎকৃষ্টতর জমিতে ফসল উৎপাদনের খরচ অপেক্ষা বেশি। উৎকৃষ্টতর জমিতে ফসল উৎপাদনের খরচ অপেক্ষা ফসলের বাজার দাম (=প্রান্তিক জমিতে ফসল উৎপাদনের খরচ) যতটা বেশি হয় তাহাই ঐ উৎকৃষ্টতর জমির উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনা।** সুতরাং ফসলের বাজার দাম যত বেশি অথবা কম হইবে, উৎকৃষ্টতর জমির খাজনার পরিমাণও তত বেশি বা কম হইবে।

খাজনার আধুনিক তত্ত্ব অনুসারে, **খাজনা ফসলের দাম নির্ধারণ করে, না উহা**

নিজেই ফসলের দামের দ্বারা নির্ধারিত হয়, তাহা নির্ভর করে কোন নির্দিষ্ট ব্যবহার, কোন নির্দিষ্ট উৎপাদক প্রতিষ্ঠান, কোন নির্দিষ্ট শিল্প অথবা সমগ্র সমাজ, **কোন্ দৃষ্টি-কোণ হইতে বিষয়টি বিবেচনা করা হইতেছে, তাহার উপর।**[২৩]

সমগ্র সমাজের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে জমির একটিমাত্র ব্যবহার ছাড়া আর কোন বিকল্প ব্যবহার নাই, সুতরাং উহার কোন বিকল্প বা ক্ষেত্রান্তর আয় নাই। এ কারণে উহার কোন যোগান দামও নাই, অতএব উহা ব্যবহারের কোন খরচও নাই। **অর্থাৎ খাজনা, উৎপাদন খরচের অংশ নয়।** সেহেতু সমগ্র সমাজের মোট উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর খরচ হিসাব করিতে গেলে, খাজনা উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না। রিকার্ডো যে বলিয়াছিলেন খাজনা উৎপাদন খরচের অংশ নয়, সে কথাটি সমগ্র সমাজের দৃষ্টিকোণ হইতে সত্য।

কিন্তু জমির যে কোন নির্দিষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে, বা উহার ব্যবহারকারী যে কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান (বা চাষীর) নিকট অথবা যে কোন শিল্পের নিকট জমি ব্যবহারের দামটি অবশ্যই উৎপাদন খরচের অংশ বলিয়া গণ্য হবে। যে দাম দিয়া ব্যবহারের জন্য জমিটি সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহা উহার বিকল্প আয়ের সমান অথবা উহার বেশি হইতে পারে। যদি জমির ব্যবহারের দাম উহার বিকল্প আয়ের সমান হয় তাহা হইলে যেমন জমির ঐ সুযোগ খরচ বা বিকল্প আয় উৎপাদন খরচের অংশ বলিয়া গণ্য হইবে, তেমনি **যদি বিকল্প আয়ের অধিক দামে জমিটি সংগ্রহ করা হয় তবে উহার সবটাই [=বিকল্প আয় বা সুযোগ খরচ+অতিরিক্ত অর্থ (=উদ্বৃত্ত বা খাজনা)]** উৎপাদনের অন্যতম খরচ-রূপে গণ্য করিতে হইবে। **এক্ষেত্রে খাজনা উৎপাদনের খরচের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং সেহেতু উৎপন্নের দাম নির্ধারণ করিতেছে।**

প্রায়-খাজনা বা খাজনার অনুরূপ আয়
QUASI-RENT

অর্থবিদ্যার বিশ্লেষণে মার্শাল যে সকল 'ধারণা'[২৪] প্রবর্তন করিয়াছেন, 'কোয়াসি-রেন্ট' বা 'প্রায়-খাজনা' কিংবা 'খাজনার অনুরূপ আয়' উহাদের অন্যতম। ইহার দ্বারা যে কোন উপাদানের এরূপ ধরনের আয় বুঝায় যাহার সহিত খাজনার অনেকটা মিল থাকিলেও সম্পূর্ণ মিল নাই।

খাজনা সম্পর্কে ক্লাসিক্যাল ও মার্শালীয় ধারণা ছিল যে, উহা হইল জমি নামক চিরস্থির নির্দিষ্ট উপাদানটির যোগানের দীর্ঘকালীন অস্থিতিস্থাপকতার দরুন লব্ধ উদ্বৃত্ত-আয়। কিন্তু জমি ছাড়া অন্যান্য উপাদানের (যেমন, পুঁজিদ্রব্য অর্থাৎ, 'উপাদানের মনুষ্যনির্মিত উপায়সমূহ'[২৫]) যোগান দীর্ঘকালে অস্থিতিস্থাপক না হইলেও, স্বল্পকালে অস্থিতিস্থাপক। যোগানের এই স্বল্পকালীন অস্থিতিস্থাপকতার দরুন উহারা উহাদের স্বাভাবিক আয় অপেক্ষা অতিরিক্ত আয় লাভে সক্ষম হইতে পারে। যেমন বাড়িঘর, যন্ত্রপাতি অর্থাৎ পুঁজিদ্রব্যাদি, দীর্ঘকালীন সময়ে, উহাদের মধ্যে বিনিয়োজিত আর্থিক-পুঁজির সুদের সমান আয় উপার্জন করে, কিন্তু স্বল্পকালীন সময়ে উহাদের দ্বারা উৎপাদিত সেবাকর্ম বা পণ্যের চাহিদা বাড়িলে উহাদেরও চাহিদা বাড়ে এবং সে কারণে উহারা অধিক আয় উপার্জন করিতে পারে। স্বল্পকালীন সময়ে উহাদের এই অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত আয় (=প্রকৃত উপার্জিত আয়—স্বাভাবিক আয়) 'খাজনার অনুরূপ'। কারণ উহাদের যোগানের অস্থিতিস্থাপকতার বা স্বল্পতার জন্যই এই উদ্বৃত্ত আয়ের উৎপত্তি ঘটে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা 'খাজনা' নয়, কারণ খাজনা হইল উপাদানের দীর্ঘকালীন স্বল্পতা বা

---

23. "Whether rent is or is not a price-determining cost depends upon the level of view point: firm, industry, or whole economy". Samuelson.
24. Concepts. 25. 'Man-made instruments of production'.

যোগানের দীর্ঘকালীন অস্থিতিস্থাপকতার দরুন লব্ধ আয়, আর এক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত-আয় ঘটিতেছে যোগানের স্বল্পকালীন অস্থিতিস্থাপকতার দরুন। বাড়িঘর, যন্ত্রপাতি নির্মাণ সময়সাপেক্ষ। যতদিন অধিক চাহিদা পূরণের উপযোগী অতিরিক্ত বাড়িঘর যন্ত্রপাতি নির্মিত না হইবে ততদিন পুরাতন বা বর্তমান বাড়িঘর, যন্ত্রপাতি হইতে অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত আয় ঘটিবে। কিন্তু এরূপ অবস্থা চলিতে থাকিলে শেষ পর্যন্ত দীর্ঘকালীন সময়ে বাড়িঘর যন্ত্রপাতির উৎপাদন বাড়িবে এবং তখন উহাদের স্বল্পতা দূর হইলে বর্তমান বাড়িঘর, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির উদ্বৃত্ত আয় অন্তর্হিত হইবে। সুতরাং স্বল্পকালীন সময়ের বিবেচনায় অন্যান্য উপাদানগুলিও জমির ন্যায় আচরণ করে (অর্থাৎ উহাদের যোগান তখন অস্থিতিস্থাপক হইয়া পড়ে) এবং তখন উৎপাদন খরচ অপেক্ষা উহাদের অতিরিক্ত আয়টি 'খাজনার অনুরূপ' হইয়া পড়ে। কিন্তু যেহেতু খাজনা দীর্ঘকালীন সময়েও থাকে আর এই উদ্বৃত্ত-আয় দীর্ঘকালীন সময়ে থাকে না, উহা নেহাতই স্বল্পকালীন বা সাময়িক, সেহেতু ইহার সহিত খাজনার সম্পূর্ণ মিল নাই এজন্য ইহাকে 'খাজনার অনুরূপ আয়' বলিলেও, সঠিক অর্থে 'খাজনা' বলা যায় না। সুতরাং 'প্রায়-খাজনা' বা 'খাজনার অনুরূপ আয়' একটি নিছক স্বল্পকালীন বিষয়।)

খাজনা ও অর্থনীতিক প্রগতি
RENT AND ECONOMIC PROGRESS

খাজনা ও অর্থনীতিক প্রগতি সম্পর্কে আলোচনায়, অর্থনীতিক প্রগতি বলিতে যাহা বুঝায় তাহা হইলঃ (১) কৃষি পদ্ধতির উন্নতি[২৬]; (২) পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি[২৭]; এবং (৩) জনসংখ্যার বৃদ্ধি। খাজনার উপর ইহাদের, অর্থাৎ অর্থনীতিক প্রগতির প্রভাব নিচে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

১. কৃষি পদ্ধতির উন্নতি ও খাজনাঃ কৃষি পদ্ধতির উন্নতি শুধু প্রান্তিক জমিতে ঘটিতে পারে, উৎকৃষ্টতর জমিতে ঘটিতে পারে কিংবা সকল জমিতেই ঘটিতে পারে।

ক. যদি শুধু প্রান্তিক জমিতে উন্নত কৃষি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, তাহাতে প্রান্তিক জমিতে ফসল উৎপাদনের খরচ কমিবে বা উহার ফলন বাড়িবে। ইহাতে প্রান্তিক জমির সহিত উৎকৃষ্টতর জমির ফসল উৎপাদনের খরচের অথবা উহাদের উৎপাদনশীলতার পার্থক্য কমিবে। সুতরাং এবার প্রান্তিক জমির তুলনায় উৎকৃষ্টতর জমির উদ্বৃত্ত কমিবে এবং ইহার ফলে উৎকৃষ্টতর জমির খাজনা কমিবে।

খ. যদি শুধু উৎকৃষ্টতর জমিতে উন্নত কৃষি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, তবে উহাদের ফসল উৎপাদনের খরচ আরও কমিবে বা ফলন আরও বাড়িবে এবং ইহার ফলে প্রান্তিক জমির সহিত উহাদের উৎপাদন খরচের বা উৎপাদনশীলতার পার্থক্যটি বাড়িবে। ইহাতে উৎকৃষ্টতর জমির খাজনা বাড়িবে। কিন্তু, উৎকৃষ্টতর জমির ফলন বৃদ্ধির দরুন যদি ফসলের দাম কমিয়া যায়, তবে চাষের জমির সীমারেখা সংকুচিত হইবে, বর্তমান প্রান্তিক জমি পরিত্যক্ত হইবে এবং প্রান্তমধ্যস্থিত জমি (পূর্বের প্রান্তিক জমির তুলনায় যাহা উৎকৃষ্টতর ছিল) প্রান্তিক জমিতে পরিণত হইবে। ইহাতে নূতন প্রান্তিক জমি ও উৎকৃষ্টতর জমির উৎপাদন খরচের ব্যবধান কমিবে এবং উৎকৃষ্টতর জমির খাজনা কমিবে।

গ. যদি সকল জমিতেই উন্নত কৃষি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, তবে বাজারে ফসলের যোগান বাড়িবে এবং চাহিদা অপরিবর্তিত থাকিলে উহার দাম কমিবে। তখন প্রান্তিক জমি পরিত্যক্ত হইবে, চাষের সীমারেখা সংকুচিত হইবে এবং অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট জমি প্রান্তিক জমিতে পরিণত হইবে। ইহার ফলে নূতন প্রান্তিক জমির সহিত উৎকৃষ্টতর

26. Improvements in Agricultural techniques and methods.
27. Improvements in Transport.

জমির উৎপাদন খরচ বা ফলনের ব্যবধান কমিবে এবং উৎকৃষ্টতর জমির খাজনাও কমিবে।

২. পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি ও খাজনা: পরিবহণের উন্নতি হইলে দূরের জমি হইতে বাজারে ফসল আনিবার খরচ কমিবে। সুতরাং তখন দূরের জমি চাষ করা লাভজনক হইবে বলিয়া দূরের জমির চাহিদা ও সে কারণে উহার খাজনা বাড়িবে। আর বাজারের নিকটবর্তী জমির পূর্বেকার নৈকট্যের সুবিধা কিছুটা খর্ব হইবে। সুতরাং বাজারের নিকটবর্তী জমির চাহিদা ও সে কারণে উহার খাজনা কমিবে।

৩. জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও খাজনা: জনসংখ্যা বাড়িলে দেশে খাদ্যের চাহিদা বাড়িবে। তাহার ফলে দেশে জমির চাহিদা বাড়িবে। নিকৃষ্টতর জমিতে কৃষি সম্প্রসারিত হইবে। ইহার ফলে প্রান্তিক জমির সহিত উৎকৃষ্টতর জমির উৎপাদন খরচের ব্যবধান বাড়িবে এবং সে কারণে উৎকৃষ্টতর জমির খাজনা বাড়িবে।

১০

মুনাফা
PROFIT

[**আলোচিত বিষয়ঃ** সংজ্ঞা—মুনাফার উপাদান—মুনাফা ও অন্যান্য উপাদান-আয়ের পার্থক্য—অন্যান্য উপাদান-আয়ে মুনাফার অস্তিত্ব—মুনাফার তত্ত্বসমূহ—মুনাফার খাজনা তত্ত্ব—ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার তত্ত্বসমূহ—মুনাফার গতীয় তত্ত্ব—নূতন উদ্ভাবনের বাণিজ্যিক প্রয়োগ তত্ত্ব—স্বাভাবিক মুনাফা।]

ধনতন্ত্রী বা মিশ্র ধনতন্ত্রী অর্থনীতিক ব্যবস্থায় মুনাফার গুরুত্ব এত বেশি যে অনেক সময় ইহাকে সংক্ষেপে 'মুনাফা ব্যবস্থা' বলা হয়। ইহাতে মুনাফার প্রণোদনাই[১] অর্থনীতিক কার্যাবলীর মুখ্য চালিকা শক্তি। অধিক মুনাফার আশায় ইহাতে বিনিয়োগ, উৎপাদন, শিল্প, কর্মসংস্থান প্রভৃতি সম্প্রসারিত হয়, উৎপন্নের উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং নূতন নূতন দ্রব্যসামগ্রীর ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন ও প্রচলন উৎসাহিত হয়, অর্থনীতিক কর্মোদ্যোগ সবল হইয়া উঠে, আর মুনাফার আশা কমিলে কিংবা লোকসানের আশংকা ঘটিলে অর্থনীতিক কর্মোদ্যম শিথিল হইয়া পড়ে।

কিন্তু মুনাফার ভূমিকার গুরুত্ব সন্দেহাতীত হইলেও মুনাফার সর্ববাদীসম্মত সংজ্ঞা দুর্লভ। বস্তুতঃপক্ষে মুনাফার প্রকৃতি সম্পর্কে অর্থবিজ্ঞানিগণের ধারণা দীর্ঘকাল ধরিয়াই অস্পষ্ট ছিল বলা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া, মুনাফা সম্পর্কে কারবারী জগতের ধারণার সহিত অর্থবিজ্ঞানিগণের ধারণার এখনও পার্থক্য রহিয়াছে।

মুনাফার সংজ্ঞা
DEFINITION OF PROFIT

বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে খরচ বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকে কারবারীরা তাহাই মুনাফা বলিয়া মনে করে।[২] অর্থাৎ মুনাফা=বিক্রয়লব্ধ আয়—খরচ। অর্থাৎ উৎপন্নসামগ্রী বিক্রয় করিয়া যে মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ পাওয়া যায় তাহা হইতে জমি, পুঁজি, শ্রম প্রভৃতি যে সকল উপাদান ঐ পণ্যসামগ্রী উৎপাদনে নিযুক্ত হইয়াছিল উহাদের পারিশ্রমিক বাবদ খাজনা, সুদ ও মজুরি ইত্যাদি প্রদানের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই কারবারিগণের নিকট মুনাফা বলিয়া গণ্য হয় [মুনাফা=বিক্রয়লব্ধ আয়—খরচ (=খাজনা+সুদ+মজুরি)]।

কিন্তু অর্থবিজ্ঞানিগণ বিক্রয়লব্ধ আয় ও খরচের এই পার্থক্যকে **মোট মুনাফা**[৩] বলিয়া গণ্য করেন, **বিশুদ্ধ মুনাফা**[৪] বা **নীট মুনাফা**[৫] বা **অর্থনীতিক মুনাফা**[৬] বা **প্রকৃত মুনাফা**[৭] বলিয়া গণ্য করেন না। কারণ বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে সচরাচর যে সকল খরচ বাদ দেওয়া হয় তাহা হইল উপাদান-বাজার হইতে সংগৃহীত ও নিয়োজিত ও উপাদান-গুলির[৮] **পারিশ্রমিক** বাবদ খরচ। এই খরচগুলিকে সুস্পষ্ট খরচ[৯] বলা যায়। **মোট**

1. Profit incentive.
2. To the businessmen profits are the excess of receipts over costs.
3. Gross Profit. 4. Pure Profit. 5. Net Profit.
6. Economic Profit. 7. True Profit. 8. Hired factors.
9. Explicit Costs or expenses.

মুনাফা হইল বিক্রয়লব্ধ আয় ও সুস্পষ্ট খরচের পার্থক্য। উপাদান বাজার হইতে সংগৃহীত ও নিয়োজিত উপাদান (অর্থাৎ জমি, পুঁজি, শ্রম ইত্যাদি) ছাড়াও উদ্যোক্তা অনেক ক্ষেত্রেই কারবারে নিজ পুঁজি, নিজ জমি এবং সকল ক্ষেত্রেই নিজ শ্রম (ব্যবস্থাপনার পরিশ্রম) নিয়োগ করিয়া থাকে এবং ইহাদের বাবদ সে কোনও খরচ ধরে না এবং বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে তাহা বাদ দেয় না। উৎপাদন কার্যে উদ্যোক্তার নিজের যে জমি, পুঁজি ও শ্রম নিয়োজিত হইয়াছে এবং যাহা আর্থিক খরচ দ্বারা সংগ্রহ করিতে হয় নাই, উহাদের অনুমিত পারিশ্রমিক হইতেছে উৎপাদনের অন্তর্নিহিত খরচ[10]। ইহাদের একটা সুযোগ খরচ বা বিকল্প আয়[11] আছে। এইগুলি অন্যত্র নিয়োজিত হইলে তাহা হইতে উদ্যোক্তার যে সকল আয় হইত তাহাই বর্তমান ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত অনুমিত খরচ। সুতরাং ভাড়া করা জমি, ঋণকরা পুঁজি ও নিয়োজিত শ্রমের দরুন যে সুস্পষ্ট খাজনা, সুদ ও মজুরি দিতে হইয়াছে তাহা যেমন খরচ বলিয়া গণ্য হইবে, তেমনি, উদ্যোক্তার নিজের যে জমি, পুঁজি ও শ্রম বিনা আর্থিক খরচে উৎপাদনে ব্যবহৃত হইয়াছে সে বাবদ অন্তর্নিহিত খাজনা[12], অন্তর্নিহিত সুদ[13] এবং অন্তর্নিহিত মজুরি[14] ইত্যাদিও উৎপাদনের খরচ বলিয়া গণ্য করা উচিত। সচরাচর কারবারীরা যাহাকে মুনাফা বলিয়া মনে করে ও অর্থবিজ্ঞানীরা যাহাকে মোট মুনাফা বলেন, উহার মধ্যে অনেকটাই এই সকল অন্তর্নিহিত খরচ, যাহা বাদ দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু বাদ দেওয়া হয় নাই।

সুতরাং প্রকৃত মুনাফা বা অর্থনীতিক মুনাফা অথবা বিশুদ্ধ মুনাফা বা নীট মুনাফা জানিতে হইলে মোট মুনাফা হইতে এই সকল অন্তর্নিহিত খরচগুলি বাদ দিতে হইবে। অতএব বলা যায় যে, বিক্রয়লব্ধ মোট আয় হইতে যাবতীয় সুস্পষ্ট খরচ ও অন্তর্নিহিত খরচ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে কিংবা মোট মুনাফা হইতে অন্তর্নিহিত খরচগুলি বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই বিশুদ্ধ, নীট, প্রকৃত কিংবা অর্থনীতিক মুনাফা রূপে গণ্য হইবার যোগ্য [বিক্রয়লব্ধ মোট আয়—সুস্পষ্ট খরচ (ভাড়াকরা জমির খাজনা।ঋণ করা পুঁজির সুদ+নিয়োজিত শ্রমের মজুরি)+অন্তর্নিহিত খরচ (উদ্যোক্তার নিজের জমির খাজনা+নিজের পুঁজির সুদ+নিজের ব্যবস্থাপনার পারিশ্রমিক)=বিশুদ্ধ বা নীট বা প্রকৃত বা অর্থনীতিক মুনাফা]।

অর্থবিদ্যায় মুনাফা বলিলে এই বিশুদ্ধ বা নীট মুনাফাই বুঝায় এবং ইহাই হইল সংগঠক বা উদ্যোক্তা নামক উপাদানটির পুরস্কার বা আয়।

মুনাফার উপাদান
ELEMENTS OF PROFIT

মুনাফা বলিতে খরচের উপর বিক্রয়লব্ধ আয়ের যে উদ্বৃত্ত বুঝায় তাহা একজাতীয় আয় লইয়া গঠিত নহে, নানা প্রকার কারণবশতঃ বিবিধ আয়ের সমষ্টি। ইহাদের মুনাফার 'উপাদান' বলা হয়। অনেক প্রকার উপাদানে মুনাফা নামক আয়টি গঠিত। আমরা সংক্ষেপে উহাদের বিশ্লেষণ করিব।

১. মোট মুনাফার একটি অংশ হইল, উদ্যোক্তা কারবারে নিজের জমি খাটাইলে, তদ্দরুন যে অন্তর্নিহিত খাজনা উদ্যোক্তার প্রাপ্য তাহা মুনাফার অংশ বলিয়া গণ্য করা উচিত নয়, এবং এইরূপ জমির সুযোগ খরচ (বা আয়) অনুযায়ী অনুমিত অংশ (অর্থাৎ অপর কাহাকেও ঐ জমি ব্যবহার করিতে দিলে যে খাজনা পাওয়া যাইত) মোট মুনাফা হইতে বাদ দেওয়া উচিত। ইহা জমির মালিক হিসাবে উদ্যোক্তার আয়।

২. মোট মুনাফার আর একটি অংশ হইল, উদ্যোক্তা কারবারে নিজের পুঁজি খাটাইলে তদ্দরুন যে অন্তর্নিহিত সুদ তাহার প্রাপ্য তাহাও মুনাফার অংশ বলিয়া গণ্য করা অনুচিত

10. Implicit Costs or expenses. 11. Opportunity Cost.
12. Implicit rent. 13. Implicit interest. 14. Implicit wages.

এবং অন্যত্র এই পুঁজি খাটান হইলে সে যে সুদ (সুযোগ আয়) পাইত তাহা মোট মুনাফা হইতে বাদ দেওয়া উচিত। ইহা পুঁজির মালিক হিসাবে উদ্যোক্তার আয়।

৩. উদ্যোক্তা নিজ কারবারের ব্যবস্থাপনার জন্য যে **পারিশ্রম করে,** তাহার ব্যবস্থাপনার ঐ পারিশ্রমিক[15]ও সে অনেক ক্ষেত্রে আদায় করে না, ফলে তাহাও মোট মুনাফার মধ্যে রহিয়া যায়। উদ্যোক্তার ব্যবস্থাপনার ঐ পারিশ্রমিকও মোট মুনাফা হইতে বাদ দেওয়া উচিত। ইহা ব্যবস্থাপক হিসাবে উদ্যোক্তার আয়।

উপরোক্ত কারণে আয়গুলি প্রকৃতপক্ষে উদ্যোক্তারূপে আয় নহে। এইরূপ আয় উপার্জনের জন্য উদ্যোক্তা হইবার প্রয়োজন হয় না। মোট মুনাফা হইতে উপরোক্ত তিনটি উপাদান (অন্তর্নিহিত খরচ) বাদ দিলে যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহাই নীট মুনাফা বা বিশুদ্ধ মুনাফা। ইহাও নানাবিধ কারণবশত ঘটিয়া থাকে।

৪. উদ্যোক্তা সর্বদাই ভবিষ্যতের চাহিদা যোগানের সম্ভাব্য অবস্থার অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া অগ্রসর হয়। ভবিষ্যতে অনেক অনুমিত এবং অকল্পিত পরিস্থিতির উদ্ভবের দরুন উদ্যোক্তার পূর্বানুমান ব্যর্থ হইতে পারে এবং লাভের পরিবর্তে তাহার ক্ষতি ও লোকসান হইতে পারে। ইহাই কারবারের ঝুঁকি[16]। এই ঝুঁকির কতকাংশ বীমার দ্বারা সংরক্ষিত হইতে পারে (অগ্নি নৌ, দুর্ঘটনা, চুরি ইত্যাদি বীমা) কিন্তু বাজারের ওঠানামার ঝুঁকি বীমা করা যায় না। এইরূপ অনিশ্চিত ঝুঁকি গ্রহণ বা বহনের জন্য পুরস্কার না পাইলে উদ্যোক্তার দায়িত্ব পালনে কেহ সম্মত হইবে না। সুতরাং **নীট মুনাফার একাংশ হইল অনিশ্চিত ঝুঁকি গ্রহণের পুরস্কার।**

৫. স্যুম্পিটারের মতে সদা সর্বদা নূতন দ্রব্য উদ্ভাবন, নূতন উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবন এবং তাহার বাণিজ্যিক প্রয়োগ[17] হইল উদ্যোক্তার অন্যতম প্রধান কাজ। প্রতিযোগী উদ্যোক্তাগণের মধ্যে যে ইহাতে সর্বপ্রথম সফল হয় সে অন্যান্য উদ্যোক্তা অপেক্ষা কিছুকালের জন্য অধিক দামে তাহার নূতন উদ্ভাবিত দ্রব্যটি বিক্রয়ে সমর্থ হয়। পরে অন্যান্য প্রতিযোগিগণও ইহাতে সক্ষম হইলে তাহার ঐ সুবিধা আর থাকে না। কিন্তু তখন আবার অপর কেহ অপর কোন নব উদ্ভাবনে সাফল্য অর্জন করিয়া পুনরায় কিছুকালের জন্য ঐ সুবিধা ভোগ করে। সুতরাং **নীট মুনাফার একাংশ এইরূপ নব আবিষ্কারের বাণিজ্যিক প্রয়োগজনিত সাফল্যের পুরস্কার** বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

৬. **নীট মুনাফার আর একটি অংশ হইতেছে উদ্যোক্তার একচেটিয়া কতৃত্বের দরুন আয়।** বাস্তবের বাজারে নিখুঁত প্রতিযোগিতা না থাকায়, সকল উদ্যোক্তাই কম বেশি সীমাবদ্ধভাবে নিজ নিজ পণ্যের বাজারে একচেটিয়া কর্তৃত্ব খাটাইতে সমর্থ হয় এবং ইহার ফলে অতিরিক্ত মুনাফা উপার্জন করে। স্যামুয়েলসনের মতে, ইহা বাজারের উপর একচেটিয়া কর্তৃত্বের দরুন যোগান ইচ্ছাকৃত ভাবে কমাইয়া ইচ্ছাপূর্বক স্বল্পতা সৃষ্টির[18] দ্বারা উপার্জিত আয় ছাড়া আর কিছু নহে।

৭. অনেক সময় **সাময়িক কারণবশত মূল্য বৃদ্ধির দরুন উদ্যোক্তার অতিরিক্ত আয়[19]** ঘটে। ইহাও **নীট মুনাফার একটি অংশ** বলিয়া গণ্য করা যায়।

মুনাফা ও অন্যান্য উপাদান-আয়ের পার্থক্য
DIFFERENCES BETWEEN PROFIT AND OTHER FACTOR-INCOMES

আয় হিসাবে মুনাফার সহিত অন্যান্য উপাদানের পার্থক্য আছে। উহা নিম্নরূপঃ

১. খাজনা, মজুরি ও সুদ প্রভৃতি অন্যান্য উপাদান-আয় পূর্ব হইতে অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলি উৎপাদনে নিযুক্ত হইবার পূর্বেই চুক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট হয় এবং

15. Earnings of management. 16. Business risk. 17. Innovation.
18. Contrived scarcity. 19. Windfall gains.

সে কারণে উহাদের হার এবং মোট পরিমাণও সুনির্দিষ্ট; কিন্তু মুনাফা পূর্ব হইতে চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত হয় না, এবং সে কারণে উহা নির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত নয়।

২. খাজনা, মজুরি ও সুদ ইত্যাদি অন্যান্য উপাদান-আয় হইতেছে উৎপাদনের খরচ কিন্তু মুনাফা উৎপাদনের খরচ নহে. ইহা যাবতীয় খরচ বাদে বিক্রয়লব্ধ আয়ের উদ্বৃত্ত।

৩. খাজনা, মজুরি ও সুদ প্রভৃতি উপাদান-আয়গুলির হ্রাস বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু মুনাফার মত এত বেশি হ্রাসবৃদ্ধি অন্য কোন উপাদান-আয়ের বেলায় ঘটে না।

৪. খাজনা, মজুরি ও সুদ প্রভৃতি উপাদান-আয়গুলি কখনও শূন্য (০) কিংবা ঋণাত্মক (–) হয় না, উহারা সর্বদাই ধনাত্মক (+), কিন্তু মুনাফা যেমন ধনাত্মক (+) হইতে পারে, তেমনি উহা শূন্য (০) হইতে পারে আবার ঋণাত্মকও (—) (অর্থাৎ লোকসান হইতে পারে।

অন্যান্য উপাদান-আয়ে মুনাফার অস্তিত্ব
PROFIT-ELEMENT IN OTHER FACTOR-INCOMES

অর্থবিদ্যার আলোচনার চিরাচরিত প্রথা অনুসারে উপাদানগুলিকে জমি, শ্রম, পুঁজি ও সংগঠন বা উদ্যোগ, এই চারিভাগে বিভক্ত করিয়া তদনুসারে জমির মালিকের আয় খাজনা, শ্রমের মালিকের আয় মজুরি, পুঁজির মালিকের আয় সুদ ও চতুর্থ উপাদান সংগঠন কর্তা বা উদ্যোক্তার আয় মুনাফা বলিয়া নির্দেশ করা হয়।

ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে, মুনাফা হইতেছে অন্যান্য উপাদান আয়ের মতই এক ধরনের উপাদান-আয় (অর্থাৎ চতুর্থ উপাদান—সংগঠনের) মাত্র। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ **অন্যান্য উপাদানে আয়ের মধ্যেও মুনাফা নিহিত থাকিতে পারে।**

মনে রাখিতে হইবে যে নীট বা বিশুদ্ধ মুনাফা হইতেছে অনিশ্চিত ঝুঁকি বহন, একচেটিয়া কর্তৃত্ব ভোগ, আকস্মিক চাহিদা বৃদ্ধিজনিত হঠাৎ আয় ইত্যাদি উপাদানে গঠিত। সুতরাং শুধু উদ্যোক্তা নহে, জমি, পুঁজি এবং শ্রম প্রভৃতি অন্যান্য উপাদানও এই **সকল কারণে** উহাদের স্বাভাবিক আয়ের অতিরিক্ত আয় লাভ করিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে ঐ অতিরিক্ত আয়কে ঐ সকল উপাদানের আয়ের মধ্যে মুনাফা জাতীয় অংশ বলিয়া গণ্য করা যায়। এই কারণে খাজনা, মজুরি ও সুদের মধ্যেও মুনাফা জাতীয় অংশ থাকিতে পারে (ঠিক যেমন মজুরি, সুদ ও মুনাফার মধ্যেও খাজনা জাতীয় আয় বা সুদ জাতীয় আয়ও থাকিতে পারে)। অতএব এই আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, মুনাফা শুধু এক পৃথক উপাদান-আয় মাত্র নয়, অন্য সকল উপাদান আয়ের মধ্যেও মুনাফা নিহিত থাকিতে পারে; এবং **বাস্তবে সকল উপাদান-আয়ই বিভিন্ন প্রকার আয়ের এরূপ এক সংমিশ্রণ যাহার মধ্য হইতে একটিকে অপরটি হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।**

মুনাফার তত্ত্বসমূহ
THEORIES OF PROFIT

কি করিয়া মুনাফা নামক উদ্বৃত্ত আয়ের উৎপত্তি ঘটে এবং কেনই-বা ইহা প্রদান করিতে হয় সে সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্বের বক্তব্য বিভিন্ন প্রকারের। অধ্যাপক ওয়াকারের[20] মতে মুনাফা হইল খাজনা জাতীয় আয়। অধিক উর্বর জমির মতই ইহা অধিক যোগ্যতা-সম্পন্ন উদ্যোক্তার আয়। অনেক অর্থবিজ্ঞানীর মতে আবার ইহা উদ্যোক্তার কোন কাজের পুরস্কার, যদিও সে কাজটি সম্বন্ধে তাঁহারা একমত নহেন। যেমন, অধ্যাপক হলের[21] মতে, ইহা উদ্যোক্তার ঝুঁকি বহনের পুরস্কার। অধ্যাপক নাইটের[22] মতে, ইহা উদ্যোক্তা কর্তৃক অনিশ্চিত ঝুঁকি বহনের পুরস্কার। অধ্যাপক ক্লার্কের মতে, ইহা সমাজের গতীয় পরিবর্তনের

20. Francis A. Walker. 21. Hawley. 22. F. H. Knight.

ফল। অধ্যাপক স্যুম্পিটারের[23] মতে, ইহা উদ্যোক্তা কর্তৃক নূতন আবিষ্কারের বাণিজ্যিক প্রয়োগজনিত আয়। আধুনিক অনেক অর্থবিজ্ঞানীর মতে আবার মুনাফা হইতেছে অনিখুঁত প্রতিযোগিতার ফল। আমরা সংক্ষেপে মুনাফা সম্পর্কে প্রধান কয়েকটি তত্ত্বের আলোচনা করিব।

মুনাফার খাজনাতত্ত্ব
THE RENT THEORY OF PROFIT

ক্লাসিক্যাল অর্থবিদ্ নাসাউ সিনিয়র ও মিলের চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করিয়া মার্কিন অর্থবিদ্ অধ্যাপক ওয়াকার মুনাফার যে তত্ত্ব প্রচার করেন তাহা মুনাফার খাজনা-তত্ত্ব নামে পরিচিত। তাঁহার মতে, মুনাফা উদ্যোক্তার দ্বারা সম্পাদিত কোন কাজের পুরস্কার নহে, ইহা তাহার যোগ্যতার দরুন উপার্জিত উদ্বৃত্ত আয়। সকল উদ্যোক্তাই ব্যবস্থাপনার পারিশ্রমিকের অধিকারী, কিন্তু উহা মুনাফা নহে। মুনাফা হইল বিশুদ্ধ উদ্বৃত্ত; প্রান্তিক জমির তুলনায় অধিকতর উর্বর জমি যেমন উদ্বৃত্ত আয় উপার্জন করে বা ভোগ করে, তেমনি সর্বনিম্ন যোগ্যতাসম্পন্ন উদ্যোক্তা শুধুই ব্যবস্থাপনার পারিশ্রমিক পায়, কোন উদ্বৃত্ত ভোগ করে না, এবং তাহার তুলনায় অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন উদ্যোক্তারা খরচের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত উপার্জন করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং মুনাফাকে খাজনার মতই এক পার্থক্যমূলক আয় বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং খাজনার মতই উহা বিশুদ্ধ উদ্বৃত্ত বলিয়া উহা দাম নির্ধারণ করে না, বরং দামের দ্বারাই উহা নির্ধারিত হয়। তবে জমির মত উদ্যোক্তার যোগান চির-নির্দিষ্ট নয়। দীর্ঘকালীন সময়ে উদ্যোক্তার যোগান বৃদ্ধি হেতু উৎপাদন বাড়িলে দাম কমিবে এবং সেহেতু শেষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ উদ্বৃত্ত আয় বা বিশুদ্ধ মুনাফা লোপ পাইবে। উদ্যোক্তারা তখন শুধু ব্যবস্থাপনার পারিশ্রমিকটুকু লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হইবে।

সমালোচনাঃ ইহার সমালোচনায় বলা হইয়াছে যে,—

১. বর্তমানকালে যৌথমূলধনী কোম্পানীগুলির নিষ্ক্রিয় শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে লভ্যাংশ বিলিব যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে, মুনাফাকে উদ্যোক্তার অধিকতর যোগ্যতার পুরস্কার বলিয়া মনে করিবার বিন্দুমাত্র কারণ আর নাই।

২. ইহাতে উদ্যোক্তার ঝুঁকি বহনের বা অনিশ্চিত ঝুঁকি গ্রহণের বিষয়টি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হইয়াছে।

৩. মুনাফা উৎপাদন খরচের অংশ নহে একথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। স্বাভাবিক মুনাফা উৎপাদন খরচের অংশ বলিয়া গণ্য হয়।

৪. মুনাফা শূন্যে পরিণত হইতে পারে বা এমন কি ঋণাত্মকও হইতে পারে, কিন্তু উহা যদি 'খাজনা' হইত তবে এরূপ হইতে পারিত না।

এই সকল ত্রুটির জন্য বর্তমানে এই তত্ত্বটি পরিত্যক্ত হইয়াছে।

ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার তত্ত্বসমূহ
RISK AND UNCERTAINTY THEORIES OF PROFIT

মুনাফার ঝুঁকি-বহন তত্ত্বঃ হলে-র মতে, উদ্যোক্তার একটি বিশেষ এবং অপরিহার্য কার্য হইতেছে ঝুঁকিগ্রহণ, ইহাই মুনাফার ভিত্তি এবং উহার উৎপত্তির মূল কারণ। ভবিষ্যতে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বর্তমানে যে কর্মোদ্যোগ ও উৎপাদনের কাজটি শুরু করা হয় তাহাতে সর্বদাই ঝুঁকি থাকে। এই ঝুঁকি হইল,—বর্তমানে উৎপাদিত পণ্য ভবিষ্যতে বিক্রয় নাও হইতে পারে এবং সে কারণে লোকসান হইতে পারে। ভবিষ্যতে লোকসানের সম্ভাবনাই কারবারী ঝুঁকি। এই লোকসান বা ক্ষতির দায় জমি, পুঁজি ও শ্রম ইত্যাদি অন্য কোন উপাদানই বহন করে না; উহারা চুক্তিবদ্ধ পারিশ্রমিকের শর্তে উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে। লোকসানের সমস্ত ঝুঁকি বহন করে কেবল সংগঠন বা উদ্যোক্তা। সকলে এই

---
23. J. A. Schumpeter.

ঝুঁকি বহনে উৎসুক নহে, অথচ ইহা বহন না করিলে কোন দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনই সংগঠিত হইতে পারে না। অর্থাৎ ঝুঁকি বহন[24] উৎপাদনের একটি অপরিহার্য উপাদান। উহা ছাড়া উৎপাদন অসম্ভব এবং সমাজে ঝুঁকি বহনে সম্মত ব্যক্তির যোগান চাহিদার তুলনায় স্বল্প। সুতরাং সমাজের প্রয়োজনমত দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন সম্ভব করিবার জন্য যাহাতে প্রয়োজনীয় পরিমাণে ঝুঁকিবহনকারিগণের যোগান পাওয়া যায় সে উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে অবশ্যই উপযুক্ত পুরস্কার দিতে হইবে। মুনাফাই হইল ঝুঁকিবহনকারিগণের এই পুরস্কার। মুনাফা নামক এই পুরস্কার ঝুঁকিবহনকারিগণকে না দিলে আদৌ কোন কিছুর উৎপাদনই সম্ভব হইবে না বলিয়া, মুনাফাকে উদ্বৃত্ত হিসাবে গণ্য না করিয়া উৎপাদনের স্বাভাবিক খরচের অংশ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, ইহাই মুনাফা সম্পর্কে ঝুঁকি-বহন তত্ত্বের অভিমত।

সমালোচনা: হলের প্রচারিত এই তত্ত্বটি মার্শালের সমর্থনপুষ্ট হইলেও ইহা প্রবল সমালোচনার সম্মুখীন হয়। ইহার বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনাগুলি হইল এই যে,—(১) কার্ভারের[25] মতে, মুনাফাকে ঝুঁকি বহনের পুরস্কার না বলিয়া ঝুঁকি এড়াইবার পুরস্কার বলিয়া গণ্য করাই উচিত। যে উদ্যোক্তা যত সুদক্ষ সে ততবেশি ঝুঁকি এড়াইতে পারে বলিয়াই তাহার মুনাফা তত বেশি হয়। সুতরাং তাঁহার মতে, ঝুঁকির দরুন মুনাফার উৎপত্তি হয় না, বরং ঝুঁকি এড়াইবার দরুনই মুনাফার উৎপত্তি ঘটে। (২) দ্বিতীয়ত, মুনাফা যদি ঝুঁকিবহনের পুরস্কারই হয় তাহা হইলেও যে কোন ঝুঁকির দরুন ইহার উৎপত্তি হয় না। অধ্যাপক নাইটের মতে, কারবারী ঝুঁকি প্রধানত দুই শ্রেণীর, এক শ্রেণীর ঝুঁকি পূর্ব হইতে অনুমান করা যায় এবং সেজন্য উহাদের বিরুদ্ধে পূর্ব হইতেই প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা (বীমা) গ্রহণ করা হয়। সুতরাং এই প্রকার ঝুঁকির জন্য মুনাফার উৎপত্তি হয় না। উহার উৎপত্তি হয় আর এক শ্রেণীর ঝুঁকি হইতে, যে ঝুঁকির পূর্বানুমান সম্ভবপর নয় এবং সেহেতু পূর্বেই উহার বিরুদ্ধে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণও অসম্ভব। এই প্রকার ঝুঁকিকে, নাইটের মতে, 'অনিশ্চয়তা' বলা উচিত। মুনাফা হইতেছে যে কোন ঝুঁকি নয়, শুধু অনিশ্চিত ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তার পুরস্কার। (৩) তৃতীয়ত, মুনাফার সহিত ঝুঁকি বহনের সম্পর্ক থাকিলেও, উদ্যোক্তারা যে বিরাট পরিমাণে মুনাফা উপার্জন করে, উহার সবটা ঝুঁকি বহনের পুরস্কার বলিয়া গণ্য করা যায় না।

মুনাফার অনিশ্চয়তা-বহন তত্ত্ব[26]: অধ্যাপক নাইট মুনাফার অনিশ্চয়তাবহন তত্ত্ব প্রচার করেন। ইহাকে ঝুঁকি-বহন তত্ত্বের এক উন্নত রূপ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। নাইটের মতে, কারবারী ঝুঁকি দুই প্রকারের—নিশ্চিত ঝুঁকি এবং অনিশ্চিত ঝুঁকি। অগ্নি, ঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুন কিংবা অসাধুতার দরুন কারবারী সম্পত্তির যে ক্ষতি ঘটিতে পারে তাহা নিশ্চিত ঝুঁকি এবং আগে হইতেই বীমার দ্বারা এই সকল ঝুঁকি দূর করা যায়। সুতরাং নিশ্চিত ঝুঁকি উদ্যোক্তা বহন করে না এবং মুনাফা উহার পুরস্কারও হইতে পারে না। নিশ্চিত ঝুঁকির বীমার খরচ উৎপাদন খরচের মধ্যে ধরা হয় ও সে কারণে উহা দামকে প্রভাবিত করে। ইহা ছাড়া কারবারের আর এক প্রকার ঝুঁকি থাকে তাহা পূর্ব হইতে অনুমানসাপেক্ষ নয় বলিয়া ইহাকে অনিশ্চিত ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা[27] বলা যায়। প্রতিযোগিতার ঝুঁকি, নূতন আবিষ্কারের দরুন যন্ত্রপাতি প্রভৃতি অকেজো হইয়া পড়িবার ঝুঁকি, সরকারী নীতি পরিবর্তনের ঝুঁকি এবং বাণিজ্যচক্রজনিত পরিবর্তনের ঝুঁকি—এই চারি প্রকার ঝুঁকি হইল কারবারের অনিশ্চিত ঝুঁকি। বীমার দ্বারা এই সকল ঝুঁকি দূর করা সম্ভব নয় বলিয়া উদ্যোক্তাকেই উহা বহন করিতে হয়। নাইটের মতে, সকল ঝুঁকি বহন নয়, কেবল অনিশ্চিত ঝুঁকি বা

24. Risk-taking. 25. Carver, *Distribution of Wealth*.
26. Uncertainty-bearing Theory of Profit.
27. Uncertain risks or Uncertainty.

অনিশ্চয়তা বহনই উদ্যোক্তার অপরিহার্য কাজ এবং এই কারণেই মুনাফার উদ্ভব ঘটে। অনিশ্চয়তা বহনকে উৎপাদনের অন্যতম উপাদান বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। উহার যোগান স্বল্প এবং সে কারণে উহার যোগান দাম আছে। মুনাফাই এই যোগান দাম। মুনাফা নামক পুরস্কার না দিলে সমাজে কেহই কারবারের অনিশ্চিত ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা বহনে সম্মত হইবে না। উদ্যোক্তা যে পরিমাণে এই অনিশ্চয়তা বহন করে সে পরিমাণে মুনাফা ভোগ করে।

সমালোচনাঃ মুনাফার অনিশ্চয়তা বহন তত্ত্বটি ঝুঁকিবহন তত্ত্ব অপেক্ষা উন্নত হইলেও নিম্নলিখিত কারণে উহা সন্তোষজনক বলিয়া গণ্য করা হয় না।

১. অনিশ্চয়তা বহনই উদ্যোক্তার একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কাজ নয়। উদ্যোগ গ্রহণ, বিভিন্ন উপাদানের সংযোজন, দর কষাকষি ইত্যাদি অন্যান্য নানারূপ কার্যও তাহার দ্বারা সম্পাদিত হয়। সুতরাং মুনাফাকে কেবল অনিশ্চয়তা বহনের পুরস্কার বলা যায় না।

২. মুনাফার উদ্ভবের জন্য অনিশ্চয়তা বহন যদি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কার্য হয়ও, তথাপি মনে রাখিতে হইবে যে, উহা ত্যাগ স্বীকার ও অপেক্ষার মত এক মনোগত বিষয়। ইহা প্রকৃত খরচের অন্যতম উপাদান হইলেও ইহার আর্থিক পরিমাণ সম্ভব নয়। সুতরাং উহার দ্বারা মুনাফার পরিমাণ স্থির হইতে পারে না।

৩. অনিশ্চিত প্রতিযোগিতার দরুনও মুনাফার উৎপত্তি হইতে পারে। কিন্তু এই তত্ত্বে উহাকে স্বীকার করা হয় নাই।

তবে, তত্ত্ব হিসাবে ইহা অসন্তোষজনক হইলেও, অনিশ্চয়তা যে মুনাফার উদ্ভবের অন্যতম কারণ বা উপাদান তাহা সকলেই স্বীকার করেন।

মুনাফার গতীয় তত্ত্ব
DYNAMIC THEORY OF PROFIT

অধ্যাপক ক্লার্ক[২৮]-এর মতে, মুনাফা হইতেছে দাম ও উৎপাদন খরচের মধ্যে পার্থক্য বা খরচের উপর বিক্রয় লব্ধ আয়ের উদ্বৃত্ত। কিন্তু ইহা সমাজের গতীয় পরিবর্তনের[২৯] ফল বিশেষ। ক্লার্কের মুনাফা তত্ত্বটি বুঝিতে হইলে স্থিতীয় অর্থনীতি[৩০] ও গতীয় অর্থনীতির[৩১] মধ্যে পার্থক্যটি বুঝা প্রয়োজন।

যে অর্থনীতি স্থিতীয়, যাহাতে চাহিদা ও যোগান, মানুষের রুচি, জনসংখ্যা, আয় পছন্দ, উৎপাদন পদ্ধতি, উপাদানের পরিমাণ প্রভৃতিতে কোন পরিবর্তন ঘটে না, তথায় বৎসরের পর বৎসরের একই প্রকৃতির ও একই পরিমাণের অর্থনীতিক কার্যাবলীর পুনরাবৃত্তি ঘটিতে থাকে। সেখানে সকলই পূর্ব হইতে সুনিশ্চিত ভাবে জানা থাকে। সুতরাং এরূপ অর্থনীতিতে সকল সামগ্রীর চাহিদা ও যোগান শুধু পরস্পরের সমানই থাকে না, উহারা এরূপ দামে পরস্পরের ভারসাম্য লাভ করে যাহা গড় উৎপাদন খরচের সমান হয় (দাম=গড় খরচ)। স্বাভাবিক মুনাফা অবশ্য এই গড় খরচের অন্তর্ভুক্ত থাকে, কিন্তু ঐ স্বাভাবিক মুনাফা উদ্যোক্তার ব্যবস্থাপনা কার্যের মজুরি[৩২] ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং এরূপ স্থিতীয় অর্থনীতিতে দাম ও উৎপাদন খরচের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না বলিয়া কোন উদ্বৃত্ত আয় বা মুনাফার উৎপত্তি ঘটে না।

কিন্তু বাস্তব সমাজ এরূপ স্থিতীয় সমাজ নয়, উহা গতীয় সমাজ। এখানে চাহিদা ও যোগানের দিকের সকল শক্তিই সর্বদা এরূপ পরিবর্তনশীল যে উহাদের দরুন দাম ও খরচের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। উদ্বৃত্ত দেখা দেয়। চতুর ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উদ্যোক্তারা এই সদা পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সুযোগে বাস্তব ঘটনা নিজের অনুকূলে আনিয়া উদ্বৃত্ত উপার্জন করে।

28. J. B. Clark. 29. Dynamic changes. 30. Static Economy.
31. Dynamic Economy.
32. Wages of superintendence or earnings management.

সমালোচনাঃ এই বলিয়া মুনাফার গতীয় তত্ত্বের সমালোচনা করা হয় যেঃ (১) যে কোন পরিবর্তনেই যে মুনাফার উৎপত্তি ঘটে তাহা নয়। নাইটের মতে, শুধু পরিবর্তনই মুনাফার কারণ হইতে পারে না। যে সকল পরিবর্তনে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয় এবং যাহাদের বীমা করা সম্ভব নয় শুধু ঐ প্রকার পরিবর্তনের ফলেই মুনাফার উৎপত্তি ঘটে। (২) ক্লার্কের তত্ত্বে অনিশ্চিত ঝুঁকি বহনের বিষয়টি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। (৩) ইহাতে উদ্যোক্তার যোগ্যতাকেও কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই।

নূতন উদ্ভাবনের বাণিজ্যিক প্রয়োগতত্ত্ব
THE INNOVATION THEORY OF PROFIT

মুনাফা সম্পর্কে স্যুম্পিটারের মত হইতেছে এই যে, মুনাফা হইল নূতন উদ্ভাবনের বাণিজ্যিক প্রয়োগের[33] কারণ ও ফল। মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে উৎপাদনকারীরা সর্বদাই নূতন পণ্য, নূতন যন্ত্রপাতি, নূতন উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবন ও উহাদের বাণিজ্যিক প্রয়োগের চেষ্টা করে। ইহাতে যে উৎপাদক সর্বাগ্রে সফল হয় সে খরচের অধিক দামে তাহা বিক্রয়ে সমর্থ হয় এবং তাহার ফলে মুনাফা বা উদ্বৃত্ত উপার্জন ও ভোগ করে। কিন্তু তাহার প্রতিযোগীরাও অধিক দিন পশ্চাতে পড়িয়া থাকে না। শীঘ্রই হোক আর বিলম্বেই হোক তাহারাও অনুরূপ পণ্য প্রক্রিয়া প্রভৃতি উদ্ভাবনে সফল হয় এবং তখন ঐ নূতন উদ্ভাবনের প্রথম সফল বাণিজ্যিক প্রয়োগকারীর অতিরিক্ত সুবিধা আর থাকে না। প্রতিযোগিতার ফলে তখন দাম ও খরচের পার্থক্য দূর হইয়া মুনাফা বা উদ্বৃত্তের বিলুপ্তি ঘটে। কিন্তু এক ক্ষেত্রে মুনাফার বিলুপ্তি ঘটিলেও আবার অন্য ক্ষেত্রে অপর উৎপাদকের নিকট উহা দেখা দেয়। এই রূপে অবিরাম নূতন উদ্ভাবিত দ্রব্য, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার সফল বাণিজ্যিক প্রয়োগের দরুন সর্বদাই নূতন নূতন ক্ষেত্রে মুনাফার উৎপত্তি ঘটিতেছে।

সমালোচনাঃ মুনাফার এই তত্ত্বটির বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা এই যে, (১) নূতন উদ্ভাবনের সফল বাণিজ্যিক প্রয়োগের দরুন যে অনিশ্চিত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাহা স্যুম্পিটার লক্ষ্য করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে নূতন উদ্ভাবনের সফল বাণিজ্যিক প্রয়োগের দ্বারা সৃষ্ট অনিশ্চয়তাই মুনাফার মূল কারণ, নূতন উদ্ভাবনের বাণিজ্যিক প্রয়োগ উহার মূল কারণ নহে। (২) মুনাফার কারণ হিসাবে ঝুঁকি বহনের ভূমিকাও স্যুম্পিটার স্বীকার করেন নাই। কিন্তু এখন পর্যন্ত অনেক অর্থবিদ্ই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহনকেই মুনাফার কারণ হিসাবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করেন।

স্বাভাবিক মুনাফা
NORMAL PROFIT

শিল্পের ভারসাম্য অবস্থায় উদ্যোক্তা যে পারিশ্রমিক বা পুরস্কার লাভ করে উহাই স্বাভাবিক মুনাফা। অধ্যাপিকা রবিনসনের মতে, স্বাভাবিক মুনাফা বলিতে উদ্যোক্তার আয়ের সেই হার বুঝায়, যে হারে,—(১) যে কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সংকোচন বা সম্প্রসারণের আর কোন ইচ্ছা থাকে না, এবং (২) কোন বিদ্যমান উৎপাদক প্রতিষ্ঠান শিল্পটি ত্যাগ করিতে কিংবা কোন নূতন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান শিল্পটিতে যোগ দিতে চাহে না ; অর্থাৎ যখন সমগ্র শিল্পটিরও আর সংকোচন বা সম্প্রসারণের প্রবণতা থাকে না।

মার্শালের মতে, স্বাভাবিক মুনাফা হইল উদ্যোক্তার যোগ্যতা বা দক্ষতার যোগান দাম। অর্থাৎ যাহার কমে উদ্যোক্তাকে তাহার বর্তমান কর্মে নিযুক্ত রাখা সম্ভব নয়, স্বাভাবিক মুনাফা হইতেছে উদ্যোক্তার সেই ন্যূনতম পারিশ্রমিক বা পুরস্কার। অতএব কার্যত স্বাভাবিক মুনাফা হইল উদ্যোক্তার ব্যবস্থাপনা কার্যের পারিশ্রমিক। যেহেতু ইহা

33. Innovation—Commercial use of a new invention.

দ্বিতীয় ভাগ

সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণ

বিষয়-সূচী

আর্থিক অর্থবিদ্যা : সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণ
MONETARY ECONOMICS : MACRO-ECONOMIC ANALYSIS

প্রথম খণ্ড : আয় নিয়োগ ও অর্থনীতিক স্থিতি
PART ONE : INCOME EMPLOYMENT AND ECONOMIC STABILITY

অধ্যায়

প্রশ্নাবলী ও উত্তরসংকেত

চতুর্থ খণ্ড : সরকারের আর্থিক সংস্থান
PART FOUR : GOVERNMENT FINANCES

প্রশ্নাবলী ও উত্তরসংকেত

পঞ্চম খণ্ড : অর্থনীতিক বিকাশ তত্ত্ব

PART FIVE : GROWTH ECONOMICS

প্রশ্নাবলী ও উত্তরসংকেত

প্রথম খণ্ড

আয় নিয়োগ ও অর্থনৈতিক স্থিতি
INCOME EMPLOYMENT & ECONOMIC STABILITY

অধ্যায়

১

জাতীয় আয়
NATIONAL INCOME

[**আলোচ্য বিষয়ঃ** জাতীয় আয় কাহাকে বলে—জাতীয় আয়ের পরিমাপ—জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতি—উপাদান-আয় সমষ্টি পদ্ধতি—উৎপন্ন সামগ্রীর মূল্য বা ব্যয় সমষ্টি পদ্ধতি—কয়েকটি প্রাসঙ্গিক ধারণা—জাতীয় আয় পরিমাপের অসুবিধা—জাতীয় আয় পরিমাপের গুরুত্ব—জাতীয় আয়ের নির্ধারকসমূহ।]

জাতীয় আয় কাহাকে বলে?
WHAT IS NATIONAL INCOME?

সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণ তত্ত্বে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ সমষ্টিগত বিষয়গুলি হইতেছে জাতির মোট ভোগ, মোট বিনিয়োগ, মোট কর্মসংস্থান এবং জাতীয় আয় ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে জাতীয় আয়ের ধারণাটিকে সমষ্টিগত অর্থবিদ্যার একটি মূল ভিত্তি বলা যায়। শুধু তাহাই নহে, সমগ্র অর্থবিদ্যার যাবতীয় মৌলিক ধারণাগুলির মধ্যে জাতীয় আয়ের ধারণাটিকে সর্বপ্রধান ধারণাগুলির অন্যতম বলিয়া গণ্য করা যায়। জাতীয় আয়ের উপাদানগুলির বিশ্লেষণ ও উহার পরিমাপের পদ্ধতিকে সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে প্রবেশের চাবিকাঠি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

কিন্তু, জাতীয় আয় বলিতে কি বুঝায়? অধ্যাপক পিগুর[1] কথায়, জাতীয় আয় হইলঃ "বিদেশ হইতে উপার্জিত আয় সমেত, সমাজের বস্তুগত আয়ের সেই অংশ যাহা অর্থদ্বারা পরিমাপ করা যায়।"[2] অধ্যাপক স্যামুয়েলসনের ভাষায় জাতীয় আয় হইলঃ "একটি সমাজের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের বার্ষিক সর্বমোট প্রবাহের আর্থিক পরিমাপ।"[3] সহজ কথায়, একটি নির্দিষ্ট কালে (যথা, এক বৎসরে) একটি দেশের যাবতীয় উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের আর্থিক মূল্যই উহার জাতীয় আয়।

বলা বাহুল্য, মানুষের নিত্য অভাব দূর করিবার জন্য সমাজে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের উৎপাদন প্রচেষ্টা একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের উৎপাদনকে বহতা নদীর ন্যায় একটি প্রবাহ বলিয়া গণ্য করা হয়। সে হিসাবে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের আর্থিক মূল্য বা জাতীয় **আয়ও একটি অবিরাম প্রবাহস্বরূপ।**

জাতীয় আয়ের পরিমাপ
MEASUREMENT OF NATIONAL INCOME

মূলধারণা[4]**ঃ** বাস্তবে জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতি জটিল হইলেও, ইহার

1. A. C. Pigou.
2. "... that part of the objective income of the community including, of course, income derived from abroad, which can be measured in money."—A.C. Pigou.
3. "It is the loose name we give the money measure of the over-all annual flow of goods and services in an economy."—Samuelson.
4. The basic concept.

অন্তর্নিহিত ধারণাটি কিন্তু সহজ ও সরল। মানুষের নিত্য অভাব দূর করিবার জন্য অবিরাম বিবিধ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের যে উৎপাদন ঘটিতেছে, তাহাতে দেশবাসী বা দেশের পরিবারসমূহ উপাদানের মালিক হিসাবে উপাদান-সেবা বা কারকসমষ্টির যোগান দিয়া চলিয়াছে। তাহারা যে পরিমাণে উপাদান-সেবাসমূহের যোগান দিতেছে সে-পরিমাণে দেশে নানারূপ দ্রব্যসামগ্রীর ও সেবাকর্মের উৎপাদন ঘটিতেছে। (১·১নং রেখাচিত্রে (পরিবারসমূহের নিকট হইতে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট যোগান দেওয়া) উপাদান-সেবা প্রবাহ (১নং)

১·১নং রেখাচিত্র
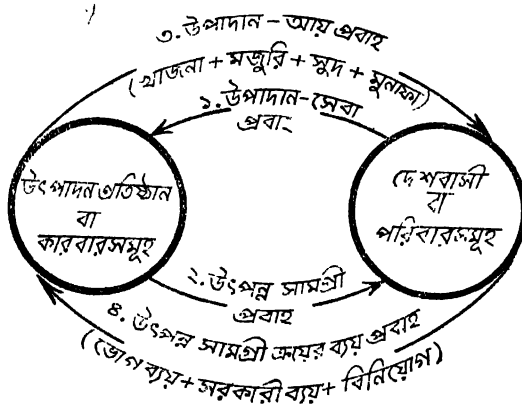
দেখান হইয়াছে। এই উপাদান-সেবা প্রবাহ দ্বারা যে সামগ্রী উৎপন্ন হইতেছে (২নং প্রবাহ) তাহাই পরিবারসমূহ সকলে মিলিয়া ভোগ করিতেছে। সুতরাং ১নং প্রবাহ (উপাদান-সেবা) এবং ২নং প্রবাহ (উৎপন্ন সামগ্রী) পরস্পরের সমান। এই দুইটি হইতেছে প্রকৃত প্রবাহ[5]। ইহাদের যে কোন একটিকে **প্রকৃত জাতীয় আয়**[6] বলিয়া গণ্য করা যায়। [এবার আমরা যদি **ধরিয়া লই** যে, পরিবারগুলি যে পরিমাণে উপাদান-সেবার যোগান দেয় উহার সমমূল্যের আর্থিক পারিশ্রমিক তাহারা সকলেই পাইতেছে (অর্থাৎ বিনা আর্থিক পারিশ্রমিকে কাহারও নিকট হইতে উপাদান-সেবা গ্রহণ করা হইতেছে না), তাহা হইলে বলা যায় যে,] উপাদানের মালিকরূপে উপাদানবাজারে পরিবারসমূহ উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট উপাদান-সেবা বিক্রয় করিয়া উহার বিনিময়ে সমমূল্যের আর্থিক আয় উপার্জন করিতেছে (১নং প্রবাহ=৩নং প্রবাহ)। অপরদিকে, এই আর্থিক আয় লইয়া এবার পরিবারগুলি ভোগকারী রূপে ক্রেতা হিসাবে উৎপন্নসামগ্রীর বাজারে প্রবেশ করিতেছে এবং (আমরা যদি ধরিয়া লই যে, দাম না দিয়া কেহ কিছু কিনিতেছে না ও ভোগ করিতেছে না) তাহাদের আর্থিক আয় সম্পূর্ণ ব্যয় করিয়া উৎপন্ন সামগ্রীগুলি কিনিয়া ভোগ ও ব্যবহার করিতেছে (৩নং প্রবাহ=৪নং প্রবাহ)। অতএব, দেশে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপন্ন হইতেছে উহার সবটাই বিক্রয় হইয়া যাইতেছে এবং উহার আর্থিকমূল্য উহার বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান অর্থাৎ উহার উপর পরিবারগুলির মোট ব্যয়ের সমান। সুতরাং **২নং প্রবাহ=৪নং প্রবাহ**)।

অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে এবং

5. Real flows. 6. Real national income.

দেশের সর্বত্র অর্থের ব্যবহার প্রচলিত থাকিলে, ১·১নং রেখাচিত্রের ৪টি প্রবাহই পরস্পরের সমান হইবে। অর্থাৎ,—

উপাদান সেবাসমষ্টি (১নং প্রবাহ) = **উৎপন্ন সামগ্রীসমষ্টি** (২নং প্রবাহ) = **উপাদান আয়সমষ্টি** (৩নং প্রবাহ)=**উৎপন্ন সামগ্রী ক্রয়ের ব্যয়সমষ্টি** (৪নং প্রবাহ)। ইহাদের মধ্যে প্রথম প্রবাহ দুইটি **প্রকৃত প্রবাহ** এবং শেষ প্রবাহ দুইটি **আর্থিক প্রবাহ**।

এইভাবে পরিবারসমূহের নিকট হইতে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের নিকট যে উপাদান-সেবা প্রবাহিত হইতেছে তাহাই বারংবার উপাদানগুলির আর্থিক আয় প্রবাহরূপে পরিবারগুলির নিকট ফিরিয়া আসিতেছে এবং উহাই আবার পরিবারগুলির ব্যয় প্রবাহরূপে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট ফিরিয়া যাইতেছে ও পরিবারগুলির উপাদান-সেবার দ্বারা উৎপন্ন সামগ্রীগুলি উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট হইতে পরিবারগুলির নিকট প্রবাহিত হইতেছে। এইরূপে উপরোক্ত চারিটি প্রবাহ চক্রাকার গতিতে আবর্তিত হইতেছে[৭]। সুতরাং, প্রকৃত প্রবাহ (অর্থাৎ উপাদান-সেবা বা উৎপন্ন সামগ্রীসমষ্টি) কিংবা আর্থিক প্রবাহ (উপাদান আয় বা ব্যয় সমষ্টি), যে ভাবেই আমরা **জাতীয় আয়কে** গণ্য করি না কেন, উহা হইতেছে মূলত **একটি চক্রাকারে আবর্তিত প্রবাহ**[৮]।

বাস্তবের বহুবিধ জটিলতামুক্ত (অর্থাৎ সঞ্চয় হয় না, বিনিয়োগ হয় না, সরকারী কর নাই ইত্যাদি), অর্থনীতিক কার্যাবলীর যে সরল ছকটি[৯] আমরা এখানে আলোচনা করিলাম, ইহাই জাতীয় আয় পরিমাপের বিবিধ পদ্ধতির মূল ভিত্তি।

জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতিসমূহ[১০]**:** উপরোক্ত আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, জাতীয় আয় বলিতে একটি নির্দিষ্ট কালে কোন দেশের উৎপন্ন মোট দ্রব্য-সামগ্রী ও সেবাকর্মের যে আর্থিক মূল্য বা পরিমাপ বুঝায় তাহা দুইটি প্রধান উপায়ে পরিমাপ করা যায়। উহাদের একটি হইল উপাদান-আয় সমষ্টির হিসাবপদ্ধতি[১১], অপরটি হইল উৎপন্ন সামগ্রীর মূল্য হিসাবপদ্ধতি[১২] বা ব্যয়সমষ্টির[১৩] হিসাবপদ্ধতি।

ক. উপাদান-আয় সমষ্টিপদ্ধতি: যে কোন নির্দিষ্ট কালে দেশে মোট উৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রী ও সেবাকর্ম প্রবাহের (১·১নং রেখাচিত্রের ২নং প্রবাহ) মোট আর্থিক মূল্য উহাদের মোট উৎপাদন খরচের সমান। অর্থাৎ উহা উৎপাদন করিতে যে মোট খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা লাগিয়াছে (১·১নং রেখাচিত্রের ৩নং প্রবাহ), তাহাই উহার মোট আর্থিক মূল্য বা জাতীয় আয়। সুতরাং এই পদ্ধতিতে **জাতীয় আয়=মোট খাজনা+মোট মজুরি+মোট সুদ+মোট মুনাফা**

=পরিবারসমূহের উপাদান-সেবা বিক্রয় দ্বারা লব্ধ মোট আর্থিক আয়।
=উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবাকর্ম সমষ্টির মোট মূল্য।

অর্থাৎ যে কোন নির্দিষ্ট কালে দেশবাসিগণ সকলে মিলিয়া খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা হিসাবে যে মোট আয় উপার্জন করে তাহাই ঐ সময়ে দেশের জাতীয় আয় বলিয়া গণ্য করা হয়। কারণ উহাই ঐ সময়ে উৎপন্ন মোট দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মোট উৎপাদন খরচ এবং তাহাই আবার বাজারে ঐ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম সমষ্টির মোট মূল্য।

[উপাদান আয় প্রবাহ=খাজনা+মজুরি+সুদ+মুনাফা=উৎপন্ন সামগ্রীর মোট উৎপাদন খরচ=উৎপন্ন সামগ্রীর মোট বাজার দাম=জাতীয় আয়।]

কর: প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই ভাবে জাতীয় আয় হিসাব করিবার সময় খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা রূপে যাহার যাহা উপার্জন তাহা, আয়ের উপর ধার্য **প্রত্যক্ষ সরকারী কর**[১৪] (যথা, আয়কর) বাদ দিয়া হিসাব করা হয় না। আয় হইতে ঐরূপ সরকারী

---

7. Circular flow. 8. Circular flow of income.
9. Simple model. 10. Methods of measuring National Income.
11. Factor-earnings or income total method.
12. Product total method. 13. Expenditure total method.
14. Direct Taxes.

কর প্রদানের পূর্বে আয়ের অঙ্কটি এই হিসাবে ধরা হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি মাসিক ১ হাজার টাকা বেতন পায় এবং উহার উপর প্রতিমাসে ১০০ টাকা আয়কর দেয়। উপাদান-আয় সমষ্টি পদ্ধতিতে ১ হাজার টাকা তাহার আয় ধরা হইবে, আয়কর ১০০ টাকা বাদ দিয়া ৯০০ টাকা আয় ধরা হইবে না। সুতরাং এই পদ্ধতিতে জাতীয় আয়ের যে অঙ্ক পাওয়া যায় তাহাতে প্রত্যক্ষ সরকারী কর অন্তভুক্ত থাকে।

হস্তান্তরিত আয়ঃ এই হিসাবে কোন না কোন দ্রব্যসামগ্রী বা সেবাকর্ম দ্বারা উৎপাদিত আয়ই শুধু ধরা হয়। এজন্য পেন্সন. উপহার. দান. অসদুপায়ে অর্জিত আয়, লটারির পুরস্কার প্রভৃতি ইহাতে ধরা হয় না। কারণ ইহারা হস্তান্তরিত আয়. দ্রব্য বা সেবাকর্ম উৎপাদন দ্বারা উপার্জিত আয় নয়।

খ. উৎপন্ন সামগ্রীর মূল্য বা ব্যয় সমষ্টি পদ্ধতিঃ যে কোন নির্দিষ্ট কালে দেশে মোট উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের (১·১নং রেখাচিত্রের ২নং প্রবাহ) মোট মূল্য বা দাম জানিবার অর্থাৎ জাতীয় আয় হিসাবের অপর পদ্ধতি হইল, বাজারে উহা মোট কি দামে বিক্রয় হইয়াছে, উহাদের উপর ক্রেতাদের মোট ব্যয়ের পরিমাণ (১·১নং রেখাচিত্রের ৪নং প্রবাহ) কি তাহা অনুসন্ধান করা। এই পদ্ধতিতে,

উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্য=বাজারে ক্রেতাদের মোট ব্যয় বা সমাজের মোট ব্যয়= জাতীয় আয়=মোট জাতীয় উৎপন্ন[15]।

বাজার দামঃ প্রথমত. এই পদ্ধতিতে জাতীয় আয় হিসাব করিতে গিয়া যে উৎপন্ন-দ্রব্যাদির দাম হিসাবে গ্রহণ করা হয় তাহা হইল কেবল **চূড়ান্ত উৎপন্ন দ্রব্যটির[16] বাজার দাম[17]**, উহা উৎপাদন করিতে গিয়া যে কাঁচামাল বা শ্রম ব্যবহার করিতে হইয়াছে উহাদের দাম আর পৃথক ভাবে হিসাবে ধরা হয় না। কারণ. তাহাতে একবার কাঁচামাল প্রভৃতির দাম এবং আরেকবার সম্পূর্ণ চূড়ান্ত উৎপন্ন দ্রব্যের দাম. এইরূপে একই দ্রব্যের দুই বার দাম গণনা[18] হইয়া যাইবে। অতএব ইহার পরিবর্তে শুধু চূড়ান্ত উৎপন্ন দ্রব্যটিরই দাম ধরা হয়, উহার মধ্যেই উহার উৎপাদনের ব্যবহৃত কাঁচামাল. শ্রম প্রভৃতির দাম অন্তর্ভুক্ত থাকে বলিয়া পৃথক ভাবে আবার তাহা হিসাবে আনিবার প্রয়োজন নাই। যেমন রেডিওটি বাজারে যে দামে ক্রেতার নিকট বিক্রয় হইল. উহার মূল্য জাতীয় আয়ে ধরিতে হইলে সম্পূর্ণভাবে নির্মিত রেডিওটির চূড়ান্ত বিক্রয় মূল্যই হিসাবে ধরিতে হইবে, তাহার সহিত আবার উহার প্লাষ্টিক বা কাঠের আবরণী. ভাল্‌ব্‌ ইত্যাদির দাম যোগ দিলে ভুল হইবে। সুতরাং ব্যয় সমষ্টি পদ্ধতিতে জাতীয় আয় হিসাব করিতে হইলে **একই খরচ দুইবার গণনা করার মত ভুলের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকিতে হয়।**

মোট ব্যয়ের বিশ্লেষণঃ দ্বিতীয়ত. উৎপন্নসামগ্রী ক্রয়ে ক্রেতাদের মোট ব্যয় হিসাব করিতে গেলে দেখা যায় যে, সমাজে দুই প্রকারের ক্রেতা আছে এবং উৎপন্নসামগ্রীও দুই প্রকারের। প্রথমত. সাধারণ মানুষ ভোগ্যদ্রব্যের জন্য ব্যয় করিতেছে। এইরূপ ব্যয়ের সমষ্টি হইল চূড়ান্ত উৎপন্নদ্রব্য অর্থাৎ ভোগ্যদ্রব্যের জন্য **বেসরকারী ব্যয়ের সমষ্টি[19]**; দ্বিতীয়ত. দেশের সরকারও নানারূপ দ্রব্যসামগ্রী সরকারী ব্যবহারের জন্য ক্রয় করে. এইরূপ সরকারী ব্যয়ের দ্বারা যে সকল দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা হয় উহাদের মধ্যে যেমন ভোগ্যদ্রব্য আছে. তেমনি দালান কোঠা. যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মত পুঁজিদ্রব্যও আছে আবার এই দুইয়ের মাঝামাঝি পর্যায়ের দ্রব্যও[20] আছে। সরকারী ব্যয়ের বেলায় ইহাদের পৃথক ভাবে গণ্য না করিয়া. যাবতীয় **সরকারী ব্যয়ের** একটি **সমষ্টি** ধরা হয়। তৃতীয়ত. উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীগুলি দুই প্রকারের—ভোগ্যদ্রব্য ও পুঁজিদ্রব্য। ইহাদের মধ্যে ভোগ্য-

15. Gross National Product or G. N. P. 16. Final goods.
17. Market price. 18 Double counting.
19. Total private expenditure on final goods.
20. Intermediate goods.

দ্রব্যের উপর মোট বেসরকারী ব্যয়ের পৃথক হিসাব করার কথা আগেই বলা হইয়াছে। সরকারী ব্যয় আংশিক ভোগ্যদ্রব্য ও আংশিক পুঁজিদ্রব্যের উপর ব্যয়ের সমষ্টি। বাকি থকে পুঁজি দ্রব্যের উপর মোট বেসরকারী ব্যয় বা **বেসরকারী বিনিয়োগ** (এখানে বিনিয়োগ বলিতে নূতন পুঁজিদ্রব্য উৎপাদনের ব্যয় বুঝাইতেছে)। ইহারও পৃথক হিসাব করা হয়। সুতরাং।

বাজারদামে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্য=উহাদের উপর সমাজের মোট ব্যয়=**মোট বেসরকারী ভোগব্যয় (C)[21]+মোট সরকারী ব্যয় (G)[22]+মোট বেসরকারী বিনিয়োগ বা পুঁজিদ্রব্যের উপর মোট বেসরকারী ব্যয়[23] (I)** $=C+G+I=$**মোট জাতীয় উৎপন্ন**=জাতীয় আয়।

বৈদেশিক বাণিজ্যঃ তৃতীয়ত, প্রত্যেক দেশই কমবেশি পরিমাণে বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত থাকে এবং যে সময়ের জাতীয় আয় হিসাব করা হয় সে সময়ে, হয় সে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে মোট আমদানির তুলনায় মোট রপ্তানি বেশি হইয়া বিদেশের নিকট পাওনা (অনুকূল উদ্বৃত্ত) জন্মে নতুবা মোট রপ্তানির তুলনায় মোট আমদানি বেশি হইয়া বিদেশের নিকট দেনা (প্রতিকূল উদ্বৃত্ত) জন্মে। অনুকূল উদ্বৃত্ত জন্মিলে এই পদ্ধতিতে জাতীয় আয়ের হিসাবে তাহা যোগ দিতে হয়, আর প্রতিকূল উদ্বৃত্ত জন্মিলে তাহা বাদ দিতে হয়।

সুতরাং হিসাবটি দাঁড়াইল,—

জাতীয় আয়=মোট বেসরকারী ভোগব্যয়+মোট সরকারী ব্যয়+মোট বেসরকারী বিনিয়োগ+বৈদেশিক পাওনা অথবা–বৈদেশিক দেনা=মোট জাতীয় উৎপন্ন।

মোট জাতীয় উৎপন্ন ও নীট জাতীয় উৎপন্নঃ চতুর্থত, **এই পদ্ধতিতে জাতীয় আয়ের হিসাব করিলে মোট যোগফল যাহা পাওয়া যায় তাহাকে জাতীয় আয় না বলিয়া, বলা হয় মোট জাতীয়** উৎপন্ন (বা Gross National Product বা সংক্ষেপে GNP)। এই পরিমাণ মোট দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদনে সারা বৎসর ধরিয়া (নির্দিষ্ট কালে) অবশ্যই নানা পুঁজিদ্রব্য ব্যবহার করা হইয়াছিল এবং সারা বৎসরে ব্যবহারের দরুন উহারা কিছুটা ক্ষয় পাইয়াছে। বৎসরশেষে যাহা উৎপন্ন হইল তাহা হইতে পুরাতন পুঁজি-দ্রব্যের এইরূপ ক্ষয়ক্ষতি সর্বাগ্রে পূরণ করা প্রয়োজন, তাহার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা ভোগে লাগান যাইতে পারে। তাহা না হইলে, আগামী বৎসর পুরাতন যন্ত্রপাতি অর্থাৎ পুঁজিদ্রব্যাদির উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়া যাইবে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে এবৎসর শেষে যাহা উৎপন্ন হইল (অর্থাৎ GNP) তাহা হইতে পুরাতন পুঁজিদ্রব্যের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য একটি অংশ সরাইয়া রাখিতে (সঞ্চয় করিতে ও উহা দ্বারা পুনরায় নূতন পুঁজিদ্রব্য উৎপাদন অর্থাৎ বিনিয়োগ করিতে) হইবে। ইহা বাদে যাহা থাকিবে সেই অবশিষ্টাংশই হইল নীট জাতীয় উৎপন্ন[24]। অতএব, মোট জাতীয় উৎপন্ন–পুরাতন পুঁজিদ্রব্যের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ=নীট জাতীয় উৎপন্ন=জাতীয় আয়।

এবার সমস্ত হিসাবটি নিচের সমীকরণের আকারে উপস্থিত করা যাইতে পারে,—

জাতীয় আয়=সমাজের মোট ব্যয়=বেসরকারী ভোগব্যয়+সরকারী ব্যয়+বেসরকারী বিনিয়োগ+বৈদেশিক পাওনা অথবা–বৈদেশিক দেনা=মোট জাতীয় উৎপন্ন–পুরাতন পুঁজি-দ্রব্যের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ=নীট জাতীয় উৎপন্ন।

[GNP—Depreciation=NNP=National Income.]

21. Total private consumption expenditure or C.
22. Total government expenditure on all goods or G.
23. Total private investment expenditure or I.
24. Net National Product or NNP.

দুই পদ্ধতির ফলের সামঞ্জস্য: প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বাজার দামের ভিত্তিতে জাতীয় আয়ের এই হিসাব প্রস্তুত করা হয়। দ্রব্যসামগ্রী যে দামে বাজারে বিক্রয় হয়, সে দামের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, উভয় প্রকার সরকারী করই[25] অন্তর্ভুক্ত থাকে। কিন্তু উপাদান-আয় সমষ্টির হিসাবে শুধু প্রত্যক্ষ সরকারী কর অন্তর্ভুক্ত থাকে। ফলে নীট জাতীয় উৎপন্নের অঙ্কটি উপাদান-আয় সমষ্টির অঙ্কটি হইতে কিছু বেশি হয়। সুতরাং নীট জাতীয় উৎপন্ন হইতে পরোক্ষ সরকারী কর যদি বাদ দেওয়া যায়, অথবা আয় সমষ্টি হিসাবের অঙ্কটির (জাতীয় আয়) সহিত যদি পরোক্ষ সরকারী কর যোগ দেওয়া হয়, তবে উভয় অঙ্ক পরস্পরের সহিত মিলিতে পারে।

অর্থাৎ, জাতীয় আয়+পরোক্ষ কর=নীট জাতীয় উৎপন্ন

অথবা, নীট জাতীয় উৎপন্ন—পরোক্ষ কর=জাতীয় আয়।

এইভাবে দুই পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপের ফল দুইটির সামঞ্জস্য ঘটান যায়।

কয়েকটি প্রাসঙ্গিক ধারণা
SOME RELEVANT CONCEPTS

১. **মোট জাতীয় উৎপন্ন** (GNP) বলিলে, মোট বেসরকারী ভোগব্যয়, বিবিধ দ্রব্য সামগ্রীর উপর মোট সরকারী ব্যয় ও মোট বেসরকারী বিনিয়োগ[26], এই তিনটির সমষ্টি বুঝায় [C+G+I]।

২. **নীট জাতীয় উৎপন্ন** (NNP) বলিলে, মোট বেসরকারী ভোগব্যয়, বিবিধ দ্রব্যসামগ্রীর উপর মোট সরকারী ব্যয় ও **নীট** বেসরকারী বিনিয়োগ, এই তিনটির সমষ্টি বুঝায়। কিংবা, মোট জাতীয় উৎপন্ন ও পুঁজিদ্রব্যের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ, এই দুইটির বিয়োগ-ফলকে নীট জাতীয় উৎপন্ন বলা যায় [GNP—Depreciation=NNP]

৩. **জাতীয় আয়** (NI) বলিলে, ব্যাপক অর্থে মোট জাতীয় উৎপন্ন এবং সংকীর্ণ অর্থে নীট জাতীয় উৎপন্ন বুঝায়।

৪. **মোট ব্যক্তিগত আয়**[27]**:** নীট জাতীয় উৎপন্ন হইতে যৌথ মূলধনী কারবার-গুলির প্রতিষ্ঠানগত বা কারবারী সঞ্চয় (উহাদের মুনাফার যে অংশ শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে লভ্যাংশরূপে বণ্টন করা হয় নাই) বাদ দিলে এবং বিয়োগফলের সহিত যাবতীয় হস্তান্তর আয় যোগ দিলে যে অঙ্কটি পাওয়া যায় তাহাকে দেশের মোট ব্যক্তিগত আয়-রূপে গণ্য করা যায়। মোট ব্যক্তিগত আয়=নীট জাতীয় উৎপন্ন—প্রতিষ্ঠানগত সঞ্চয়+হস্তান্তর আয়।[28]।

৫. **ব্যবহারযোগ্য আয়**[29]**:** মোট ব্যক্তিগত আয় হইতে যাবতীয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সরকারী কর বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই দেশবাসিগণের (বা তাহাদের পরিবার-গুলির) ব্যবহারযোগ্য আয় [ব্যক্তিগত আয়—যাবতীয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর=ব্যবহারযোগ্য আয়।[30]। দেশবাসীর ব্যবহারযোগ্য আয়ের ধারণাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। কারণ ইহা হইতেই মানুষ ভোগ ব্যয় ও সঞ্চয় করে [ব্যবহারযোগ্য আয়=ভোগব্যয়+সঞ্চয়।[31]। মানুষের এই ব্যক্তিগত ভোগব্যয় এবং সঞ্চয়ের হ্রাস বৃদ্ধি সামগ্রিক অর্থনীতিক কার্য-কলাপের অত্যন্ত তাৎপর্যময় উপাদান।

নিচের একাধিক সমীকরণের আকারে এই বিভিন্ন ধারণাগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক দেখান যাইতে পারে:

---

25. Direct and indirect taxes. 26. Gross investment.
27. Personal Income.
28. Personal Income=NNP—Corporate Savings+Transfer incomes or payments.
29. Disposable Income.
30. Disposable Income=Personal income—all direct and indirect taxes.
31. Disposable Income=Consumption expenditure+Savings.

১. মোট জাতীয় উৎপন্ন (GNP)—ক্ষয়ক্ষতিপূরণ (Depreciation)=নীট জাতীয় উৎপন্ন (NNP)।

২. নীট জাতীয় উৎপন্ন (NNP)—পরোক্ষ সরকারী কর (Indirect Taxes) =জাতীয় আয় (NI)

৩. জাতীয় আয় (NI)—প্রতিষ্ঠানগত সঞ্চয় (Corporate Savings) + হস্তান্তর আয় (Transfer Payment) =ব্যক্তিগত আয় (Personal Income or PI)

৪. ব্যক্তিগত আয় (PI)—প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত কর (Personal direct Taxes) =ব্যবহারযোগ্য আয় (Disposable income or DI)।

৫. ব্যবহারযোগ্য আয় (DI)—ভোগব্যয় (Consumption Expenditure =ব্যক্তিগত সঞ্চয় (S)।

জাতীয় আয়ের কীনসীয় মৌলিক সমীকরণসমূহ
KEYNESIAN FUNDAMENTAL EQUATIONS OF N. I.

কীন্‌স্‌ তাঁহার 'নিয়োগ, সুদ ও অর্থ সম্পর্কে সাধারণ তত্ত্ব' নামক গ্রন্থে আয়, উৎপন্ন ও নিয়োগের নির্ধারকগুলির আলোচনা করিতে গিয়া দুইটি মৌলিক সমীকরণের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা হইলঃ

(১) (জাতীয় বা মোট) আয় (Y) =(মোট) ভোগ ব্যয় (C) +(মোট) বিনিয়োগ (ব্যয়) (I)।

$[Y = C + I]$; এবং

(২) (মোট) সঞ্চয় (S) =(জাতীয় বা মোট) আয় (Y)—(মোট) ভোগব্যয় (C)।

$[S = Y - C]$।

জাতীয় আয় পরিমাপের অসুবিধা
DIFFICULTIES OF MEASURING NATIONAL INCOME

১. অধ্যাপক কুজনেট্‌স্‌[32] জাতীয় আয় পরিমাপের কতকগুলি অসুবিধার উল্লেখ করিয়াছেনঃ ১. **'জাতীয় আয়' কথাটিতে 'জাতি' বলিতে কি বুঝাইবে?** অর্থাৎ, শুধু দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত আয়কেই জাতীয় আয় বলিয়া গণ্য করা হইবে কিনা? এই সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে। কারণ, দেশের মোট আমদানি রপ্তানির উদ্বৃত্তকে, অর্থাৎ বিদেশে উপার্জিত আয়কেও জাতীয় আয় হিসাবে ধরা হইতেছে।

২. **জাতীয় আয় পরিমাপের কোন্‌ পদ্ধতি সর্বাধিক উপযোগী?** এই সমস্যারও সমাধান ঘটিয়াছে। প্রয়োজনমত যে কোন পদ্ধতি অথবা সকল পদ্ধতিগুলিই একসঙ্গে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৩. **কোন্‌ পর্যায়ের অর্থনীতিক কার্যাবলীর ভিত্তিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করা হইবে?** বর্তমানে এই সমস্যারও সমাধান ঘটিয়াছে। কারণ উৎপাদন, বন্টন ও ভোগ এই তিন পর্যায়ের অর্থনীতিক কার্যাবলীর যে কোন পর্যায়ে জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা যায় এবং জাতীয় আয় পরিমাপের উদ্দেশ্য অনুসারে উহাদের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ-নীতিক পর্যায়টি গ্রহণ করা যায় (অর্থাৎ আয় প্রবাহ বা ব্যয় প্রবাহ ইত্যাদি)।

৪. **জাতীয় আয় হিসাবে কোন্‌ কোন্‌ ধরনের দ্রব্য সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত?** এই সমস্যার সমাধান নাই। তত্ত্বগত ভাবে যাবতীয় উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের আর্থিক মূল্যই জাতীয় আয়ের পরিমাপে ধরিতে হইবে। কিন্তু সমাজে অনেক কাজই অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় হয় না (কৃষক যে ধান পারিবারিক প্রয়োজনে ব্যবহার

32. S. Kuznets.

করে কিংবা পরিবারে মাতা, ভগ্নী ও স্ত্রীর সেবাকর্মাদি)। ইহাদের পরিমাণ নিতান্ত কম নহে। সুতরাং এইরূপ সেবাকর্মের ও দ্রব্যের আর্থিক মূল্য জানা নাই বলিয়া উহা জাতীয় আয়ের পরিমাপ হইতে বাদ থাকিয়া যায়। তাহা ছাড়া, ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে এখনও অনেক লেনদেন, বেচাকেনায় অর্থের ব্যবহার হয় না[33], সরাসরি দ্রব্য ও সেবাকর্মের বিনিময় হয়। ইহার ফলে, ঐ পরিমাণ সামগ্রীর আর্থিক মূল্য জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় না।

৫. জাতীয় আয় পরিমাপের আরেকটি অসুবিধা হইতেছে হস্তান্তর আয় এবং একই খরচ বা দাম দুইবার গণনার সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক থাকিতে হয়। সুতরাং কোন্‌টি হস্তান্তর আয় ও কোন্‌টি উৎপাদন কর্ম দ্বারা উপার্জিত আয় এবং কোন্‌টি চূড়ান্ত উৎপন্ন দ্রব্য ও কোন্‌টি কাঁচামাল বা মধ্যবর্তী পর্যায়ের দ্রব্য সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হইতে হয়।

৬. জাতীয় আয় পরিমাপের আরেকটি অসুবিধা হইতেছে মূল্য স্তরের ওঠানামা। মূল্যস্তর সবিশেষ বাড়িলে, উৎপাদন বৃদ্ধি না হওয়া সত্ত্বেও আর্থিক জাতীয় আয় অত্যন্ত বেশি হইবে। ইহা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিবে। এজন্য পরিসংখ্যানবিদ্‌গণ জাতীয় আয় পরিমাপের সময় মূল্যস্তরের ওঠানামা অনুসারে জাতীয় আয়ের অঙ্কটির সংশোধন করিয়া লন (অর্থাৎ মূল্যস্তরের বৃদ্ধি ঘটিলে জাতীয় আয়ের হিসাব হইতে উহা বাদ দিয়া হিসাব প্রস্তুত করিতে হয়। তেমনি মূল্যস্তর কমিলে, অথচ উৎপাদনের পরিমাণ অক্ষুণ্ণ থাকিলে, মূল্যস্তরের ঐ হ্রাসটুকু জাতীয় আয়ের হিসাবে যোগ দেওয়া হয়)।

৭. জাতীয় আয় পরিমাপের জন্য যে সকল তথ্যের প্রয়োজন তাহা সর্বত্র সুলভ নহে। বিশেষত, ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে উৎপাদনকারীরা সঠিক হিসাব রাখিতে অভ্যস্ত নহে বলিয়া, এসকল দেশে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা খুবই কঠিন। যাহারা হিসাব রাখে তাহারাও নানা কারণে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করিয়া সহযোগিতায় আগ্রহী নহে। ইহার ফলে জাতীয় আয়ের যথাযথ পরিমাপে যথেষ্ট অসুবিধা দেখা দেয়।

৮. সরকারী ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোন্‌টি ভোগ্যদ্রব্যের জন্য ব্যয় এবং কোন্‌টি পুঁজি-দ্রব্যের জন্য ব্যয় তাহা নির্দেশ করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। যেমন সরকারী ব্যয়ে যে সড়ক তৈয়ার হইয়াছে উহা পথিকদের নিকট ভোগব্যয় কারণ তাহারা প্রত্যহ উহা যাতায়াতের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। কিন্তু যে কারখানা ঐ পথে লরীতে করিয়া কারখানায় কাঁচামাল আনে ও তৈয়ারি পণ্য বাজারে পাঠায়, উহার নিকট ঐ সড়কটি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সহায়ক। এজন্য সরকারী ব্যয়ের বিশ্লেষণ না করিয়া সকল সরকারী ব্যয়ই জাতীয় উৎপন্নের হিসাবে ধরা হয়। শুধু পেন্সন, রিলিফ বা ত্রাণকার্যের ব্যয় ও কল্যাণমূলক সরকারী ব্যয়গুলি ইহা হইতে বাদ দেওয়া হয়। কারণ, ইহারা হস্তান্তর ব্যয়ের পর্যায়ে পড়ে।

জাতীয় আয় পরিসংখ্যানের তাৎপর্য
SIGNIFICANCE OF NATIONAL INCOME STATISTICS

আধুনিক কালে নানা কারণে জাতীয় আয় পরিমাপের ও উহার পরিসংখ্যানের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই কারণে বর্তমানে পৃথিবীর সকল দেশেই প্রতি বৎসর জাতীয় আয় পরিমাপের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহার গুরুত্ব বৃদ্ধির প্রধান কারণগুলি হইলঃ

১. জাতীয় আয়ের অঙ্কটি এবং উহার বিশদ তথ্যাদি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক

33. Non-monetized sector in the economy.

কার্যকলাপের সম্পূর্ণ চিত্রটি তুলিয়া ধরে। তাহা হইতে যাবতীয় অর্থনীতিক কার্যকলাপ কতটা সন্তোষজনকভাবে সম্পাদিত হইতেছে তাহা সুস্পষ্ট রূপে ধরা পড়ে।

২. (জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান হইতে জাতীয় আয়ের উৎস হিসাবে দেশের বিবিধ পর্যায়ের অর্থনীতিক কার্যাবলীর (যথা, প্রাথমিক ক্ষেত্র কৃষি, মাধ্যমিক ক্ষেত্র শিল্প, তৃতীয় ক্ষেত্র পরিবহণ, ব্যবসাবাণিজ্য, বীমা, ব্যাঙ্কিং ইত্যাদি) অবদান ও উহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব ধরা পড়ে।

৩. (জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান হইতে জাতীয় অর্থনীতির মোট উৎপাদনক্ষমতা, জনসাধারণের মাথাপিছু আয় (=জাতীয় আয়÷জনসংখ্যা) এবং দেশবাসীর ক্রয়শক্তির ও জীবনধারণের মানের পরিচয় পাওয়া যায়।) এই সকল বিষয়ের উপর অর্থনীতিক কল্যাণ নির্ভরশীল। সুতরাং জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান হইতে দেশবাসীর অর্থনীতিক কল্যাণের স্তর সম্পর্কেও ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

৪. জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান হইতে দেশে জাতীয় আয়ের বন্টন কিরূপ ঘটিতেছে তাহা জানা যায়। ইহা হইতে দেশে আয় বণ্টনে বৈষম্য আছে কিনা, এবং থাকিলে তাহা কতটা ও তাহা বাড়িতেছে কিনা ইত্যাদি ধরা পড়ে।

৫. কয়েক বৎসরের জাতীয় আয়ের তুলনা হইতে, অর্থনীতিক কার্যাবলীর উন্নতি ও বৃদ্ধি, সংকোচন ও অবনতি কিংবা স্থিতাবস্থা ঘটিয়াছে তাহা ধরা পড়ে। জাতীয় আয়ের ক্রমাগত বৃদ্ধি দেশের অর্থনীতিক অগ্রগতির, উহার হ্রাস অর্থনীতিক অবনতির এবং হ্রাস-বৃদ্ধির অভাব দেশের অর্থনীতিক গতিহীনতার পরিচয় দেয়। জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার দেশের অর্থনীতিক উন্নয়ন বা বিকাশের হার[৩৪] বলিয়া গণ্য করা হয়।

৬. (জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান হইতে দেশের ভোগব্যয়, সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়।) সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হারের উপর জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার বা অর্থনীতিক উন্নয়নের হার নির্ভরশীল। সুতরাং দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের যে কোন অর্থনীতিক পরিকল্পনা রচনা করিতে হইলে জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান অপরিহার্য। তেমনি ভোগব্যয় ও বিনিয়োগের উপর দেশের পণ্যসামগ্রীর মোট চাহিদা[৩৫] ও কর্মসংস্থান নির্ভর করে। অতএব দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির কোন কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইলে জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করিতে হয়।)

৭. দেশে মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাসংকোচন ঘটিলে উহার চাপ পরিমাপের জন্য, দেশবাসীর ক্রয়শক্তি ও মোট উৎপন্নের মধ্যে ব্যবধান (মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক বা মুদ্রাসংকোচনের ফাঁক[৩৬]) তাহা পরিমাপের জন্য জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যানের সাহায্য না লইয়া উপায় নাই।

৮. জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান দেশের অর্থনীতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে পূর্বানুমান করিতে ও সরকারের অর্থনীতিক নীতি ও কার্যপন্থা নির্ধারণে সাহায্য করে। দেশে মন্দা আসিতেছে কি না, উহা বাণিজ্যচক্রজনিত কি না, তাহা দূর করিবার জন্য কি করা প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে স্পষ্ট সঠিক ধারণা লাভ করিতে ও সঠিক সরকারী নীতি ও কর্মপন্থা গ্রহণে জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান অপরিহার্য।

৯. বিভিন্ন দেশের মোট ও মাথাপিছু জাতীয় আয় দ্বারা (সীমাবদ্ধভাবে হইলেও) উহাদের পরস্পরের অর্থনীতিক অবস্থা, শক্তি ও লোক কল্যাণ-স্তরের তুলনা করা যায়।

১০. জাতিসঙ্ঘ, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, বিশ্বব্যাংক ইত্যাদির সদস্য দেশগুলির সদস্যপদের দেয় চাঁদা উহাদের জাতীয় আয়ের অনুপাতেই নির্ধারিত হয়।

১১. স্বল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনীতিক সমস্যাগুলির বিচার বিশ্লেষণে ও উহাদের অর্থনীতিক বিকাশের পরিকল্পনা রচনায় জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান অপরিহার্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

34. Rate of economic growth. 35. Aggregate Demand.
36. Inflationary gap or deflationary gap.

২

আয় ও নিয়োগতত্ত্বের ভিত্তি

BASIS OF THE THEORY OF INCOME AND EMPLOYMENT

[**আলোচিত বিষয়ঃ** ভূমিকা—ক্লাসিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গী—সে'র বিধি—অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের আয়-প্রবাহ ভাষ্য—সে'-র তত্ত্বের কীন্‌সীয় সমালোচনা—কীন্‌সের কার্যকর চাহিদা ও নিয়োগ তত্ত্বের মূলকথা।]

ভূমিকাঃ জাতীয় আয় ও উহার হিসাব বা পরিমাপের আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, জাতীয় উৎপন্ন (অর্থাৎ উহার আর্থিক মূল্য), জাতীয় আয় (আর্থিক) ও দেশের মোট ব্যয় (আর্থিক), এই সমষ্টিগুলি সর্বদাই পরস্পরের সমান ও **অভিন্ন**[1]। অর্থাৎ, যে কোন নির্দিষ্টকালে একটি দেশের,—

জাতীয় উৎপন্ন ≡ জাতীয় আয় ≡ মোট ব্যয়।

$$[NNP \equiv NI \equiv NNE]$$

(পরস্পরের অভিন্নতা বুঝাইতে, ≡ এই চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়।)

কিন্তু জাতীয় উৎপন্ন, জাতীয় আয় ও মোট ব্যয়, এই সমষ্টিগুলি যদি শুধুই পরস্পর-অভিন্ন হইত, তাহা হইলে, জাতীয় আয়ের পরিমাপ ও বিশ্লেষণের কোন গুরুত্ব থাকিত না, সমষ্টিগত অর্থতত্ত্বের মূল চাবিকাঠি বলিয়া উহা গণ্য হইত না। কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে **এই সমষ্টিগুলি শুধু অভিন্নই নয়, উহারা পরস্পরের অপেক্ষক, পরস্পর পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্য ক্রিয়াগত সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধও বটে এবং ক্রিয়াগতভাবেও উহারা পরস্পরের সমান**।[2]

এই সমষ্টিগুলি যে যাবতীয় অর্থনীতিক কার্যকলাপের সামগ্রিক ফল এবং উহারা যে ক্রিয়াগতভাবে পরস্পরের সমান—এই উপলব্ধি দুইটি বিশেষভাবেই আধুনিক সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণের ফল। শুধু তাহাই নহে, আধুনিক সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণ সন্দেহাতীতভাবেই দেখাইয়া দিয়াছে যে, এই সকল সমষ্টিগুলির সহিত দেশের মোট নিয়োগও ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। এই আধুনিক সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণের প্রধান পথিকৃৎ হইলেন জন মেনার্ড কীন্‌স[3]।

অর্থনীতিক কার্যাবলীর সম্প্রসারণ ও সংকোচনের ক্ষান্তিহীন চক্রাকার পুনরাবৃত্তিতে বিপর্যস্ত মিশ্র ধনতন্ত্রী অর্থনীতিতে, জাতীয় আয় ও নিয়োগের অবিরাম হ্রাসবৃদ্ধি অনিবার্যভাবেই সমগ্র অর্থনীতিক কার্যকলাপে যে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে, তাহার কারণ অনুসন্ধান ও প্রতিকার চিন্তা দীর্ঘকাল ধরিয়াই অর্থবিজ্ঞানিগণকে আকৃষ্ট করিয়াছে। সমাজের মোট আয় ও অর্থনীতিক ব্যবস্থার আচরণ বিশ্লেষণের চেষ্টা ক্লাসিক্যাল পণ্ডিত অ্যাডাম স্মিথ ও রিকার্ডোর রচনায় পাওয়া যায়। ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারার শিষ্য কার্ল মার্কসের প্রধান উপজীব্যই ছিল আয় ও সামগ্রিক অর্থনীতিক কার্যাবলীর বিশ্লেষণ হইতে সমাজ ব্যবস্থার অগ্রগতির 'বিধি'[4] আবিষ্কার। এই কারণে মার্ক্সীয়

1. Identities. 2. They are also functionally equal.
3. John Meynerd Keynes (1883-1946).
4. Law of motion of the society.

অর্থনীতিকে মূলত সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণ-তত্ত্ব হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিক তত্ত্ব, প্রধানত ব্যষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলেও, উহা যে সকল অনুমানের উপর নির্ভরশীল তাহার অনেকগুলিই সমষ্টি-গত অর্থনীতিক বিশ্লেষণের সীমারেখা স্পর্শ করে। এই অনুমানগুলি আবার যে সকল তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল তাহা বিশেষভাবেই সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের একটি হইল বিখ্যাত ফরাসী অর্থবিজ্ঞানী জে. বি. সে[5]-র নামে পরিচিত 'সে-র বিধি'[6] এবং অপরটি হইল উহারই সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব[7]। ক্লাসিক্যাল সমষ্টিগত অর্থনীতিক চিন্তার একটি প্রবাহ মার্ক্সীয় খাতে প্রবাহিত হইয়া মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে পরিণত রূপ লাভ করিলেও, মূল প্রবাহটি জন স্টুয়ার্ট মিল[8], জে. বি. সে, মার্শাল ও পিগু প্রমুখাৎ আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রবাহিত ছিল। বর্তমান শতকের চতুর্থ দশকে উহাকেই খণ্ডন করিয়া ক্লাসিক্যাল-নয়াক্লাসিক্যাল চিন্তাধারার অনুগামী জন মেনার্ড কীন্‌স্ সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণের যে নূতন দিগন্ত উন্মুক্ত করিলেন তাহাই এক কথায় কীন্‌সীয় অর্থনীতি বা কীন্‌সীয় তত্ত্ব[9] নামে খ্যাত।

ক্লাসিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গী
THE CLASSICAL VIEW POINT

ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিক চিন্তাধারার মূল বিশ্বাস বা ভিত্তিগুলি ছিল এই যেঃ
১. **অর্থনীতিক কার্যকলাপসমূহ সম্পূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ-মুক্ত থাকিলে,** স্বয়ংক্রিয় মূল্যব্যবস্থা, অবাধ ও নিখুঁত প্রতিযোগিতা এবং মুনাফার প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত অর্থনীতিক ব্যবস্থা আপনা আপনি নিজের ত্রুটি বা অসংগতি (যদি কখন কিছু ঘটে অর্থাৎ চাহিদা যোগানের বৈষম্য, সাময়িক কর্মহীনতা ইত্যাদি) সংশোধন করিয়া লইতে সক্ষম।

২. স্বয়ংক্রিয় মূল্যব্যবস্থা, অবাধ ও নিখুঁত প্রতিযোগিতা এবং মুনাফার প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত অর্থনীতিক ব্যবস্থায় (যদি সরকারী হস্তক্ষেপ না থাকে তবে,) আপনা আপনি **শ্রমশক্তি সমেত উৎপাদনের যাবতীয় উপাদানগুলির পূর্ণ নিয়োগ** ঘটিবে। অনিচ্ছাকৃত ভাবে কেহ কর্মহীন থাকিবে না। যদি কখনও নিয়োগ অপেক্ষাকৃত কম থাকে, তবে শেষ পর্যন্ত তাহা দূর হইয়া পূর্ণ নিয়োগ প্রতিষ্ঠিত হইবেই। এরূপ ব্যবস্থায় পূর্ণ নিয়োগই স্বাভাবিক অবস্থা, আর কর্মহীনতাই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। সমাজ সর্বদাই আপনা আপনি পূর্ণ নিয়োগের দিকে ধাবিত হইতেছে। যদি কখনও কর্মহীনতা দেখা দেয় তবে তাহা দুটি কারণে ঘটিতে পারে। একটি হইল সরকারী হস্তক্ষেপ এবং অপরটি হইল একচেটিয়া কারবারের উৎপত্তি। উভয়ের অবসানে অবাধ ও নিখুঁত প্রতিযোগিতা পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইলে কর্মহীনতা সম্পূর্ণ দূর হইয়া পূর্ণনিয়োগ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

৩. *সমাজে উপাদানসমূহের পূর্ণ নিয়োগ থাকিলে মানুষের আর্থিক আয় ও আর্থিক ব্যয় পরস্পরের সমান বলিয়া* (কারণ আয়ের একটি অংশ ভোগ্যপণ্যের উপর ব্যয় হইবে এবং অপর অংশটি যদি সঞ্চিত হয় তবে উহাও পুঁজিদ্রব্যের উপর ব্যয় করা হইবে) সমাজে দ্রব্যসামগ্রীর মোট যোগান ও মোট চাহিদা পরস্পরের সমান হইবে। সুতরাং সমাজে কখনও চাহিদার অতিরিক্ত উৎপাদন ও যোগান ঘটিতে পারে না কিংবা শ্রমের চাহিদার তুলনায় উহার যোগান অতিরিক্ত হইয়া কর্মহীনতা সৃষ্টি করিতে পারে না। ইহাই,— **'যোগান নিজের চাহিদা নিজেই সৃষ্টি করে'**—বলিয়া পরিচিত **সে-র** বিখ্যাত **বিধি**।

৪. স্বয়ংক্রিয় স্বাধীন মূল্য ব্যবস্থার দরুন এবং পূর্ণ নিয়োগই সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা বলিয়া, সমাজে বিবিধ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের উৎপাদনে **আপনা আপনি**

---

5. J. B. Say. 6. Say's Law 7. Quantity Theory of Money.
8. John Stuart Mill. 9. Keneysian Economics.

উৎপাদনের উপাদান বা উপকরণসমূহের কাম্যতম বিলি বন্টন ঘটিয়া যাইতেছে। এই অবস্থায় মোট উৎপাদন বা জাতীয় উৎপন্ন তথা জাতীয় আয় যাহা জন্মিতেছে তাহাই সর্বাধিক সম্ভব জাতীয় উৎপন্ন বা জাতীয় আয়। অতএব **উহা আর বাড়ান সম্ভব নহে** (যেহেতু সকল উপাদানই কর্মে নিযুক্ত হইয়া গিয়াছে, কর্মহীন কোন উপাদান নাই)। এই অবস্থায় বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত উপাদানগুলির হেরফের করিয়া একক্ষেত্রের উৎপাদন বাড়াইতে গেলে অপর কোন না কোন ক্ষেত্রের উৎপাদন কমিবে মাত্র, মোট উৎপাদনের কোন পরিবর্তন হইবে না। অতএব জাতীয় আয় ও নিয়োগের নির্ধারকগুলি লইয়া আর পৃথক ও গভীর বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন নাই।

৫. **সুদের হারের কাজ হইতেছে পূর্ণনিয়োগের স্তরে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করা** (ক্লাসিক্যাল সুদ তত্ত্ব)। সুদের হার পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদন ও প্রান্তিক অপেক্ষার পুরস্কারের সমান হইলেই এরূপ ঘটিবে।

৬. **মজুরির হারও শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হইলে শ্রমের চাহিদা ও যোগানে ভারসাম্য** ঘটিবে। যদি কখনও মজুরির হার শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের বেশি হয় তবেই কর্মহীনতা দেখা দিতে পারে অন্যথায় নয়। সুতরাং **কর্মহীনতা দূর করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে মজুরির হার কমান।** কিংবা যদি বর্তমান মজুরির হারে শ্রমিকগণ কাজ করিতে অনিচ্ছুক হয় তবেই তাহাদের কর্মহীনতা ঘটিতে পারে। কিন্তু উহা অনিচ্ছাকৃত কর্মহীনতা[১০] বা প্রকৃতপক্ষে কর্মহীনতা নয় (অর্থবিদ্যায় কর্মহীনতা বলিতে একমাত্র অনিচ্ছাকৃত কর্মহীনতাই বুঝায়), উহা ইচ্ছাকৃত কর্মহীনতা, সুতরাং তাহা অর্থ-বিদ্যার বিচার বিবেচনার মধ্যে পড়ে না।

ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারার এই মূল ভিত্তিগুলির মধ্যে সে-র বিধিটিকে ক্লাসিক্যাল সমষ্টিগত বিশ্লেষণ তত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দু বলা যাইতে পারে। চিরাচরিত অর্থবিজ্ঞানিগণের অনেকেই ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের অন্যান্য মূল ভিত্তির অসারতা প্রমাণ করিলেও, সে-র বিধিতে বর্ণিত সামগ্রিক অর্থনীতিক ভারসাম্যের তত্ত্বটিকে ভ্রান্ত প্রমাণে সক্ষম হন নাই। এ কাজ বাকি ছিল কীন্‌সের জন্য। সে-র বিধিটিকে ভ্রান্ত প্রমাণ করিয়াই কীন্‌সীয় অর্থতত্ত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং আয় ও নিয়োগ সম্পর্কে কীন্‌সীয় তত্ত্বটি বুঝিবার জন্য আমরা প্রথমে সে-র বিধি ও উহার আনুষঙ্গিক অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি খানিক আলোচনা করিয়া লইব।

সে'র বিধি
SAY'S LAW

'যোগান উহার নিজের চাহিদা নিজেই সৃষ্টি করে'[১১]—ইহাই সে'র বিধি নামে পরিচিত। অভাব তৃপ্তিই যাবতীয় উৎপাদন কর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং মানুষ যখন কোন দ্রব্যসামগ্রী বা সেবাকর্ম উৎপাদন করে, তখন তাহার উদ্দেশ্য থাকে হয় সে উহার সমস্তই অথবা একাংশ নিজে ভোগ করিবে ও বাকি উদ্বৃত্ত অংশ বাজারে বিক্রয় করিবে অথবা, উৎপন্নের সমস্তটাই বিক্রয় করিবে। বাজারে উহা বিক্রয়ের পশ্চাতে তাহার উদ্দেশ্য থাকে, উহার দ্বারা সে যে অর্থ পাইবে তাহা দিয়া অপরের নিকট হইতে তাহার অপর কোন না কোন প্রয়োজনীয় সামগ্রী বা সেবাকর্ম ক্রয় করা। সুতরাং উৎপাদনের দ্বারা হয় সে নিজেই নিজের উৎপন্ন দ্রব্যের ভোগকারীতে পরিণত হয় নতুবা উহার বিনি-ময়ে অপর কাহারও উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রেতা ও ভোগকারীতে পরিণত হয়। অর্থাৎ উৎপন্ন সামগ্রী দ্বারাই উৎপন্ন সামগ্রী ক্রয় করা হয়। **বিনিময়ের মাধ্যম রূপে অর্থ শুধু একের উৎপন্ন সামগ্রীর সহিত অপরের উৎপন্ন সামগ্রীর বিনিময় ঘটাইয়া দেয়।** বর্তমান অর্থ-

10. Involuntary unemployment.
11. 'Supply creates its own demand.'

নৈতিক ব্যবস্থায় বিশেষায়ণ (বা শ্রমের বিভাগ) ও অর্থের প্রচলন থাকায়, সকলেই প্রধানত বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সামগ্রী উৎপাদন করে এবং তাহা বাজারে বিক্রয় দ্বারা যে অর্থ উপার্জন করে তাহা দিয়া প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনিয়া নিজের অভাব পূরণ করে। এই ভাবে উৎপাদন করিতে গিয়া সমাজে যে অতিরিক্ত ক্রয় ক্ষমতা বা আয় সৃষ্টি হয় তাহাই নূতন উৎপন্ন সামগ্রীর চাহিদা সৃষ্টি করে এবং ঐ অতিরিক্ত আয় বা ক্রয় শক্তির দ্বারাই নূতন উৎপন্ন সামগ্রীর ক্রয় ও ভোগ বা ব্যবহার সম্ভব হয়। সুতরাং সমাজে সর্বদাই উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী নিজের চাহিদা সঙ্গে লইয়া জন্মিতেছে, যোগান উহার নিজের চাহিদা নিজেই সৃষ্টি করিতেছে। এই অবস্থায় সমাজের সর্ববিধ দ্রব্যসামগ্রীর মোট যোগান ও চাহিদা সর্বদাই পরস্পরের সমান না হইয়া পারে না। সুতরাং **সমাজে সর্বদাই সর্বপ্রকার দ্রব্যসামগ্রীর ও সেবাকর্মের মোট যোগান=সর্বপ্রকার দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মোট চাহিদা**[১২]। অতএব সমাজে সর্বদাই চাহিদা-যোগানের একটি সামগ্রিক ভারসাম্য বিরাজ করিতেছে।

অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের আয়প্রবাহ-সমীকরণ ভাষ্য
THE INCOME-FLOW EQUATION OF EXCHANGE VERSION OF THE QUANTITY THEORY OF MONEY

সে-র বিধি এবং অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব, এই দুইটি বিখ্যাত ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের মূল বক্তব্য হইল অর্থ বা টাকার দাম বা ক্রয়শক্তি কেবল সমাজে প্রচলিত অর্থের পরিমাণ দ্বারাই স্থির হয়, অন্য কোন কিছুর দ্বারা নহে। এই তত্ত্বটির পশ্চাতে যে অনুমান ছিল তাহা হইতেছে এই যে,—(১) সমাজে শুধু বিনিময়ের জন্যই অর্থের প্রয়োজন (অর্থাৎ টাকার কাজ একটিমাত্র-বিনিময়ের মাধ্যম), এবং (২) সমাজের যে মোট পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময় ঘটাইবার কাজে অর্থ ব্যবহার করা হয়, উৎপন্নের সেই মোট পরিমাণটি স্থির, অপরিবর্তিত রহিয়াছে (অর্থাৎ পূর্ণ নিয়োগ)। বলা বাহুল্য এই দুইটি অনুমান সে-র বিধিরও ভিত্তি। এই অনুমান স্বীকার করিয়া লইলে, সমাজে প্রচলিত অর্থের মোট পরিমাণ ও মূল্যস্তরের মধ্যে একটি স্থির অনুপাত রহিয়াছে বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। অর্থাৎ সমীকরণের আকারে,—

অর্থের মোট প্রচলিত পরিমাণ=স্থির অনুপাত×মূল্যস্তর। প্রচলিত অর্থের মোট পরিমাণকে যদি M ধরা যায়, মূল্যস্তরকে যদি P ধরা যায় এবং উহাদের স্থির অনুপাতকে যদি K ধরা যায়, তবে সমীকরণটি হয়,—

$$M = KP$$

$$\therefore \quad K = \frac{M}{P}$$

এবং $$P = \frac{1}{K}M.$$

অর্থাৎ, অর্থের প্রচলিত পরিমাণ এবং মূল্যস্তরের মধ্যে স্থির অনুপাতটি যদি ৬ হয় তবে, $M=6P$, বা প্রচলিত অর্থের মোট পরিমাণটি মূল্যস্তরের ৬ গুণ। এই অবস্থায় অর্থের পরিমাণ যদি দ্বিগুণ বাড়ান যায়, তবে মূল্যস্তরও পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ বাড়িবে এবং সমীকরণটি হইবে, $M=12P$. এবং বলা বাহুল্য, অর্থের নিজের দাম বা ক্রয়শক্তি কমিয়া পূর্বের অর্ধেকে পরিণত হইবে। ইহার তাৎপর্য এই যে, সমাজে শুধু বিনিময়ের প্রয়োজন[১৩] ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে অর্থের প্রয়োজন নাই বলিয়া এবং সমাজের মোট প্রকৃত আয়ের পরিমাণও স্থির নির্দিষ্ট বলিয়া (কেন না সমাজ পূর্ণ নিয়োগের স্তরে

12. Aggregate Supply=Aggregate Demand.
13. Transaction demand for money (or active balances).

রহিয়াছে এবং ঐ অবস্থায় সর্বাধিক উৎপন্ন উৎপাদিত হইতেছে), উহার বেচাকেনার জন্য যে পরিমাণ অর্থ বাজারে প্রচলিত হইবে, মূল্যস্তর প্রত্যক্ষভাবে ও অর্থের নিজের মূল্য বা ক্রয়শক্তি বিপরীতভাবে, কেবল উহার উপরই নির্ভর করিবে। এবং সমাজে প্রচলিত অর্থের পরিমাণ যে অনুপাতে কমিবে বা বাড়িবে, অর্থের চাহিদাও ঠিক সেই অনুপাতে কমিবে বা বাড়িবে। কারণ আসলে একই পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময় ঘটিয়া চলিয়াছে বলিয়া অর্থের পরিমাণ বাড়িলে একই পরিমাণ সামগ্রীর বিনিময় ঘটাইতে পূর্বাপেক্ষা বেশি এবং অর্থের পরিমাণ কমিলে, পূর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে। অর্থাৎ, অর্থের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সমানুপাতিক বা ১-এর সমান এবং অর্থের চাহিদা রেখাটি একটি সমপরাবৃত্তের আকৃতিসম্পন্ন[১৪]।

ইহা হইতে দেখা যায় যে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের প্রবক্তা ক্লাসিক্যাল পণ্ডিতগণের ধারণা ছিল যে. দেশে পূর্ণ নিয়োগ বিরাজ করিতেছে এবং ঐ অবস্থায় জাতীয় উৎপন্নের পরিমাণ সর্বোচ্চ সম্ভব স্তরে নির্দিষ্ট রহিয়াছে। দ্রব্যসামগ্রীর আপেক্ষিক দাম[১৫] উহাদের চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হইতেছে। সমাজে অর্থের প্রচলন ঘটায় যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী (জাতীয় উৎপন্ন) অর্থের মাধ্যমে বিনিময় হইতেছে কিন্তু অর্থের ব্যবহার উহাদের আপেক্ষিক মূল্যে কোন প্রভাব বিস্তার করিতেছে না এবং প্রচলিত অর্থের মোট পরিমাণ শুধু দ্রব্যসামগ্রীর চূড়ান্ত দাম[১৬] স্থির করিয়া দিতেছে (অর্থাৎ, অর্থের পরিমাণ যে অনুপাতে বাড়িতেছে বা কমিতেছে সে অনুপাতে মূল্যস্তর বাড়িতেছে বা কমিতেছে)। অর্থ শুধু বিনিময়ের মাধ্যম রূপে ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়া যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী (জাতীয় উৎপন্ন) বিক্রয় হইবে প্রচলিত দামে উহা অর্থের মোট চাহিদা (আধুনিক ভাষায় ইহাকে অর্থের লেনদেনের চাহিদা বলা যায়) স্থির করিতেছে এবং সমাজে যে পরিমাণ অর্থ প্রচলিত রহিয়াছে তাহাই অর্থের যোগান স্বরূপ। যে কোন পণ্যের মতই অর্থকেও একটি পণ্য বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। অতএব উহার চাহিদা ও যোগান দ্বারাই উহারও দাম (ক্রয়শক্তি) স্থির হইয়া যাইতেছে। এইরূপে, অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের সমী-করণটিকে জাতীয় আয়ের একটি সমীকরণ রূপে উপস্থাপন করিবার চেষ্টা এবং সে হিসাবে উহাকে জাতীয় আয় বিশ্লেষণের একটি স্থূল হাতিয়ার বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

পরবর্তীকালে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটির স্থূল রূপের ও স্থূল সমীকরণের তিনটি পরিমার্জিত ভাষ্য প্রচারিত হইয়াছিল। উহার প্রথমটি হইতে ফিশারের সমীকরণ[১৭], দ্বিতীয়টি কেম্ব্রিজ সমীকরণ[১৮] ও তৃতীয়টি আয়প্রবাহ সমীকরণ[১৯]।

ফিশারের সমীকরণে অর্থের প্রচলন বেগকে সমীকরণের অন্যতম উপাদান রূপে গ্রহণ করিয়া নিম্নোক্ত আকারে উপস্থিত করা হয়,—

$$PT = MV$$

অর্থাৎ,

দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মোট বিনিময় বা ক্রয়-বিক্রয়ের বা লেনদেনের পরিমাণ (T) × গড় মূল্যস্তর (P) = প্রচলিত অর্থের পরিমাণ (M) × অর্থের গড় প্রচলন বেগ (V)।

সমাজে কেবল নগদ লেনদেনের প্রয়োজনেই অর্থের চাহিদার উৎপত্তি হয়, এই ধারণার ভিত্তিতেই এই সমীকরণটি রচিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে নগদ লেনদেন সমীকরণও[২০] বলে।

14. 'The demand curve for money is a rectangular hyperbola'.
15. Relative prices. 16. Absolute prices. 17. Fisher's Equation.
18. Cambridge Equation. 19. Income-Flow Equation.
20. Cash-Transaction Equation.

কিন্তু স্পষ্টতঃই P×T-কে জাতীয় উৎপন্নের আর্থিক মূল্য বলিয়া ধরা যায় না, কারণ মোট লেনদেন বলিতে চূড়ান্ত উৎপন্ন সামগ্রী ও মধ্যবর্তী পর্যায়ের (অর্থাৎ কাঁচা-মাল ও অর্ধপ্রস্তুত) সামগ্রী ইত্যাদি যাবতীয় বস্তুরই লেনদেন বা ক্রয়-বিক্রয় বুঝায়। অতএব ইহা (অর্থাৎ P×T) জাতীয় উৎপন্নের আর্থিক মূল্য অপেক্ষা বেশি। তাহা ছাড়া, ইহাতেও পূর্ণনিয়োগ রহিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে এবং এই কারণে মোট লেনদেনের পরিমাণ (বা T) অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। সুতরাং ফিশারের সমীকরণটিকে জাতীয় আয় বিশ্লেষণের উপযোগী হাতিয়ার বলিয়া গণ্য করা চলে না। ইহাতেও অর্থের শুধু একটি কাজের কথাই অর্থাৎ বিনিময়ের মাধ্যম রূপে উহার ব্যবহারের কথাই স্বীকার করা হইয়াছে। ইহাও এই সমীকরণের অন্যতম ত্রুটি।

কেম্ব্রিজ সমীকরণটিতে অবশ্য সর্বপ্রথম অর্থের অপর দিকের, উহার অপর কাজটির, অর্থাৎ সঞ্চয়ের বাহন[21] রূপে উহার গুরুত্ব স্বীকৃত হয়। এজন্য, এই সমীকরণে অর্থের প্রচলন বেগের পরিবর্তে সঞ্চয়ের বাহন রূপে উহার কাজটি অন্যতম উপাদান রূপে গৃহীত হয়। কেম্ব্রিজ সমীকরণটি হইতেছে,—M=PKR। M হইতেছে সমাজে অর্থের মোট প্রচলিত পরিমাণ বা যোগান। R হইতেছে প্রকৃত জাতীয় আয় বা জাতীয় উৎপন্ন। K হইতেছে মূল্যস্তর অনুযায়ী আয়ের সেই অংশ বা অনুপাত, যাহা যে কোন সময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কিনিবার জন্য নগদ অর্থের আকারে ক্রয়ক্ষমতা বা ক্রয়শক্তি[22] সমাজের সকলের হাতে মজুত রাখিতে চায় এবং P হইতেছে দ্রব্যসামগ্রীর গড় মূল্যস্তর। অর্থাৎ M যদি ১০,০০০ হয় এবং R যদি ৬০০০ হয় ও K যদি ⅓ হয়, তবে P হইবে ৫ ও তাহা হইলে সমীকরণটি হইবে,—

M=PKR

বা ১০,০০০=৫. ⅓×৬০০০

এই সমীকরণটির উদ্ভাবনে ও প্রচারে মার্শাল, পিগু, রবার্টসন ও কীন্‌সের সম্মিলিত অবদান ছিল। সমাজে অর্থের চাহিদা, লেনদেনের প্রয়োজনে উহার চাহিদা নয়। দ্রব্য-সামগ্রী কিনিবার ক্ষমতা হাতে রাখিবার জন্যই মুখ্যত মানুষ নগদ অর্থ হাতে রাখিতে চায় (কারণ অর্থ হইল দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের 'সাধারণ ক্ষমতা'); অর্থাৎ অর্থের চাহিদা হইল হাতে সাময়িকভাবে নগদ তহবিল ধরিয়া রাখিবার চাহিদা[23]—অর্থের চাহিদার এই নূতন ব্যাখ্যাই কেম্ব্রিজ সমীকরণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান। ইহার মূল বক্তব্য হইল, সমাজে সকলের হাতে যে সাময়িকভাবে অলস নগদ তহবিল থাকে উহার সমষ্টিই প্রকৃত জাতীয় আয়ের সমান এবং ঐ প্রকৃত জাতীয় আয় কিনিবার উদ্দেশ্যেই যে কোন নির্দিষ্টকালে সকলে হাতে ঐ নগদ তহবিল ধরিয়া রাখে। নগদ অর্থ হাতে ধরিয়া রাখিবার প্রয়োজনেই সমাজে অর্থের চাহিদার উৎপত্তি হয়, এই ধারণার ভিত্তিতে এই সমীকরণটি রচিত বলিয়া ইহাকে নগদ তহবিল সমীকরণ[24]ও বলে। অর্থের চাহিদার এই নূতন ব্যাখ্যার ভিত্তিতেই পরবর্তীকালে কীন্‌স্ সুদের নগদপছন্দ তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। এই সমীকরণের K উপাদানটিকে ফিশারের সমীকরণের V (অর্থের প্রচলন বেগ)-এর বিপরীত বলা যায়। অর্থের প্রচলন বেগের ধারণা (V) বিনিময়ের মাধ্যমরূপে উহার ভূমিকার ইঙ্গিত দেয়। আর নগদ অর্থ হাতে ধরিয়া রাখিবার ধারণা (K) সঞ্চয়ের বাহন-রূপে অর্থের ভূমিকার ইঙ্গিত দেয়। দুইটিই অর্থের দুই বিপরীত ভূমিকা, একটি উহার সচলতা (V) অপরটি উহার অচলতা (K)। সুতরাং V বাড়িলে, K কমিবে এবং V কম হইলে K বেশি হইবে। অর্থাৎ বিনিময়ের মাধ্যমরূপে অর্থের প্রয়োজন বাড়িলে,

21. Money as a store of value.
22. Command over goods and services.
23. Demand for money is the demand to hold cash balances in hand.
24. Cash-Balance Equation.

সঞ্চয়ের বাহনরূপে উহা হাতে ধরিয়া রাখিবার প্রয়োজন কমিয়া যায়। অর্থের মূল্যে বা (উহার বিপরীত দিক হইতে) মূল্যস্তরের ব্যাখ্যায় অর্থের চাহিদার আরও সন্তোষজনক বিশ্লেষণ ও উহাতে অধিক গুরুত্ব আরোপ করায় কেম্ব্রিজ সমীকরণটিকে ফিশারের সমীকরণ অপেক্ষা বেশি সন্তোষজনক বলিয়া গণ্য করা হয়, কিন্তু জাতীয় আয়ের নির্ধারক-গুলির বিশ্লেষণে এই সমীকরণটি ফিশারের সমীকরণের মতই অনুপযোগী।

অর্থের **পরিমাণ তত্ত্বের তৃতীয় ভাষ্যটি হইতেছে আয়প্রবাহ ভাষ্য বা বিনিময়ের আয়প্রবাহ সমীকরণ**[25]। সংক্ষেপে ইহার ব্যাখ্যাটি এইঃ ফিশারের নগদ লেনদেন সমীকরণের ($PT=MV$) T-কে যদি কেবল চূড়ান্ত উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর লেনদেনের বা ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বলিয়া ধরা যায় তবে উহাই সমাজের প্রকৃত আয়[26] বলিয়া গণ্য করা যায়। এবার T-এর পরিবর্তে প্রকৃত আয়-বাচক R অক্ষরটি যদি আমরা ব্যবহার করি, তবে উহাকে গড় মূল্যস্তর দিয়া গুণ করিলে উহার মোট আর্থিক মূল্য বা মোট আর্থিক জাতীয় আয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ $R \times P =$ জাতীয় আয় (আর্থিক)।

অবশ্য যথাযথ আয়প্রবাহ সমীকরণটি ছিল এইঃ $PyTy = MVy$। Ty হইল ক্রয়বিক্রয়ের বিষয়বস্তু স্বরূপ চূড়ান্ত উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মোট পরিমাণ (আমরা যাহাকে ইতিপূর্বে R বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি) এবং Py হইল যে গড় দামে Ty বা জাতীয় উৎপন্ন ক্রয়বিক্রয় হইবে। P-এর পরিবর্তে Py প্রতীক ব্যবহারের দ্বারা আয়=ব্যয়, এই ধারণার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। ভোগের প্রয়োজনে চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী কিনিতে কি খরচ পড়িতেছে (অর্থাৎ জীবন ধারণের খরচ), তাহা Py হইতে পাওয়া যাইতেছে। M হইতেছে সমাজে প্রচলিত অর্থের পরিমাণ এবং Vy হইল অর্থের আয়-প্রচলন বেগ[27]। অর্থের আয়-প্রচলন বেগ হইল মোট আর্থিক আয় ও প্রচলিত অর্থের পরিমাণের ভাগফল। অর্থাৎ, মোট আর্থিক আয়কে যদি Y ধরা যায় তাহা হইলে অর্থের আয়-প্রচলন বেগ বা Vy হইবে $\frac{y}{M}$; অথবা, $Vy = \frac{y}{M}$।

এখন আয়প্রবাহ সমীকরণের Ty-এর পরিবর্তে আমরা যদি R ব্যবহার করি এবং Vy-এর পরিবর্তে আমরা যদি $\frac{y}{M}$ ব্যবহার করি, তবে আয়প্রবাহ সমীকরণটির পরিবর্তিত রূপ হয়ঃ

$$PyTy = MVy$$

অথবা, $R\ Py = M \times \frac{y}{M}$ [উপরের ও নিচের M কাটাকাটি হইয়া বাদ গেল]

সুতরাং, $R\ Py = Y$.

কিংবা $Y = R\ Py$.

এখন Y হইল আর্থিক জাতীয় আয় এবং R Py হইল উহার উপর সমাজের মোট আর্থিক ব্যয়ের পরিমাণ। অতএব,

Y বা আর্থিক জাতীয় আয় = R Py বা মোট (জাতীয়) ব্যয়।

এইভাবে আয়প্রবাহ সমীকরণটি বিশ্লেষণ করিয়া উহা যে মোট আর্থিক জাতীয় আয় ও জাতীয় ব্যয়ের সমতার ইঙ্গিত দিতেছে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু প্রশ্ন হইল এই যে, এই সমীকরণটিকে আমরা কি জাতীয় আয়ের নির্ধারক বিশ্লেষণের যথার্থ তত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করিতে পারি? স্পষ্টতঃই তাহা সম্ভব নয়, কারণ Ty বলিতে যে সকল লেনদেন বুঝায় এবং Vy বলিতে অর্থের যে প্রচলন বেগ বুঝান

---

25. The Income-Flow Equation of Exchange.
26. Real income of the community.
27. Income-velocity of money.

হইয়াছে তাহাতে ভোগ্যদ্রব্য ও পুঁজিদ্রব্যের লেনদেন বা ক্রয়বিক্রয়ে কোন পার্থক্য না করিয়া উভয়কে একই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে অবশ্য অর্থনীতিক কার্যাবলীর সামগ্রিক বহিরাবরণটি (মোট পরিমাণটি) পাওয়া যাইতেছে কিন্তু ঐ বহিরাবরণের অন্তরালে, আরও গভীরে প্রবেশ করা যায় না। অথচ ভোগ্যদ্রব্য ও পুঁজিদ্রব্য, এই দুই প্রকার দ্রব্যের উপর সমাজের পৃথক পৃথক ব্যয়ের যে সমষ্টি লইয়া জাতীয় আয় গঠিত হয় তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য আরও গভীর অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

তাহা করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাইব যে, শুধু জাতীয় আয়=জাতীয় ব্যয়-ই নহে, আমরা আরো দেখিব যে, জাতীয় ব্যয়=ভোগ্যদ্রব্যের জন্য ব্যয় (বা C)+পুঁজিদ্রব্যের জন্য ব্যয় (উৎপাদকের দ্রব্যের উপর ব্যয় বা বিনিয়োগ বা I)।

অর্থাৎ জাতীয় আয়=জাতীয় ব্যয়=ভোগব্যয় (C)+বিনিয়োগ (I),

অতএব, জাতীয় আয়=ভোগব্যয় (C)+বিনিয়োগ (I)।

আমরা যদি জাতীয় আয় বুঝাইতে Y অক্ষরটি প্রতীক রূপে ব্যবহার করি, তবে সংক্ষিপ্ত আকারে সমীকরণটি এই দাঁড়ায়ঃ

$$Y = C + I$$

এই $Y = C + I$ সমীকরণটি হইল কীন্সের বিখ্যাত সঞ্চয়-বিনিয়োগ-তত্ত্বের মূল ভিত্তি। জাতীয় আয় নির্ধারণের তত্ত্ব হিসাবে ইহা আয়প্রবাহ সমীকরণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ, ইহাতে অত্যন্ত স্পষ্টরূপে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে জাতীয় আয়ের দুটি প্রধান নির্ধারক রূপে দেখান হইয়াছে। অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের কোন সমীকরণই (ফিশারের নগদ লেনদেন সমীকরণ, কেম্ব্রিজ নগদ তহবিল সমীকরণ কিংবা আয়প্রবাহ সমীকরণ) জাতীয় আয়ের মত জটিল অর্থনীতিক বিষয়টির সন্তোষজনক বিশ্লেষণ দ্বারা জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান বা নিয়োগ কি করিয়া এবং কোন্ কোন্ বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয় সে বিষয়ে কোন সাধারণ তত্ত্বের মূল ভিত্তি রচনা করিতে পারে নাই। আর্থিক তত্ত্ব[২৮], মূল্যতত্ত্ব[২৯], এবং নিয়োগ ও জাতীয় আয় নির্ধারণ তত্ত্বের[৩০] মধ্যে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া জাতীয় আয় ও নিয়োগের সাধারণ তত্ত্বের ভিত্তি রচনার কাজটি কীন্সের দ্বারা সম্পাদিত হইবার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। আধুনিক অর্থবিজ্ঞানিগণের মধ্যে কীন্সই প্রথম আর্থিক তত্ত্ব, মূল্যতত্ত্ব ও জাতীয় আয় ও নিয়োগ তত্ত্বের সমন্বয়ে এরূপ একটি সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণের প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করিয়া অর্থবিদ্যাব সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণ তত্ত্বের নূতন পথ রচনা করেন।

সে'র তত্ত্বের কীন্সীয় সমালোচনা
KEYNES' CRITICISM OF SAY'S LAW

সে'র বিধির যুক্তি জাল ছিন্ন করিয়া কীন্স্ প্রমাণ করেন যে—(১) সমাজে মোট দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মোট চাহিদা ও মোট যোগান যে অনিবার্যভাবেই পরস্পরের সমান হইবে ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। বরং মোট চাহিদা অধিকাংশ সময়েই মোট যোগানের কম হইতে পারে।

(২) মোট চাহিদা ও মোট যোগান পরস্পরের সমান হয় না, অধিকাংশ সময়েই মোট চাহিদা মোট যোগান অপেক্ষা কম থাকে বলিয়া সমাজে পূর্ণ নিয়োগও থাকে না। সুতরাং সমাজে সর্বদাই পূর্ণ নিয়োগ বিরাজ করিতেছে ইহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই।

(৩) মোট চাহিদা ও মোট যোগানের ভারসাম্যের অভাবের ফলেই ধনতন্ত্রী অর্থনীতিতে অর্থনীতিক কার্যাবলীর ওঠানামা, সংকোচন সম্প্রসারণ ঘটে। ইহা বাণিজ্যচক্রের

28. Monetary Theory. 29. Value Theory.
30. Theory of Employment and National Income Determination.

আবর্তনের মূল কারণ। অর্থনীতির এই সমস্যাকে সে'র বিধিতে স্বল্পকালীন সমস্যা বলিয়া লঘু করিয়া দেখা হইয়াছে এবং সামগ্রিক চাহিদা যোগানের দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। অথচ আমরা সকলেই স্বল্পকালীন সময়েই বাঁচিয়া থাকি; দীর্ঘকালীন সময়ে আমরা কেহই বাঁচিয়া থাকিব না।[31] সুতরাং স্বল্পকালীন সমস্যার সমাধানে ইহা কোন কাজেই লাগে না।

সে'র বিধির যে সকল সমালোচনা দ্বারা কীন্‌স্‌ এই মত সন্দেহাতীতরূপে প্রতিষ্ঠা করেন, সংক্ষেপে তাহা হইতেছে এই যেঃ (১) ব্যক্তিগতভাবে যে কোন ভোগকারী অথবা যে কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ভারসাম্যের যে শর্তাবলী অর্থবিদ্যার ব্যষ্টিগত বিশ্লেষণ হইতে পাওয়া যায়, সমগ্র সমাজের অর্থনীতিক কার্যাবলীর সামগ্রিক ভারসাম্যের ক্ষেত্রেও তাহাই খাটে, এই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণার উপরই সে'র বিধিটি প্রতিষ্ঠিত।

(২) সে-র বিধিতে ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, যাহা আয় হয় তাহার সবটাই হয় ভোগ্যদ্রব্য, না হয় পুঁজিদ্রব্যের উপর ব্যয় হয় এবং ইহার ফলেই সমাজের মোট আয় ও মোট ব্যয় পরস্পরের সমান হইয়া উৎপাদনের যাবতীয় উপকরণগুলিকে কর্মে নিযুক্ত রাখে। কিন্তু ইহা সত্য নহে, কারণ, জাতীয় উৎপন্ন উৎপাদন দ্বারা সমাজে যে মোট আয় উপার্জিত হয়, তাহার সবটাই ঐ জাতীয় উৎপন্ন কিনিবার জন্য যে ব্যবহৃত হইবেই এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। বাস্তব ঘটনা ইহাই প্রমাণ করে যে, আয়ের সমস্তটা আপনা-আপনি ভোগ্যদ্রব্য ও পুঁজিদ্রব্যের উপর ব্যয় হয় না। সুতরাং ইহার ফলে মোট চাহিদা মোট যোগান অপেক্ষা কম হইয়া পড়িতে পারে।

(৩) অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে বিশ্বাসের দরুন, সে'র বিধিতে অর্থকে শুধু বিনিময়ের মাধ্যমরূপে গণ্য করিবার ফলে (অর্থাৎ কেবল বেচাকেনার জন্যই অর্থের চাহিদা হয়), সঞ্চয়ের বাহনরূপে অর্থের অপর ভূমিকাটি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। অর্থ সঞ্চয়েরও বাহন বলিয়া, চল্‌তি আয়ের[32] যে অংশ বর্তমান ভোগের তৃপ্তিতে ব্যবহৃত না হইয়া সঞ্চিত হয়, তাহা যে পুঁজিদ্রব্যের উপরই খরচ হইবে এমন কোন কথা নাই কারণ, সমাজে বিনিয়োগের অফুরন্ত সুযোগ নাই। বরং উহা সাময়িকভাবে মানুষের হাতে অলস বা নিষ্ক্রিয় তহবিলরূপে পড়িয়া থাকিতে পারে। ইহার ফলেও সমাজে যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা উহাদের মোট যোগানের কম হইতে পারে।

(৪) সে'র বিধিতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, সমাজের মোট ভোগব্যয় ও মোট বিনিযোগ ব্যয়ের সমষ্টি দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা ও মোট যোগানের ভারসাম্য ঘটায়। অর্থাৎ যেন উহাদের মধ্যে এরূপ একটি পারস্পরিক সম্পর্ক আছে যাহার ফলে ইহা না ঘটিয়া পারে না। কিন্তু ইহাও সত্য নয়। কারণ, ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়ের মোট সমষ্টি জাতীয় আয়ের সমান হইলেও $(Y=C+I)$, এবং উহারা উভয়ে মিলিয়া সমাজের যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা ও জাতীয় আয়েব স্তর নির্ধারণ করিলেও, উহাদের (অর্থাৎ ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়) নির্ধারকগুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সুতরাং উহাদের যোগফল যে পরিমাণ চাহিদা সৃষ্টি করিতে পারে তাহা যে সমাজের যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদাকে মোট যোগানের সমান করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবেই, এমন কোন নিশ্চয়তা থাকে না। ভোগ হইতেছে চল্‌তি আয়ের একটি অপেক্ষক বা ক্রিয়া[33] এবং আয় যতটা বাড়ে, ভোগ ততটা বাড়ে না। বিনিয়োগ নির্ভর করে কারিগরি নানা অবস্থা ও পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার[34] উপর। এই অবস্থায় চল্‌তি আয় ও চল্‌তি ভোগব্যয়ের মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়, তাহা ঐ পরিমাণ বিনিয়োগ ব্যয়ের দ্বারা পূরণ করিতে পারিলেই কেবল মোট চাহিদাকে স্থিত রাখা ও উহাকে মোট যোগানের সমান করা যায়। কিন্তু ইহা যে

31. "In the long run we are all dead."—Keynes.
32. Current income. 33. Consumption is a function of income.
34. Marginal efficiency of Capital.

আপনা আপনি ঘটিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অতএব সমাজে মোট চাহিদা ও মোট যোগানের ভারসাম্য বিরাজ করিতেছে এবং সে কারণে পূর্ণ নিয়োগও বিরাজ করিতেছে, এই ধারণা মোটেই সত্য নয়।

কীন্‌সের 'কার্যকর চাহিদা' ও নিয়োগ তত্ত্বের মূল কথা

KEYNES' THEORY OF EFFECTIVE DEMAND AND EMPLOYMENT IN BRIEF

কার্যকর চাহিদার অর্থঃ কীন্‌সের কার্যকর চাহিদা তত্ত্বটি তাঁহার নিয়োগ তত্ত্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহাকে তাঁহার আয়, উৎপন্ন ও নিয়োগের বিশ্লেষণের সর্বপ্রধান হাতিয়ার বলিয়া গণ্য করা যায়। অর্থবিদ্যায় সাধারণত নির্দিষ্ট দামে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী কিনিবার জন্য ক্রেতা তাহার অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত, দ্রব্যের সে পরিমাণ চাহিদাকেই কার্যকর চাহিদা বলা হয়। কিন্তু তাঁহার তত্ত্বে কীন্‌স্ আরেকটি অর্থে এই শব্দ দুইটি ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা জানি যে, লব্ধ আয় হইতে ব্যয়ের মধ্য দিয়া কার্যকর চাহিদা আত্মপ্রকাশ করে এবং সমাজের মোট ব্যয় দ্বারা ইহার পরিমাণ বুঝা যায়। ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা ও পুঁজিদ্রব্যের (বিনিয়োগ) চাহিদা. এই দুই প্রকার চাহিদার সমষ্টি হইল সমাজের মোট চাহিদা। ইহার মধ্যে বৃহদংশই হইল ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা। সমাজে আয় ও নিয়োগ যত বাড়ে মোট চাহিদাও ততই বাড়ে। সুতরাং জাতীয় আয়ের বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী মোট চাহিদারও বিভিন্ন মাত্রা (অর্থাৎ মোট চাহিদার বিভিন্ন পরিমাণ) দেখা যায়। কিন্তু চাহিদার ঐ সকল বিভিন্ন পরিমাণের (অর্থাৎ চাহিদার বিভিন্ন মাত্রার) সকলগুলিই যে মোট যোগানের সমান হয় তাহা নয়। উহাদের মধ্যে একটি মাত্র মাত্রা বা পরিমাণই কেবল মোট যোগানের সমান হয়। **আয়ের বিভিন্ন স্তর বা মাত্রা অনুযায়ী চাহিদার বিভিন্ন মাত্রাগুলির মধ্যে কেবল যে মাত্রাটি (বা পরিমাণটি) মোট যোগানের সমান হয়, মোট উৎপন্নের ঐ চাহিদাকেই 'কার্যকর চাহিদা' বলা যায়।** অর্থাৎ **চাহিদা যে মাত্রায় যোগানের সহিত ভারসাম্য লাভ করে, কেবল উহাকেই কার্যকর চাহিদা বলা যাইবে।** ঐ অবস্থায় উৎপাদন বাড়াইবার বা কমাইবার জন্য উদ্যোক্তাদের আর কোন ইচ্ছা থাকে না।

কীন্‌সের তত্ত্বে কার্যকর চাহিদার গুরুত্বঃ সে'র বিধিটি ভুল বলিয়া প্রমাণিত করিবার কাজে কার্যকর চাহিদার তত্ত্বটিকে কীন্‌স্ প্রধান অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন। কার্যকর চাহিদার বিশ্লেষণ হইতে দেখা যায় যে, ইহা ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়ের সমষ্টি। নিয়োগ বৃদ্ধির সহিত সমাজের মোট আয়ও বাড়ে এবং উহার দরুন ভোগব্যয়ও বাড়ে। কিন্তু আয় যতটা বাড়ে, ভোগব্যয় ততটা বাড়ে না। এজন্য, সমাজের মোট ভোগব্যয় সমাজের মোট আয়ের পিছনে পড়িয়া থাকে এবং ইহার ফলে সমাজের মোট আয় অপেক্ষা মোট ব্যয় কম হইয়া পড়ে। মোট আয় ও মোট ভোগব্যয়ের মধ্যে ব্যবধান ঘটিবার ফলেই সমাজের মোট আয় ও ব্যয়ের মধ্যেও ব্যবধান সৃষ্টি হয়। কার্যকর চাহিদা (অর্থাৎ মোট চাহিদা ও মোট যোগানের ভারসাম্য) বজায় রাখিতে হইলে মোট আয় ও ভোগব্যয়ের মধ্যে এই ফাঁকটি পূরণ করা প্রয়োজন এবং বিনিয়োগ ব্যয় বাড়াইয়াই কেবল ইহা করা সম্ভব। না হইলে কার্যকর চাহিদার ঐ ঘাট্‌তির[35] দরুন সমাজে কর্ম-হীনতা দেখা দিবে। সুতরাং নিয়োগ বাড়াইতে হইলে বিনিয়োগ বাড়াইতে হইবে, তবেই সমাজে আয় ও ভোগব্যয় তথা মোট আয় ও মোট ব্যয়ের সমতা বজায় থাকিবে, কার্যকর চাহিদা (=মোট যোগান) বজায় থাকিবে। অতএব কার্যকর চাহিদার এই বিশ্লেষণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, ধনতন্ত্রী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ (ব্যয়)-এর ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্ব-পূর্ণ। বিনিয়োগের এই ভূমিকার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছে বলিয়াই কীন্‌সীয় তত্ত্বে কার্যকর চাহিদাকে এত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া গণ্য করা হয়।

35. Deficiency of Effective Demand.

কার্যকর চাহিদার নির্ধারকসমূহ[36]

কার্যকর চাহিদার নির্ধারক দুইটি,—(১) মোট চাহিদা অপেক্ষক[37] এবং (২) মোট যোগান অপেক্ষক।[38] ব্যক্তিগত উদ্যোগের ধনতন্ত্রী অর্থনীতিক ব্যবস্থায় এই দুইটির দ্বারা কার্যকর চাহিদা নির্ধারিত হয় এবং উহার মধ্য দিয়া সমাজে নিয়োগের স্তর নির্ধারিত হইয়া থাকে। ইহাই কীন্‌সের মত এবং তাঁহার নিয়োগতত্ত্বের মূল কথা।

১. মোট চাহিদা অপেক্ষকঃ ধনতন্ত্রে প্রত্যেক উৎপাদক সর্বাধিক মুনাফা উপার্জনের চেষ্টা করে। উৎপাদনে নিযুক্ত উপাদানগুলির পারিশ্রমিকের সমষ্টি হইতেছে উপাদানগুলির ব্যবহার বাবদ উৎপাদকের মোট উপাদান-খরচ[39]। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়োগ[40] দ্বারা উৎপাদকের যে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় বা মোট আয় ঘটে তাহা উৎপাদকের মোট উপাদান-খরচ ও তাহার মুনাফার সমষ্টির সমান। অর্থাৎ, সমাজের নির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়োগ দ্বারা উৎপন্নসামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ মোট আয়=মোট উপাদান খরচ+মুনাফা।

একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়োগ দ্বারা এইভাবে যে মোট আয় বা মোট বিক্রয়লব্ধ আয় আশা করা যায় তাহাই ঐ পরিমাণ নিয়োগের দ্বারা উৎপন্ন সামগ্রীর মোট চাহিদা দাম[41]। সহজ কথায়, উহা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ দ্বারা অনুমিত বিক্রয়-লব্ধ আয় বা প্রাপ্তির[42] মোট পরিমাণ। সুতরাং সমাজে.

নির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়োগ দ্বারা উৎপন্ন সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ মোট আয়
=মোট উপাদান খরচ+মুনাফা
=উৎপন্ন সামগ্রীর মোট চাহিদা দাম।

বিভিন্ন পরিমাণ নিয়োগ দ্বারা উৎপন্ন সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ মোট অনুমিত আয় বিভিন্ন হইবে। এইরূপ **বিভিন্ন পরিমাণ নিয়োগের দ্বারা উৎপন্ন বিভিন্ন পরিমাণ সামগ্রীর বিভিন্ন অনুমিত বিক্রয়লব্ধ আয়ের তালিকাকে মোট চাহিদা তালিকা অথবা মোট চাহিদা অপেক্ষক বলা যায়।** ইহা হইতে দেখা যাইবে যে (অর্থাৎ মোট চাহিদা অপেক্ষক ইহাই নির্দেশ করে যে), নিয়োগের পরিমাণ যতই বাড়ে মোট চাহিদা দামও ততই বাড়ে। সুতরাং বলা যায় যে, মোট চাহিদা অপেক্ষকটি হইল নিয়োগের পরিমাণের একটি ক্রম-বর্ধমান অপেক্ষক। এইরূপে, তাহার নিয়োগ তত্ত্বে কীন্‌স্ মোট উৎপন্নের মাধ্যমে অনুমিত বিক্রয়লব্ধ মোট আয়ের সহিত মোট নিয়োগ বা কর্মসংস্থানের সম্পর্কটি দেখাইয়াছেন। এবার আমরা একটি সমীকরণের আকারে মোট চাহিদা অপেক্ষকটিকে উপস্থিত করিতে পারি। যথা, সমাজের সকল উদ্যোক্তা বা উৎপাদকগণ যদি N পরিমাণ লোক নিয়োগ করিয়া তাহাদের দ্বারা উৎপন্ন মোট সামগ্রী বিক্রয় করিয়া মোট D পরিমাণ বিক্রয়-লব্ধ মোট আয় আশা করে, তবে DD (অর্থাৎ অনুমিত বিক্রয়লব্ধ মোট আয়) ও N (অর্থাৎ তদনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়োগ), এই দুইটির মধ্যে ক্রিয়াগত সম্পর্কের সমীকরণটি (অর্থাৎ মোট চাহিদা অপেক্ষকটি) নিম্নরূপ হইবেঃ

$$DD = f\ (N)$$

[অর্থাৎ, অনুমিত বিক্রয়লব্ধ আয় হইল নির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়োগের ক্রিয়ার ফল]

২·১নং রেখাচিত্রে মোট চাহিদা অপেক্ষকের চিত্র রূপটি DD [$=f\ (N)$] রেখা দ্বারা দেখান হইয়াছে। সমাজে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মোট চাহিদা নির্ভর করে ভোগব্যয় ও বিনিয়োগের উপর। যদি নিয়োগ বাড়াইতে হয়, তবে ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় বাড়াইতে হইবে। সুতরাং মোট চাহিদা অপেক্ষক রেখার আকৃতি ও অবস্থান ভোগ ও বিনিয়োগের উপর সমাজের মোট ব্যয়ের পরিমাণের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

36. Determinants of Effective Demand.
37. Aggregate Demand Function. 38. Aggregate Supply Function.
39. Total Factor Costs. 40. A given amount of employment.
41. Aggregate Demand Price. 42. Expected receipts or incomes.

২. **মোট যোগান অপেক্ষকঃ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়োগ দ্বারা উৎপন্ন সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ ন্যূনতম অনুমিত আয়**[43]**-কে ঐ পরিমাণ উৎপন্নের মোট যোগান দাম বলা যায়।** ইহা হইল উদ্যোক্তা বা উৎপাদকগণকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়োগে প্রবৃত্ত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম অনুমিত আয়। **উদ্যোক্তাগণকে বিভিন্ন পরিমাণ নিয়োগে প্রবৃত্ত করিবার জন্য যে সকল বিভিন্ন পরিমাণ ন্যূনতম বিক্রয়লব্ধ আয়ের (বা মোট যোগান দামের) প্রয়োজন তাহার তালিকাটিকে মোট যোগান তালিকা বা মোট যোগান অপেক্ষক বলা যায়।** নিয়োগের পরিমাণ যত বাড়িবে মোট যোগান দামও ততই বাড়িবে। সুতরাং মোট যোগান অপেক্ষকটিও নিয়োগের পরিমাণের একটি ক্রমবর্ধমান অপেক্ষক। অতএব, N পরিমাণ নিয়োগের দ্বারা উৎপন্ন সামগ্রীর মোট যোগান দাম যদি ZZ ধরা হয়, তবে মোট যোগান অপেক্ষকটিকে নিচের সমীকরণের আকারে উপস্থিত করা যায়ঃ

$$ZZ = \phi\ (N)$$

[গ্রীক অক্ষর ϕ ('ফাই') ক্রিয়া (ফাংশন—function বা f)—গত **সম্পর্ক** বুঝাইবার জন্য এখানে ব্যবহার **করা** হইয়াছে।]

২·১নং রেখাচিত্রে ZZ রেখা দ্বারা ইহার চিত্ররূপ দেখান হইয়াছে।

২·১নং রেখাচিত্রে OX অক্ষরেখায় নিয়োগের পরিমাণ এবং OY **অক্ষরেখায়** বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ পরিমাপ করা হইতেছে। DD হইতেছে মোট চাহিদা অপেক্ষক এবং ZZ হইল মোট যোগান অপেক্ষক। E বিন্দুতে মোট যোগান অপেক্ষকটি নিচ হইতে মোট চাহিদা অপেক্ষকটিকে ছিন্ন করিয়া উহার উপরে উঠিয়া গিয়াছে। সুতরাং E বিন্দুতে মোট চাহিদা অপেক্ষক ও মোট যোগান অপেক্ষকটি পরস্পরের সমান। অর্থাৎ E বিন্দুতে মোট চাহিদা=মোট যোগান। অতএব E হইতেছে কার্যকর চাহিদার বিন্দু। E ছাড়া অন্য কোন বিন্দুতে মোট চাহিদা মোট যোগানের সমান নহে। E বিন্দুর আগে DD রেখা ZZ রেখার উপরে রহিয়াছে। অর্থাৎ E বিন্দুর আগে মোট চাহিদা>মোট যোগান। ইহার ফলে এই অবস্থায় উদ্যোক্তারা অধিকতর পরিমাণে
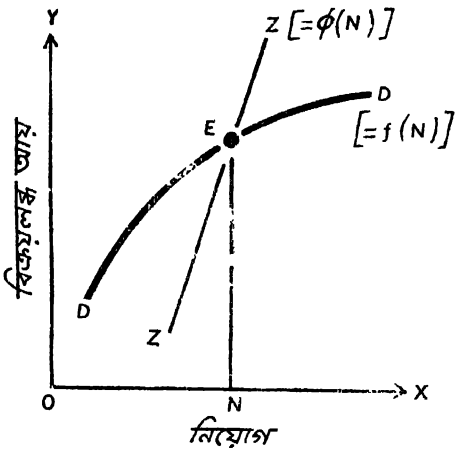
২·১নং রেখাচিত্র

নিয়োগ সৃষ্টিতে আগ্রহী হইবে, কারণ তাহাতে তাহাদের মুনাফাও বাড়িবে। ফলে O হইতে N বিন্দু পর্যন্ত নিয়োগ বাড়িবে। কিন্তু E বিন্দুর পর ZZ রেখা DD রেখার উপরে রহিয়াছে। অর্থাৎ E বিন্দুর পর মোট চাহিদা<মোট যোগান। অতএব ON পরিমাণের বেশি নিয়োগে উদ্যোক্তারা ইচ্ছুক হইবে না। সুতরাং E বিন্দুটি হইতেছে মোট চাহিদা ও মোট যোগানের ভারসাম্য বিন্দু। তদনুযায়ী, যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে যে কোন সমাজে প্রকৃত নিয়োগের পরিমাণ হইবে ON এবং এই পরিমাণ নিয়োগে উদ্যোক্তাগণের অনুমিত মুনাফার পরিমাণও সর্বাধিক হইবে।

43. Minimum expected saleproceeds.

অনুমিত শর্তাবলী[44]**ঃ** এই বিশ্লেষণে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে,—(১) যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর আর্থিক দাম অপরিবর্তিত রহিয়াছে, এবং (২) নিয়োগ ও মোট উৎপন্নের মধ্যে একটি আনুপাতিক সম্পর্ক আছে এবং ঐ নির্দিষ্ট অনুপাতে উহাদের ওঠানামা ঘটে (অর্থাৎ মোট উৎপন্ন যে অনুপাতে বাড়ে, নিয়োগও সেই অনুপাতেই বাড়ে)।

এই দুইটি অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলা যায় যে, মোট চাহিদা অপেক্ষক ও মোট যোগান অপেক্ষক উভয়েই, নিয়োগের ক্রমবর্ধমান অপেক্ষক। নিয়োগ বৃদ্ধির সহিত উহারাও ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।

তবে, প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, E বিন্দুটি শুধুই মোট চাহিদা ও মোট যোগানের ভারসাম্য বিন্দু বুঝাইতেছে। অর্থাৎ এখানে পেঁছিবার পর উদ্যোক্তাগণের আর নিয়োগ বাড়াইবার বা কমাইবার কোন ইচ্ছা থাকে না। কিন্তু তাই বলিয়া E বিন্দুটিকে পূর্ণ নিয়োগ বিন্দু বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ইহা পূর্ণ নিয়োগ বিন্দু হইতেও পারে, আবার নাও হইতে পারে। যদি E বিন্দুতে পূর্ণ নিয়োগ ঘটে তবে মোট চাহিদা ও যোগানের ঐ ভারসাম্যকে পূর্ণ নিয়োগ ভারসাম্য[45] বলা যাইবে। কিন্তু যদি ঐ ভারসাম্যে পূর্ণ নিয়োগ না ঘটে, তবে ঐরূপ ভারসাম্যকে স্বল্প-নিয়োগ ভারসাম্য[46] বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

---

44. Assumptions. 45. Full employment Equilibrium.
46. Underemployment Equilibrium.

৩

আয় ও নিয়োগ সম্পর্কে কীনসীয় সাধারণ তত্ত্বের রূপরেখা
OUTLINE OF THE GENERAL THEORY OF INCOME AND EMPLOYMENT

[**আলোচিত বিষয়ঃ** ক্লাসিক্যাল পটভূমিকা—কীন্‌স্‌ ও নয়া ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারা—ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারার সহিত কীন্‌সের পার্থক্য—কীন্‌সীয় তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্য—কীনসীয় বিশ্লেষণের প্রধান হাতিয়ারসমূহ—ভোগ অপেক্ষক—পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা—সুদের হার—গুণক ও ত্বরক—কীনসীয় সাধারণতত্ত্ব।]

কীন্‌সীয় তত্ত্বটিকে ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য আমরা প্রাক্‌-কীনসীয় ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারার মূল বক্তব্য ও বৈশিষ্ট্যগুলি, নয়া ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারার সহিত কীনসীয় চিন্তাধারার সম্পর্ক এবং ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারার সহিত কীনসীয় চিন্তাধারার পার্থক্যগুলি আগে অনুসন্ধান করিব। তাহার পর কীনসীয় বিশ্লেষণের হাতিয়ার-গুলির আলোচনা করিয়া সর্বশেষে সংক্ষেপে নিয়োগ ও আয় সম্পর্কে কীনসীয় তত্ত্বটি বুঝিবার চেষ্টা করিব।

ক্লাসিক্যাল পটভূমিকা
THE CLASSICAL BACKGROUND

আধুনিক অর্থবিজ্ঞানিগণ নিম্নোক্ত চারিটি বিষয়কে ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিক চিন্তার মূল বৈশিষ্ট্য বলিয়া গণ্য করেনঃ

১. সমাজে পূর্ণনিয়োগ বর্তমান রহিয়াছেঃ ক্লাসিক্যাল পণ্ডিতগণের ধারণা ছিল যে, অর্থনীতিক ক্ষেত্র যদি সরকারী হস্তক্ষেপ হইতে মুক্ত থাকে তবে অবাধ প্রতিযোগিতার দরুন অবশ্যম্ভাবীরূপে সমাজ পূর্ণনিয়োগের দিকে ধাবিত হইবেই; অতএব পূর্ণনিয়োগ রহিয়াছে একথা ধরিয়া লওয়া যায়। পূর্ণনিয়োগ যখন রহিয়াছে তখন মোট উৎপন্নও (বা জাতীয় আয়) সর্বাধিক হইতেছে। সুতরাং বাকি সমস্যা থাকে শুধু উৎপাদনের উপাদানগুলির মধ্যে মোট উৎপন্নের বণ্টন। একমাত্র ইহার প্রতিই তাঁহারা সমগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

২. সে'র বিধি কার্যকর রহিয়াছেঃ যোগান নিজেই নিজের চাহিদা সৃষ্টি করে। সুতরাং কার্যকর চাহিদার অভাব কিংবা চাহিদার তুলনায় যোগানের বা উৎপাদনের আধিক্য ঘটিবার কোন সম্ভাবনাই নাই।

৩. সুদের হার সঞ্চয় (ঋণের যোগান) ও বিনিয়োগের (ঋণের চাহিদা) ভারসাম্য দ্বারা নির্ধারিত হয়ঃ তাঁহাদের মতে, দেশের মোট উৎপন্ন এবং জাতীয় আয় নির্দিষ্ট সময়কাল-ব্যাপিয়া অপরিবর্তিত থাকে। অতএব এই অবস্থায় সঞ্চয় ও বিনিয়োগের একটি করিয়া রেখামাত্র নির্ধারিত হয় ও উহাদের একটি মাত্র ছেদবিন্দুতে একটি মাত্র ভারসাম্য সুদের হার নির্ধারিত হয় (সুদের হারের ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব)।

৪. একমাত্র মজুরির হার হ্রাসের দ্বারাই কর্মহীনতা দূর করা সম্ভবঃ ক্লাসিক্যাল পণ্ডিতগণের ধারণা ছিল যে, যদি মজুরির হার কমাইয়া উহাতে প্রতিযোগিতামূলক স্তরে নামাইয়া আনা যায় তবে, অনিচ্ছাকৃত কর্মহীনতার কোন আশঙ্কা থাকিবে না। কারণ নিম্নতর মজুরির হারে সকলেই কাজ পাইবে। ইহাই পূর্ণ নিয়োগের উপায়।

কীন্‌স্‌ ও নয়া ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারা
KEYNES AND THE NEO-CLASSICALS

টারসিস্‌[1]-এর মতে, কীনসীয় তত্ত্বটি বিশেষভাবেই নয়া ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিক চিন্তাধারার উপর নির্ভরশীল। কীন্‌স্‌ ও নয়া ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারার মধ্যে চারিটি প্রধান মিল দেখা যায়ঃ

১. কীন্‌সের মোট যোগান অপেক্ষকটি[2] নয়া ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের যোগান অপেক্ষকের[3] অনুকরণে রচিত। শুধু পার্থক্য এই যে, নয়া ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের যোগান অপেক্ষকটি ব্যষ্টিগত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বস্তুগতভাবে কল্পিত হইয়াছে[4] আর কীনসীয় তত্ত্বে উহাকে সমষ্টিগত বিশ্লেষণে কর্মসংস্থান বা নিয়োগের ভিত্তিতে রূপান্তরিত করা হইয়াছে।[5]

২. নয়া ক্লাসিক্যাল গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য হিসাবে কীন্‌সের নিজের রচিত 'A Treatise on Money' (1930)-র তুলনায় তাঁহার 'General Theory of Employment, Interest and Money' (1936) একটি অগ্রগামী পদক্ষেপ সূচিত করে। প্রথমোক্ত গ্রন্থে তাঁহার মূল সমস্যা ছিল সাধারণ মূল্যস্তর, কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত গ্রন্থে (যাহা আমাদের বর্তমান আলোচ্য) তাঁহার অনুসন্ধানের মুখ্য বিষয়বস্তু হইতেছে জাতীয় আয় ও নিয়োগের মোট পরিমাণ এবং ইহাতে সাধারণ মূল্যস্তর একটি গৌণ বিষয়ে পরিণত হইয়াছে।

৩. টারসিস্‌ দেখাইয়াছেন যে, কীন্‌স্‌ সে'র বিধিটি বর্জন করিলেও, তিনি (কীন্‌স্‌) অংশত উহাতে বিশ্বাসীও বটেন। 'যোগান উহার নিজের চাহিদা নিজেই সৃষ্টি করে'—একথা কীন্‌স্‌ বিশ্বাস না করিলেও, তিনি ইহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করেন না, কারণ, যোগান আয় সৃষ্টি করে এবং আয় হইতে আংশিকভাবে চাহিদার উৎপত্তি ঘটে (কীন্‌সের 'চাহিদা অপেক্ষক'টির ধারণা), একথা তিনি মনে করেন।

৪. যদি যোগান হইতে আয় সৃষ্ট হয় তাহা হইলে আমরা এই যুক্তি অনুসরণ করিয়া বলিতে পারি যে, উৎপাদনই সকল আয় সৃষ্টি করে। অর্থাৎ, জাতীয় আয় হইল মোট উৎপন্ন সামগ্রীর মোট মূল্য। ক্লাসিক্যাল পণ্ডিতগণ, পরিসংখ্যানবিদ্‌গণ এবং কীন্‌স্‌, সকলেই ইহা স্বীকার করেন।

ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারার সহিত কীন্‌সের পার্থক্য
KEYNES' DEPARTURE FROM CLASSICAL ECONOMICS

ক্লাসিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত কীন্‌সের মূল পার্থক্য চারিটিঃ ১. ক্লাসিক্যাল তত্ত্বে পূর্ণনিয়োগ বিরাজ করিতেছে ধরিয়া লইয়া উৎপন্ন সামগ্রীর মূল্য নির্ধারণ ও উপাদান-আয়ের বণ্টনের ব্যষ্টিগত সমস্যার উপরই প্রধান গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। অপর পক্ষে, কীন্‌স্‌ পূর্ণনিয়োগের অনুমানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া কিভাবে পূর্ণনিয়োগে পৌঁছান যায় সে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন। এই কারণেই তিনি আয়, কর্মসংস্থান বা নিয়োগ ও মোট উৎপন্ন কিভাবে নির্ধারিত হয় সে তত্ত্ব রচনার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁহার নিকট সমস্যাটি ছিল মানবশক্তি সহ যাবতীয় উপকরণের সম্পূর্ণ এবং উৎপাদনশীল নিয়োগের সমস্যা।

২. ক্লাসিক্যালতত্ত্বে ভারসাম্য ছিল মাত্র একটি—পূর্ণনিয়োগের বিন্দুতে ভারসাম্য। সমাজ ঐ বিন্দুতে অবস্থিত রহিয়াছে, ইহাই ছিল ক্লাসিক্যালতত্ত্বের অনুমান। অপর পক্ষে কীন্‌সের নিকট ভারসাম্য ছিল একাধিক—উহারা ছিল স্বল্প নিয়োগের ভারসাম্যের একাধিক

1. L. Tarshis. 2. Aggregate supply function.
3. The neo-classical supply function.
4. Based on neo-classical micro-analysis in physical terms.
5. Transformed by Keynes into a macro-analysis in employment terms.

বিন্দু[6] (অর্থাৎ সমাজ স্বল্প নিয়োগের ভারসাম্যে থাকিতে পারে এবং উহা একাধিক ভারসাম্যের বিন্দুতে ঘটিতে পারে)। পূর্ণনিয়োগের ভারসাম্য বিন্দু ছিল তাঁহার বিবেচনায় সীমান্তের শেষ বিন্দু[7]।

৩. পূর্ণনিয়োগ ঘটিয়া গিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়ায় ক্লাসিক্যাল পণ্ডিতগণ কখনই ইহা সম্ভব বলিয়া কল্পনা করিতে পারিতেন না যে, ভোগ ও বিনিয়োগ একই সঙ্গে চলিতে পারে। তাহারা মনে করিতেন যে, একটি করিতে গেলে অপরটি বাদ দিতেই হইবে। কিন্তু কীন্‌স্‌ ইহা দেখাইয়াছেন যে, সমাজে স্বল্প নিয়োগের ভারসাম্যের অবস্থায়, আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে বলিয়া বিনিয়োগের সমতালে ভোগও বাড়িতে পারে।

৪. এই কারণে ক্লাসিক্যাল দাওয়াই ছিল মিতব্যয় ও সঞ্চয়ের রক্ষণশীল পন্থা আর কীন্‌সের সুপারিশ ছিল ব্যয় বৃদ্ধি ও অর্থনীতিক সম্প্রসারণমূলক কার্যসূচী।

কীনসীয় তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ
SALIENT FEATURES OF THE KEYNESIAN THEORY

কীনসীয় তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এই যেঃ ১. ইহা বিশেষভাবেই এক **স্বল্পকালীন তত্ত্ব**[8]। স্বল্পকালীন তত্ত্ব বলিয়া কীনসীয় তত্ত্বে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে স্বল্পকালীন সময়ে শ্রম, পুঁজি, উৎপাদনের প্রক্রিয়া পদ্ধতি ও সংগঠন, সমাজ-কাঠামো, প্রতিযোগিতার অবস্থা, ভোগকারীর রুচি, পছন্দ ইত্যাদি বহু বিষয়ই **অপরিবর্তিত** থাকে। ইহার ফলে, স্বল্পকালীন সময়ে নিয়োগ বা কর্মসংস্থান আয়ের আনুপাতিক হয়, একথা অনুমানসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে তাঁহার সুবিধা হইয়াছে। কার্যকর চাহিদা ভোগব্যয় ও বিনিয়োগের উপর নির্ভর করে; স্বল্পকালীন সময়ে ভোগব্যয় বৃদ্ধি করা সম্ভব নয় বলিয়া, কার্যকর চাহিদা বাড়াইতে হইলে বিনিয়োগ ব্যয়ই বাড়াইতে হইবে—এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে তাঁহার সুবিধা হইয়াছে।

২. ইহা বিশেষভাবেই এক **আর্থিক অর্থনীতিক তত্ত্ব**[9]। কীন্‌স্‌ ছিলেন মূলত এক আর্থিক অর্থবিজ্ঞানী। এই কারণে, যখন তিনি আর্থিক তত্ত্বের[10] সংকীর্ণ ক্ষেত্র হইতে সাধারণ তত্ত্বের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন, তখন, নিয়োগের নির্ধারকগুলির মধ্যে অর্থের উপর সর্বাধিক সম্ভব গুরুত্ব আরোপ করিলেন। বিনিময়ের মাধ্যম, হিসাবের একক ও সঞ্চয়ের বাহন, এই তিনটি ভূমিকার মধ্যে অর্থের তৃতীয় ভূমিকার গুরুত্বই সর্বাধিক। কারণ, এক সদাপরিবর্তনশীল (গতীয়) ও অনিশ্চিত দুনিয়ায়[11] মানুষ আয়-সৃজনকারী সম্পদ (যথা, লগ্নীপত্র) হাতে রাখিবার পরিবর্তে নগদ অর্থ হাতে রাখাই বেশি পছন্দ করে। সুদের হার হইল নগদ অর্থ হাতছাড়া করিবার পুরস্কার এবং ইহার উপর বিনিয়োগ নির্ভর করিতেছে ও ঐ বিনিয়োগই আবার কর্মসংস্থান বা নিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া দিতেছে। এই ভাবে কীনসীয় বিশ্লেষণে আয় ও নিয়োগ তত্ত্বে অর্থ কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। আর সেই কারণেই কীনসীয় তত্ত্বকে আমরা এক আর্থিক অর্থনীতিক তত্ত্ব বলিতে পারি।

৩. ইহাতে প্রতিষ্ঠানগত ও মনস্তাত্ত্বিক উপাদানগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। কীনসীয় তত্ত্বে, সুদের হার, অত্যধিক সঞ্চয়, অনিশ্চয়তা, ইত্যাদি নানাবিধ অর্থনীতিক বিষয়গুলি নির্ধারণে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগত নানারূপ বিধিব্যবস্থা ও মনস্তত্ত্বের প্রভাব কীনসীয় তত্ত্বে স্বীকার করা হইয়াছে।

৪. ইহাতে **বিনিয়োগের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব** আরোপ করা হইয়াছে। বিনিয়োগের

6. Series of underemployment equilibrium points.
7. Full employment equilibrium was the limiting point.
8. Short-period Theory.
9. A Theory of Monetary Economy.
10. Monetary Theory.
11. In a dynamic and uncertain world.

হ্রাসবৃদ্ধিই নিয়োগের সংকোচন ও সম্প্রসারণ ঘটায়। সুতরাং বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ দ্বারাই নিয়োগের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৫. **ভবিষ্যত সম্পর্কে অনুমান, আশা**[12] **ও আশঙ্কাকেও** কীনসীয় তত্ত্বে **এক তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান** বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। কীনসীয় বিশ্লেষণে বিনিয়োগ নির্ভর করে সুদের হার ও পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার[13] উপর। ভবিষ্যত সম্পর্কে আশা ও আশঙ্কার দ্বারাই, ফট্‌কার উদ্দেশ্যে তাহারা কি পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে রাখিবে তাহা সকলে স্থির করে। ভবিষ্যত আশা-আশঙ্কা দ্বারা প্রভাবিত এই সিদ্ধান্তগুলি আবার সুদের হারকে প্রভাবিত করে। অন্যদিকে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতাও নির্ভর করে ভবিষ্যতে অনুমিত মুনাফার হারের উপর। ভবিষ্যত সর্বদাই অনিশ্চিত এবং সে সম্পর্কে আমাদের ধারণাও অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট। অথচ ভবিষ্যত সম্পর্কে আমাদের ধারণাগুলিই আমাদিগকে বর্তমান অর্থনীতিক কার্যাবলীতে প্রবৃত্ত করে অথবা উহা হইতে নিবৃত্ত করে। ভবিষ্যত মুনাফার হার বেশি হইবে মনে হইলেই বর্তমানে বিনিয়োগকারীরা বেশি করিয়া বিনিয়োগ করে, আর ভবিষ্যতে মুনাফার হার কম হইবে মনে করিলেই তাহারা বর্তমানে বিনিয়োগ কম করে বা কমাইতে আরম্ভ করে। আর তাহার ফলে বিনিয়োগের হ্রাসবৃদ্ধিতে নিয়োগের সংকোচন সম্প্রসারণ ঘটে। এই ভাবে সুদের হারের উপর এবং বিশেষত, বিনিয়োগের উপর ভবিষ্যত সম্পর্কে মানুষের আশা আশঙ্কার প্রভাব, অর্থনীতিক কার্যাবলীর এক গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক বলিয়া কীনসীয় তত্ত্বে স্বীকৃত হইয়াছে এবং ইহাই কীনসীয় তত্ত্বে এক গতীয় উপাদান* সঞ্চারিত করিয়াছে।

৬. ইহাতে **সরকারের** এক **প্রয়োজনীয় ভূমিকা** স্বীকৃত হইয়াছে। স্পষ্টভাবে বলা না হইলেও, ইহার ইঙ্গিত আছে। কীনসীয় তত্ত্বে যে 'অটোনমাস ইনভেস্টমেন্ট'[14] বা স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের কথা বলা হইয়াছে উহা বেসরকারী বিনিয়োগের ন্যায় ভবিষ্যতে অনুমিত মুনাফার হারের উপর নির্ভরশীল নহে। বলা বাহুল্য ইহা সরকারী বিনিয়োগ ছাড়া আর কিছুই নয়। ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারার বিরোধিতা করিয়া কীন্‌স্ এই ভাবে তাঁহার তত্ত্বে নিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সরকারী ব্যয় ও সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুপারিশ করিয়াছেন।

৭. কীনসীয় তত্ত্বটি বিশেষ ভাবেই **একটি সাধারণ, সামগ্রিক, সমষ্টিগত তত্ত্ব।** মোট নিয়োগ, মোট আয়, মোট উৎপন্ন, মোট যোগান, মোট চাহিদা, মোট ভোগ, মোট বিনিয়োগ ও মোট সঞ্চয়—এই সকল মোট বা সমষ্টিগত ধারণাগুলিই তাঁহার তত্ত্বের আবশ্যিক উপাদান। এই কারণে কীনসীয় তত্ত্বটি একটি সমষ্টিগত বিশ্লেষণ তত্ত্ব। শুধু তাহাই নহে, ইহা কোন স্থিতীয় তত্ত্ব[15] নহে। স্থিতীয় ভারসাম্যে অবস্থিত এবং অপরিবর্তিত কতকগুলি বিষয়ের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ করাই কেবল ইহার উদ্দেশ্য নহে। একদিকে কীনসীয় তত্ত্বে যেমন এক ভারসাম্যের সহিত অপর ভারসাম্যের পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, তেমনি দুইটি ভারসাম্যের মধ্যবর্তী পথটি, এক ভারসাম্য হইতে অপর ভারসাম্যে পৌঁছাইবার পথটিও ইহাতে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা যেমন এক তুলনামূলক স্থিতীয় ভারসাম্যের তত্ত্ব, তেমনি অপর দিকে ইহা শুধুই তুলনামূলক স্থিতীয় ভারসাম্যের তত্ত্বই নহে, উহা অপেক্ষা কিছু বেশি। বর্তমান কার্যাবলীর উপর ভবিষ্যত সম্পর্কে আশা আশঙ্কার প্রভাব তাঁহার তত্ত্বে এক গতীয় উপাদান সঞ্চার করিয়াছে। যে কোন সময়ে নিয়োগের স্তর বর্তমান আশা আশঙ্কা অনুমানের উপর নির্ভর করে না, উহা অতীত ও ভবিষ্যত আশা আশঙ্কার ফলস্বরূপ। ইহার ফলে কীনসীয় তত্ত্বটি একটি সমষ্টিগত গতীয় তত্ত্বে[16] পরিণত হইয়াছে এবং অতি

12. Expectations. 13. Marginal Efficiency of Capital.
14. Autonomous investment. * Dynamic element.
15. Static Theory. 16. A Macro-dynamic Theory.

পরিবর্তনশীল বাস্তব জগতের বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ জটিল অর্থনীতিক সমস্যার সমাধানে ব্যবহারের উপযুক্ত এক শক্তিশালী অস্ত্রে পরিণত হইয়াছে।

কীনসীয় বিশ্লেষণের হাতিয়ারসমূহ
KEYNESIAN ANALYTICAL TOOLS

কীন্‌স্ স্বল্পকালীন বিশ্লেষণের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন কারণ, তাঁহার মতে দীর্ঘকালীন সময়ে, 'আমরা কেহই বাঁচিয়া থাকিব না।' কীন্‌সের সাধারণ তত্ত্বটিও[17] স্বল্পকালীন সময়ের ভিত্তিতে রচিত একটি তত্ত্ব। কীন্‌সের মতে, স্বল্পকালীন সময়ে তিন শ্রেণীর উপাদান আছে। উহাদের কতকগুলি স্থির, অপরিবর্তনীয় উপাদান[18]; কতকগুলি স্বাধীন, স্ব-নির্ভর এবং পরিবর্তনীয় উপাদান[19]; আর কতকগুলি হইল নির্ভরশীল পরিবর্তনীয় উপাদান।[20] স্বল্পকালীন সময়ের উপাদানগুলির এই শ্রেণী বিভাগ যুক্তিনির্ভর না হইলেও, ইহা অভিজ্ঞতাসম্মত।

স্বল্পকালীন সময়ে অপরিবর্তনীয় উপাদান তিনটি হইলঃ (১) উৎপাদনে নিয়োগ করিবার উপযোগী যে পরিমাণ ও গুণাগুণের শ্রমশক্তি ও যন্ত্রপাতি (পুঁজিদ্রব্য) বর্তমানে পাওয়া যাইতেছে বা রহিয়াছে[21] এবং উৎপাদনের যে কলাকৌশল রহিয়াছে. প্রচলিত; (২) প্রতিযোগিতার যে মাত্রা রহিয়াছে; (৩) ভোগকারিগণের রুচি অভ্যাস ইত্যাদি।

স্বনির্ভর, স্বাধীন ও পরিবর্তনীয় উপাদানগুলি হইলঃ (১) ভোগ প্রবণতা বা ভোগ অপেক্ষক[22]; (২) পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা[23]; (৩) সুদের হার; (৪) অর্থের পরিমাণ এবং (৫) মজুরি একক[24]। এই পাঁচটিকে স্বনির্ভর স্বাধীন উপাদান বলা হইলেও, ইহারা কিন্তু অর্থনীতিক ক্ষেত্র বহির্ভূত কিছু নহে, বরং উহার অন্তর্গত উপাদানই বটে। তবে, ইহারা স্বল্পকালীন সময়ে দ্রুত পরিবর্তিত হইতে পারে এবং বিনিয়োগের মোট পরিমাণের উপর ইহাদের প্রভাব অত্যন্ত বেশি এবং তাহা অতি দ্রুত কার্যকর হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, অপরিবর্তনীয় উপাদানগুলি স্বনির্ভর স্বাধীন ও পরিবর্তনীয় উপাদানগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে বটে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে উহাদের প্রভাবিত বা নির্ধারণ করিতে পারে না।

নির্ভরশীল পরিবর্তনীয় উপাদানগুলি হইলঃ (১) নিয়োগ বা কর্মসংস্থানের মোট পরিমাণ; এবং (২) জাতীয় আয়। কীনসীয় তত্ত্বে ইহাদের দুটিকেই 'মজুরি এককে' পরিমাপ করা হইয়াছে। এই দুইটি নির্ভরশীল পরিবর্তনীয় বিষয় দুইটি স্বনির্ভর পরিবর্তনীয় উপাদানগুলির উপর নির্ভর করে। স্বল্পকালীন সময়ে স্বনির্ভর পরিবর্তনীয় উপাদানগুলির পরিবর্তনে নিয়োগ এবং আয়ের পরিমাণেও পরিবর্তন ঘটে।

স্বনির্ভর পরিবর্তনীয় উপাদানগুলির মধ্যে তিনটিই হইল মনস্তাত্ত্বিক উপাদান, যথা,—(ক) ভোগপ্রবণতা বা ভোগ অপেক্ষক, (খ) পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা, এবং (গ) সুদের হার (অর্থাৎ উহার মুখ্য নির্ধারক শক্তি—নগদ পছন্দ)।

আমরা সংক্ষেপে ইহাদের সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি।

১. ভোগ অপেক্ষক বা ভোগপ্রবণতা
CONSUMPTION FUNCTION OR PROPENSITY TO CONSUME

কীনসীয় তত্ত্বে যে তিনটি মনস্তাত্ত্বিক উপাদান রহিয়াছে উহাদের মধ্যে প্রথমটি হইতেছে ভোগপ্রবণতা বা ভোগ অপেক্ষক এবং ইহা তাঁহার ভোগ সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিক

17. The General Theory. 18. Constant factors.
19. Independent variables. 20. Dependent variables.
21. The existing quality and quantity of available labour and capital equipment.
22. Propensity to consume or consumption function.
23. Marginal Efficiency of Capital. 24. Wage Unit.

বিধির[২৫] উপর প্রতিষ্ঠিত। আয় বাড়িলে ভোগও (অর্থাৎ ভোগব্যয়) বাড়ে, কিন্তু আয় যতটা বাড়ে ভোগব্যয় ততটা বাড়ে না—আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা লব্ধ এই সত্যটিই কীন্‌সের ভোগ সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিক বিধির বক্তব্য। কীন্‌সের ভাষায়ঃ "মানুষের চরিত্র সম্পর্কে, এবং অভিজ্ঞতা লব্ধ বিশদ তথ্যাবলী হইতে আহৃত জ্ঞানের দ্বারা যে মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক বিধির উপর গভীর আস্থায় আমরা নির্ভর করিতে পারি, তাহা এই যে, সাধারণত এবং গড়পড়তা ভাবে, আয় বাড়িলে সাধারণ মানুষ তাহাদের ভোগ বাড়াইতে অভিলাষী হয়, কিন্তু তাহাদের আয় যতটা পরিমাণে বাড়ে ততটা পরিমাণে নহে"।[২৬] ভোগের এই মনস্তাত্ত্বিক বিধিটিই সংক্ষেপে ভোগপ্রবণতা বা ভোগ অপেক্ষক বলিয়া পরিচিত। বিধিটির মূল বক্তব্য তিনটিঃ (১) সমাজের মোট আয় বাড়িলে, মোট ভোগব্যয়ও বাড়িবে, তবে মোট আয় যতটা বাড়িবে, ভোগব্যয় উহা অপেক্ষা কম বাড়িবে। (২) আয়ের যেটুকু বৃদ্ধি ঘটিবে (অর্থাৎ অতিরিক্ত আয়) উহার একটি অংশ ব্যয়িত ও অপর অংশটি সঞ্চিত হইবে (সঞ্চয়=যাহা বর্তমান ভোগতৃপ্তিতে ব্যয় হইল না)। (৩) আয়ের বৃদ্ধি ঘটিলে ব্যয় কিংবা সঞ্চয়ের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা কম হইবে ইহা একরূপ অসম্ভব।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ভোগ হইতেছে আয়ের একটি ক্রিয়া। আয় ও ভোগের মধ্যে এই ক্রিয়াগত সম্পর্কটিই ভোগপ্রবণতা বা ভোগ অপেক্ষক কথাটির দ্বারা প্রকাশিত হয়। ভোগকে আমরা যদি C ধরি, এবং আয়ের পরিবর্তে যদি Y অক্ষরটি ব্যবহার করি তবে, আয় ও ভোগের মধ্যে ক্রিয়াগত সম্পর্ক বা ভোগ অপেক্ষকটি (অথবা ভোগপ্রবণতা) আমরা নিচের মত করিয়া প্রকাশ করিতে পারিঃ

$$C=f\ (Y)$$

ভোগপ্রবণতা বা ভোগ অপেক্ষক তালিকা[২৭]ঃ আয় বাড়িলে ভোগ বাড়ে অর্থাৎ আয়ের বিভিন্ন স্তরে ভোগব্যয়ের স্তরও বিভিন্নরূপ হইবে। আমরা ইহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে পারি। ৩·১নং সারণীতে ইহা দেখান হইয়াছে। সারণীতে দেখা যাইতেছে যে, আয় যখন ৪০০ কোটি টাকা তখন ভোগব্যয়ও ৪০০ কোটি টাকা, আয় যখন বাড়িয়া ৫০০ কোটি টাকা হইল, ভোগব্যয়ও তখন বাড়িয়া ৪৫০ কোটি টাকা হইল, তাহার পর আয় যখন আরও বাড়িয়া ৬০০ কোটি টাকা ও ৭০০ কোটি টাকা হইল, তখন ভোগব্যয় আরও বাড়িয়া যথাক্রমে ৫০০ কোটি টাকা ও ৫২৫ কোটি টাকা হইল ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে আয় যে অনুপাতে বাড়িতেছে, উহার সহিত ভোগব্যয় বাড়িলেও, ভোগব্যয় তদপেক্ষা কম অনুপাতে বাড়িতেছে। এইরূপে আয়ের বিভিন্ন স্তরে ভোগব্যয়ও বিভিন্ন স্তরের হইতেছে। এই তথ্যগুলি ৩·১নং রেখাচিত্রে সাজাইলে আমরা যে CC রেখা পাই উহাই ভোগপ্রবণতা বা ভোগ অপেক্ষক রেখা [$C=f(Y)$]। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, ভোগ অপেক্ষক রেখাটি কিন্তু কেবল বিভিন্ন পরিমাণ ভোগের ইচ্ছা নির্দেশ করে না। চাহিদা রেখা যেমন কিনিবার

৩·১নং সারণী

আয় (Y)	ভোগব্যয় (C)
৪০০ কোটি টাকা	৪০০ কোটি টাকা
৫০০ ,,	৪৫০ ,,
৬০০ ,,	৫০০ ,,
৭০০ ,,	৫২৫ ,,

25. Keynes' Psychological Law of Consumption.
26. "The fundamental psychological law, upon which we are entitled to depend with great confidence......from our knowledge of human nature and from the detailed facts of experience, is that men are disposed, as a rule, and on the average, to increase consumption as their income increases, but not by as much as the increase in their income."—Keynes (General Theory, p. 27.)
27. The Schedule of Propensity to Consume.

ইচ্ছা ও তৎসহ কিনিবার ক্ষমতাও বুঝায়, তেমনি আয়ের বিভিন্ন স্তরে ও নির্দিষ্ট বৃদ্ধিতে যে পরিমাণ ভোগ ঘটিবে কিংবা ঘটিতে পারে বলিয়া আশা করা যায়, ভোগ অপেক্ষক তালিকা বা রেখা তাহাই নির্দেশ করে।

ভোগ অপেক্ষক রেখাটি বাম হইতে দক্ষিণে ঊর্ধ্বগামী (ধনাত্মক ঢাল সম্পন্ন), কারণ আয়ের বৃদ্ধিতে ভোগ (ব্যয়)-ও বাড়ে। তবে, উহা যতই উপরে ওঠে ততই তাহার ঢাল কমিতে থাকে। কারণ আয় যতই বাড়ে ততই ভোগপ্রবণতা কমে।

৩·১নং রেখাচিত্র

আয় ও ভোগব্যয়ের মধ্যে সম্পর্কটি আরও ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য গড় ও প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার ধারণা দুইটি ও তৎসহ প্রান্তিক সঞ্চয়প্রবণতার ধারণাটি বুঝা প্রয়োজন।
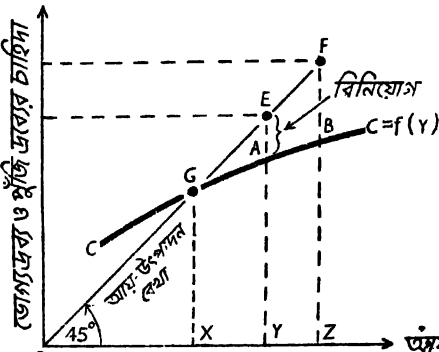
৩·২নং সারণী

আয় (Y)	ভোগ (C)	গড় ভোগ-প্রবণতা $\left(\frac{C}{Y}\right)$	প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা $\left(\frac{\Delta C}{\Delta Y}\right)$	সঞ্চয় (S=Y−C)	প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা $\left(\frac{\Delta S}{\Delta Y}\right)$
কোটি টাকা	কোটি টাকা			(কোটি টাকা)	
৪০০	৪০০	(৪০০/৪০০ =)১	—	৪০০-৪০০=০	—
৫০০	৪৫০	(৪৫০/৫০০ =)০·৯ >	(৫০/১০০ =)০·৫	৫০০ − ৪৫০ = ৫০	৫০/১০০ =)০·৫
৬০০	৫০০	(৫০০/৬০০ =)০·৮ >	(৫০/১০০ =)০·৫	৬০০ − ৫০০ = ১০	৫০/১০০ =)০·৫
৭০০	৫২৫	(৫২৫/৭০০ =)০·৭ >	(২৫/১০০ =)০·২৫	৭০০ − ৫২৫ = ১৭৫	(৭৫/১০০ =)০·৭৫

৩·২নং সারণীর ২য় ও ৩য় কলম হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, প্রথমটি বাদে (৪০০ কোটি টাকা আয়=৪০০ কোটি টাকা ভোগব্যয়) আর সকল ক্ষেত্রেই আয় অপেক্ষা ভোগব্যয় কম। অর্থাৎ আয় যদি আমরা ১ ধরি, তবে ভোগপ্রবণতা বা ভোগ অপেক্ষক সচরাচর ১এর কম হয় (ভোগপ্রবণতা <১)। ইহার সহজ অর্থ আয় বৃদ্ধির অনুপাত অপেক্ষা ভোগব্যয় বৃদ্ধির অনুপাত কম হয়। আয় যদি ১ হয় তবে ভোগব্যয় বৃদ্ধি ভগ্নাংশ হইবে। ইহাই গড় ও প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার কলম হইতে দেখা যাইতেছে।

গড় ভোগপ্রবণতা হইতেছে মোট ভোগব্যয়ের সহিত মোট আয়ের অনুপাত (=মোট ভোগব্যয়÷মোট আয়)। সুতরাং গড় ভোগপ্রবণতা$=\frac{C}{Y}$। ৩·২নং সারণীতে দেখা যায় যে, মোট আয় যখন ৫০০ কোটি টাকা তখন মোট ভোগব্যয় হইল ৪৫০ কোটি টাকা। সুতরাং তখন গড় ভোগপ্রবণতা হইতেছে ০·৯। অনুরূপ ভাবে, মোট আয় ও মোট ভোগব্যয় যখন যথাক্রমে ৬০০ কোটি ও ৭০০ কোটি এবং ৫০০ কোটি ও ৫২৫ কোটি টাকা,

তখন গড় ভোগপ্রবণতা হইল যথাক্রমে ০·৮ ও ০·৭। অর্থাৎ গড় ভোগপ্রবণতা সর্বদাই ১এর কম ($\frac{C}{Y} < 1$)। ৩·২নং সারণীতে দেখা যায় যে, যতই আয় বাড়িতেছে ততই গড় ভোগপ্রবণতা কমিতেছে (০·৯, ০·৮, ০·৭ ইত্যাদি)। এজন্য ভোগপ্রবণতা রেখাটি (CC) যতই দক্ষিণে উঠিতেছে ততই উহার ঢাল কমিতেছে।

প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা হইল আয়ের সামান্য বৃদ্ধির দরুন ভোগব্যয়ের যে সামান্য বৃদ্ধি ঘটে, উহাদের উভয়ের ঐ সামান্য বৃদ্ধি দুইটির অনুপাত [=ভোগব্যয়ের সামান্য বৃদ্ধি (ΔC) ÷আয়ের সামান্য বৃদ্ধি (ΔY)। সুতরাং প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা= $\frac{\Delta C}{\Delta Y}$]। ৩·২নং সারণীতে দেখা যাইতেছে যে, আয় যখন ৪০০ কোটি টাকা হইতে বাড়িয়া ৫০০ কোটি টাকা হইল (আয়ের বৃদ্ধি ১০০ কোটি টাকা) তখন ভোগব্যয় ৪০০ কোটি টাকা হইতে বাড়িয়া ৪৫০ কোটি টাকা হইল (ভোগব্যয়ের বৃদ্ধি ৫০ কোটি টাকা)। সুতরাং তখন প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা= $\frac{\Delta C}{\Delta Y} = \frac{৫০}{১০০} = ০·৫$। অনুরূপভাবে, ৬০০ কোটি টাকা আয় ও ৫০০ কোটি টাকা ভোগব্যয়ে এবং ৭০০ কোটি টাকা আয় ও ৫২৫ কোটি টাকা ভোগ-ব্যয়ে প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা হইল যথাক্রমে ০·৫ ও ০·২৫। ৩·২নং সারণীতে ৪র্থ কলমে আরও দেখা যাইতেছে যে, প্রান্তিক ভোগপ্রবণতাও আয়বৃদ্ধির সাথে সাথে কমিতেছে (০·৫, ০·২৫ ইত্যাদি)।

আয় হইতে বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয় বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই সঞ্চয় ($Y-C=S$)। ৩·২নং সারণীর ৫ম কলমে ইহাই দেখান হইয়াছে। তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, আয় বৃদ্ধির সহিত সঞ্চয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার কারণ, আয় বৃদ্ধির সহিত ভোগপ্রবণতা (গড় ও প্রান্তিক) ক্রমশ হ্রাস পায়। অতিরিক্ত আয় বা প্রান্তিক আয় হইতে প্রান্তিক ব্যয় বাদ দিলে প্রান্তিক সঞ্চয় পাওয়া যায় ($\Delta Y - \Delta C = \Delta S$)। অর্থাৎ **প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার ধারণাটির পরিপূরক ধারণা হইল প্রান্তিক সঞ্চয়প্রবণতা**[২৮]। **ইহা প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক সঞ্চয়ের অনুপাত** $\left(=\frac{\Delta S}{\Delta Y}\right)$ ৩·২নং সারণীর ৬ষ্ঠ কলমে ইহা দেখান হইয়াছে। আয় বৃদ্ধির সহিত ইহা ক্রমশ বাড়ে (০·৫, ০·৭৫ ইত্যাদি)।

বলা বাহুল্য, প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা ও প্রান্তিক সঞ্চয়প্রবণতা, ইহারা পরস্পরের পরিপূরক, একথা বলার অর্থ এই যে, প্রান্তিক আয় হইল ইহাদের সমষ্টি ($\Delta Y = \Delta C + \Delta S$)।

প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার ধারণাটির গুরুত্ব এই যে, অতিরিক্ত আয় সঞ্চয় ও ভোগের মধ্যে কিভাবে বণ্টিত হইবে, ইহা হইতে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

৩·২নং সারণী হইতে আমরা আরও দেখিতে পাই যে, (১) প্রান্তিক ভোগ ব্যয় (ΔC) প্রান্তিক আয়ের (ΔY) কম হয় এবং প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা ১ এর কম হয় $\left(\frac{\Delta C}{\Delta Y} < 1\right)$ এবং একারণে ভোগপ্রবণতা রেখার ঢাল ধনাত্মক হয়। (২) প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা $\left(\frac{\Delta C}{\Delta Y}\right)$ গড় ভোগপ্রবণতা $\left(\frac{C}{Y}\right)$ অপেক্ষা কম $\left(\frac{\Delta C}{\Delta Y} < \frac{C}{Y}\right)$ হয়।

ভোগ অপেক্ষক বা ভোগপ্রবণতার নির্ধারকসমূহ[২৯]: ভোগ অপেক্ষকের নির্ধারকগুলি দুই শ্রেণীর—(ক) মনস্তাত্ত্বিক নির্ধারকসমূহ[৩০], এবং (খ) বাস্তব নির্ধারকসমূহ[৩১]।

28. Marginal Propensity to save.
29. Factors determining Consumption Function.
30. Subjective Factors. 31. Objective Factors.

(ক) সাবধানতা, দূরদৃষ্টি, পারিবারিক স্নেহ মায়ামমতা, বার্ধক্যের নিরাপত্তা, বৈষয়িক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, গর্ব, উদ্যম ইত্যাদি মনোগত কারণ বা উদ্দেশ্যসমূহ ব্যক্তিকে সঞ্চয় প্রবৃত্ত করায়। ইহাদের প্রভাব বেশি হইলে ভোগ অপেক্ষক কম এবং প্রভাব কম হইলে ভোগ অপেক্ষক বেশি হয়। তেমনি, ভোগবাসনা, উচ্চতর জীবনযাত্রার মান লাভ, অবসর বিনোদনের আমোদ প্রমোদ, উদারহস্ততা, বেহিসাবী মনোবৃত্তি ও জাঁকজমকের প্রতি আকর্ষণ মানুষকে ভোগব্যয়ে প্রবৃত্ত করে। ইহাদের প্রভাব বেশি হইলে ভোগ অপেক্ষক বেশি ও প্রভাব কম হইলে ভোগ অপেক্ষক কম হয়। সেরূপ, উদ্যোগ, নগদ অর্থ বা অপেক্ষাকৃত সহজে নগদ অর্থে পরিণত করা যায় এরূপ সম্পত্তি হাতে রাখিবার ইচ্ছা, উৎপাদন কৌশলের উন্নতি, আর্থিক বিচক্ষণতা ইত্যাদি উদ্দেশ্য কারবারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সরকার বা রাষ্ট্রকে খরচ কমাইতে ও সঞ্চয় বাড়াইতে প্রবৃত্ত করে। ইহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও শক্তি সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা ও নানা প্রকার সামাজিক বিধি ব্যবস্থা ও সমাজ-কাঠামোর উপর নির্ভর করে। সুতরাং স্বল্পকালীন সময়ে ভোগ অপেক্ষকের নির্ধারক এই সকল মনোগত বিষয়গুলি সহজে পরিবর্তিত হয় না এবং সেহেতু ইহারা স্বল্পকালীন সময়ে ভোগ অপেক্ষকের পরিবর্তন ঘটায় না।

(খ) স্বল্পকালীন সময়ে ভোগ অপেক্ষক নির্ধারণকারী মনোগত উপাদানগুলি অপরিবর্তিত থাকিলেও, উহার নির্ধারক বাস্তব উপাদানগুলি পরিবর্তনীয় এবং সেহেতু স্বল্পকালীন সময়ে ভোগ অপেক্ষকের পরিবর্তনগুলির জন্য উহার এই সকল বাস্তব নির্ধারকগুলিই দায়ী। ইহারা নিম্নরূপঃ (১) **আয়ঃ** ইহা ভোগ অপেক্ষক নির্ধারক-গুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আয়ের হ্রাসবৃদ্ধির সহিত ভোগব্যয়েরও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। (২) **আয়ের বন্টনঃ** নির্দিষ্ট স্তরের আয় হইতে কতটা ভোগব্যয় ও কতটা সঞ্চয় করা হইবে তাহা নির্ভর করে আয়ের বন্টনের উপর। আয় বণ্টনে বৈষম্য বেশি থাকিলে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির আয় অত্যন্ত বেশি ও অধিকাংশের আয় অত্যন্ত কম হয়। ইহাতে ধনীদের পক্ষে বেশি সঞ্চয় করা সহজেই সম্ভব হয়। সুতরাং এই অবস্থায় সমাজের সামগ্রিক ভোগ অপেক্ষক কম হয়। অপরপক্ষে আয় বন্টনে অধিক সমতা থাকিলে ভোগ অপেক্ষক বেশি হয়। (৩) **ভবিষ্যত সম্পর্কে অনুমানের পরিবর্তনঃ** ভবিষ্যতে দাম বাড়িবে মনে করিলে, ভোগকারীরা বর্তমানেই ভোগ্যদ্রব্য অধিক কিনিবার জন্য ভোগব্যয় বেশি করিবে, আর ভবিষ্যতে দাম কমিলে ইহার বিপরীত ঘটিবে। সুতরাং আয়ের পরি-বর্তন না হওয়া সত্ত্বেও, ভবিষ্যত সম্পর্কে অনুমানের পরিবর্তন ঘটিলে ভোগ অপেক্ষকের পরিবর্তন ঘটিতে পারে। (৪) **আকস্মিক লাভ ও ক্ষতিঃ** আকস্মিক লাভ ঘটিলে ভোগব্যয় বাড়ে এবং আকস্মিক ক্ষতিতে ভোগব্যয় কমে। (৫) **কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক নীতিঃ** কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলি যদি উহাদের মুনাফার অধিকাংশ শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে লভ্যাংশের আকারে বন্টন করে, তবে মানুষের হাতে ব্যবহারযোগ্য আয় বৃদ্ধি পাইয়া ভোগব্যয় বাড়াইবে। আর যদি মুনাফার অধিকাংশ সঞ্চয় তহবিলে জমা রাখা হয় কিংবা কারবারে বিনিয়োগ করা হয় তবে লভ্যাংশে বন্টন অল্প হইবে এবং তাহাতে মানুষের হাতে ব্যবহারযোগ্য আয়ের পরিমাণ কমিয়া ভোগ-ব্যয় হ্রাস করিবে। (৬) **সরকারের রাজস্বনীতিঃ** সরকারী কর, ঋণ ও ব্যয় সমাজের সামগ্রিক ভোগ অপেক্ষককে গুরুতর ভাবে প্রভাবিত করিতে সক্ষম। প্রতিক্রিয়াশীল করব্যবস্থা, সরকারী ঋণবৃদ্ধি ও সরকারী ব্যয়সংকোচ জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য আয় কমাইয়া দিয়া ভোগ অপেক্ষকটিকে কমাইতে পারে। অপরপক্ষে, প্রগতিশীল করব্যবস্থা দেশে আয়ের বন্টনে বৈষম্য কমাইয়া এবং সরকারী ঋণ হ্রাস ও সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য আয় বৃদ্ধি করিয়া ভোগ অপেক্ষকটিকে বাড়াইতে পারে। (৭) **মজুরিঃ** মজুরি কমান হইলে একদিকে শ্রমিকগণের আর্থিক আয় কমিয়া তাহাদের ভোগব্যয় কমাইবে, অপরদিকে বারং-বার ইহা ঘটিলে, পণ্যের দামস্তর আরও কমিবে আশা করিয়া ক্রেতারা তাহাদের ক্রয় কমাইবে।

ইহাতে ভোগব্যয় কমিবে ও সঞ্চয় অপেক্ষক বাড়িবে। সুতরাং মজুরি হ্রাসের সামগ্রিক ফল হইবে ভোগ অপেক্ষকটির হ্রাস। শুধু তাহাই নহে, ইহাতে মোট আয় মোট উৎপাদন ও মোট নিয়োগ, সকলি কমিবে। (৮) **সুদের হারের পরিবর্তন:** কীন্সের মতে সঞ্চয়ের উপর সুদের হারের পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়াটি একটি জটিল বিষয়। ক্লাসিক্যাল পন্ডিতগণের ধারণা ছিল যে সুদের হার বাড়িলে সঞ্চয় বাড়িবে ও ভোগ কমিবে। কীন্স মনে করেন যে, ব্যক্তিগত ভোগব্যয়ের উপর সুদের হারের প্রতিক্রিয়াটি একটি গৌণ প্রতিক্রিয়া[32]। সুদের হার বাড়িলে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ভোগ্যপণ্যগুলির[33] কিস্তিবন্দী শর্তে বিক্রয়ের দাম বাড়ে বলিয়া উহাদের উপর ভোগব্যয় কমে। (৯) **ডুসেনবেরি বেরি প্রকল্প[34]:** অধ্যাপক ডুসেন-বেরি ভোগ অপেক্ষকের নির্ধারক শক্তিগুলির আরও বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, (ক) যে কোন ব্যক্তির ভোগব্যয় শুধু তাহার বর্তমান আয়ের উপরই নির্ভর করে না, নিকট অতীতে তাহার সর্বোচ্চ আয়ের মাত্রাও উহাকে প্রভাবিত করে। কারণ নিকট অতীতে অধিকতর আয়ে সে যে উচ্চতর জীবনমানে অভ্যস্ত হইয়াছিল, অল্পকালের মধ্যে তাহার পক্ষে সে প্রভাব সম্পূর্ণ কাটাইয়া ওঠা সম্ভব নয়। অতএব তাহার বর্তমান আয় অপেক্ষাকৃত কম হইলেও তাহার ভোগব্যয় অপেক্ষাকৃত বেশি হইবে (যে পরিমাণ ভোগব্যয়ে সে আগে অভ্যস্ত হইয়াছিল বা উহার কাছাকাছি)। (খ) নিম্নতর আয়ের স্তরে অবস্থিত ব্যক্তিরা উচ্চতর আয়ের স্তরে অবস্থিত ব্যক্তিগণের অনুকরণে, অধিক আয় উপার্জনকারী ব্যক্তিগণ যে সকল দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করে তাহারাও সে সকল দামী সামগ্রী ভোগের জন্য ব্যয় করিতে আরম্ভ করে। ইহাকে 'প্রদর্শন প্রভাব'[35] বলা হয়। এই দুটি কারণেও ভোগ অপেক্ষক বেশি হইয়া থাকে।

'ভোগ অপেক্ষক' ধারণাটির গুরুত্ব বা তাৎপর্য[36]: সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ভোগ সম্পর্কে কীন্সের মনস্তাত্ত্বিক বিধি বা ভোগ অপেক্ষক অথবা ভোগপ্রবণতার ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাপক হ্যানসেন ইহাকে অর্থনীতিক বিশ্লেষণের হাতি-য়ারের ক্ষেত্রে কীন্সের যুগান্তকারী অবদান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভোগ অপেক্ষকের এই বিধিটি উদ্ভাবনের পূর্বে সে'র বিধিটি সন্তোষজনকভাবে যেমন খন্ডন করা সম্ভব হয় নাই তেমনি বাণিজ্যচক্রের মোড় পরিবর্তনেরও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয় নাই। ভোগ অপেক্ষক বিধিটি একই সংগে এই দুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেই কৃতকার্য হইয়াছে।

সে'র বিধির চাহিদা-যোগানের সমতার বক্তব্য খন্ডন করিয়া ভোগ অপেক্ষক বিধিটি প্রমাণ করিয়াছে যে, যেহেতু প্রান্তিক ভোগ অপেক্ষক ১এর কম $\left(\frac{\Delta C}{\Delta Y} < 1\right)$, সেহেতু যাহা উৎপন্ন হইতেছে তাহার সবটার (=যোগান) জন্য চাহিদা আপনা আপনি জন্মায় না কারণ অর্জিত আয়ের সবটা খরচ হয় না, এবং একারণে চাহিদার ঘাট্‌তি দেখা দেয়। যোগান নিজের চাহিদা নিজে সৃষ্টি করিতে পারে না। ইহার ফলে চাহিদার তুলনায় যোগান বা উৎপাদন বেশি হইয়া পড়ে[37] এবং সে কারণে কর্মহীনতার সৃষ্টি হয়। এবং এই কারণেই (অর্থাৎ ভোগব্যয় <আয়), আয় ও ভোগব্যয়ের মধ্যে একটি স্থায়ী ব্যবধান (আয়—ভোগব্যয়=সঞ্চয়) জন্মিতে পারে। আয়ের তুলনায় ভোগব্যয় কম হওয়ায়, সমাজের অর্থনীতিক কর্মপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, পূর্ণনিয়োগ ও সর্বাধিক সম্ভব জাতীয় আয় উৎপাদনের স্তরটি বজায় রাখিবার জন্য সঞ্চয়ের সমপরিমাণ বিনিয়োগ করা আবশ্যক। ধনতন্ত্রী সমাজে সঞ্চয়কারী ও বিনিয়োগকারীরা সকলেই একই ব্যক্তি না হওয়ায়, যাহা সঞ্চিত হয় তাহা যে আপনা আপনি বিনিয়োজিত হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

32. Secondary Effect. 33. Consumers' Durable Goods.
34. Duessenberry Hypothesis. 35. Demonstration Effect.
36. Significance of Consumption Function. 37. Overproduction.

সুতরাং অর্থনীতিক স্থায়িত্ব বজায় রাখিবার পক্ষে বিনিয়োগের ভূমিকা অতীব গুরুত্ব-পূর্ণ। ভোগ অপেক্ষক বিধিটি ইহার প্রতিই অংগুলি নির্দেশ করিতেছে। কীনস্ আরও দেখাইয়াছেন যে স্বল্পকালীন সময়ে ভোগ অপেক্ষকটি মোটের উপর স্থির থাকে। ইহার ফলে এবং ভোগ অপেক্ষকটি ১-এর কম হইবার দরুন, আয়ের তুলনায় ভোগব্যয় কম হয় বলিয়া সমাজে পূর্ণনিয়োগের স্তরে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত না হইয়া স্বল্পতর নিয়োগের ভারসাম্যই[38] সচরাচর দেখা দেয়। ইহাকে পূর্ণনিয়োগের ভারসাম্য হইতে সাময়িক বিচ্যুতি বলিয়া মনে করিলে (যেমন ক্লাসিক্যাল পণ্ডিতগণ মনে করিতেন) ভুল হইবে। এই সকল কারণে সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ভোগ অপেক্ষকের ধারণাটিকে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ অপরিহার্য ধারণা বলিয়া গণ্য করা হয়।

কার্যকর চাহিদা তত্ত্বের পুনর্বিবৃতি : পূর্ণনিয়োগ ও স্বল্পতর নিয়োগে ভারসাম্য
RE-STATEMENT OF THE THEORY OF EFFECTIVE DEMAND: FULL EMPLOYMENT & UNDEREMPLOYMENT EQUILIBRIUM

এবার আমরা ভোগ অপেক্ষকের ধারণাটির ভিত্তিতে কীন্সের কার্যকর চাহিদা তত্ত্বটির নূতন ব্যাখ্যা আলোচনা করিতে পারি। ইহার দ্বারা সমাজে কিভাবে স্বল্পতর নিয়োগে ভারসাম্য দেখা দিতে পারে ও পূর্ণনিয়োগে ভারসাম্য লাভ করিতে হইলে কি প্রয়োজন তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝা যাইবে।

৩·১নং রেখাচিত্রে কিভাবে ভোগ অপেক্ষক ও বিনিয়োগের পরিমাণ দ্বারা আয় নির্ধারিত হয় তাহা দেখান হইয়াছে। ইহাতে, CC হইতেছে ভোগ অপেক্ষক রেখা এবং FO হইতেছে মোট উৎপন্ন=মোট আয় রেখা। সুতরাং এই রেখাটির উপরই ভারসাম্য বিন্দুগুলি রহিয়াছে। CC রেখাটি ভোগ অপেক্ষক রেখা হওয়ায় ইহা হইতে প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা বুঝা যাইতেছে। FO রেখা (উৎপাদন=আয়) ও CC রেখার মধ্যে ব্যবধান দ্বারা বিনিয়োগের পরিমাণ বুঝাইতেছে। আয় যখন OX তখন ভোগ অপেক্ষক রেখা CC FO রেখা (উৎপাদন=আয়)-কে G বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে দেখা যায়। ইহার অর্থ G বিন্দুতে আয়ের সবটাই (OX) ভোগ্যদ্রব্যের জন্য ব্যয় হইতেছে (GX)। অর্থাৎ আয়=ভোগব্যয় (OX=GX)। সুতরাং এখানে কোন বিনিয়োগ ঘটিতেছে না (অর্থাৎ ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন দ্বারা উপার্জিত আয়=ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয়)। আয় যখন OY তখন দেখা যাইতেছে ভোগব্যয়ের পরিমাণ AY। অর্থাৎ আয় অপেক্ষা ভোগব্যয় কম ($AY<OY$)। ইহার অর্থ এই যে, OY আয়ের স্তরে ভোগব্যয় যাহা ঘটিতেছে (AY) তাহা উৎপন্ন সকল সামগ্রী ($=OY=EY$) কেনার পক্ষে যথেষ্ট নয়। মোট উৎপন্নের একটি অংশ ($EY-AY=EA$) অবিক্রীত থাকিতেছে। মোট আয় ($OY=EY$) ও মোট ভোগ ব্যয় (AY)এর মধ্যে এই ব্যবধান (EA) বা ফাঁকটুকু পূরণের জন্য সমপরিমাণ বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। তাহা হইলে ভোগ্যদ্রব্য ও পুঁজি-দ্রব্যের সমষ্টি যে মোট উৎপন্ন সামগ্রী তাহা ক্রয়ের জন্য মোট আয় (=মোট উৎপাদন) নিঃশেষে ব্যয়িত হইয়া যাইবে। তাহা হইলে, FO রেখার উপর অবস্থিত E বিন্দুটি হইল স্বল্পতর নিয়োগের ভারসাম্য স্তরে কার্যকর চাহিদার বিন্দু। কিন্তু পূর্ণ-নিয়োগের স্তরে আয় যদি OZ হয়, তবে F বিন্দুটি হইবে পূর্ণনিয়োগের ভারসাম্য অবস্থায় কার্যকর চাহিদার বিন্দু। ঐ অবস্থায় পূর্ণ নিয়োগ লাভের জন্য FB পরিমাণ বিনিয়োগের প্রয়োজন হইবে। কারণ তখন ভোগব্যয় হইল BZ। ইহার সহিত পুঁজি-দ্রব্যের জন্য ব্যয় বা বিনিয়োগ FB যুক্ত হইলে উহাদের সমষ্টি মোট উৎপন্নের ও মোট আয়ের সমান হইবে ($BZ+FB=FZ=OZ$)। তাহা হইলে এই আলোচনা হইতে আমরা বিনিয়োগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বুঝিতে পারিতেছি। সংক্ষেপে কীন্সের বক্তব্য

38. Underemployment Equilibrium.

এই যে, স্বল্পকালীন সময়ে মোট যোগান অপেক্ষকটি নির্দিষ্ট থাকে বলিয়া, সমাজে নিয়োগ প্রধানত নির্ভর করে মোট চাহিদার উপর, এবং মোট চাহিদা আবার নির্ভর করে ভোগ অপেক্ষক ও বিনিয়োগের উপর।

২. পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা
MARGINAL EFFICIENCY OF CAPITAL

কীন্‌সীয় তত্ত্বের মূল কথা এই যে, যে কোন সময়ে মোট আয়, দেশের মোট ভোগ-ব্যয় ও বিনিয়োগের উপর নির্ভর করে $(Y=C+I)$, এবং স্বল্পকালীন সময়ে ভোগব্যয় স্থির থাকে বলিয়া ও ভোগ অপেক্ষক ১-এর কম বলিয়া $\left(\frac{\Delta C}{\Delta Y}<1\right)$, আয় ও ভোগ-ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধানটি বিনিয়োগ বৃদ্ধির দ্বারাই পূরণ করিবার প্রয়োজন দেখা দেয়।

কিন্তু বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিতে হইলে যে নূতন বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়, ভোগ অপেক্ষটি অপরিবর্তিত থাকিলে, তাহা প্রধানত দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যথা, —(১) পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা, ও (২) সুদের হার।

পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা বলিলে, নূতন পুঁজিদ্রব্যের অনুমিত সম্ভাব্য মুনাফার হার[৩৯] বুঝায়। অর্থাৎ নূতন পুঁজিদ্রব্য হইতে ভবিষ্যতে যে হারে মুনাফা পাওয়া যাইবে বলিয়া বর্তমানে মনে হইতেছে তাহাই পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা। এক একক অতিরিক্ত পুঁজিদ্রব্য উৎপাদন কার্যে নিয়োগ করিলে, খরচ বাদে উহা হইতে যে হারে আয় লাভ করা যাইতে পারে বলিয়া **মনে হয়** (প্রাপ্তব্য আয়ের অনুমিত হার), তাহাকেই কীন্‌স্‌ পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা বলিয়াছেন। ইহা দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যথা,—(ক) পুঁজিদ্রব্যটির জীবনকালে (যতদিন উহা কাজে নিযুক্ত থাকিতে সক্ষম) উহা হইতে প্রাপ্তব্য আয়ের হার। কীন্‌স্‌ ইহাকে সম্ভাব্য আয়[৪০] বলিয়াছেন। (খ) পুঁজিদ্রব্যের যোগান দাম। এখানে পুঁজিদ্রব্যের যোগান দাম বলিতে পুরাতন পুঁজিদ্রব্যটির দাম বুঝায় না, উহা বদল করিতে হইলে যে নূতন পুঁজিদ্রব্য কিনিতে হইবে, তাহারই দাম বুঝায়। সুতরাং পুঁজিদ্রব্যের যোগান দাম আসলে পুরাতন পুঁজিদ্রব্যের পরিবর্তে নূতন পুঁজিদ্রব্যের প্রতিস্থাপনের খরচ[৪১] বুঝায়। **পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা হইতেছে পুঁজি-দ্রব্যের সম্ভাব্য আয় ও উহার যোগান দাম বা প্রতিস্থাপন খরচের অনুপাত।** কিংবা বলা যায় যে, যে হারে কোন পুঁজি দ্রব্যের সম্ভাব্য আয়ের বাট্টা করিলে উহা পুঁজিদ্রব্যটির বর্তমান যোগান দামের সমান হইবে, তাহাই পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা।

ধরা যাক, একটি নূতন পুঁজিদ্রব্যের (কোন যন্ত্রের) দাম হইল ১ লক্ষ টাকা এবং সুদ বাদে উহার রক্ষণাবেক্ষণ, অবচয় ও কাঁচামাল ইত্যাদি যাবতীয় খরচ বাদ দিয়া বৎসরে উহা হইতে ১০,০০০ টাকা নীট আয়[৪২] পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। এক্ষেত্রে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা জানিতে হইলে পুঁজিদ্রব্যটির অনুমিত আয় ও উহার যোগান দামের অনুপাতটি বাহির করিতে হইবে। এবং সচরাচর ইহা শতাংশ রূপেই গণ্য করা হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে,—

$$\text{পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা}=\frac{\text{সম্ভাব্য আয়}}{\text{যোগান দাম}}\times ১০০=\frac{১০,০০০}{১,০০,০০০}\times ১০০=১০\%$$

বলাবাহুল্য বাস্তব জগৎ সদাপরিবর্তনশীল হওয়ায় এত সহজে কোন ক্ষেত্রেই পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার হিসাব করা সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া পরিবর্তনশীলতার দরুন অনিশ্চয়তাব সৃষ্টি হয় এবং সকল বৎসর সম্ভাব্য আয়ও একরূপ থাকে না।

পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার তালিকা (বা রেখা)[৪৩]ঃ পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার যদি

---

39. 'Expected rate of profitability of a new capital asset.'
40. Prospective yield. 41. Replacement Cost. 42. Net return.
43. Schedule of Marginal Efficiency of Capital.

একটি তালিকা কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে বিনিয়োগের বিভিন্ন পরিমাণে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা কিরূপ হইবে, ঐ তালিকা হইতে উহা দেখা যায়। ৩·৩নং সারণীতে ইহা দেখান হইয়াছে। সারণীতে দেখা যায় যে, বিনিয়োগের পরিমাণ যতই বাড়িতেছে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা ততই কমিতেছে। ইহার কারণ দুইটি,—(১) পুঁজিদ্রব্যটির যোগান বাড়িতেছে; এবং (২) উহার উৎপাদন বাড়াইতে গিয়া প্রয়োজনীয় উপকরণগুলির চাহিদা বাড়িতেছে এবং সে কারণে উহাদের দাম, অর্থাৎ পুঁজি-দ্রব্যটির উৎপাদন খরচ বাড়িতেছে। ৩·২নং সারণীর তথ্যের ভিত্তিতে ৩·২নং রেখাচিত্রে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার তালিকার রেখাচিত্ররূপ উপস্থিত করা হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার রেখাটির ঢাল ঋণাত্মক। অর্থাৎ, বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা কমিতেছে।

৩·৩নং সারণী

বিনিয়োগ (কোটি টাকায়)		পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা
৪	...	১০%
৮	...	৫%
১০	...	৪%

৩·২নং রেখাচিত্র

পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার এই তালিকা বা রেখাকে আবার বিনিয়োগ চাহিদা তালিকা বা রেখা[৪৪]ও বলা যায়। কারণ ইহাই বিনিয়োগের জন্য পুঁজির চাহিদা নির্ধারণ করে।

পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা ও সুদের হার[৪৫]ঃ পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা ও সুদের হার এই দুইটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে নির্ধারিত হয় এবং উহারা উভয়ে মিলিয়া বিনিয়োগের পরিমাণ স্থির করিয়া দেয়। প্রথমটি পুঁজিদ্রব্যের সম্ভাব্য আয় ও উহার যোগান দামের দ্বারা নির্ধারিত হয়। দ্বিতীয়টি নির্ধারিত হয় নগদ অর্থের চাহিদা ও যোগান দ্বারা; উহা নগদ অর্থ হাতছাড়া করিবার (অর্থাৎ ঋণের) পুরস্কার। ঋণ সংগ্রহ করিয়া তবেই বিনিয়োগ করা সম্ভব। সুতরাং সুদ হইল বিনিয়োগের খরচ। পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা হইল নূতন বিনিয়োগ হইতে অনুমিত সম্ভাব্য আয়। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা সুদের হার অপেক্ষা বেশি হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। ইহার ফলে ক্রমশ পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা হ্রাস পাইতে পাইতে এক সময়ে উহা সুদের হারের সমান হইয়া পড়িবে। যদি কখনও পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা সুদের হার অপেক্ষা কম হয়, তবে বিনিয়োগের সংকোচন ঘটিবে। এইরূপে শেষ পর্যন্ত ততটাই বিনিয়োগ ঘটিবে যতটা বিনিয়োগ ঘটিলে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা ও সুদের হার পরস্পরের সমান হয়।

পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার উপর প্রভাববিস্তারকারী বিষয়সমূহ[৪৬]ঃ পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা যে সকল বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয় উহাদের স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী, দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।
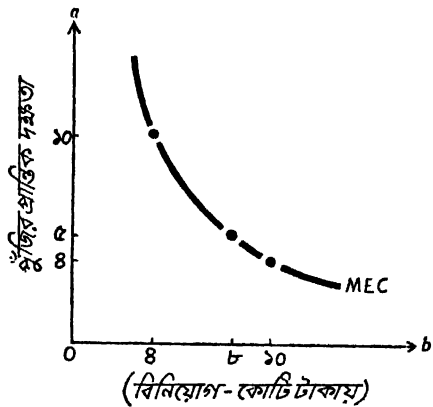
44: Investment Demand Schedule.
45. Marginal Efficiency and the Rate of Interest.
46. Factors affecting Marginal Efficiency of Capital.

স্বল্পমেয়াদী বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হইলঃ (১) **ভোগ অপেক্ষক** —ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা হইতে পুঁজিদ্রব্যের চাহিদার উৎপত্তি হয় বলিয়া স্বল্পকালীন সময়ে যদি ভোগ অপেক্ষক বাড়ে, তবে বিনিয়োগ বাড়িতে পারে, অর্থাৎ পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা বাড়িতে পারে।

(২) **দাম, খরচ ও চাহিদা**—পণ্যের দাম কমিলে বা উৎপাদন খরচ বাড়িলে কিংবা উহার চাহিদা কমিবার আশংকা থাকিলে বিনিয়োগ হইতে অনুমিত সম্ভাব্য আয় অর্থাৎ পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা কমিবে। উহার বিপরীত ঘটিলে, পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা বাড়িবে।

(৩) **আয়ের পরিবর্তন**—আকস্মিক লাভ বা লোকসান, কর ধার্য বা প্রত্যাহার ইত্যাদি কারণে ব্যবহারযোগ্য আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। এই সকল কারণে ব্যবহারযোগ্য আয় কমিলে পণ্যের চাহিদা কমিবে, ফলে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা কমিবে এবং ব্যবহার-যোগ্য আয় বাড়িলে ইহার বিপরীত হইবে।

(৪) **নগদ সম্পত্তিতে পরিবর্তন**—উদ্যোক্তাগণের হাতে নগদ সম্পত্তি[৪৭] (যাহা সহজে নগদ অর্থে পরিণত করা যায়) বেশি থাকিলে, বিনিয়োগের সুযোগ উপস্থিত হইলে তাহারা সহজে উহা গ্রহণ করিতে পারে। ইহার ফলে বিনিয়োগ বাড়ে। কিন্তু যদি তাহাদের হাতে যথেষ্ট নগদ সম্পত্তি না থাকে, কিংবা সাময়িকভাবে নগদ সম্পত্তির (নগদ অর্থ, কার্যকর পুঁজি) টানের আশংকা থাকে, তবে বিনিয়োগের সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। ফলে বিনিয়োগও বাড়িতে পারে না।

(৫) **ভবিষ্যত সম্পর্কে কারবারিগণের অনুমান**[৪৮]—পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার কীন্‌সীয় তত্ত্বে ভবিষ্যত সম্পর্কে কারবারী অনুমান এক চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার দুইটি নির্ধারকের মধ্যে একটি হইল অনুমিত সম্ভাব্য আয়। কীন্‌স্‌ বলেন যে কারবারিগণ অনুমিত সম্ভাব্য আয়ের যে হিসাব করে তাহা অংশত বর্তমান ঘটনাবলী (যাহা জানা যায়) এবং অংশত ভবিষ্যত ঘটনাবলীর (যাহা কখনই নিশ্চিতভাবে জানা যায় না) উপর নির্ভরশীল। বিনিয়োগ হইতে বর্তমানে যে হারে আয় পাওয়া যাইতেছে তাহা তাহারা জানে, এবং অনেক সময়ই এই আশায় তাহারা বিনিয়োগ করে যে বর্তমান পরিস্থিতি চলিতে থাকিবে। এইভাবে বর্তমান ঘটনাবলী তাহাদের কাছে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা অংশত নির্ধারণ করে। কিন্তু ইহাই শেষ কথা নয়। তাহারা ইহাও জানে যে ভবিষ্যতে বর্তমান অবস্থা চলিতে থাকিবে কি না তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। ভবিষ্যত সকল সময়েই অনিশ্চিত। ইহার ফলেই পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা অ-স্থির[৪৯] হইয়া পড়ে। ভবিষ্যত সম্পর্কে তাহারা কখন আশাবাদী আবার কখনও নিরাশাবাদী হইয়া পড়ে। এজন্য পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা কখনও স্থিতিশীল হয় না। তাহার ফলে, উহার হ্রাসে বিনিয়োগ কমে এবং বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ বাড়ে। এই কারণে ধনতন্ত্রী অর্থনীতিতে অর্থনীতিক কার্যকলাপের অস্থিরতার জন্য পুঁজিদ্রব্যের অনুমিত সম্ভাব্য আয়ের অস্থির চরিত্র প্রধানত দায়ী। কারবারী অনুমান বা আশাগুলিকে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী, এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। স্বল্পমেয়াদী অনুমান বর্তমান ঘটনাবলীর উপর, বর্তমান যন্ত্রপাতির দ্বারা উৎপন্নের বিক্রয়লব্ধ আয়ের উপর নির্ভরশীল। ইহারা নিকট অতীতের কার্যাবলীর লব্ধ ফল[৫০]। সেজন্য স্বল্পমেয়াদী অনুমানগুলি অধিকতর স্থির। এবং ইহারা কমবেশি স্থির বলিয়া ইহারা বিনিয়োগের হ্রাসবৃদ্ধির কারণ হইতে পারে না। অতএব, বিনিয়োগের হ্রাসবৃদ্ধির কারণ খুঁজিতে হইলে দীর্ঘমেয়াদী অনুমানগুলির মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে এই

47. Liquid assets. 48. Business Expectations. 49. Unstable.
50. 'realised results of the recent past.'

অনুমানই অত্যন্ত স্থিরতাহীন এবং সে কারণে ইহারাই পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার অস্থির চরিত্রের জন্য দায়ী।

আর এই কারণেই কীন্‌স্‌ পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল বেসরকারী পুঁজির অস্থিরতার প্রতিষেধক হিসাবে সরকারী বিনিয়োগের প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার উপর প্রভাব বিস্তারকারী দীর্ঘকালীন বিষয়গুলি হইতেছে,—(১) জনসংখ্যার পরিমাণ ও উহার বৃদ্ধির হার; (২) নূতন অঞ্চলের অর্থ-নীতিক বিকাশ ও উন্নয়ন; (৩) উৎপাদন কৌশলের উন্নতি; এবং (৪) পুঁজিদ্রব্যের যোগান।

৩. সুদের হার
THE RATE OF INTEREST

সুদ সম্পর্কে নগদপছন্দ তত্ত্ব নামে পরিচিত কীন্‌সীয় তত্ত্বটি তাঁহার নিয়োগ ও আয় সম্পর্কে সাধারণ তত্ত্বের একটি অপরিহার্য অংগ।

সুদের ক্লাসিক্যাল তত্ত্বকে অনেক সময় সুদের 'প্রকৃত' তত্ত্ব[51] বলা হয়। কারণ উহাতে বলা হইয়াছে যে সুদের হার একদিকে অপেক্ষা বা সঞ্চয়ের প্রান্তিক কষ্ট স্বীকার এবং অপর দিকে পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা, এই দুইটি 'প্রকৃত' বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়। ইহা অস্বীকার করিয়া কীন্‌স্‌ বলিলেন, সুদের সহিত কোন 'প্রকৃত' বিষয়ের সম্পর্ক নাই। উহা নিছক আর্থিক ব্যাপার, কারণ অর্থের যোগান ও চাহিদা, কেবল এই দুই আর্থিক বিষয়ের দ্বারাই সুদের হার নির্ধারিত হয়। তাঁহার এই তত্ত্বে, সুদ নির্ধারণে অর্থ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে বলিয়া, ইহাকে সুদের 'আর্থিক' তত্ত্ব[52] বলা হয়। তাঁহার সুদ তত্ত্বটি 'নগদ পছন্দ'-এর ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। নগদ পছন্দ হইল নগদ অর্থ হাতে ধরিয়া রাখিবার ইচ্ছা। ইহাই অর্থের চাহিদা। অর্থের যোগান আসে আর্থিক কর্তৃপক্ষের (যথা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক) নিকট হইতে। সুদের হার অর্থের চাহিদা বা নগদপছন্দ ও অর্থের যোগান, এই উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে। সুদ হইল নগদপছন্দ পরিত্যাগের, অর্থাৎ নগদ অর্থ হাতছাড়া করিবার পুরস্কার। নগদ পছন্দ অর্থাৎ নগদ অর্থ হাতে রাখিবার ইচ্ছা অপরিবর্তিত থাকিলে সুদের হার অর্থের যোগানের উপর নির্ভর করে। সুতরাং আর্থিক কর্তৃপক্ষের পক্ষে, অর্থের যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া, সুদের হার প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

আমরা জানি অর্থের তিনটি প্রধান ভূমিকার প্রথমটি হইতেছে বিনিময়ের মাধ্যম, দ্বিতীয়টি হইতেছে হিসাবের একক এবং তৃতীয়টি হইল সঞ্চয়ের বাহন। তাঁহার সুদ তত্ত্বে, কীন্‌স্‌ অর্থের এই তৃতীয় ভূমিকা, অর্থাৎ সঞ্চয়ের বাহনরূপে উহার কাজের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

অর্থ হইতেছে সাধারণ ক্রয়ক্ষমতা, ইহা হাতে থাকিলে যে কোন সময়ে যে কোন দ্রব্যসামগ্রী কিনিবার ক্ষমতা করায়ত্ত থাকে। সুতরাং সমাজের সকলেরই মনে নগদ অর্থ হাতে ধরিয়া রাখিবার এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা বর্তমান। ইহাই কীন্‌সের ভাষায় 'নগদ পছন্দ'। কীন্‌সের মতে, তিনটি উদ্দেশ্য হইতে মানুষের কাছে নগদ অর্থের চাহিদা বা নগদ পছন্দের জন্ম হয়।

নগদ অর্থ হাতে রাখিবার তিনটি উদ্দেশ্যঃ (১) এই তিনটি উদ্দেশ্যের প্রথমটি হইল **নগদ লেনদেনের উদ্দেশ্য**[53]। নগদ অর্থে আয় উপার্জন ও নগদ অর্থে উহা ব্যয়, এই দুইটি সর্বদা একসংগে ঘটে না। নির্দিষ্ট কাল অন্তর আমরা আর্থিক আয় লাভ করি,

51. *Real* Theory of Interest. 52. Monetary Theory of Interest.
53. Transaction motive.

কিন্তু প্রত্যহই আমাদের নানা প্রয়োজনে আর্থিক ব্যয় করিতে হয়। সুতরাং একবার আর্থিক আয় লাভের পর পুনরায় যতদিন না আবার আর্থিক আয় আমরা লাভ করিতেছি ততদিন পর্যন্ত দৈনন্দিন আর্থিক খরচ চালাইবার জন্য ব্যক্তির, গৃহস্থ পরিবারে এবং কারবারে সর্বত্রই লব্ধ আর্থিক আয়ের খানিক হাতে রাখিয়া দিতে হয়। ইহার উদ্দেশ্য হইল দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম ক্রয়, অর্থাৎ অর্থের এই চাহিদার প্রয়োজন হইতেছে বিনিময়ের জন্য। অর্থ বিনিময়ের বাহন বলিয়া নগদ লেনদেনের জন্য অর্থের এই চাহিদাকে অর্থের লেনদেনের চাহিদা[৫৪] বলা যায়। অর্থের এই লেনদেনের চাহিদা তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করেঃ (১) ইহা আয়ের স্তরের উপর নির্ভর করে; (২) ইহা কারবারী কার্যকলাপের সাধারণ স্তরের উপর নির্ভর করে; (৩) ইহা নির্ভর করে যে ভাবে আয় প্রাপ্তি ঘটে উহার উপর (অর্থাৎ দৈনিক, সাপ্তাহিক অথবা মাসিক আয় প্রাপ্তি ইত্যাদি)।

নগদ লেনদেনের জন্য অর্থের এই চাহিদা আয়ের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ, ইহা আয়-স্থিতিস্থাপক[৫৫]। ইহার সহিত আয়ের ক্রিয়াগত সম্পর্ক বর্তমান।

(২) নগদ অর্থ হাতে ধরিয়া রাখিবার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইল **আকস্মিক প্রয়োজন বা সাবধানতার উদ্দেশ্য**[৫৬]। কিন্তু শুধু নগদ লেনদেনের জন্য যে পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে রাখা প্রয়োজন, ব্যক্তি, গৃহস্থ পরিবার ও কারবারগুলি শুধু সে পরিমাণ অর্থই হাতে রাখে না, রাখিতে চায় না; উহারা তাহা হইতে আরও কিছু বেশি পরিমাণ অর্থই হাতে রাখিতে চায় ও রাখে। কারণ, অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, কর্মহীনতা, ইত্যাদি নানাবিধ আকস্মিক প্রয়োজন যে কোন সময় দেখা দিতে পারে ও সে জন্য সকলেই যতটা সম্ভব প্রস্তুত থাকিতে চেষ্টা করে। এই সকল অভাবিত প্রয়োজনে কে কতটা অতিরিক্ত অর্থ হাতে রাখিবে তাহা নির্ভর করে তাহার মানসিক ধ্যানধারণা, ভবিষ্যত সম্পর্কে তাহার মনোভাব, এবং কতটা পরিমাণে ঐ সকল বিপত্তির বিরুদ্ধে সে নিরাপত্তা চায় তাহার উপর। কারবারগুলি সম্পর্কেও একই কথা খাটে। উহারাও কতটা পরিমাণে অতিরিক্ত অর্থ হাতে রাখিবে তাহা নির্ভর করে উহাদের আত্মবিশ্বাস, ভবিষ্যত সম্পর্কে উহারা কতটা পরিমাণে আশাবাদী অথবা নিরাশাবাদী, কতটা পরিমাণে ঋণসংগ্রহের সুবিধা ও সম্ভাবনা এবং উহাদের হাতে লগ্নীপত্র ইত্যাদি অন্যান্য সম্পত্তি কতটা আছে, উহাদের নগদ অর্থে পরিণত করার সুবিধা কিরূপ, প্রভৃতি বিষয়ের উপর। নগদ অর্থ হাতে রাখিবার এই আকস্মিক প্রয়োজনবশত চাহিদাও প্রধানত আয়ের স্তর এবং কারবারী কার্যকলাপের স্তরের উপর নির্ভর করে। সুতরাং উহাও আয়-স্থিতিস্থাপক। অর্থাৎ ইহার সহিত আয়ের ক্রিয়াগত সম্পর্ক বিদ্যমান।

এবার আমরা যদি অর্থের নগদ লেনদেনের চাহিদা ও আকস্মিক প্রয়োজনবশত চাহিদার সমষ্টিকে M_1 বলি, আয় বুঝাইবার জন্য যদি Y অক্ষরটি ব্যবহার করি, এবং আয়ের সহিত উহাদের ক্রিয়াগত সম্পর্কটি বুঝাইবার জন্য যদি $f\ (Y)$ এই প্রতীক ব্যবহার করি, তবে উপরোক্ত দুইটি উদ্দেশ্যে নগদ অর্থের মোট চাহিদা হইবে,—

$$M_1 = f\ (Y)$$

M_1 হইতেছে নগদ লেনদেন ও আকস্মিক প্রয়োজনে অর্থের চাহিদা বা নগদ পছন্দ। ইহা বুঝাইবার জন্য আমরা L_1 লিখিতে পারি এবং অর্থের এই দুইটি চাহিদাই আয়ের উপর নির্ভরশীল বা আয়ের ক্রিয়াস্বরূপ। সুতরাং $M_1 = f(Y)$ লিখিবার পরিবর্তে সমীকরণটিকে আমরা এই ভাবেও লিখিতে পারি,—

$$M_1 = L_1\,(Y).$$

(৩) নগদ অর্থ হাতে ধরিয়া রাখিবার তৃতীয় উদ্দেশ্য হইল উহা দ্বারা আয় উপার্জনের উদ্দেশ্য, ইহাকে **ফট্‌কার উদ্দেশ্য**[৫৭] বলা হইয়াছে। লগ্নীপত্রের[৫৮] দামের

54. Transaction Demand for Money. 55. Income-elastic.
56. Precautionary Motive. 57. Speculative Motive. 58. Securities.

ওঠানামার সুযোগ লইয়া উহা হইতে আয় উপার্জনের উদ্দেশ্যে সকলেই অতিরিক্ত (অর্থাৎ নগদ লেনদেন এবং আকস্মিক প্রয়োজন অপেক্ষা বেশি) কিছু পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে রাখিতে চেষ্টা করে। শেয়ার বাজারে লগ্নীপত্রের দাম যখন বাড়িবার সম্ভাবনা থাকে তখন যাহাদের হাতে ফট্‌কার উদ্দেশ্যে (অর্থাৎ আয় বাবদ সুদ উপার্জনের জন্য) অতিরিক্ত অর্থ আছে তাহারা উহা ক্রয় করে। আবার যখন লগ্নীপত্রের দাম কমিবার সম্ভাবনা দেখা দেয় তখন তাহারা উহা বিক্রয় করিয়া নগদ অর্থ হাতে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করে। এই প্রকার উদ্দেশ্যে নগদ অর্থের যে চাহিদা তাহারই অর্থনীতিক গুরুত্ব অত্যধিক। কারণ এই উদ্দেশ্যে নগদ অর্থের চাহিদা স্থির আয় (সুদ) বাহী লগ্নীপত্রের দামের ওঠানামা ঘটায় এবং উহার মধ্য দিয়া সুদের হারেরও ওঠানামা ঘটায়। কারণ লগ্নীপত্রাদির বাজার দর ও সুদের হারের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক রহিয়াছে। লগ্নীপত্রের দাম বৃদ্ধির অর্থ হইতেছে সুদের হারের হ্রাস এবং লগ্নীপত্রের দাম হ্রাসের অর্থ হইল সুদের হারের বৃদ্ধি [বৎসরে ৫% সুদের হারে যে লগ্নীপত্রের দাম ১০০ টাকা, উহার বাজার দর কমিয়া ৯০ টাকা হইলে, ঐ ৯০ টাকার উপর ৫ টাকা আয় বৎসরে ৫$\frac{৫}{৯}$% সুদের হারের সমান হইল। সেরূপ উহার দাম বাড়িয়া ১১০ টাকা হইলে ১১০ টাকায় ৫ টাকা আয় ৪$\frac{৬}{১১}$% সুদের হারে পরিণত হইল]। ভবিষ্যত সুদের হারের এই অনিশ্চয়তা হইতেই ফট্‌কার উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদার উৎপত্তি হয়। লগ্নীপত্রের বর্তমান দাম কম (অর্থাৎ সুদের হার বেশি) এবং ভবিষ্যতে উহা বাড়িবে মনে করিলে সকলে তাহাদের ফট্‌কার উদ্দেশ্যে রাখা নগদ অর্থ দিয়া বর্তমান দরে লগ্নীপত্র কিনিতে চাহিবে (অর্থাৎ তখন নগদ পছন্দ কম বুঝিতে হইবে)। ইহার ফলে লগ্নীপত্রের দাম বাড়ে (এবং সুদের হার কমে)। আবার লগ্নীপত্রের বর্তমান দাম বেশি ও ভবিষ্যতে উহা কমিবে আশংকা করিলে (অর্থাৎ সুদের হার এখন কম ও পরে বাড়িবে মনে করিলে), তাহারা লগ্নীপত্র বিক্রয় করিয়া নগদ অর্থ হাতে ধরিয়া রাখিবে। ইহাতে শেষ পর্যন্ত লগ্নীপত্রের দাম কমিবে ও সুদের হার বাড়িবে। এইভাবে, ফট্‌কার উদ্দেশ্যে নগদ অর্থের চাহিদাটি **সুদের হারের উপর** নির্ভরশীল, অর্থাৎ উহা সুদ-স্থিতিস্থাপক[৫৯]। উহা সুদের ক্রিয়ার ফল। এই উদ্দেশ্যে কি পরিমাণ নগদ অর্থ মানুষ হাতে রাখিবে তাহা সুদের বর্তমান হার নহে, উহার হারের ভবিষ্যত সম্ভাব্য পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে।

সুদের ভবিষ্যত হারের অনিশ্চয়তা হইতেই ফট্‌কার উদ্দেশ্যে নগদ অর্থের চাহিদার উৎপত্তি ঘটিয়াছে; যদি অনিশ্চয়তা না থাকিত, তবে নগদ অর্থের এই প্রকার চাহিদাও ঘটিত না। ক্লাসিক্যাল সুদ তত্ত্বে যে অর্থের ফাট্‌কা চাহিদাকে মোটেই বিবেচনা করা হয় নাই উহার কারণ, ক্লাসিক্যাল তত্ত্বে অনিশ্চয়তার কোন স্থান নাই। কীন্‌সের অভিযোগ যে এই কারণেই ক্লাসিক্যাল সুদ তত্ত্ব সম্পূর্ণ অবাস্তব হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা ফট্‌কার উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদাকে যদি M_2 বলি তাহা হইলে ইহার সহিত সুদের হারের (r) ক্রিয়াগত সম্পর্কটিকে (f) এইভাবে প্রকাশ করিতে পারিঃ

অর্থাৎ, $M_2 = f\ (r)$

অথবা, $M_2 = L_2\ (r)$

(অর্থাৎ M_2 হইতেছে সুদের হারের উপর নির্ভরশীল নগদ পছন্দ।)

কীন্‌সীয় সুদ তত্ত্বে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সুদের হার এবং বিনিয়োগের লাভ-যোগ্যতার[৬০] মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়া, অর্থের ফট্‌কাজনিত চাহিদার ধারণাটি সাধারণ মূল্যস্তর ও নিয়োগের পরিমাণের বিশ্লেষণে এক গভীর উপাদান সঞ্চারিত করিয়াছে। অর্থের মোট পরিমাণ যদি অপরিবর্তিত থাকে, তবে সুদের হারে পরিবর্তন ঘটাইবার মধ্য দিয়া এই ফট্‌কা লেনদেন উৎপাদন ও নিয়োগে পরিবর্তন ঘটায়।

59. Interest-elastic. 60. Profitability.

উপরোক্ত তিনটি উদ্দেশ্যে সমাজের সকলে হাতে যে পরিমাণ অর্থ ধরিয়া রাখিতে চায়, তাহাই সমাজে অর্থের মোট চাহিদা। অর্থাৎ অর্থের মোট চাহিদা=লেনদেন ও আকস্মিক প্রয়োজনবশত চাহিদা+ফট্‌কার উদ্দেশ্যে চাহিদা=M_1+M_2।

ইহার মধ্যে M_1 বা লেনদেন ও আকস্মিক প্রয়োজনে অর্থের চাহিদা বা নগদ পছন্দ সুদের হারের পরিবর্তনে প্রভাবিত হয় না বলিয়া উহাদের দরুন যে পরিমাণ অর্থ সকলে হাতে রাখে (অর্থাৎ M_1) তাহাকে নিষ্ক্রিয় তহবিল[৬১] বলে। সুদের হারের নির্ধারণে ইহার কোন গুরুত্ব নাই। অপর পক্ষে ফট্‌কার প্রয়োজনে অর্থের চাহিদা (M_2) বা নগদ পছন্দই গুরুত্বপূর্ণ কারণ ইহা সুদ-স্থিতিস্থাপক। এজন্য ইহাকে সক্রিয় তহবিল[৬২]ও বলে।

অর্থের মোট যোগান যদি M ধরা যায়, তবে অর্থের চাহিদা ও যোগানের সমীকরণটি হইবে,—

$$M=M_1+M_2$$

$$\text{কিন্তু } M_1=L_1(Y), \text{ এবং } M_2=L_2(r)$$

$$\therefore M=L_1(Y)+L_2(r)$$

অর্থাৎ, অর্থের মোট পরিমাণ বা যোগান যদি অপরিবর্তিত থাকে, তবে সুদের হার (r) নগদ পছন্দ বা অর্থের মোট চাহিদার (M_1+M_2) দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং সুদের হার অর্থের চাহিদা ও যোগানে ভারসাম্য স্থাপন করে।

৪. গুণক
THE MULTIPLIER

আয়, উৎপন্ন ও নিয়োগের কীন্‌সীয় তত্ত্বের আরেকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অংগ হইতেছে 'গুণক'-এর ধারণাটি। কীন্‌সীয় সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণের ইহা অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। আয়প্রবাহ সৃষ্টির প্রক্রিয়া এবং বাণিজ্যচক্রের বিশ্লেষণে ইহা অপরিহার্য।

গুণকের ধারণাটি কিন্তু কীন্‌সের নিজের উদ্ভাবিত নহে। অধ্যাপক কাহ্‌ন[৬৩] ইহার উদ্ভাবক (১৯৩১)। কাহ্‌ন লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, দেশের মোট নিয়োগের উপর সরকারী বিনিয়োগের এক অনুকূল প্রতিক্রিয়া ঘটে। নিয়োগের কোন প্রাথমিক বৃদ্ধির দরুন শেষ পর্যন্ত নিয়োগের মোট পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। পথঘাট নির্মাণ ইত্যাদি লোক কর্মাত্মক কাজে[৬৪] যে 'আদি' বা 'প্রাথমিক' নিয়োগ[৬৫] ঘটে তাহার ফলে ঐ সকল কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের আয় ঘটে। ইহাতে মোট আয় বাড়ে ও তাহা আবার দেশে ভোগ্য-পণ্যের চাহিদা বাড়ায়। তখন অতিরিক্ত ভোগ্যপণ্যের চাহিদা পূরণের জন্য ভোগ্যপণ্য শিল্পে অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগের প্রয়োজন হয়। এইরূপে, বিনিয়োগের দরুন পুঁজি-দ্রব্য শিল্পে যে প্রাথমিক নিয়োগ সৃষ্টি হয় তাহা পরে ভোগ্যপণ্য শিল্পে নূতন নিয়োগ সৃষ্টি করে। ইহা 'মাধ্যমিক নিয়োগ'[৬৬]। ফলে প্রাথমিক নিয়োগ ও মাধ্যমিক নিয়োগ, এই দুয়ে মিলিয়া মোট নিয়োগের পরিমাণ সবিশেষ বৃদ্ধি পায়। নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রাথমিক নিয়োগের সৃষ্টির দরুন শেষ পর্যন্ত মোট নিয়োগ যে পরিমাণে বাড়ে, উহাদের উভয়ের ঐ বৃদ্ধির অনুপাতটিকে কাহ্‌ন নাম দিয়াছিলেন **'নিয়োগ-গুণক'**[৬৭]। অর্থাৎ প্রাথমিক নিয়োগ সৃষ্টি যদি ৩ লক্ষ এবং মোট নিয়োগ বৃদ্ধির পরিমাণ যদি ৯ লক্ষ (=প্রাথমিক নিয়োগ ৩ লক্ষ+মাধ্যমিক নিয়োগ ৬ লক্ষ) হয়, তবে নিয়োগ গুণকটি হইবে

$$=\frac{\text{মোট নিয়োগ বৃদ্ধি}}{\text{প্রাথমিক নিয়োগ বৃদ্ধি}}=\frac{\text{৯ লক্ষ}}{\text{৩ লক্ষ}}=\text{৩।}$$

61. Inactive balances. 62. Active balances. 63. R. F. Kahn.
64. Public works. 65. *Primary* employment.
66. *Secondary* employment. 67. Employment multiplier.

কাহ্নের নিকট হইতে গুণকের ধারণাটি গ্রহণ করিয়া, নিয়োগ বৃদ্ধির প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যার পরিবর্তে কীন্স্ উহাকে আয় বৃদ্ধির প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার কাজে ব্যবহার করেন। আয় তত্ত্বে গুণকের ধারণাটির এই প্রয়োগ দ্বারা কীন্স্ সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এক নব যুগের সূত্রপাত ঘটাইয়াছেন।

কীন্সের মতে, নিয়োগ নির্ভর করে কার্যকর চাহিদার উপর এবং কার্যকর চাহিদা (=Y) আবার নির্ভর করে দেশে ভোগব্যয় (=C) ও বিনিয়োগের (=I) উপর (অর্থাৎ Y=C+I)। সামগ্রিক ভোগ অপেক্ষকটি ১এর কম এবং স্বল্পকালীন সময়ে উহা মোটামুটি স্থির থাকে বলিয়া, যে আয় সৃষ্টি হয় (=মোট উৎপন্ন) তাহার সবটা ভোগব্যয়ের দ্বারা ক্রয় করা হয় না। সুতরাং সমাজে আয় ও ভোগব্যয়ের মধ্যে একটি ব্যবধান ঘটে, আয়ের তুলনায় ভোগব্যয় কম হয় (C<Y)। আয় ও ভোগব্যয়ের এই ব্যবধানটি বিনিয়োগ দ্বারা পূরণ করিতে হয় (Y—C=I)। বিনিয়োগের ফলে নূতন বা অতিরিক্ত আয়ের সৃষ্টি হইয়া আয় ও ভোগব্যয়ের ব্যবধান দূর হয়। কীন্সের বক্তব্য এই যে, বিনিয়োগের প্রাথমিক বৃদ্ধি[68] উহার অনেক গুণ পরিমাণে মোট আয় বৃদ্ধি করে। কীন্স্ বিনিয়োগের প্রাথমিক বৃদ্ধির সহিত মোট আয়ের চূড়ান্ত বৃদ্ধির সম্পর্কটির নাম দিয়াছিলেন **'বিনিয়োগ-গুণক'**[69] (কেহ কেহ ইহাকে **'আয়-গুণক'**[70]ও বলেন)।

কীন্সের বিনিয়োগ গুণকটি হইতেছে আসলে বিনিয়োগের পরিবর্তনের (বৃদ্ধি) ফলে মোট আয়ের যে পরিবর্তন (বৃদ্ধি) ঘটে, আয় ও বিনিয়োগের ঐ পরিবর্তনের (বৃদ্ধির) পরিমাণ দুইটির অনুপাত[71]। অর্থাৎ কীন্সীয় বিনিয়োগ গুণক

$$=\frac{\text{আয়ের পরিবর্তনের পরিমাণ (বৃদ্ধি)}}{\text{বিনিয়োগের পরিবর্তনের পরিমাণ (বৃদ্ধি)}}\,।$$

মোট আয়ের বৃদ্ধিকে যদি ΔY ধরা যায়, বিনিয়োগের বৃদ্ধিকে যদি ΔI ধরা যায় এবং উহাদের অনুপাতটিকে অর্থাৎ বিনিয়োগ গুণকটিকে যদি K ধরা যায়, তবে বিনিয়োগ-গুণকটি হইতেছে—

$$K=\frac{\Delta Y}{\Delta I}$$

$$\text{এবং } \Delta Y=K.\ \Delta I.$$

অর্থাৎ, সমাজে যদি ২ কোটি টাকা অতিরিক্ত বিনিয়োগ করা হয় এবং উহার ফলে জাতীয় আয় যদি ৮ কোটি টাকা বাড়ে, তবে এক্ষেত্রে বিনিয়োগ গুণকটিকে হইবে,—

$$\text{বিনিয়োগ গুণক বা } K=\frac{\text{আয় বৃদ্ধির পরিমাণ}}{\text{বিনিয়োগ বৃদ্ধির পরিমাণ}}$$

$$=\frac{\Delta Y}{\Delta I}=\frac{8}{2}=4$$

অর্থাৎ বিনিয়োগ গুণক বা K=4

যে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগ দ্বারা উহার কয়েক গুণ পরিমাণে আয় বৃদ্ধির কারণ এই যে, প্রথমে যে পরিমাণে বিনিয়োগ করা হয়, উহার দ্বারা শুধু যে উহার সমপরিমাণ নূতন আয় সৃষ্টি হয় তাহা নহে, আয় সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি সেখানেই শেষ হয় না। উহা পর পর আরও কয়েক ধাপে নূতন আয়ের জন্ম দেয়। ইহার ফলে শেষ পর্যন্ত

68. Initial increment in investment. 69. Investment multiplier.
70. Income multiplier.
71. 'The multiplier is the ratio of change income to the change in investment'—K. K. Kurihara.

ঐ বিনিয়োগ দ্বারা পরম্পরায় সৃষ্ট মোট আয়ের পরিমাণ উহার (বিনিয়োগের) কয়েক গুণ হইয়া দাঁড়ায়। প্রথমে, বিনিয়োগের ফলে পুঁজিদ্রব্য শিল্পে সমপরিমাণে আয় সৃষ্টি হয়। তাহার ফলে, পুঁজিদ্রব্য শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের নিকট ভোগ্যদ্রব্যের অতিরিক্ত চাহিদা সৃষ্টি হয় ও সেজন্য ভোগ্যদ্রব্যের উপর তাহাদের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। উহা ভোগ্যপণ্য শিল্পের আয় বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ ঘটায়। ফলে পরবর্তী ধাপে ভোগ্যপণ্য শিল্পে উৎপাদন, লোক নিয়োগ এবং নিযুক্ত ব্যক্তিগণের আয় বৃদ্ধি পায়। এই রূপে সমাজের সকল স্তরে আয়ের বৃদ্ধি ছড়াইয়া পড়ে। ঐ বর্ধিত আয় হইতে আবার তৃতীয় ধাপে সকলে ভোগ্যপণ্যের জন্য ব্যয় করে, ফলে তখন আবার নূতন আয়ের সৃষ্টি হয়। এইরূপে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগের দরুন, প্রথমে উহার সমপরিমাণ যে নূতন বা অতিরিক্ত আয়ের সৃষ্টি হয় তাহাই বারংবার ভোগব্যয়ের মধ্য দিয়া আরও নূতন আয়ের সৃষ্টি করে। ইহার ফলে শেষ পর্যন্ত বিনিয়োগ বৃদ্ধির কয়েক গুণ পরিমাণে আয় বৃদ্ধি ঘটে।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, নির্দিষ্ট অতিরিক্ত বিনিয়োগ দ্বারা যে উহার কয়েক গুণ নির্দিষ্ট অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি হয়, উহাদের দু'য়ের মধ্যে এই অনুপাতটির অর্থাৎ বিনিয়োগ গুণকটির সহিত ভোগব্যয়ের সম্পর্ক আছে। কারণ পরম্পরায় ভোগব্যয়ের মধ্য দিয়াই নির্দিষ্ট পরিমাণ অতিরিক্ত বিনিয়োগ উহার কয়েক গুণ পরিমাণে অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়।

ভোগব্যয় ভোগ অপেক্ষকের উপর নির্ভর করে (ভোগ অপেক্ষক যত বেশি হয় ভোগ-ব্যয়ও তত বেশি হয়)। সুতরাং বিনিয়োগ গুণকটিও তাহা হইলে ভোগ অপেক্ষকের উপরই নির্ভরশীল। প্রকৃত পক্ষে প্রান্তিক ভোগ অপেক্ষক দ্বারাই বিনিয়োগ গুণক নির্ধারিত হইয়া থাকে। প্রান্তিক ভোগ অপেক্ষক যত বেশি হইবে বিনিয়োগ গুণকও তত বেশি হইবে। কারণ, প্রান্তিক ভোগ অপেক্ষক যত বেশি হইবে (অর্থাৎ প্রান্তিক সঞ্চয় অপেক্ষক যত কম হইবে), ততই সকলে অতিরিক্ত আয়ের অধিকতর অংশ ভোগের জন্য ব্যয় করিবে এবং তাহার ফলে শেষ পর্যন্ত আয়ের চূড়ান্ত বৃদ্ধি আরও বেশি হইবে। সুতরাং বিনিয়োগ গুণক ও প্রান্তিক ভোগ অপেক্ষক বা উহার বিপরীত বা পরিপূরক, প্রান্তিক সঞ্চয় অপেক্ষকের সহিত বিনিয়োগ গুণকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে, বিনিয়োগ গুণকটি হইতেছে প্রান্তিক সঞ্চয় অপেক্ষকের প্রত্যক্ষ বিপরীত। আমরা জানি,—

$$\text{প্রান্তিক ভোগ অপেক্ষক} = \frac{\Delta C}{\Delta Y}.$$

$$\therefore \quad \text{প্রান্তিক সঞ্চয় অপেক্ষক} = 1 - \frac{\Delta C}{\Delta Y} = \frac{\Delta S}{\Delta Y}.$$

[অর্থাৎ 1 হইল আয় এবং $\frac{\Delta C}{\Delta Y}$ বা প্রান্তিক ভোগ অপেক্ষক হইল আয়ের একটি ভগ্নাংশ। আয় বা 1 হইতে ইহা বাদ দিলে প্রান্তিক সঞ্চয় অপেক্ষকটি জানা যাইবে।]

এখন K হইতেছে একটি পূর্ণ সংখ্যা, ইহা কখনও ভগ্নাংশ হইতে পারে না এবং ইহা প্রান্তিক সঞ্চয় অপেক্ষকের বিপরীত। অতএব K-এর অঙ্কটি জানিতে হইলে প্রান্তিক সঞ্চয় অপেক্ষকটিকে উল্টাইয়া দিতে হইবে, অর্থাৎ 1-কে উহা দিয়া ভাগ দিতে হইবে। সুতরাং,

$$K = \frac{1}{1 - \frac{\Delta C}{\Delta Y}} = \frac{1}{\frac{\Delta S}{\Delta Y}}$$

যদি ধরা যায় যে, প্রান্তিক ভোগ অপেক্ষক হইতেছে $\frac{3}{4}\left(=\frac{\Delta C}{\Delta Y}\right)$ তাহা হইলে,-

$$K=\frac{1}{1-\frac{3}{4}}=\frac{1}{\frac{1}{4}}=1\times\frac{4}{1}=4.$$

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে প্রান্তিক ভোগ অপেক্ষক যদি $\frac{3}{4}$ হয়, তবে প্রান্তিক সঞ্চয় অপেক্ষক হইবে $\frac{1}{4}$ এবং সে ক্ষেত্রে বিনিয়োগ গুণকটি হইবে 4। প্রান্তিক ভোগ অপেক্ষক যদি $\frac{7}{8}$ হয় তবে প্রান্তিক সঞ্চয় অপেক্ষক হইবে $\frac{1}{8}$ এবং বিনিয়োগ গুণকটি হইবে ৪ (আট)। অর্থাৎ প্রান্তিক ভোগ অপেক্ষক যত বেশি হয় বিনিয়োগ গুণকও তত বেশি এবং প্রান্তিক ভোগ অপেক্ষক যত কম, বিনিয়োগ গুণকও তত কম হয়।

বিনিয়োগ গুণকের সংখ্যাগত মূল্য[72] **:** বিনিয়োগ গুণকটি প্রান্তিক ভোগ অপেক্ষকের উপর নির্ভরশীল বলিয়া প্রান্তিক ভোগ অপেক্ষক অনুসারে বিনিয়োগ গুণকের সংখ্যাটি স্থির হয়। সুতরাং প্রান্তিক ভোগ অপেক্ষক যদি ০ হয়, অর্থাৎ, বিনিয়োগ দ্বারা যে অতিরিক্ত আয় প্রথম সৃষ্টি হয় তাহা হইতে যদি কিছুমাত্র ভোগব্যয় না হয় তাহা হইলে উহার সবটাই সঞ্চিত হইবে, এবং তবে উহা হইতে পুনরায় কোন আয় সৃষ্টি হইবে না। এখানে আয় একবারই সৃষ্টি হইল এবং ইহাই চূড়ান্ত। অতএব এক্ষেত্রে বিনিয়োগ এবং সৃষ্ট আয় পরস্পরের সমান বলিয়া উহাদের অনুপাত=১ হইবে। যদি প্রান্তিক ভোগ অপেক্ষক ০-এর বেশি হয় তবে বিনিয়োগ গুণকটি ১এর বেশি হইবে। ভোগ অপেক্ষক ০এর যত বেশি হইবে, বিনিয়োগ গুণকটিও তত বেশি হইবে। আর যদি ভোগ অপেক্ষক ১ এর সমান হয়, অর্থাৎ বিনিয়োগ দ্বারা প্রথমে যে আয় সৃষ্টি হইবে, যদি উহার সবটাই ভোগব্যয় হইতে থাকে, উহার কিছুমাত্র যদি সঞ্চিত না হয়, তবে এরূপ সীমাহীন অনন্তকাল ধরিয়া চলিতে থাকিবে। ফলে, এক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধির পরিমাণ হইবে অসীম এবং সে কারণে, বিনিয়োগ গুণকটিও হইবে অসীম (∞)। বাস্তবে, প্রান্তিক ভোগ অপেক্ষক ০-এর বেশি ও ১ এর কম হয় বলিয়া, বিনিয়োগ অপেক্ষকটির সংখ্যা ১ এর বেশি এবং অসীম (∞)-এর কম হইবে।

আয় সৃষ্টির প্রক্রিয়া[73] **:** যে প্রক্রিয়ায় আদি বা প্রাথমিক বিনিয়োগ হইতে পর্যায়ক্রমে আয় সৃষ্টি ঘটিতে থাকে, তাহাই গুণক বা বিনিয়োগ গুণক। ধরা যাক প্রাথমিক বিনিয়োগের পরিমাণ ১০ কোটি টাকা এবং ভোগ অপেক্ষক হইল $\frac{1}{2}$। সুতরাং এক্ষেত্রে বিনিয়োগ অপেক্ষকটি হইল ২ [কারণ বিনিয়োগ অপেক্ষক বা K

$$=\frac{1}{1-\frac{\Delta C}{\Delta Y}}=\frac{1}{1-\frac{1}{2}}=\frac{1}{\frac{1}{2}}=1\times\frac{2}{1}=2\ ]।$$

প্রথমে, প্রাথমিক বিনিয়োগ ঘটিবার পর উহা দ্বারা ১০ কোটি টাকার আয় সৃষ্টি ঘটিবে। পরে উহার $\frac{1}{2}$ (=ভোগ অপেক্ষক) ভোগব্যয় ঘটিলে উহার দরুন দ্বিতীয় পর্যায়ে আয় সৃষ্টি ঘটিবে ৫ কোটি টাকা (১০ কোটি টাকা × $\frac{1}{2}$=৫ কোটি টাকা)। এবার ঐ ৫ কোটি টাকা যাহারা আয় লাভ করিল তাহার আবার উহার $\frac{1}{2}$ ভোগব্যয় করিলে তৃতীয় পর্যায়ে ২·৫০ কোটি টাকা (৫ কোটি টাকা×$\frac{1}{2}$=২·৫০ কোটি টাকা) আয় সৃষ্টি হইবে। এবার উহার $\frac{1}{2}$ অর্থাৎ ১·২৫ কোটি টাকা ভোগব্যয় হইলে চতুর্থ পর্যায়ে ১·২৫ কোটি টাকা আয় সৃষ্টি হইবে। ইহা হইতে $\frac{1}{2}$ ভোগব্যয় হইলে পঞ্চম পর্যায়ে ০·৬২৫ কোটি টাকা আয় সৃষ্টি ঘটিবে। ইহা হইতে আবার $\frac{1}{2}$ ভোগব্যয় হইলে ষষ্ঠ পর্যায়ে ০·৩১২ কোটি টাকা আয় সৃষ্টি হইবে। ভোগ অপেক্ষক $\frac{1}{2}$ এবং

72. Numerical Value of the Multiplier.
73. Process of Income Propagation.

সেহেতু বিনিয়োগ গুণক ২ হইলে, এইরূপে, প্রাথমিক বিনিয়োগ ১০ কোটি টাকা দ্বারা,—১ম পর্যায়ে ১০ কোটি টাকা+২য় পর্যায়ে ৫ কোটি টাকা+৩য় পর্যায়ে ২·৫ কোটি টাকা+৪র্থ পর্যায়ে ১·২৫ কোটি টাকা+৫ম পর্যায়ে ০·৬২৫ কোটি টাকা+৬ষ্ঠ পর্যায়ে ০·৩১২ কোটি টাকা+.........= শেষ পর্যন্ত ২০ কোটি টাকা নূতন আয় সৃষ্টি হইবে। ইহাই গুণক প্রক্রিয়া।

প্রক্রিয়াটি ৩·৩নং রেখাচিত্র দ্বারাও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ভোগ অপেক্ষক ½ অনুসারে ঢাল সংযুক্ত ভোগব্যয় রেখা C টানা হইয়াছে। উহার সহিত বিনিয়োগযোগ করিয়া C রেখার সমান্তরাল C+I রেখা টানা হইল। উহা আয়-=ভোগ ব্যয় সমতা রেখা Y=C-কে E বিন্দুতে ছেদ করিয়া ভারসাম্য আয় OY নির্দিষ্ট করিয়া দিল। এবার নির্দিষ্ট পরিমাণ অতিরিক্ত বিনিয়োগ (AB) করা হইল। ফলে C+I রেখার সমান্তরাল করিয়া উহার উপরে C+I+I′ রেখা টানা হইল। ইহা Y=C রেখাকে E_1 বিন্দুতে ছেদ করিয়া OY_1 ভারসাম্য আয় নির্ধারণ করিল। অর্থাৎ, AB=I′ পরিমাণ বিনিয়োগ বৃদ্ধির দরুন YY_1 ($=OY_1-OY$) পরিমাণ আয় বৃদ্ধি ঘটিল।* লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, আয়বৃদ্ধির পরিমাণটি ($=YY_1$) হইতেছে বিনিয়োগ বৃদ্ধির পরিমাণের (=AB=I′) দ্বিগুণ। অর্থাৎ, ভোগ অপেক্ষক ½ হওয়ায় বিনিয়োগ গুণক হইয়াছে ২।
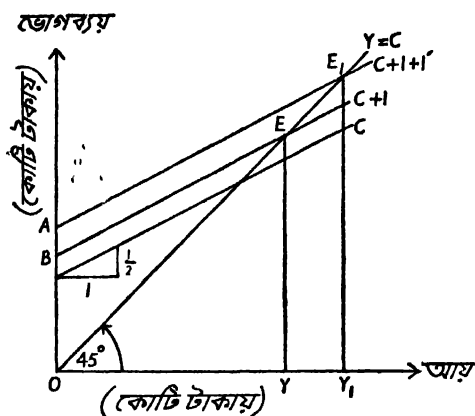
৩·৩নং রেখাচিত্র

প্রসঙ্গত ইহা লক্ষণীয় যে,—(১) **গুণক প্রক্রিয়ায় যে আয় বৃদ্ধির কথা কীন্‌স্ বলিয়াছেন, উহা হইল প্রকৃত আয়,** আর্থিক আয় নহে।

(২) গুণকটি যেমন বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে আয় বৃদ্ধি করায়, তেমনি বিনিয়োগ কমিলে উহার বিপরীতমুখী ক্রিয়ার[74] ফলে আয় হ্রাস পায়। সুতরাং বিনিয়োগ গুণকের ক্রিয়া দুই প্রকারই হইতে পারে,—অগ্রগামী (বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে আয় বৃদ্ধি) এবং পশ্চাৎ-গামী (বিনিয়োগ হ্রাসে আয় হ্রাস)। বিনিয়োগ গুণক যদি ২ হয় এবং বিনিয়োগ হ্রাসের পরিমাণ যদি ১০ কোটি টাকা হয়, তবে উহার দরুন মোট আয় ২০ কোটি টাকা কমিবে।

(৩) কীন্‌সের বিনিয়োগ গুণকটি একটি **সময়-রহিত[75] তাৎক্ষণিক[76] গুণক।** অর্থাৎ আদি বিনিয়োগ ও আয়ের চূড়ান্ত বৃদ্ধির মধ্যে কোন সময়ের ব্যবধান নাই, বিনিয়োগ ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন আয় বৃদ্ধি ঘটে এরূপ ভাবে কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু কীন্‌সীয় গুণক তত্ত্বটিতে আবার সময়ের ব্যবধান কল্পিত হইয়াছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কীন্‌সীয় চিন্তায় কিছুটা অসঙ্গতি রহিয়াছে।

(৪) **গুণকতত্ত্বে ভোগের উপর বিনিয়োগের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে।** ইহাতে বিনিয়োগের উপর ভোগের প্রভাব বিবেচিত হয় নাই।

74. Reverse operation of the multiplier. 75. Time-less.
76. Instanteneous.

(৫) বিনিয়োগের ফলে প্রথম যে আয় সৃষ্টি হয় উহার সবটাই যদি ব্যয় হইত তবে বারংবার অনন্তকাল ধরিয়া সমপরিমাণ আয় সৃষ্টি ঘটিতে থাকিত। কিন্তু বাস্তবে তাহা ঘটে না। ইহার কারণ, প্রাপ্ত আয়ের সমস্তটা ব্যয় হয় না, ব্যয় হয় উহার একটি অংশ মাত্র। এজন্য আয়প্রবাহের তুলনায়, উহা হইতে উৎপন্ন ব্যয়প্রবাহ সর্বদাই শীর্ণকায় হইয়া থাকে। আয়প্রবাহের তুলনায় ব্যয়প্রবাহের শীর্ণকায় হইবার কারণ হইতেছে এক কথায়, আয়প্রবাহের ক্ষয় বা ক্ষরণ[77]। যে সকল কারণে ক্ষয় বা ক্ষরণের দরুন, আয়প্রবাহের সমস্তটা ব্যয়প্রবাহে রূপান্তরিত হইতে পারে না তাহা হইতেছে,—(১) সঞ্চয়, ঋণ পরিশোধ, নগদপছন্দের দরুন নগদ অলস তহবিল হাতে ধরিয়া রাখা[78], পুরাতন লগ্নীপত্রে অর্থ লগ্নী করা ইত্যাদি। এই সকল কারণে আয়ের একটি অংশ চলিয়া যায়, ক্ষয় পায়। ইহা ছাড়া, মুদ্রাস্ফীতির দরুন মূল্যস্তর বৃদ্ধির ফলে, বিশেষত, পূর্ণ নিয়োগের স্তরে, উহা ঘটিলে ভোগব্যয়েরও একাংশ বর্ধিত মূল্যের দ্বারা নিঃশেষিত হয়, তাহার ফলে যে পরিমাণে আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি ঘটে সে পরিমাণে প্রকৃত আয় বাড়ে না। দেশের মোট রপ্তানির তুলনায় যদি আমদানি বেশি হয়, তাহা হইলেও, উহার দাম দিতে গিয়া দেশবাসীর যে ব্যয় হয় তাহা রপ্তানিকারী দেশের আয় বৃদ্ধি করে, স্বদেশের আয়প্রবাহ তাহাতে বাড়ে না। দেশের ব্যয়প্রবাহের একটি অংশ বিদেশে চলিয়া যায় ও দেশীয় পণ্যসামগ্রীর উপর ব্যয়প্রবাহ সংকুচিত হয়। ফলে দেশীয় আয়প্রবাহও শীর্ণতর হয়।

এই সকল কারণে, আয়প্রবাহ ক্ষয় পায় বলিয়া, উহা হইতে উদ্ভূত ব্যয়প্রবাহ প্রতি পর্যায়ে শীর্ণতর হইতে থাকে। ইহার ফলে, প্রতি পর্যায়ে আয়প্রবাহও ক্রমে শীর্ণতর হইয়া একসময়ে উহা নিঃশেষিত হয়। বিনিয়োগ গুণকের ক্রিয়া তখন ক্ষান্ত হয়। বাস্তবে, প্রতি পর্যায়ে আয়-ব্যয় প্রবাহ শীর্ণতর হইতে থাকায় বিনিয়োগ গুণকের যথার্থ সংখ্যাগত মূল্যটি হিসাব করা দুরূহ হইয়া পড়ে এবং গুণকের ক্রিয়া শক্তি ক্রমশ দুর্বল হইতে থাকে, গুণকও হ্রাস পাইতে থাকে। এজন্য, আয় প্রবাহের এই সকল ক্ষরণ যতটা পরিমাণে বন্ধ করা সম্ভব হইবে, আদি বিনিয়োগের গুণক ক্রিয়া ততই বেশি হইবে।

(৬) বিনিয়োগ গুণকটি মূলত ভোগ অপেক্ষকের দ্বারা নির্ধারিত হইলেও, বাস্তবে উহার কার্যকারিতা নিম্নোক্ত অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে,—(ক) দেশের মধ্যে ভোগ্যদ্রব্যের যোগানে টান[79] থাকিলে ভোগকারীরা ইচ্ছামত ভোগ্যদ্রব্যের জন্য ব্যয় করিতে পারে না বলিয়া তখন ভোগ অপেক্ষকটি কমে এবং সেহেতু গুণকও হ্রাস পায়; (খ) নবসৃষ্ট আয়, ব্যয় প্রবাহে পরিণত হইয়া পুনরায় নূতন আয় সৃষ্টি করিতে যে সময় নেয় উহাকে **'কালগত ব্যবধান'**[80] বলে। এই কালগত ব্যবধান যত বেশি হইবে, ততই আয়-ব্যয়ের পুনরাবৃত্তি কম হইবে এবং সেহেতু গুণকের সংখ্যাগত মূল্যও কম হইবে। আর কালগত ব্যবধান যত অল্প হইবে গুণকও তত বেশি হইবে। (গ) একবারমাত্র বিনিয়োগ বাড়াইলে, গুণক ক্রিয়ার দরুন উহা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আয় বৃদ্ধি ঘটাইবে। কিন্তু তাহার পর আর নূতন বিনিয়োগ না ঘটিলে, তখন ঐ বর্দ্ধিত স্তর হইতে আয় ক্রমে হ্রাস পাইয়া পুনরায় পুরাতন নিম্নতর স্তরে ফিরিয়া আসিবে। সুতরাং আয় উচ্চতর স্তরে তুলিতে হইলে এবং উহাকে তথায় স্থির রাখিতে হইলে নির্দিষ্ট কাল অন্তর ক্রমাগত বিনিয়োগ করিবার প্রয়োজন হয়। (ঘ) পূর্ণ নিয়োগের স্তরে না পৌঁছান পর্যন্ত গুণক ক্রিয়ার ফলে দেশের নিয়োগ, উৎপন্ন ও আয় ক্রমাগত বাড়িবে। কিন্তু পূর্ণ নিয়োগের স্তরে পৌঁছাইবার পর আর গুণকের ক্রিয়া কার্যকর থাকে না এবং সকল উপকরণ উৎপাদনে নিযুক্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া তখন আর নিয়োগ, উৎপন্ন ও আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না।

77. Leakages. 78. Hoarding. 79. Snortage of consumer goods.
80. Time lag.

ত্বরণ নীতি বা ত্বরণতত্ত্ব

THE ACCELERATION PRINCIPLE OR THE ACCELERATION THEORY

ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা হইতে পুঁজিদ্রব্যের চাহিদা জন্মায়। এজন্য পুঁজিদ্রব্যের চাহিদাকে উদ্ভূত চাহিদা[৮১] বলে। সুতরাং ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদার হ্রাস বৃদ্ধিতে পুঁজিদ্রব্যের চাহিদারও হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। এই সত্যের উপর ত্বরণ নীতি বা ত্বরণ তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত। সংক্ষেপে তত্ত্বটির বক্তব্য এই যে, যদি ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়ে তবে উহাদের উৎপাদনের উপাদানগুলিরও যথা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি, পুঁজিদ্রব্যের চাহিদা বাড়িবে; কিন্তু উৎপাদিত পণ্যের অর্থাৎ ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা যে হারে বাড়িবে, পুঁজিদ্রব্যের চাহিদা উহা অপেক্ষা অধিকতর হারে বাড়িবে। অর্থাৎ, ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বা ভোগব্যয় যে হারে পরিবর্তিত হয়, পুঁজিদ্রব্যের চাহিদা বা বিনিয়োগ (ব্যয়) পরিবর্তনের হার উহা অপেক্ষা বেশি হইয়া থাকে। সুতরাং ত্বরণ তত্ত্বটি ভোগব্যয় ও বিনিয়োগের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নির্দেশ করিতেছে। ভোগব্যয়ের উপর যেমন বিনিয়োগের প্রভাব পড়ে (বিনিয়োগ গুণক প্রতিক্রিয়া), তেমনি বিনিয়োগের উপরও ভোগব্যয়ের প্রভাব পড়ে। ভোগব্যয় ও বিনিয়োগের মধ্যে এই ক্রিয়াগত সম্পর্কটিই ত্বরণ তত্ত্বের বিষয়বস্তু। ভোগব্যয়ের বৃদ্ধির ফলে বিনিয়োগের যে বৃদ্ধি ঘটে তাহা ঐ ভোগব্যয়ের দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছে বলিয়া উহাকে **'প্রণোদিত বিনিয়োগ'**[৮২] বলে। ভোগব্যয়ের পরিবর্তনের দরুন বিনিয়োগের যে পরিবর্তন ঘটে, উহাদের ঐ পরিবর্তনের হার দুইটির আনুপাতিক সম্পর্ককে (অর্থাৎ অনুপাত) বলা হয় ত্বরণ সহগ[৮৩]। অর্থাৎ, ৫ কোটি টাকা ভোগব্যয় বৃদ্ধির দরুন যদি বিনিয়োগ ২০ কোটি টাকা বাড়ে ('প্রণোদিত বিনিয়োগ') তবে,

$$\text{ত্বরণ সহগ} = \frac{\text{বিনিয়োগ বৃদ্ধির পরিমাণ বা প্রণোদিত বিনিয়োগ}}{\text{ভোগব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ}}$$

$$= \frac{২০}{৫} = ৪ \text{ ।}$$

ত্বরণ সহগ যদি ৪ হয় বুঝিতে হইবে যে, ভোগব্যয় যে হারে বাড়িবে, উহার ফলে, উহার দ্বারা প্রণোদিত বিনিয়োগ ঘটিবে উহার ৪ গুণ। ত্বরণ সহগ যদি ২ হয় তবে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভোগব্যয় বৃদ্ধির ফলে প্রণোদিত বিনিয়োগ ঘটিবে উহার ২ গুণ।

অতএব ত্বরণ সহগটি হইল ভোগব্যয়ের পরিবর্তন ও প্রণোদিত বিনিয়োগের অনুপাত। এবং ত্বরণ সহগ বা ত্বরকটি[৮৪] দ্বারা বিনিয়োগের স্তর[৮৫] ভোগব্যয়ের পরিবর্তনের হারের ক্রিয়ার ফলে পরিণত হয়।

ত্বরণ সহগ বা ত্বরক অর্থাৎ ভোগব্যয় বৃদ্ধির হার ও প্রণোদিত বিনিয়োগের অনুপাতটি কারিগরি বা প্রয়োগবিদ্যা সংক্রান্ত বিষয়সমূহের[৮৬] উপর নির্ভর করে। এক কথায় উহা প্রধানত নির্ভর করে পুঁজিদ্রব্যাদির (যন্ত্রপাতির) স্থায়িত্ব বা কার্যকালের[৮৭] উপর।

যদি ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় পুঁজিদ্রব্যের পরিমাণ কম হয় তবে ত্বরণ সহগটি ১এর কম হইবে; যদি ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে অধিক পরিমাণে পুঁজি লাগে তবে উহা ১এর বেশি হওয়াই সম্ভব। যদি পুঁজিদ্রব্যের অলস বা অব্যবহৃত উৎপাদনক্ষমতা থাকে, যদি যন্ত্রপাতির বর্তমান পরিমাণ প্রয়োজন অপেক্ষা বেশি থাকে, যদি চাহিদার বর্তমান বৃদ্ধি নিতান্ত সাময়িক হয় কিংবা যদি অর্থনীতি ক্ষেত্রের বহির্ভূত কোন[৮৮] কারণে

81. Derived Demand. 82. Induced investment.
83. Acceleration Co-efficient. 84. The accelerator.
85. Level of investment. 86. Technological Factors.
87. Durability of Capital goods. 88. Exagenous Factors.

পুঁজিদ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি হইয়া থাকে (যথা, সমাজকল্যাণ কিংবা রাজনৈতিক কারণ ইত্যাদি), তাহা হইলে ত্বরণ সহগটি শূন্য (০) না হইলেও ১ অপেক্ষা অনেক কম হইবে।

ত্বরণ নীতির কার্যধারা[৮৯]ঃ একটি সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা ত্বরণ নীতির ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ধরা যাক সমাজে ১০০ একক ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা রহিয়াছে এবং ১০ একক পুঁজিদ্রব্য দ্বারা উহা উৎপন্ন করা যায়। সুতরাং সমাজে ভোগ্যদ্রব্যের যোগান অক্ষুন্ন রাখিতে ১০ একক পুঁজির প্রয়োজন। আরও ধরা যাক যে, উহাদের স্থায়িত্ব ১০ বৎসর, সুতরাং প্রতি বৎসর ১ একক করিয়া পুরাতন পুঁজিদ্রব্যের স্থলে নূতন পুঁজিদ্রব্য প্রতিস্থাপন[৯০] করিতে হয়। এবং ধরা যাক যে ত্বরণ সহগটি হইল ১; অর্থাৎ ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন ১০ শতাংশ বাড়াইতে হইলে, পুঁজিদ্রব্যের স্বাভাবিক বাৎসরিক প্রতিস্থাপন বাদে, ১০ শতাংশ অতিরিক্ত পুঁজিদ্রব্য (প্রণোদিত বিনিয়োগ) লাগে। অর্থাৎ প্রতি বৎসর প্রতিস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ১ একক পুঁজিদ্রব্য ছাড়াও আরও ১ একক অতিরিক্ত পুঁজিদ্রব্য (মোট ২ একক) লাগিবে। আমরা ইহাও ধরিয়া লইতেছি যে,—(১) প্রথম ১০০ একক ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা ছিল। (২) দ্বিতীয় বৎসর ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা ১০ শতাংশ বাড়িল। (৩) তৃতীয় বৎসরে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা দ্বিতীয় বৎসর যাহা ছিল, সে স্তরেই রহিল। বিনিয়োগের উপর ইহার ফলাফলটি ৩·৪নং সারণীতে দেখান হইল।

৩·৪নং সারণী

কাল পর্যায়	ভোগ-পরিবর্তন	পুঁজিদ্রব্য	মোট বিনিয়োগ			শতাংশ হিসাবে মোট বিনিয়োগের পরিবর্তন
			প্রতিস্থাপন	অতিরিক্ত	মোট পরিমাণ	
১	১০০ একক	১০ একক	১ একক	০	১ একক	—
২	১১০ ,,	১১ ,,	১ ,,	১ একক	২ ,,	+১০০%
৩	১১০ ,,	১১ ,,	১ ,,	০	১ ,,	− ৫০%

৩·৪নং সারণী হইতে দেখা যাইতেছে যে, প্রথম বৎসর শুধু প্রতিস্থাপনের জন্য ১ একক বিনিয়োগ হইয়াছিল। ২য় বৎসরে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা ১০ শতাংশ বাড়িয়া ১০০ একক হইতে ১১০ এককে পরিণত হওয়ায়, ১০ শতাংশ অতিরিক্ত বিনিয়োগের প্রয়োজন হইল এবং ইহার ফলে, প্রতিস্থাপনের জন্য ১ একক ছাড়াও, ১০ একক পুঁজিদ্রব্যের পরিবর্তে ১১ একক পুঁজিদ্রব্য উৎপাদনের অর্থাৎ বিনিয়োগের প্রয়োজন হইল। ইহাতে ২য় বৎসরে ২ একক মোট বিনিয়োগ ঘটিল। সুতরাং প্রথম বৎসরের তুলনায় ২য় বৎসরে মোট বিনিয়োগ ১০০ শতাংশ বাড়িল (দ্বিগুণ হইল)। ৩য় বৎসরে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা ১১০ এককই রহিল, বাড়িলও না কিংবা কমিলও না। সুতরাং ঐ বৎসর ঐ পরিমাণ ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনক্ষম ১১ একক পুঁজিদ্রব্য বিদ্যমান আছে বলিয়া, শুধু প্রতিস্থাপনের জন্য ১ একক পুঁজিদ্রব্য ছাড়া আর বিনিয়োগের প্রয়োজন হইল না। ইহাতে ৩য় বৎসরে মোট বিনিয়োগ ঘটিল মাত্র ১ একক। ইহা ২য় বৎসরের তুলনায় ৫০% কম। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ভোগ্যদ্রব্যের উপর মোট ব্যয়ের সামান্য পরিবর্তনে পুঁজিদ্রব্য শিল্পে বা বিনিয়োগে বিপুল পরিবর্তন হয়, এবং এমন কি যদি ভোগব্যয় অপরিবর্তিতও থাকে তাহা হইলেও বিনিয়োগের পরিবর্তন অর্থাৎ, হ্রাস ঘটিতে পারে। শুধু তাহাই নহে, পুঁজিদ্রব্য যত দীর্ঘস্থায়ী হয়, ত্বরণ সহগটিও তত বেশি হয়, ফলে ত্বরণক্রিয়াও তত বেশি হয়।

ত্বরণ তত্ত্বের গুরুত্বঃ ত্বরণ তত্ত্বটির সাহায্যে আয় সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি আরও ভাল

89. Operation of the Acceleration Principle. 90. Replacement.

করিয়া অনুধাবন করা সম্ভব হইয়াছে। গুণকের ধারণাটি যেমন দেখায় যে, বিনিয়োগ ভোগব্যয় বৃদ্ধির মধ্য দিয়া আয় বৃদ্ধি ঘটায় তেমনি ভোগব্যয় বৃদ্ধিও যে আবার বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রণোদিত করে, এবং ঐ প্রণোদিত বিনিয়োগ আবার নূতন আয় সৃষ্টি করে ও এমনি করিয়া ত্বরণক্রিয়ার ফলে আয় সৃষ্টির সমগ্র প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত হইয়া থাকে তাহা আমরা ত্বরণ তত্ত্ব হইতে জানিতে পারি। তাহা ছাড়া, ভোগব্যয়ের সামান্য পরিবর্তনে কেন যে পুঁজিদ্রব্য শিল্পে বিপুল পরিবর্তন ঘটে তাহাও আমরা ত্বরণতত্ত্ব হইতে বুঝিতে পারি। এজন্য ত্বরণ তত্ত্বটি সামগ্রিক ভাবে আয় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এবং বিশেষত বাণিজ্য-চক্রের অস্থিরতার কারণগুলির বিশ্লেষণে একটি অপরিহার্য হাতিয়ারে পরিণত হইয়াছে।

ত্বরণ তত্ত্বটি কীন্‌সের উদ্ভাবিত নহে। ইহার উদ্ভাবনের পশ্চাতে যে সকল অর্থ-বিজ্ঞানীর অবদান আছে তাঁহাদের মধ্যে ক্লার্ক, কুজনেটস, পিগু, হানসেন, হ্যারড, রবার্টসন ও স্যামুয়েলসনের নাম উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে, গুণকের ধারণা এবং ত্বরণতত্ত্ব, এই দুইয়ের সমন্বয়ে নিয়োগ, উৎপন্ন ও আয় নির্ধারণ সম্পর্কে এমন একটি সম্পূর্ণ, অখণ্ড ও সন্তোষজনক তত্ত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহার সকল না হইলেও অধিকাংশ কৃতিত্বই কীন্‌সের প্রাপ্য।

গুণক ও ত্বরকের পার্থক্য: গুণক ও ত্বরক বা ত্বরণতত্ত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করিবার জন্য উহাদের পার্থক্য কি তাহা মনে রাখা প্রয়োজন। গুণক ও ত্বরকের প্রথম পার্থক্য এই যে, গুণক আমাদের নিয়োগ ও আয়ের উপর বিনিয়োগের পরিবর্তনের প্রতি-ক্রিয়া দেখাইয়া দেয় আর ত্বরক আমাদের বিনিয়োগের উপর ভোগব্যয়ের পরিবর্তনের প্রতি-ক্রিয়া দেখায়। দ্বিতীয়ত, গুণক নির্ভর করে ভোগ অপেক্ষকের উপর এবং উহা একটি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়। কিন্তু ত্বরক বা ত্বরণ সহগ নির্ভর করে পুঁজিদ্রব্যের জীবনকালের উপর; উহা একটি কারিগরি বা প্রয়োগবিদ্যাসংক্রান্ত বিষয়। কিন্তু উভয়েই আধুনিক নিয়োগ, উৎপন্ন ও আয় তত্ত্বের দুইটি অপরিহার্য অঙ্গ।

আধুনিক অর্থবিজ্ঞানিগণ, বিশেষত হিক্‌স্, দেখাইয়াছেন কি ভাবে গুণক ও ত্বরক পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দ্বারা, স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ* দ্বারা সৃষ্ট প্রাথমিক আয় হইতে উত্তরোত্তর আয় ও প্রণোদিত বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়া জাতীয় আয়কে উচ্চতর স্তরে লইয়া যায়। এবিষয়ে ৫ম অধ্যায়ে হিক্‌সীয় বাণিজ্যচক্র তত্ত্বের বিশদ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

নিয়োগ ও আয় তত্ত্বের অপরিহার্য হাতিয়ারগুলির আলোচনার শেষে আমরা এবার সংক্ষেপে কীন্‌সীয় সাধারণ তত্ত্বটির আলোচনা করিব।

নিয়োগ ও আয় সম্পর্কে কীন্‌সীয় সাধারণতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
KEYNESIAN THEORY IN A NUT-SHELL

আমরা এখন সংক্ষেপে, অধ্যাপক স্যামুয়েলসন ও তাঁহার শিষ্য ডঃ ক্লাইন[৯১] প্রদত্ত রেখাচিত্রগুলির সাহায্যে কীন্‌সীয় সাধারণ তত্ত্বটির একটি সরল ছক বা মডেলের আলোচনা ও ব্যাখ্যা অনুধাবন করিতে চেষ্টা করিব।

(কীনসীয় সাধারণতত্ত্ব দুইটি মৌলিক সমীকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত। উহাদের একটি হইল $Y=C+I$, ইহাতে বলা হইয়াছে যে, সমাজের মোট উৎপন্ন (o)[৯২] বা আয় (Y) [অর্থাৎ মোট উৎপন্ন বা $O=$মোট আয় বা Y] হইল উৎপন্ন ভোগ্যদ্রব্য সমষ্টির মূল্য (C) এবং পুঁজিদ্রব্য বা বিনিয়োগ দ্রব্য সমষ্টির মূল্যের (I) যোগফল $(C+I)$। অপর সমীকরণটি হইল $S=Y-C$, অর্থাৎ সমাজের মোট আয় (Y) হইতে উহার যে অংশ ভোগব্যয় হয় তাহা (C) বাদ দিলে $(Y-C)$, যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহারই নাম

* Autonomous investment.
91. Dr. Lawrence R. Klein. 92. Output.

সঞ্চয় (S)। এখন, যদি $Y=C+I$ হয়, তবে $Y-C=I$ হইবে। তাহা হইলে, যদি $Y-C=I$ হয় এবং কীন্‌সের দ্বিতীয় মৌলিক সমীকরণ হইল $Y-C=S$, অতএব S (সঞ্চয়) = I (বিনিয়োগ) হইবে।[৯৩]

কীনসীয় সাধারণ তত্ত্বে বলা হইয়াছে যে, দেশের মোট নিয়োগ, আয় (Y) এবং উৎপন্ন (বা উৎপাদনের পরিমাণ) নির্ভর করে কার্যকর চাহিদার উপর; এবং কার্যকর চাহিদা নির্ভর করে সমাজের মোট ভোগব্যয় (C) ও বিনিয়োগের (I) উপর। তাঁহার মতে সমাজের মোট বিনিয়োগ[৯৪] সর্বদাই সমাজের মোট সঞ্চয়ের[৯৫] সমান হয় এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগের এই সমতা ছাড়া জাতীয় আয়ের কোন স্তরই[৯৬] বজায় রাখা যায় না। কীন্‌সের মতে, ভোগব্যয়ের মত সঞ্চয়ও চলতি আয়ের[৯৭] উপর নির্ভর করে। সুতরাং ভোগব্যয়ের মত সঞ্চয়ও আয়ের একটি ক্রিয়া বা অপেক্ষক [$S=f(Y)$]। অতএব আয়ের বিভিন্ন স্তরে সঞ্চয়ের পরিমাণও বিভিন্ন হইয়া থাকে [৩·৪নং রেখাচিত্রে সঞ্চয় রেখা $SS'=f(Y)$ দ্বারা ইহাই বুঝান হইয়াছে।]

কীন্‌সীয় তত্ত্বের মূল বক্তব্য এই যে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কিংবা বিকল্পভাবে, ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ দ্বারা সমাজের আয় নির্ধারিত হয়। সঞ্চয় বলিতে আয়ের বিভিন্ন স্তরে বা মাত্রায় সমাজের সকলে মিলিয়া মোট যে পরিমাণ সঞ্চয়ে ইচ্ছুক তাহা বুঝায়। ইহাকে বলা হইয়াছে 'ঈপ্সিত সঞ্চয়'[৯৮] বা সঞ্চয়ের বিভিন্ন সম্ভাব্য পরিমাণ[৯৯]। আয় যখন অত্যন্ত অল্প তখন সঞ্চয়ের পরিবর্তে ঋণ হইতে পারে, অর্থাৎ সঞ্চয় তখন ঋণাত্মক হইতে পারে; আয় আরও বাড়িলে আয়-ভোগব্যয় সমান হইয়া সঞ্চয় শূন্য হইতে পারে; আয় আরও বাড়িলে সঞ্চয় ধনাত্মক হইবে এবং তখন আয় যতই আরও বাড়িবে, সঞ্চয়ও ততই বাড়িবে। এজন্য সঞ্চয় অর্থাৎ ঈপ্সিত সঞ্চয় রেখাটি ভূমিতল রেখার নিচ হইতে আরম্ভ হয় ও পরে উহা ভূমিতল রেখা ছেদ করিয়া দক্ষিণে ঊর্ধ্বগামী হয়। ৩·৪নং রেখাচিত্রে SS' রেখাটি এই ঈপ্সিত সঞ্চয় রেখারই চিত্ররূপ মাত্র। প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে, কীনসীয় তত্ত্বে সঞ্চয়কে আয়ের অপেক্ষক বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে এবং সুদের হারের হ্রাসবৃদ্ধির কোন প্রতিক্রিয়া ইহার উপর ঘটিতেছে না, অর্থাৎ এই ঈপ্সিত সঞ্চয় সুদ-স্থিতিস্থাপক[১০০] নয় বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে সঞ্চয়কে শুধুই আয়ের স্তরের উপর নির্ভরশীল একটি নিষ্ক্রিয় উপাদানরূপে বিবেচনা করা হইয়াছে। কিন্তু বিনিয়োগ নির্ভর করে গতীয় অর্থনীতিক বিকাশের স্বয়ংক্রিয় শক্তিসমূহের উপর। সুতরাং এক কথায় বিনিয়োগ হইল সক্রিয়[১০১]।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ দ্বারা কিরূপে আয় নির্ধারিত হয়
HOW SAVINGS AND INVESTMENT DETERMINE INCOME

১. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ রেখার ছেদ বিন্দুতে আয়-নির্ধারণ: ৩·৪নং রেখাচিত্রে SS' রেখা হইল ঈপ্সিত সঞ্চয় রেখা এবং II রেখা হইল স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ রেখা। আয়ের বিভিন্ন মাত্রায় ইহার পরিমাণ অপরিবর্তিত রহিয়াছে বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে এবং এজন্য বিনিয়োগ রেখাটি ভূমিতল রেখা OY-এর সমান্তরাল করিয়া আঁকা হইয়াছে। E বিন্দুতে SS' রেখা ও II রেখা পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে। ছেদবিন্দু E অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আয়ের স্তর বা মাত্রা হইল OY°। ইহা ভারসাম্য আয়ের স্তর, কারণ E বিন্দু অনুসারে ইহা নির্ধারিত হইয়াছে এবং E বিন্দুতে ঈপ্সিত সঞ্চয় ও

93. $Y=C+I$ (1) $\therefore Y-C=I$.
& $S=Y-C$ (2) $\therefore S=I$.
94. Aggregate Investment. 95. Aggregate Savings.
96. Level of National Income. 97. Current Income.
98. Intended savings.
99. Savings in the schedule sense or saving schedule.
100. Interest-inelastic. 101. Active Investment.

বিনিয়োগ পরস্পরের সমান (S=I)। ঈপ্সিত সঞ্চয় রেখা SS′, স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ রেখা II ও উহাদের ছেদবিন্দু অনুসারে ভারসাম্য আয়ের স্তর OY°। ইহার আরও কারণ এই যে, এই পরিস্থিতিতে, OY° অপেক্ষা কম বা বেশি অন্য কোন আয়ের স্তরই স্থিতিলাভ করিবে না। OY° অপেক্ষা স্বল্পতর যে কোন আয়ের স্তরে বিনিয়োগ রেখা সঞ্চয় রেখার উপরে রহিয়াছে বলিয়া (I>S), তখন যে পরিমাণে সঞ্চয় ঘটিবে তাহার তুলনায় বিনিয়োগ ব্যয় বেশি হইবে। ইহার ফলে সমাজে যে পরিমাণ উৎপন্ন সামগ্রী রহিয়াছে উহার উপর মোট ব্যয় (=ভোগব্যয়+বিনিয়োগ) অধিক হওয়ায় দ্রব্যসামগ্রী যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি হইবে ও সে কারণে দাম বাড়িবে এবং কারবারসমূহের মুনাফা বাড়িবে। ইহাতে আবার সকল কারবারে সম্প্রসারণের চেষ্টা চলিবে। ইহাতে উৎপাদন, আয় ও নিয়োগ বৃদ্ধি ঘটিতে থাকিবে।
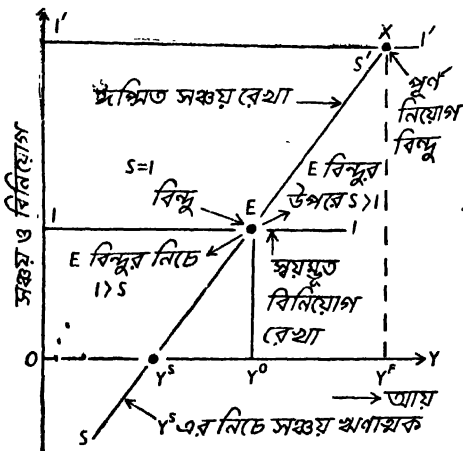
৩·৪নং রেখাচিত্র

অপরপক্ষে, Y°-এর অধিক আয়ে (অর্থাৎ E বিন্দুর উপরে) বিনিয়োগ অপেক্ষা সঞ্চয় বেশি (S>I) বলিয়া, তথায় বিদ্যমান দামে[102] সমাজের মোট উৎপন্ন সামগ্রীর উপর মোট ব্যয় (=ভোগব্যয়+বিনিয়োগ) কম হইবে, অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী বা উহাদের মোট যোগানের তুলনায় মোট চাহিদা কম হইবে। ইহাতে বিক্রয়ের পরিমাণ কমিবে, দাম কমিবে ও কারবারসমূহে লোকসান ঘটিবে। ফলে লেনদেন, ক্রয়বিক্রয় ও উৎপাদন ইত্যাদিতে সংকোচন দেখা দিবে।

কিন্তু E বিন্দুতে যে আয় ঘটিবে (OY°) তাহাতে (অর্থাৎ ঐ আয়ের স্তরে) সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পরের সমান বলিয়া (S=Y), সমাজের মোট উৎপন্ন সামগ্রীর সমস্তটাই বিক্রয় হইয়া যাইবে, অর্থাৎ মোট চাহিদা ও মোট যোগান তথায় পরস্পরের সমান হইবে। ইহার ফলে OY° আয়ের স্তরটি স্থিতিশীল হইবে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, E বিন্দু ভারসাম্যবিন্দু হইলেও পূর্ণ নিয়োগবিশিষ্ট ভারসাম্য বিন্দু নয়, অর্থাৎ OY° আয়ের স্তরে অর্থনীতিক স্থিতি ঘটিলেও, তথায় পূর্ণনিয়োগ ঘটিবে না। উহা অপেক্ষাকৃত স্বল্পতর নিয়োগবিশিষ্ট ভারসাম্য আয়ের স্তর মাত্র। পূর্ণনিয়োগ ঘটিতে পারে OY^F আয়ের স্তরে এবং X ভারসাম্য বিন্দুতে। কিন্তু উহাতে পৌঁছাইতে হইলে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ II স্তর হইতে বাড়াইয়া I′I′ স্তরে তুলিতে হইবে, তবেই উচ্চতর বিনিয়োগের স্তরে, X বিন্দুতে, পুনরায় অধিকতর বিনিয়োগ অধিকতর সঞ্চয়ের সমান (S=I) হইবে।

নূতন নূতন দ্রব্য প্রভৃতি উদ্ভাবন ও উহাদের বাণিজ্যিক প্রয়োগ[103] দ্বারা কিভাবে আয়ের প্রতিটি স্তরে বিনিয়োগ রেখা ক্রমশঃ উপরে উঠিতে থাকে (অর্থাৎ বিনিয়োগের মাত্রা বাড়িতে থাকে) এবং আয়ের প্রতি স্তরে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা ৩·৫নং রেখাচিত্রে দেখান হইয়াছে।

OY_1 আয়ের স্তরে বিনিয়োগ রেখা II_1 ও সঞ্চয় রেখা SS′, E_1 বিন্দুতে পর-

102. At existing price. 103. Innovation.

স্পরকে ছেদ করিয়াছে। ইহার পর নূতন উদ্ভাবনের বাণিজ্যিক প্রয়োগের দরুন বিনিয়োগ মাত্রা বাড়িয়া বা বিনিয়োগ রেখা উপরে উঠিয়া II_2 রেখায় পরিণত হইলে, উহা SS′ রেখাকে উচ্চতর বিন্দু E_2-তে ছেদ করিয়া নূতন ভারসাম্য আয়ের স্তর OY_2 নির্দিষ্ট করিয়া দিল। অবশেষে, পুনরায় নূতন উদ্ভাবনের বাণিজ্যিক প্রয়োগের দরুন বিনিয়োগ মাত্রা বাড়িয়া ঊর্ধ্বতর II^F বিনিয়োগ রেখায় পরিণত হইল। ইহা পূর্ণনিয়োগ-সক্ষম বিনিয়োগ মাত্রা। II^F রেখা আরও উচ্চতর বিন্দু E^F -এ সঞ্চয় রেখা SS′-কে ছেদ করিয়া OY^F আয়ের স্তর নির্দিষ্ট করিল। ইহা পূর্ণনিয়োগবিশিষ্ট আয়ের স্তর। E^F বিন্দু পূর্ণনিয়োগবিশিষ্ট সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ভারসাম্য বিন্দু।

৩·৫নং রেখাচিত্র
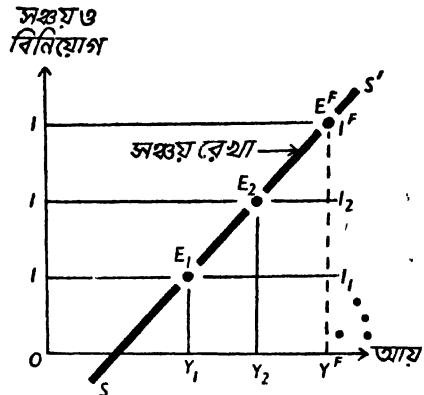
সুতরাং এই আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ রেখার ছেদবিন্দু (অর্থাৎ ভারসাম্য) দ্বারা জাতীয় আয় নির্ধারিত হইয়া থাকে।

২. **আয়=ভোগব্যয় রেখা (৪৫°) ও ভোগব্যয়+বিনিয়োগ রেখার ছেদবিন্দুতে আয় নির্ধারণঃ** সঞ্চয় ও বিনিয়োগ রেখার সাহায্যে যেমন জাতীয় আয় কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা দেখান যায়, তেমনি ভোগব্যয় এবং বিনিয়োগ রেখার সাহায্যেও জাতীয় আয় কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহার ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

৩·৬নং রেখাচিত্রে OY=C রেখাটি ৪৫° কোণ যুক্ত একটি রেখা। ইহার প্রতিটি বিন্দুতে আয়=ভোগব্যয় বুঝাইতেছে। C হইতেছে ভোগব্যয় বা ভোগ অপেক্ষক রেখা। উহার সহিত নির্দিষ্ট মাত্রার বিনিয়োগ ব্যয় যোগ করিয়া C+I রেখা, অর্থাৎ সমাজের মোট ব্যয় রেখা পাওয়া গিয়াছে। C+I রেখাটি OY=C রেখাকে E বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। সুতরাং E বিন্দুটি হইল ভারসাম্য বিন্দু এবং তদনুযায়ী OM হইল ভারসাম্য আয়ের পরিমাণ। কিন্তু E বিন্দুটি ভারসাম্য আয়ের স্তর বা পরিমাণ নির্দেশ করিতেছে কেন? ইহার কারণ, E বিন্দুতে ভোগ্যদ্রব্য ও পুঁজিদ্রব্য উৎপাদনের দ্বারা যে মোট জাতীয় আয় পাওয়া যাইতেছে বা উৎপন্ন হইতেছে (=OM) তাহার সমস্তটাই ভোগ্যদ্রব্য ও পুঁজিদ্রব্য কিনিয়া খরচ হইয়া যাইতেছে (=EM)। সুতরাং এখানে মোট আয় (OM) = মোট ব্যয় (EM)। ইহার অর্থ হইল এই যে, কারবারীরা ঐ স্তরে জাতীয়
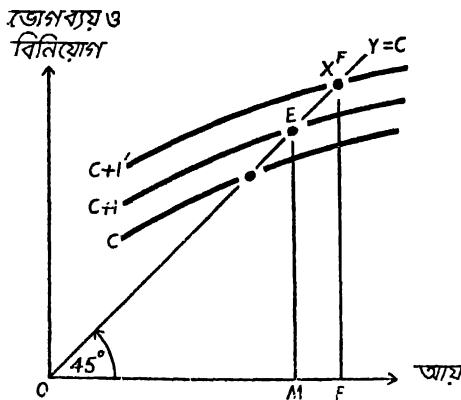
৩·৬নং রেখাচিত্র

উৎপাদন অব্যাহত রাখিবার পক্ষে যাহা যথার্থ, তাহাদের ব্যয়ের দ্বারা তাহারা ঠিক তাহাই উপার্জন করিতেছে।

স্যামুয়েলসন ও ক্লাইনের প্রদত্ত উপরোক্ত রেখাচিত্রগুলির সাহায্যে কীন্‌সের আয় ও নিয়োগ তত্ত্বটি অনুধাবনের পর, আমরা এবার ক্লাইনের অপর একটি রেখাচিত্রের (৩·৭নং) দ্বারা কীনসীয় তত্ত্বটির ব্যাখ্যা আলোচনা করিব। ক্লাইনের মতে, ইহাতে অতি সংক্ষেপে কীনসীয় তত্ত্বটি পরিস্ফুট হইয়াছে।

৩·৭নং রেখাচিত্রে C হইতেছে ভোগ অপেক্ষক রেখা, I হইল বিনিয়োগের পরিমাণ (=C রেখা ও C+I রেখার ব্যবধান)। AB হইল OY° আয়ের স্তরে বিনিয়োগের

৩·৭নং রেখাচিত্র

পরিমাণ। S হইল সঞ্চয়ের পরিমাণ (=45° কোণবিশিষ্ট OY=C রেখা এবং C রেখার মধ্যে ব্যবধান)। OY° আয়ের স্তরে সঞ্চয়ের পরিমাণ = AB। সুতরাং OY° আয়ের স্তরে সঞ্চয় (S)=বিনিয়োগ (I)=AB।
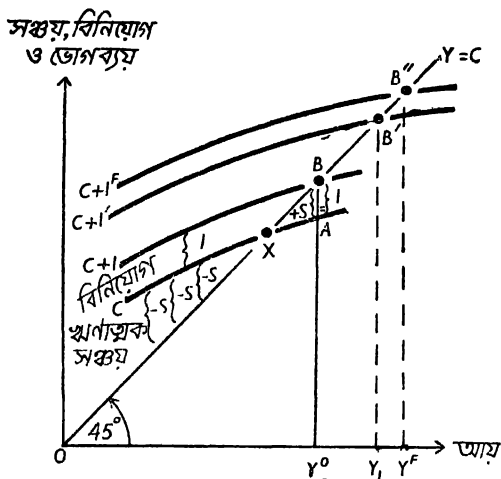
X বিন্দুতে সঞ্চয় (S) কিছুই নাই, শূন্য (০)। X বিন্দুর বামে সঞ্চয় (S) ঋণাত্মক (−) এবং উহার দক্ষিণে সঞ্চয় (S) ধনাত্মক (+)। OY° আয়ের স্তরে ভারসাম্য বিন্দু হইল B, তথায় ৪৫° কোণবিশিষ্ট OY=C রেখা ভোগব্যয়+বিনিয়োগ (C+I) রেখাকে ছেদ করিয়াছে। OY° আয়ের স্তরের দুইটি ভাষ্য আছে। প্রথমটি হইল, OY° আয়ের স্তরটি হইল এরূপ একটি আয়ের স্তর, যেখানে এই আয় হইতে ভোগ্যদ্রব্য ও বিনিয়োগ বা পুঁজিদ্রব্যের উপর ব্যয়ের সমষ্টি OY° এর সমান। দ্বিতীয় ভাষ্যটি এই যে, OY° হইল এমন এক অদ্বিতীয় আয়ের স্তর যেখানে সঞ্চয় (S) = বিনিয়োগ (I) [কারণ, S=AB=I]। আয়ের স্তর OY° হইতে OY^1 এবং OY^F এ পরিণত করিতে হইলে, C+I রেখার সহিত যথাক্রমে I′ এবং I^F পরিমাণ বিনিয়োগ যোগ করিতে হইবে। ইহার ফলে আমরা নূতন ভারসাম্য বিন্দুসমূহ, যথা B′ এবং B″ এবং নূতন ভারসাম্য আয়ের স্তরসমূহ, যথা OY_1 এবং OY^F পাইব এবং প্রতি স্তরেই সঞ্চয়=বিনিয়োগ (S=I) হইবে। OY^F আয়ের স্তরে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ভারসাম্যসহ পূর্ণনিয়োগও লাভ করা যাইবে।

৩·৮নং চিত্র

কীনসীয়
আয় (Y) ও নিয়োগ (N) তত্ত্ব
কার্যকর চাহিদা (E)
ভোগব্যয় (C) [স্থির ও কম গুরুত্বপূর্ণ]
বিনিয়োগ ব্যয় (I) [সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ]
ভোগ অপেক্ষক
আয়ের পরিমাণ (D)
সুদের হার (r_i) (G)
পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা (r_m) (X)
গড় ভোগ অপেক্ষক ($\frac{C}{Y}$) (A)
প্রান্তিক ভোগ অপেক্ষক ($\frac{\Delta C}{\Delta Y}$) (B)
নগদ পছন্দ (L)
অর্থের পরিমাণ (M)
[$M = M_1 + M_2$]
সম্ভাব্য মুনাফা সম্পর্কে অনুমান (H) [অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ]
পুঁজিদ্রব্যের বদলখরচ বা যোগান দাম
বিনিয়োগগুণক [$K = \frac{1}{1-\frac{\Delta C}{\Delta Y}}$] স্থির করে (C)
নগদ লেনদেন (M_1) (E)
আকস্মিক প্রয়োজন (M_1)
ফাটকার প্রয়োজন (M_2)
[অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ] (F)
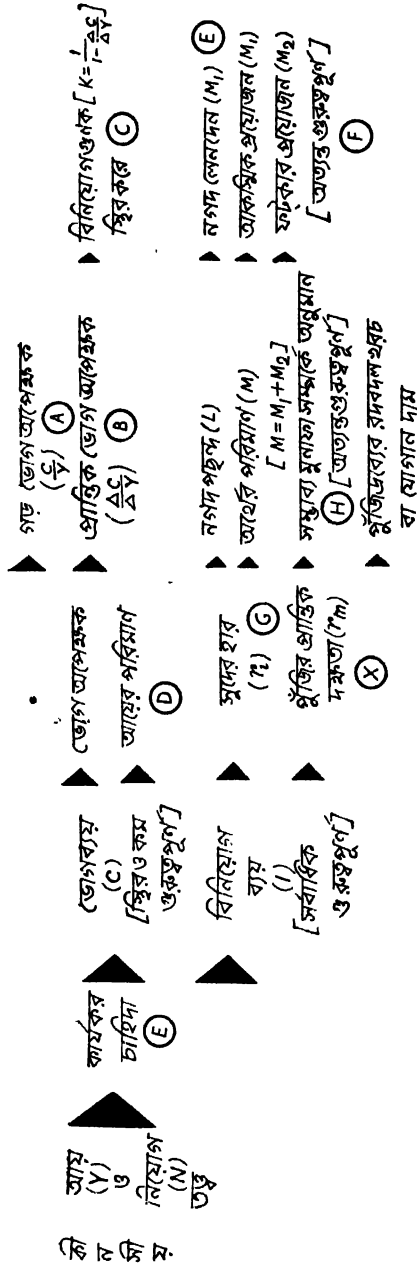
কীনসীয় আয় ও নিয়োগতত্ত্বের সারাংশ হইলঃ ১. নিয়োগ ও আয় কার্যকর চাহিদার উপর নির্ভর করে। ২. ভোগ অপেক্ষক এবং বিনিয়োগের পরিমাণ দ্বারা কার্যকর চাহিদা নির্ধারিত হয়। ৩. ভোগ অপেক্ষক অপেক্ষাকৃত স্থির থাকে। ৪. সুতরাং ভোগ অপেক্ষকটি অপরিবর্তিত থাকিলে নিয়োগ নির্ভর করে বিনিয়োগের পরিমাণের উপর। ৫. সুদের হার এবং পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা, এই দুইটি বিষয়ের উপর বিনিয়োগ নির্ভর করে। ৬. সুদের হার নির্ভর করে অর্থের পরিমাণ ও নগদ পছন্দের উপর। ৭. পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা নির্ভর করে সম্ভাব্য মুনাফা সম্পর্কে অনুমান বা আশার উপর এবং পুঁজিদ্রব্যের রদবদল খরচ বা যোগান দামের উপর।

উপসংহারঃ কীনসীয় তত্ত্বের আলোচনার উপসংহারে এবার আমরা ৩·৮নং চিত্রের সাহায্যে কীনসীয় আয় ও নিয়োগ তত্ত্বের সারাংশ বর্ণনা করিতে পারি।

নির্ঘণ্টঃ (A) আদিতে জাতীয় আয় এরূপ হয় যে, গড় ভোগ অপেক্ষক বা $\frac{C}{Y}=1$ অর্থাৎ $C=Y$। অর্থাৎ আয়ের সকলই ভোগব্যয় হয়। (B) পরে ক্রমশঃ আয় যত বাড়িতে থাকে, ততই ভোগব্যয়ও বাড়ে, কিন্তু আয় যে হারে বাড়ে, ভোগব্যয় তাহা অপেক্ষা কম হারে বাড়ে. অর্থাৎ $\frac{\Delta C}{\Delta Y}<1$। (C) বিনিয়োগ গুণক K সর্বদাই ১এর বেশি $(K>1)$। (D) বিনিয়োগের নির্দিষ্ট বৃদ্ধির দরুন আয় কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায়। (E) কার্যকর চাহিদা বাস্তবে রূপলাভ করিতে গিয়া বিনিময়ের মাধ্যমরূপে অর্থের সাহায্য গ্রহণ করে। (F) ফট্‌কার প্রয়োজনে অর্থের চাহিদা হইতেছে সঞ্চয়ের বাহনরূপে অর্থের ব্যবহার। (G) আর্থিক কর্তৃপক্ষ (যথা, কেন্দ্রীয ব্যাঙ্ক) সুদের হার নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। (H) সম্ভাব্য মুনাফা সম্পর্কে অনুমান বা আশা অতি অস্থির এবং শেয়ার বাজার, কারবারী আস্থা ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হয়। (X) পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা চক্রাকারে আবর্তিত হয় ও দীর্ঘমেয়াদী কালে উহা হ্রাস পায়।

৪

সঞ্চয় বিনিয়োগ বিতর্ক
THE SAVINGS INVESTMENT CONTROVERSY

[**আলোচ্য বিষয়** ঃ বিতর্কের বিষয়বস্তু ঃ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পরের সমান কিনা?—সঞ্চয়ের কীনসীয় সংজ্ঞা—বিনিয়োগের কীনসীয় সংজ্ঞা—সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা—সঞ্চয় বিনিয়োগ—বিতর্কের কারণ কি?]

বিতর্কের বিষয়বস্তু ঃ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পরের সমান কিনা?
THE SUBJECT OF THE CONTROVERSY : WHETHER $S=I$ or $S \neq I$?

আয় ও নিয়োগ সম্পর্কে কীনসীয় সাধারণ তত্ত্বের মূল ভিত্তি দুইটি। একটি হইল সঞ্চয় (বা উহার বিপরীত বিষয়, ভোগব্যয়) এবং অপরটি হইল বিনিয়োগ। অধ্যাপক কুরিহারা[1] যেমন বলিয়াছেন, মূল্যতত্ত্বের বিশ্লেষণে মার্শালীয় চাহিদা ও যোগান রেখার মতই, আয় বিশ্লেষণে সঞ্চয় অপেক্ষক (বা উহার বিপরীত, ভোগ অপেক্ষক) এবং বিনিয়োগ অপেক্ষক দুইটি অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ।

কীনসীয় সাধারণ তত্ত্ব অনুসারে সমাজের **মোট সঞ্চয় ও মোট বিনিয়োগ** (ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের নয়) **সর্বদাই** পরস্পরের **সমান** হইয়া থাকে $(S=I)$। সমাজের মোট সঞ্চয় ও মোট বিনিয়োগের এই সমতা এতই মৌলিক সত্য, শর্তহীন ও অনিবার্য যে, ইহার দরুন অনেক সময় উহাদের অভেদ বা অভিন্ন[2] $(S \equiv I)$[3] বলিয়া গণ্য করা হয়।

কিন্তু তাঁহার সাধারণ তত্ত্বে কীন্স ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন যে, সমাজের অর্থনৈতিক **ভারসাম্যের মূল শর্ত হইল সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা।** সঞ্চয় যখন বিনিয়োগের সমান হয় কেবল তখনই সমগ্র অর্থনীতিটি ভারসাম্যে উপনীত হইতে পারে, নতুবা নহে।

কীনসীয় সাধারণ তত্ত্বে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে, আপাতঃদৃষ্টে, এই দুই প্রকার বক্তব্য হইতে বহু বিভ্রান্তি ও বিতর্কের অবতারণা ঘটিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহার জন্য কীন্স নিজেও সম্ভবত অংশত দায়ী, কারণ তিনি বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোচনা করেন নাই। এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য আমরা প্রথমে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে কীন্সের সংজ্ঞা দুইটি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া লইব।

সঞ্চয়ের কীনসীয় সংজ্ঞা
KEYNESIAN DEFINITION OF SAVINGS

কীন্সের মতে, সঞ্চয় হইল ভোগব্যয়ের উপর আয়ের **আধিক্য** $(S=Y-C)$। সমাজের মোট সঞ্চয় হইতেছে সমাজের সকল এককগুলির (অর্থাৎ সঞ্চয়কারিগণের) সঞ্চয়ের সমষ্টি এবং সমাজের এই মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ আবার নির্ভর করে সমাজের আয়ের পরিমাণের, স্তরের বা মাত্রার উপর। সমাজের বা জাতীয় আয়ের বিভিন্ন পরিমাণ, স্তর

1. K. K. Kurihara. 2. Identity.
3. পরস্পর অভিন্ন দুইটি বিষয়কে বুঝাইবার জন্য $\equiv$ এইরূপ তিনটি সমান্তরাল রেখা ব্যবহার করা হয়।

বা মাত্রা অনুসারে সমাজের মোট সঞ্চয়ের পরিমাণও বিভিন্ন রূপ হইবে। কিন্তু উহা কমবেশি পরিমাণে স্থির ও অনুমানসাধ্য[4] এবং আয় হইতে উদ্ভূত বা প্রণোদিত[5]।

[প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে, সঞ্চয় বলিতে কীন্‌স চলতি সঞ্চয়[6] বুঝাইয়াছেন এবং সে কারণে তাঁহার বক্তব্য এই যে, এই চলতি সঞ্চয় সমাজের চলতি আয়ের[7] উপর নির্ভরশীল। সঞ্চয় সম্পর্কে নানাবিধ ধারণা ও সংজ্ঞা প্রচলিত আছে। অধ্যাপক রবার্টসনের[8] মতে, সঞ্চয় হইল গতকালের (অর্থাৎ অতীতের) আয় এবং আজিকার (অর্থাৎ বর্তমানের) ভোগব্যয়ের বিয়োগফল (অর্থাৎ ব্যবধান)। সুইডীয় অর্থবিজ্ঞানীরা সঞ্চয় সম্পর্কে দুই প্রকার ধারণা উদ্ভাবন করিয়াছেন, যথা পরিকল্পিত, অনুমিত বা আকাঙ্ক্ষিত বা ঈপ্সিত সঞ্চয়[9] (অর্থাৎ যে হারে সঞ্চয়কারীরা সঞ্চয় করিতে চায়), এবং বাস্তবায়িত বা পরিদৃষ্ট সঞ্চয়[10]। অধ্যাপক ডঃ ক্লাইনের[11] মতে, সঞ্চয় যেহেতু আয়ের উপর নির্ভরশীল বা আয়ের একটি অপেক্ষক $[S=f(Y)]$, সেহেতু, সঞ্চয় বলিতে 'সঞ্চয়-তালিকা'[12] বুঝায়। ইহা হইতে আয়ের বিভিন্ন মাত্রা বা স্তরে কি কি বিভিন্ন পরিমাণে সঞ্চয় ঘটিবার সম্ভাবনা[13], তাহা দেখা যায় বা বুঝা যায়।]

বিনিয়োগের কীনসীয় সংজ্ঞা

KEYNESIAN DEFINITION OF INVESTMENT

কীন্‌সের মতে বিনিয়োগ হইল, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে প্রকৃত পুঁজিদ্রব্যের বর্তমান মোট পরিমাণের বৃদ্ধি[14], (যেমন, কোন নূতন যন্ত্রপাতি, কারখানা ইত্যাদি নির্মাণ) বা নূতন প্রকৃত পুঁজিদ্রব্য সৃষ্টি। সুতরাং নূতন কারখানা স্থাপন প্রভৃতির উদ্দেশ্যে যদি নবস্থাপিত কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী যে সকল শেয়ার, ডিবেঞ্চার প্রভৃতি বিক্রয় করে তাহা কিনিয়া অথবা উৎপাদন ক্ষমতা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে কোন পুরাতন কোম্পানী নূতন শেয়ার, ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিলে তাহা কিনিয়া উহাতে কেহ অর্থ লগ্নী করিলে তাহা বিনিয়োগ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু পুরাতন শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি (যাহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা অনেক আগেই পুঁজিদ্রব্যাদি নির্মিত হইয়া গিয়াছে) কিনিয়া কেহ তাহাতে অর্থ লগ্নী করিলে, উহা বিনিয়োগ বলিয়া গণ্য হইবে না। কারণ, এক্ষেত্রে শুধু লগ্নীপত্রগুলির হাতবদল ঘটিতেছে, এবং উহাতে নূতন ক্রেতার যে পরিমাণ আর্থিক-বিনিয়োগ ঘটিতেছে, সে পরিমাণে উহার বিক্রেতার আর্থিক-অবিনিয়োগ*ও ঘটিতেছে। ইহার দরুন উহারা পরস্পরকে খণ্ডন করিতেছে এবং ফলত কোন নীট প্রকৃত বিনিয়োগ ঘটাইতেছে না।

কীন্‌সের মতে, সঞ্চয় আয়ের উপর নির্ভর করিলেও [সঞ্চয় বা $S=f(Y)$], বিনিয়োগ কিন্তু জাতীয় আয়ের উপর বিশেষ নির্ভর করে না। বিনিয়োগ প্রধানত নির্ভর করে জনসংখ্যার বৃদ্ধি, কারিগরি অগ্রগতি প্রভৃতির ন্যায় কতকগুলি গতীয় উপাদানের উপর (এই সকল উপাদানের বিকাশে উদ্যোক্তাগণের ভবিষ্যত সম্ভাব্য মুনাফা সম্পর্কে অনুমানগুলি প্রভাবিত হইয়া থাকে)। সুতরাং বিনিয়োগ স্বভাবতঃই অস্থির, অনুমান-অসাধ্য, এবং স্বয়ম্ভূত[15] হইয়া থাকে।

4. Predictable. 5. Induced 6. Current Savings.
7. Current Income.
8. Prof. D. H. Robertson.
9. *Ex-ante* Savings.
10. *Ex-post* savings or realised or observed savings.
11. Dr. L. R. Klein.
12. Saving in the schedule sense.
13. The different amounts that are *likely* to be saved of different levels of income.
14. The addition to the existing stock of *real* capital assets.
* Disinvestment 15. Autonomous.

সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সদা সমতা

SAVINGS INVESTMENT EQUALITY: S=I.

কীন্‌স সঞ্চয় ও বিনিয়োগের এরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন যে, ঐ সংজ্ঞার বলে উহারা পরস্পরের সমান না হইয়া পারে না। সঞ্চয়ের কীনসীয় সংজ্ঞা হইল : $S=Y-C$ [অর্থাৎ সঞ্চয়=আয়—ভোগব্যয়], এবং তাঁহার বিনিয়োগের সংজ্ঞা হইল : $I=Y-C$ [অর্থাৎ বিনিয়োগ=আয়—ভোগব্যয়]

সুতরাং $S=I$ [∴ সঞ্চয়=বিনিয়োগ]।

কীন্‌স্ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের এরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন যে, সমাজের সঞ্চয়কারীরা ও বিনিয়োগকারীরা পৃথক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও, আয়ের স্তর বা মাত্রা নির্বিশেষে (অর্থাৎ জাতীয় আয়ের পরিমাণ যাহাই হোক না কেন) সমাজের মোট সঞ্চয় ও মোট বিনিয়োগ সর্বদাই পরস্পরের সমান হইবেই।

[বিষয়টি অন্যভাবেও বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতে পারেঃ নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগের দ্বারা যে মোট দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হয় (O), উহার আর্থিক মূল্যই হইল জাতীয় আয় (Y)। এই সকল উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী দুই প্রকারের, যথা, ভোগ্যদ্রব্য (C) ও পুঁজি-দ্রব্য বা বিনিয়োগ দ্রব্য (I)। সুতরাং মোট উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী=ভোগ্যদ্রব্য+পুঁজিদ্রব্য বা বিনিয়োগ দ্রব্য=জাতীয় আয় [Output or $O=C+I=Y$]। জাতীয় আয়ের একাংশ ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয় হয় (C) এবং অপরাংশ সঞ্চিত হয় (S)। সুতরাং জাতীয় আয়=ভোগ-ব্যয়+সঞ্চয় [$Y=C+S$]। তাহা হইলে, মোট উৎপন্ন সামগ্রী=জাতীয় আয়=ভোগ্য-দ্রব্য+বিনিয়োগ দ্রব্য=ভোগব্যয়+সঞ্চয় [$O=Y=C+I=C+S$] সুতরাং সঞ্চয়=বিনিয়োগ [($S=I$)]।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগের এই সমতা হইতেছে সমাজে যে পরিমাণ মোট সঞ্চয় ও মোট বিনিয়োগ ঘটে উহাদের সমতা[16]। ইহাকে হিসাবের সমতা[17]ও বলে। চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত যে কোন নির্দিষ্ট দামে যেমন ক্রয় ও বিক্রয়ের পরিমাণ (অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ) পরস্পর সমান না হইয়া পারে না, কারণ বিক্রেতারা যে পরিমাণ বিক্রয় করিয়াছে তাহাই আবার ক্রেতাদের ক্রয়ের পরিমাণও বটে, তেমনি, সমাজের যে কোন নির্দিষ্ট আয়ের স্তরে, সমাজের মোট সঞ্চয় ও মোট বিনিয়োগ পরস্পরের সমান হইতে বাধ্য। ইহার অন্যথা সম্ভব নয়।

ভারসাম্য বিন্দুতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা

EQUALITY OF SAVINGS AND INVESTMENT AT THE POINT OF EQUILIBRIUM

কিন্তু উইলসন যেমন বলিয়াছেন, আয়ের যে কোন স্তরে সমাজে যে মোট পরিমাণ সঞ্চয় ঘটে[18] এবং যে মোট পরিমাণ বিনিয়োগ ঘটে[19], উহারা পরস্পরের সমান হইলেও, সঞ্চয়কারী ও বিনিয়োগকারীরা পৃথক বলিয়া, আয়-উপার্জনকারীরা যে পরিমাণ সঞ্চয় করিতে চায় এবং বিনিয়োগকারীরা যে পরিমাণ বিনিয়োগ করিতে চায়, অর্থাৎ ঈপ্সিত সঞ্চয়[20] এবং ঈপ্সিত বিনিয়োগ[21] পরস্পরের সমান নাও হইতে পারে, না হইবারই কথা ($S \neq I$)

তাহা হইলে, ঈপ্সিত সঞ্চয় ও ঈপ্সিত বিনিয়োগের সম্ভাব্য বৈষম্য সত্ত্বেও, আয়ের যে কোন নির্দিষ্ট স্তরে সমাজের মোট সঞ্চয় ও মোট বিনিয়োগ পরস্পরের সমান হয় কি করিয়া? কীনসীয় তত্ত্বে ইহার যে জবাব পাওয়া যায় তাহা হইল, আয়ের পরিবর্তনের

---

16. Equality of aggregate savings and investment.
17. Accounting equality.
18. *Ex-post* savings.
19. *Ex-post* investment.
20. *Ex-ante savings.*
21. *Ex-ante investment.*

মধ্য দিয়া মোট সঞ্চয় ও মোট বিনিয়োগের এই সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। কেমন করিয়া ইহা ঘটে তাহা আমরা ৩য় অধ্যায়ে কীনসীয় সাধারণ তত্ত্বের আলোচনায় দেখিয়াছি। কিন্তু তাহা হইলেও, বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য আমরা খানিক পুনরাবৃত্তির আশ্রয় লইতেছি।

৪·১নং রেখাচিত্রে ভূমিতল রেখা দিয়া জাতীয় আয়ের বিভিন্ন স্তর নির্দেশ করা হইতেছে এবং লম্ব অক্ষরেখা দিয়া সঞ্চয় ও বিনিয়োগ নিদেশ করা হইতেছে। SS হইল মোটামুটি স্থির সঞ্চয় (তালিকা) রেখা। ইহা বাম হইতে দক্ষিণে ঊর্ধ্বগামী। কারণ সঞ্চয় হইল আয়ের একটি অপেক্ষক [$S=f(Y)$] এবং সেহেতু আয়ের স্তর যত বাড়িতেছে ততই অধিক পরিমাণে সঞ্চয় ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা দিতেছে। কিন্তু বিনিয়োগ ততটা আয়-নির্ভর নয়। উহা প্রধানত নিভর করে কারিগরি অগ্রগতি এবং অন্যান্য গতীয় উপাদানের[22] উপর। এজন্য বিনিয়োগ হইল স্বয়ম্ভূত[23]। আয়ের বিভিন্ন স্তরে এই সকল গতীয় উপাদানের পরিবর্তনের দরুন স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের স্তরও বিভিন্ন হয়।

৪·১নং রেখাচিত্র
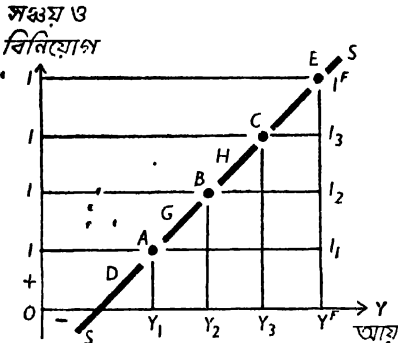
II_1, II_2, II_3, II^F ইত্যাদি রেখাগুলি বিভিন্ন আয়ের স্তরে এইরূপ স্বয়ংম্ভূত বিনিয়োগের বিভিন্ন স্তর নির্দেশ করিতেছে। এই বিনিয়োগ স্বয়ম্ভূত বলিয়া স্বয়ম্ভূত বিনি-যোগ রেখাগুলি ভূমিতল রেখাগুলির সমান্তরাল হইয়াছে। A, B, C ও E বিন্দুগুলিতে সঞ্চয়রেখা SS স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ রেখাসমূহ II_1, II_2 II_3 ও II^F দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে। সুতরাং A, B, C ও E বিন্দুগুলিতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পরের সমান। লক্ষণীয় যে, উহাদের সংশ্লিষ্ট আয়ের স্তরগুলি হইতেছে যথাক্রমে, OY_1, OY_2, OY_3 ও OY^F। অর্থাৎ আয়ের যে কোন নির্দিষ্ট স্তরে (যেমন, OY_1, OY_2, OY_3 এবং OY^F ইত্যাদি) সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পরের সমান হইয়া পড়ে (A, B, C ও E ভারসাম্য বিন্দুতে)। প্রসঙ্গত ইহাও লক্ষণীয় যে, OY^F হইল পূর্ণনিয়োগবিশিষ্ট আয়ের স্তর এবং উহার সংশ্লিষ্ট ভারসাম্য বিন্দু E ও II^F হইল পূর্ণনিয়োগ লাভে সক্ষম বিনিয়োগের স্তর। পূর্ণনিয়োগবিশিষ্ট আয়ের স্তর OY^F—এতে যেমন সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা সম্ভব (E বিন্দু) তেমনি স্বল্পতর নিয়োগের স্তরেও (যথা OY_1, OY_2, এবং OY_3 ইত্যাদিতে) সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের সমতা (A, B ও C বিন্দুতে) সম্ভব।

প্রসঙ্গত, আরও লক্ষণীয় যে, A, B, C ও E বিন্দুগুলিতে যে সঞ্চয় ও যোগানের ভারসাম্য ঘটিয়াছে তাহা সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট আয়ের স্তরে সমাজে যে মোট পরিমাণ সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ **ঘটিয়াছে**[24] উহাদের সমতা।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, তাঁহার সাধারণ তত্ত্বে **কীন্‌স যে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতাকে ভারসাম্যের সর্বপ্রধান ও মৌলিক শর্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হইল যে মোট সঞ্চয় ও মোট বিনিয়োগ ঘটিয়াছে, উহাদের সমতা। উহা ঈপ্সিত সঞ্চয় ও ঈপ্সিত বিনিয়োগের সমতা নহে।**

22. Dynamic factors.
23. Autonomous investment.
24. *Ex-post* savings and investment.

সঞ্চয় বিনিয়োগ বিতর্কের কারণ কি?
WHY THIS CONTROVERSY?

ক্লাইনের মতে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে যে দুই প্রকার ধারণা আছে, যাহাদের একটি হইতেছে ঈপ্সিত সঞ্চয় ও ঈপ্সিত বিনিয়োগ (অর্থাৎ আয়ের বিভিন্ন স্তরে মানুষ যে সকল পরিমাণে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করিতে **ইচ্ছুক**)[২৫] বা সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তালিকা, এবং অপরটি হইতেছে যে পরিমাণে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ **ঘটিয়াছে** (অর্থাৎ পরিদৃষ্ট সঞ্চয় ও বিনিয়োগ)[২৬]। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে এই দুই প্রকার ধারণা ও উহাদের পার্থক্যটি সুস্পষ্টভাবে অনুধাবনে অক্ষমতার ফলেই সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পরের সমান কি না, এই বিভ্রান্তি ও বিতর্কের সূত্রপাত ঘটিয়াছে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কটি বুঝিবার জন্য উহাদের ঐ ধারণা দুইটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হইবার প্রয়োজন।

ক্লাইনের মতে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তালিকা বা রেখাগুলি হইল নিরবচ্ছিন্ন মসৃণ রেখা এবং উহারা সঞ্চয় বিনিয়োগ এবং জাতীয় আয়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করে। যেখানে উহারা পরস্পরকে ছেদ করে সেখানে আমরা একটি **অদ্বিতীয়** ভারসাম্য আয়ের স্তর পাই। এই অদ্বিতীয় ভারসাম্য বিন্দুতে ও অদ্বিতীয় ভারসাম্য আয়ের স্তরে, সঞ্চয় রেখা ও বিনিয়োগ রেখা হইতে হিসাব করিয়া আমরা যে পরিমাণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ দেখিতে পাই, উহারা পরস্পরের সমান হইয়া থাকে।

কিন্তু, আমরা যখন বলি যে, যাহা ঘটিয়াছে সে দিক হইতে বিচারে (যাহা দেখা যাইতেছে বা 'পরিদৃষ্ট' হইতেছে সেই দৃষ্টিকোণ হইতে[২৭]) সঞ্চয়=বিনিয়োগ (S=I), উহার অর্থ এই যে, যে কোন নির্দিষ্ট আয়ের স্তরে[২৮], পরিদৃষ্ট বা নির্দিষ্ট সঞ্চয়=পরিদৃষ্ট বা নির্দিষ্ট বিনিয়োগ। অর্থাৎ, যখন একটি অদ্বিতীয় ভাবে নির্দিষ্ট ভারসাম্য আয়ের স্তর রহিয়াছে, তখন ঐ বাস্তবায়িত বা পরিদৃষ্ট আয়ের স্তরে বাস্তবায়িত বা পরিদৃষ্ট (যাহা ঘটিয়াছে) সঞ্চয়ের পরিমাণটি অবশ্যই বাস্তবায়িত বা পরিদৃষ্ট বিনিয়োগের সমান হইবে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, পরিদৃষ্ট বা বাস্তবায়িত অর্থে (অর্থাৎ নির্দিষ্ট যে কোন ভারসাম্য আয়ের স্তরে) যাহাতে সঞ্চয় বিনিয়োগ সম্ভব হইতে পারে, সেরূপ একটি অদ্বিতীয়ভাবে নির্দিষ্ট ভারসাম্য আয়ের স্তর অবশ্যই বাস্তবে দেখা দিবে। কিন্তু, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের তালিকাগত অর্থে (আয়ের বিভিন্ন স্তরে মানুষ কি কি পরিমাণে সঞ্চয় ও বিনিয়োগে ইচ্ছুক), একটি অদ্বিতীয় ভারসাম্য আয়ের স্তর সম্ভব করিবার জন্য সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে পরস্পরের সমান করা হয়।

দ্বিতীয়ত, বাস্তবায়িত বা পরিদৃষ্ট অর্থে (যাহা ঘটিয়া গিয়াছে) সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হইতেছে একটিই পরিদৃষ্ট বিন্দু, ফলে তথায় সঞ্চয় সর্বদাই বিনিয়োগের সমান হয়। কিন্তু তালিকাগত অর্থে, কতকগুলি পরম্পরাক্রমে অবস্থিত সম্ভাব্য সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বিন্দু লইয়া দুইটি মসৃণ রেখা (সঞ্চয় রেখা ও বিনিয়োগ রেখা) গঠিত। এই দুইটি রেখার সকল বিন্দুগুলি দেখা যায় না, পরিদৃষ্ট হয় না, বাস্তবায়িত হয় না (যেমন, ৪·১নং রেখাচিত্রে সঞ্চয় রেখার উপর D, G ও H বিন্দু রহিয়াছে বটে, কিন্তু উহারা বাস্তবায়িত হয় নাই, উহারা শুধুই সম্ভাবনা)। ঐ সকল অ-পরিদৃষ্ট বিন্দুগুলি, বিভিন্ন অ-পরিদৃষ্ট আয়ের স্তরে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ নির্দেশ করে। ঐ সকল বিভিন্ন অ-পরিদৃষ্ট আয়ের স্তরে অ-পরিদৃষ্ট সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণগুলি পরস্পরের

25. Saving and investment in the schedule sense or *ex-ante* savings and investment.
26. Observable saving and investment or *ex-post* savings and investment. 27. From the 'observable' point of view.
28. From an 'observed' or given level of income.

সমান নহে। আয়ের স্তরের পরিবর্তন দ্বারাই উহাদের পরস্পরের সমান করা হয়। যে বিন্দুতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তালিকা বা রেখা দুইটি পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে, শুধু ঐ বিন্দুটিই পরিদৃষ্ট হয়, দেখা যায়, বাস্তবায়িত হয়। ঐ পরিদৃষ্ট বিন্দুতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পরের সমতা লাভ করে (যেমন ৪·১নং রেখাচিত্রে A, B, C ও E বিন্দুগুলি)।

অতএব ক্লাইনের মতে, সঞ্চয় বিনিয়োগ বিতর্কটির সমাধানের জন্য কীন্সের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ-কে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তালিকা বা রেখা রূপে গণ্য করাই উচিত। কিন্তু হ্যাম[29] ইহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিয়াই তিনি সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতাকে অভেদ[30] বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। ম্যাচলাপ[31]ও একই ভুল করিয়াছেন।

কিন্তু সঞ্চয়ের কাজটি ও বিনিয়োগের কার্জটি এবং যে প্রক্রিয়ায় (অর্থাৎ ভোগ অপেক্ষক এবং গুণক দ্বারা আয়ের স্তরের পরিবর্তন) সঞ্চয়=বিনিয়োগ হয়, তাহা বিবেচনা করিলে যখন দেখা যায় যে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের অ-পরিদৃষ্ট পরিমাণের প্রাথমিক বৈষম্যটি আয় স্তরের পবিবর্তনের মধ্য দিয়া শেষ পর্যন্ত দূর হইয়াছে, তখন ক্লাইনের অনুসরণে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে তালিকাগত ধারণা রূপে ব্যাখ্যা করাই শ্রেয়। কিন্তু ইহাতে অধ্যাপক হ্যানসেনের[32] আপত্তি রহিয়াছে। পরিদৃষ্ট অর্থে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতায় তাঁহার আপত্তি নাই; কারণ তাঁহার সাধারণ তত্ত্বে কীন্স সঞ্চয় ও বিনিয়োগের যে সংজ্ঞা ও সমীকরণ উপস্থিত করিয়াছেন, উহাদের সহিত এই ধারণাটির সংগতি আছে। কিন্তু তাঁহার আপত্তি সঞ্চয় ও বিনিয়োগের তালিকাগত ধারণাতে। কারণ, কীন্সের সাধারণ তত্ত্বে ইহার কোনই উল্লেখ নাই, যদিও তাঁহার বিশ্লেষণটির সঞ্চয় ও বিনিয়োগের তালিকা-গত অর্থে ভাষ্য দেওয়া যাইতে পারে।

আরও একভাবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা (S=I) প্রমাণ করা যাইতে পারে। ধরা যাক ভোগ অপেক্ষক $\frac{\Delta ভ}{\Delta y}=\frac{৯}{১০}$ এবং সঞ্চয় অপেক্ষক $\frac{\Delta স}{\Delta y}=\frac{১}{১০}$। তাহা হইলে গুণক বা K =১০। এই পরিস্থিতিতে যদি ১০ কোটি টাকা যদি নূতন বিনিয়োগ করা হয় তবে উহাতে নূতন আয় সৃষ্টি হইবে গুণক ১০×নূতন বিনিয়োগ ১০ কোটি টাকা=১০০ কোটি টাকা। তাহা হইলে ইহা হইতে নূতন সঞ্চয় ঘটিবে=নূতন সৃষ্ট আয় ১০০ কোটি টাকা×সঞ্চয় অপেক্ষক $\frac{১}{১০}$ =১০ কোটি টাকা। অতএব নূতন বিনিয়োগ (I) ১০ কোটি টাকা=নূতন সঞ্চয় (S) ১০ কোটি টাকা। সুতরাং বিনিয়োগের হ্রাস বা বৃদ্ধির দরুন আয় যে স্তরেই উপনীত হোক না কেন, সর্বদাই আয় যখন যে স্তরে উপনীত হইবে, তথায় সঞ্চয়=বিনিয়োগ (S=I) হইবেই।

29. G. N. Halm. 30. Identity. 31. F. Machlup.
32. A. H. Hansen.

৫

বাণিজ্য চক্র ও কর্মহীনতা
BUSINESS OR TRADE CYCLE & UNEMPLOYMENT

[**আলোচ্য বিষয় ঃ অর্থনীতিক সংকোচন ও সম্প্রসারণ**—বাণিজ্য চক্র—কারবারী চক্রের পর্যায়সমূহ —কারবারী চক্রের তত্ত্বসমূহঃ হট্রের বিশুদ্ধ আর্থিক তত্ত্ব—বাণিজ্য চক্রের কীনসীয় তত্ত্ব—বাণিজ্য চক্রের হিক্‌সীয় তত্ত্ব—**কর্মহীনতা**—কর্মহীনতা কাহাকে বলে—প্রকার ভেদ ও কারণ—কুফল—অগ্রসর ও স্বল্পোন্নত দেশে কর্মহীনতার প্রকৃতি]

অর্থনীতিক সংকোচন ও সম্প্রসারণ
ECONOMIC FLUCTUATIONS

যাবতীয় শিল্প-প্রধান সমাজের দীর্ঘকালীন সাধারণ প্রবণতা[1] হইতেছে উৎপাদন, নিয়োগ, জীবনমান ইত্যাদির ক্রমোচ্চ গতি। যতই দিন যায় ততই ইহাদের বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায়। এই সকল অর্থনীতিক পরিবর্তনশীল বিষয়গুলির[2] এই দীর্ঘকালীন বৃদ্ধি বা সম্প্রসারণ প্রবণতা শিল্প-প্রধান সমাজের অভিজ্ঞতা লব্ধ একটি সাধারণ সত্য। বিগত ১০০ বৎসর কিংবা ৫০ বৎসরে পৃথিবীর শিল্প-প্রধান দেশগুলিতে (এমনকি ভারতেও) মোট উৎপাদন, জাতীয় আয়, জীবনমান ইত্যাদির গতি লক্ষ্য করিলে ইহার সত্যতা বুঝা যায়। ইহাই অর্থনীতিক বিকাশের ধারা।

কিন্তু দীর্ঘকালান্তরে দেশের উৎপাদন, নিয়োগ, জীবনমান ও জাতীয় আয় ইত্যাদির ক্রমবিকাশ বা ঊর্ধ্বমুখী সাধারণ প্রবণতা সত্ত্বেও, ধনতন্ত্রী অর্থনীতির এই ঊর্ধ্বগতি সরল পথে চলে না। যে কোন ধনতন্ত্রী দেশের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড প্রভৃতি) যে কোন কয়েক বৎসরের অর্থনীতিক তথ্যগুলির প্রতি তাকাইলেই দেখা যাইবে যে, ঐ সময়ে উহার উৎপাদন, নিয়োগ, জাতীয় আয় ইত্যাদির কমবেশি হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। অর্থাৎ, অপেক্ষাকৃত স্বল্পকালীন সময়ে ধনতন্ত্রী শিল্প-প্রধান দেশগুলিতে অবিরতই উৎপাদন, নিয়োগ, জাতীয় আয় প্রভৃতির ওঠানামা, সম্প্রসারণ সংকোচন ঘটিতেছে। এই সকল অবিরাম ওঠানামা, হ্রাসবৃদ্ধি, সংকোচন সম্প্রসারণের মধ্য দিয়া আঁকাবাঁকা পথে ধনতন্ত্রী সমাজগুলি দীর্ঘকালান্তরে উৎপাদন আয়, নিয়োগ ও জীবনমানের এক শিখর হইতে অন্যতর এবং উচ্চতর শিখরে পৌঁছিতেছে। কিন্তু স্বল্পকালীন সময়ে যে উৎপাদন, নিয়োগ, আয় প্রভৃতির ওঠানামা, হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে উহাদের সকলগুলি একরূপ নহে। আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীদের মতে উহারা পাঁচ প্রকারের। যথা,—(১) কন্ড্রাটিয়েফ দীর্ঘ তরঙ্গ[3] (আবিষ্কর্তার নামানুসারে)। ইহা ৪০ হইতে ৭০ বর্ষব্যাপী একটি অপেক্ষাকৃত ধীরগতিসম্পন্ন তরঙ্গ (অর্থাৎ এক শীর্ষ বা শিখর হইতে অপর শীর্ষ বা শিখরে পৌঁছিতে উহা ঐরূপ সময় নেয়)। (২) দালান কোঠা নির্মাণ চক্র।[4] ইহা দালান কোঠা ঘর বাড়ি ইত্যাদি নির্মাণ শিল্পের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং সাধারণত ১৮ হইতে ২০ বৎসর ব্যাপী কাল ইহার আয়ু।

1. Secular Trend. 2. Economic variables.
3 Kondratieff long waves. 4. Building or Construction Cycles.

(৩) মুখ্য বা যথার্থ বাণিজ্য চক্র[5]। ইহারা ধনতন্ত্রী জগতে সমাজ জীবনের অর্থনীতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়, প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে গুরুতর প্রভাব বিস্তার করে। ইহাদের আয়ুষ্কাল ৬ হইতে ১৩ বৎসর। (৪) গৌণ বাণিজ্য চক্র।[6] ইহাও কারবারী চক্র বিশেষ এবং মুখ্য কারবারী চক্রের অন্তর্গত। তবে ইহার আয়ুষ্কাল স্বল্পতর। এক একটি মুখ্য বা যথার্থ কারবারী চক্রের মধ্যে ১৮ মাস হইতে ৪ বৎসর কাল ব্যাপী দু'টি কি তিনটি এরূপ গৌণ কারবারী চক্র অন্তর্নিহিত থাকে। (৫) মরসুমী ওঠানামা।[7] প্রতি বৎসর বা এক বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন মরসুমে কারবারী লেনদেন ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ সর্বদাই ওঠানামা করে। ইহারা অত্যন্ত নিয়মিত। কিন্তু ইহাদের সুদূর প্রসারী গুরুত্ব কিছু নাই।

অর্থনীতিক কার্যাবলীর এই সকল বিবিধ সংকোচন সম্প্রসারণ বা তরঙ্গ কিংবা আবর্তনগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পৃথক নহে। মরসুমী ওঠানামার কথা বাদ দিলে, অন্যান্য পরিবর্তনগুলি একে অপরের সহিত কমবেশি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত এবং পরস্পর পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ইহাদের মধ্যে গুরুত্বের দিক দিয়া মুখ্য বা যথার্থ বাণিজ্য চক্রই সর্বপ্রধান। এই অধ্যায়ে আমরা ইহার সম্পর্কেই বিশদ আলোচনা করিব। ৬ হইতে কমবেশি ১৩ বৎসর কাল ব্যাপী অর্থনীতিক কার্যাবলীর এই ওঠানামাই বাণিজ্য চক্র, কারবারী চক্র অথবা নিয়োগ চক্র[8] নামে পরিচিত।

বাণিজ্য বা কারবারী চক্র
TRADE OR BUSINESS CYCLES

কীন্সের মতে, বাণিজ্য চক্র হইল একাদিক্রমে ঊর্ধ্বগামী দামস্তর ও স্বল্প কর্মহীনতা বিশিষ্ট ব্যবসা বাণিজ্যের সুসময় এবং নিম্নগামী দামস্তর ও অত্যধিক কর্মহীনতা বিশিষ্ট ব্যবসা বাণিজ্যের দুঃসময় কাল লইয়া গঠিত।[9] মিচেলের[10] মতে, কারবারী চক্রগুলি হইল সুসংগঠিত সমাজগুলির অর্থনীতিক কার্যাবলীর এক ধরনের ওঠানামা। 'কারবারী', এই বিশেষণটির ব্যবহার দ্বারা, ধারাবাহিক ভাবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত কার্যাবলীর ওঠানামার মধ্যে এই ধারণাটি সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। 'চক্র', এই বিশেষ্যটির ব্যবহার দ্বারা যে সকল পরিবর্তন বা ওঠানামা মোটামুটি নিয়মিত নয়, উহাদের বাদ দেওয়া হইয়াছে। সহজ ভাষায় হ্যাম-এর[11] মতে, কারবারী চক্রগুলি হইল এরূপ যথেষ্ট পরিমাণ মিল সম্পন্ন পরম্পরতা ক্রমে আবর্তিত সমৃদ্ধি ও মন্দার কাল যে উহাদের একটি বিশিষ্ট ধরন আছে বলিয়াই মনে হয়।[12]

সুতরাং কারবারী বা বাণিজ্য চক্র বলিলে, নির্দিষ্ট কাল ব্যাপী (কমবেশি ৬ হইতে ১৩ বৎসর) পর পর একাদিক্রমে ব্যবসাবাণিজ্য তথা কারবারের সমৃদ্ধি ও মন্দার (সম্প্রসারণ ও সংকোচন, উন্নতি ও অবনতির) নিয়মিত আবির্ভাব ও আবর্তন বুঝায়। ইহার ফলে এই সঙ্গে দেশের মোট উৎপন্ন, নিয়োগ, আয়, দামস্তর, মজুরি, সুদের হার, ও মুনাফা ইত্যাদিরও পরিবর্তন, বৃদ্ধি ও হ্রাস ঘটিয়া থাকে।

বাণিজ্য চক্রের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ বাণিজ্য বা কারবারী চক্র নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারা চিহ্নিতঃ মিচেলের মতে,—১. উহা কারবারী অবস্থার পরিবর্তন বা হ্রাসবৃদ্ধি।

---

5. Major Business Cycles or Business Cycles proper.
6. Minor Business Cycles. 7. Seasonal variations.
8. Employment Cycle.
9. "A trade cycle is composed of periods of good trade characterised by rising prices and low unemployment percentages, altering with periods of bad trade characterised by falling prices and high unemployment percentages."
10. W. C. Mitchell. 11. G. N. Halm.
12. 'Business Cycles are successions of periods of prosperity and depression sufficiently uniform to suggest a typical pattern.'

২. মুদ্রা ব্যবস্থা প্রবর্তিত সমাজেই উহার আবির্ভাব ঘটে।

৩. উহারা নিয়মিত (যদিও নির্দিষ্ট সময় অন্তর নহে) ভাবে আবির্ভূত হয়।

৪. যে কোন একটি বাণিজ্য চক্রের অন্তর্গত সমৃদ্ধি ও অবনতি বা মন্দার কালের দৈর্ঘ্য একরূপ হয় না। অথবা যে কোন দুইটি বাণিজ্য চক্রও সর্বাংশে কখনই একরূপ হয় না। একটির সমৃদ্ধি বা মন্দার কাল অপরটির অপেক্ষা কম বা বেশি হইতে পারে।

৫. বাণিজ্য চক্রগুলির তীব্রতায়ও যথেষ্ট বৈষম্য দেখা যায়।

৬. ধনতন্ত্রী জগতে, বাণিজ্য চক্র ক্রমশঃ একদেশ হইতে অপর দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া আন্তর্জাতিক রূপ ধারণ করে।

৭. কৃষি ছাড়া, সাধারণত উৎপাদনের অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে দামস্তর, নিয়োগ ও উৎপাদন এক সঙ্গে বাড়ে অথবা কমে।

৮. দামস্তর, নিয়োগ ও উৎপাদনের সবিশেষ পরিবর্তনের সহিত একই দিকে নগদ টাকার ও ঋণের যোগান ও টাকার প্রচলন বেগ পরিবর্তিত হয়।

৯. দেশের মধ্যে এক শিল্পে বাণিজ্যচক্রজনিত মন্দা বা সমৃদ্ধি দেখা দিলে তাহা ক্রমশঃ দেশের অন্যান্য শিল্পেও বিস্তার লাভ করে।

১০. স্বল্পস্থায়ী দ্রব্য ও ভোগ্যপণ্য শিল্প অপেক্ষা অধিকতর স্থায়ী দ্রব্য ও পুঁজি-দ্রব্য শিল্পে মোট উৎপাদন, নিয়োগ ও মূল্যস্তরের পরিবর্তন অনেক বেশি ঘটে।

১১. সকল প্রকার আয়ের মধ্যে মুনাফার পরিবর্তন সর্বাপেক্ষা বেশি ঘটে। এবং

১২. কৃষিজাত পণ্যের তুলনায় যন্ত্রশিল্পজাত পণ্যের দাম অপেক্ষাকৃত কম পরিবর্তনশীল হয়।

বাণিজ্য বা কারবারী চক্রের পর্যায়সমূহ*

PHASES OF A BUSINESS OR TRADE CYCLE

যে কোন বাণিজ্য চক্রে চারিটি পর্যায় বা স্তর এবং দুইটি মোড় পরিবর্তন বিন্দু দেখা যায়। এই চারিটি পর্যায় হইল,—(১) **মন্দা** বা অবনতি[13], (২) **পুনরুন্নতি**[14], (৩) **চড়তি** বা সমৃদ্ধি[15], এবং (৪) **পড়তি** বা অবনতি[16]। পুনরুন্নতি ও চড়তির অবস্থাকে একত্রে ঊর্দ্ধগতি[17] এবং পড়তি ও মন্দাকে একত্রে অধোগতি[18] বলে। মন্দা যেখানে শেষ হইয়া পুনরুত্থান শুরু হয় তাহা হইল নিচের মোড় পরিবর্তন বিন্দু (৫·১নং রেখা চিত্রে L বিন্দু) এবং চড়তি বা সমৃদ্ধির কাল যেখানে শেষ হইয়া পড়তি শুরু হয় তাহা হইল উপরের মোড় পরিবর্তন বিন্দু (৫·১নং রেখাচিত্রে U বিন্দু)। ৫·১নং রেখাচিত্রে EA রেখা বামে নিচ হইতে দক্ষিণে ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া গিয়াছে। ইহা হইল অর্থনীতিক বিকাশের প্রবণতা রেখা। ইহা দ্বারা দীর্ঘকালীন সময়ে দেশের মোট উৎপাদন, আয় নিয়োগ, ইত্যাদির ক্রমাগত বৃদ্ধি বুঝাইতেছে। বাণিজ্য চক্রের গতি পথ ধরিয়া ধনতন্ত্রী অর্থনীতি কি ভাবে উত্থান পতনের মধ্য দিয়া অর্থনীতিক বিকাশের প্রবণতা রেখা ধরিয়া অগ্রসর হয় এই চিত্রে তাহার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। বামে EA রেখার নিচে বাণিজ্য চক্র রেখাটির (TC) যে নিম্নগামী অংশ তাহা মন্দার বাজারের পরিচায়ক। ইহার সর্বনিম্ন বিন্দু হইল L। L বিন্দুতে মন্দাশেষ হইয়া পুনরুন্নতি শুরু হয়। তাহার পর

* বাণিজ্য চক্রের হিকসীয় তত্ত্বের যে রেখাচিত্রটি (৫·৭নং রেখাচিত্র) এই অধ্যায়ের শেষভাগে দেওয়া হইয়াছে, উহার সহিত বাণিজ্য চক্রের বিবিধ পর্যায়ের বর্ণনাটি মিলাইয়া পাঠ করিলে বিষয়টি বুঝিতে সহজ হইবে। এবিষয়ে প্রশ্নের উত্তর আলোচনায়ও অনুরূপ পদ্ধতি বাঞ্ছনীয়।

13. Depression. 14. Revival. 15. Prosperity or Boom.
16. Recession. 17. Upswing. 18 Downswing.

অর্থনীতির ঊর্ধ্বগতি আরম্ভ হয়। বাণিজ্যচক্র রেখা অর্থনীতিক প্রবণতা রেখা EA-কে অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিয়া গেলে চড়তি বা সমৃদ্ধির কাল দেখা দেয়। উহার সর্বোচ্চ বিন্দু U হইল মোড় পরিবর্তনের বিন্দু। ঐ বিন্দুতে চড়তির কাল শেষ হইয়া পড়তির কাল শুরু হয়। অধোগতি আরম্ভ হয়।

৫·১নং রেখাচিত্র
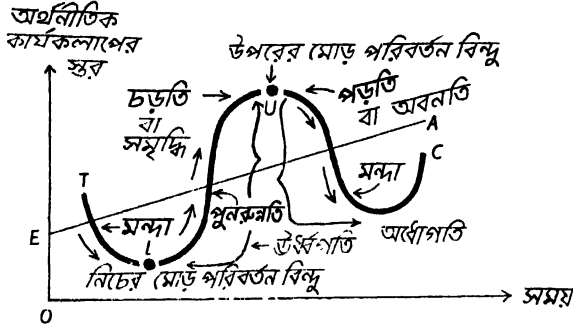
১. মন্দা[19]: মন্দার সময়ে কর্মহীনতা অত্যন্ত বাড়ে, এবং ভোগ্যদ্রব্য শিল্পগুলির উৎপাদন ক্ষমতার তুলনায় ভোগ্যপণ্যের চাহিদা হ্রাস পায়। ইহার ফলে শিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতার অনেকখানি অলস বা অব্যবহৃত হইয়া পড়িয়া থাকে। কোন কোন দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ দ্রব্যের দামই নিম্নমুখী হয়, আর কদাচিৎ কোন দ্রব্যের দামের ঊর্ধ্বগতি দেখা যায়। দ্রব্যসামগ্রীর গড় দামস্তর ধীরে ধীরে কমিতে থাকে। কারবারসমূহের মুনাফা কমিতে থাকে এবং অনেক কারবারে মুনাফার বদলে লোকসান দেখা দেয়। কারবারিগণের মনে ভবিষ্যত সম্পর্কে আস্থার[20] অভাব দেখা দেয় বলিয়া তাহারা এসময়ে নূতন বিনিয়োগের ঝুঁকি গ্রহণে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক হয়। ব্যাংকগুলি যে সকল কারবারিগণকে ঋণ দেওয়ার উপযুক্ত বলিয়া মনে করে (অর্থাৎ যাহা-দিগকে ঋণ দিয়া ঐ ঋণদানের ঝুঁকি লওয়া যাইতে পারে বলিয়া তাহারা মনে করে) সেরূপ কারবারিগণের কেহই এসময়ে নূতন ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক নয় বলিয়া, ব্যাংক ও অন্যান্য ঋণ-দানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে এরূপ সময়ে অত্যধিক পরিমাণে নগদ অর্থ জমিয়া উঠে (অর্থাৎ, উহাদের হাতে নগদ তহবিলের[21] পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়)। এইরূপে মন্দার সময়ে নিয়োগ, আয়, দামস্তর, চাহিদা, উৎপাদন ও ঋণের পরিমাণ ইত্যাদি সকলই ক্রমাগত কমিতে থাকে। অবশেষে, এই ক্রমাগত মন্দার অবস্থা গভীর হইতে হইতে, কর্মোদ্যম শিথিল হইতে হইতে এক সময়ে চরমে পৌঁছায় এবং সমগ্র অর্থনীতি উহার চলচ্ছক্তি হারাইয়া ফেলে, দেশ গভীর মন্দার আবর্তে নিমজ্জিত হয়। একমাত্র আবশ্যিক ভোগ্যপণ্য শিল্প ও অত্যাবশ্যক শিল্পগুলি ছাড়া আর প্রায় সকল শিল্প ও অর্থনীতিক কার্যকলাপ স্তব্ধ হইয়া যায়। নিয়োগ, আয়স্তব, দামস্তর, চাহিদা উৎপাদন, ও মোট ব্যয় ইত্যাদি সকলই সর্বনিম্ন বিন্দুতে পৌঁছায়।

২. পুনরুন্নতি[22]: কিন্তু মন্দার সর্বনিম্ন বিন্দু আবার অবস্থার মোড় পরিবর্তনের বিন্দুও বটে। চরম মন্দার অবস্থায় কিছুদিন পর এক সময়ে এমন কিছু ঘটে যে, ধীরে ধীরে আবার শিল্পগুলিতে সাড়া জাগিতে আরম্ভ করে এবং একবার সাড়া জাগিলে,

19. Depression. 20. Lack of business confidence regarding future.
21. Cash balance. 22. Recovery or Revival.

পুনরুন্নতির শ্লথ পদক্ষেপ ধীরে ধীরে দৃঢ় হইতে থাকে ও গতিবেগ লাভ করিতে আরম্ভ করে। শিল্পের পুরাতন অকেজো যন্ত্রপাতিগুলির রদবদল দরকার হয়। কলকারখানার বন্ধ দুয়ারগুলি খুলিতে আরম্ভ করে। নিয়োগ, আয় এবং ভোগ্যপণ্যের উপর ব্যয় প্রভৃতি সকলই বাড়িতে শুরু করে। উৎপাদন বিক্রয় এবং মুনাফা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভবিষ্যত সম্পর্কে কারবারিগণের মনে আশার সঞ্চার[23] হয়। কারবারিগণের মনে ভবিষ্যত সম্পর্কে হতাশার[24] পরিবর্তে আশার সঞ্চার হওয়ায়, যে সকল নূতন বিনিয়োগের কথা আগে ঝুঁকি-বহুল মনে হইয়াছিল, তাহা এখন আকর্ষণীয় মনে হয় এবং ফলে তাহারা ঐ সকল বিনি-য়োগে হাত দেয়। চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে শিল্পগুলির অলস উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার ও কর্মহীন শ্রমিক নিয়োগ দ্বারা উৎপাদনও সহজে বাড়িতে আরম্ভ করে। দামস্তরের নিম্ন-গতি বন্ধ হইয়া উহাতে হয় স্থিতি নতুবা সামান্য ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা দেয়। এইরূপে পুনরুন্নতির সময়ে ধীরে ধীরে নিয়োগ, উৎপাদন, আয়, চাহিদা ও মোট ব্যয় ইত্যাদির ঊর্ধ্বগতি আরম্ভ হয়।

৩. **চড়তি বা সমৃদ্ধি**[25]: পুনরুন্নতির গতিবেগ বাড়িবার সাথে সাথে বিভিন্ন শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির নানান বিঘ্ন[26] দেখা দিতে আরম্ভ করে। শিল্পগুলির বিদ্যমান উৎপাদন ক্ষমতা পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগিয়া যায়; কতকগুলি প্রধান প্রধান সুদক্ষ শ্রেণীর শ্রমিকের অভাব অনুভূত হইতে থাকে; এবং কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালের ঘাট্তি দেখা দেয়। অব্যবহৃত উপকরণগুলির পরিমাণ ক্রমশ কমিতেছে বলিয়া (কারণ উহাদের ক্রমেই অধিক পরিমাণে কাজে লাগান হইতেছে), উহাদের নিয়োগ করিয়া সহজেই উৎপাদন বাড়ান ক্রমশ কঠিন হইয়া পড়ে। বিনিয়োগ না বাড়াইয়া এখন আর উৎপাদন বাড়ান চলে না এবং বিনিয়োগ বাড়াইতে গেলে উহা দ্বারা শুধু নিযুক্ত শ্রমিকগণেরই দক্ষতা বাড়ান যায় এবং একমাত্র উহার সাহায্যেই উৎপাদন বাড়ান সম্ভব হয়। চাহিদা বৃদ্ধির ফলে যতটা না উৎপাদন বাড়ে তদপেক্ষা দাম বাড়ে বেশি। কারণ, ধীরে ধীরে সর্বত্র উৎপাদন বাড়াইবার তাগিদে শ্রমের যোগানের তুলনায় চাহিদার আধিক্য দেখা দেয়। ফলে উৎপাদন খরচ বাড়ে, কিন্তু দামও বাড়ে এবং কারবারগুলি অত্যন্ত লাভজনক হইয়া ওঠে। দাম বাড়িতেছে বলিয়া কেবল কিছুদিন দ্রব্যসামগ্রী মজুত করিয়া রাখিলেই আর্থিক মুনাফা রোজগার করা যায় বলিয়া কোথাও লোকসান বড় একটা ঘটে না। বিনিয়োগ ব্যয় অত্যন্ত বেশি হইতে থাকে, বিনিয়োগ করিবার মত অর্থের তহবিলে টান ধরে[27] এবং ঋণযোগ্য তহবিলের অত্যধিক চাহিদার দরুন সুদের হারেরও ঊর্ধ্বগতি আরম্ভ হয়। কারবারি-গণের মনে ভবিষ্যত সম্পর্কে জোরালো আশাবাদী মনোভাব জাগিবার ফলে তাহারা এমন সকল বিনিয়োগ করিতে আরম্ভ করে যাহা চল্তি দামস্তর ও বিক্রয়ের পরিমাণের বিবেচনায় মোটেই যুক্তিসংগত নয়। কারণ, চল্তি দামস্তর এরূপ অত্যন্ত উচ্চ স্তরে উঠিয়া যায় ও বিক্রয় এরূপ একটা সীমায় পৌঁছায় যে, উহার আর বৃদ্ধি দুরূহ হইয়া পড়ে, অথচ যে সকল নূতন বিনিয়োগ ঘটিতেছে তাহা লাভজনক হইতে হইলে দামস্তরের এবং বিক্রয়ের পরিমাণের আরও সবিশেষ বৃদ্ধির প্রয়োজন।

এইরূপে চড়তি বা সমৃদ্ধির সময়ে উৎপাদন, নিয়োগ, আয়, চাহিদা, মোট ব্যয় ও দামস্তর বৃদ্ধি পাইতে পাইতে একটা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায়। পূর্ণনিয়োগের পর্যায়ে পৌঁছাইবার পর আর উৎপাদন ও নিয়োগ বাড়িতে পারে না কিন্তু উৎপাদনের খরচ ও দামস্তর ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। সাধারণ ভাবে যোগানের তুলনায় চাহিদার আধিক্য থাকে। দামের ক্রমাগত ঊর্ধ্বগতির ফলে বিক্রয় বাড়িতে বাড়িতে এক সময়ে উহা সর্বাধিক সীমায় পৌঁছায়, তাহার পর উহার আর বিশেষ বৃদ্ধি ঘটে না। কিন্তু আশাবাদী

23. Optimism. 24. Pessimism. 25. Boom or Prosperity.
26. **Bottlenecks.** 27. Shortage of investible funds.

মনোভাবের দরুন বিনিয়োগকারীরা মুনাফার লোভে উন্মত্তের ন্যায় ক্রমাগত বিনিয়োগ বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে থাকে। ইহাতে এক কৃত্রিম চাহিদার আধিক্য সৃষ্টি হয়।

৪. **পড়তি বা অবনতি**[২৮]**:** অবশেষে এক সময়ে চড়তি বা সমৃদ্ধির কাল হঠাৎ শেষ হয়। যে বিন্দুতে চড়তি শেষ হইয়া পড়তি বা অবনতি আরম্ভ হয় তাহাই উপরের মোড় পরিবর্তন বিন্দু। এতদিন ধরিয়া যথেষ্ট বিক্রয় না হওয়া সত্ত্বেও, ক্রমাগত দামস্তর বৃদ্ধির দরুন হিসাবপত্রে কাগজে মুনাফার অঙ্কে প্রলুব্ধ হইয়া ও ভবিষ্যত সম্পর্কে অত্যন্ত আশাবাদী মনোভাবের বশবর্তী হইয়া বিনিয়োগকারীরা যে আর্থিক বিনিয়োগ করিয়া চলিয়াছিল এবং কারবারীরা আরো বেশি দামে বেচিবার আশায় যে বিপুল মজুত-সম্ভার ধরিয়া রাখিয়াছিল, দামস্তরের আকাশছোঁয়া পরিস্থিতিতে এক সময়ে হঠাৎ তাহাদের মনেও আশংকার সঞ্চার হয় যে, হয়তো ঐ দামে উহার সবটা বিক্রয় করা সম্ভব হইবে না। যে মুনাফার উচ্চাশার বশবর্তী হইয়া বিনিয়োগকারীরা উন্মত্তের ন্যায় এতদিন বিনিয়োগ করিয়াছে তাহারা একদিন সহসা আবিষ্কার করে যে তাহাদের আশা পূর্ণ হইতেছে না, বিক্রয় যথেষ্ট না হওয়ায় আকাঙ্ক্ষিত মুনাফা ঘটিতেছে না। যে মুহূর্তে তাহাদের এরূপ চেতনা জাগে, সে মুহূর্তেই তাহাদের মনে আশাবাদী মনোভাবের হঠাৎ পরিবর্তন ঘটিয়া আশা ভঙ্গ হইয়া ভবিষ্যত সম্পর্কে নিরাশা বা হতাশাবাদী মনোভাব জাগে। চড়তি বা সমৃদ্ধির বুদ্বুদ ফাটিয়া গিয়া পড়তির কাল আরম্ভ হয়। এবং একবার পড়তি বা অবনতি আরম্ভ হইলে উহাও ক্রমশ গতিবেগ লাভ করিতে থাকে। আগে যখন ক্রেতারা কিনিতে ব্যগ্র ছিল কিন্তু আকাশছোঁয়া দামের জন্য কিনিতে পারিতেছিল না, এবং বিক্রেতারা বিক্রয়ে অনিচ্ছুক ছিল, এখন হঠাৎ সেই বিক্রেতারা বিক্রয়ে ব্যগ্র হইয়া পড়ে এবং কিছুটা কম দামেই তাহারা বেচিতে চায়। আর দাম আরও কমিবে মনে করিয়া ক্রেতারা এখন ক্রয়ে অনিচ্ছা দেখায়। ইহাতে দাম আরও পড়িয়া যায়। এইভাবে হঠাৎ চড়তির বাজারের চড়া দাম পড়িয়া যায় ও উহার নিম্নগতি আরম্ভ হয়। ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা কমে। যে বিনিয়োগ লোভনীয় ছিল তাহা এখন লোকসানজনক মনে হয়। বিক্রয় ও দাম যখন বেশি ছিল, ঊর্ধ্বগামী ছিল, তখন যে চড়া সুদের হার সহজেই বহন করা সম্ভব বলিয়া মনে হইত, তাহা এখন গুরুভার বলিয়া মনে হয়। বিপুল লোকসানের দরুন একের পর এক কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলি দেউলিয়া হইতে ও দরজা বন্ধ করিতে থাকে। ফলে উৎপাদন ও নিয়োগ কমিতে থাকে এবং উহার সহিত আয় ও মোট ব্যয়ও কমিতে থাকে। চাহিদা যতই কমে অবশিষ্ট কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলি ততই আরও বিপাকে পড়ে। দাম ও মুনাফা দ্রুত কমিয়া গিয়া নূতন বিনিয়োগ প্রায় নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়। এমনকি চাহিদার হ্রাসের দরুন যন্ত্রপাতিগুলির পরিপূর্ণ ব্যবহার ঘটে না বলিয়া অলস উৎপাদন ক্ষমতার উৎপত্তি হওয়ায়, এবং উহার ক্রমশ বৃদ্ধি পায় বলিয়া উৎপাদনকারীরা পুরাতন যন্ত্রপাতির রদবদলের সময় উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও উহাতে হাত দেয় না। ধীরে ধীরে অবস্থার আরও অবনতি ঘটিতে থাকে এবং পড়তির অবস্থা মন্দার অবস্থায় পরিণত হয়। এইরূপে পড়তির সময়ে উৎপাদন, আয়, চাহিদা, মোট ব্যয় দামস্তর ইত্যাদি সকলই হ্রাস পাইতে শুরু করে।

বাণিজ্য চক্রের চারিটি পর্যায়ের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্যঃ ১. সাধারণত, মন্দা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এবং উহা সামাজিকভাবে যেমন বেদনাদায়ক (ব্যাপক কর্মহীনতার দরুন) তেমনি অর্থনীতিকভাবে অত্যন্ত ক্ষতিকর (উৎপাদন ক্ষমতার অব্যবহার ও উপকরণ-সমূহের ব্যবহারের অভাবের দরুন)।

২. পুনরুন্নতি অত্যন্ত ধীরে ধীরে শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে উহা গতিবেগ

28. Recession or Slump.

লাভ করে। অনেক সময় পুনরুন্নতি অকস্মাৎ গতিবেগ হারাইয়া পুনরায় পড়তি বা অবনতি দেখা দেয়।

৩. চড়তি বা সমৃদ্ধি অত্যন্ত বিপুল পরিমাণ ও ব্যস্ততাপূর্ণ কারবারী লেনদেন ও ক্রয়বিক্রয় এবং পূর্ণনিয়োগ দ্বারা চিহ্নিত হয়। এবং সহসা উহার অবসান ঘটে।

৪. পড়তির সময় অবস্থার অত্যন্ত দ্রুত অবনতি ঘটিতে থাকে।

বাণিজ্য বা কারবারী চক্রের তত্ত্বসমূহ

THEORIES OF TRADE OR BUSINESS CYCLES

বাণিজ্য চক্রের কারণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যে সকল তত্ত্ব রচিত হইয়াছে উহাদের দুইভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা,—(১) অনার্থিক তত্ত্বসমূহ[২৯] এবং (২) আর্থিক তত্ত্বসমূহ[৩০]।

অনার্থিক তত্ত্বগুলির মধ্যে জেভোন্‌স্‌-এর আবহাওয়া তত্ত্ব[৩১], পিগুর মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব[৩২] এবং স্যুম্পিটারের নূতন উদ্ভাবনের বাণিজ্যিক প্রয়োগ তত্ত্ব[৩৩] উল্লেখযোগ্য।

অনার্থিক তত্ত্বসমূহ: (১) জেভোন্‌স্‌-এর মতে সূর্যের কলঙ্ক মধ্যে মধ্যে বাড়ে এবং উহার ফলে আবহাওয়ায় তাপমাত্রা হ্রাসের দরুন যথেষ্ট পরিমাণ উপযুক্ত তাপ ও বৃষ্টিপাতের অভাবে কিছুদিন পর পর ফসলের ক্ষতি হয়। ইহাতে কৃষকগণের আয় কমিবার দরুন চাহিদা কমে ও কারবারী জগতে মন্দা দেখা দেয়। আর ফসল ভাল হইলে ইহার বিপরীত অবস্থা—সমৃদ্ধি দেখা দেয়। এইরূপে কমবেশি নিয়মিত ভাবে অনুকূল ও প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুন বাণিজ্য চক্রের উৎপত্তি ঘটে। কিন্তু, কৃষি ও শিল্পের ভাগ্য পরস্পর জড়িত হইলেও, যদি আবহাওয়ার দরুনই একমাত্র কৃষির মধ্য দিয়া বাণিজ্য চক্রের উৎপত্তি ঘটিত, তবে শিল্প-প্রধান দেশে বাণিজ্য চক্রের প্রাধান্য দেখা যাইত না। তাই বহুকাল পূর্বেই এই তত্ত্বটি অসার বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে।

(২) **অধ্যাপক পিগুর** মতে, কারবারিগণের মনোভাব অনবরত ভবিষ্যত সম্পর্কে আশা ও নিরাশার দুই প্রান্ত সীমার মধ্যে ঘড়ির দোলক-এর মত দুলিতেছে। তাহাদের আশাবাদী মনোভাব হইতে চড়তি বা সমৃদ্ধির এবং নিরাশাবাদী মনোভাব হইতে পড়তি ও মন্দার সূচনা হয়। কিন্তু, কারবারিগণের আশাবাদী ও নিরাশাবাদী মনোভাবের মনস্তত্ত্ব বাণিজ্যচক্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিলেও উহা কারবারী পরিস্থিতির কারণ বলিয়া গণ্য না করিয়া ফলস্বরূপ গণ্য করাই সঠিক। তাহা ছাড়া কেনই বা সহসা আশা হইতে নিরাশায় কিংবা নিরাশা হইতে আশায় মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে তথা নিচের ও উপরের মোড় পরিবর্তন বিন্দুর কারণ কি, তাহাও, পিগুর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম।

(৩) **স্যুম্পিটারের** মতে, কোন নূতন দ্রব্য, উৎপাদনের নূতন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া, উৎপাদন ও কারবারের নূতন সংগঠন পদ্ধতি, নূতন বাজার, কাঁচামালের নূতন কোন উৎস ইত্যাদির উদ্ভাবন ও ব্যবহার ঘটিলে, এক কথায়, নূতন উদ্ভাবনের বাণিজ্যিক প্রয়োগ ঘটিলে, উহার দ্বারা চাহিদা বা যোগানের অথবা উভয়ের অবস্থা পরিবর্তিত হইতে পারে। ইহার ফলে, উদ্যোক্তাগণের আশা কিংবা বাস্তব পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিতে পারে এবং তাহা তাহাদের কারবারী হিসাবনিকাশের, কর্মসূচীর পরিবর্তন ঘটাইতে পারে। ইহাতে অর্থনীতিক ব্যবস্থায় ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটিতে পারে এবং ভিন্নতর ভারসাম্যে পৌঁছিবার জন্য তখন উহার পক্ষে (অর্থনীতিক কার্যাবলীর) প্রয়োজনীয় পরিমাণে সংশোধন আবশ্যক হইয়া পড়ে। ইহাই বাণিজ্যচক্রের আবির্ভাবের মূল কারণ বলিয়া স্যুম্পিটার মনে করেন। যেমন, পূর্ণনিয়োগের অবস্থায় কোন নূতন দ্রব্যের উদ্ভাবন ও বাণিজ্যিক প্রচলন ঘটিলে, নূতন শিল্পে বিনিয়োগ ঘটিবে ও উৎপাদনের উপাদানসমূহের চাহিদা

29. Non-monetary Theories. 30. Monetary Theories.
31. Climatic Theory. 32. Psychological Theory.
33. Schumpeter's Theory of Innovations.

এবং সে কারণে উহাদের দাম বাড়িবে। ইহাতে পুরাতন শিল্পগুলির উৎপাদন খরচ বাড়িবে। সেহেতু দামস্তর বাড়িবে। নূতন দ্রব্যটি উহার চাহিদা সৃষ্টিতে সক্ষম হইলে চড়া দামে বাজারে বিক্রয় হইবে এবং উহার উৎপাদক উদ্যোক্তাগণের প্রচুর মুনাফা ঘটিবে। নূতন শিল্পে বিনিয়োগ ঘটাইতে গিয়া ব্যাঙ্ক ঋণেরও প্রসার ঘটিবে। এইরূপে নূতন দ্রব্যের বাণিজ্যিক প্রয়োগ সফল হইলে দামস্তর, বিনিয়োগ, উৎপাদন, আয়, ঋণ ইত্যাদি বৃদ্ধি পাইবে এবং চড়তির বাজারের সৃষ্টি হইবে। ইহার পর অবশেষে নূতন দ্রব্যটির উৎপাদন সবিশেষ বাড়িলে উহার দাম কমিবে, ঐ শিল্পের চড়া মুনাফার হার কমিবে এবং শেষ পর্যন্ত তাহা লুপ্ত হইবে। তখন আসিবে পড়তির বাজার। **পুনরুত্থান ও চড়তি বা সমৃদ্ধির কাল হইল নূতন বিনিয়োগ প্রবাহ দ্বারা পুরাতন ভারসাম্য ত্যাগ করিয়া নূতন ভারসাম্যের পথে অগ্রসর হইবার কাল আর পড়তি ও মন্দা হইল নূতন ভারসাম্যে উপনীত হইবার কাল।** এইরূপে কিছু কাল পর পর নূতন উদ্ভাবনের বাণিজ্যিক প্রয়োগ-তরঙ্গের জোয়ার ভাটায় চড়তি বা সমৃদ্ধি, পড়তি, মন্দা ও পুনরুন্নতির তথা বাণিজ্য চক্রের আবর্তন ঘটে।

শিল্পবিপ্লব, উপনিবেশসমূহের প্রতিষ্ঠা (কাঁচামালের উৎস ও বাজার), রেলপথ প্রবর্তন, মোটরগাড়ীর উদ্ভাবন প্রভৃতি ঘটনা অতীতে এইরূপ নূতন উদ্ভাবনের সফল বাণিজ্যিক প্রয়োগের বাস্তব দৃষ্টান্ত এবং অতীতকালের বহু বাণিজ্যিক চক্রের সৃষ্টির সহিত জড়িত, সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি কেবল নূতন উদ্ভাবনের বাণিজ্যিক প্রয়োগকেই বাণিজ্য চক্রের একমাত্র কারণ বলিয়া আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন না।

বাণিজ্যচক্রের হিক্‌সীয় অনার্থিক তত্ত্বটি সবশেষে আলোচনা করা হইয়াছে।

বাণিজ্য চক্রের আর্থিক তত্ত্বসমূহ

MONETARY THEORIES OF TRADE CYCLE

আধুনিক অর্থবিজ্ঞানিগণের ধারণা এই যে, অর্থনীতির চক্রাকার উত্থানপতনের কারণ-গুলির মধ্যে অর্থের একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা আছে। তাহা বাদ দিয়া বাণিজ্য চক্রের কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নহে। সকল আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীই এ বিষয়ে একমত যে, কারবারী কার্যকলাপের এই ওঠানামার একটি প্রধান লক্ষণ হইল মুদ্রা ব্যবস্থার সংকোচন-সম্প্রসারণ। অর্থের যোগান বৃদ্ধি ব্যতীত চক্রাকারে সম্প্রসারণশীল অর্থনীতির কোন ঊর্ধ্বগতি সম্ভব হয় না। কিন্তু সেই সঙ্গে অধিকাংশ অর্থবিজ্ঞানী ইহাও মনে করেন যে, অর্থনীতির এই চক্রাবর্তনে অর্থের ভূমিকাটি সক্রিয় নহে, নিষ্ক্রিয়।

কোন না কোন রূপে অর্থের ভূমিকাকে স্বীকার করিয়া বাণিজ্য চক্রের যে সকল তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে উহাদের মধ্যে হট্রের[৩৪] বিশুদ্ধ আর্থিক তত্ত্ব, কীন্‌সের বাণিজ্যচক্র তত্ত্ব (বা সঞ্চয় বিনিয়োগ তত্ত্ব) এবং হিক্‌সের বাণিজ্য চক্র তত্ত্ব সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

বাণিজ্যচক্র সম্পর্কে হট্রের বিশুদ্ধ আর্থিক তত্ত্ব

HAWTREY'S PURE MONETARY THEORY OF TRADE CYCLE

হট্রে মনে করেন যে, বাণিজ্য চক্রের জন্য সমাজের অর্থ ব্যবস্থা, বা আরও সুনির্দিষ্ট ভাবে বলিতে গেলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ এবং একমাত্র দায়ী। সংক্ষেপে তাঁহার তত্ত্বটি এই যে, জাতীয় আর্থিক আয় হইতেই সমাজের যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদার উৎপত্তি ঘটে। কারণ, জাতীয় আয় হইল ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়ের সমষ্টি। সমাজের সকলে যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে যে আয় উপার্জন করে, উহা ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়ের দ্বারাই সৃষ্ট হয়। যতক্ষণ সমাজের এই আর্থিক আয়-ব্যয় প্রবাহ অপরিবর্তিত থাকে, ততক্ষণ অর্থনীতিও সামগ্রিকভাবে স্থিতিশীল থাকে। কিন্তু সমাজের এই আর্থিক (আয়-ব্যয়) প্রবাহ অক্ষুণ্ণ থাকে না। অলস নগদ তহবিল পরিত্যাগ[৩৫] কিংবা

34. R. G. Hawtrey. 35. Dishoarding of idle cash balance.

ব্যাঙ্ক ঋণের সৃষ্টির ফলে আর্থিক আয়-ব্যয় প্রবাহ বা দ্রব্যসামগ্রীর মোট কার্যকর চাহিদা স্ফীত হইয়া এক ঊর্ধ্বগতির সৃষ্টি করে। তেমনি আবার, অলস নগদ তহবিলের বৃদ্ধি অথবা ব্যাংক ঋণের সংকোচন দ্বারা চলতি উৎপাদনের মোট আর্থিক চাহিদা সংকুচিত হয় এবং এক অধোগতি ও মুদ্রা সংকোচনের অবস্থা সৃষ্টি করে। এই ভাবে, হট্রের মতে, জাতীয় আর্থিক প্রবাহের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে বাণিজ্য চক্রের সৃষ্টি হয়। সুতরাং উহাকে একটি বিশুদ্ধ আর্থিক বিষয় রূপেই গণ্য করা উচিত।

হট্রের তত্ত্বে তিনটি বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছেঃ (১) অর্থনীতিতে পাইকারী ব্যবসায়িগণের চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং বাট্টার হার পরিবর্তনের প্রতি তাহাদের অত্যন্ত বেশি স্পর্শকাতরতা; (২) মোট আর্থিক চাহিদার প্রবাহে পরিবর্তন; এবং (৩) তথাকথিত বহির্গামী অপচয় ও ব্যাঙ্ক তহবিলের প্রত্যাবর্তন।

হট্রের মতে, ব্যাঙ্কগুলির হাতে অত্যধিক নগদ তহবিল জমিয়া উঠিলে উহারা খাতকগণকে ঋণগ্রহণে উৎসাহিত করিবার জন্য সুদের হার বা বাট্টার হার কমাইয়া দেয়। বাট্টার হারের হ্রাসের দ্বারা পাইকারী ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত উৎসাহিত হয় এবং বাট্টার হারের প্রতি তাহাদের স্পর্শকাতরতার কারণ এই যে, তাহারা প্রধানত ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ লইয়া পণ্য মজুত করে। বিপুল মজুতসম্ভারের মূল্যের একটি সামান্য শতাংশ রূপে তাহারা লাভ করে বলিয়া ব্যাঙ্ক ঋণের সুদের (অথবা বাট্টার) হারের সামান্য পরিবর্তনে তাহাদের মুনাফা অত্যধিকরূপে প্রভাবিত হয়।

ব্যাঙ্কের সুদের হার কমিলে পাইকারী ব্যবসায়ীরা আরও বেশি পরিমাণে পণ্য মজুত করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক হইতে অধিক ঋণ লইতে উৎসাহিত হয়।

পাইকারী ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে অধিক পরিমাণে পণ্যের ফরমাশ[৩৬] পাইলে উৎপাদকগণ পণ্য উৎপাদনের মাত্রা বাড়ায় এবং সেজন্য অধিক শ্রমিক নিয়োগ করে। এজন্য উৎপাদকগণের ব্যয়ের ফলে উপাদানগুলির আয় বাড়ে। এইরূপে ব্যাঙ্কগুলি যে অতিরিক্ত পরিমাণে ঋণ সৃষ্টি করিয়া ব্যবসায়িগণকে উহা ধার দিয়াছে তাহার সবটাই অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদনে নিযুক্ত উপাদানিগুলি মজুরি, সুদ, খাজনা ও মুনাফার আকারে আয়রূপে হস্তগত করে। এই আয়ের সামান্য অংশ হাতে নগদ তহবিল রূপে রাখিলেও উহার অধিকাংশই আবার ঐ সকল উপাদানের মালিকগণ ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে পণ্য কিনিতে ব্যয় করে। ইহাতে ব্যবসায়িগণের মজুতসম্ভার কমিয়া যায়। এইভাবে সুদের হার কমিয়া গেলে আরও বেশি পরিমাণে পণ্য মজুত করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া ব্যবসায়ীরা ভোগকারিগণের যে নূতন চাহিদা সৃষ্টি করে, তাহাতে তাহারা যত দ্রুত তাহাদের মজুত-সম্ভার গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করে ঠিক তত দ্রুতই তাহাদের ঐ মজুতসম্ভার কমিতে থাকে। তখন তাহারা পুনরায় আরও ব্যাংকঋণ সংগ্রহ করিয়া আরও পণ্য মজুত করিবার চেষ্টা করে এবং ফলে উৎপাদনকারিগণ আরও উৎপাদন বাড়ায় ও আরও লোক নিয়োগ করে। ফলে দেশে আর্থিক আয় ও ব্যয় আরও বাড়ে এবং আবার মজুতসম্ভার হ্রাস পায়। এইভাবে চক্রাকারে ব্যাঙ্কঋণের সম্প্রসারণ, অলস নগদ তহবিল পরিত্যাগ, মজুত-সম্ভার বৃদ্ধি, নিয়োগ বৃদ্ধি, আয় বৃদ্ধি, ব্যয় বৃদ্ধি, মজুতসম্ভার হ্রাস, পুনরায় ব্যাঙ্ক-ঋণের সম্প্রসারণ ইত্যাদি পুনঃ পুনঃ ঘটিতে থাকে ও অর্থনীতির পুনরুন্নতি ও ঊর্ধ্বগতি আরম্ভ ও ক্রমশঃ শক্তিশালী হইতে থাকে এবং এক সময়ে অর্থনীতি চড়তি বা সমৃদ্ধির পর্যায়ে পৌঁছাইয়া আরও সম্প্রসারণের পথে ধাবিত হইতে থাকে।

যদি ব্যাঙ্কগুলি সীমাহীনভাবে তাহাদের ঋণ সম্প্রসারণ করিতে পারিত তবে হয়ত এই ঊর্ধ্বগতি অব্যাহত থাকিত। কিন্তু একসময়ে ব্যাঙ্কগুলির নগদ তহবিল নিঃশেষিত হইবার আশংকা দেখা দেয় এবং তখন তাহারা নূতন ঋণপ্রার্থিগণকে নিরুৎসাহিত করিবার

36. Orders.

জন্য শুধু নূতন ঋণের আবেদনই নাকচ করে না, পুরাতন ঋণও ফেরত চাহিতে শুরু করে এবং সুদের হার বাড়াইয়া দেয়। ইহার ফলে ঋণের যে সংকোচন আরম্ভ হয় তাহা দামস্তর, আর্থিক আয় এবং শেষ পর্যন্ত পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার উপর চাপ দেয়। পাইকারী ব্যবসায়ীরা তখন তাহাদের মজুতসম্ভার কমাইবার জন্য উৎপাদনকারিগণকে পণ্যের ফরমাশ কমাইয়া দেয় এবং ইহাতে ব্যাঙ্কের কাছে তাহাদের ঋণের পরিমাণ হ্রাস পায়। উৎপাদকগণ তখন উৎপাদনের মাত্রা ও নিয়োগ কমাইয়া দেয়। ইহাতে উপাদান-গুলির আর্থিক আয় এবং পণ্যসামগ্রীর জন্য উহাদের (মালিকগণের) চাহিদা ও আর্থিক ব্যয় হ্রাস পায়। এইরূপে পড়তি ও মন্দার, অধোগতির সূচনা হয় এবং এজন্য ব্যাঙ্ক-ঋণের সংকোচনই একমাত্র দায়ী।

অতএব, এককথায় বলিতে গেলে, হট্রের মতে (ব্যাঙ্ক) ঋণের অন্তর্নিহিত অস্থিরতাই[37] বাণিজ্য চক্রের মূল কারণ। অর্থনীতিক কার্যকলাপ ঋণের সম্প্রসারণ ঘটায়, ঋণের সম্প্রসারণ চাহিদা বাড়ায়, বর্ধমান চাহিদা পুনরায় অর্থনীতিক কার্যকলাপের সম্প্রসারণ ঘটায়। মন্দা ঋণগ্রহণকে নিরুৎসাহিত করে. ঋণের সংকোচন চাহিদাকে সংকুচিত করে. সংকুচিত চাহিদা মন্দাকে তীব্রতর করে। ইহাই হট্রের যুক্তি।

সমালোচনাঃ যুক্তি-শৃঙ্খলের দিক দিয়া হট্রের বক্তব্য সঠিক হইলেও, তাঁহার কতকগুলি অনুমিত শর্ত বাস্তব তথ্যের বিরোধী এবং সেজন্য তাঁহার তত্ত্বের গুরুত্বহানি ঘটিয়াছে।

১. হট্রে পাইকারী ব্যবসায়িগণের ভূমিকা যতটা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করিয়াছেন, বাস্তবে উহা তত গুরুত্বপূর্ণ নহে। ১৯১৪ সালের পূর্বেকার ইংলণ্ডে তাহারা হয়তো গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু বর্তমানে কোথাও তাহাদের সে গুরুত্ব আর নাই। তাহা ছাড়া আধুনিক কালে পাইকারী ব্যবসায়ীরা নিজ পুঁজির সাহায্যেও মজুতসম্ভার ধারণ করিয়া থাকে (যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে)।

২. সুদের হারের পরিবর্তনের প্রতি পাইকারী ব্যবসায়িগণের স্পর্শকাতরতা সম্পর্কে হট্রের ধারণা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। যে সকল ব্যবসায়িগণ নিজ পুঁজির দ্বারা মজুতসম্ভার ধারণ করে, তাহারা মোটেই সুদের হারের পরিবর্তনে স্পর্শকাতর হয় না। যে সকল ক্ষেত্রে তাহারা ব্যাঙ্কঋণের সাহায্যে মজুতসম্ভার ধারণ করে, সে ক্ষেত্রেও সুদের হারের পরিবর্তনটি যদি তাহারা নিতান্ত সাময়িক বলিয়া মনে করে, তবে উহা দ্বারা তাহারা আদৌ প্রভাবিত নাও হইতে পারে। কিংবা সুদের হারের পরিবর্তন সত্ত্বেও, তাহাদের বিক্রয়ের পরিমাণ যদি অপরিবর্তিত থাকে, তবে তাহারা তাহাদের মজুতসম্ভারের আয়তনে কোন পরিবর্তন করিতে চাহিবে না। তাহা ছাড়া, সাধারণত দামের পরিবর্তন ঘটিতে থাকিলেই সুদের হারের পরিবর্তন করা হয়। সেরূপ ক্ষেত্রে দাম যখন বাড়িতেছে, সে সময় সুদের হার বাড়ান হইলে তাহাতে ব্যবসায়ীরা ঋণগ্রহণ হইতে নিরস্ত হইবে না। কারণ তাহারা তাহাদের খরচ বৃদ্ধির সাথে সাথে তাহাদের পণ্যের দামও বাড়াইয়া দিবে। তেমনি দাম যখন কমিতেছে, তখন তাহারা সুদের হার কমিবার সাথে সাথে পণ্যের দামও কমাইবে।

৩. বাণিজ্য চক্রকে নিছক আর্থিক কারণ সঞ্জাত ঘটনা বলিয়া মনে করিয়া হট্রে ভুল করিয়াছেন। ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে নগদ তহবিলের বহির্গামী অপচয়-ই শুধু সমৃদ্ধি বা চড়তির পরিস্থিতিতে ছেদ ঘটাইবার একমাত্র কারণ নহে। ব্যাঙ্কগুলির নগদ তহবিল নিঃশেষিত হইবার অনেক আগেই আরও অন্যান্য অনেক বিষয়ের দরুন অর্থনীতির ঊর্ধ্বগতি বন্ধ হইতে পারে।

৪. হট্রের বিশ্লেষণের অনেকখানি তাঁহার 'ঋণের অন্তর্নিহিত অস্থিরতার' ধারণার

37. Inherent instability.

উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ব্যাঙ্কঋণ যে স্বভাবতঃই অস্থির, এই ধারণাটি বর্তমানে পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং বাস্তব ঘটনা এই যে, ব্যাঙ্কগুলির অর্থের অধিকাংশই বা একটা বড় অংশই বর্তমানে সরকারী ঋণপত্রে লগ্নী করা থাকে। ফলে ব্যাঙ্ক ঋণের ঐ চরিত্র বর্তমানে অনেকটাই পরিবর্তিত হইয়াছে।

উপসংহারে বলা যায় যে, বাণিজ্যচক্র সম্পর্কে তাঁহার তত্ত্বটি গ্রহণযোগ্য না হইলেও, তিনি যে তাঁহার তত্ত্বে অর্থনীতিক কার্যকলাপের সংকোচন-সম্প্রসারণে ঋণ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বাণিজ্য চক্রের জন্য ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকেই সর্বতোভাবে দায়ী করিলে ভুল হইবে বটে, কিন্তু ব্যাঙ্ক-গুলির ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতার উপর কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ জারী করিতে পারিলে কারবারী কার্যকলাপে অত্যধিক অস্থিরতা যে খানিক পরিমাণে কমান সম্ভব তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাণিজ্য চক্রের কীনসীয় তত্ত্ব
THE KEYNESIAN THEORY OF TRADE CYCLE

কীন্‌স পৃথকভাবে বাণিজ্য চক্রের কোন স্বতন্ত্র তত্ত্ব রচনা করিয়া যান নাই। বাণিজ্য চক্র সম্পর্কে তাঁহার যাহা কিছু চিন্তা ও বক্তব্য তাহা তাঁহার 'সাধারণ তত্ত্বে'র মধ্যে নিহিত। এসম্পর্কে তাঁহার যাহা বক্তব্য তাহা এই যে, "সুদের হারের তুলনায় পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার হ্রাসবৃদ্ধির ভিত্তিতে বাণিজ্য চক্রের বিশ্লেষণে ও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।"[৩৮] ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, সুদের হারকে কীন্‌স বাণিজ্য চক্রের অন্যতম প্রধান উপাদান বলিয়া গণ্য করেন। সেহেতু, কীনসীয় বাণিজ্য চক্রের তত্ত্বকে আর্থিক তত্ত্বরূপে গণ্য করা যায়। তবে ইহা হট্রের তত্ত্বের ন্যায় বিশুদ্ধ আর্থিক তত্ত্ব নহে।

অধ্যাপক হিক্‌স্ কীনসীয় বাণিজ্য চক্র তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, আমরা এখানে সংক্ষেপে তাহাই আলোচনা করিব। কীন্‌সের সঞ্চয়-বিনিয়োগ নগদ পছন্দ তত্ত্ব ও বিখ্যাত ঊর্ণনাভ উপপাদ্য ও রেখাচিত্রের[৩৯] সাহায্যে হিক্‌স কীনসীয় বাণিজ্য চক্রের এই ব্যাখ্যাটি দিয়াছেন।

সারাংশঃ তত্ত্বটির সারাংশ এই যে, সঞ্চয়-বিনিয়োগ সমতার ভারসাম্য রেখা এবং নগদ অর্থ রেখা পরস্পরকে ছেদ করিয়া ছেদ বিন্দুতে একই সঙ্গে ভারসাম্য সুদের হার ও আয়ের স্তর নির্ধারণ করে। কিন্তু অর্থনীতিক ব্যবস্থায় ঘটনাবলীর মধ্যে সময়ের ব্যবধানের[৪০] দরুন, ঐ দুইটি রেখার ছেদবিন্দুতে যে ভারসাম্য অবস্থা নির্দিষ্ট হয় তাহা অস্থিতিশীল হইয়া পড়ে এবং ইহা হইতে অর্থনীতিক ব্যবস্থায় মাকড়সার জালের আকারে সংকোচন সম্প্রসারণের, হ্রাসবৃদ্ধির উৎপত্তি ঘটে।

ব্যাখ্যাঃ আমরা প্রথমে সুদের হার ও আয়ের মধ্যে দুইটি বিভিন্ন প্রকৃতির সম্পর্ক দুইটি পৃথক জাতীয় রেখার সাহায্যে ব্যাখ্যা করিয়া লইব।

প্রথমে ধরা যাক, সঞ্চয়-বিনিয়োগ সমতার ভারসাম্য রেখার কথা। আমরা জানি সুদের হার ও পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা, এই দুইটি বিষয়ের দ্বারা বিনিয়োগের স্তর বা মাত্রা নির্ধারিত হয় এবং বিনিয়োগের বৃদ্ধি ও ভোগ অপেক্ষক দ্বারা আয়ের স্তর বা মাত্রা নির্ধারিত হয়। এখন যদি ভোগ অপেক্ষক ও পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা অপরিবর্তিত থাকে, তবে সুদের হার (r) ও আয় (y), উভয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হইবে।

৫·২নং রেখাচিত্রে SISI রেখাটি এই সম্পর্ক নির্দেশ করিতেছে। এই রেখাটির প্রতি বিন্দু একটি আয়ের মাত্রা বা স্তর নির্দেশ করিতেছে এবং ঐ স্তরে এক একটি পৃথক সুদের হারে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পরের সমান। এই রেখাটি বাম হইতে দক্ষিণে

---

38. "The trade cycle can be described and analysed in terms of the fluctuations of the marginal efficiency of capital relatively to the rate of interest." Keynes, J. M.
39. Savings-Investment Liquidity Cobweb diagram. 40. Time lags.

নিম্নগামী, কারণ সুদের হার কমিলে বিনিয়োগ বাড়ে এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির দরুন আয় বাড়ে।

আমরা যদি ধরিয়া লই যে, আর্থিক মজুরি অপরিবর্তিত রহিয়াছে। তবে SISI রেখাটি ৫·২নং রেখাচিত্রে যেমন সরলরেখার আকার ধারণ করিয়াছে, সেরূপ আকৃতি-বিশিষ্ট হইবে। কিন্তু আমরা যদি ধরিয়া লই যে, আর্থিক মজুরি খানিক পরিমাণে পরিবর্তনীয়, তবে রেখাটি $SI_1 SI_1$ রেখার মত আকার গ্রহণ করিবে এবং বামে উপরে ও দক্ষিণে নিচের দিকে খানিকটা অপেক্ষাকৃত কম ঢালসম্পন্ন হইবে। অর্থাৎ রেখাটি দুইটি প্রান্তে অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হইবে। ইহার অর্থ এই যে, আর্থিক মজুরির হার পরিবর্তনশীল হইলে, চড়তি, সমৃদ্ধি বা সম্প্রসারণের সময়, সুদের হার যখন বেশি থাকে তখন আর্থিক মজুরি আনুপাতিক ভাবে বাড়ে বলিয়া আর্থিক আয় অপেক্ষাকৃত বেশি বৃদ্ধি পায়। সেরূপ, সংকোচনের বা মন্দার সময় সুদের হার কমিলে আর্থিক আয় অপেক্ষাকৃত বেশি কমে কারণ তখন পরিবর্তনীয় মজুরি যে অনুপাতে হ্রাস পায়, আর্থিক আয়ও সে অনুপাতে কমে। ইহার ফলে সঞ্চয়-বিনিয়োগ রেখাটি দুই প্রান্তে অধিক স্থিতিস্থাপক হয়, যেমন SI_1SI_1 রেখাটি দেখান হইয়াছে। এইভাবে আমরা সঞ্চয়-বিনিয়োগ সমতার ভারসাম্য রেখা হইতে সুদের হার (r) ও আয়ের (y) মধ্যে এক প্রকার সম্পর্ক দেখিতে পাইতেছি। এবার আমরা এই সঞ্চয়-বিনিয়োগ রেখা SI_1SI_1 রেখাটিকে মূল্য তত্ত্বের চাহিদা রেখা রূপে গ্রহণ করিব।
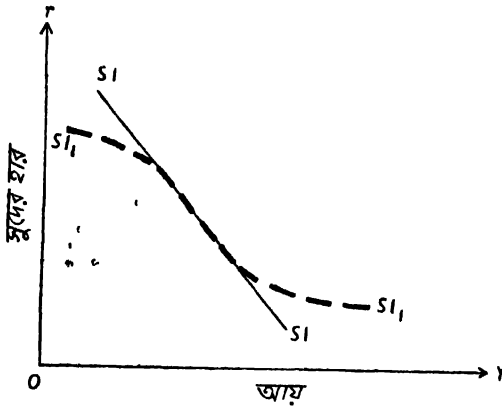
৫·২নং রেখাচিত্র

এখন আমরা নগদপছন্দ তত্ত্বের সাহায্যে সুদের হার (r) ও আয়ের (y) মধ্যে আর এক প্রকার সম্পর্ক আলোচনা করিব।

ধরা যাক্, নগদপছন্দ (অর্থাৎ অর্থের চাহিদা) ও অর্থের যোগান অপরিবর্তিত রহিয়াছে। আমরা জানি যে, অর্থের চাহিদার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হইল দৈনন্দিন লেনদেন ও ব্যয় নির্বাহ করা এবং অপর প্রধান উদ্দেশ্য হইল হাতে ফট্‌কার উদ্দেশ্যে নগদ অর্থ ধরিয়া রাখা। প্রথম উদ্দেশ্যে কি পরিমাণ অর্থ ব্যবহার করা হইবে তাহা নির্ভর করে আয় স্তরের উপর (y)। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যে কি পরিমাণ অর্থের চাহিদা ঘটিবে তাহা, প্রান্তসীমায়, নির্ভর করিবে নগদ অর্থ ধারণ অপেক্ষা সুদ প্রদেয় কোন লগ্নীপত্র ধারণ করাটা কতটা সুবিধাজনক, তাহার উপর। এই দ্বিতীয় উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাইবে তাহার দ্বারা লগ্নীপত্রাদির চাহিদা নির্ধারিত হইবে এবং লগ্নীপত্রাদির ঐ চাহিদা আবার লগ্নীপত্রাদির দাম ও সুদের হার নির্ধারণ করিবে (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সুদের হার ও লগ্নীপত্রের দাম পরস্পরের বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হয়)। সুতরাং দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের সহিত সুদের হারের একটি পরোক্ষ সম্পর্ক রহিয়াছে। চড়তির সময় প্রথম উদ্দেশ্যে (অর্থাৎ লেনদেনের জন্য) বেশি

অর্থের প্রয়োজন হয় ও দ্বিতীয় উদ্দেশ্যে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায় এবং সুনির্দিষ্ট নগদপছন্দে দেশবাসীর নগদ অর্থ ধরিয়া রাখিবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না। সুতরাং সে সময় সুদপ্রদেয় লগ্নীপত্রের চাহিদা কম থাকে। এই কারণে তখন লগ্নীপত্রাদির দাম কমে এবং সুদের হার বাড়ে ও আয় (y) এবং সুদের হারের (r) মধ্যে সম্পর্কটি স্থাপিত হয়। সংকোচন বা অধোগতির সময়, প্রথম উদ্দেশ্যে অর্থের প্রয়োজন কমিয়া যায় এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার মত অধিক অর্থ রহিয়া যায়। সুতরাং তখন সুনির্দিষ্ট নগদ পছন্দ অনুসারে নগদ অর্থ ধরিয়া রাখিবার আকাঙ্ক্ষা পূরণের পরেও যথেষ্ট পরিমাণে লগ্নীপত্র কিনিবার মত অর্থ হাতে থাকিয়া যায়। এজন্য তখন লগ্নীপত্রের চাহিদা ও উহাদের দাম বাড়ে এবং সুদের হার কমে এবং সুদের হার (r) ও আয়ের (y) মধ্যে সম্পর্কটি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সুদের হার ও আয়ের মধ্যে এই সম্পর্কটি ৫·৩নং রেখাচিত্রে দেখান হইয়াছে।

৫·৩নং রেখাচিত্র

অর্থের যোগান, নগদপছন্দ এবং আর্থিক বা মুদ্রা ব্যবস্থা সুনির্দিষ্ট বা অপরিবর্তিত থাকিলে LL রেখার আদি আকৃতি LL_1 রেখার ন্যায় হইবে। রেখাটি বাম দিকে ভূমিতল রেখার সমান্তরাল হইবে। কারণ কীন্সের মতে, আর্থিক আয় কমিলেও একটি নির্দিষ্ট সীমার পর সুদের হার আর কমিতে পারে না ('নগদ পছন্দের ফাঁদ')। অর্থের যোগান যদি অপরিবর্তিত থাকে, তবে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর (K) পর LL_1 রেখাটি প্রায় লম্বরেখার আকার ধারণ করিবে। কারণ তখন সব অর্থই নগদ লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত হইবে এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। ফলে সুদের হার অত্যন্ত বেশি হইবে এবং আয়ে অতি অল্পই পরিবর্তন ঘটিবে। আর যদি অর্থের যোগান পরিবর্তনীয় হয়, তবে সুদের হারে সামান্য পরিবর্তনে অর্থের যোগান যথেষ্ট পরিবর্তিত হইবে (তখন সুদের হারের পরিবর্তনে LL_1 রেখাটি পরিবর্তিত হইয়া LL_2 রেখাতে পরিণত হইবে)।

ধরা যাক্, আমাদের প্রথম ভারসাম্য বিন্দু ছিল P_1। সেখানে সুদের হার বাড়িল (চড়তির অবস্থার দরুন)। ঐ অবস্থায় অর্থের যোগান যদি স্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে অর্থের যোগান বাড়িবে এবং LL_1 রেখাটি LL_2 রেখায় পরিণত হইবে এবং ভারসাম্য বিন্দুটি LL_1 রেখার উপর P_1 বিন্দু হইতে LL_2 রেখার উপর P_2 বিন্দুতে স্থানান্তরিত হইবে। P_1 ও P_2 বিন্দুগুলি যুক্ত করিলে যে রেখাটি পাওয়া যাইবে তাহাই LL রেখা।

সুতরাং,—(১) ভোগ-অপেক্ষক ও পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা অপরিবর্তিত ধরিয়া লইয়া আমরা যে সঞ্চয়-বিনিয়োগ রেখা (SI_1SI_1) পাইলাম তাহা সুদের হার (r) ও আয়ের (y) মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করিতেছে। সঞ্চয়-বিনিয়োগ সমতার এই ভারসাম্য রেখাটি মূল্য তত্ত্বের চাহিদা রেখার ন্যায়।

(২) নগদ পছন্দ ও অর্থ ব্যবস্থা নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তিত ধরিয়া লইয়া আমরা যে LL রেখা পাইলাম তাহা সুদের হার (r) ও আয়ের (y) মধ্যে আরেকটি সম্পর্ক নির্দেশ করিতেছে। নগদ পছন্দ তত্ত্ব হইতে লব্ধ এই রেখাটি মূল্য তত্ত্বের যোগান রেখার ন্যায় বাম হইতে দক্ষিণে ঊর্ধ্বগামী।
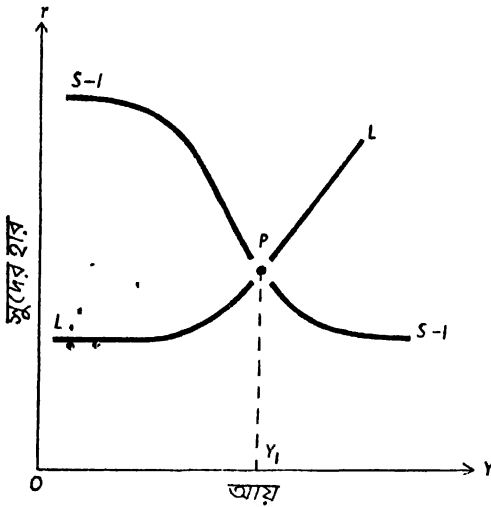
৫·৪নং রেখাচিত্র

আমরা এবার এই রেখা দুইটিকে এক সঙ্গে একটি রেখাচিত্রে আঁকিয়া কীনসীয় সাধারণ তত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার পাইলাম। এই রেখাচিত্রে সঞ্চয়-বিনিয়োগ রেখাটি হইল S-I এবং অপর রেখাটি LL। যে বিন্দুতে উহারা পরস্পরকে ছেদ করিতেছে তথায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ও তথায় সঞ্চয়=বিনিয়োগ হইতেছে; ঐ বিন্দু অনুযায়ী ভারসাম্য আয় ও সুদের হার পাওয়া যাইতেছে। ৫·৪নং রেখাচিত্রে S-I S-I রেখা ও LL রেখার ছেদবিন্দু P অনুসারে ভারসাম্য সুদের হার PY_1 ও ভারসাম্য আয়স্তর OY_1 পাওয়া যাইতেছে।

এবার আমরা S-I S-I রেখাকে বাজারের মোট চাহিদা রেখা ও LL রেখাকে মোট যোগান রেখা বিবেচনা করিয়া মূল্যতত্ত্বের ঊর্ণাভ উপপাদ্যটির ভিত্তিতে বাণিজ্য চক্রের কীনসীয় আর্থিক তত্ত্বটির হিক্সীয় ভাষ্য বুঝিবার চেষ্টা করিব।

হিক্সকে অনুসরণ করিয়া আমরা যদি কীনসীয় সঞ্চয়-বিনিয়োগ রেখাকে চাহিদা রেখা ও LL রেখাকে (অর্থের যোগান রেখা) যোগান রেখা বলিয়া গ্রহণ করি এবং সুদের হার, যোগান, চাহিদা, ও আয় ইত্যাদির একটি পরিবর্তিত হইলে অপরগুলির পরিবর্তন ঘটিতে কিছুটা সময়[41] লাগে বলিয়া ধরিয়া লই (বাস্তবে এইরূপই হয়), তবে আমরা দেখিতে পাইব যে, চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য বিন্দুটি (৫·৫ নং রেখাচিত্রে P বিন্দু) কোন স্থায়ী বা স্থিতিশীল ভারসাম্য বিন্দু নহে এবং সময়ের ব্যবধানের জন্য সঞ্চয়-বিনিয়োগ ও নগদ অর্থের যোগানের পরস্পর ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার অর্থনীতিক কার্যাবলীর চক্রাকার পরিবর্তন (ঊর্ণনাভ জালের ন্যায়) ঘটিয়া থাকে। সুতরাং ইহা হইতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বাণিজ্য চক্রের কীনসীয় আর্থিক তত্ত্বটি প্রকৃতপক্ষে সঞ্চয়-বিনিয়োগ—নগদ অর্থের ঊর্ণনাভ চক্র ছাড়া আর কিছুই নহে।

সঞ্চয়-বিনিয়োগ এবং নগদ অর্থ, উভয় রেখাই দুইটি করিয়া **কালগত ব্যবধানের** দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুদের হারের পরিবর্তনে সাড়া দিতে কারবারিগণের যে বিলম্ব হয় তাহা দ্বারা সঞ্চয়-বিনিয়োগ রেখাতে কালগত ব্যবধানের উৎপত্তি হয়। হিক্সের মতে, এইরূপ দুইটি কালগত ব্যবধান হইল যথাক্রমে গুণক-কালগত ব্যবধান ও পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা-কালগত ব্যবধান। অপরপক্ষে, LL রেখাও কালগত ব্যবধানের দ্বারা প্রভাবিত হয়। উহারা হইল সুদের হারের পরিবর্তনের সহিত নিজের সামঞ্জস্য ঘটাইতে, এমনকি

41. Time lag.

স্থিতিস্থাপক আর্থিক ব্যবস্থারও যে বিলম্ব হয় তাহা। এবার সঞ্চয়-বিনিয়োগ ও নগদ অর্থের যোগান তত্ত্বে এই সময়গত ব্যবধান বা বিলম্বের ঘটনাবলীর সমন্বয় করিয়া বাণিজ্য চক্রের কীনসীয় আর্থিক তত্ত্বের সমগ্র রূপটি আলোচনা করা যাইতে পারে। ৫·৫নং রেখাচিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে।

ধরা যাক্, A বিন্দুটি হইল সঞ্চয়-বিনিয়োগ আদি রেখা $S\text{-}I_1$ এবং LL রেখা অনুসারে প্রথম ভারসাম্য বিন্দু। ইহার পর কারিগরি পরিবর্তনের দরুন সম্প্রসারণ বা ঊর্ধ্বগতির সূচনা হইল এবং বিনিয়োগ ও আয় বাড়িল। ফলে $S\text{-}I_1$ রেখা স্থান পরিবর্তন করিয়া দক্ষিণে ও উপরে উঠিয়া গেল এবং S-I। রেখায় পরিণত হইল। কিন্তু সঞ্চয়-বিনিয়োগ রেখার পরিবর্তন সত্ত্বেও সুদের হার (AX) অপরিবর্তিত রহিল [কারণ, এবার অর্থের চাহিদাবৃদ্ধি সত্ত্বেও উহা প্রকট হইতে সময় লাগে (বিলম্ব হয়), সুতরাং অর্থের চাহিদা অবিলম্বে A বিন্দু হইতে B বিন্দুতে পৌঁছিবে না, ধীরে ধীরে উহা A বিন্দু হইতে B বিন্দুর দিকে অগ্রসর হইবে, এবং উহাতে কতটা সময় লাগিবে
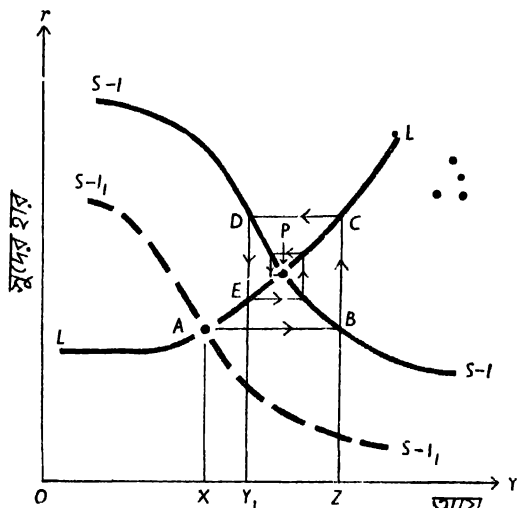
৫·৫নং রেখাচিত্র

(অর্থাৎ সময়ের ব্যবধান) তাহা নির্ভর করিবে আর্থিক ব্যবস্থা (অর্থাৎ ব্যাংকসমূহ) নূতন সুদের হার AX হইতে বাড়াইয়া CZ-এ তুলিবার পূর্বেই, কিরূপ সময়ের মধ্যে অর্থের চাহিদা A বিন্দু হইতে B বিন্দুতে পৌঁছায় তাহার উপর।] কিন্তু সুদের হার বাড়াইয়া CZ করা হইলে সংকোচন আরম্ভ হইবে এবং তখন আয় OZ হইতে কমিয়া OY_1 হইবে। ইহার ফলে চক্রাকারে সংকোচন-সম্প্রসারণের সৃষ্টি হইবে এবং শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা P বিন্দুতে ভারসাম্যে পৌঁছাইবে।

সঞ্চয়-বিনিয়োগের সময় ব্যবধান যে অনুপাতে কমে, LL রেখার সময় ব্যবধানও যদি ঠিক সেই অনুপাতে হ্রাস পায় তবে বাণিজ্য চক্রের আর্থিক তত্ত্বের এই রেখাচিত্রটি হুবহু ৫·৫নং রেখাচিত্রের ন্যায় হইবে এবং উহা দেখিতে মূল্যতত্ত্বের চাহিদা-যোগান বিশ্লেষণের ঊর্ণাভ উপপাদ্যের মত হইবে।

কিন্তু ইহাও আমরা জানি যে, যদিও সংকোচন-সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া চলাকালীন উভয় সময় ব্যবধানই কমিতে থাকে, তথাপি সুদের হারের পরিবর্তনে কারবারিগণের সাড়া জাগিতে যে সময় লাগে তাহা অপেক্ষা সুদের হারের পরিবর্তনে আর্থিক ব্যবস্থার (অর্থাৎ ব্যাংকগুলির) সাড়া মেলে অনেক দ্রুত। ইহার অর্থ এই যে, সুদের হারের পরিবর্তনে আর্থিক ব্যবস্থার দ্রুততর সাড়ার দরুন, LL রেখার সময় ব্যবধানগুলি সঞ্চয়-বিনিয়োগ রেখার সময় ব্যবধান অপেক্ষা কম হয়। সুদের হারের পরিবর্তনে আর্থিক ব্যবস্থার এই দ্রুত সাড়ার দরুন বাণিজ্য চক্র খানিক পরিমাণে অবদমিত হয়, এমনকি বাণিজ্য চক্রজনিত হ্রাসবৃদ্ধির

প্রকৃতিও ইহাতে পরিবর্তিত হয়। ইহাই বাস্তব অবস্থা। বাস্তবের এই অবদমিত বাণিজ্য চক্রের চিত্রটি দেখিতে ৫·৬নং রেখাচিত্রের অনুরূপ।

A বিন্দু হইতে B বিন্দুর দিকে যখন অর্থনীতিক সম্প্রসারণ শুরু হয়, তখন আর্থিক ব্যবস্থা দ্রুত সাড়া দেয় (LL রেখার সময়গত ব্যবধান, স্থিতিস্থাপক অর্থব্যবস্থার দরুন, স্বল্পতর হয়) এবং সুদের হার বাড়িয়া C_1B_1-এ পরিণত হয় ও বাণিজ্য-চক্রজনিত সম্প্রসারণ AB না হইয়া উহা অপেক্ষা BB_1 পরিমাণ কম হইয়া AB_1 পরিমাণ ঘটে। এইরূপ স্থিতিস্থাপক অর্থব্যবস্থার দরুন আর্থিক আয় DC পরিমাণ না কমিয়া D_1C_1 পরিমাণ ঘটে এবং চক্রাকারে ঊর্ণাভ জালের পথে এই প্রক্রিয়া চলিতে থাকে। কিন্তু বাণিজ্যচক্রটি ABCD না হইয়া, উহা অবদমিত আকারে $AB_1C_1D_1$ .... -এ পরিণত হয়। এই অবদমিত বাণিজ্য চক্রটিই বাস্তব জগতে যে বাণিজ্য চক্র দেখা দেয় উহাদের নিকটতম প্রতিরূপ।
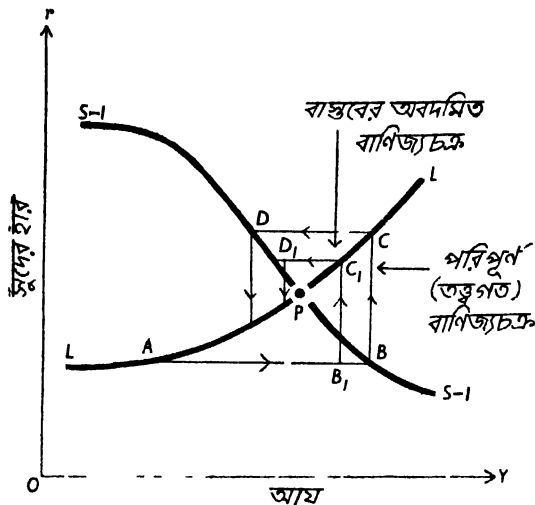
৫·৬নং রেখাচিত্র

কীনসীয় বাণিজ্য চক্র তত্ত্বের সমালোচনাঃ কীনসীয় বাণিজ্য চক্র তত্ত্ব সম্পর্কে প্রধান সমালোচনা এই যে, (১) এই তত্ত্বে কিছুকাল অন্তর বাণিজ্য চক্রের পুনরাবৃত্তির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

(২) কীন্‌সের মতে, বিনিয়োগ সম্পর্কে বিনিয়োগকারিগণের সিদ্ধান্ত পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার দ্বারা নির্ধারিত হয়। এবং উহা ভবিষ্যত সম্পর্কে বিনিয়োগকারিগণের পূর্বানুমানের[42] উপর অর্থাৎ, তাহাদের মনস্তত্ত্বের উপর নির্ভর করে। সুতরাং এবিষয়ে কীনসীয় তত্ত্বটি পিগুর তত্ত্বের খুবই কাছাকাছি।

(৩) হ্যাজলিট্‌ বলিয়াছেন, সুদের হার সম্পর্কে কীন্‌সের ধারণার সহিত বাস্তবের মিল নাই। কীন্‌সের মতে, অধোগতির সময় নগদপছন্দ বেশি হওয়ার দরুন সুদের হার বেশি হয়। কিন্তু বাস্তবে এই সময়েই সুদের হার কম হয়। তেমনি কীন্‌সের মত অনুযায়ী, চড়তির সময়ে নগদপছন্দ কম থাকায় সুদের হার কম হইবার কথা, অথচ ঠিক এরূপ সময়েই সুদের হার বেশি হইতে দেখা যায়।

বাণিজ্যচক্র সম্পর্কে হিক্‌সের অনার্থিক তত্ত্ব

THE HICKSIAN NON-MONETARY THEORY OF TRADE CYCLE

অধ্যাপক হিক্‌স্‌, তাঁহার 'এ কন্ট্রিবিউশন্‌ টু দি থিওরি অব দি ট্রেড সাইক্‌ল'[43] নামক পুস্তকে কীনসীয় গুণক[44] তত্ত্বের সহিত ত্বরণ নীতি[45] এবং স্বয়ম্ভূত

42. Anticipation.
43. A Contribution to the Theory of Trade Cycle. Hicks, J. R.
44. Multiplier. 45. The Acceleration Principle.

বিনিয়োগ[46] ও প্রণোদিত বিনিয়োগ[47]-এর ধারণাগুলির মিশ্রণে একটি সর্বাধুনিক বাণিজ্য-চক্র তত্ত্ব রচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। আমরা এখানে যথাসম্ভব সংক্ষেপে তত্ত্বটির ব্যাখ্যা আলোচনা করিব।

তত্ত্বটির সারাংশ এই যে, 'স্বয়ম্ভূত' বিনিয়োগ বৃদ্ধির দ্বারা 'প্রণোদিত' বিনিয়োগের দরুন যে ত্বরণ ক্রিয়া দেখা দেয় তাহাই বাণিজ্য চক্রজনিত কারবারী কার্যকলাপের সংকোচন-সম্প্রসারণের মূল কারণ। স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ এই প্রক্রিয়াটির সূত্রপাত ঘটায় এবং ত্বরকটি ইহার মুখ্য চালক-শক্তিরূপে কাজ করে। হিক্‌সের বিশ্লেষণের প্রধান হাতিয়ার হইল ত্বরকটি।

হিক্‌সের অনুমিত শর্তাবলীঃ বাণিজ্যিচক্র সম্পর্কে তাঁহার তত্ত্বে হিক্‌স্ যে সকল অনুমিত শর্তগুলির উপর নির্ভর করিয়াছেন তাহা এইঃ

(১) বাণিজ্যচক্রের ব্যাখ্যার জন্য তিনি যে রেখাচিত্র ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে তিনি এক অর্ধ-সংবর্গমানিক মাত্রা[48]'র সাহায্য লইয়াছেন। উহাতে ভূমিতল রেখায় সময়ের পরিবর্তন নির্দেশ করা হইয়াছে এবং লম্ব অক্ষরেখায় তদনুযায়ী (অর্থাৎ সময়ের পরিবর্তন অনুসারে) সংবর্গমানিক সংখ্যারূপে, উৎপন্ন অথবা বিনিয়োগের পরিবর্তনগুলি বস্তুগত একক[49] হিসাবে নির্দেশ করা হইয়াছে।

(২) স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ নিয়মিত হারে পরিবর্তিত হইতেছে এবং পরস্পরায় ভারসাম্যে রহিয়াছে। রেখাচিত্রে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ AA একটি নিয়মিত বা অপরিবর্তিত হারে (g) পরিবর্তিত হইতেছে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

(৩) একটি স্থির বা অপরিবর্তিত গুণক K অথবা একটি অধিগুণক[50] K' দ্বারা (অধিগুণক হইল ত্বরক এবং সাধারণ গুণকের সংমিশ্রণ) স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগকে গুণ করিলে মোট উৎপন্ন পাওয়া যায়।

(৪) ভোগ-অপেক্ষকটি অবিচল থাকে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

(৫) ঊর্ধ্বগতি ও চড়তির সময় উপকরণসমূহের স্বল্পতা অর্থনীতিক কার্যাবলীর সম্প্রসারণের পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং পূর্ণনিয়োগ সীমার নিকটবর্তীকালে অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করে।

(৬) পুঁজিদ্রব্যের বিপুল সম্ভারের দরুন ত্বরকটি দুর্বল থাকে।

(৭) ঊর্ধ্বগতির কালে যেমন পূর্ণনিয়োগ স্তর দ্বারা সম্প্রসারণের একটি সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট থাকে, অধোগতির সময় কিন্তু, অন্ততঃ তত্ত্বগতভাবে, সংকোচনের কোন প্রত্যক্ষ নিম্নতম সীমা থাকে না। কিন্তু ঊর্ধ্বগতির কালে ত্বরণ ক্রিয়া হইতে অধোগতির কালে ত্বরণ ক্রিয়াটি কিছুটা পৃথক। অধোগতির কালে ত্বরকের কার্যধারার এই পরিবর্তনটি প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে অধোগতিতে বা সংকোচনে বাধার সৃষ্টি করে; ইহার ফলে, মন্দার সময় একটি নিম্নতম সীমা দেখা না দিয়া পারে না।

৫·৭নং রেখাচিত্রটির সাহায্যে হিক্‌সের বাণিজ্যচক্র তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। AA হইল স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ রেখা, A_1A_1 হইল ঊর্ধ্বগতির সময় উপরে উঠিয়া-যাওয়া স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ রেখা এবং A_2A_2 হইতেছে অধোগতির সময় নিচে নামিয়া যাওয়া স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ রেখা। LL হইল নিম্নতর ভারসাম্য রেখা (মন্দার সময় ভারসাম্য উৎপন্ন পথ)। EE হইল ভারসাম্য পথ (চড়তির বা ঊর্ধ্বগতির ভারসাম্য উৎপন্ন)। FF হইল পূর্ণনিয়োগ ঊর্ধ্বগামী রেখা এবং *mn* হইল কারিগরি অগ্রগতির দরুন পূর্ণ-নিয়োগ ঊর্ধ্ব সীমারেখার সাময়িক স্ফীতি।

১. EE ভারসাম্য রেখার Po বিন্দু হইতে হিক্‌স তাঁহার বাণিজ্যচক্র-বিশ্লেষণ আরম্ভ করিয়াছেন ; কারণ, EE রেখায় AA (স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ)-কে অধিগুণক

46. Autonomous investment. 47 Induced Investment.
48. A semi-logarithmic Scale (logarithm—সংবর্গমান)
49. 'in real units'. 50. Super-multiplier.

(সাধারণ গ্নণক ও ত্বরক-এর সংমিশ্রণ) দিয়া গ্নণ করিলে চড়ূতির কালের ভারসাম্য উৎপন্ন পাওয়া যায়] এবং এই ভারসাম্য রেখা হইতেই ত্বরকের প্রভাব অত্যন্ত তীব্র হয়।
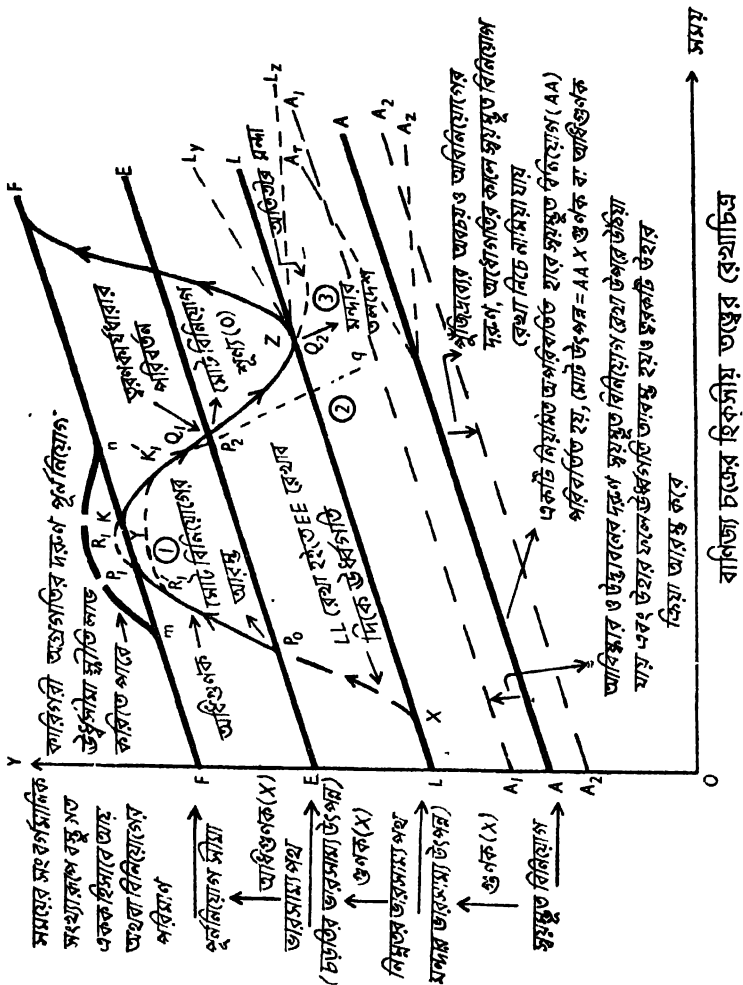
২. **কিভাবে ঊর্ধ্বগতি আরম্ভ হয়ঃ** অতএব আমরা এবার EE রেখায় যে কোন ভারসাম্য উৎপন্নের বিন্দ্ব হইতে আমাদের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিতে পারি। ধরা যাক্, কোন ন্তন আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের দরূন AA রেখাটি উপরে উঠিয়া A_1A_1 রেখায় পরিণত হইল। ইহার অর্থ এই যে, স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িল এবং উহার ফলে মোট উৎপন্নও বাড়িল (মোট উৎপন্ন=স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ×গ্নণক)। কিন্তু শীঘ্রই A_1A_1 রেখা প্ননরায় নিচে নামিয়া AA রেখায় পরিণত হয়। কারণ স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ দীর্ঘস্থায়ী নয়। কিন্তু তথাপি উহার দরূন যে প্রণোদিত বিনিয়োগের উৎপত্তি হয় উহার ফলে ত্বরকের প্রভাব তখনও গ্নরূত্বপূর্ণ থাকে। সেজন্য ত্বরকের প্রভাবটি দ্বর্বল বা ক্ষীণ না হওয়া পর্যন্ত প্রথমে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের দরূন মোট উৎপন্ন যে ভারসাম্য পথ (EE) পরিত্যাগ করিয়া

ঊর্ধ্বগামী হইয়াছিল, উহার সেই ঊর্ধ্বগতি চলিতে থাকে এবং উহা ক্রমেই EE রেখা হইতে উপরের দিকে উঠিতে থাকে।

৩. **ঊর্ধ্বগতির পথে বাধা:** কিন্তু প্রণোদিত বিনিয়োগ ক্রমশঃ কমিবার দরুন ত্বরকশক্তি দুর্বল হইতে থাকে ও ইহার ফলে ঊর্ধ্বগতি বাধা পায়। বিগত চড়তির সময়ের অতিবিনিয়োগের[51] দরুন যদি পুঁজিদ্রব্যের বিপুল সম্ভার অবশিষ্ট থাকে তবে ত্বরকশক্তি সাধারণভাবেই দুর্বল থাকে এবং উহা পূর্ণনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমায় পৌঁছিবার পূর্বেই অর্থনীতির ঊর্ধ্বগতি রুদ্ধ করিয়া উহাকে অধোগতির মোড় পরিবর্তনের মুখে ঠেলিয়া দিতে পারে। এরূপ হইলে উৎপন্নের গতিপথটি R'_1K_1 রেখার আকৃতি লইবে। আর তাহা না হইলে, উৎপন্নের ঊর্ধ্বগতি পূর্ণনিয়োগ ঊর্ধ্বসীমারেখা FF পর্যন্ত পৌঁছিবে এবং উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ যথা, কাঁচামাল, শ্রম ইত্যাদির যোগানে টান (স্বল্পতা) না দেখা দেওয়া পর্যন্ত কিছুকাল উহা FF রেখার উপরে থাকিতে পারে (অর্থাৎ পূর্ণনিয়োগ-উৎপন্ন বজায় থাকিতে পারে)। ইহাও সম্ভব যে, যখন উপকরণের যোগানে টান ধরিবে, তখন সেই সঙ্গে প্রণোদিত বিনিয়োগও গুরুত্বহীন হইয়া পাড়তে পারে; তাহাতে উৎপন্নবৃদ্ধির হারটি দমিত হইবে এবং শীঘ্রই উহা এমনকি FF রেখায় ভারসাম্য উৎপন্নের হার অপেক্ষাও কমিয়া যাইতে পারে। ইহার ফলে চড়তির বাজার অধোগতির বাজারে পরিণত হইবে। হিক্সীয় ভাষার পরিবর্তে আর্থিক পরিভাষায় বলিতে গেলে, আর্থিক কর্তৃপক্ষ (ব্যাংকসমূহ) কর্তৃক ঋণের যোগান সংকুচিত হইলে তাহা প্রণোদিত বিনিয়োগের উপর ত্বরক প্রভাব দ্রুত হ্রাস করিতে পারে এবং তাহাতে ঊর্ধ্বগতি বন্ধ হইয়া অধোগতি শুরু হইবে। ক্রমশঃ মন্দীভূত ত্বরক অথবা পূর্ণনিয়োগ ঊর্ধ্বসীমায় উপকরণাদির স্বল্পতার দরুন ঊর্ধ্বগতি শ্লথ হইতে থাকে এবং উহা উৎপাদন বৃদ্ধির ভারসাম্য হারের তুলনায় মোট উৎপাদনকে ক্রমশঃ কমিতে বাধ্য করে। আর্থিক পরিভাষায়, ঋণের বাজারে টানের দরুন ভারসাম্য হারে উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় উৎপাদন হ্রাসের কারণে ইহা ঘটিতে থাকে।

৪. **অধোগতি:** ধরা যাক্, Q_1 বিন্দু পর্যন্ত অধোগতি চলিল। ইহার পর, এই বিন্দুতে (Q_1) দুইটি কারণে, ত্বরক কার্যধারা পরিবর্তিত হয়। প্রথমত, ভারসাম্য রেখায় এই বিন্দুতে মোট বিনিয়োগ শূন্যে পরিণত হইতে পারে এবং অবচয়[52] প্রভৃতির জন্য নীট ঋণাত্মক বিনিয়োগ[53]-ও ঘটিতে পারে। সুতরাং তথায় স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ এবং মোট উৎপন্নের মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে না এবং উৎপাদনের উপর ত্বরকের প্রভাব কিছুমাত্র নাই বলিলেই চলে (যদিও, অবিনিয়োগ[54] ঘটিলে অবশ্য পুরাতন ত্বরকটি বিপরীতমুখী ক্রিয়াশীল হইতে পারে) এবং এই অধোগতির সময় স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ রেখা AA নিচে নামিয়া গিয়া কিছু কালের জন্য A_2A_2 রেখায় পরিণত হইতে পারে।

৫. **অধোগতির পথে বাধা:** দ্বিতীয়ত, অধিগুণকটি অত্যধিক পরিমাণে কমিয়া যায়। কারণ, কোন প্রণোদিত বিনিয়োগ না থাকায় ত্বরকটি প্রায় শূন্যে পরিণত হইবে। এই ভাবে AA রেখার নিচে নামিয়া যাইবার দরুন এবং হ্রাসপ্রাপ্ত অধিগুণকের দরুন ঊর্ধ্বগতির ত্বরণ প্রক্রিয়াটি এখন বিপরীত দিকেও সক্রিয় হইবে না। যদি ত্বরক নীতিটি ঠিকমত কাজ করিত, তবে অধোগতির পথটি রেখাচিত্রে P_2..........q এর মত হইত এবং মন্দার সংকটটি অন্তহীন হইত ও উহা অনন্তকাল ধরিয়া চলিত। কিন্তু বাণিজ্য চক্রের অধোগতির সময় ত্বরণ প্রক্রিয়াটি ঠিক মত কাজ করে না বলিয়া, মন্দার এক নিম্ন সীমা (তলদেশ) থাকে। অধোগতির পথটি সে কারণে আমাদের রেখাচিত্রে Q_1Q_2 এর পথ নেয় এবং Q_2 বিন্দুতে মন্দা উহার নিম্নসীমা বা তলদেশে পৌঁছায়।

51. Over-investment.
52. Depreciation.
53. Net negative investment.
54. Disinvestment.

৬. ঊর্ধ্বগতি বা পুনরুন্নতিঃ কিছুকাল পরে পুনরায় উন্নতি বা ঊর্ধ্বগতি আরম্ভ হয়। কারণ কোন কারিগরি অগ্রগতি বা আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের দরুন AA রেখা আবার উপরে উঠিয়া AAr রেখায় পরিণত হয়। ইহার ফলে, যে LL রেখার (বা নিম্নতর ভার-সাম্য পথ) সর্বদাই AA রেখার সমান্তরাল হইবার কথা (কারণ AA-কে একটি নির্দিষ্ট অপরিবর্তিত গুণক দিয়া গুণ করিয়া LL পাওয়া যায়), উহাও LLy রেখায় পরিণত হয়। LL রেখা উপরের দিকে উঠিবার ফলে উৎপাদনও বাড়িবে এবং উৎপাদনের ঐ বৃদ্ধি পুরাতন ত্বরকটিকে পুনরায় সক্রিয় করিয়া তুলিবে এবং তাহাতে আবার ঊর্ধ্বগতি আরম্ভ হইবে এবং বাণিজ্য চক্রটি অব্যাহত থাকিবে।

এই হইল হিক্‌সীয় তত্ত্বে বাণিজ্য চক্রের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা।

[রেখাচিত্রে বাণিজ্য চক্রের সাধারণ গতিপথের কয়েকটি ব্যতিক্রম দেখান হইয়াছে। উহারা হইলঃ (১) যদি কোন কারিগরি অগ্রগতির দরুন FF রেখা কোথাও খানিক স্ফীতি লাভ করে[৫৫], তাহা হইলে উৎপাদন বৃদ্ধির হার তথায় বেশি হইবে এবং তখন P_1 বিন্দুতে উপকরণাদির স্বল্পতা আত্মপ্রকাশ না করিয়া উহা R_1 বিন্দুতে দেখা দিবে এবং বাণিজ্য চক্রের ঊর্ধ্বগতির অংশটি R_1 K (ভগ্নরেখার দ্বারা যাহা দেখান হইয়াছে সেরূপ) রেখার ন্যায় হইবে। যদি বিগত সমৃদ্ধির সময় অতি বিনিয়োগের দরুন পুঁজিদ্রব্যের বিপুল মজুতসম্ভার অবশিষ্ট রহিয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে ত্বরকটি মন্দীভূত হইবে এবং সেরূপ পরিস্থিতিতে ঊর্ধ্বগতির অবস্থাটি, পূর্ণনিয়োগ ঊর্ধ্বসীমায় পৌঁছিবার পূর্বেই শেষ হইয়া গিয়া অধোগতি আরম্ভ হইবে এবং উৎপাদনের গতিপথটি $R'_1K'_1$ রেখার মত হইবে।

(২) P_2q রেখা এক অন্তহীন, নিম্ন সীমাহীন মন্দার ইঙ্গিত দিতেছে। কারণ, এখানে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, ত্বরণ প্রক্রিয়াটি অধোগতির সময়েও সক্রিয় থাকে।

(৩) অধোগতি যখন LL রেখা স্পর্শ করিয়াছে তখন যদি নূতন আর্থিক টান দেখা দেয় তাহা হইলে AA রেখাটি AAz রেখায় পরিণত হইবে এবং তাহার ফলে, যেহেতু LL রেখা সর্বদাই AA রেখার সমান্তরাল হইবে, সেহেতু LL রেখাটি LLz রেখায় পরিণত হইবে এবং এক সুতীব্র মন্দা দেখা দিবে।

মন্তব্যঃ বাণিজ্য চক্র সম্পর্কে হিক্‌সের এই তত্ত্বটি অনার্থিক উপাদানের দ্বারা গঠিত এবং বাণিজ্য চক্রের বিবিধ তত্ত্বগুলির মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক। কিন্তু তাঁহার 'মূল্য ও পুঁজি' গ্রন্থে হিক্‌স্ বাণিজ্যচক্রের ঊর্ধ্বগতি বিশ্লেষণের সময় ঋণ সংকোচন ও অন্যান্য আর্থিক টানের প্রভাবের বিষয় বিবেচনা করিয়াছেন। অতএব, আমরা যদি বাণিজ্যচক্র সম্পর্কে হিক্‌সের এই অনার্থিক তত্ত্বে ঋণের সংকোচন ইত্যাদি আর্থিক উপাদানগুলি আমদানি করি, তাহা হইলে দেখা যায় যে আমরা অতীতের ঐতিহাসিক বাণিজ্যচক্রগুলিকে আরও সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হই। সুতরাং হিক্‌সীয় ত্বরক-হাতিয়ারটি ও তৎসহ ঋণ সংকোচন ইত্যাদির আর্থিক হাতিয়ারটির সাহায্যে আমরা আরও ভালভাবে বাণিজ্যচক্র বিশ্লেষণ করিতে পারি।

কর্মহীনতা
UNEMPLOYMENT

কর্মহীনতাঃ অর্থবিদ্যায় কর্মহীনতা বলিতে এমন একটি পরিস্থিতি বুঝায় যাহাতে কোন না কোন উৎপাদন কর্মে নিয়োগের যোগ্য ও বর্তমান মজুরি বা পারিশ্রমিকে কর্মে যোগদানে ইচ্ছুক হওয়া সত্ত্বেও শ্রম সমেত (অর্থাৎ শ্রমিক) উৎপাদনের এক বা একাধিক উপাদান কোন উৎপাদন কর্মে নিয়োগ লাভ করে না। অর্থবিদ্যার পরিভাষায় ইহাকে অনিচ্ছাকৃত কর্মহীনতা[৫৬] বলা হয়। সুতরাং অর্থবিদ্যায় কর্মহীনতা বলিলে

55. If the FF line bulges a little. 56. Involuntary Unemployment.

অনিচ্ছাকৃত কর্মহীনতা বুঝায়। তবে সচরাচর কর্মহীনতা বলিলে বিশেষভাবে শ্রমের কর্মহীনতাই বুঝান হয়।

কর্মহীনতার প্রকার ভেদ ও কারণসমূহ
TYPES AND CAUSES OF UNEMPLOYMENT

অর্থবিদ্যায় কর্মহীনতার কারণসমেত নিম্নরূপ শ্রেণীভেদ বা প্রকারভেদ করা হয়ঃ (১) **সংঘাতজনিত কর্মহীনতা**[৫৭]—শ্রমের সচলতার অভাব, নিয়োগ প্রাপ্তির সুযোগ সম্ভাবনার তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা, কাঁচামালের সাময়িক অভাব, কলকব্জা যন্ত্রপাতির সাময়িক বিকলতা ইত্যাদি কারণে যে কর্মহীনতার সৃষ্টি হয় তাহাকে সংঘাতজনিত কর্মহীনতা বলে।

(২) **মরসুমী কর্মহীনতা**[৫৮]—ঋতু পরিবর্তনের দরুন বিশেষ বিশেষ শিল্পে বিভিন্ন ঋতু বা মরসুমে চাহিদা ও সে কারণে উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যস্ত মরসুমের শেষে যখন চাহিদায় টান পড়ে তখন ধীরে ধীরে উৎপাদন এবং তৎসহ নিয়োগ হ্রাস পায়। এরূপ মরসুমের পরিবর্তনের ফলে যে কর্মহীনতা দেখা দেয় উহাকে মরসুমী কর্মহীনতা বলে।

(৩) **কারিগরি বা প্রযুক্তিবিদ্যাজনিত অথবা শিল্প কাঠামোগত কর্মহীনতা**[৫৯]—উৎপাদন পদ্ধতির কলাকৌশলের পরিবর্তন কিংবা উৎপাদন পদ্ধতি, প্রক্রিয়া বা সংগঠন কিংবা শিল্পকাঠামোর পরিবর্তনের দরুন (পুরাতন শিল্পের অবলুপ্তি ও নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা) যে কর্মহীনতা দেখা দেয় তাহাকে কারিগরি বা কাঠামোগত পরিবর্তনজনিত কর্ম-হীনতা বলে।

(৪) **বাণিজ্যচক্রজনিত কর্মহীনতা**[৬০]—বাণিজ্যচক্রের অধোগতির সময় নিয়োগ হ্রাসের দরুন যে কর্মহীনতা দেখা দেয় তাহাকে বাণিজ্যচক্রজনিত কর্মহীনতা বলে।

(৫) **প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা**[৬১]—অধ্যাপিকা যোয়ান রবিনসন প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতার ধারণাটির উদ্ভাবক। তাঁহার মতে, বাণিজ্যচক্রের মন্দার ঝড় যখন বহিতে থাকে তখন অনেক কাজে উপযুক্ত পারিশ্রমিক না পাওয়া সত্ত্বেও মানুষ নিরুপায় হইয়া উহা আঁকড়াইয়া থাকে। ইহাতে আপাতঃ দৃষ্টে তাহারা কর্মে নিযুক্ত বলিয়া গণ্য হইলেও, তাহারা যে পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদনে সক্ষম তদপেক্ষা বর্তমান কর্মে তাহারা অনেক কমই উৎপাদন করিতেছে। এইরূপ নিকৃষ্টতর কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিগণকে প্রচ্ছন্ন কর্মহীন এবং এই প্রকারের বিশেষ ধরনের কর্মহীনতাকে প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা বলে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে অধ্যাপিকা রবিনসনের এই প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতার ধারণাটি অগ্রসর অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভাবিত হইলেও স্বল্পোন্নত দেশসমূহে, বাণিজ্যচক্রজনিত কারণে না হইলেও, ব্যাপকভাবে এই জাতীয় কর্মহীনতা দেখা যায়। অনেক সময় প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতার পরিবর্তে স্বল্পনিয়োগ[৬২] শব্দটিও ব্যবহার করা হয়।

কর্মহীনতার কুফল
EVIL EFFECTS OF UNEMPLOYMENT

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, কর্মহীনতার কুফল এই যে, ইহাতে (১) জাতীয় আয় ও মোট উৎপাদন হ্রাস পায়; সুতরাং কর্মহীনতা উৎপাদনের উপকরণসমূহের অপচয় ছাড়া আর কিছু নহে। (২) আয় কমিয়া যাওয়ায় দেশে জীবনযাত্রার মান অবনত হয় এবং কর্ম-হীন শ্রমিক তাহার পরিবারবর্গ সহ তীব্র অভাব অনটন, অর্থনীতিক বিপর্যয় ও দারিদ্র এবং বুভুক্ষার সম্মুখীন হয়। (৩) কর্মহীন ব্যক্তির মনে এক তীব্র হতাশা জন্মে যাহা ক্রমে সমাজের প্রতি এক প্রবল বিরাগ ও বিদ্বেষে পরিণত হইবার আশংকা থাকে। (৪) ক্রমে

57. Frictional Unemployment. 58. Seasonal Unemployment.
59. Technological or Structural Unemployment.
60. Cyclical Unemployment. 61. Disguised Unemployment.
62. Underemployment.

কর্মহীন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি ও সমাজ ব্যবস্থা, আইন শৃংখলা ইত্যাদির প্রতি ক্রমবর্ধমান প্রবল বিরাগ, বিরোধিতায় পরিণত হইয়া নিরুপায় মানুষকে অব্যাহতি পাইবার আশায় চরম পন্থা অবলম্বনে বাধ্য করে। সমাজবিপ্লবের সূচনা করে।

অগ্রসর ও স্বল্পোন্নত দেশে কর্মহীনতার প্রকৃতি

NATURE OF UNEMPLOYMENT IN ADVANCED AND UNDERDEVELOPED COUNTRY

অগ্রসর বা উন্নত দেশে এবং স্বল্পোন্নত দেশে কর্মহীনতার প্রকৃতিতে সবিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

অগ্রসর মিশ্রধনতন্ত্রী দেশগুলিতে কর্মহীনতার মূল চরিত্র হইল এই যে উহা সামগ্রিক চাহিদার ঘাট্‌তি হইতে উদ্ভূত বাণিজ্যচক্রগত এবং মুদ্রা সংকোচনমূলক[63]। এক কথায়, ঐ সকল দেশে কর্মহীনতা হইল প্রধানত এবং মূলত বাণিজ্যচক্রজনিত কর্মহীনতা। উহার মূল কারণ এই যে ঐ সকল দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির দরুন উৎপাদন ক্ষমতা যে হারে বাড়ে, সে হারে সামগ্রিক চাহিদা উহারা বাড়াইতে সক্ষম নহে; এই কারণে সকল অগ্রসর মিশ্র ধনতন্ত্রী দেশে সর্বদাই কর্মহীনতার আশংকা বিরাজ করিতেছে। সুতরাং অগ্রসর দেশগুলিতে যে কর্মহীনতা দেখা যায় তাহা প্রধানত কীনসীয় কর্মহীনতা অর্থাৎ কার্যকর চাহিদার অভাবজনিত বাণিজ্যচক্রগত কর্মহীনতা।

কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে যে কর্মহীনতা দেখা যায় তাহা **প্রধানত** কার্যকর চাহিদার অভাবসঞ্জাত নহে (যদিও উহা অংশত এরূপ)। এসকল দেশে কর্মহীনতা হইতেছে মূলত এবং প্রধানত প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা বা স্বল্পনিয়োগ এবং ইহার প্রধান কারণ হইল পুঁজির অভাব। পুঁজির অভাবহেতু এসকল দেশে শ্রমের বিপুল অপচয় ঘটে। আসলে অনগ্রসর বা স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে কর্মহীনতার এক দ্বৈত চরিত্র[64] দেখা যায়। এক দিকে, এসকল দেশে যে সীমাবদ্ধ সংগঠিত অর্থনৈতিক ক্ষেত্র আছে তথায় উৎপাদন ক্ষমতার তুলনায় সামগ্রিক চাহিদার অভাবে সীমাবদ্ধ পরিমাণে বাণিজ্যচক্রগত কর্মহীনতা দেখা যায়। অধ্যাপক কুরিহারার ভাষায়, "ধনতন্ত্রী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন স্বল্পোন্নত দেশে বাণিজ্যচক্রজনিত কর্মহীনতা দেখা দেয়।"[65] কিন্তু অপর দিকে আবার শ্রমের পরিপূরক উপকরণগুলির অভাবেও যথেষ্ট পরিমাণ কর্মহীনতা এসকল দেশে দেখা যায়! পুঁজিগঠনের হারের তুলনায় দ্রুততর বেগে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন কর্মহীন শ্রমিকের এক বিপুল সংরক্ষিত বাহিনী এসকল দেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইহাই অধ্যাপিকা যোয়ান রবিনসনের মতে "মার্ক্সীয় কর্মহীনতা"[66]। তাঁহার মতে, "অনগ্রসর ও জনাধিক্য বিশিষ্ট প্রাচ্যের দেশগুলিতে এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলিতে, যেখানেই কাজের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণের অভাবে কর্মহীনতা দেখা যায়", তথায় মার্ক্সীয় কর্মহীনতা "রহিয়াছে বুঝিতে হইবে।" অনগ্রসর দেশে ইহা অংশত প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা রূপেও আত্মপ্রকাশ করে।

সুতরাং অগ্রসর মিশ্র ধনতন্ত্রী দেশগুলিতে জনসংখ্যার তুলনায় উৎপাদনের উপকরণের (প্রধানত বিনিয়োগ অর্থাৎ পুঁজিদ্রব্যের) দ্রুতবেগে বৃদ্ধির সহিত সমতালে চাহিদা বৃদ্ধির অক্ষমতা কর্মহীনতা ডাকিয়া আনে, আর স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যা অর্থাৎ শ্রমের যোগান বৃদ্ধির তুলনায় পুঁজি গঠন কম বলিয়া কর্মহীনতা দেখা দেয়। অতএব, অগ্রসর দেশের সমস্যা হইল, অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে বর্ধমান জনসংখ্যার পূর্ণনিয়োগ বজায় রাখা, এবং বিনিয়োগ হারের সমস্তরে জনসংখ্যার বৃদ্ধি বজায় রাখা। আর স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে সমস্যা হইল দ্রুত হারে বর্ধমান জনসংখ্যার পূর্ণনিয়োগ লাভ করা ও বজায় রাখা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্তরে বিনিয়োগ বজায় রাখা।

---

63. Cyclical and deflationary.
64. Dual nature.
65. The Keynesian Theory of Economic Development : K. K. Kurihara.
66. "Marxian Unemployment"

পূর্ণনিয়োগ
FULL EMPLOYMENT

কীনসীয় তত্ত্বে 'পূর্ণনিয়োগ' শব্দটির বারংবার ব্যবহার ঘটিলেও উহার সাধারণ গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দেওয়া সহজ নহে। অধ্যাপক অ্যাক্‌লের[67] মতে, ইহা এমন একটি ধারণা যাহা বিভ্রান্তি ঘটাইতে পারে। কারণ পূর্ণনিয়োগ বলিলে সমাজে আর একটিও ব্যক্তি কর্মহীন নাই, এরূপ বুঝায় না। গতীয় অর্থনীতি সদাই পরিবর্তনশীল এবং সর্বদাই তথায় পুরাতন শিল্পের পতন ও নূতন শিল্পের উত্থান ঘটিতেছে। এরূপ অবস্থায় শ্রমের সচলতা যতই বর্ধিত হোক না কেন, মরসুমী কারণে, নূতন শিল্পে প্রবেশে, নূতন কর্মে শিক্ষালাভ করিয়া উপযুক্ত দক্ষতা বা যোগ্যতা অর্জনে বিলম্ব ইত্যাদি নানা কারণে সাময়িক কর্মহীনতা ঘটিতেই পারে। অতএব, পূর্ণনিয়োগের স্তরেও অল্প কিছু পরিমাণ কর্মহীনতা থাকিতে পারে (অর্থবিজ্ঞানিগণের অভিমত, দেশে অনধিক ৩% ব্যক্তি কর্মহীন থাকিলে তথায় পূর্ণনিয়োগ ঘটিয়াছে বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে)। তবে, মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, **'পূর্ণনিয়োগ হইতেছে এরূপ একটি পরিস্থিতি যেখানে কার্যকর চাহিদার বৃদ্ধির দ্বারা নিয়োগের পরিমাণ আর বাড়ান যায় না।'** ইহাই পূর্ণনিয়োগের কীনসীয় তত্ত্ব-সম্মত সংজ্ঞা।

কর্মহীনতার সমাধানের উপায়সমূহ
REMEDIES OF UNEMPLOYMENT

বিভিন্ন প্রকারের কর্মহীনতার মধ্যে মরসুমী ও সংঘাতজনিত কর্মহীনতার প্রাবল্য অপেক্ষাকৃত অল্প এবং তুলনায় বাণিজ্যচক্রজনিত কর্মহীনতা এবং প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা ও কাঠামোগত কর্মহীনতার গুরুত্বই বেশি।

১. ইহাদের মধ্যে **সংঘাতজনিত কর্মহীনতার** কোন সমাধান নাই। সমাজ ব্যবস্থা যে প্রকারেরই হোক না কেন সংঘাতজনিত কর্মহীনতা সর্বদাই অল্পবিস্তর দেখা দিবে। তবে ইহা নেহাৎই সাময়িক।

২. বিভিন্ন প্রকারের পার্শ্বজীবিকার সৃষ্টি করিয়া এবং মরসুমী শ্রমিকগণকে মরসুম শেষে এক মরসুমী শিল্প হইতে অপর মরসুমী শিল্পে নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া কিংবা সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলিতে বিভিন্ন মরসুমের উপযোগী দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়া অর্থাৎ উহাদের পণ্য বা উৎপন্ন বৈচিত্র্যকরণ[68] দ্বারা অথবা সংশ্লিষ্ট শ্রমিকগণকে একাধিক প্রকার কর্মে শিক্ষাদান দ্বারা কিছুটা পরিমাণে **মরসুমী কর্মহীনতা** লাঘব করা সম্ভব।

৩. **কারিগরি বা কাঠামোগত কর্মহীনতার** প্রতিকার করিতে হইলে নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমিকগণকে নূতন শিল্পের উপযোগী বিবিধ কর্মে শিক্ষাদান প্রয়োজন।

৪. **প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা বা স্বল্পনিয়োগ** বিশেষভাবেই স্বল্পোন্নত দেশগুলির অন্যতম প্রধান সমস্যা। ইহার প্রতিকারের জন্য প্রয়োজন এই সকল দেশগুলির অর্থনীতিক বিকাশ। এজন্য গ্রামাঞ্চলে কৃষি নির্ভর গ্রামীণ ও কুটির শিল্পসমূহের প্রতিষ্ঠা, জনাধিক্যে পীড়িত গ্রামাঞ্চল হইতে নবস্থাপিত শিল্পাঞ্চলে জনস্থানান্তর, নূতন নূতন শিল্প ও ক্ষুদ্র, বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পাঞ্চল ও শিল্প বসতি স্থাপন, সরকারী উদ্যোগে শিল্প স্থাপন ও বেসরকারী উদ্যোগের প্রসার, সমবায় কর্মোদ্যোগে উৎসাহদান ইত্যাদি নানাবিধ বিধি ব্যবস্থার প্রয়োজন।

৫. সাধারণভাবে কর্মসংস্থান বা নিয়োগ সম্পর্কে শ্রমিকগণকে অবহিত করিবার জন্য এবং নিয়োগ কর্তা ও নিয়োগপ্রার্থীর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য গ্রামে ও শহরাঞ্চলে নিয়োগ তথ্যবিনিময় কেন্দ্র[69] প্রভৃতি স্থাপন করা যাইতে পারে।

---

67. Gardner Ackley. 68. Diversification of products.
69. Employment Exchange.

৬. কিন্তু আধুনিক অগ্রসর মিশ্র ধনতন্ত্রী দেশগুলির অন্যতম প্রধান সমস্যা বাণিজ্য-**চক্রগত কর্মহীনতার** প্রতিকারের জন্য প্রয়োজন হইতেছে সরকার কর্তৃক পূর্ণনিয়োগ নীতি[70] গ্রহণ ও অনুসরণ। এইরূপ নীতির সাহায্যে দেশে পূর্ণনিয়োগ প্রতিষ্ঠা করা ও তাহা বজায় রাখার চেষ্টা করা যাইতে পারে। আধুনিক সকল অগ্রসর ধনতন্ত্রী দেশেই ইহা অন্যতম অর্থনীতিক লক্ষ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। মিশ্র ধনতন্ত্রী অর্থনীতিক ব্যবস্থায়, সঞ্চয় বিনিয়োগ ভারসাম্যের বিন্দুতে পূর্ণ নিয়োগ লাভ করিতে হইলে যে পরিমাণ মোট বিনিয়োগ প্রয়োজন, মোট বেসরকারী বিনিয়োগ উহার তুলনায় যতটা কম তাহা সরকারী বিনিয়োগ দ্বারা পূরণ করা হইলে দেশে পূর্ণনিয়োগ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব্। এবং ঐ পূর্ণনিয়োগের স্তর বজায় রাখিতে হইলে বেসরকারী বিনিয়োগের হ্রাসবৃদ্ধির সহিত সরকারী বিনিয়োগের সমপরিমাণ বৃদ্ধি ও হ্রাসের দ্বারা মোট বিনিয়োগ অক্ষুণ্ণ রাখা আবশ্যক। অতি সংক্ষেপে ইহাই বাণিজ্যচক্রগত কর্মহীনতার প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা।

পূর্ণনিয়োগ লাভের তিনটি উপায়
THREE WAYS TO FULL EMPLOYMENT

পূর্ণনিয়োগ লাভের জন্য সঞ্চয় বিনিয়োগ ভারসাম্যের বিন্দুতে মোট আয়=মোট ব্যয়=মোট ভোগ ব্যয়+মোট বিনিয়োগ ব্যয় $(=Y=C+I)$, এই সমীকরণটি বাস্তবায়িত করা ও বজায় রাখা আবশ্যক।

ধনতন্ত্রী অর্থনীতিক ব্যবস্থায় কার্যকর চাহিদার ঘাট্‌তি দেখা দেয় বলিয়া মোট আয় ও মোট ব্যয়ের সমতা রক্ষিত হয় না। এই মূলগত কারণেই বাণিজ্যচক্রের উৎপত্তি ঘটে ও তাহা হইতে বাণিজ্যচক্রগত কর্মহীনতার উৎপত্তি হয়। সুতরাং পূর্ণনিয়োগ নির্ভর করে কার্যকর চাহিদার উপর।
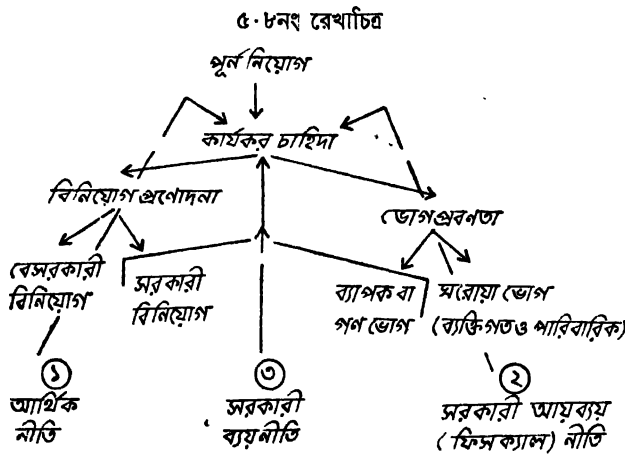
৫·৮নং রেখাচিত্র

কার্যকর চাহিদা নির্ভর করে বিনিয়োগ ব্যয় এবং ভোগব্যয়ের উপর। সমাজের মোট বিনিয়োগ ব্যয় হইল বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয় এবং সরকারী বিনিয়োগ ব্যয়ের সমষ্টি এবং সেহেতু, উহাদের উপর নির্ভরশীল। অপরদিকে সমাজের ভোগব্যয়কে ঘরোয়া অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ভোগব্যয় এবং সাধারণ বা ব্যাপক বা গণভোগ ব্যয়ের সমষ্টিরূপে গণ্য করা যায়। ৫·৮নং রেখাচিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে।

70. Full Employment Policy.

এই পরিস্থিতিতে সমাজের কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধির মধ্যে পূর্ণনিয়োগ লাভের সমস্যা সমাধানের উপায় নিহিত রহিয়াছে। কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধির তিনটি উপায় আছে। যথা,—(১) বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধির দ্বারা কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধি। (২) ভোগ-ব্যয় বৃদ্ধির দ্বারা কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধি। এবং (৩) সরকারী ব্যয়ে সরকারী বিনিয়োগ ও গণভোগের বৃদ্ধির দ্বারা কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধি। আমরা এই তিনটি উপায়ের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

১. বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির দ্বারা কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধি: ধনতান্ত্রিক কাঠামোটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কার্যকর চাহিদার বৃদ্ধি ঘটাইবার প্রকৃষ্ট পথ হইতেছে বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির চেষ্টা করা। ইহার উপায় হইতেছে **আর্থিক নীতি**[৭১] অবলম্বন করা।

আর্থিক নীতি কাহাকে বলে: আর্থিক নীতি বলিতে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হারের পরিবর্তন, সরকারী ঋণপত্রের ক্রয়বিক্রয় (খোলা বাজারী বেচাকেনা), কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির জমার অনুপাতের পরিবর্তন, প্রভৃতি ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং ভোগকারী-ঋণনিয়ন্ত্রণ, ঋণের রেশনিং প্রভৃতি ব্যাঙ্ক ঋণের গুণগত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সমেত দেশের মোট ঋণ ও অর্থের যোগানের প্রয়োজনমত সংকোচন সম্প্রসারণের নানারূপ হাতিয়ার ব্যবহারের বন্দোবস্ত বুঝায়। এক কথায়, আর্থিক নীতি হইল ঋণনিয়ন্ত্রণ নীতি। ইহাতে ঋণ সংগ্রহের খরচ ও ঋণের যোগান নিয়ন্ত্রণ দ্বারা অর্থনৈতিক কার্যকলাপ প্রভাবিত করিবার চেষ্টা করা হয়।

আর্থিক নীতির উদ্দেশ্য: আর্থিক নীতির প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য হইল কার্যকর চাহিদা যাহাতে বাড়িয়া পূর্ণনিয়োগের স্তরে পেঁছায় সে উদ্দেশ্যে বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে উৎসাহ দান। এজন্য পর্যাপ্ত ব্যাঙ্ক ঋণের যোগানের ব্যবস্থা করা হয় ও সুদের হার কমান হয়। ইহা সুলভ-অর্থ নীতি[৭২] নামে পরিচিত। অল্প সুদে পর্যাপ্ত ঋণের যোগান অধিক দেওয়ার ব্যবস্থা হইলে বিনিয়োগকারীরা ঋণগ্রহণে উৎসাহী হইয়া অধিক পরিমাণে বিনিয়োগ করিবে এবং তাহার ফলে গুণক ও ত্বরণ ক্রিয়ার দ্বারা নিয়োগের স্তর বাড়িয়া ক্রমশ পূর্ণনিয়োগের স্তরে পেঁছাইবে। পূর্ণনিয়োগের স্তরে পেঁছাইবার পর সঞ্চয়-বিনিয়োগের সাম্যের মাধ্যমে উহা বজায় রাখাই আর্থিক নীতির লক্ষ্য।

আর্থিক নীতির কার্যকারিতা: ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করিয়া ধনতন্ত্রী অর্থনীতিতে পূর্ণনিয়োগের লক্ষ্য লাভে আর্থিক নীতির উপযোগিতা সম্পর্কে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার কার্যকারিতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ইহার সম্পূর্ণ অনুকূল নহে। সুদের হার বিনিয়োগের অন্যতম খরচ বটে, এবং উহা কম হইলে বিনিয়োগের খরচ কমে, কিন্তু, **বিনিয়োগ শুধু সুদের হারের উপর নির্ভর করে না।** ইহা আরও যে দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, উহাদের একটি হইল ভোগ অপেক্ষক এবং অপরটি হইল পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা। স্বল্পকালীন সময়ে ভোগ অপেক্ষকটি কমবেশি স্থির থাকিলেও, পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা অত্যন্ত অস্থির উপাদান। অতএব, মন্দার সময়ে যতক্ষণ পর্যন্ত পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা অত্যন্ত কম থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত সামান্য সুদে, এমনকি বিনাসুদে ঋণ দিলেও বিনিয়োগকারীরা তাহাতে উৎসাহিত হইয়া বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে প্রবৃত্ত হইবে না, হয় না। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে, 'ঘোড়াকে জলের কাছে টানিয়া লইয়া যাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু উহাকে দিয়া জোর করিয়া জলপান করান যায় না।' সুতরাং আর্থিক নীতির দ্বারা সুদের হার কমান হইলে এবং ঋণের পর্যাপ্ত যোগানের ব্যবস্থা করিলেই যে বেসরকারী বিনিয়োগ বাড়িয়া কার্যকর চাহিদাকে বাড়াইতে এবং উহার মধ্য দিয়া নিয়োগ বৃদ্ধি ঘটাইতে সমর্থ হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অতীতেও এবিষয়ে আর্থিক নীতির

71. Monetary Policy. 72. Cheap money policy.

ব্যর্থতা দেখা গিয়াছে। সুতরাং পূর্ণনিয়োগের লক্ষ্য লাভে এককভাবে কেবল আর্থিক নীতির প্রয়োগ আর বাঞ্ছনীয় এবং যথেষ্ট বলিয়া বর্তমানে কেহ মনে করেন না।

২. **ভোগব্যয় বৃদ্ধির দ্বারা কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধিঃ** মন্দা দূর করিবার জন্য নিয়োগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে আর্থিক নীতির সীমাবদ্ধতার দরুন, অনেক অর্থবিজ্ঞানীর অভিমত ছিল এই যে, বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির চেষ্টার পরিবর্তে বরং বেসরকারী অর্থাৎ ঘরোয়া বা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ভোগব্যয় বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। সমাজে বেসরকারী ভোগব্যয় যদি বাড়ান সম্ভব হয় তাহা হইলে ত্বরণ ও গুণক ক্রিয়ার মধ্য দিয়া অবশ্যই বেসরকারী বিনিয়োগ এবং নিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে। এজন্য মানুষের হাতে ব্যবহারযোগ্য আয়ের পরিমাণ[৭৩] যাহাতে বাড়ে সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এই প্রকার চিন্তার অনুগামিগণের মধ্যে অধ্যাপক হানসেন[৭৪] ও কালেস্কীর[৭৫] নাম উল্লেখযোগ্য। এই উদ্দেশ্যে ইঁহারা যে হাতিয়ারটি ব্যবহারের সুপারিশ করিয়াছিলেন তাহা হইল সরকারের আয়-ব্যয় নীতি বা 'ফিস্ক্যাল' নীতি। মন্দার সময় যদি করভার হ্রাস করা হয় তবে মানুষের হাতে ব্যবহারযোগ্য অর্থের পরিমাণ বাড়িবে এবং তাহার ফলে তাহারা ভোগব্যয় বাড়াইতে সক্ষম হইবে। ইহাতে মোট চাহিদা বাড়িবে এবং তখন বেসরকারী বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ বাড়াইতে উৎসাহ পাইবে। ইহার ফলে সমাজে নিয়োগ বাড়িবে ও কর্মহীনতা কমিতে থাকিবে।

অধ্যাপক হানসেন যে ধরনের ফিস্ক্যাল নীতির সুপারিশ করিয়াছিলেন, তাহা বাণিজ্যচক্রবিরোধী ফিস্ক্যাল নীতি[৭৬] নামে পরিচিত। সংক্ষেপে তাঁহার বক্তব্য এই যে, মানুষের হাতে ব্যবহারযোগ্য আয়ের পরিমাণ কতটা থাকিবে তাহা করের উপর নির্ভর করে। চড়তির বাজারে যাহাতে অত্যধিক চাহিদাজনিত মুদ্রাস্ফীতির পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়া শীঘ্র সংকট ডাকিয়া আনিয়া শীঘ্র অধোগতি আরম্ভ না হইতে পারে সেজন্য সে সময়ে কর বৃদ্ধি করা উচিত। ইহাতে তখন মানুষের হাতে ব্যবহারযোগ্য আয় কমিবে এবং দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা অত্যধিক হইতে পারিবে না বলিয়া সমৃদ্ধির কাল দীর্ঘায়িত হইবে। আর মন্দার সময় নিয়োগ হ্রাসের দরুন আয় ও চাহিদা কমিয়া যায় বলিয়া তখন কর হ্রাস করিতে হইবে। তাহাতে মানুষের হাতে ব্যবহারযোগ্য আয় বৃদ্ধি পাইলে ভোগব্যয় অর্থাৎ চাহিদা বৃদ্ধি ঘটিয়া বেসরকারী বিনিয়োগ এবং নিয়োগ বৃদ্ধিতে উৎসাহ দিবে।

অধ্যাপক কালেস্কী পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, মন্দার সময় শুধু কর হ্রাসই যথেষ্ট হইবে না, ধনতন্ত্রী অর্থনীতিতে আয়ের বন্টনে যথেষ্ট আর্থিক বৈষম্য সৃষ্টি হইতে থাকে এবং মন্দার সময় উহা আরও বাড়ে। সুতরাং সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি ও পরিবারের ভোগব্যয় বৃদ্ধি যদি সুনিশ্চিত করিতে হয় তবে মন্দার সময়ে কর হ্রাসের সহিত এরূপ ফিস্ক্যাল নীতি অনুসরণ করিতে হইবে যাহাতে সমাজে আয়েরও পুনর্বণ্টন ঘটে এবং উহার বৈষম্য কমে। সুতরাং কর ব্যবস্থাকে অধিকতর প্রগতিশীল করা ও কররাজস্ব হইতে লোককল্যাণমূলক ব্যয়ের পন্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

ফিস্ক্যাল নীতির কার্যকারিতাঃ কিন্তু আর্থিক নীতির মত ফিস্ক্যাল নীতিরও সীমাবদ্ধতা আছে। ফিস্ক্যাল নীতির কার্যকারিতা বিশেষভাবেই করহ্রাস ও লোক-কল্যাণমূলক ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি ব্যবস্থাগুলির পরিমাণ এবং উহাদের প্রয়োগের যথাযথ সময়ের উপর নির্ভরশীল এবং আগে হইতে তাহা কখনও জানিবার উপায় নাই। সুতরাং ঘটনা ঘটিবার পরই একমাত্র উহাদের ব্যবহার সম্ভব। ইহাতে ফিস্ক্যাল নীতি যথেষ্ট ফলপ্রসূ হইতে পারে না। তাহা ছাড়া, উহাদের দ্বারা কতটা পরিমাণে আয়ের পুনর্বণ্টন ঘটিবে এবং ঐ সকল বিধিব্যবস্থার ফলে মানুষের মধ্যে কতটা ও কিরূপ অর্থনীতিক ও

73. Disposable Income.
74. A. H. Hansen.
75. M. Kalecki.
76. Counter-cyclical Fiscal Policy.

মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইবে, ইত্যাদি অনিশ্চিত বিষয়ের উপরও ফিস্‌ক্যাল নীতির সাফল্য নির্ভরশীল। তাহা ছাড়া মন্দার সময় কার্যকর চাহিদা উপযুক্ত পরিমাণে বাড়াইতে হইলে ক্রমাগত করের এরূপ হ্রাস করিবার প্রয়োজন হইতে পারে যাহা সরকারের পক্ষে সাধ্যাতীত। ইহার আরেকটি অসুবিধা হইল যে, আয়ের পুনর্বন্টন ঘটাইবার জন্য করের সাহায্যে ধনবৈষম্য কমাইতে গিয়া সমাজে সঞ্চয় ও পুঁজিগঠন ক্ষুন্ন হইতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত তাহা অর্থনীতিক দক্ষতা ও অর্থনীতিক বিকাশ ক্ষুন্ন করিতে পারে।

সুতরাং পূর্ণনিয়োগ লাভের উদ্দেশ্যে কেবল ফিস্‌ক্যাল নীতির কার্যকারিতা অবিসম্বাদি রূপেই সীমাবদ্ধ।

৩. **সরকারী ব্যয়ে সরকারী বিনিয়োগ ও গণভোগ বৃদ্ধির দ্বারা কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধি:** নিয়োগ বৃদ্ধির তৃতীয় পন্থাটি হইল সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির দ্বারা সরকারী বিনিয়োগ ও গণভোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধি ও উহার মধ্য দিয়া পূর্ণনিয়োগ লাভের চেষ্টা করা। ইহাও ব্যাপক অর্থে ফিস্‌ক্যাল নীতির অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। তবে ইহাতে আর্থিক নীতির ন্যায় কেবল বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং ফিস্‌ক্যাল নীতির ন্যায় ঘরোয়া ভোগব্যয় বৃদ্ধির পরিবর্তে একই সঙ্গে সরকারী ব্যয়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং গণভোগ ব্যয় বৃদ্ধির মধ্য দিয়া উৎপাদন, আয়, ভোগ ও নিয়োগ বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়।

পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার খামখেয়ালীপনার দরুন কেবল বেসরকারী বিনিয়োগের অনিশ্চিত বৃদ্ধির চেষ্টার উপর নির্ভরতা অথবা, কেবল ঘরোয়া ভোগব্যয় বৃদ্ধির জন্য ফিস্‌ক্যাল নীতির উপর নির্ভর করিবার অনিশ্চিত উপায় যে কার্যকর ফল দেয় না, অভিজ্ঞতা হইতে এই শিক্ষা গ্রহণ করিয়া বর্তমানে সকল ধনতন্ত্রী দেশেই অর্থনীতিক ক্ষেত্রে সরকারের প্রত্যক্ষ প্রবেশ ও অংশগ্রহণ অপরিহার্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার ফলে, সকল ধনতন্ত্রী অগ্রসর দেশেই সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ জাতীয় অর্থনীতির মোট ব্যয়ের একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অংশে পরিণত হইয়াছে। উহার সংকোচন ও সম্প্রসারণ দেশের মোট আয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকে এবং পূর্ণনিয়োগের স্তরে ভোগ-ব্যয় ও বিনিয়োগের সমন্বয়ন ঘটাইবার জন্য উহা একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারে পরিণত হইয়াছে। ইহাকে অনেক সময় বাণিজ্যচক্রবিরোধী বাজেট ব্যবস্থা[৭৭] বলা হয়। মন্দার সময় সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নিয়োগ বৃদ্ধি বা নূতন নিয়োগ সৃষ্টির দ্বারা দেশে আয় ও ব্যয় বৃদ্ধি ঘটান যায় এবং তাহার ফলে অর্থনীতিকে মন্দার গভীর পঙ্ক হইতে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। পূর্ণনিয়োগের লক্ষ্য লাভে অনুসৃত সরকারী ব্যয় নীতি প্রধানত দুই প্রকারের হইতে পারে। উহাদের একটি হইল **'পাম্প প্রাইমিং'**[৭৮] বা **বেসরকারী ব্যয়-উত্তেজক রূপে সরকারী ব্যয়ের** প্রয়োগ, এবং অপরটি হইল **'কম্পেন-সেটরি স্পেণ্ডিং'[৭৯] বা** বেসরকারী ব্যয়ের ঘাট্‌তি **'পূরক সরকারী ব্যয়'**। অধোগতি ও মন্দার সময় বেসরকারী ব্যয় যখন কমিতে থাকে তখন সামান্য মাত্রায় সরকারী ব্যয়ের দ্বারা বেসরকারী ব্যয়ে বল ও বেগ সঞ্চার করা যাইতে পারে, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া বেসরকারী ব্যয়ের উত্তেজকরূপে **নির্দিষ্ট মাত্রায়** সরকারী ব্যয়ের প্রয়োগ হইতেছে 'পাম্প প্রাইমিং'। আর 'কম্পেনসেটরি স্পেণ্ডিং' বা পূরক সরকারী ব্যয় বলিতে মন্দার সময় বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয় **যে পরিমাণে হ্রাস পায়,** সরকারী বিনিয়োগ ব্যয় দ্বারা **উহার স্থান পূরণ করা বুঝায়।** ইহাতে, মন্দার সময়ে যতক্ষণ বেসরকারী বিনিয়োগ হ্রাস পাইতে থাকে ততক্ষণ ঐ হ্রাসের সমপরিমাণে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির দ্বারা দেশে মোট ব্যয়ের পরিমাণটি অক্ষুন্ন রাখিবার চেষ্টা করা হয়। তেমনি চড়তির সময়ে যখন বেসরকারী বিনিয়োগ

77. Counter-cyclical budgeting policy. 78. Pump priming.
79. Compensatory spending.

বাড়িতে থাকে তখন ক্রমান্বয়ে সরকারী ব্যয় হ্রাস করা হয়। ফলে সর্বদা দেশের মোট ব্যয় ও আয় এক স্তরে স্থির থাকিতে পারে।

বলাবাহুল্য উভয় প্রকার ব্যয়ের ফলেই যে গুণক ও ত্বরণ ক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাহাতে মন্দার সময়ে উৎপাদন, নিয়োগ ও আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তবে 'পাম্প প্রাইমিং' সরকারী ব্যয় অপেক্ষা 'পূরক সরকারী ব্যয়' অধিকতর কার্যকর। কারণ 'পাম্প প্রাইমিং' মাত্র সাময়িকভাবে সাড়া জাগাইতে সক্ষম এবং উহাতে সরকারী ব্যয়ের মাত্রা সীমাবদ্ধ বলিয়া উহার ফলাফল অনিশ্চিত। তুলনায় 'পূরক সরকারী ব্যয়ে'র পরিধি অনেক ব্যাপক। তবে, উভয় ব্যবস্থাতেই লোক কর্মাত্মক বিবিধ সরকারী ব্যয়মূলক কর্মসূচী[৮০] গ্রহণ করা হয় (সড়ক নির্মাণ, বিদ্যালয় স্থাপন, দালানকোঠা নির্মাণ, হাসপাতাল স্থাপন, খাল খনন, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি)। তাহা ছাড়া গণভোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অবসর ভাতা[৮১] ভরতুকি[৮২], কর্মহীনতার ভাতা[৮৩], ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদি[৮৪] প্রবর্তিত হয়।

সীমাবদ্ধতা ঃ কিন্তু সরকারী বিনিয়োগ ও অন্যান্য ব্যয়ের দ্বারা বিনিয়োগ এবং গণভোগব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে নিয়োগ বৃদ্ধি ও পূর্ণনিয়োগে উপনীত হওয়ার পথে অনেক বাধা আছে। প্রথমত, সরকারী ব্যয়ের একটা সীমা আছে। দ্বিতীয়ত, সরকারী বিনিয়োগ ব্যয় অধিক হইলে তাহা বেসরকারী বিনিয়োগকারিগণের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে। তৃতীয়ত, লোক কর্মাত্মক সরকারী কর্মসূচীগুলি বাণিজ্যচক্রের পরিস্থিতি অনুযায়ী ইচ্ছামত পরিবর্তন করা যায় না। অনেক সরকারী কর্মসূচী কেবল দীর্ঘকালেই ফলপ্রসূ হইতে পারে। স্বল্প কালে উহা হইতে কোন সুফল আশা করা যায় না। চতুর্থত, মন্দার তীব্রতা, ব্যাপকতা ইত্যাদি অনুসারে ঠিক কি ধরনের কর্মসূচী উপযুক্ত হইবে তাহা স্থির করা সহজসাধ্য নয়। পঞ্চমত, মন্দার সময়ে সরকারী আয় হ্রাসের দরুন সরকারী ঋণের সাহায্যে ঐ সকল ব্যয় করিবার প্রয়োজন হইতে পারে। ইহাতে সরকারী ঋণ অত্যধিক বাড়িতে পারে।

উপসংহার ঃ এই আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, আর্থিক নীতির মতই সরকারী ফিস্‌ক্যাল নীতিরও নানা সীমাবদ্ধতা আছে। শুধু তাহাই নয় নিয়োগ বৃদ্ধি ও অর্থনীতির পুনরুন্নতি ঘটাইবার জন্য আরও নানারূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল মজুরির রদবদল, দাম-খরচ পরিবর্তনীয়তা, ইত্যাদি। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে সমাজে নিয়োগ বৃদ্ধি ও পূর্ণনিয়োগ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে একদিকে যেমন আর্থিক নীতি ও সরকারী ফিস্‌ক্যাল নীতির সমন্বয়ন দরকার তেমনি প্রয়োজন উহাদের সহিত অন্যান্য নানারূপ বিধি ব্যবস্থার অনুসরণ।

80. Public works. 81. Pension. 82. Subsidy.
83. Unemployment allowance. 84. Social security measures.

৬

বাণিজ্যচক্র নিয়ন্ত্রণ ঃ স্থিতিলাভের আর্থিক ও ফিস্‌ক্যাল নীতিসমূহ

CONTROL OF BUSINESS CYCLES : MONETARY-FISCAL POLICIES FOR STABILISATION

[**আলোচিত বিষয়সমূহঃ** লক্ষ্য ও উপায়সমূহ—ভোগ ও বেসরকারী বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ—বে-সরকারী বিনিয়োগের স্থিতি প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি—মজুরি ও দামনীতি—আর্থিক নীতি—আর্থিক নীতির সীমাবদ্ধতা—বাণিজ্যচক্রবিরোধী ফিস্‌ক্যাল নীতি—লোক কর্মনীতি।

লক্ষ্য ও উপায়সমূহ
OBJECTIVES AND MEANS

বাণিজ্যচক্রের অবিরাম আবর্তনে বিপর্যস্ত ধনতন্ত্রী অর্থনীতির সম্মুখে দুইটি পথ আছে। একটি হইল ধনতন্ত্রের পরিবর্তে সমাজতন্ত্রী অর্থনীতি গ্রহণ করা, ইহাতে বাণিজ্যচক্রের আক্রমণ হইতে চিরতরে অব্যাহতি পাওয়া যায় কিন্তু তাহাতে ধনতন্ত্রী অর্থনীতি আর জীবিত থাকে না। অপর পথটি হইল ধনতন্ত্রী অর্থনীতি বজায় রাখিয়া বাণিজ্যচক্র শাসন, নিয়ন্ত্রণ ও দমনের চেষ্টা করা। আমরা দ্বিতীয়টির কথাই আলোচনা করিব।

ধনতন্ত্রী অর্থনীতিতে **বাণিজ্যচক্রবিরোধী** নীতি অবলম্বন করিতে হইলে, যে **মূল লক্ষ্য** গ্রহণ করিতে হয় তাহা **হইল, পূর্ণনিয়োগের স্তরে অর্থনীতিক কার্যাবলী বজায়** রাখা, তথায় **অর্থনীতিক কার্যাবলীর অধিকতর স্থায়িত্ব** এবং **দামস্তরের অত্যধিক হ্রাস-বৃদ্ধি পরিহার** করা।

এই মূল লক্ষ্য লাভ করিবার জন্য যে সকল পন্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহা হইতেছেঃ (১) ভোগ ও বেসরকারী বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ[১]; (২) উপযুক্ত মজুরি ও দাম নীতি[২]; (৩) নগদপছন্দ তালিকার হ্রাসবৃদ্ধি নাকচ করিবার জন্য কার্যকর আর্থিক নীতি[৩]; এবং (৪) বাণিজ্যচক্রবিরোধী ফিস্‌ক্যাল নীতি বা সরকারী আয়ব্যয় নীতি[৪]।

১. **ভোগ এবং বেসরকারী বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণঃ** ইহার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে অর্থনীতিক কার্যাবলীর স্থিতিলাভের জন্য সমাজের মোট ভোগব্যয় ও বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিয়া উহাদের স্থিতিশীল করা।

ক. **ভোগব্যয়ের স্থিতি প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি**[৫]ঃ সমাজের মোট ভোগব্যয় নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর, যথা, (১) ব্যক্তিগত কর কাটিয়া লওয়ার পর দেশবাসিগণের হাতে

1. Control of consumption and private investment.
2. Proper wage-price policy.
3. Effective monetary policy for neutralising the fluctuations in the liquidity preference schedule.
4. Contra cyclical fiscal policy.
5. Stabilising consumption expenditure.

অবশিষ্ট ব্যবহারযোগ্য আয়[6], এবং (২) ভোগ অপেক্ষক[7]। ভোগব্যয়ের চক্রাকার সংকোচন সম্প্রসারণের প্রধান কারণ হইল ব্যবহারযোগ্য আয়ের পরিবর্তন। অতএব ভোগব্যয়কে স্থিতিশীল করিতে হইলে ব্যবহারযোগ্য আয়ের স্থিতিশীলতা আবশ্যক। এজন্য এরূপ একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার প্রয়োজন যাহা দ্বারা ব্যবহারযোগ্য আয় স্থিতিশীল হইতে পারে। অর্থবিদ্যার ভাষায় ইহাকে বলা হয় 'স্বয়ংক্রিয় স্থিতিকারক'[8]। ইহা তিন প্রকারের হইতে পারে। যথা, (১) সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদি; (২) কৃষিজাত দ্রব্যের দামসমর্থক কর্মসূচী; এবং (৩) 'হাতে হাতে আয়কর কাটিয়া লইবার ব্যবস্থা'[9]র ভিত্তিতে প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা। চড়তির বাজারে যখন নিয়োগ ও আয় বাড়িতে থাকে তখন নিযুক্ত শ্রমিক কর্মচারিগণের নিকট হইতে সামাজিক বীমার দেয় চাঁদা ও প্রগতিশীল হারে আয়কর কাটিয়া লইয়া এবং অবনতি ও মন্দার সময় কর্মহীন শ্রমিক কর্মচারিগণকে বেকার-ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া বাণিজ্যচক্রের উভয় পর্যায়ে মানুষের ব্যবহারযোগ্য আয়কে একই স্তরে রাখিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। অনুরূপভাবে মন্দার সময় যখন ফসলের দর কমিয়া যায় তখন সরকার হইতে ক্ষতিপূরণ দিয়া এবং চড়তির বাজারে যখন ফসলের দর বাড়ে তখন ক্ষতিপূরণ তুলিয়া দিয়া বা কমাইয়া দিয়া কৃষকগণের ব্যবহারযোগ্য আয় বাণিজ্যচক্রের সকল পর্যায়ে একস্তরে রাখা যাইতে পাবে। ভোগব্যয় স্থিতিশীল রাখিবার এই পদ্ধতিগুলি **পরোক্ষ** পদ্ধতি।

ভোগব্যয় স্থিতিশীল করিবার **প্রত্যক্ষ** পদ্ধতি হইতেছে ভোগ অপেক্ষক বা ভোগ প্রবণতাকে প্রভাবিত করিবার ব্যবস্থা। ইহার একটি উপায় হইল আয়ের পুনর্বন্টন ঘটান। অধিক আয় উপার্জনকারিগণের তুলনায় অল্প আয় উপার্জনকারীরা তাহাদের আয়ের অধিক অংশ ভোগব্যয় করে। সুতরাং দেশে ব্যক্তিগত আয়ের অধিকতর সমবন্টনের ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে উহা দ্বারা দেশে সামগ্রিক আয়ে ব্যয়ের অনুপাত বাড়িবে। কিন্তু ইহা কাজে পরিণত করিতে গেলে কর-কাঠামোর এরূপ সবিশেষ প্রগতিশীল পরিবর্তন করিতে হইবে এবং বাণিজ্যচক্রের পর্যায় অনুযায়ী এত ঘন ঘন কর-কাঠামো পরিবর্তন করিতে হইবে যে, উহার ফলে ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পের অনিশ্চয়তা অত্যন্ত বাড়িবে এবং তাহাতে শেষ পর্যন্ত বেসরকারী বিনিয়োগের স্তর অত্যন্ত পড়িয়া যাইবে।

ভোগ অপেক্ষকটিকে আরও প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করিবার উপায় হইল বিভিন্ন হারে ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের উপর কর ধার্য করা। বাণিজ্যচক্রের পর্যায় অনুসারে প্রয়োজন মত সঞ্চয়ের উপর কর ধার্য করিয়া ভোগব্যয়ে উৎসাহ (মন্দার সময়) এবং ভোগব্যয়ের উপর কর ধার্য করিয়া সঞ্চয়ে উৎসাহ (অত্যন্ত চড়তির বাজারে) দিয়া ভোগব্যয়ে স্থিরতা আনিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

পরিশেষে উল্লেখনীয় এই যে, বিশেষ এক ধরনের ভোগব্যয় অত্যন্ত অস্থির। উহা হইতেছে গৃহস্থালীর বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম, আসবাবপত্রাদি, মোটরগাড়ী ইত্যাদি স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়। এইরূপ ব্যয়ের একটি সবিশেষ অংশের সংস্থান করা হয় ব্যাঙ্ক ঋণের সাহায্যে। ইহাতে এই প্রকার ভোগব্যয়ের স্থিতিহীনতা আরও বাড়ে। ব্যাঙ্ক ঋণের বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণের দ্বারা ঊর্ধ্বগতি ও চড়তির বাজারে এইরূপ ব্যাঙ্ক ঋণের (অর্থবিদ্যার ভাষায় যাহাকে 'ভোগকারী ঋণ'[10] বলে) নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি এবং মন্দার সময় উহা শিথিল করিয়া, বাণিজ্যচক্রের সকল পর্যায়ে ভোগব্যয়ের স্থিরতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়।

খ. বেসরকারী বিনিয়োগে স্থিতি প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি ঃ বেসরকারী বিনিয়োগ সম-

6. Disposable income after deduction of personal taxes.
7. Consumption function or propensity to consume.
8. Automatic stabiliser. 9. 'Pay as you go income tax'.
10. Consumer credit.

জাতীয় বিনিয়োগের সমষ্টি নহে। ইহা তিন প্রকার ব্যয়ের সমষ্টি। যথা, (১) যন্ত্রপাতি প্রভৃতির কারবারী ব্যয়[১১]; (২) আবাসগৃহ নির্মাণের ব্যয়[১২]; এবং (৩) কাঁচামাল ও তৈয়ারি পণ্য প্রভৃতির মজুতসম্ভার ধারণের ব্যয়[১৩]।

(১) বাণিজ্যচক্রের সকল পর্যায়ে যাহাতে মোট বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয় স্থিতিশীল থাকে, সেজন্য মন্দার সময় দীর্ঘকালীন বিনিয়োগে উৎসাহিত করিবার জন্য কর হ্রাস ও রেহাই দেওয়া যাইতে পারে। মন্দার সময়ে নূতন যন্ত্রপাতি কলকব্জায় বিনিয়োগ করা হইলে সরকার উহাতে উচ্চতর হাতে অবচিতি[১৪] কাটিবার অনুমতি দিতে পারে। আর চড়তির বাজারে যখন বিনিয়োগকারীরা নিজেদের উৎসাহে বিনিয়োগ বাড়াইতেছে, তখন এই সুবিধাগুলি লোপ করা যাইতে পারে। চড়তির অবস্থা আরও বাড়িলে যখন মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় সেই সময় বেসরকারী বিনিয়োগের আধিক্য কমাইবার জন্য লাইসেন্স ও পারমিট ব্যবস্থা, অগ্রাধিকার ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রচলন করা যাইতে পারে।

(২) মন্দার সময়ে যাহাতে আবাসগৃহ নির্মাণ শিল্প উৎসাহিত হয় সেজন্য মার্কিণ ধরনের বন্ধকী বীমাব্যবস্থার[১৫] প্রবর্তন করা যাইতে পারে। ইহাতে দালানকোঠা নির্মাণের খরচ এবং ঐ উদ্দেশ্যে ঋণের খরচ কমে ও গৃহনির্মাণ শিল্প উৎসাহিত হইতে পারে।

(৩) নিয়োগ ও উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি কমাইবার উদ্দেশ্যে মজুত সম্ভার[১৬]-কে আপৎকালীন ব্যবস্থা[১৭] রূপে গণ্য করিবার প্রথাটি সরকার ও বিবিধ কারবারী গোষ্ঠীর পক্ষ হইতে উৎসাহিত করা কর্তব্য। বিশেষত যে সকল সামগ্রী সহজে বিনষ্ট হইবার নহে, মন্দার সময় উহা উৎপাদন করিয়া মজুতসম্ভাররূপে ধরিয়া রাখিলে এবং চাহিদার উন্নতি ঘটিলে উহা ধীরে ধীরে কমান হইলে, চড়তি ও মন্দা উভয় পর্যায়ে নিয়োগ ও উৎপাদনে অধিকতর স্থিতিশীলতা দেখা দিতে পারে। ইহাতে মজুতসম্ভারের পরিবর্তনীয়তা একটি উল্লেখযোগ্য এবং বাঞ্ছনীয় বাণিজ্যচক্র বিরোধী হাতিয়ারে পরিণত হইতে পারে।

২. উপযুক্ত মজুরি ও দাম নীতিঃ বাস্তব জগতে অলিগোপলি বাজারের প্রাধান্য ও শক্তিশালী শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের দরুন দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর ও মজুরি স্তর এক শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। এজন্য বাণিজ্যচক্র বিরোধী নীতির অঙ্গ হিসাবে মজুরি ও দাম নীতি গুরুত্ব লাভ করিয়াছে।

মন্দা ও অধোগতির সময় উৎপাদন হ্রাসের মধ্য দিয়া মোট চাহিদার সংকোচন প্রতিফলিত হইবে। দামস্তর পরিবর্তনশীল হইলে, বিশেষত, প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে, তখন দামও পড়িতে থাকিবে। কিন্তু অলিগোপলি শিল্পে, দামের উপর উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির বেশ কিছুটা পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ থাকে বলিয়া তথায় মন্দার সময় হয় দাম অতি ধীরে ধীরে খানিক কমিবে নতুবা হয়ত আদৌ কমিবে না।

অধোগতি ও মন্দার সময় সাধারণত শিল্পজাত দ্রব্যের দামের তুলনায় কৃষিজাত দ্রব্যের দাম বেশি কমে। গৃহনির্মাণ এবং অন্যান্য পুঁজিদ্রব্য উৎপাদন শিল্পে দেখা যায় যে, চাহিদা যথেষ্ট কমিয়া যাওয়া সত্ত্বেও, দাম সহজে কমিতে চায় না।[১৮] যদি তাহা না হইত এবং ঐ সকল শিল্পে চাহিদা হ্রাসের সঙ্গে দাম-ও কিছু কমিত, তবে গুরুতর অধোগতির তীব্রতা ও ব্যাপকতা হয়ত কিছুটা কমিত। সুতরাং এক্ষেত্রে অবশ্যই সরকারী হস্তক্ষেপের অবকাশ আছে। প্রতিযোগিতামূলক (কৃষি সহ) শিল্পে যাহাতে দাম অত্যধিক না কমিতে পারে এবং একচেটিয়া প্রভাবের অধীন শিল্পে (বিশেষত গৃহনির্মাণ ও অন্যান্য পুঁজিদ্রব্য শিল্পে) যাহাতে উৎপাদন খরচ ও দাম অবশ্যই কমান হয় সে উদ্দেশ্যে সরকারী হস্তক্ষেপ আবশ্যক।

---

11. Business expenditure on plant and equipment.
12. Residential Construction. 13. Investments in inventories.
14. Depreciation charges. 15. Mortgage Insurance.
16. Inventories. 17. Buffer. 18. Prices become sticky.

পরিপক্ক ধনতন্ত্রী অর্থনীতিতে পূর্ণনিয়োগ ও মুদ্রাস্ফীতির পরিস্থিতিতে কি করা কর্তব্য সে বিষয়ে অর্থবিজ্ঞানিগণের মধ্যে দ্বিমত আছে। একদল মনে করেন যে, ধারাবাহিক ও সফল ভাবে পূর্ণনিয়োগ নীতি অনুসরণে অপরিহার্য ভাবেই দুই প্রকার ফল দেখা দিতে পারে। হয় দামস্তরের স্থিতিশীলতার লক্ষ্যটি বিসর্জন দিতে হইবে, নতুবা একমাত্র চিরাচরিত অর্থনীতিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণকারী সরকারী হস্তক্ষেপের দ্বারাই খোলাখুলি মুদ্রাস্ফীতি[19] এড়াইয়া পূর্ণনিয়োগ বজায় রাখা সম্ভব। ইহাতে শ্রমিকগণ স্বাধীনভাবে নিয়োগকর্তাগণের সহিত দরকষাকষির অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে, সরকারী মজুরি ও দাম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, রেশনিং ব্যবস্থা, ইত্যাদি চালু করিতে হইবে। এবং এরূপ ক্ষেত্রে খোলাখুলি মুদ্রাস্ফীতির পরিবর্তে অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি[20] ঘটিবে।

অপর দল অর্থবিজ্ঞানী মনে করেন যে, সংগঠিত শ্রমিক ও জনসাধারণের অন্যান্য অংশকে এবিষয়ে যদি বুঝান যায়, তবে তাহাদের চাহিদা আয়ত্তের সীমার মধ্যে থাকিবে এবং তাহা হইলে দামস্তরের ক্রমাগত ঊর্ধ্বগতি ব্যতিরেকেও পূর্ণনিয়োগ বজায় রাখা সম্ভব হইতে পারে। এজন্য শ্রমিক নেতাগণকে বুঝান, জনমত সৃষ্টি করা, শ্রমের সচলতা বাড়ান, এবং একচেটিয়া আচার আচরণ প্রভৃতি কমান আবশ্যক।

৩: আর্থিক নীতিঃ বাণিজ্যচক্র বিরোধী আর্থিক নীতির প্রধান হাতিয়ারগুলি হইতেছে.—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হার পরিবর্তন, খোলাবাজারে ক্রয়-বিক্রয় (সরকারী ঋণপত্রের), কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট সদস্য ব্যাঙ্কগুলির গচ্ছিত জমার অনুপাতের পরিবর্তন ইত্যাদি পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং বিচারমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। ঋণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হিসাবে প্রথম দুইটি সর্বাপেক্ষা পুরাতন।

অধোগতি ও মন্দার সময়ে আর্থিক নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলি শিথিল করিয়া, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হার কমাইয়া ব্যাঙ্ক ঋণ সুলভ করিয়া, বাজার হইতে সরকারী ঋণপত্র কিনিয়া উহার মারফত দেশবাসীর হাতে নগদ অর্থের যোগান বাড়াইয়া, জমার অনুপাত কমাইয়া বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে ঋণযোগ্য নগদ তহবিল বাড়াইয়া ও বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলি (যথা ঋণের রেশনিং শিথিল করা বা তুলিয়া লওয়া, ভোগকারী ঋণের শর্তাবলী উদার করা ইত্যাদি) শিথিল করিয়া বাজারে ঋণের যোগান সুলভ ও পর্যাপ্ত করিবার চেষ্টা করা হয়। উদ্দেশ্য, ইহাতে বিনিয়োগকারীরা ও ব্যবসায়ীরা বেশি করিয়া ঋণ লইয়া বিনিয়োগ করিবে এবং ব্যবসায়ীরা কারবারের সম্প্রসারণ করিবে। তাহাতে নিয়োগ, উৎপাদন ও আয় বাড়িয়া ঊর্ধ্বগতির সূচনা হইবে। তেমনি আবার, চড়তির বাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হার বাড়াইয়া, খোলা বাজারে সরকারী ঋণপত্র বেচিয়া বাজারে নগদ অর্থের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির জমার অনুপাত বাড়াইয়া এবং বিচারমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলি কঠোর করিয়া বাজারে ঋণের যোগান কমাইবার ও উহা দুর্লভ করিবার চেষ্টা করা হয়। ইহাতে বিনিয়োগকারীরা কম করিয়া ঋণ ও বিনিয়োগ করিবে। ফলে, চড়তির বাজারে অত্যধিক সম্প্রসারণ ঘটিয়া সংকটকে ত্বরান্বিত করিতে পারিবে না। সংক্ষেপে, এইভাবে বাণিজ্যচক্র বিরোধী ব্যবস্থা হিসাবে আর্থিক নীতির মারফত ঋণের যোগানে স্থিতিশীলতা আনয়নের চেষ্টা করা হয়।

আর্থিক নীতির সীমাবদ্ধতাঃ কিন্তু বাণিজ্যচক্র বিরোধী আর্থিক নীতির প্রধান অসুবিধা এই যে, উহা ঋণের টান সৃষ্টি করিযা চড়তির বাজারের সমাপ্তি ঘটাইতে অব্যর্থ হইলেও, অর্থনীতিকে মন্দার কবল হইতে উদ্ধারে সক্ষম নহে। উহার অস্ত্রাগারে যাবতীয় ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারগুলি মজুত থাকিলে, যে কোন সমৃদ্ধির বাজারের অবসান ঘটাইবার মত ঋণের সংকোচন ঘটাইতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সর্বদাই সক্ষম। অধিক মাত্রায় ঔষধটি প্রয়োগের দ্বারা আর্থিক নীতি এমনকি কোন অসাধারণ চড়তির অবস্থাকেও দমন করিতে পারে।

---

19. Open inflation. 20. Repressed Inflation.

কিন্তু বিপদ এই যে, শুধু চড়তির বাজার দমনই নয়, উহা আরও কিছু বেশি ঘটাইয়া ফেলে। চড়তির বাজার দমনের উদ্দেশ্যে যে আর্থিক সংকোচন ঘটান হয় তাহা সচরাচর অধোগতিকেও ত্বরান্বিত করিয়া ফেলে। এই কারণেই, মুদ্রাস্ফীতিমূলক চড়তির বাজার আয়ত্তে আনিতে আর্থিক নীতির সহিত ফিস্‌ক্যাল নীতিও প্রয়োগ করা দরকার হইয়া পড়ে।

তাহা ছাড়া, চড়তির বাজারে আর্থিক নীতি যতটা কার্যকর মন্দার প্রতিকারে উহা ততটা নহে। কারণ মন্দার সময় আসলে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা অত্যন্ত কমিয়া যায় বলিয়া, ঋণের যতই প্রসার ঘটান হোক এবং উহা যতই সুলভ করা হোক, কেহ উহা গ্রহণে উৎসুক হয় না। এজন্য তখন ঋণের এক অচলাবস্থা[21] দেখা দেয়। সুতরাং কারবারী মনোভাব তখন অত্যন্ত হতাশামূলক বলিয়া, সুদের হার কমাইয়া অবস্থার মোড় পরিবর্তন ঘটান যায় না।

তবে ইহা সত্ত্বেও, মন্দার সময়ে আর্থিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। মন্দার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে তখন নগদ অর্থের জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। মন্দার সময়ে নগদ পছন্দের এই বৃদ্ধি সর্বাধিক পরিমাণে খন্ডনের জন্য চেষ্টা করাই তখন আর্থিক কর্তৃপক্ষের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত।

১৮(৪. **বাণিজ্যচক্র বিরোধী 'পূরক' ফিস্‌ক্যাল নীতি**[22]**:** বাণিজ্যচক্র বিরোধী পূরক ফিস্‌ক্যাল নীতির উদ্দেশ্য হইল এরূপ পরিপূরকভাবে সরকারের ফিস্‌ক্যাল যন্ত্রগুলি (যথা, সরকারী রাজস্ব বা কর, সরকারী ব্যয় এবং জাতীয় ঋণ) আর্থিক নীতির সহিত ব্যবহার করা যেন তাহাতে বাণিজ্যচক্রের ব্যাপ্তি, তীব্রতা ও আয়ু হ্রাস পায়। এই ধরনের ফিস্‌ক্যাল নীতি প্রধানত **পরিমাণগত।**

ইহার পদ্ধতিটি এই যে, চড়তির বাজারে বাণিজ্যচক্রগত অস্থিরতা কমাইবার জন্য, সরকারের ব্যয়ের তুলনায়, কর বৃদ্ধির দ্বারা, আয় বা রাজস্ব বাড়াইতে হইবে এবং মন্দা ও অধোগতির সময় সরকারী ব্যয়ের তুলনায় কর-রাজস্ব কমাইতে হইবে। ইহার অর্থ, মন্দার ও অধোগতির সময় সরকারী বাজেটে ঘাট্‌তি সৃষ্টি করিতে হইবে (আয়ের তুলনায় ব্যয়ের আধিক্য) এবং চড়তির সময় বাজেটের ঘাট্‌তি কমাইতে, অথবা ঘাট্‌তির পরিবর্তে বাজেটে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি (ব্যয়ের তুলনায় আয়ের আধিক্য) করিতে হইবে।

সরকারী রাজস্ব ও সরকারী ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্কের এইরূপ আকাঙ্ক্ষিত নমনীয়তা সুনিশ্চিত করিবার একাধিক উপায় আছেঃ (১) একটি হইল **স্বয়ংসিদ্ধ নমনীয়তা** বা **স্বয়ংক্রিয় নমনীয়তার কৌশল**[23]। ইহাতে **স্বয়ংক্রিয় স্থিতিকারকের** উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। (২) দ্বিতীয়টি হইল **ছকবাঁধা নমনীয়তা** এবং **বিচারমূলক হস্তক্ষেপ**[24]। ইহাতে স্বয়ংক্রিয় স্থিতিকারকের সহিত কৃত্রিম স্থিতিকারক উপায়ও প্রয়োগ করা হয়।

(১) প্রথমটিতে, ফিস্‌ক্যাল নীতিটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় (ইহাতে আপনাআপনি প্রয়োজনমত বাজেটের ঘাট্‌তি কিংবা উদ্বৃত্ত সৃষ্টির ব্যবস্থা থাকে) হইয়া থাকে। ইহা একাধিক কারণে আকর্ষণীয়। এরূপ বিশুদ্ধ স্বয়ংক্রিয় কর্মসূচীতে আয়করের উপর সবিশেষ পরিমাণে নির্ভর করা হয় (বিশেষত, উপার্জনকালীন অবস্থায়, প্রগতিশীল আয়কর আদায়ের ব্যবস্থা থাকে)। কর হারেরও কোন পরিবর্তন ঘটে না। এই প্রকার আয়করের রাজস্ব কারবারী পরিস্থিতির পরিবর্তনে অত্যন্ত স্পর্শকাতর হইয়া থাকে। চড়তির বাজারে ইহার আদায় অত্যন্ত বাড়ে এবং মন্দার বাজারে উহা কমিয়া যায়। সুতরাং ইহা সবিশেষ কার্যকর ভাবে **স্বয়ংক্রিয় স্থিতিকারক** রূপে প্রয়োগ করা চলে। নিযুক্ত ব্যক্তি ও নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার চাঁদাসমূহ (বিশেষত বেকার বীমার চাঁদা)-ও কারবারী চক্রের

21. Credit deadlock. 22. Contro-Cyclical Compensatory Fiscal Policy.
23. Built-in-flexibility or automatic flexibility technique.
24. Formula flexibility & discretionary action.

-পর্যায় অনুসারে ইচ্ছানুরূপভাবে পরিবর্তন করা চলে। বাজেটের ব্যয়ের দিকে, কর্মহীন ব্যক্তিগণকে প্রদেয় বেকার বীমার অর্থ, কৃষিজাত দ্রব্যের ভরতুকি[25] এবং অন্যান্য ত্রাণমূলক খরচ মন্দার সময় বাড়ে ও চড়তির সময় কমে।

এই ধরনের স্বয়ংসিদ্ধ নমনীয়তাসম্পন্ন কর্মসূচীর সুবিধা সুস্পষ্ট। প্রথমত, ইহাতে পরে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার সম্ভাবনা বিশিষ্ট কোন পূর্বানুমানের[26] প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয়ত, এই স্বয়ংক্রিয় স্থিতিকারকগুলি অতি দ্রুত কাজ করে; উহাতে প্রশাসনিক বিলম্ব ঘটিবার মত কিছু নাই (যাহা কর হারের ইচ্ছানুরূপ পরিবর্তন ও সরকারী ব্যয় কর্মসূচীর বেলায় অপরিহার্য)।

(২) কিন্তু প্রসঙ্গত ইহা লক্ষণীয় যে, স্বয়ংক্রিয় স্থিতিকারক ব্যবস্থাগুলি হইতেছে বাণিজ্যচক্রের আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রথম সারি। এবং গুরুতর অর্থনীতিক সংকোচন সম্প্রসারণের সহিত যুঝিবার জন্য, উহাদের বলবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে **কৃত্রিম স্থিতি-কারক ব্যবস্থাগুলিও** প্রয়োগ করা আবশ্যক। ইহার অর্থ হইল, করের হার কিংবা সরকারী ব্যয়, হয় কোন পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা মত (যাহাকে **'ছক বাধা নমনীয়তা'** বলা হয়) কিংবা সম্পূর্ণ ইচ্ছামত ভাবে, পরিবর্তন করিতে হইবে।

প্রথমেই বাণিজ্যচক্রগত সংকোচন সম্প্রসারণকালে, বাজেটের ব্যয়ের দিকে যাহা কিছু স্বয়ংক্রিয় নমনীয় ব্যবস্থাই থাকুক না কেন, উহার অতিরিক্ত সরকারী ব্যয় পরিবর্তনের কথাই বিবেচনা করা যাক্। বাণিজ্যচক্রগত ভাবে পরিবর্তনীয় যে দুই প্রকারের প্রধান সরকারী ব্যয় আছে, উহারা হইলঃ (১) হস্তান্তর ব্যয়[27], এবং (২) লোককর্ম সৃষ্টিকারী বিবিধ নির্মাণমূলক সরকারী কর্মসূচী ('পাবলিক ওয়ার্কস্')-র ব্যয়।

(১) **হস্তান্তর ব্যয়ঃ** ইহাতে যদিও সন্দেহ নাই যে, পূরক ফিস্ক্যাল নীতির অঙ্গ হিসাবে হস্তান্তর ব্যয়ের পরিমাণের পরিবর্তন অবশ্যই প্রয়োজন, তথাপি ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ইহার সুযোগ সম্ভবতঃ সীমাবদ্ধ। দীর্ঘকালীন সময়ের ভিত্তিতে সামাজিক বীমার কর্মসূচীর পরিকল্পনা করা উচিত এবং বাণিজ্যচক্রগত উত্থানপতনে ঐ কর্মসূচীর গুরুতর পরিবর্তন অসঙ্গত। বেকার বীমার সুবিধাগুলিতে হয়ত আরো কিছুটা বাণিজ্যচক্রানুযায়ী নমনীয়তা সঞ্চার করা যাইতে পারে। বিশেষত, কর্মহীনতা বাড়িলে বেকার ভাতার প্রাপ্তিকাল দীর্ঘতর করা যাইতে পারে। ভোগ্যপণ্যের দামে ভরতুকি দিলে, উহাতেও ভাল ফল পাওয়া যাইতে পারে। মন্দার সময়ে ইহা এরূপভাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে যে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর ব্যক্তিরা, খাদ্যাদি ও অন্যান্য যে সকল দ্রব্যের যোগান অধিক রহিয়াছে, বিনামূল্যে অথবা স্বল্পতর দামে তাহা পাইতে পারে।

(২) **'পাবলিক ওয়ার্কস্ পলিসি' বা লোক কর্মনীতিঃ** হস্তান্তর ব্যয়ের তুলনায় নিয়োগসৃষ্টিকারী সরকারী বিবিধ নির্মাণমূলক কর্মসূচী নীতি বা পাবলিক ওয়ার্কস্ পলিসির সুবিধা এই যে, হস্তান্তর ব্যয়ে শুধুই সরকারের ব্যয় হয়, বাণিজ্যচক্র বিরোধী ক্রিয়া ছাড়া উহা দ্বারা সরকারের কোন সম্পত্তি সৃষ্টি হয় না; কিন্তু পাবলিক ওয়ার্কস্ পলিসির দ্বারা বাণিজ্যচক্র বিরোধী ফল লাভ ছাড়াও নূতন সম্পত্তিও সৃষ্টি হয়। বিশ বা বাইশ বৎসর পূর্বে অর্থবিজ্ঞানি-গণ ভাবিতেন যে সরকারী নির্মাণমূলক ব্যয়ে ব্যাপক বাণিজ্যচক্রগত পরিবর্তন দ্বারা সবিশেষভাবে কারবারী কার্যকলাপে স্থিতি আনয়ন করা সম্ভব। কিন্তু আরও সম্প্রতি-কালে তাঁহাদের মনে এই ধারণার সঞ্চার হইয়াছে যে শুধু সরকারী নির্মাণমূলক ব্যয়ের পরিকল্পনা দ্বারা উৎপাদন ও নিয়োগের স্তরের স্থিতিসাধনে অধিক দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। সরকারী ব্যয়ে 'বিরাটাকারের' বাঁধ ও জলাধার নির্মাণ, সরকারী গৃহাদি নির্মাণ, নদী ও পোতাশ্রয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, আবাসগৃহ নির্মাণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে একথা বিশেষ

25. Subsidy. 26. Forecasts. 27. Transfer payments.

ভাবে প্রযোজ্য। এমনকি বেশ আগে হইতেও **এই সকল** কর্মসূচীর পরিকল্পনা প্রস্তুত হইলেও, অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় অর্থাদি পাইতে ও অন্যান্য বিধি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিতে, ঠিকাদারদের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে এবং কাজটি আরম্ভ করিতে এক বৎসর বা তাহারও বেশি সময় কাটিয়া যাইতে পারে। প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কাজটি শুরু এবং সম্পাদন করিতে দুই বা ততোধিক বৎসর লাগিতে পারে। সুতরাং গুরুতর মন্দার আবির্ভাব প্রতিরোধ করিতে হইলে যত দ্রুত গতিতে লোক কর্মনীতিতে ব্যয় বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহা সম্ভব হইয়া উঠে না। আর, একবার এ ধরনের কর্মসূচীতে ব্যয় আরম্ভ হইয়া গেলে, কারবারী পরিস্থিতিতে ঊর্ধ্বগতি দেখা দিলেও, তখন শীঘ্র সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ কমান সম্ভব হয় না।

সুতরাং সম্প্রতিকালে বিরাট আকারের সরকারী নির্মাণমূলক কর্মসূচীর পরিবর্তে ক্ষুদ্রাকার সরকারী নির্মাণমূলক কর্মসূচীর উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। সড়ক নির্মাণ ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ, কতক ধরনের মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও বন্যানিয়ন্ত্রণ, বিমান-বন্দর উন্নয়ন এবং অনুরূপ অন্যান্য যে সকল কর্মসূচী শীঘ্র শুরু করা ও সমাপ্ত করা যায়, তাহা এই শ্রেণীর কর্মসূচীর অন্তর্গত।

ছকবাঁধা নমনীয় কর্মসূচী[28]তে প্রয়োজন হইল এরূপ এক পরিপূরক করনীতি[29]র, কর্মসূচীটি কার্যকর করিতে হইলে, যাহা দ্বারা আগে হইতেই করহারের প্রয়োজনীয় পরিপূরক পরিবর্তনগুলির পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া রাখা সম্ভব হইতে পারে। এইরূপ নীতি অনুযায়ী, ভোগব্যয়ের সংকোচন সম্প্রসারণ দূর করিয়া উহাতে স্থিতি আনিবার জন্য আয়করের মূল হারে পরিকল্পিত পরিবর্তনের প্রয়োজন হইতে পারে। এই ধরনের পরিমাণগত করনীতি ছাড়াও, প্রয়োজন মত বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয় উৎসাহিত করিবার অথবা সংযত রাখিবার জন্য, ইহাতে সরকার কর্তৃক বিশেষ বিশেষ ধরনের কারবারী করের পরিবর্তন ঘটাইবার প্রয়োজন হয়। এইভাবে 'প্রণোদনামূলক কর' ও 'প্রণোদনাবিরোধী কর' সমূহের যথাযথ ব্যবহার দ্বারা বেসরকারী বিনিয়োগকারিগণের বিনিয়োগ-সিদ্ধান্তে স্থিতি আনয়নের চেষ্টা করা যাইতে পারে। এইরূপ **পরিপূরক ফিস্‌ক্যাল ব্যবস্থাই ছক বাঁধা** নমনীয় কর্মসূচীর প্রধান ভিত্তি। এই জাতীয় নীতি সম্পূর্ণ কার্যকর করিতে হইলে যাহা আবশ্যক তাহা হইল উহার খুঁটিনাটি বিশদ ব্যবস্থাগুলি বেশ আগে হইতেই ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়া রাখা দরকার, যেন যখন যে পরিবর্তনটি দরকার অবিলম্বে ঠিক সেইটি কার্যকর করা যাইতে পারে।

বাণিজ্যচক্র বিরোধী ফিস্‌ক্যাল নীতিতে আর্থিক নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারগুলিরও যথেষ্ট ভূমিকা আছে। নির্দিষ্ট ফিস্‌ক্যাল নীতির সহিত পরিপূরক ভাবে আর্থিক নীতির প্রয়োগে সমগ্র নীতিটি আরও বেশি কার্যকর হয়। যেমন, মন্দার সময়, যেমন একদিকে ঘাটতি বাজেট সৃষ্টির জন্য সরকার উহার ব্যয় বাড়াইবে এবং কর কমাইবে এবং দরকার হইলে সেজন্য (ব্যাঙ্ক হইতে) ঋণ করিবে, তেমনি উহার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হারও কমান হইবে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক লগ্নীপত্র কিনিয়া বাজারে নগদ টাকার যোগান বাড়াইবে (খোলা-বাজারী বেচাকেনা), এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির জমার অনুপাত কমাইবে, ও বিচারমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ শিথিল করিবে। অপর দিকে চড়তি ও মুদ্রাস্ফীতির সময় বাজেটে উদ্বৃত্ত সৃষ্টির লক্ষ্য লইয়া যেমন সরকারী কর বাড়ান এবং সরকারী ব্যয় কমান হইতে থাকিবে ও ব্যাঙ্কের নিকট সরকারের আগের দেনা শোধ করা হইবে, তেমনি উহার পাশাপাশি ঋণের বাজারে টান সৃষ্টি করিবার জন্য নিয়ন্ত্রণের আর্থিক হাতিয়ারগুলিও ব্যবহার করা যাইতে পারে। এজন্য ব্যাঙ্ক রেট (কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হার) বাড়ান, বাজারে সরকারী ঋণপত্র বিক্রয় দ্বারা নগদ টাকা বাজার হইতে তুলিয়া লওয়া, জমার অনুপাত বাড়ান ও

28. Formula Flexibility Programme. 29. Compensatory tax policy.

বিচারমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণ কঠোর ভাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। মুদ্রাস্ফীতিহীন সমৃদ্ধির সময়, বাজেটের দুই দিকের (আয় ও ব্যয়) সমতা বজায় রাখা যাইতে পারে যেন তাহাতে অর্থনীতির উপর মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাসংকোচন, কোনটিরই চাপ না পড়িতে পারে। অবস্থানুযায়ী তখন অর্থনীতির স্বাভাবিক বিকাশে সহায়তা করিবার জন্য টাকার যোগান সামান্য পরিমাণে বাড়িতে দেওয়া যাইতে পারে।

প্রশ্নাবলী ও উত্তরসংকেত

দ্বিতীয় খণ্ড

অর্থ ও ব্যাঙ্কব্যবস্থা
MONEY AND BANKING

অধ্যায়

৭

অর্থের মূল্য ও উহার পরিমাপ
VALUE OF MONEY & ITS' MEASUREMENT

[**আলোচ্য বিষয়ঃ** অর্থের সংজ্ঞা—তিন প্রকারের অর্থ—অর্থের কার্যাবলী—অর্থের তাৎপর্য—**দামস্তর ও অর্থের মূল্য**—অর্থের মূল্যঃ পরিমাণ তত্ত্ব—নগদ লেনদেন ভাষ্য ও ফিশারীয় সমীকরণ—পরিমাণ তত্ত্বের সমালোচনা—নগদ তহবিল ভাষ্য ও কেম্ব্রিজ সমীকরণ—দুইটি ভাষ্য ও সমীকরণের তুলনা—কেম্ব্রিজ সমীকরণের শ্রেষ্ঠত্ব ও সমালোচনা—অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের মূল্যায়ন—দামস্তর নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্ব—পরিমাণ তত্ত্বের তুলনায় সঞ্চয় বিনিয়োগ তত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব—পরিমাণ তত্ত্বের মূল্যায়ন—**দামস্তরের সূচকসংখ্যা**—কাহাকে বলে—কিভাবে প্রস্তুত করিতে হয়—উপযোগিতা—অসুবিধা।]

অর্থের সংজ্ঞা
DEFINITION OF MONEY

বিভিন্ন অর্থবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে অর্থের সংজ্ঞা দিয়াছেন। কাহারও মতে, রাষ্ট্রশক্তি যাহা অর্থ বলিয়া ঘোষণা করে, আইনের দ্বারা যাহা অর্থ বলিয়া স্বীকৃত হয় তাহাকেই 'অর্থ' বলা যায়। কাহারও মতে, অর্থের কার্যাবলী যাহা দ্বারা সম্পাদিত হয় তাহাকেই 'অর্থ' রূপে গণ্য করা যায়। কিন্তু আইনের দ্বারা যাহা স্বীকৃত বা 'বিহিত অর্থ'[1] রূপে প্রচলিত হয়, আইনের বলে যেমন উহা সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং বিনিময়ের মাধ্যম, সঞ্চয়ের বাহন, ঋণ পরিশোধের উপায় ইত্যাদি রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, সেরূপ আবার অবস্থা বিশেষে তাহা অর্থরূপে দেশবাসী গ্রহণে অস্বীকারও করিতে পারে। ইতিহাসে এরূপ ঘটনাও বিরল নয়। এবং আধুনিক অনেক দেশেই এরূপ জিনিস অর্থরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় (যেমন ব্যাঙ্কের আমানত বা ব্যাঙ্ক ঋণ) যাহা সরকার কর্তৃক কখনও অর্থ বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। তেমনি আবার অর্থের কার্যাবলী যাহা দ্বারা সম্পাদিত হয় সেরূপ দ্রব্যকেই যদি 'অর্থ' বলিতে হয় তবে প্রথমে কোন্ কোন্ কাজকে অর্থের কার্যাবলী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে প্রথমে তাহা স্থির করিবার সমস্যা দেখা দেয়। সুতরাং প্রথম সংজ্ঞাটি যেমন সংকীর্ণ, দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি তেমনি অতি ব্যাপক।

অর্থবিদ্যার দিক হইতে সরকারী স্বীকৃতি অপেক্ষাও অর্থের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাহা হইল উহার 'সর্বজনগ্রাহ্যতা'[2]। সুতরাং অর্থের একটি যথাযথ সংজ্ঞা দিতে হইলে উহাতে যেমন অর্থের প্রধান কাজগুলির উল্লেখ থাকা প্রয়োজন তেমনি আবশ্যক উহার এই সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ। এই কারণে অধিকাংশ আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীর মতে, অর্থের যথার্থ সংজ্ঞা হইলঃ **দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য প্রদানে ও ঋণ পরিশোধে যাহার সর্বজনগ্রাহ্যতা আছে তাহাকেই অর্থ বলা যায়।**

তিন প্রকারের অর্থ
THREE KINDS OF MONEY

আধুনিক সকল দেশেই অর্থরূপে যাহা প্রচলিত তাহার মধ্যে তিন ধরনের জিনিস দেখা যায়। যথা,—১. ধাতুমুদ্রা, ২. কাগজের নোট, এবং ৩. চেকের দ্বারা হস্তান্তর-

1. Legal tender. 2. General acceptibility.

যোগ্য ব্যাঙ্কের আমানত বা ব্যাঙ্কঋণ। এই তিনটির প্রথম দুইটির সমষ্টি হইল সরকার কর্তৃক প্রচলিত নগদ অর্থ[3] এবং তৃতীয়টি হইল (ব্যাঙ্ক)ঋণ[4]। সুতরাং যে কোন দেশে যে কোন **নির্দিষ্ট মুহূর্তে**[5] অর্থের মোট যোগান=ধাতুমুদ্রা+কাগজের নোট+ব্যাঙ্ক আমানত বা ঋণ=সরকারী নগদ অর্থ+ব্যাঙ্কঋণ।

অর্থের কার্যাবলী
FUNCTIONS OF MONEY

ইতিবৃত্তঃ সমাজে অর্থের উদ্ভাবনের পূর্বে মানুষ পরস্পরের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা কর্মের সরাসরি বিনিময়[6] দ্বারা পরস্পরের অভাব পূরণের দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিত। উহার অসুবিধা ছিল এই যে, (১) উভয়ের নিকট উভয়ের দ্রব্যের চাহিদা না থাকিলে, শুধু এক পক্ষের প্রয়োজনে কোন বিনিময় ঘটিতে পারিত না। (২) যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর পরস্পরের বিনিময় হারের নির্ধারিত তালিকা বলিয়া কিছু থাকা সম্ভব ছিল না বলিয়া যে কোন দ্রব্যের সহিত অপর যে কোন দ্রব্যের বিনিময় সম্পাদন করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। (৩) সামান্য পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময় করিতে অত্যন্ত অসুবিধা হইত। (৪) সঞ্চয় করিতে হইলে দ্রব্যসামগ্রীতে তাহা করিতে হইত এবং দ্রব্যসামগ্রীর সঞ্চয় দীর্ঘস্থায়ী হইত না। (৫) মানুষের বিত্তসম্পদের মূল্য হিসাব করা একরূপ অসম্ভব ছিল! এবং (৬) দ্রব্য-সামগ্রীতে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করা অত্যন্ত অসুবিধাজনক ছিল।

এই সকল অসুবিধাগুলি দূর করিবার জন্য পরবর্তীকালে সমাজে অর্থ উদ্ভাবিত হয় এবং দীর্ঘকাল পরীক্ষামূলক ভাবে নানারূপ প্রাণী ও দ্রব্য অর্থরূপে ব্যবহারের পর শেষ পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে মানুষ মূল্যবান ধাতুখণ্ড (ধাতুমুদ্রা) অর্থরূপে ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য বলিয়া বাছিয়া লয়। আরও আধুনিক কালে অর্থরূপে ধাতুমুদ্রার সহিত কাগজের টাকার এবং অতি সম্প্রতিকালে চেকের দ্বারা হস্তান্তরযোগ্য ব্যাংক আমানতের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। এই আলোচনা হইতে অর্থের কার্যাবলীর যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহা হইতে দেখা যায় যে অর্থের কাজ প্রধানত চারি প্রকারের।

কার্যাবলীঃ ১. হিসাবের একক বা মূল্যের পরিমাপক[7]ঃ অর্থ ধনসম্পদের মূল্য পরিমাপের মাপকাঠি এবং অর্থনীতিক লেনদেন হিসাবের একক। অর্থের সাহায্যে মানুষের বিত্তসম্পত্তির মূল্য পরিমাপ করা হয় ও ক্রয়বিক্রয়, ঋণ দান ও পরিশোধ ইত্যাদি যাবতীয় অর্থনীতিক লেনদেনের হিসাব রাখা হয়।

২. **বিনিময়ের মাধ্যম[8]ঃ** অর্থের বিনিময়ে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মাদির ক্রয়বিক্রয় সম্পাদিত হয়। বিক্রেতা যেমন যে কোন দ্রব্যের বিনিময়ে অর্থগ্রহণ করে সেরূপ ক্রেতাও অর্থের বিনিময়ে যে কোন সামগ্রী সংগ্রহ করে। সুতরাং অর্থের ব্যবহার ঘটিলেই তাহাতে কোন না কোনরূপ বিনিময় বুঝায়। এজন্য সমাজের আয় ও ব্যয় আর্থিক আয়-ব্যয়ের রূপ গ্রহণ করে।

৩. **সঞ্চয়ের বাহন[9]ঃ** আর্থিক আয় উপার্জন ও ব্যয়কারী মানুষের সঞ্চয়ও অর্থের মাধ্যমেই ঘটে। অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম হওয়ায়, উহা হাতে রাখিলে যে কোন সামগ্রী যে কোন সময়ে কিনিবার ক্ষমতা হাতে থাকে। সুতরাং সরাসরি দ্রব্যসামগ্রী কিনিয়া উহা সঞ্চয়ের পরিবর্তে অর্থ সঞ্চয় করা (অর্থাৎ হাতে রাখা) অধিক সুবিধাজনক। ইহাতে স্থান সংকুলান হয় এবং সঞ্চিত সম্পদ সহজে বিনষ্ট হইবার আশংকা থাকে না। অর্থের মাধ্যমে সঞ্চয় করিবার দরুন অর্থের ক্রয় ক্ষমতাকে বর্তমান হইতে ভবিষ্যতে লইয়া যাওয়া যায়।

3. Currency. 4. Credit.
5. At any given moment or point of time. 6. Barter.
7. Unit of account or Standard measure of value.
8. Medium of exchange. 9. Store of value.

৪. ঋণ পরিশোধের উপায়[10]: অর্থের দ্বারা ঋণগ্রহণ যেমন সহজ সেরূপ ঐ ঋণ পরিশোধ করাও সুবিধাজনক। কারণ দ্রব্যের দ্বারা ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধে যে সামগ্রীটি ঋণ লওয়া হইয়াছিল ঠিক সেরূপ সামগ্রী প্রত্যর্পণ করিতে হয় এবং ইহাতে নানারূপ অসুবিধার উৎপত্তি হইতে পারে। অর্থের বেলাতে সে অসুবিধা থাকে না।

উপরোক্ত চারি প্রকারের কাজই অর্থের দ্বারা একযোগে সম্পাদিত হয় বলিয়া সমাজে অর্থের উদ্ভাবন ও প্রচলন ঘটিয়াছে। এই কাজগুলি পৃথক নহে, উহাদের একটি অপরটি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। কোন্‌টি আগে ও কোন্‌টি পরে, কোন্‌টি প্রধান ও কোন্‌টি অপ্রধান তাহা বলা কঠিন।

অর্থের তাৎপর্য
SIGNIFICANCE OF MONEY

আধুনিক সমাজে যাবতীয় আয়ই আর্থিক আয়ের আকারে উপার্জিত হয়। সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি, পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ বিত্তসম্পত্তিই আর্থিক সম্পত্তি। এই সমাজে অর্থ মানুষকে এক সাধারণ ক্রয়ক্ষমতা (যে কোন সময়ে যে কোন দ্রব্য ও সেবাকর্ম কিনিবার ক্ষমতা) আনিয়া দিয়াছে। অর্থ যে কোন অর্থনীতিক সম্পদের উপর উহার ধারকের[11] দাবি প্রতিষ্ঠা করে। অর্থের প্রচলন ভোগকারীকে পছন্দমত সামগ্রী কিনিবার স্বাধীনতা দিয়া তাহাকে সর্বাধিক তৃপ্তি লাভে সক্ষম করিয়াছে। অর্থ উৎপাদককে আত্যন্তিক বিশেষায়ণ[12] ও বৃহদায়তন উৎপাদন প্রবর্তনে সক্ষম করিয়াছে। ভোগকারিগণের আর্থিক ব্যয়ের ধরন ধারণ লক্ষ্য করিয়া কোন্ কোন্ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করিতে হইবে, অর্থ তাহা উৎপাদকগণকে সহজে স্থির করিতে সাহায্য করিতেছে। অর্থের ব্যবহার বিনিময়কে আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্যে পরিণত করিয়াছে। আধুনিক রাষ্ট্রগুলির বিপুল আর্থিক আয়-ব্যয় ও ঋণ এবং উহার নানান কার্যাবলীর প্রসারেও অর্থের অবদান অল্প নহে। সুতরাং অর্থ যে আধুনিক অর্থনীতিতে কেন্দ্রীয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অর্থের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময় ভূমিকার কারণ প্রধানত দুইটি : (১) আধুনিক জগতে বিশেষায়ণ ও বিনিময়ের আত্যন্তিক প্রসার এবং (২) ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে অর্থোপার্জনের (আর্থিক মুনাফা ও আয়) মূলগত প্রণোদনার[13] অস্তিত্ব।

যদি উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর জন্য সমাজের মোট ব্যয়প্রবাহ এরূপ বৃদ্ধি পায় যে তাহাতে উৎপাদকগণের আর্থিক মুনাফা বাড়িতেছে তবে তাহারা সর্বাধিক মুনাফা উপার্জনের নিমিত্ত যথাসম্ভব পরিমাণে অধিক উপাদান নিয়োগ দ্বারা উৎপাদন বাড়াইতে চেষ্টা করে এবং উহার ফলে সমাজ পূর্ণনিয়োগ-স্তরের নিকটবর্তী হইতে থাকে। আর যদি উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মোট ব্যয়প্রবাহ এরূপ কমিতে থাকে যে, কেবল উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাসের দ্বারাই উৎপাদকগণের সর্বাধিকসম্ভব মুনাফা অথবা সর্বাল্প লোকসান ঘটিতে পারে তবে ঐ পরিস্থিতিতে উৎপাদন কমিবার ফলে সমাজে কর্মহীনতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যখন প্রায় সকল উপাদানই পরিপূর্ণরূপে কর্মে নিযুক্ত হইয়া গিয়াছে এরূপ অবস্থায় যদি উৎপন্ন সামগ্রীর জন্য ব্যয়প্রবাহ বাড়িতে থাকে তবে তাহাতে দামস্তরের বৃদ্ধির নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা দেয়। অতএব, আর্থিক ব্যয়প্রবাহের সংকোচন-সম্প্রসারণ কেবল নিয়োগ এবং উৎপন্নের পরিমাণের সংকোচন-সম্প্রসারণই ঘটায় না, দামস্তরের অর্থাৎ, অর্থের নিজের মূল্যেরও বিলক্ষণ হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাইয়া সমাজের যাবতীয় অর্থনীতিক কার্যাবলীতে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করিয়া নানা প্রকার বিকৃতি ও বিপত্তি ঘটায়।

সুতরাং আর্থিক আয় ও ব্যয় প্রবাহ রূপে আধুনিক অর্থনীতিতে অর্থ এক অতি

10. Means of deferred payments. 11. Holder.
12. Extreme specialisation. 13. Basic motivation or incentive.

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় নিযুক্ত রহিয়াছে। একদা ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানিগণের ধারণা ছিল যে, অর্থ নিছক এক বিনিময় ঘটাইবার যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয় এবং উহা অর্থনীতিক কার্যাবলীতে কোন হস্তক্ষেপ না করিয়া নিরপেক্ষ থাকিয়া শুধু উহাতে সাহায্য করে মাত্র। আধুনিক কালে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণ দ্বারা ইহা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

দামস্তর ও অর্থের মূল্য
PRICE-LEVEL AND THE VALUE OF MONEY

অর্থের মূল্য বলিলে, অর্থের একটি একক[14] (যেমন এক টাকা, এক পাউণ্ড, এক ডলার, এক রুবল ইত্যাদি)-এর বিনিময়ে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা যায় তাহাকেই বুঝায়। ইহাই অর্থের সাধারণ ক্রয়শক্তি।[15]। দ্রব্যসামগ্রীর মত অর্থ ক্রয়-বিক্রয় করা হয় না বলিয়া প্রত্যক্ষভাবে উহার মূল্য বা ক্রয়শক্তি জানা যায় না। উহা জানিতে হইলে দামস্তরের সাহায্য লইতে হয়। দামস্তর বলিলে দ্রব্যসামগ্রীর গড় দামের স্তর বুঝায়। অর্থের একটি একক দ্বারা অধিক পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা গেলে অর্থের মূল্য অধিক এবং দ্রব্যসামগ্রীর দাম অল্প বুঝায়। সুতরাং দ্রব্যসামগ্রীর দাম এবং অর্থের মূল্য পরস্পরের বিপরীত। অতএব দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর কম হইলে অর্থের মূল্য অধিক এবং দামস্তর অধিক হইলে অর্থের মূল্য অল্প বুঝায়। অর্থাৎ অর্থের মূল্য দামস্তরের উপর নির্ভরশীল। দাম-স্তরের ও উহার পরিবর্তন পরিমাপ হিসাব করিতে হইলে উহার সূচকসংখ্যা[16] প্রস্তুত করিতে হয়। দামস্তরের সূচকসংখ্যার সাহায্যে অর্থের মূল্যের পরিবর্তন পরিমাপ করা যায়। (এই অধ্যায়ের শেষ ভাগে সূচকসংখ্যা প্রস্তুত প্রণালী আলোচনা করা হইয়াছে)। দামস্তর ও অর্থের মূল্যের মধ্যে বিপরীত সম্পর্কটিকে এই ভাবে প্রকাশ করা যায়ঃ—

$$P = \frac{1}{V.M} \quad \text{এবং} \quad V.M = \frac{1}{P}$$

[P হইল দামস্তর এবং V.M হইল অর্থের মূল্য।]

অর্থের মূল্য নির্ধারণঃ অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব
DETERMINATION OF THE VALUE OF MONEY : QUANTITY THEORY OF MONEY

ক্লাসিক্যাল ও নয়া-ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের প্রভাবে অল্প কিছুকাল পূর্ব পর্যন্তও অধিকাংশ অর্থবিজ্ঞানীরা মনে করিতেন যে, সমাজে যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর সামগ্রিক চাহিদা ও যোগানের সর্বাত্মক ভারসাম্য[17] সর্বদাই বজায় রহিয়াছে (সে'র তত্ত্ব অনুযায়ী) এবং অর্থ প্রধানত দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময় ঘটাইবার জন্যই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং সমাজে দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান বলিয়া ও উহাদের যাবতীয় ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময় অর্থের দ্বারা ঘটিতেছে বলিয়া, সমাজে অর্থের মোট চাহিদা বিক্রয়যোগ্য যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর মোট আর্থিক মূল্যের সমান এবং অর্থের মোট যোগান হইল ক্রেতারা ঐ দ্রব্যসামগ্রী কিনিবার জন্য যে মোট দাম দিতেছে, উহার সমান। [অর্থাৎ, যেহেতু,

দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা=দ্রব্যসামগ্রীর মোট যোগান, এবং অর্থের মাধ্যমে উহাদের বিনিময় ঘটিতেছে, সেহেতু,

দ্রব্যসামগ্রীর মোট আর্থিক মূল্য (=অর্থের চাহিদা)=দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ে ক্রেতাগণের দ্বারা প্রদত্ত মোট দাম (=অর্থের যোগান)।

∴ সমাজে (বিক্রেতাগণের নিকট) অর্থের মোট চাহিদা=সমাজে (ক্রেতাগণের নিকট) অর্থের মোট যোগান।]

---

14. Unit. 15. General purchasing power. 16. Index number.
17. General Equilibrium of Demand and Supply.

দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা যোগানের সর্বাত্মক ভারসাম্য সত্ত্বেও যখন মূল্যস্তরের হ্রাস-বৃদ্ধি বা পরিবর্তন ঘটিতে দেখা যায়, তখন বুঝিতে হইবে যে, উহার জন্য সমাজে প্রচলিত অর্থের পরিমাণই দায়ী। অর্থের পরিমাণের পরিবর্তনের দরুনই দামস্তরের পরিবর্তন ঘটে। অর্থের পরিমাণ যে অনুপাতে বাড়ে দামস্তরও সে অনুপাতে বাড়ে এবং অর্থের মূল্য সে অনুপাতে কমে; অর্থের পরিমাণ যে অনুপাতে কমে দামস্তরও সে অনুপাতে কমে এবং অর্থের মূল্য সে অনুপাতে বাড়ে। সুতরাং দামস্তর ও উহার বিপরীত বিষয়, অর্থের মূল্য, একমাত্র সমাজে প্রচলিত অর্থের পরিমাণের উপরই নির্ভর করে। এই ধারণা বা মতবাদই অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব নামে পরিচিত।

অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের মূল অনুমিত শর্ত দুইটি[18]: (১) সমাজে যাবতীয় দ্রব্য-সামগ্রীর চাহিদা ও যোগানের সামগ্রিক ভারসাম্য সর্বদাই বজায় আছে।

(২) সমাজে পূর্ণনিয়োগ রহিয়াছে। (কারণ, ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর মোট লেনদেনের পরিমাণ একমাত্র পূর্ণনিয়োগের স্তরে ছাড়া অন্য কোন স্তরে অপরিবর্তিত থাকিতে পারে না। সুতরাং উহা স্থির আছে বলার অর্থ হইল পূর্ণনিয়োগ রহিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইতেছে।

ইহার নানারূপ ভাষ্য আছে এবং বিভিন্ন প্রকার সমীকরণের দ্বারা বিভিন্ন ভাষ্য ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আমরা উহাদের মধ্যে দুইটি ভাষ্যের আলোচনা করিব। একটি হইল নগদ লেনদেন ভাষ্য[19] এবং অপরটি হইল নগদ তহবিল ভাষ্য।[20]

অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের নগদ লেনদেন ভাষ্য ও ফিশারের সমীকরণ[21]: এই ভাষ্য অনুযায়ী,—(১) দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ে নগদ অর্থের প্রয়োজন হইতে সমাজে নগদ অর্থের চাহিদার উৎপত্তি হয়। উৎপাদক ও বিক্রেতারা দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময়ে নগদ অর্থ চায়। (২) সুতরাং সমাজে নগদ অর্থের মোট চাহিদা হইল বিক্রয়যোগ্য যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী এবং উহাদের গড় দামের গুণফল (=দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ×দাম), বা উহাদের মোট আর্থিক মূল্য। (৩) দ্রব্যসামগ্রীর মোট আর্থিক মূল্য যাহা হইবে, তাহাই উহাদের মোট দাম, এবং ঐ মোট দাম দিয়াই ঐ সকল দ্রব্যসামগ্রী ক্রেতাগণকে উহা কিনিতে হয়। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট-কালে অর্থের মোট চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান। (৪) দ্রব্যসামগ্রীর ঐ মোট দামই হইল অর্থের মোট যোগান। ইহা অর্থের মোট পরিমাণ এবং উহার গড় প্রচলন বেগের (একটি নির্দিষ্ট কালে এক একক অর্থ গড়পড়তা যতবার ক্রয়-বিক্রয় ঘটাইয়া হস্তান্তরিত হয়, উহাই ঐ সময়ে অর্থের প্রচলন বেগ) গুণফল (=অর্থের পরিমাণ×প্রচলন বেগ)। (৫) যে কোন নির্দিষ্ট কালে ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ এবং অর্থের গড় প্রচলন বেগ অপরিবর্তিত থাকে (৬) সুতরাং কেবল অর্থের পরিমাণের পরিবর্তনের ফলেই দাম-স্তরের তথা অর্থের মূল্যের পরিবর্তন সম্ভব। (৭) অর্থের পরিমাণ যে দিকে পরিবর্তিত হইবে দামস্তর সে দিকে ও সে অনুপাতে এবং অর্থের মূল্য উহার বিপরীত অনুপাতে ও বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হইবে। এই যুক্তির ভিত্তিতে জন স্টুয়ার্ট মিল অর্থের নগদ লেনদেন ভাষ্যটি যে সমীকরণের আকারে উপস্থিত করেন তাহা হইল:

$$MV = PT \quad \therefore \quad P = \frac{MV}{T}$$

[অর্থের পরিমাণ (M)×গড় প্রচলন বেগ (V)=গড় দামস্তর (P)×ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রী (T)]

---

18. Basic Assumptions of the Quantity Theory.
19. Cash Transaction Version.
20. Cash balance version.
21. Cash Transaction Version of the Quantity Theory and Fisher's Equation.

পরবর্তীকালে মার্কিন অর্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক আরভিং ফিশার ইহাকে সামান্য পরিবর্ধন করিয়া নিম্ন আকারে উপস্থিত করেনঃ

$$MV+M'V'=PT \quad \therefore \quad P=\frac{MV+M'V'}{T}$$

[আধুনিক কালে সমাজে দুই প্রকারের অর্থ প্রচলিত; সরকারী অর্থ (M) এবং ব্যাঙ্ক ঋণ (M')। V হইল সরকারী অর্থের গড় প্রচলন বেগ এবং V' হইল ব্যাঙ্ক ঋণের গড় প্রচলন বেগ। সুতরাং আধুনিক সমাজে অর্থের মোট যোগান=$MV+M'V'$।]

এই সমীকরণ হইতে দেখা যায় যে, 'অন্যান্য অবস্থা যদি অপরিবর্তিত থাকে', অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর লেনদেনের পরিমাণ (T) এবং অর্থের প্রচলন বেগ (V এবং V') যদি অপরিবর্তিত থাকে (এবং অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের ইহাই একটি প্রধান অনুমান), তবে দামস্তরের (P) পরিবর্তনের জন্য একমাত্র অর্থের পরিমাণই (M এবং M') দায়ী হইতে পারে।

ফিশারের 'সমীকরণ ও অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের লেনদেন ভাষ্যটির অনুমিত শর্তাবলী[22] **নিম্নরূপঃ** (১) সমাজে মোট চাহিদা ও মোট যোগানের সামগ্রিক ভারসাম্য রহিয়াছে। (২) সমাজে পূর্ণনিয়োগ রহিয়াছে বলিয়া T পরিবর্তিত হয় না। (৩) অর্থের চাহিদা শুধু ক্রয়বিক্রয় বা বিনিময়ের জন্য। অর্থাৎ বিনিময়ের মাধ্যমরূপেই সমাজের অর্থের প্রধান ভূমিকা। (৪) বিবেচ্য সময়টি একটি নির্দিষ্ট 'কাল'[23]। সুতরাং সে সময়ে অর্থের প্রতিটি একক একাধিকবার ক্রয়বিক্রয় ঘটাইয়া হস্তান্তরিত হয়। এজন্য উহার প্রচলন বেগের (V) উৎপত্তি হয়। একারণে সে সময়ে অর্থের যোগান শুধু উহার পরিমাণ নয়, প্রচলন বেগ দ্বারাও নির্ধারিত হয়। (৫) সমাজের ক্রয়বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ স্থির থাকে বলিয়া, অর্থের মোট যোগান কম বা বেশি যাহাই হোক না কেন উহা দ্বারা একই পরিমাণ সামগ্রীর বিনিময় হয়। অতএব অর্থের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, একের সমান বা সমানুপাতিক (E=I)। এজন্য একই পরিমাণ সামগ্রী, অর্থের যোগান বেশি হইলে বেশি দামে এবং অর্থের যোগান কম হইলে কম দামে বিক্রয় হইবে। (৬) পূর্ণনিয়োগ রহিয়াছে বলিয়া মানুষের আয়ে কোন পরিবর্তন ঘটিতেছে না এবং যে কোন নির্দিষ্ট কালে ক্রয়বিক্রয় পদ্ধতি, অভ্যাস ইত্যাদি অপরিবর্তিত থাকে। এই সকল বিষয়গুলির উপর অর্থের প্রচলন বেগ নির্ভর করে এবং যে কোন নির্দিষ্ট কালে উহারা অপরিবর্তিত থাকায় অর্থের প্রচলন বেগ (V) অপরিবর্তিত থাকে।

অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের (নগদ লেনদেন ভাষ্য ও ফিশারের সমীকরণের) সমালোচনাঃ (১) অর্থের **পরিমাণ তত্ত্বের** মূল ভিত্তিস্বরূপ প্রধান **অনুমিত শর্ত দুইটি, যথা,—সমাজে চাহিদা ও যোগানের সামগ্রিক ভারসাম্য বজায় রহিয়াছে এবং পূর্ণনিয়োগ রহিয়াছে, উভয়ই অবাস্তব।** বাস্তবে চাহিদা যোগানের সামগ্রিক ভারসাম্য ও পূর্ণনিয়োগের অভাবে, এবং সমাজ অত্যন্ত গতীয়[24] বলিয়া উৎপন্ন ও বিক্রয়যোগ্য সামগ্রীর মোট পরিমাণ (T) যেমন পরিবর্তনশীল তেমনি অর্থের প্রচলন বেগও (V) পরিবর্তনশীল। ইহার ফলে সমাজে অর্থের পরিমাণের (M) পরিবর্তন উৎপাদনের পরিমাণে (T) পরিবর্তন ঘটাইয়া দাম (P) অপরিবর্তিত রাখিতে পারে অথবা অর্থের পরিমাণের (M) পরিবর্তনের সহিত প্রচলন বেগেরও (V) বিপরীত পরিবর্তন ঘটিয়া দামস্তর অপরিবর্তিত থাকিতেও পারে। সুতরাং বাস্তবের দুনিয়ায় T এবং V অপরিবর্তিত থাকে না। কিংবা অর্থের পরিমাণের কোন পরিবর্তন না হওয়া সত্ত্বেও T এর পরিবর্তন কিংবা V এর পরিবর্তনের ফলে

22. Assumptions of the Cash Transaction version and Fisherine Equation of Exchange.
23. Period of time. 24. Dynamic

দামস্তরের পরিবর্তন ঘটিতে পারে। **সে অবস্থায় দামস্তরের পরিবর্তনের জন্য কেবল অর্থের পরিমাণকেই দায়ী করা যায় না।**

(২) ফিশারের সমীকরণে P দ্বারা যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর গড় মূল্যস্তর এবং T দ্বারা যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর মোট উৎপাদন ও ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ বুঝান হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত অযৌক্তিক। কারণ, দ্রব্যসামগ্রী বলিতে বস্তুগত দ্রব্যও বুঝায় আর সেবাও বুঝায়। এই সকল দ্রব্যসামগ্রী ভোগ্যদ্রব্য এবং পুঁজিদ্রব্য নানা প্রকারের। দ্রব্যসামগ্রী যত প্রকারের দামও তত প্রকারের। তাহা ছাড়া পাইকারী দামস্তর আছে, আবার খুচরা দামস্তরও আছে। কিন্তু T এবং P দ্বারা উহাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ না করিয়া, যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীকে এক করিয়া ধরা হইয়াছে এবং যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর একটি মাত্র কাল্পনিক গড় দাম বুঝান হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা অযৌক্তিক আর কিছু হইতে পারে না।

(৩) ফিশারের সমীকরণে যে চারিটি উপাদান আছে (M, V, P এবং T) উহাদের মধ্যে কোন কার্যকারণ সম্পর্ক[২৫] দেখান হয় নাই। সমীকরণটির দ্বারা যে কোন নির্দিষ্ট কালে, দামস্তর যখন যেরূপ হয় তাহা কেন হইল শুধু উহার কারণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু কিভাবে ঐ পরিবর্তন ঘটিল, কোন্ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া অর্থের যোগানের পরিবর্তনের ফলে দামস্তরের পরিবর্তনটি ঘটিল, তাঁহা ব্যাখ্যা করা হয় নাই।

(৪) ফিশারের সমীকরণে কিছুটা অসঙ্গতিও আছে। বিবেচ্য সময়টি একটি নির্দিষ্ট কাল[২৬] বলিয়া গণ্য করায় অর্থের প্রচলন বেগটি (V) অর্থের যোগানের অন্যতম উপাদান বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু উহার সহিত আবার অর্থের পরিমাণ (M)-কেও অন্যতম উপাদান ধরা হইয়াছে। কিন্তু অর্থের পরিমাণ বলিতে যে কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে[২৭] অর্থের যোগান বুঝায়। সুতরাং ইহাতে অর্থের যোগান উহার পরিমাণ ও প্রচলন বেগের গুণফল বলিয়া নির্দেশ করিতে গিয়া একই সঙ্গে বিবেচ্য সময়টিকে একটি 'কাল' এবং একটি 'মুহূর্ত' রূপে গণ্য করা হইয়াছে। ইহাতে কাল বিভ্রাট ঘটিয়াছে।

(৫) ইহাতে নগদ তহবিলরূপে অর্থ হাতে রাখিবার ইচ্ছা যে (সঞ্চয়ের বাহনরূপে অর্থের ভূমিকা) অর্থের চাহিদার অন্যতম প্রধান কারণ এবং উহার অর্থনীতিক গুরুত্ব যে কিছুমাত্র কম নহে তাহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হইয়াছে। অর্থের যোগান বাড়ান হইলে সুদের হার কমিতে পারে এবং সুদের হার অত্যন্ত কমিয়া গেলে তাহা আর কমে না। তখন নগদ অর্থ হাতে ধরিয়া রাখিবার ইচ্ছাটি অসীমস্থিতিস্থাপক হয় (নগদ-ফাঁদ, ৭৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ও সে কারণে অর্থের যোগান যতই বাড়ান হোক তাহা সমাজে সকলের হাতে অলস তহবিল রূপে পড়িয়া থাকায় প্রচলন বেগ অত্যন্ত কমিয়া যায় এবং সে কারণে দামস্তর মোটেই বাড়ে না। এ বিষয়টিকে ফিশারের সমীকরণ বা অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারে না। এই তত্ত্ব অনুসারে অর্থের যোগান বাড়িলে দাম বাড়িবেই এবং অর্থের যোগান না কমাইলে দাম কমিতে পারে না। উহার অন্যথা সম্ভব নয়।

(৬) ফিশারের সমীকরণটি একটি কার্যোপযোগিতাহীন অভেদ[২৮] মাত্র। MV ও PT অর্থাৎ সামগ্রীর আর্থিক বিক্রয়মূল্য এবং ক্রয়মূল্য পরস্পরের সমান না হইয়া পারে না। ইহা একই বিষয়ের দুইটি পৃথক নাম মাত্র। উহারা স্বতঃসিদ্ধ[২৯]।

(৭) ফিশারের সমীকরণ সহ অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের সকল ভাষ্যেই অর্থের পরিমাণের পরিবর্তনকে দামস্তরের পরিবর্তনের এবং উহার মারফত যাবতীয় অর্থনীতিক বিশৃংখলার জন্য একমাত্র দায়ী বিষয় বলিয়া অহেতুক ভাবে দোষী করা হইয়াছে। এবিষয়ে অর্থের পরিমাণকেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা হইয়াছে। সম্প্রতিকালে কীন্‌স্ দেখাইয়াছেন যে, অর্থনীতিক কার্যাবলীর সংকোচন-সম্প্রসারণ বিষয়ে

25. Causal relation. 26. Period of time. 27. Point of time.
28. Identity. 29. Truism.

সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী ও মূল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হইল আয়, ব্যয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ইত্যাদি, অর্থের পরিমাণ নহে। অর্থনীতিক কার্যাবলীর চক্রাকার আবর্তন অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। মন্দার সময় অর্থের যোগান বাড়ান সত্ত্বেও কেন দাম বাড়ে না, তাহা অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব বলিতে পারে না। সেহেতু কারবারী চক্র নিয়ন্ত্রণের কোন উপায় নির্দেশেও এই তত্ত্বটি ব্যর্থ হইয়াছে। এককথায় অর্থের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপের দোষে তত্ত্বটি দুষ্ট।

অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের নগদ তহবিল ভাষ্য ও কেম্ব্রিজ সমীকরণ[30]ঃ অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের ফিশারীয় সমীকরণের ত্রুটি দেখিয়া একসময় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্শাল, পিগু, রবার্টসন ও কীন্স্ প্রভৃতি খ্যাতনামা অধ্যাপকগণ তত্ত্বটির একটি বিকল্প ভাষ্য প্রচার করিয়াছিলেন এবং উহা ব্যাখ্যায় একাধিক নূতন সমীকরণ ব্যবহার করিয়াছিলেন। আমরা এখানে অধ্যাপক ডি. এইচ. রবার্টসনের সমীকরণটির ভিত্তিতে এই ভাষ্যটির আলোচনা করিব।

অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের নগদ তহবিল ভাষ্যের মূলকথা এই যে,—(১) বিবেচ্য সময়টি যদি নির্দিষ্ট কোন মুহূর্ত[31] বলিয়া ধরা যায় তবে, (২) অর্থের মোট যোগান হইল কেবল প্রচলিত অর্থের পরিমাণ। (৩) সমাজে সকলেই আপন আপন আয়ের একটি নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ নগদ তহবিলরূপে হাতে রাখিতে চায়। নগদ তহবিলরূপে অর্থ হাতে ধরিয়া রাখিবার চাহিদা হইতেই অর্থের চাহিদার উৎপত্তি হয়। (৪) অর্থ হইতেছে ক্রয়শক্তি। সুতরাং আর্থিক আয় উপার্জনের পর উহা হইতে একটি অংশ ব্যয় করিয়া তাহা দ্রব্য-সামগ্রীতে রূপান্তরিত করিবার পর, পুনরায় আয় উপার্জন ও উহা লাভ না করা পর্যন্ত সময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কিনিবার ক্ষমতা যাহাতে হাতে থাকে সে উদ্দেশ্যে সকলে আয়ের বাকি অংশ নগদ তহবিলরূপে হাতে ধরিয়া রাখিতে চায়। এই নগদ তহবিলের আয়তন নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের উপর। যথা,—(ক) আয়ের পরিমাণ; (খ) আয়ের কতটা অংশ তাহারা নগদ তহবিল রূপে ধারণ করিতে চায়; এবং (গ) যে সকল দ্রব্যসামগ্রী কিনিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবার উদ্দেশ্যে ঐ নগদ তহবিল তাহারা ধারণ করিবে উহাদের গড় দাম। (৫) যে কোন মুহূর্তে অর্থের মোট যোগান অর্থাৎ উহার পরিমাণ এবং অর্থের মোট চাহিদা (মোট নগদ তহবিল) পরস্পরের সমান হইবে। অর্থাৎ, যে কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে সমাজে যে পরিমাণ অর্থ থাকিবে (সরকারী অর্থ ও ব্যাঙ্কঋণ বা ব্যাঙ্ক আমানত) তাহা সকল দেশবাসীর হাতে নগদ তহবিলরূপেই থাকিবে। (৬) যে কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে আয় (জাতীয় এবং ব্যক্তিগত) অপরিবর্তিত থাকে এবং আয়ের যে অনুপাত সকলে নগদ তহবিল আকারে হাতে ধরিয়া রাখিতে চায় উহাও স্থির থাকে। অতএব তখন দাম কেবল-মাত্র অর্থের পরিমাণের উপরই নির্ভর করিবে।

এই যুক্তিগুলির ভিত্তিতে রবার্টসন যে সমীকরণটি রচনা করিয়াছেন তাহা এইঃ

$$M = P.\ k.\ R. \qquad P = \frac{M}{k.R}$$

M যে কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে সমাজে অর্থের মোট পরিমাণ ও যোগান। ইহা সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর নির্ভর করে। P গড় দামস্তর। কেম্ব্রিজ সমীকরণে P-কে ভোগ্যদ্রব্যের দামস্তর বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। R মোট প্রকৃত আয় (জাতীয়)। k হইল প্রকৃত আয়ের যে স্থির অনুপাত বা ভগ্নাংশ সকলে নগদ তহবিলরূপে হাতে রাখিতে চায় তাহা। M যদি ১০০০ হয়, R যদি ৫০০০ হয় এবং k যদি $\frac{১}{১০}$ হয়, তবে P=২। R এবং k সর্বদাই ৫০০০ ও $\frac{১}{১০}$ থাকিলে M ও P একসঙ্গে একই অনুপাতে বাড়িবে ও

30. Cash Balance Version of the Quantity Theory and the Cambridge Equation of Exchange.
31. Point or moment of time.

কমিবে এবং বিপরীত অনুপাতে অর্থের মূল্য কমিবে ও বাড়িবে। ইহাই হইল অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের নগদ তহবিল ভাষ্য ও কেম্ব্রিজ সমীকরণ।

দুইটি ভাষ্য ও সমীকরণের তুলনাঃ উহাদের **পার্থক্য** এই যে, ১. নগদ লেনদেন ভাষ্য বা ফিশারীয় সমীকরণে অর্থের চাহিদাকে বিনিময়ের প্রয়োজনে চাহিদা বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে আর নগদ তহবিল ভাষ্য বা কেম্ব্রিজ সমীকরণে অর্থের চাহিদাকে আয়ের একটি ভগ্নাংশ নগদ তহবিল আকারে ধারণের চাহিদারূপে গণ্য করা হইয়াছে।

২. প্রথমটিতে বিনিময়ের মাধ্যমরূপে অর্থের ভূমিকাকে গণ্য করা হইয়াছে, আর দ্বিতীয়টিতে সঞ্চয়ের বাহনরূপে অর্থের ভূমিকা বিবেচনা করা হইয়াছে।

৩. প্রথমটিতে বিবেচ্য সময়টি হইল একটি নির্দিষ্ট কাল আর দ্বিতীয়টিতে উহা একটি নির্দিষ্ট মুহূর্ত। সেজন্য প্রথমটিতে অর্থের মোট যোগান উহার পরিমাণ (M) ও প্রচলন বেগ (V) এই দুইটির দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছে আর দ্বিতীয়টিতে অর্থের যোগান হইল কেবল উহার পরিমাণ (M)।

কিন্তু উহাদের **মিল** এই যে,—(১) উহাদের উভয়েই দুইটি পৃথক দৃষ্টিকোণ হইতে একই তত্ত্ব অর্থাৎ, অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব ব্যাখ্যার চেষ্টা। এবং (২) প্রথমটিতে যে অর্থের প্রচলন বেগের (V) কথা বলা হইয়াছে এবং দ্বিতীয়টিতে যে আয়ের নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ বা অনুপাতের কথা (k) বলা হইয়াছে. উহারা আসলে পরস্পরের বিপরীত ও পরিপূরক[৩২]। কারণ অর্থের ব্যবহার (প্রচলন বেগ বা V) বাড়িলে আয়ের যে অনুপাত (k) নগদ তহবিলের আকারে হাতে থাকে তাহা কমিবে এবং অর্থের ব্যবহার (V) কমিলে ঐ অনুপাতটি (k) বাড়িবে।

নগদ তহবিল ভাষ্য বা কেম্ব্রিজ সমীকরণের শ্রেষ্ঠত্বঃ নগদ লেনদেন ভাষ্য বা ফিশারীয় সমীকরণের তুলনায় অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের নগদ তহবিল ভাষ্য বা কেম্ব্রিজ সমীকরণটি নানা কারণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করা হয়।

১. ইহাতেই সর্বপ্রথম অর্থের চাহিদার গভীর বিশ্লেষণ দ্বারা নগদ অর্থ হাতে ধরিয়া রাখিবার জন্য সমাজে সকলের যে ইচ্ছা রহিয়াছে সে বিষয়টির অর্থনীতিক গুরুত্বের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে এই ধারণাটি হইতেই কীন্‌স্ তাঁহার সুদের নগদ-পছন্দ তত্ত্ব রচনা করেন।

২. ইহাতে **কিভাবে** দামের পরিবর্তন ঘটে তাহার ইঙ্গিত রহিয়াছে এবং সমীকরণের উপাদানগুলির মধ্যে সেজন্য কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। যেমন ইহা হইতে দেখা যায় যে যদি অর্থের পরিমাণ অপরিবর্তিতও থাকে, তৎসত্ত্বেও, নগদ তহবিল ধারণের ইচ্ছার পরিবর্তনে দামের পরিবর্তন ঘটা সম্ভব।

৩. মোট আর্থিক লেনদেনের পরিমাণের উপর দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিবার পরিবর্তে ইহাতে সঠিকভাবেই আয়স্তরের (R) উপর মনঃসংযোগ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

সমালোচনাঃ কিন্তু একাধিক গুণ সত্ত্বেও, যেহেতু উহা অর্থের পরিমাণ তত্ত্বেরই ব্যাখ্যা মাত্র, সে কারণে ভাষ্যরূপে ইহা যত মার্জিতই হোক না কেন, ইহা জটিল অর্থনীতিক ব্যবস্থার অতি সরল ভাষ্য এবং সে হিসাবে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের ত্রুটিগুলি হইতে ইহা মুক্ত নহে। এবং বর্তমানে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটিই বর্জন করা হইয়াছে বলিয়া কেম্ব্রিজ সমীকরণের গুরুত্বও লোপ পাইয়াছে।

অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের মূল্যায়নঃ অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের ক্লাসিক্যাল ও নয়া-ক্লাসিক্যাল (ফিশারীয় ও কেম্ব্রিজ সমীকরণ) ভাষ্য দুইটির তুলনামূলক দোষগুণ যাহাই থাকুক না কেন, মূলতঃ অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব এবং উহার কোন ভাষ্যই অর্থ ও দাম-স্তরের মধ্যে যথার্থ ও প্রকৃত কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ধারণে সফল হয় নাই। উহার সকল

32. Reciprocals.

ভাষ্য অনুসারেই অর্থের পরিমাণের পরিবর্তনের সহিত প্রত্যক্ষ ও আনুপাতিকভাবে সাধারণ দামস্তরের পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং অর্থের পরিমাণের হ্রাস ও বৃদ্ধিই দামস্তরের হ্রাস ও বৃদ্ধির একমাত্র কারণ, ইহাই অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের বক্তব্য। কিন্তু আধুনিক সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তত্ত্ব দ্বারা ইহা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে পরিমাণ তত্ত্বের এ বক্তব্য জটিল বাস্তব ঘটনাবলীর এক অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তত্ত্ব ইহা প্রমাণ করিয়াছে যে দামস্তর ও অর্থের মূল্য যতটা না অর্থের পরিমাণের উপর নির্ভর করে তদপেক্ষা বেশি নির্ভর করে সমাজের মোট আয় ও ব্যয়ের উপর। দামস্তর ও অর্থের মূল্য, অর্থের পরিমাণের নহে, বরং মোট আয়েরই ফল মাত্র। যদি মোট আয় বাড়ে তবে মোট ব্যয়ও বাড়িবে এবং উহার ফলে দামস্তরও বাড়িবে এবং অর্থের মূল্য কমিবে এবং যদি আয় কমে তবে ব্যয়ও কমিবে, ফলে দামস্তর কমিবে এবং অর্থের মূল্য বাড়িবে।

সুতরাং দামস্তরের এবং অর্থের মূল্যের পরিবর্তনের প্রকৃত কারণ হইল সমাজের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিবর্তন। অতএব অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির দ্বারা যদি দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও যোগানের তুলনায় মোট ব্যয় অধিক বাড়ে তবেই কেবল অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে দামস্তর বাড়িতে পারে। ব্যয় বৃদ্ধি না ঘটা পর্যন্ত দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়িতে পারে না এবং চাহিদা না বাড়িলে দামস্তর বৃদ্ধির কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। আবার, অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির দ্বারা মোট ব্যয় বৃদ্ধির কালে যদি উৎপাদনও বাড়ে তবে দামস্তরের আদৌ কোন পরিবর্তন নাও ঘটিতে পারে। অতএব দামস্তরের উপর অর্থের পরিমাণের পরিবর্তনের ফলাফল নির্ভর করে,—(১) মোট ব্যয়ের উপর অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলাফলের এবং (২) মোট ব্যয় ও উৎপাদনের মোট পরিমাণের মধ্যে সম্পর্কের উপর। যে সকল কারণে মোট ব্যয়ের পরিবর্তন ঘটে উহাদের একটি হইল অর্থের যোগানের পরিবর্তন, অন্যান্যগুলি হইল ভোগ অপেক্ষকের পরিবর্তন, বিনিয়োগ চাহিদার পরিবর্তন এবং নগদ পছন্দের পরিবর্তন।

অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রথম প্রতিক্রিয়া ঘটে সুদের হারের উপর। যদি সুদের হার কমে তবে তাহাতে বিনিয়োগ বাড়িবে এবং উহার দরুন গুণক ক্রিয়ার ফলে আয় বাড়িবে এবং তখন আয়ের বৃদ্ধি ব্যয় বৃদ্ধি ঘটাইবে। কিন্তু তাহাতেও, আনুপাতিকভাবে দূরের কথা, দামস্তর আদৌ বাড়িতে নাও পারে। যদি তখন দেশে পূর্ণনিয়োগ অপেক্ষা স্বল্পতর নিয়োগ থাকে তবে বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধির ফলে মোট উৎপাদন বাড়িবে এবং সে কারণে মোট ব্যয় বাড়িলে মোট উৎপাদন বাড়িবে এবং দামস্তরের বিশেষ বৃদ্ধি ঘটিবে না। কিন্তু ইহাতে দেশে ক্রমে পূর্ণ নিয়োগ ঘটিলে, তখন উৎপাদন বৃদ্ধি করা আর সম্ভব হইবে না এবং কেবল ঐ অবস্থাতেই অর্থের যোগান বৃদ্ধির দরুন মোট ব্যয় বাড়িলে প্রায় আনুপাতিক ভাবেই দামস্তর বাড়িবে।

আর যদি অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে সুদের হার কমিয়া সর্বনিম্নস্তরে পেঁছায়, তবে নগদপছন্দ সীমাহীন স্থিতিস্থাপক হইয়া পড়িবে (নগদ ফাঁদ)[33] এবং বিনিয়োগ কিছুমাত্র বাড়িবে না। বিনিয়োগ না বাড়িলে মোট আয় এবং মোট ব্যয় কিছুই বাড়িবে না। ফলে দামস্তরও বাড়িবে না। অর্থের যোগান বৃদ্ধির দরুন কিংবা সুদের হারের হ্রাস সত্ত্বেও, যদি বিনিয়োগকারিগণের নিকট পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা না বাড়ে তবে বিনিয়োগ কিছুমাত্র বাড়িবে না এবং তাহা হইলে বিনিয়োগ, আয় ও মোট ব্যয় এবং দামস্তর বাড়িবে না।

সুতরাং দামস্তর ও তৎসহ জাতীয় আয় ও নিয়োগস্তর সমাজের মোট আয় (=ব্যয়) বা কার্যকর চাহিদা এবং দ্রব্যসামগ্রীর মোট যোগানের উপর নির্ভর করে। দ্রব্যসামগ্রীর মোট যোগান অপেক্ষা সমাজের মোট কার্যকর চাহিদা বেশি হইলে দামস্তর বাড়ে এবং কম হইলে দামস্তর কমে। অর্থাৎ সঞ্চয় ও বিনিয়োগে ভারসাম্য যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ

33. Liquidity trap. see page 73.

দামস্তর অপরিবর্তিত থাকে। সঞ্চয় অপেক্ষা বিনিয়োগ বাড়িলে দামস্তর বাড়ে এবং সঞ্চয় অপেক্ষা বিনিয়োগ কমিলে দামস্তর কমে।

অতএব, পরিমাণ তত্ত্বে অর্থের পরিমাণ ও দামস্তরের মধ্যে যেরূপ সরল, প্রত্যক্ষ ও নিকট সম্পর্ক নির্দেশ করা হইয়াছিল আসলে ঐ সম্পর্কটি তদপেক্ষা অনেক জটিল, পরোক্ষ এবং অনিশ্চিত। ইহার ফলে, অর্থনীতিক হ্রাসবৃদ্ধি ও দামস্তরের ওঠানামা নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসাবে, আর্থিক নীতির[৩৪] (ব্যাঙ্করেট, সরকারী ঋণপত্রের ক্রয়বিক্রয়, জমার অনুপাতের পরিবর্তন ইত্যাদি) গুরুত্ব কমিয়া গিয়া বর্তমানে ফিস্‌ক্যাল নীতির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আধুনিক সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তত্ত্ব নানা দিক দিয়াই অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রথমত, সমৃদ্ধির সময় অর্থের যোগানে টান পড়িলে কেন সমৃদ্ধির অবসান ঘটে কিন্তু মন্দার সময় অর্থের যোগান যথেষ্ট বাড়ান সত্ত্বেও কেন উহা পুনরুন্নতি সঞ্চার করিতে পারে না তাহা অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারে না, কিন্তু সঞ্চয় বিনিয়োগ তত্ত্ব পারে। দ্বিতীয়ত, অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব অর্থের প্রচলন বেগের উপর বিশেষ আলোকপাত করিতে অক্ষম। কিন্তু সঞ্চয় বিনিয়োগ তত্ত্বই বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছে যে, বিনিয়োগ অপেক্ষা সঞ্চয় বেশি হইলে উহার তাৎপর্য দাঁড়ায় যে সমাজের সকলে তখন তাহাদের বিত্তসম্পদের অধিকাংশই নগদ অর্থ বা নগদ অর্থের উপর দাবির[৩৫] আকারে হাতে ধরিয়া রাখিতেছে বলিয়া অর্থের প্রচলন বেগ কমে (V কমে ও k বাড়ে)। তখন যদি অর্থের যোগান আরও বাড়ান হয় তবে উহা বিনিয়োগ ব্যয়ে পরিণত না হইয়া হাতে রাখা নগদ তহবিলের পরিমাণ বাড়ায়। এই কারণেই মন্দার সময় অর্থের যোগান বাড়ান সত্ত্বেও দাম-স্তর বাড়িয়া পুনরুন্নতির সূচনা করে না। তৃতীয়ত, সঞ্চয় বিনিয়োগ তত্ত্বের দ্বারাই আয় নিয়োগ ও দামস্তরের প্রকৃত নির্ধারকগুলির বিশ্লেষণ সম্ভব। পরিমাণ তত্ত্বের দ্বারা উহা সম্ভব নহে।

কিন্তু তাই বলিয়া **অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি একেবারেই মূল্যহীন, একথা মনে করাও সংগত নহে।** একথা মনে রাখিতে হইবে যে পরিমাণ তত্ত্বের সমীকরণটিই সমাজের সামগ্রিক আর্থিক ভারসাম্যের শর্ত অনুসন্ধানের সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে আধুনিক অর্থবিদ্যার সমষ্টিগত বিশ্লেষণ তত্ত্বের সূচনা করিয়াছে। তাহা ছাড়া, উহা এখনও দুইটি ক্ষেত্রে বিশেষ-ভাবেই প্রযোজ্য। উহাদের একটি হইল স্বল্পকালে **পূর্ণনিয়োগ** ও মুদ্রাস্ফীতির সময়, অপরটি হইল **দীর্ঘকালে।** স্বল্পকালে যুদ্ধ বা শান্তির সময়ে দেশে যখন পূর্ণনিয়োগ ঘটে, তখন দামস্তরের বৃদ্ধি পরিমাণ তত্ত্বের বক্তব্য সমর্থন করে। অর্থাৎ পূর্ণনিয়োগের স্তরে যে অনুপাতে অর্থের যোগান বাড়ে কমবেশি সে অনুপাতেই দামস্তর বৃদ্ধি পায়। কীন্‌সের মতে উহাই **প্রকৃত** বা **যথার্থ মুদ্রাস্ফীতি**[৩৬]। কীন্‌সের মতে, মুদ্রাস্ফীতি প্রধানত দুই প্রকারের, প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি ও অর্ধ মুদ্রাস্ফীতি[৩৭]। স্বল্পতর নিয়োগের অবস্থায় যখন দামস্তর বাড়িতে থাকে তাহা কীন্‌সের মতে অর্ধ-মুদ্রাস্ফীতি। আর দেশে যখন পূর্ণনিয়োগ ঘটে তখন উৎপাদন ক্ষমতা সর্বোচ্চ সীমায় পেঁছায় এবং মোট উৎপাদন আর বাড়ান যায় না। ঐ অবস্থায় মুদ্রার যোগান বাড়ান হইলে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি পাইয়া কেবল দামস্তর সরাসরি ঐ অনুপাতে বাড়িবে। এই পরিস্থিতিটি যথাযথভাবে ফিশারের নগদ লেনদেন সমীকরণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় ($MV=PT$)। এজন্যই বলা হয় যে পূর্ণনিয়োগের সময়ই অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি যথার্থ সত্য হইয়া উঠে। দ্বিতীয়ত, দীর্ঘকালে, প্রতি শতাব্দীতে পূর্ব শতাব্দীর তুলনায় আমরা যে দামস্তরের ক্রমশঃ বৃদ্ধি দেখিতে পাইতেছি নিঃসন্দেহে উহার প্রধান কারণ হইতেছে পূর্বের তুলনায় ক্রমশঃ অর্থের যোগানের বৃদ্ধি।

34. Monetary Policy. 35. Money claims. 36. True inflation.
37. Semi-inflation.

দামস্তরের সূচকসংখ্যা
INDEX NUMBER OF PRICES

সূচকসংখ্যা কাহাকে বলে?
WHAT ARE INDEX NUMBERS?

যে কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে (যেমন ১ বৎসরে) কতকগুলি সুনির্বাচিত দ্রব্যের গড়মূল্য যে কাল্পনিক সংখ্যা দ্বারা নির্দেশ করা হয় উহাকে মূল্যস্তরের সূচকসংখ্যা বলে। ইহা সর্বদাই ভিত্তি বৎসর নামে অভিহিত। অপর কোন একটি নির্দিষ্ট বৎসরে ঐ সকল দ্রব্যের গড়মূল্যের নির্দেশক অপর একটি সংখ্যার সহিত তুলনামূলক ভাবে উল্লিখিত হইয়া থাকে।

দ্রব্য মূল্যস্তরের সাধারণ সূচকসংখ্যার দ্বারা বিভিন্ন সময়ে মূল্যস্তরের ওঠানামা পরিমাপ করা যায়। সূচকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়াছে ও টাকার দাম কমিয়াছে এবং সূচকসংখ্যা হ্রাস পাইলে জিনিসপত্রের দাম কমিয়াছে ও টাকার দাম বাড়িয়াছে বুঝায়।

সূচকসংখ্যা কিভাবে প্রস্তুত করিতে হয়?
HOW ARE INDEX NUMBERS CONSTRUCTED?

সূচকসংখ্যা সাধারণত দুই প্রকারের : (১) সাধারণ সূচকসংখ্যা এবং (২) গুরুত্ব সংযুক্ত সূচকসংখ্যা। আমরা এখানে এই দুইটির প্রস্তুত প্রণালী সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

১. **ভিত্তি বৎসর বাছাই:** প্রথমত, যে বৎসরের মূল্যস্তরের সহিত অন্য বৎসরের মূল্যস্তরের তুলনা করিব, সেই বৎসরটি বাছিয়া লইতে হয়। ইহাকে ভিত্তি বৎসর (base year) বলে। সাধারণত, যে বৎসরে জিনিসপত্রের মূল্য খুব কমও ছিল না অথবা বেশিও ছিল না, যে বৎসরে অর্থনীতিক মন্দা বা সমৃদ্ধির কোন লক্ষণ ছিল না, যে বৎসরটি মোটামুটি 'স্বাভাবিক' ছিল, এমন একটি বৎসরকেই ভিত্তি বৎসর হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

২. **দ্রব্য বাছাই:** সাধারণ মূল্যস্তরের সূচকসংখ্যা তৈয়ার করিতে হইলে যত বেশি সংখ্যক দ্রব্য ইহার অন্তর্ভুক্ত হয় ততই ভাল। কিন্তু খুব বেশি সংখ্যক দ্রব্য লইলে সূচকসংখ্যা প্রস্তুত করা বাস্তবে অসম্ভব হইয়া পড়ে বলিয়া, প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যগুলি বাছিয়া লওয়াই সুবিধাজনক। সংখ্যার দিক দিয়াও উহা যাহাতে খুব বেশি না হয়, আবার খুব কম না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। যে উদ্দেশ্যে সূচকসংখ্যা প্রস্তুত করা হইবে, তদনুযায়ী দ্রব্যগুলি বাছিতে হয়।

৩. **দ্রব্যের মূল্য বাছাই:** সাধারণত, সকল দ্রব্যেরই দুইটি মূল্য থাকে। একটি পাইকারী মূল্য, অপরটি খুচরা মূল্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সূচকসংখ্যা প্রস্তুতের জন্য পাইকারী মূল্য গ্রহণ করা হয়।

৪. **সাংকেতিক সংখ্যা আরোপ:** ভিত্তি বৎসরে বাছাইকরা দ্রব্যগুলির প্রত্যেকটির মূল্য ১০০-এর সমান বলিয়া ধরা হয়। ভিত্তি বৎসরের তুলনায় অপর বৎসরটিতে ঐ দ্রব্যগুলির মূল্য যতটা বাড়ে বা কমে, তাহা ভিত্তি বৎসরের মূল্য ঐ ১০০-এর উপর শতকরা হিসাবে বেশি বা কম বলিয়া হিসাব করা হয়। অর্থাৎ, কোন দ্রব্যের ভিত্তি বৎসরের দাম ৫ টাকা ও উহার মূল্যের সাংকেতিক সংখ্যা ছিল ১০০। পরবর্তী সংশ্লিষ্ট বৎসরে উহা বাড়িয়া ১০ টাকা হইল। উহার মূল্যের সাংকেতিক সংখ্যা ২০০ বলিয়া ধরা হইবে।

৫. **সূচকসংখ্যার হিসাব :** ১. **সাধারণ সূচকসংখ্যা** তৈয়ার করিতে হইলে, ভিত্তি বৎসরে সবগুলি দ্রব্যের মূল্যের সাংকেতিক সংখ্যাগুলির সমষ্টিকে দ্রব্যের মোট সংখ্যা দিয়া

ভাগ দিতে হইবে এবং ভাগফলকে ভিত্তি বৎসরের মূল্যস্তরের সাধারণ সূচকসংখ্যা রূপে গণ্য করিতে হইবে। অপর বৎসরটির সূচক সংখ্যাও একই রূপে হিসাব করিতে হইবে। ভিত্তি বৎসরের সূচকসংখ্যা সর্বদাই ১০০ হইবে, অপর বৎসরের সূচকসংখ্যা, মূল্যস্তরের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে ১০০-এর বেশি বা কম হইবে।)

কাল্পনিক তথ্যের ভিত্তিতে একটি সাধারণ সূচকসংখ্যার প্রস্তুতপ্রণালী নিচে দেখান হইলঃ

দ্রব্য	ভিত্তি বৎসর ১৯৬০ সালে মণ প্রতি দাম	সাংকেতিক সংখ্যা	১৯৬৮ সালের দাম	১৯৬৮ সালের সাংকেতিক সংখ্যা
১. চাউল	৪০ টাকা	১০০	১০০ টাকা	২৫০
২. গম	৩০ ,,	১০০	৬০ ,,	২০০
৩. চিনি	৩০ ,,	১০০	১২০ ,,	৪০০
		৩ | ৩০০		৩ | ৮৫০
গড়		১০০	গড়	২৮৩

এই হিসাব অনুসারে ১৯৬০ সালে দ্রব্য মূল্যস্তরের সাধারণ সূচকসংখ্যা ছিল ১০০। ১৯৬৮ সালের মূল্যস্তরের সূচকসংখ্যা হইয়াছে ২৮৩ (প্রায়)। অর্থাৎ ১৯৬০ হইতে ১৯৬৮ সালের মধ্যে দ্রব্য মূল্যস্তর (২৮৩—১০০=) শতকরা ১৮৩ ভাগ বা পৌনে দুই গুণ বাড়িয়াছে।

এই সূচকসংখ্যাকে সাধারণ বা সরল সূচকসংখ্যা (Simple Index Number) বলে। ইহাতে সকল দ্রব্যকে সমান গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া গণ্য করা হয়। যেন মানুষের কাছে চাউলের গুরুত্ব যতখানি, চিনিও ততটা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু, বাস্তবে তাহা সত্য নহে। চিনি অপেক্ষা চাউল অনেক বেশি দরকারী। তাই সূচকসংখ্যা এমনভাবে তৈয়ার করা উচিত যাহাতে চিনি অপেক্ষা চাউলের গুরুত্ব অধিক প্রকাশ পায়। তবেই তাহা বেশি বাস্তবসম্মত হইবে। এই প্রকার সূচকসংখ্যাকে গুরুত্বসংযুক্ত সূচকসংখ্যা বলে।

২. **গুরুত্বসংযুক্ত সূচকসংখ্যা** প্রস্তুত করিতে হইলে, (ক) প্রত্যেক দ্রব্যের জন্য উহার গুরুত্ব অনুসারে একটি করিয়া কাল্পনিক গুরুত্ববাচক সংখ্যা ধার্য করা হয়।

(খ) প্রত্যেক দ্রব্যের মূল্যের যে সাংকেতিক সংখ্যা ধরা হয় (যাহা ভিত্তি বৎসরে সর্বদাই ১০০ এবং অপর বৎসরটিতে কম বা বেশি হইবে) উহাকে ঐ দ্রব্যের গুরুত্ববাচক সংখ্যা দিয়া গুণ করা হয়।

(গ) ঐ গুণফলগুলির সমষ্টিকে সমস্ত দ্রব্যগুলির গুরুত্ববাচক সংখ্যাগুলির সমষ্টি দিয়া ভাগ দিতে হয়। এই ভাগফলই মূল্যের সূচকসংখ্যা বলিয়া ধরা হয়।

নিচে গুরুত্বসংযুক্ত সূচকসংখ্যার প্রস্তুতপ্রণালী দেখান হইল। সমস্ত তথ্যই অবশ্য কাল্পনিক। ইহাতে চিনির তুলনায় গমের গুরুত্ব ৫ গুণ ও চাউলের গুরুত্ব ৮ গুণ ধরা হইয়াছে।

দ্রব্য	ভিত্তি বৎসর ১৯৬০ সালের দাম	সাংকেতিক সংখ্যা	গুরুত্ববাচক সংখ্যা	গুণফল	'৬৮ সালের দাম	সাংকেতিক সংখ্যা	গুরুত্ববাচক সংখ্যা	গুণফল
১. চাউল	৪০ টাকা	১০০	× ৮	= ৮০০	১০০ টাকা	২৫০	× ৮	=২০০০
২. গম	৩০ ,,	১০০	× ৫	= ৫০০	৬০ ,,	২০০	× ৫	=১০০০
৩. চিনি	৩০ ,,	১০০	× ১	= ১০০	১২০ ,,	৪০০	× ১	= ৪০০
			১৪	১৪০০			১৪	৩৪০০
গড়				১০০	গড়			২৪৩ (প্রায়)

এইবার গুরুত্বসংযুক্ত সূচকসংখ্যা হইতে দেখা গেল, ১৯৬০ সালে দ্রব্যমূল্যের সূচকসংখ্যা ছিল ১০০; তাহা বাড়িয়া ১৯৬৮ সালে হইয়াছে ২৪৩। অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে দ্রব্যমূল্যস্তর বাড়িয়াছে (২৪৩—১০০=) শতকরা ১৪৩ ভাগ বা প্রায় দেড়গুণ।

সূচকসংখ্যার উপযোগিতা
USEFULNESS OF INDEX NUMBERS

সূচকসংখ্যাকে নানা কাজে লাগান যায়। ইহার উপযোগিতা অনেক। প্রথমত, দ্রব্যমূল্যের সূচকসংখ্যা হইতে মূল্যস্তরের ওঠানামা অর্থাৎ, টাকার দামের নামাওঠা কতটা ঘটিয়াছে তাহা জানা যায়। দ্বিতীয়ত, ইহার দ্বারা বিভিন্ন সময়ের মধ্যে জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নতি অবনতি বুঝিতে পারা যায়। তৃতীয়ত, দুই দেশের মূল্যস্তরের সূচক-সংখ্যার তুলনা দ্বারা দুই দেশের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা খানিকটা আন্দাজ করা যায়। চতুর্থত, ইহার দ্বারা মজুরি, মহার্ঘভাতা ইত্যাদির হ্রাসবৃদ্ধি দরকার কিনা, এবং দরকার হইলে তাহা কতখানি পরিবর্তন করা দরকার তাহাও স্থির করা যায়।

সূচকসংখ্যা প্রস্তুতের অসুবিধাসমূহ
DIFFICULTIES INVOLVED IN CONSTRUCTING INDEX NUMBERS

কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে দ্রব্য মূল্যস্তরের পরিবর্তন বা পরোক্ষভাবে টাকার মূল্যের পরিবর্তন পরিমাপ করিবার জন্য দ্রব্যমূল্যস্তরের সূচকসংখ্যা প্রস্তুতের এই কাজটি নানান অসুবিধায় পূর্ণ।

১. **বাস্তব অসুবিধাঃ** (ক) ভিত্তি বৎসর স্থির করিবার অসুবিধাঃ সূচকসংখ্যা প্রস্তুতের প্রথম অসুবিধা হইতেছে ভিত্তি বৎসরটি স্থির করিবার অসুবিধা। তত্ত্ব অনুযায়ী এমন কোন বৎসরকেই ভিত্তি বৎসররূপে বাছিয়া লওয়া উচিত যে বৎসরে জিনিসপত্রের দর-দাম খুব চড়াও ছিল না আবার খুব কমও ছিল না, যে বৎসর কোন অর্থনৈতিক মন্দাও ছিল না আবার সমৃদ্ধিও ছিল না। অর্থাৎ, যে বৎসরটি মোটামুটিভাবে একটি 'স্বাভাবিক' বৎসর বলা চলে, এমন কোন বৎসরকেই ভিত্তি বৎসর হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু বাস্তবে এমন একটি বৎসর খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। সুতরাং ভিত্তি বৎসরই যদি যথাযথ না হয়, তবে হিসাবের ফলাফলও সঠিক হইতে পারে না। এজন্য অনেক সময় কোন একটি বৎসরকে ভিত্তি বৎসর রূপে না ধরিয়া পরপর কয়েকটি বৎসরকে একত্রে ভিত্তি বৎসর হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু, ইহাতেও অসুবিধা সম্পূর্ণ দূর হয় না। কারণ যে কোন একটি বৎসরকে ভিত্তি বৎসর রূপে গণ্য করিতে যে কারণে আপত্তি ঘটিতে পারে, পরপর যে কোন কয়েকটি বৎসর সম্পর্কেও সে আপত্তি খাটিতে পারে।

২. **দ্রব্যসামগ্রী বাছাই করিবার অসুবিধাঃ** সাধারণ মূল্যস্তরের সূচকসংখ্যা প্রস্তুত করিতে হইলে যত প্রকারের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপন্ন ও ক্রয়বিক্রয় করা হয় উহাদের সকলের মূল্যের ভিত্তিতেই ইহা প্রস্তুত করা উচিত। কিন্তু এই তালিকা এত দীর্ঘ হইবে যে, বাস্তবে ইহার ভিত্তিতে কোন সূচকসংখ্যা প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং ইহার পরিবর্তে কতকগুলি প্রধান প্রধান দ্রব্যসামগ্রী বাছিয়া লইয়া উহাদের মূল্যের গড় দ্বারা সূচকসংখ্যা প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু কোন্ দ্রব্যটিকে একটি প্রধান দ্রব্য বলিয়া গণ্য করিব তাহা নির্ভর করে কোন্ উদ্দেশ্যে সূচকসংখ্যা প্রস্তুত করা হইতেছে তাহার উপর। সাধারণ দ্রব্যমূল্যের সূচকসংখ্যা প্রস্তুতের জন্য যে দ্রব্যগুলিকে প্রধান দ্রব্য বলিয়া বাছিয়া লওয়া হইবে, শ্রমিক শ্রেণীর জীবনধারণের খরচের সূচকসংখ্যা প্রস্তুতের সময়ও উহাদের সবগুলিকে প্রধান দ্রব্যরূপে গণ্য করিলে ভুল হইবে। সুতরাং সূচকসংখ্যা প্রস্তুতের উদ্দেশ্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী বাছাই করিতে হয়। ইহাতে ভুল হইলে সূচক-সংখ্যাটিও সঠিক হইবে না।

৩. **দাম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের অসুবিধাঃ** যদি জনসাধারণের সুবিধা-অসুবিধা

অনুধাবনই সাধারণ মূল্যস্তরের সূচকসংখ্যা প্রস্তুতের উদ্দেশ্য হয়, তবে বাছাই করা দ্রব্য-সামগ্রীগুলির খুচরা দামের ভিত্তিতেই সূচকসংখ্যা তৈয়ার করা উচিত। কিন্তু বাস্তবে ইহা কখনও করা হয় না, কারণ ইহা সম্ভব নহে। ইহার কারণ একই দ্রব্য যে কত রকমের খুচরা দামে বিক্রয় হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। সেজন্য খুচরা দামের তথ্য সংগ্রহ একরূপ অসম্ভব ও অর্থহীন। ইহার পরিবর্তে সাধারণত দ্রব্যগুলির পাইকারী দামের ভিত্তিতেই সূচকসংখ্যা তৈয়ার করা হয়। কারণ উহাদের পাইকারী বাজারের সংখ্যা সীমাবদ্ধ এবং অধিকাংশ পাইকারী বাজারের দামই সংবাদপত্র ইত্যাদিতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। অথচ এই পাইকারী দামের সাথে সাধারণ ক্রেতাদের সম্পর্ক খুবই কম। পাইকারী দামের ভিত্তিতে তৈয়ারী মূল্যস্তরের সূচকসংখ্যা হইতে জনসাধারণের উপর মূল্যস্তরের বা টাকার দামের ওঠানামার প্রতিক্রিয়া সঠিকভাবে বুঝা যায় না। কারণ, এমনও দেখা যায় যে, পাইকারী দাম যখন কমিয়াছে, তখন খুচরা দাম কিছুটা বাড়িয়া গিয়াছে। সে সময় পাইকারী দামের ভিত্তিতে প্রস্তুত মূল্যস্তরের সূচকসংখ্যা হইতে দেখা যাইবে যে জিনিসপত্রের দাম কমিয়াছে এবং এজন্য মনে হইবে যে জনসাধারণের কিছুটা সুবিধা হইয়াছে, অথচ বাস্তবে তখন খুচরা দাম বাড়িয়াছে বলিয়া জনসাধারণের অবস্থা বিপরীত হইয়া পড়িয়াছে।

৪. **দামের গড় হিসাব করিবার অসুবিধাঃ** বাছাই করা দ্রব্যগুলির দামের গড় প্রস্তুতের অসুবিধাও কম নহে। গড় হিসাব করিবার পদ্ধতি নানা প্রকার। যথা, গাণিতিক গড়, জ্যামিতিক গড় ইত্যাদি। গড় নির্ণয়ের এক একটি পদ্ধতির ফল এক এক রকম হইবে। ইহাদের কোন্‌টি যে সর্বাপেক্ষা সঠিক তাহা বলা কঠিন।

৫. **বিভিন্ন দ্রব্যের আপেক্ষিক গুরুত্ববাচকসংখ্যা স্থির করিবার অসুবিধাঃ** সরল সূচকসংখ্যাতে বাছাই করা দ্রব্যগুলিকে তুলনামূলক গুরুত্ব দেওয়া হয় না বলিয়া ইহাকে অবৈজ্ঞানিক গণ্য করা হয় এবং ইহার পরিবর্তে গুরুত্বসংযুক্ত সূচকসংখ্যা প্রস্তুতের পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু গুরুত্বসংযুক্ত সূচকসংখ্যা প্রস্তুত করিতে হইলে বাছাই করা দ্রব্যগুলির প্রত্যেকটির জন্য, উহার তুলনামূলক গুরুত্ব নির্দেশ করে এরূপ এক একটি গুরুত্ববাচক সংখ্যা স্থির করিতে হয়। বলা বাহুল্য এই সংখ্যাগুলি সূচকসংখ্যা প্রণয়ন-কারিগণের আন্দাজ, অনুমান বা কল্পনার উপর নির্ভর করে। সেজন্য ঐ গুরুত্ববাচক সংখ্যাগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। বলা বাহুল্য এইরূপ কাল্পনিক গুরুত্ববাচক সংখ্যার ভিত্তিতে তৈয়ারী কোন সূচকসংখ্যাকে নির্ভুল বলিয়া কোন মতেই গ্রহণ করা যায় না।

সূচকসংখ্যা প্রণয়নে এই সকল অসুবিধা ও ত্রুটির জন্য কোন সূচকসংখ্যাকেই নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। উহারা বাস্তব অবস্থার কমবেশি অনুমাণ মাত্র।

৮

মুদ্রাস্ফীতি ও উহার নিয়ন্ত্রণতত্ত্ব

THEORY OF INFLATION AND ITS CONTROL

[**আলোচিত বিষয়** : মুদ্রাস্ফীতির ধারণা বা সংজ্ঞা—মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁক—মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ—মুদ্রাস্ফীতির প্রক্রিয়া : খরচবৃদ্ধি ও চাহিদাবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি—মুদ্রাসংকোচন—মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচনের প্রতিক্রিয়া—মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের আর্থিক ফিস্‌ক্যাল নীতিসমূহ—ধীরগতিতে দামস্তর বৃদ্ধির সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি।]

মুদ্রাস্ফীতি কাহাকে বলে?

WHAT IS INFLATION?

মুদ্রাস্ফীতির কোন যথাযথ অথচ সর্ববাদীসম্মত সংজ্ঞা দেওয়া সহজ নয়, কারণ এবিষয়ে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন ভাবে মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা দিয়াছেন। গ্রেগরী, হট্রে, কেমেরার প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত পুরাতন মতাবলম্বী অর্থবিজ্ঞানীরা অনেকেই অর্থের পরিমাণের ভিত্তিতে ইহার সংজ্ঞা দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, দেশে দ্রব্যসামগ্রীর যোগানের তুলনায় অর্থের যোগান অধিক হইলে ঐ অবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা বলা যায়। পিগু আয়-ব্যয়প্রবাহের ধারণাটির ভিত্তিতে মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিলেন যে মুদ্রাস্ফীতি হইতেছে এরূপ এক অবস্থা যেখানে আয়-উপার্জনকারী কার্যাবলীর (অর্থাৎ উৎপাদন) তুলনায় আর্থিক আয় অধিক বৃদ্ধি পাইতেছে। কুলবর্ণ বলিলেন মুদ্রাস্ফীতি হইল এরূপ এক পরিস্থিতি যেখানে অতি অল্প পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীর পশ্চাতে অত্যধিক পরিমাণ অর্থ ধাবিত হইতেছে। ক্রাউথার বলিলেন উহা এরূপ এক অবস্থা যেখানে অর্থের মূল্যে ক্ষয় পাইতেছে অর্থাৎ দামস্তর বাড়িতেছে।

মুদ্রাস্ফীতি কথাটির দ্বারা সাধারণত দামস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধির অবস্থা বুঝান হয়, ইহা সত্য এবং মুদ্রাস্ফীতির উপরোক্ত বিভিন্ন সংজ্ঞাগুলির মধ্যে যে সত্যতা আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীরা উহাতে সন্তুষ্ট নহেন। কারণ, প্রথমত, দামস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইলেও **দামস্তরের বৃদ্ধি না হওয়া সত্ত্বেও মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতে পারে।** উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন খরচ হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও যদি দামস্তর না কমে, তবে উহাও মুদ্রাস্ফীতির পরিস্থিতি বলিয়া গণ্য করা যায়। সুতরাং অর্থের আধিক্য মুদ্রাস্ফীতির পক্ষে প্রয়োজনীয় হইলেও, কেবল উহার অস্তিত্বই মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। দ্বিতীয়ত, উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলিতে মুদ্রাস্ফীতির মৌলিক কারণটি নির্দিষ্ট হয় নাই। এজন্য কীন্‌সের মতে মুদ্রাস্ফীতি হইল এরূপ এক পরিস্থিতি যেখানে দ্রব্যসামগ্রীর মোট যোগানের তুলনায় কার্যকর চাহিদা অধিক হইয়া পড়িয়াছে। সাম্প্রতিক কালের অর্থবিজ্ঞানীরা আরও অগ্রসর হইয়া বলিলেন যে, মুদ্রাস্ফীতি হইতেছে মূলত এরূপ এক চাহিদা-যোগানের **অ-ভারসাম্যের পরিস্থিতি**[1] যাহাতে ক্রয়শক্তির (অর্থাৎ অর্থের) সম্প্রসারণ দামস্তরের বৃদ্ধি ঘটায় কিংবা উহা নিজেই দামস্তরের

1. State of disequilibrium.

বৃদ্ধির ফলে পরিণত হয়।[2] সুতরাং সমকালীন অর্থবিজ্ঞানিগণের ধারণার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বলা যায় যে **মুদ্রাস্ফীতি হইল অর্থের যোগান, উৎপাদন ও ভোগ, এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে অসঙ্গতির[3] ফল।** সাধারণত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দামস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধির মধ্য দিয়া উহা আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু দামস্তরের বৃদ্ধি না হইলেও উহা ঘটিতে পারে।)

মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁক
INFLATIONARY GAP

কীন্স মুদ্রাস্ফীতির বিষয়টি বিশ্লেষণ করিবার জন্য 'মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁক' নামক ধারণাটি উদ্ভাবন ও ব্যবহার করিয়াছিলেন। কীন্সের মতে, মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবার পূর্বেকার দামস্তর অনুযায়ী (অর্থাৎ ঐরূপ কোন নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিমূলক[4] দামস্তরে) বর্তমান বাজারে ক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর মোট দামের তুলনায় উহার উপর অনুমিত সম্ভাব্য মোট ব্যয় যতটা বেশি, তাহাই মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁক। সহজ কথায় ইহা হইল দেশের মোট ব্যবহারযোগ্য আয়[5] এবং ভিত্তিমূলক দামস্তরে ভোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর মোট দামের মধ্যে ব্যবধান [ব্যবহারযোগ্য আয়—ভিত্তিমূলক দামস্তরে ভোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর মোট দাম=মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁক]। যতক্ষণ পর্যন্ত ভিত্তিমূলক দামস্তরে যথেষ্ট পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যাইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতিমূলক কোন ফাঁকের উদ্ভব হইতে পারে না। কিন্তু ভিত্তিমূলক দামস্তরে ভোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর মোট দাম অপেক্ষা উহাদের উপর সমাজের আকাঙ্ক্ষিত সম্ভাব্য ব্যয় অধিক হইলেই মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁক দেখা দিবে। এই ফাঁক (অর্থাৎ ভোগ্যদ্রব্যের উপর আকাঙ্ক্ষিত মোট ব্যয় এবং ভিত্তিমূলক দামে উহাদের মোট দাম, এই দুয়ের ব্যবধান) যত বেশি হইবে, ততই মুদ্রাস্ফীতির চাপ বেশি হইবে এবং দামস্তর ততই বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁকের ধারণাটির সাহায্যে মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা ও উহার চাপ পরিমাপ করা যায়।

দৃষ্টান্তঃ ১. মোট আর্থিক আয় ২০,০০০ কোটি টাকা—কর ৫০০০ কোটি টাকা=ব্যবহারযোগ্য আয় ১৫০০০ কোটি টাকা।

২. ব্যবহারযোগ্য আয় ১৫০০০ কোটি টাকা—সঞ্চয় ৩০০০ কোটি টাকা=সম্ভাব্য আকাঙ্ক্ষিত আর্থিক ব্যয় ১২০০০ কোটি টাকা।

৩. মুদ্রাস্ফীতির পূর্বেকার ভিত্তিমূলক দামস্তরে মোট জাতীয় উৎপন্নের দাম ১৪০০০ কোটি টাকা—সামরিক ব্যয় ৪০০০ কোটি টাকা=বেসামরিক ভোগের জন্য প্রাপ্তব্য দ্রব্যসামগ্রী ১০,০০০ কোটি টাকা।

৪. মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁক=সম্ভাব্য আকাঙ্ক্ষিত আর্থিক ব্যয় ১২০০০ কোটি টাকা —বেসামরিক ভোগের জন্য প্রাপ্তব্য ভিত্তিমূলক দামে ১০,০০০ কোটি টাকার দ্রব্যসামগ্রী= ২০০০ কোটি টাকা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দামস্তর সংক্রান্ত প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের মতে[6], দেশের মোট আয় (=বেসরকারী ব্যয়+সরকারী ব্যয়+বৈদেশিক লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্ত) ও দেশের সর্বাধিকসম্ভব মোট উৎপাদন, এই দুয়ের ব্যবধানকেই মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁক বলিয়া গণ্য করা যায়।

মার্কিন অধ্যাপক ওয়ারবার্টন মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁকের একটি বাস্তবসম্মত ও সাধারণ বৃদ্ধিজাত সংজ্ঞা দিয়াছেন। তাঁহার মতে সমাজের মোট আর্থিক আয়-প্রবাহ[7] হইতে ভোগব্যয়, পুঁজিদ্রব্যের উপর ব্যয় এবং সরকারী কর রাজস্ব, এই তিনটির

2. Inflation is "a state of disequilibrium in which an expansion of purchasing power tends to cause, or is the effect of, an increase of the price level." Paul Einzig.
3. Maladjustment. 4. Base price. 5. Disposable Income.
6. American Price Administration approach.
7. Gross income flow finance.

সমষ্টি বাদ দিলে মুদ্রাস্ফীতিমূলক সম্ভাব্য ফাঁক[8] পাওয়া যায়। সরকার যে নূতন ঋণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা মুদ্রাস্ফীতিমূলক সম্ভাব্য ফাঁক হইতে বাদ দিলে মুদ্রাস্ফীতিমূলক যথার্থ ফাঁক[9] পাওয়া যায় [মোট আর্থিক আয়প্রবাহ—(ভোগব্যয়+বিনিয়োগ ব্যয়+সরকারী কর রাজস্ব)=মুদ্রাস্ফীতিমূলক সম্ভাব্য ফাঁক। মুদ্রাস্ফীতিমূলক সম্ভাব্য ফাঁক—নূতন সংগৃহীত সরকারী ঋণ=মুদ্রাস্ফীতিমূলক যথার্থ ফাঁক]। মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁকের এইরূপ ধারণা ও সমীকরণটি ভারতের মত দেশগুলির পক্ষে মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁক পরিমাপের উপযোগী। এসকল দেশে সঞ্চয়, ভোগব্যয় প্রভৃতি সম্পর্কে সকল তথ্য জানা না থাকায় মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁকের কীনসীয় সংজ্ঞার সাহায্যে মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁকের পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ
TYPES OF INFLATION

মুদ্রাস্ফীতির প্রক্রিয়া ও দামস্তর বৃদ্ধির গতিবেগের বিভিন্নতা প্রভৃতি অনুসারে মুদ্রাস্ফীতির নিম্নরূপ প্রকারভেদ করা হয়ঃ **ক. কারণ অনুসারে প্রকারভেদঃ ১. 'কারেন্সী ইনফ্লেশন'[10] বা সরকারী মুদ্রাজনিত স্ফীতি**—সরকারের দ্বারা প্রচলিত কাগজের টাকা বা নোটের অতিরিক্ত প্রচলনের দরুন দামস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটিলে উহাকে কারেন্সী ইনফ্লেশন বা সরকারী মুদ্রাজনিত স্ফীতি বলে।

২. **'ক্রেডিট ইনফ্লেশন'[11] বা ঋণজনিত মুদ্রাস্ফীতি**—ব্যাঙ্কঋণ বা ব্যাঙ্কের আমানতের অত্যধিক সম্প্রসারণের দরুন দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইলে উহাকে ঋণজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

৩. **ঘাট্‌তি ব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতি[12]**—সরকারী মোট আয় অপেক্ষা মোট ব্যয় অধিক হইবার ফলে দামস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটিতে থাকিলে (বলা বাহুল্য সরকারী মুদ্রা প্রচলনের পরিমাণের ও ব্যাঙ্কঋণের সম্প্রসারণের মধ্য দিয়াই ইহা ঘটে), উহাকে ঘাট্‌তি ব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

৪. **মুনাফা ও মজুরিবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি[13]**—মুনাফা ও মজুরি বৃদ্ধির দরুন দামস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটিলে উহাকে মুনাফা ও মজুরিবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

৫. **চাহিদাবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি[14]**—সরকারী বা বেসরকারী বা উভয় ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগ ব্যয়ের দরুন, দ্রব্যসামগ্রীর মোট কার্যকর চাহিদা মোট উৎপন্ন বা মোট যোগানের অতিরিক্ত হইয়া পড়িলে দামস্তরের যে ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটে উহাকে চাহিদাবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

৬. **উৎপাদন-খরচবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি[15]**—কাঁচামালের দাম, মজুরি ইত্যাদির বৃদ্ধির দরুন উৎপাদন-খরচ বাড়িতে থাকিলে উহার ফলে দামস্তরের যে ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটে তাহাই উৎপাদন-খরচবৃদ্ধির দরুন মুদ্রাস্ফীতি।

খ. গতিবেগ অনুসারে প্রকারভেদঃ ১. মৃদু মুদ্রাস্ফীতি[16]—দামস্তর অতি ধীরে ধীরে অথচ ক্রমাগত বাড়িতে থাকিলে উহাকে ধীরগতি বা মৃদু মুদ্রাস্ফীতি বলে।

২. **পদসঞ্চারী মুদ্রাস্ফীতি[17]**—দামস্তরের বৃদ্ধির হার বাড়িলে ও উহা প্রকট হইলে তাহাকে পদসঞ্চারী মুদ্রাস্ফীতি বলে।

৩. **ধাবমান বা অতিমুদ্রাস্ফীতি[18]**—দামস্তর বৃদ্ধির হার অত্যধিক হইলে এবং দ্রুতবেগে উহা বাড়িতে থাকিলে তাহাকে ধাবমান বা অতিমুদ্রাস্ফীতি বলে।

---

8. Potential Inflationary gap.
9. Actual Inflationary gap.
10. Currency Inflation.
11. Credit Inflation.
12. Deficit induced Inflation.
13. Profit and Wage-induced Inflation.
14. Demand Pull Inflation.
15. Cost Push Inflation.
16. Creeping Inflation.
17. Walking Inflation.
18. Running or Galloping or Hyper Inflation.

গ. মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা ও উহা দমন করা হইতেছে কিনা তদনুসারে প্রকারভেদঃ
১. প্রচ্ছন্ন বা অন্তর্নিহিত মুদ্রাস্ফীতি[19]—যখন দেশে মানুষের হাতে বিপুল পরিমাণে সঞ্চিত অর্থ জমিতে থাকে অথচ দ্রব্যসামগ্রীর অভাবে বা নানা প্রকার সরকারী বিধি নিষেধের (রেশনিং প্রভৃতির দরুন এবং যুদ্ধের সময়) দরুন উহা ব্যয় করার কোন সুযোগ থাকে না, উদ্যোক্তারাও নূতন পুঁজিদ্রব্যের জন্য ফরমাশ ইত্যাদি দিতে পারে না, ঐরূপ পরিস্থিতিকে প্রচ্ছন্ন বা অন্তর্নিহিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। কোন রূপে ঐ সঞ্চিত অর্থ ব্যয়রূপে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাইবামাত্র যথার্থ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে।

২. অদমিত মুদ্রাস্ফীতি[20]—দেশে ক্রমাগত দামস্তর বাড়িতে থাকিলে এবং উহাকে দমন করিবার জন্য কোনপ্রকার ব্যবস্থা গৃহীত না হইলে উহাকে খোলাখুলি বা অদমিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

৩. অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি[21]—দামস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধি দমন করিবার জন্য সরকার হইতে দামনিয়ন্ত্রণ, রেশনিং, কোম্পানীর লভ্যাংশ বন্টন সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা, মুনাফার নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ সীমার অধিক মুনাফার উপর কর ধার্যকরণ বা উহা বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চয় করা, ভোগ্যপণ্যঋণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি নানারূপ বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ দ্বারা সমাজের মোট ব্যয়বৃদ্ধির পথরোধ করিলে, দামস্তরের বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া ঐ মুদ্রাস্ফীতি ব্যক্তি, পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের হস্তে সঞ্চিত অলস নগদ তহবিল, ব্যাঙ্কে বর্ধিত আমানতী জমা ও অন্যান্য প্রায়-নগদ সম্পত্তির বর্ধিত তহবিলের রূপ ধারণ করিতে পারে। এইরূপ পরিস্থিতিকে অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। এইরূপ অবস্থায় দামস্তর বৃদ্ধির কারণস্বরূপ সমাজের বর্ধিত আর্থিক ব্যয়প্রবাহকে যে সকল সরকারী বিধিনিষেধের প্রাচীরে রুদ্ধ করা হয় তাহা যে কোন সময় ভাঙ্গিয়া পড়িলে অর্গলমুক্ত ঐ প্রবাহ অকস্মাৎ দামস্তরকে সবলে ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করিয়া অদমিত মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করিতে পারে।

ঘ. কীনসীয় প্রকারভেদঃ ১. প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি[22]—কীন্‌সের মতে মাত্র পূর্ণ-নিয়োগের স্তরেই প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি বলিতে এরূপ পরিস্থিতি বুঝায় যখন আর্থিক ব্যয় (=অর্থের যোগান) যে অনুপাতে বাড়ে দামস্তরও সেই অনুপাতে বাড়ে। কারণ তখন উৎপাদন সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায় বলিয়া, আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন কিছুমাত্র না বাড়িয়া শুধুই সমানুপাতে দামস্তর বাড়িবে।

২. অর্ধ-মুদ্রাস্ফীতি[23]—কীন্‌সের মতে পূর্ণনিয়োগ স্তরের নিচে দেশে যখন উপাদানসমূহের কতকাংশ কর্মহীন থাকে, ঐ পরিস্থিতিতে আর্থিক ব্যয় (=অর্থের যোগান) বাড়িলে নিয়োগ বাড়ে এবং ফলে উৎপাদন কতকাংশে বাড়ে বলিয়া দামস্তর আদৌ বাড়ে না অথবা বাড়িলেও সামান্য অনুপাতে বাড়ে। শেষোক্ত অবস্থাকে 'সেমি-ইনফ্লেশন' বা অর্ধ-মুদ্রাস্ফীতি বলা যাইতে পারে।

খরচ বৃদ্ধি ও চাহিদাবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি : মুদ্রাস্ফীতির প্রক্রিয়া
COST-PUSH AND DEMAND-PULL INFLATION: THE INFLATIONARY PROCESS

চাহিদাবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতিঃ কার্যকর চাহিদাবৃদ্ধি এবং উৎপাদন-খরচবৃদ্ধি, ইহারা মুদ্রাস্ফীতির মূলগত কারণ হইলেও, উহাদের দুয়ের মধ্যে মুখ্য কারণটি হইল কার্যকর চাহিদার বৃদ্ধি। কারণ, যদি কার্যকর চাহিদা না বাড়িয়া শুধুই উৎপাদন-খরচ বাড়ে, তবে তাহাতে বিক্রয় কমিবে, উৎপাদন এবং নিয়োগ কমিবে। ফলে, তাহাতে ভোগ্যদ্রব্যের দামস্তর ক্রমাগত বাড়িতে পারে না। সুতরাং উৎপাদন-খরচবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতির পশ্চাতেও কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধির উপাদানটি না থাকিলে, কেবল উৎপাদন-খরচবৃদ্ধির ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতে পারে না।

---
19. Latent Inflation. 20. Open Inflation.
21. Suppressed or Repressed Inflation. 22. True Inflation.
23. Semi-Inflation.

মুদ্রাস্ফীতির প্রক্রিয়াতে কার্যকর চাহিদার ভূমিকাটি অনুধাবনের জন্য উহার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে কার্যকর চাহিদার সম্প্রসারণ দুই প্রকারের হইতে পারে। একটি হইল কার্যকর চাহিদার **স্বয়ম্ভূত সম্প্রসারণ**[24], অপরটি হইল কার্যকর চাহিদার **প্রণোদিত সম্প্রসারণ**[25]। উৎপাদন-খরচ না বাড়িলেও, কার্যকর চাহিদার যে সম্প্রসারণ ঘটে তাহাই চাহিদার স্বয়ম্ভূত সম্প্রসারণ। উৎপাদন-খরচ বাড়িবার ফলে, অথবা উহা বাড়িবে বলিয়া অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া, চাহিদার এইরূপ সম্প্রসারণ ঘটে না। সুতরাং উৎপাদন-খরচের বৃদ্ধি না ঘটা সত্ত্বেও কার্যকর চাহিদার এই প্রকার সম্প্রসারণের ফলে মোট ব্যয় বাড়ে। আর উৎপাদন-খরচ বাড়িবার প্রত্যক্ষ ফলরূপে চাহিদার যে সম্প্রসারণ ঘটে তাহাই কার্যকর চাহিদার প্রণোদিত সম্প্রসারণ। ইহাতে উৎপাদন-খরচ বাড়িবার দরুন যাহারা বর্ধিত আয় (খরচ ও দাম-বৃদ্ধির ফলে) লাভ করে অথবা বর্ধিত ব্যয় করে (খরচ ও দাম-বৃদ্ধির দরুন), তাহাদের ঐ আয় অথবা ব্যয়-বৃদ্ধি উৎপাদন-খরচ না বাড়িলে ঘটিত না। যেমন, শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি শ্রমিকসংঘের চাপে মজুরিবৃদ্ধি মানিয়া লইলে ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ করিয়া কিংবা সঞ্চিত নগদ তহবিল ভাঙ্গিয়া বর্ধিত হারে মজুরি দিতে পারে। অথবা, শ্রমিকরা অধিক মজুরি পাওয়ায় কিস্তিবন্দী বা ভাড়া-ক্রয় শর্তে নানারূপ স্থায়ী ভোগ্য-দ্রব্য কিনিতে পারে, তাহাতে এইরূপ বেচা-কেনার পরিমাণ বাড়িলে সেজন্য ব্যাঙ্ক হইতে ব্যবসায়ীরা বেশি করিয়া ঋণ লইবে। ফলে উহা আবার ভোগকারী-ঋণের[26] সম্প্রসারণ ঘটাইতে পারে। তাহা ছাড়া **কার্যকর চাহিদার** আরও এক প্রকারের সম্প্রসারণ ঘটিতে পারে। উহা হইল **পূরক বা সমর্থনমূলক সম্প্রসারণ**[27]। উৎপাদন-খরচবৃদ্ধির জন্য পাছে কর্মহীনতা বাড়ে এই আশংকায় আর্থিক ও ফিস্‌ক্যাল কর্তৃপক্ষ এরূপে বিবিধ আর্থিক ও ফিস্‌ক্যাল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে যাহার ফলে কার্যকর চাহিদার খানিক সম্প্রসারণ ঘটে। যেমন, আর্থিক কর্তৃপক্ষ (কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক) ব্যাঙ্কগুলির বাধ্যতামূলক জমার অনুপাত কমাইয়া কিংবা সরকারী ব্যয় বাড়াইয়া নিয়োগ এবং কার্যকর চাহিদা বাড়াইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। এইভাবে কার্যকর চাহিদার স্বয়ম্ভূত, প্রণোদিত এবং সমর্থনমূলক বা পূরক সম্প্রসারণ চাহিদাবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করিতে পারে।

উৎপাদন-খরচবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি: শ্রম-খরচ, কাঁচামাল-খরচ এবং অন্যান্য খরচবৃদ্ধির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফলরূপে ভোগ্যপণ্যসামগ্রীর দামস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধিই হইল উৎপাদন-খরচবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি। উৎপাদন-খরচের বৃদ্ধিও নানা প্রকারের হইতে পারে। যেমন, কোন কাঁচামাল উৎপাদনে বা যোগানের ক্ষেত্রে যদি একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে তবে উহা দামবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত লইলে, তজ্জন্য উৎপাদন-খরচের যে বৃদ্ধি ঘটিবে তাহা হইল উৎপাদন-খরচের **স্বয়ম্ভূত বৃদ্ধি**[28]। আবার, কোন শ্রমিকসংঘের চাপে যদি নিয়োগকর্তারা মজুরির এরূপ বৃদ্ধি মানিয়া লয় যাহা হয়ত তাহারা শ্রমিক-গণকে তাহাদের কাজে নিযুক্ত রাখিবার জন্য নিজেরাই (শ্রমিক আন্দোলন ছাড়াই) মানিয়া লইত, তবে ঐরূপ মজুরিবৃদ্ধির দরুন উৎপাদন-খরচের বৃদ্ধিকে **সাড়ামূলক বা প্রতি-যোগিতামূলক বৃদ্ধি**[29] বলা যায়। আবার প্রকৃত আয় বাড়াইবার উদ্দেশ্যে শ্রমিক বা অন্যান্য উপাদানগুলি পারিশ্রমিক বৃদ্ধি আদায়ে সক্ষম হইলে উহাকে **আক্রমণাত্মক বা আগ্রাসী উৎপাদন-খরচবৃদ্ধি**[30] রূপে গণ্য করা হয়। সেরূপ বর্তমান প্রকৃত আয় বজায় রাখিবার জন্য উপাদানগুলি যদি বর্ধিত পারিশ্রমিক চায় ও তাহা আদায়ে সক্ষম হয় তবে সেজন্য উৎপাদন-খরচের বৃদ্ধিকে **আত্মরক্ষামূলক বৃদ্ধি**[31] বলিয়া গণ্য করা যায়।

24. Autonomous expansion of effective demand.
25. Induced expansion of effective demand. 26. Consumer credit.
27. Compensatory or Supportive expansion of effective demand.
28. Autonomous increase in costs.
29. Responsive or Competitive increases in costs.
30. Aggressive increases in costs. 31. Defensive increases in cost.

এবার উপরোক্ত ধারণাগুলির সাহায্যে ঘটনা পরম্পরায় মুদ্রাস্ফীতির প্রক্রিয়াটি অনুধাবন করা যাইতে পারে।

১. **চাহিদাবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি**[৩২]: সরকারী ব্যয়, বেসরকারী কারবারী ব্যয় ও ভোগব্যয় দ্বারা চাহিদার স্বয়ম্ভূত সম্প্রসারণ ঘটিলে উহার ফলে দামস্তরে ও মজুরির হারের সাড়ামূলক বা প্রতিযোগিতামূলক বৃদ্ধি ঘটে।

২. **খরচবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি**[৩৩]: মজুরি বা কাঁচামালের দামের আক্রমণাত্মক বা আগ্রাসী বৃদ্ধির ফলে চাহিদার প্রণোদিত এবং/অথবা সমর্থনমূলক সম্প্রসারণ ঘটে।

২. ক. **'খাঁটি' মজুরিবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি**[৩৪]: মজুরির আক্রমণাত্মক বৃদ্ধি ঘটিলে তাহাতে চাহিদার প্রণোদিত এবং/অথবা সমর্থনমূলক সম্প্রসারণ ঘটে এবং কাঁচামালের দাম ও অন্যান্য রূপ পারিশ্রমিকের হার বাড়ে।

২. খ. **'খাঁটি' দামবৃদ্ধিমূলক মুদ্রাস্ফীতি**[৩৫]: কাঁচামালের দামের আগ্রাসী বৃদ্ধির ফলে চাহিদার প্রণোদিত এবং/অথবা সমর্থনমূলক সম্প্রসারণ ঘটে এবং অন্যান্য উপকরণ ও মজুরির সাড়ামূলক বৃদ্ধি ঘটে।

এই আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, এক জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া মুদ্রাস্ফীতির আবির্ভাব ঘটে। হয়ত প্রথমে চাহিদার কোন নির্দিষ্ট স্বয়ম্ভূত বৃদ্ধি ঘটিল। উহার ফলে মজুরি ও দামের এরূপ এক সবিশেষ বৃদ্ধি ঘটিল যাহা অংশত আগ্রাসী এবং অংশত সাড়ামূলক। তাহাতে এবার চাহিদার প্রণোদিত বা সমর্থনমূলক বৃদ্ধি ঘটিল কিংবা মজুরি ও দামের ঐ আত্যন্তিক বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত সরকার নিয়োগ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এরূপ অত্যধিক পরিমাণে সমর্থনমূলক বা পূরক সরকারী ব্যয় ঘটাইল যাহা আবার অত্যধিক পরিমাণে চাহিদার বৃদ্ধি ঘটাইয়া বসিল। চাহিদার এই অত্যধিক বৃদ্ধি হয়ত আংশিক স্বয়ম্ভূত। যদি তাহা হয় তবে উহা আবার দাম ও খরচ বৃদ্ধি ঘটাইবে। এইভাবে চাহিদাবৃদ্ধি ও খরচবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি **পরস্পরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়** দামস্তরকে ক্রমাগত উপরে তুলিতে থাকে।

চাহিদাবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি ও খরচবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি পার্থক্যকরণের গুরুত্ব[৩৬]: ১. প্রথমত, **উহাদের মধ্যে পার্থক্যকরণের দ্বারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে মজুরি ও দাম নির্ধারণ পদ্ধতিগুলির উপর আলোকপাত করা যায়।** ইহাতে, দামস্তর যে শুধু আর্থিক নীতি ইত্যাদির মত কয়েকটি ব্যাপক বিষয়ের উপরই নির্ভর করে না, উহা যে সমকালীন মজুরি-দাম নির্ধারণকারী বিবিধ প্রতিষ্ঠানগত শক্তির উপরও নির্ভরশীল সে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ফলে, সরাসরি সামগ্রিক চাহিদা নিয়ন্ত্রণ দ্বারা কিংবা মজুরি ও দাম নির্ধারণকারী বিবিধ প্রতিষ্ঠানগত শক্তিগুলিকে প্রভাবিত করিয়া আমরা যে দামের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হইতে পারি, তাহা আমরা লক্ষ্য ও স্বীকার করিতে বাধ্য হই। বলা বাহুল্য ইহা হইল মুদ্রাস্ফীতির সমস্যাটিকে ব্যষ্টিগত এবং সমষ্টিগত উভয় দিক হইতে বিচার বিশ্লেষণের পন্থা।

২. দ্বিতীয়ত, **মুদ্রাস্ফীতি যে কোন একটিমাত্র কারণসম্ভূত বিষয় নহে, এই পার্থক্যকরণের দ্বারা তাহা আমরা বুঝিতে পারি।** তাহা ছাড়া, **ইহা হইতে একথাও উপলব্ধি করা যায় যে, সকল মুদ্রাস্ফীতির ঘটনা এক জাতীয় নহে বলিয়া উহাদের সকলগুলির বিরুদ্ধে একরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা চলে না।** প্রত্যেকটি মুদ্রাস্ফীতির ঘটনার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে এবং ঠিক তদনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয়, একথা বুঝিতে পারিলে তবেই মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হইতে পারে।

32. Demand-Pull Inflation. 33. Cost-Push Inflation.
34. 'Pure' wage-push inflation. 35. 'Pure' price-push inflation.
36. Importance of the distinction between Demand-Pull and Cost-Push Inflation.

ইহা হইতে আমরা একথাও বুঝিতে পারি যে, মুদ্রাস্ফীতির এরূপ পরিস্থিতিও দেখা দিতে পারে যখন মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী চিরাচরিত আর্থিক-ফিস্‌ক্যাল নীতি গ্রহণ সর্বোত্তম পন্থা না-ও হইতে পারে।

মুদ্রাসংকোচন
DEFLATION

মুদ্রাস্ফীতির বিপরীত অবস্থাই হইল মুদ্রাসংকোচন। অর্থাৎ, দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মাদির উৎপাদন বা যোগানের তুলনায় আর্থিক আয়-ব্যয়প্রবাহের ক্রমাবনতি ঘটিতে থাকিলে দামস্তরের যে ক্রমাগত নিম্নগতি দেখা দেয় তাহাকে মুদ্রাসংকোচনের পরিস্থিতি বলা যাইতে পারে।

মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচনের প্রতিক্রিয়া
EFFECTS OF INFLATION AND DEFLATION

১. **উৎপাদন : মুদ্রাস্ফীতি-জনিত** দামস্তরের বৃদ্ধির ফলে মুনাফা বৃদ্ধির লোভে নিয়োগকারীরা উপাদানগুলির নিয়োগ বাড়াইতে থাকে এবং উহার ফলে উৎপাদনের পরিমাণ তথা জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। ইহাতে দেশ পূর্ণনিয়োগের স্তরে পৌঁছাইতে পারে এবং তথায় উৎপাদন ও আয় সর্বাধিক হইতে পারে। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি যদি আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায় তবে আবার তাহাতে নিয়োগ, উৎপাদন এবং জাতীয় আয় কমিতে পারে। কারণ তখন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি দেখিবে যে উৎপাদন করিয়া বিক্রয় দ্বারা যে মুনাফা হইবে উহা অপেক্ষা সামগ্রী গোপনে মজুত করিয়া বিক্রয় করিলে মুনাফা অনেক বেশি হইবে, যেহেতু দাম প্রত্যহ বাড়িতেছে। কৃষকগণ আরও বেশি লাভের আশায় বিক্রয় কমাইয়া মজুত ধরিয়া রাখিবে। উৎপাদনকারীরা দাম আরও বাড়াইবার আশায় উৎপাদন কমাইয়া দুষ্প্রাপ্যতা বাড়াইবে, কারণ তাহাতেই মুনাফা বেশি হইবে। মজুরিবৃদ্ধির দাবিতে শ্রমিক-মালিক বিরোধ বাড়িবে এবং তাহাতেও উৎপাদন কমিবে। দামস্তর বৃদ্ধির জন্য অর্থের ক্রয়শক্তি কমিতেছে বলিয়া সঞ্চয়কারীরা সঞ্চয়ের পরিবর্তে ভোগব্যয় বাড়াইবে। সুতরাং সমাজে বিনিয়োগ অক্ষুণ্ণ রাখিতে ও বাড়াইতে যে সঞ্চয়ের প্রয়োজন তাহা পাওয়া যাইবে না। ইহাতেও উৎপাদন-ক্ষমতা কমিবে। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতির ফলে **শেষ পর্যন্ত** মজুত-সম্ভারের পরিমাণ বাড়ে, বিক্রয় কমে, মুনাফা কমে, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, উৎপাদন, আয় ও নিয়োগ সকলই কমে।

মুদ্রাসংকোচনে উৎপাদন, আয়, নিয়োগ, বিনিয়োগ এবং সঞ্চয় ও মুনাফা সকলের উপরই অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে। এসময়ে দাম কমিতে থাকায় মুনাফা কমে, তাহাতে বিনিয়োগ কমে। ইহার ফলে প্রথম হইতেই নিয়োগ, উৎপাদন ও আয় এবং সঞ্চয় কমিতে থাকে।

২. **বন্টন : ক. কৃষকগণসহ সকল উৎপাদক ও কারবারিগণ** (অর্থাৎ সমাজের অ-স্থির আয়বিশিষ্ট শ্রেণীগুলি) আকস্মিক মুনাফা উপার্জন করে বলিয়া তাহারা **মুদ্রাস্ফীতিতে** উপকৃত হয়। কারণ, উৎপাদন খরচের যতই বৃদ্ধি ঘটুক না কেন উৎপন্ন সামগ্রীর দাম তাহা হইতে বেশি বাড়ে, অতএব উৎপাদকগণের মুনাফা বাড়ে।

মুদ্রাসংকোচনের সময়ে উৎপাদকগণ ও কারবারিগণের মুনাফা কমে ও লোকসান বাড়ে বলিয়া তাহাদের সামগ্রিক আয় কমে। ঋণ শোধে অনেকে অক্ষম হইয়া দেউলিয়া হইয়া পড়ে। এজন্য এসময়ে অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্ক কারবার গুটাইতে বাধ্য হয়।

খ. শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী (স্থির আয়ভোগী শ্রেণী) মুদ্রাস্ফীতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসময়ে তাহাদের কাহারও কাহারও মজুরি ও বেতন বাড়িলেও, তাহা সর্বদাই দামস্তরের বৃদ্ধি অপেক্ষা কম হয়। তাহা ছাড়া পেন্সনভোগী, সুদজীবী ও খাজনাভোগী যাহারা, তাহাদের আর্থিক আয় বিন্দুমাত্র বাড়ে না। সুতরাং সামগ্রিক ভাবে ইহাদের আর্থিক

আয় মোটামুটি স্থির থাকায় অথচ দামস্তর ক্রমাগত বাড়ায় উহাদের প্রকৃত আয় কমিতে থাকে।

মুদ্রাসংকোচনের সময় ইহার বিপরীত ঘটে। তখন এই সকল শ্রেণীর আর্থিক আয় মোটামুটি স্থির থাকে অথচ দামস্তর কমিতে থাকায় উহাদের প্রকৃত আয় বাড়ে। কিন্তু যেহেতু মুদ্রাসংকোচনের সময় বিনিয়োগ ও উৎপাদন কমে সেহেতু নিয়োগ কমে ও কর্মহীনতা বাড়ে। ফলে অতি অল্প সংখ্যক শ্রমিক ও বেতনভোগী কর্মচারীই এই সুবিধা ভোগ করিতে পারে।

গ. ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতারা মুদ্রাস্ফীতিতে পরস্পর বিপরীত ফল ভোগ করে। ঋণদাতারা এই সময়ে ঋণ পরিশোধস্বরূপ যে অর্থ পায় উহার ক্রয়শক্তি কমিয়া গিয়াছে বলিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর ঋণগ্রহীতারা ঋণ পরিশোধ বাবদ যে অর্থ দেয় উহার ক্রয়-ক্ষমতা, যখন তাহারা ঐ ঋণ লইয়াছিল সে সময় অপেক্ষা কম বলিয়া, প্রকৃতপক্ষে তাহারা লাভবান হয়।

মুদ্রাসংকোচনের সময় ইহার বিপরীত ঘটে। তখন ঋণদাতারা লাভবান হয় ও ঋণগ্রহীতারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচনের মধ্যে কোন্‌টি অধিক মন্দ
CHOICE BETWEEN INFLATION AND DEFLATION

মুদ্রাস্ফীতিতে প্রথম দিকে নিয়োগ ও আয় বা উৎপাদন বাড়িলেও শেষ পর্যন্ত উহারা আর বাড়ে না, এমনকি মুদ্রাস্ফীতি আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গেলে উহারা সবই কমিতেও পারে। আর মুদ্রাসংকোচনের ফলে আয়, উৎপাদন ও নিয়োগ সকলই কমে। সুতরাং উহাদের উভয়েই মন্দ, উহাদের মধ্যে বাছাই করিবার কিছু নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যদি উহাদের মধ্যে কোন একটিকে বাছিয়া লইতে হয়, তবে বলিতে হয় যে, মুদ্রাস্ফীতি অপেক্ষা মুদ্রাসংকোচন বেশি মন্দ। ইহার কারণ, —১. যদিও মুদ্রাস্ফীতিতে আয়ের বন্টনে বৈষম্য বাড়ে এবং ধনী আরও ধনী এবং গরীব আরও গরীব হয়, তথাপি মুদ্রাসংকোচনে যেমন প্রথমাবধি ক্রমাগত আয়, উৎপাদন এবং নিয়োগ কমিতে থাকে, মুদ্রাস্ফীতিতে তাহা হয় না এবং উহা আয়ত্তের মধ্যে রাখিতে পারিলে সে সময় আয়, উৎপাদন, নিয়োগ প্রভৃতি সকলই বাড়ে।

২. মুদ্রাস্ফীতি অন্যায়কারী হইতে পারে (কারণ উহা ধনীর সপক্ষে ও দরিদ্রের বিপক্ষে যায়) তথাপি সে সময় সকল উপকরণগুলি কোন না কোন প্রকারে উৎপাদনে নিযুক্ত থাকে। কিন্তু মুদ্রাসংকোচনে উৎপাদনের উপাদানগুলির নিয়োগই বিনষ্ট হয়, উহারা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকে।

৩. মুদ্রাসংকোচন নিয়ন্ত্রণ করা অপেক্ষা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সহজসাধ্য। কারণ মুদ্রাসংকোচনের পশ্চাতে অধিকাংশ সময়ই পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার অবনতি মূল কারণ হিসাবে কাজ করে। উহার প্রতিষেধক নাই।

তবে, দেশের অর্থনীতিক নীতির লক্ষ্যরূপে ইহাদের কোনটিই বাঞ্ছনীয় নহে। যাহা বাঞ্ছনীয় তাহা হইল পূর্ণনিয়োগের স্তরে দেশের অর্থনীতিক কার্যাবলীর স্থিতি-সাধনের নীতি।

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের আর্থিক-ফিস্‌ক্যাল নীতিসমূহ
MONETARY-FISCAL POLICIES FOR CONTROL OF INFLATION

(যেহেতু মূলগতভাবে অর্থের যোগান, উৎপাদন ও ভোগ এই তিনের সমন্বয়নের অভাবে বা অভারসাম্য হইতেই মুদ্রাস্ফীতির উৎপত্তি ঘটে, সেজন্য মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে উহার বিরুদ্ধে ত্রিমুখী আক্রমণ প্রয়োজন,—১. অর্থের যোগানের দিক হইতে, ২. ভোগের দিক হইতে, এবং ৩. উৎপাদনের দিক হইতে।) একারণে প্রয়োজন

দামস্তর নিয়ন্ত্রণের জন্য আর্থিক বিধিব্যবস্থার, ভোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য দামস্তর নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং এবং তৎসহ করপ্রস্তাব-সমন্বিত ফিস্‌ক্যাল বিধিব্যবস্থার ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উৎপাদন-রদবদল-নীতি, যথোপযুক্ত মজুরি-নীতি এবং শিল্পে শান্তিস্থাপনের নীতি।

১. **অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণের বিধিব্যবস্থা:** এক্ষেত্রে তিন প্রকারের আর্থিক নীতি[৩৭] প্রয়োগ করা যায়। যথা, ক. সুদের হার সংক্রান্ত নীতি[৩৮]; খ. অর্থের ও অন্যান্য প্রায়-নগদ সম্পত্তির সংকোচনের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা (যেমন প্রচলিত নগদ অর্থের একাংশ তুলিয়া লওয়া ও নগদ অর্থের একাংশ জব্দ করা অর্থাৎ উহার ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা[৩৯]); এবং গ. সরকারী ঋণপত্র বিক্রয়, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ব্যাঙ্কগুলির বাধ্যতামূলক জমার অনুপাত বাড়াইয়া দেওয়া এবং অন্যান্য গুণগত ও বিচারমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণ-নীতিসমূহ প্রয়োগ।

ক. **মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী আর্থিক নীতিগুলির** মধ্যে **সুদের হার-সংক্রান্ত নীতি** সর্বাপেক্ষা পুরাতন এবং সর্বাধিক পরিচিত। মুদ্রাস্ফীতি দমন করিতে গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হার বাড়াইতে হয় এবং উহার ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি আবার নিজেদের সুদের হার বাড়াইতে বাধ্য হয়। ফলে ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীরা, (সুদ বাবদ খরচ বাড়িবার দরুন) অল্প পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করিবে, ইহাই এই নীতির উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহার সমালোচকগণের মতে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হার অত্যন্ত না বাড়াইলে, এই উদ্দেশ্য ফলবতী হইবে না। হ্যানসেন বলেন, কেবলমাত্র এইরূপ মৃদু ব্যবস্থা একাকী বিশেষ ফলদায়ক নয়, আবার বেশি কড়া ব্যবস্থা গ্রহণে অর্থনীতির ওলটপালট ঘটিতে পারে। ইহার কারণ, মৃদু ব্যবস্থা অত্যধিক ফট্‌কামূলক মুনাফার লোভে চালিত লেনদেন ও কাজ-কারবার দমন করিতে পারে না, উহা কেবল বাঞ্ছনীয় বিনিয়োগমূলক কার্যাবলীই নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। আবার যদি ব্যাঙ্করেট (কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হার) অত্যন্ত বেশি বাড়াইবার মত কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, পুঁজির বাজার উহাতে সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িবে, বিনিয়োগকারিগণের আস্থা ধূলিসাৎ হইবে এবং বেসরকারী কারবারের ভবিষ্যৎ নষ্ট হইবে।

বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে, ইহা মনে করা হইত যে, সুলভ অর্থ-নীতিই[৪০] (অল্প সুদের হার) অনুসরণ করা উচিত। কারণ, দুর্লভ অর্থ-নীতির[৪১] (অত্যন্ত অধিক সুদের হার) যথেষ্ট পরিমাণে মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী সম্ভাবনা থাকিলেও তাহা সরকারী ঋণপত্রের দাম কমাইয়া (সুদের হার বেশি হইলে স্থির সুদ-প্রদায়ী সরকারী ঋণপত্রের দাম কমে) প্রতিকূল ফল প্রসব করিবে। কিন্তু সম্প্রতিকালে অধ্যাপক স্যামুয়েলসন দেখাইয়াছেন যে, দুর্লভ অর্থ-নীতির ফলে ব্যাঙ্কগুলি যে সরকারী ঋণপত্র ধরিয়া রাখে উহাদের দাম কমিবার ফলে ব্যাঙ্কগুলির লোকসান হইবে বটে, কিন্তু ব্যাঙ্ক-গুলি যদি স্বল্পমেয়াদী ঋণপত্র কিনিয়া ধরিয়া রাখে তাহা হইলে ঐ লোকসান পূরণ হইয়াও ব্যাঙ্কগুলির অধিক সুবিধা হইবে। কারণ স্বল্পমেয়াদী ঋণপত্রের আসল টাকা স্বল্প মেয়াদ-অন্তে অতি অল্প দিনের মধ্যেই ফেরত পাওয়া যাইবে এবং তখন ব্যাঙ্কগুলি ঐ অর্থ নূতন লগ্নীপত্রে[৪২] খাটাইয়া যথেষ্ট উপার্জন করিতে পারিবে। তাহা ছাড়া, ইহাতে আমানতকারীরা অধিক সুদ পাইবে বলিয়া উহার দরুন ব্যাঙ্কের কাজকারবারও বাড়িবে এবং যদিও সেই সঙ্গে বীমা কোম্পানীগুলি যে সকল লগ্নীপত্রে অর্থ লগ্নী করিয়াছে উহার বাজার দাম কমিবে, তৎসত্ত্বেও মোটের উপর কাজ কারবারের পরিমাণ বাড়িবে।

ব্যাঙ্কের লগ্নীর উপর সুদের হারের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আধুনিক অর্থবিজ্ঞানি-গণের এইরূপ সাম্প্রতিক (১৯৫০-৫৫) ধারণাবশত বৃটেন, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র,

37. Monetary Policy. 38. Interest Rate Policy.
39. Withdrawal of currency from circulation and freezing of money.
40. Cheap Money Policy. 41. Dear Money Policy. 42. Securities.

সুইডেন, পশ্চিম জার্মেনী ইত্যাদি অনেক দেশই মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী অস্ত্র হিসাবে কিছুটা উচ্চতর ব্যাঙ্করেট ও সুদের হারের নীতি অনুসরণ করিতেছে। বলিতে কি, পরিবর্তনীয় সুদের হারের নীতিটি পুনরায় মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের প্রধান অস্ত্রে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ, হ্যানসেন, লার্ণার প্রমুখ অর্থবিজ্ঞানিগণ মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী অস্ত্র হিসাবে আর্থিক বিধিব্যবস্থা সমর্থন না করিলেও, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসাবে আর্থিক নীতির ব্যবহার আবার গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী দ্বিতীয় প্রকারের আর্থিক বিধিব্যবস্থাগুলি (অর্থাৎ প্রচলিত নগদ অর্থের একাংশ বাজার হইতে তুলিয়া লওয়া বা নগদ অর্থের একাংশ জব্দ করা) সমস্যাটিকে সরাসরি আক্রমণ করে। অর্থাৎ উহারা সরাসরিভাবে অর্থের যোগান কমাইয়া মুদ্রাস্ফীতি দমন করিতে চেষ্টা করে। এই পদ্ধতি সর্বপ্রথম ১৯৪৫ সালে বেলজিয়ামে প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং পরে উহা পশ্চিম জার্মেনী ও ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে প্রবর্তিত হয়। ১৯৫০ সালে উহা ইন্দোনেশিয়াতেও প্রবর্তিত হইয়াছিল। **ইহার প্রধান অসুবিধা** এই যে,—১. ইহা কারবারী জগতের আস্থা নষ্ট করে। ২. যদি কাগজের নোট এবং ব্যাঙ্কের আমানতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় তবে মানুষের মধ্যে নগদ অর্থ পরিত্যাগের ঝোঁক আরও বাড়িবে এবং ফট্‌কামূলক লেনদেন প্রবল হইবে। ৩. ইহা অতীত মুদ্রাস্ফীতির অবশিষ্টাংশ বিনষ্ট করিতে পারে কিন্তু বর্তমান আয় ও মজুরির উপর নির্ভরশীল বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি দূর করিতে পারিবে না। আর ইহার **প্রধান সুবিধা** এই যে,—১. ইহা এক সরাসরি পন্থা এবং তাহাতে দেশবাসীর মনে এক জরুরী পরিস্থিতির অনুকূল মনোভাবের সৃষ্টি হয় ও উহা মানুষকে ত্যাগ স্বীকারে উদ্বুদ্ধ করে।

তৃতীয় প্রকারের নীতি হইল ব্যাঙ্করেট নীতিটি ছাড়া, ঋণনিয়ন্ত্রণের অন্যান্য নীতিগুলির সুবিধামত একক বা সমন্বিত প্রয়োগ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, যে কোন দেশে মুদ্রাস্ফীতির প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া, গুণগত ও বিচারমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণ-নীতির[৪৩] সাহায্যে সফলভাবে দমন করা যায়।

উপসংহারে বলা যায় যে, মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী আর্থিক নীতিসমূহের মধ্যে পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রের সহিত গুণগত ও বিচারমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণের অস্ত্রগুলিরও যথাযথ স্থান রহিয়াছে।

(**আর্থিক নীতির সীমাবদ্ধতা**[৪৪]**:** কিন্তু মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী আর্থিক নীতির অসুবিধা এই যে, আর্থিক অস্ত্রগুলির দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি কিছুটা দমন করা যায়, উহার সবটা দমন করা যায় না। কারণ মুদ্রাস্ফীতি আবার বাণিজ্য বা কারবারী চক্রের পরিবর্তনের সহিতও জড়িত। সুতরাং কারবারীরা যদি আশাবাদী মনোভাব লইয়া, দামস্তরের আরও বৃদ্ধির আশায় বেশি পরিমাণ মজুত-সম্ভার ধারণ করে, বা বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে উৎসাহিত হয় (পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার আধিক্য), তবে আর্থিক নীতিগুলির দ্বারা উহার প্রতিকার অসম্ভব।) সুতরাং মীড, ম্যাচ্‌লাপ এবং উইলসন প্রমুখ অর্থবিজ্ঞানিগণের মতে, আর্থিক নীতির দ্বারা অর্থ-নীতির কেবল বিশেষ কতকগুলি ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি দমন করা যায় (যেমন, গৃহনির্মাণশিল্প, জনসাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা-উৎপাদক শিল্প ইত্যাদি) কিন্তু অর্থ-নীতির বেসরকারী ক্ষেত্রে যেখানে মুনাফাশিকারী ও কালোবাজারীদের ভিড় রহিয়াছে, তথায় মুদ্রাস্ফীতি-রোধে আর্থিক নীতি বিশেষ কার্যকর নয়। (এজন্য ফিস্‌ক্যাল ও অন্যান্য নীতি গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয়।)

২. (**ভোগ নিয়ন্ত্রণের বিধিব্যবস্থা:** দ্রব্যসামগ্রীর ভোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য দাম নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিংএর সহিত ফিস্‌ক্যাল ব্যবস্থাগুলি (কর, সরকারী ব্যয় ও ঋণ) গ্রহণের

43. Qualitative and Selective Methods of Credit Control.
44. Limitations of the Monetary Policy.

উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজন রহিয়াছে। অবদমিত মুদ্রাস্ফীতির সময় ফিস্ক্যাল নীতি যেরূপ হওয়া আবশ্যক তাহা হইল—(১) উহা যেন চলতি মুদ্রাস্ফীতির চাপ দূর করিতে পারে এবং (২) দেশবাসীর হাতে অতীত কালের পুঞ্জীভূত সঞ্চয় দ্বারা দেশের অর্থ-নীতিতে যে প্রচ্ছন্ন বা অন্তর্নিহিত মুদ্রাস্ফীতির চাপ সৃষ্টি হইয়াছে, উহা যেন তাহাও দূর করিতে পারে।

সুতরাং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণকারী ফিস্ক্যাল নীতিতে যে সকল ব্যবস্থা থাকিবে তাহা হইল,—(ক) **সরকারী ব্যয় হ্রাস** (ইহার অর্থ এই যে, মুদ্রাস্ফীতির সময় সরকারী ব্যয়ের মাধ্যমে যেন জনসাধারণের হাতে স্বল্পতম অর্থ পৌঁছায়। এক কথায় সরকারী ব্যয় কমাইয়া ও রাজস্ব বাড়াইয়া বাজেট-উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করিতে হইবে)।

(খ) কর বৃদ্ধি। জনসাধারণের হাতে ব্যবহারযোগ্য আয়ের[৪৫] পরিমাণ নির্ভর করে করের উপর (ব্যক্তিগত আয়—কর=ব্যবহারযোগ্য আয়)। অতএব বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য-সামগ্রী ও সেবাকর্মাদি নির্দিষ্ট থাকিলে, সে সময়ে মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক[৪৬] (=ব্যবহারযোগ্য আয়—পূর্বের দামে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্য) কতটা হইবে তাহা করের উপরও নির্ভর করে। কর বেশি হইলে ব্যবহারযোগ্য আয় এবং বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে ব্যবধান বা মুদ্রাস্ফীতির ফাঁকটি কমিবে। এজন্য মুদ্রাস্ফীতির সময়ে কর মকুব[৪৭], কর রেহাই-কাল[৪৮] ইত্যাদি যথাসম্ভব কম হওয়া প্রয়োজন এবং দরকার হইলে নূতন কর ধার্য করা আবশ্যক।)

এসময়ে সরকারী ব্যয় হ্রাস ও করবৃদ্ধির সহিত সমাজে আর্থিক সঞ্চয়কেও শুষিয়া লওয়া প্রয়োজন হয়[৪৯], এবং এই উদ্দেশ্যে সরকারী ঋণপত্র বিক্রয় দ্বারা সরকারী ঋণ সংগ্রহ বাড়াইবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইতে পারে। তবে, ভোগদমনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত ফিস্ক্যাল নীতির সাফল্য চারিটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—(১) যতদিন পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতির চাপের আশঙ্কা থাকে ততদিন পর্যন্ত, রাজনৈতিক প্রশাসনিক দৃষ্টি-কোণ হইতে, পরিস্থিতিটি অবশ্যই এরূপ হওয়া আবশ্যক যেন উপযুক্ত পরিমাণ বাজেট-উদ্বৃত্ত সৃষ্টি সম্ভব হইতে পারে। (২) সরকারী ব্যয়ের স্তর এবং কর-ভার যেন কিছুতেই এত বেশি না হয় যে করের হার আর খানিক বাড়ান হইলেই উহা কাজের প্রণোদনা সমূলে বিনষ্ট করিবে। (৩) যথাযথ পরিমাণে সরকারী ব্যয় ছাঁটাই যাহাতে সুনিশ্চিত হইতে পারে সেজন্য প্রশাসনিক যন্ত্রটি যথেষ্ট কার্যকর এবং নমনীয়[৫০] হওয়া প্রয়োজন। (৪) সাধারণ দামস্তর এবং মজুরি-হারের স্তর অবশ্যই যুক্তিসঙ্গতভাবে স্থিতিশীল হওয়া প্রয়োজন।

দামনিয়ন্ত্রণ ও রেশনিংয়ের একটি রাজনৈতিক সুবিধা এই যে, অত্যধিক মুনাফা-বাজী ও কালোবাজারীর সময় উহারা জনপ্রিয় হয়। অধ্যাপক লার্ণার এবং গ্যালব্রেথ[৫১] মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী ব্যবস্থারূপে দামনিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং সমর্থন করেন। কিন্তু তাঁহারা এই যুক্তিতে দামনিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করিয়াছিলেন যে, ইহা ক্রয়ক্ষমতা ও বাজারে ক্রয়বিক্রয়-যোগ্য যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী থাকে উহাদের মধ্যে যথাযথ ভারসাম্য ঘটাইতে পারে না।

(**৩. উৎপাদন বৃদ্ধির বিধিব্যবস্থাঃ** অধ্যাপক এ. সি. এল. ডে বলিয়াছেন, (মুদ্রাস্ফীতির মূল এবং স্থায়ী নিদান হইল উৎপাদনবৃদ্ধি।) আর্থিক ও ফিস্-ক্যাল ব্যবস্থাগুলির দ্বারা সাময়িক ও কৃত্রিম ভাবে কার্যকর চাহিদাকে শাসন করিয়া উহাকে স্বল্প পরিমাণে লভ্য দ্রব্যসামগ্রীর সহিত ভারসাম্যে আনিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে এবং ইহাতে কমবেশি সাময়িক সাফল্যও ঘটিতে পারে। কিন্তু যেহেতু (মুদ্রাস্ফীতির পরি-

45. Disposable Income. 46. Inflationary gap. 47. Tax-exemption.
48. Tax holiday. 49. Savings should be mopped up. 50. Flexible.
51. John Kenneth Galbraith.

স্থিতিটি মূলত উৎপাদনের তুলনায় কার্যকর চাহিদার আধিক্যের পরিস্থিতি, সে কারণে, উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যতীত ইহার স্থায়ী সমাধান নাই। এই উদ্দেশ্যে মুদ্রাস্ফীতির সময়, যে সকল শিল্প বিশেষ মুদ্রাস্ফীতি-কাতর নহে তথা হইতে, উপাদানগুলি অধিক মুদ্রাস্ফীতি-কাতর শিল্পগুলিতে স্থানান্তর দ্বারা[52] উহাদের উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ান যাইতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ অধিক-চাহিদার পণ্যগুলির উৎপাদনে, কাঁচামাল, সাজসরঞ্জাম, যানবাহন ও অন্যান্য উপকরণের যোগানে বিশৃঙ্খলাগুলি[53] অবিলম্বে দূর করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা[54] প্রবর্তনের দ্বারা উৎপাদন-সংগঠনের উন্নতি ও শ্রমের দক্ষতা বাড়াইতে হইবে। তাহা ছাড়া, উৎপাদন-ধারা অব্যাহত রাখিবার জন্য শিল্পে শান্তি-প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক নিরাপত্তা ও শ্রমকল্যাণমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে ও শ্রমিকগণ যাহাতে ন্যায্য মজুরি পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সময়ে শ্রমের দক্ষতাবৃদ্ধির সমানুপাতে মজুরির হার বাড়ান হইলেই দামস্তরের স্থিতি ঘটিতে পারে এবং তাহার ফলে শেষ পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতির 'দৈত্য' নিধন সম্ভব।

ধীরগতিতে দামস্তর বৃদ্ধির সপক্ষে ও বিপক্ষে বক্তব্য
CASE FOR AND AGAINST GRADUALLY RISING PRICES

দেশের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মাদির সাধারণ দামস্তর নিম্নমুখী, স্থিতিশীল না ধীরগতিতে ঊর্ধ্বমুখী, কিরূপ হওয়া উচিত তাহা লইয়া অর্থবিজ্ঞানিগণের মধ্যে অতীতে প্রবল বিতর্ক ঘটিয়াছে। বিজ্ঞানের নানা উন্নতির ফলে উৎপাদন-খরচ হ্রাস পায় বলিয়া উৎপন্ন সামগ্রীর দামও ক্রমশ হ্রাস পাওয়া উচিত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু মুনাফার প্রণোদনায় চালিত মিশ্র ধনতন্ত্রী অর্থ-নীতিতে নিম্নমুখী দামস্তর বিনিয়োগকারিগণকে নিরুৎসাহ করিতে পারে। এজন্য অনেকের মতে, স্থিতিশীল দামস্তরই বাঞ্ছনীয়। উহা উৎপাদন ও বন্টনে কোন বিঘ্ন ঘটাইবে না। কিন্তু আধুনিক অনেক অর্থবিজ্ঞানী স্থিতিশীল দামস্তরের পরিবর্তে ধীরগতিতে বর্ধমান দামস্তরের পক্ষপাতী।

ধীরগতিতে বর্ধমান দামস্তরের সপক্ষে যুক্তিগুলি এই : ১. **নিম্নমুখী বা স্থিতি-শীল দামস্তর দেশে পূর্ণনিয়োগ লাভে সক্ষম নহে।** দামস্তর ধীরগতিতে বর্ধমান হইলে তবেই মুনাফার প্রণোদনায় (পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা ধনাত্মক এবং বেশি হইবে বলিয়া) বিনিয়োগকারিগণ বিনিয়োগ বাড়াইবে এবং তাহাতে নিয়োগ, আয় ও উৎপাদন ক্রমশ বাড়িয়া পূর্ণনিয়োগ স্তরে পৌঁছাইতে পারিবে।

২. **দেশের উৎপাদন-ক্ষমতার বৃদ্ধি বা অর্থনীতিক উন্নয়ন[55] অব্যাহত রাখিতে হইলে ও সুনিশ্চিত করিতে হইলে দামস্তরের ধীরগতিতে বৃদ্ধি প্রয়োজন।** দামস্তর নিম্নমুখী হইলে অর্থনীতিক উন্নয়ন মোটেই সম্ভব হইবে না, বরং অনেক ক্ষেত্রে আশানুরূপ মুনাফা না হওয়ায় কিংবা লোকসান হওয়ায় উৎপাদন কমিবে ও এই অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হইলে উৎপাদন-ক্ষমতার সংকোচন ঘটিবে। দামস্তর স্থিতিশীল হইলে উদ্যোক্তারা নূতন বিনিয়োগে যথেষ্ট পরিমাণে আকর্ষণ অনুভব করিবে না। ধীরগতিতে বর্ধমান দামস্তরই ঐ আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়া নূতন বিনিয়োগ ঘটাইয়া উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করিতে পারে। ইহা শুধু অগ্রসর দেশ নহে, অনগ্রসর ও স্বল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনীতিক বিকাশের ক্ষেত্রেও সত্য।

৩. **স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিক বিকাশে** যে পুঁজি প্রয়োজন দেশে উহার অভাব থাকে (আয়স্তর কম হওয়ায় সঞ্চয় কম বলিয়া), সেজন্য জনসাধারণকে দিয়া বাধ্যতামূলক-

52. Transference of resources from less inflation-sensitive industries to more inflation—sensitive industries.
53. Pressure-point bottlenecks. 54. Scientific management.
55. Economic Growth.

ভাবে ভোগ কমাইতে ধীরগতিতে বর্ধমান দামস্তর প্রয়োজন হয়। ইহাতে ভোগ সংকোচনের ফলে যে উপকরণ বাঁচে তাহা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে (পুঁজিগঠনে) ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

ইহার **বিপক্ষে প্রধান যুক্তি** এই যে, উৎপাদন, আয় ও নিয়োগ উচ্চতর স্তরে বজায় রাখিতে গিয়া যদি ধীরগতিতে দামস্তরের বৃদ্ধি ঘটিতে দেওয়া হয় এবং তাহা সহ্য করা হয়, তবে ধীরগতিতে বর্ধমান দামস্তর কালক্রমে দ্রুতগতিতে ও শেষ পর্যন্ত ধাবমান বেগে বাড়িতে থাকিবে, অর্থাৎ মৃদু মুদ্রাস্ফীতি ক্রমে পদসঞ্চারী ও পরে ধাবমান মুদ্রাস্ফীতিতে পরিণত হইয়া দেশে গভীর অর্থনীতিক সংকট ডাকিয়া আনিতে পারে।

উপসংহার: কিন্তু সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা হইতে অর্থ-বিজ্ঞানিগণের মধ্যে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, ধীরগতিতে বর্ধমান দামস্তরের ভবিষ্যৎ বিপজ্জনক পরিণতির সম্ভাবনার কথা অস্বীকার করা না গেলেও, উহা অবশ্যম্ভাবী নহে। সুতরাং দেশে পূর্ণনিয়োগ, সর্বাধিক জাতীয় আয় ও উৎপাদন লাভের এবং অর্থনীতিক উন্নয়নের সহায়ক হিসাবে, ধীরগতিতে বর্ধমান দামস্তরের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। তবে উহা যাহাতে আয়ত্তের মধ্যে থাকে সে বিষয়ে নানারূপ প্রয়াসের প্রয়োজন আছে।

৯

ঋণ ও ব্যাঙ্কব্যবস্থা
CREDIT AND BANKING

[আলোচিত বিষয়ঃ ঋণ কাহাকে বলে—ঋণের প্রকারভেদ—ঋণ-প্রতিষ্ঠান—ঋণের সুবিধা ও ত্রুটি—ব্যাঙ্কঋণ—বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কিভাবে ঋণ সৃষ্টি করে—বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক—বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কার্যাবলী—বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের নীতিসমূহ।]

ঋণ কাহাকে বলে ?
WHAT IS CREDIT ?

আধুনিক কালে যে কোন দেশে তিন প্রকারের অর্থের প্রচলন দেখা যায়। প্রথমত, সরকারী ধাতু মুদ্রা[1], দ্বিতীয়ত, সরকারী কাগজের নোট[2] এবং তৃতীয়ত, ব্যাঙ্কঋণ বা ব্যাঙ্ক আমানত[3]। তৃতীয় প্রকারের অর্থকে আমানতী অর্থ[4]ও বলে। আধুনিক অগ্রসর দেশগুলিতে প্রচলিত অর্থের অধিকাংশই আমানতী অর্থ বা ব্যাঙ্কঋণ। আধুনিক দেশগুলিতে যাবতীয় অর্থনীতিক কার্যকলাপে যে মোট ঋণের ব্যবহার ঘটে উহার অধিকাংশই হইল ব্যাঙ্কঋণ।

ঋণ কোন বস্তু নহে, ঋণ বলিতে এরূপ একটি প্রক্রিয়া বুঝায় যাহার মধ্য দিয়া একের নিকট হইতে অপরের নিকট কোন সম্পদের হস্তান্তর ঘটে এবং উহার সমাপ্তি বর্তমান হইতে ভবিষ্যতে কালান্তরিত হয়। ইহার দ্বারা বর্তমানে এক পক্ষের পাওনা বা দাবি এবং অপর পক্ষের দেনা জন্মায় এবং ঐ দেনা পাওনার পরিসমাপ্তি ভবিষ্যতে ঘটে। দ্রব্যসামগ্রী, সেবাকর্ম, লগ্নীপত্র ও অর্থ, ইহাদের যে কোনটির সাহায্যে ঋণের এই আদানপ্রদান চলিতে পারে। কিন্তু অর্থ উদ্ভাবিত হইবার পর হইতে, উহা সাধারণ ক্রয়ক্ষমতার প্রতীক বলিয়া অধিকাংশ ঋণই অর্থের মাধ্যমে গ্রহণ ও পরিশোধ করা হয় (ঋণ পরিশোধের উপায় রূপে অর্থের ব্যবহার), বা দ্রব্যসামগ্রী ইত্যাদিতে ঋণ লওয়া হইলেও অর্থের দ্বারাই উহা প্রত্যর্পণ করা হয়। এজন্য অনেক সময় বলা হয় যে, ঋণ সৃষ্টির মধ্য দিয়া বর্তমান দ্রব্যসামগ্রীর অথবা ক্রয়ক্ষমতার সহিত ভবিষ্যত দ্রব্যসামগ্রী বা ক্রয়ক্ষমতার বিনিময় ঘটে। কারণ ঋণদাতা বর্তমানে যে ঋণ দেয় উহা ঋণগ্রহীতা ভবিষ্যতেই পরিশোধ করে। ঋণদাতা ঋণ দিতে গিয়া ভবিষ্যৎ দ্রব্যের বিনিময়ে বর্তমান দ্রব্যের উপর তাহার দাবি পরিত্যাগ করে আর ঋণগ্রহীতা বর্তমান দ্রব্যের বিনিময়ে ভবিষ্যৎ দ্রব্যের উপর তাহার দাবি পরিত্যাগ করে। আর্থিক ঋণ আদানপ্রদানের ক্ষেত্রেও ইহা সত্য, কারণ, অর্থ হইল দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের সাধারণ ক্ষমতা স্বরূপ এবং উহা দ্রব্যসামগ্রীর আদানপ্রদানের আবরণী মাত্র। নিছক অর্থের দিক হইতে দেখিলে, ঋণদানের ক্ষেত্রে, ঋণদাতা নগদ পছন্দ পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ, ভবিষ্যৎ নগদ অর্থের বিনিময়ে বর্তমান নগদ অর্থ পরিত্যাগ করে এবং ঋণগ্রহীতা বর্তমান নগদ অর্থের বিনিময়ে ভবিষ্যৎ নগদ অর্থ পরিত্যাগ করে। কিন্তু উহার

1. Coins. 2. Paper Notes. 3. Bank Credit or Bank Deposits.
4. Deposit Money.

মধ্য দিয়া প্রকৃত পক্ষে এক পক্ষের সহিত অপর পক্ষের, বর্তমান দ্রব্যের সহিত ভবিষ্যৎ দ্রব্যের বিনিময় ঘটে। সুতরাং ইহাতে মূলত সময়-পছন্দ জড়িত। এক পক্ষ ভবিষ্যৎ দাবির বিনিময়ে বর্তমান দাবি ত্যাগ করে এবং অপর পক্ষ বর্তমান দাবির বিনিময়ে ভবিষ্যতে দাবি পরিত্যাগ করে। ঋণ ব্যবহারের জন্য ঋণগ্রহীতা বা খাতক ঋণদাতা বা মহাজনকে যে দাম দেয় তাহাই সুদ।

ঋণ প্রদানের সময় ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার চরিত্র বা সততা[৫], বিত্তসম্পত্তি[৬] ও আয় অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য[৭], এই তিনটি বিষয় বিবেচনা করিয়া ঋণ দিবে কিনা তাহা স্থির করে। সুতরাং ইহাদের **ঋণের ভিত্তি** বলা যায়।

ঋণের প্রকারভেদ
TYPES OF CREDIT

উদ্দেশ্য অনুসারে ঋণের একটি শ্রেণীবিভাগ করা যায়, যথা,—(ক) উৎপাদক ঋণ ও (খ) ভোগকারী ঋণ[৮]। দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্যাদি উৎপাদন ও সরবরাহের জন্য যে ঋণের প্রয়োজন হয় তাহাই উৎপাদক ঋণ এবং ভোগ্যপণ্যাদি ক্রয়ের জন্য ভোগকারিগণের যে ঋণের প্রয়োজন হয় তাহাই ভোগকারী ঋণ।

সময় অনুসারেও ঋণের আরেক প্রকার শ্রেণীবিভাগ করা যায়, যথা,—(ক) স্বল্প-মেয়াদী ঋণ[৯], (খ) মাঝারি মেয়াদের ঋণ[১০], এবং (গ) দীর্ঘমেয়াদী ঋণ[১১]। সাধারণত অনধিক ৩ মাস বা ৯০ দিনের মেয়াদে যে ঋণ দেওয়া ও নেওয়া হয় তাহাই স্বল্পমেয়াদী ঋণ। সাম্প্রতিক কালে ইহার মেয়াদ ক্ষেত্রবিশেষে ১ বৎসর পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হইতে পারে (১ বৎসরের 'মেয়াদী' ঋণ[১২] ইহার দৃষ্টান্ত)। মাঝারি মেয়াদের ঋণ সচরাচর অনধিক ৭।৮ বৎসরের মেয়াদবিশিষ্ট হয়। আর দীর্ঘমেয়াদী ঋণের মেয়াদ সচরাচর অনধিক ২৫ বৎসর হইতে দেখা যায়। ক্ষেত্রবিশেষে উহা আরও বেশি হইতে পারে। স্বল্পমেয়াদী ঋণের লেনদেনকে টাকার বাজার[১৩], এবং মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণের লেনদেনকে পুঁজির বাজার[১৪] বলে। দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয়বিক্রয় নিষ্পন্ন করিতে স্বল্পমেয়াদী ঋণের প্রয়োজন হয় এবং দীর্ঘমেয়াদী ঋণের আবশ্যক হয় পুঁজিদ্রব্যাদি (যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম) ক্রয়ের জন্য।

ঋণের যন্ত্রসমূহ বা ঋণপত্রসমূহ
CREDIT INSTRUMENTS

যে লিখিত দলিলের সাহায্যে ঋণ প্রদান ও পরিশোধ করা হয়, অর্থাৎ দেনাপাওনার উৎপত্তি ও নিষ্পত্তি ঘটে তাহাই ঋণপত্র বা ঋণের যন্ত্র। ইহা ঋণের প্রমাণপত্রও বটে। ঋণের মেয়াদ অনুসারে এই ঋণপত্র বা ঋণ যন্ত্রগুলিও স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী, এই দুই-ভাগে ভাগ করা যায়। ঋণের উল্লেখযোগ্য যন্ত্রগুলি হইল, (ক) প্রমিসরি নোট বা প্রত্যর্থ পত্র[১৫], (খ) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাগজের নোট[১৬], (গ) বাণিজ্যিক হুণ্ডি[১৭], (ঘ) চেক ও ব্যাঙ্কড্রাফ্‌ট্[১৮], (ঙ) ট্রেজারি বিল[১৯] ও ট্রেজারি বণ্ড[২০], এবং (চ) ডিবেঞ্চার[২১]। অনেকে যৌথমূলধনী কারবার বা কোম্পানীর সাধারণ শেয়ারকেও[২২] ঋণপত্র বা ঋণের যন্ত্ররূপে গণ্য করিবার পক্ষপাতী।

5. Character. 6. Assets. 7. Ability.
8. Consumption credit or consumer credit. 9. Short term credit.
10. Medium term credit. 11. Long term credit. 12. Term loans.
13. Money Market. 14. Capital Market. 15. Promissory Notes.
16. Currency Notes issued by Central Bank. 17. Bill of Exchange.
18. Cheques and bank drafts. 19. Treasury bills.
20. Treasury Bonds. 21. Debenture.
22. Ordinary Shares or Equity Shares.

ঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ
CREDIT INSTITUTIONS

আধুনিক সমাজে নানা প্রকারের ঋণ প্রতিষ্ঠান ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতাগণের মধ্যে স্থায়ী যোগসূত্ররূপে কাজ করিতেছে। ইহাদিগকে ঋণের মধ্যস্থ কারবারী[২৩]-ও বলে। বাণিজ্যিক ও অন্যান্য প্রকারের ব্যাঙ্কসমূহ, জীবনবীমা ও অন্যান্য প্রকার বীমা কোম্পানী, বিনিয়োগ-কারী প্রতিষ্ঠান[২৪] প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত।

ঋণপত্র ও ঋণের কার্যাবলী বা সুবিধা এবং অসুবিধা
FUNCTIONS OR ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF CREDIT AND CREDIT INSTRUMENTS

কার্যাবলী বা সুবিধাঃ ১. ঋণের ব্যবহারের ফলে অর্থনীতিক কার্যাবলীতে নগদ অর্থের প্রয়োজন কমিয়াছে। ঋণপত্রগুলি নগদ অর্থের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। তাহাতে নগদ অর্থ ব্যবহারের অসুবিধাগুলি দূর হইয়াছে। এই কারণে বর্তমানে ঋণের ব্যবহার এত বাড়িয়াছে যে উহা নিজেই সমাজে অর্থের মোট যোগানের এক বৃহদংশে পরিণত হইয়াছে।

২. ঋণপত্রগুলি সমাজের আর্থিক সঞ্চয় সংগ্রহের প্রধান উপায়রূপে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও প্রতিষ্ঠানগত সঞ্চয়কে একত্রিত করিয়া সমাজে বিপুল ঋণভাণ্ডার সৃষ্টিতে সাহায্য করিতেছে।

৩. ঋণ উৎপাদন-ব্যবস্থার কার্যাবলী অক্ষুণ্ন রাখিয়া সমাজের নানা দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন-ধারাকে অব্যাহত রাখিয়াছে।

৪. ঋণ সমাজের যাবতীয় অর্থনীতিক কার্যাবলীকে সঞ্জীবিত করে এবং উহাকে অক্ষুণ্ন রাখিতে সাহায্য করিয়া সমাজে পূর্ণনিয়োগ ও সর্বাধিক আয় লাভে এবং উহা বজায় রাখিতে সহায়তা করে।

৫. ঋণ ভোগকারিগণকেও তাহাদের ভোগবৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়া থাকে এবং উহার মধ্য দিয়া সমাজের আয়, উৎপাদন, বিনিয়োগ ও নিয়োগ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

অসুবিধাঃ ১. কিন্তু ইহার প্রধান অসুবিধা এই যে, ঋণের অত্যধিক সম্প্রসারণে দেশে ঋণস্ফীতি ঘটিয়া কৃত্রিম সমৃদ্ধির সৃষ্টি করিয়া অচিরেই অবনতির সংকট ডাকিয়া আনিতে পারে।

২. ঋণের অত্যধিক সম্প্রসারণ ফট্‌কা মনোভাব ও ফট্‌কাজাতীয় লেনদেনকে উৎসাহিত করে। সুলভ ঋণ পাওয়া যাইতেছে বলিয়া কারবারগুলি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া অতিরিক্ত মজুদ ধারণ এবং বিনিয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে। তাহাতে বিষময় ফলের উৎপত্তি হয়।

৩. সুলভ ঋণের অত্যধিক যোগান ভোগকারিগণকেও বেহিসাবী ভোগব্যয়ে প্রবৃত্ত করাইতে পারে। ইহাতে ভোগ্যপণ্য শিল্পগুলি, বিশেষতঃ স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য শিল্পগুলির এরূপ অত্যধিক সম্প্রসারণ ঘটিতে পারে যাহা স্বাভাবিক সময়ে বজায় রাখা অসম্ভব।

৪. বৃহদায়তন বেসরকারী উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি উহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও অন্যান্য সুবিধার জন্য সহজে ও সুলভে অধিক ঋণ সংগ্রহ দ্বারা শিল্প ও বাজারের উপর একচেটিয়া আধিপত্য সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়। এইভাবে ঋণের অধিক সম্প্রসারণ মুষ্টিমেয় শিল্পপতি পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের হস্তে দেশের অর্থনীতিক ক্ষমতার অত্যধিক কেন্দ্রী-করণ ও একচেটিয়া কারবারের (বেসরকারী) প্রসার ঘটাইতে পারে।

23. Credit Intermediaries. 24. Investment Companies.

ব্যাঙ্কঋণ বা ব্যাঙ্ক-অর্থ বা আমানতী অর্থ
BANK CREDIT OR BANK MONEY OR DEPOSIT MONEY

আধুনিক সমাজে অর্থের মোট যোগানের অধিকাংশই হইল ঋণ, এবং এই ঋণের অধিকাংশই হইল ব্যাঙ্কঋণ। ব্যাঙ্কঋণ বলিতে সাধারণত ব্যাঙ্কের আমানতী জমা বুঝান হয়। কিন্তু ব্যাঙ্কের যাবতীয় আমানতী জমাই ব্যাঙ্ক-অর্থ বা ব্যাঙ্কঋণ কিংবা আমানতী অর্থ নহে। ব্যাঙ্কগুলির আমানতী জমা দুই প্রকারের—(ক) চলতি আমানতী জমা[25], যাহা হইতে যে কোন সময় চেক কাটিয়া টাকা তোলা যায়[26]; এবং (খ) স্থির বা মেয়াদী আমানতী জমা[27], যাহা কেবল নির্দিষ্ট সময় অন্তে তোলা যায় এবং যাহার উপর চেক কাটা যায় না। **ব্যাঙ্কঋণ, ব্যাঙ্ক-অর্থ, আমানতী অর্থ ইত্যাদির দ্বারা শুধু চলতি আমানতী জমা** (চেক কাটিয়া যে আমানত হইতে টাকা তোলা যায়)-**কে বুঝায়।**

সুতরাং ব্যাঙ্কঋণ বা আমানতী অর্থ কিংবা ব্যাঙ্ক-অর্থ কোন পৃথক মুদ্রা (ধাতু-মুদ্রা, কাগজের মুদ্রা বা নোট) নহে, অথবা উহা প্রত্যর্থ পত্র বা হুণ্ডি, বাণিজ্যিক হুণ্ডি কিংবা চেক অথবা অন্য কোন ঋণপত্রও নহে। উহা হইল ব্যাঙ্কের হিসাব-বহিতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে জমা দেখান কতকগুলি টাকার অঙ্ক মাত্র। কিন্তু সেইসঙ্গে আবার ঐ অঙ্কগুলি (অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে জমা করা বা দেখান টাকার হিসাব-গুলি) হইল ঐসকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট ব্যাঙ্কের দেনা এবং ব্যাঙ্কের নিকট উহাদের পাওনা। কিন্তু তাহা হইলেও আমানতী হিসাবে জমা দেখান ঐসকল টাকার অঙ্কগুলি ধাতুমুদ্রা বা কাগজের নোটের মতই প্রায় নগদ অর্থের সামিল। কারণ উহাদের বিনিময়ে উহাদের উপর চেক কাটিয়া দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মাদি যেমন ক্রয় করা যায় তেমনি ঋণ পরিশোধও করা যায়। **জমার অঙ্কগুলি হইল ব্যাঙ্কের উপর আমানতকারিগণের দাবি। চেকের দ্বারা ঐ দাবি হস্তান্তরিত হইয়া দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয়বিক্রয় ও ঋণপ্রদান ও পরিশোধ ঘটে।**

ব্যাঙ্কগুলি কিভাবে ঋণ (অর্থ বা আমানত) সৃষ্টি করে
HOW BANKS CREATE CREDIT (MONEY): MULTIPLE CREATION OF CREDIT.

ব্যাঙ্কগুলি ঋণ (ব্যাঙ্ক-অর্থ বা আমানত) সৃষ্টি করে কিনা তাহা লইয়া একদা অযথা বিতর্কের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল। ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষগণের মুখপাত্রদের বক্তব্য ছিল যে ব্যাঙ্কগুলির নিকট যে পরিমাণ আমানত জমা পড়ে উহারা তাহা অপেক্ষা বেশি ঋণ কখনই দিতে পারে না, দেওয়া সম্ভবও নয় (তাঁহারা ঋণ বলিতে ব্যাঙ্কগুলি যে পরিমাণ ঋণ দেয় ও অর্থ লগ্নী করে তাহাই বুঝিতেন)। অর্থবিজ্ঞানিগণের বক্তব্য ছিল ইহার বিপরীত। তাঁহাদের মতে, ব্যাঙ্কগুলির হাতে যে নগদ অর্থ আমানত রূপে জমা পড়ে তাহারা উহা অপেক্ষা অধিক আমানত সৃষ্টি করিতে পারে এবং করিয়া থাকে। বর্তমানে এই বিতর্কের অবসান ঘটিয়াছে। ব্যাঙ্কগুলির হাতে যে পরিমাণ নগদ অর্থ থাকে, উহাদের নিকট মোট আমানত-জমার পরিমাণ তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি। ইহা বাস্তব সত্য। সুতরাং ব্যাঙ্কগুলি যে ঋণ সৃষ্টি করে তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে যে কোন ব্যাঙ্কের হাতে এবং সকল ব্যাঙ্কগুলির হাতে সর্বমোট যে নগদ অর্থ থাকে তাহা অপেক্ষা উহার ও উহাদের নিকট মোট আমানত জমার পরিমাণ (চেক কাটিয়া টাকা তুলিবার উপযোগী চলতি আমানত) অনেক বেশি দেখা যায়। ইহাই ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা ঋণ সৃষ্টির বাস্তব প্রমাণ। ব্যাঙ্কগুলি কিভাবে এই ঋণ (বা আমানত) সৃষ্টি করে, ব্যাঙ্কঋণ সৃষ্টির এই প্রক্রিয়াটি কি, তাহা আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

25. Current Account Deposits or Demand Deposits.
26. Chequing Deposits.
27. Fixed Account Deposits or Time Deposits.

আলোচনাটি বুঝিবার জন্য তিনটি বিষয় লক্ষ্য করা আবশ্যক। একটি হইল যে, ব্যাঙ্ক-গুলির উদ্দেশ্য হইল মুনাফা উপার্জন এবং ইহার প্রধান উপায় হইতেছে ঋণ দিয়া সুদ উপার্জন করা কিংবা সুদ-উপার্জনকারী কোন উৎকৃষ্ট লগ্নীপত্রে (সরকারী ঋণপত্র কিংবা প্রথম শ্রেণীর কোন কোম্পানীর ডিবেঞ্চার অর্থাৎ ঋণপত্র) অর্থ লগ্নী করা। কিন্তু তাহা করিতে গিয়া ব্যাঙ্কগুলি উহাদের আমানতরূপে প্রাপ্ত যাবতীয় অর্থ ব্যবহার করিতে পারে না; প্রতিদিন চেক কাটিয়া আমানতকারীরা যে টাকা তুলিবে উহার জন্য প্রাপ্ত আমানতী অর্থের একাংশ সর্বদাই নগদ তহবিল রূপে ব্যাঙ্কগুলিকে হাতে রাখিতে হয়। মোট আমানত এবং এইরূপ নগদ তহবিলের অনুপাতটিকে বলা হয় **নগদ সংরক্ষিত অনুপাত**[২৮] (যথা প্রতি ১০০ টাকার আমানত-জমার জন্য ব্যাঙ্কগুলি যদি নগদ ১০ টাকা করিয়া হাতে রাখে, তবে নগদ সংরক্ষিত অনুপাতটি হইবে ১০%)। উহাদের হাতে নগদ সংরক্ষিত অনুপাতের অতিরিক্ত অর্থ থাকিলে তাহা হইতেই উহারা ঋণ দেয়। প্রত্যহ ব্যাঙ্কে যে আমানত জমা পড়ে এবং চেক কাটিয়া আমানতকারীরা যে পরিমাণ অর্থ তুলিয়া লয় উহারা সমপরিমাণ নয় বলিয়া এই নগদ সংরক্ষিত তহবিল হাতে রাখিবার প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, ঋণগ্রহীতারা ঋণ লইতে গিয়া ঋণের বেশি কিংবা অন্ততঃ সমমূল্যের কোন **মূল্যবান সামগ্রী** (যেমন সোনা, রূপা, লগ্নীপত্র, সম্পূর্ণ তৈয়ারী বা অর্ধপ্রস্তুত দ্রব্যাদি, কাঁচামাল, জমি, বাড়ী ইত্যাদি নানারূপ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি) ব্যাঙ্কের নিকট **জামিন** রূপে গচ্ছিত রাখে। তৃতীয়তঃ, কোন আমানতকারী যখন ব্যাঙ্কের নিকট নগদ অর্থ জমা দিয়া আমানতী হিসাব (চল্‌তি আমানত) খোলে, তখন ঐ আমানতকে **প্রাথমিক আমানত**[২৯] বলা যায়। প্রাথমিক আমানত সৃষ্টিতে ব্যাঙ্কের কোন হাত নাই, সক্রিয় ভূমিকা নাই, উহা সম্পূর্ণরূপে আমানতকারীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। প্রাথমিক আমানত বৃদ্ধিতে, ব্যাঙ্ক-অর্থ বা ব্যাঙ্কঋণ বা সংক্ষেপে, অর্থের যোগান, বাড়ে না। কিন্তু ব্যাঙ্কে আরেক প্রকারের আমানতও সৃষ্টি হয়। ব্যাঙ্ক যখন কাহাকেও ঋণ দেয়, তখনও ঋণগ্রহীতার নামে আমানতী হিসাব খুলিয়া উহাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ (যাহা আসলে ব্যাঙ্ক ঋণরূপে প্রদান করিতে রাজী হইয়াছে) জমা দেখান হয়। ইহাও আমানতী জমা এবং এই আমানতী জমাকে **উদ্ভূত আমানতী জমা**[৩০] বলা যায়। ইহা ঋণদাতারূপে ব্যাঙ্কের সক্রিয় ভূমিকার ফল। এই প্রকার উদ্ভূত আমানতী জমা সৃষ্টির মধ্য দিয়াই ব্যাঙ্কগুলি ব্যাঙ্কঋণ বা আমানতী অর্থ বা ব্যাঙ্ক-অর্থ সৃষ্টি করে।

ব্যাঙ্কঋণ বা আমানতের সম্প্রসারণ (সৃষ্টি)[৩১]

ধরা যাক্, 'ক' ব্যাঙ্কে কোন আমানতকারী নগদ ১০০ টাকা জমা দিয়া একটি চল্‌তি আমানতী হিসাব খুলিল। ইহাতে 'ক' ব্যাঙ্কের সম্পত্তি জন্মিল নগদ ১০০ টাকা (কাগজের নোটে ও ধাতুমুদ্রায়) এবং আমানত-জমা বাবদ আমানতকারীর নিকট উহার দেনা বা দায় জন্মিল ১০০ টাকা। এই আমানত জমাটি হইল প্রাথমিক জমা। সুতরাং এই লেনদেনের ফলে 'ক' ব্যাঙ্কের দায় ও সম্পত্তির হিসাবটি নিম্নরূপ দাঁড়াইলঃ

(৯·১নং সারণী) 'ক' ব্যাঙ্ক

দায়	সম্পত্তি
প্রাথমিক ত জমা+১০০ টাকা	নগদ অর্থ+১০০ টাকা

আমরা যদি ধরিয়া লই যে সকল ব্যাঙ্কই উহাদের মোট আমানত-জমার ২০ শতাংশ নগদ সংরক্ষিত তহবিল-রূপে হাতে রাখে, তাহা হইলে এখন দেখা যাইতেছে যে সুদ উপার্জনের জন্য 'ক' ব্যাঙ্ক স্বচ্ছন্দে নগদ ১০০ টাকা হইতে ২০ টাকা হাতে রাখিয়া বাকি ৮০ টাকা ঋণ দিতে পারে। ধরা যাক্, 'ক' ব্যাঙ্ক তাহাই করিল। তাহা হইলে ঐ ঋণ দেওয়াতে

28. Cash reserve ratio.
29. Primary Deposit.
30. Derivative Deposit.
31. Deposit expansion or creation.

এবার 'ক' ব্যাঙ্কের কাছে ঋণগ্রহীতা ৮০ টাকা মূল্যের কোন মূল্যবান দ্রব্য বা শেয়ার, সরকারী ঋণপত্র অথবা প্রমিসরি নোট জামিনস্বরূপ গচ্ছিত রাখিবে এবং 'ক' ব্যাঙ্কের খাতায় ঋণগ্রহীতার নামে ৮০ টাকার একটি আমানতী জমা দেখান হইবে। ইহাতে, এই ঋণ দিতে গিয়া 'ক' ব্যাঙ্কের দায় ও সম্পত্তির হিসাবটি এইরূপ (৯·২নং সারণী) হইবে।

(৯·২নং সারণী) 'ক' ব্যাঙ্ক

দায়	সম্পত্তি
ঋণগ্রহীতার নামে আমানতী জমা (উদ্ভূত আমানতী জমা)+৮০ টাকা	জামিন স্বরূপ সম্পত্তি+৮০ টাকা

এবার প্রাথমিক জমা ও ঋণ-দানের ফলে উদ্ভূত জমা, এই দু'টির দরুন 'ক' ব্যাঙ্কের দায় ও সম্পত্তির মোট হিসাবটি নিম্নরূপ দাঁড়াইবেঃ

(৯·৩নং সারণী) 'ক' ব্যাঙ্ক

দায়		সম্পত্তি	
প্রাথমিক জমা	+১০০ টাকা	নগদ অর্থ	+১০০ টাকা
উদ্ভূত জমা	+ ৮০ ,,	জামিন স্বরূপ সম্পত্তি	+ ৮০ ,,
	+১৮০ ,,		+১৮০ ,,

অবশ্য ঋণগ্রহীতা তাহার আমানতী হিসাব হইতে চেক কাটিয়া ঋণের সমস্ত টাকাটাই (৮০ টাকা) হয়ত তুলিয়া লইবে। কারণ টাকার দরকার না থাকিলে সে তো ঋণ লইতই না। এবং তখন 'ক' ব্যাঙ্কের নিকট উদ্ভূত আমানতী জমা (৮০ টাকা) নিঃশেষিত হইবে এবং নগদ অর্থ ২০ টাকা (=১০০ টাকা—৮০ টাকা) থাকিবে এবং তৎসহ থাকিবে জামিন স্বরূপ ৮০ টাকার সম্পত্তি এবং দায় থাকিবে প্রাথমিক জমার পরিমাণ ১০০ টাকা। এবং তখন ব্যাঙ্কের দায় ও সম্পত্তির হিসাবটি হইবে নিম্নরূপ ঃ

(৯·৪নং সারণী) 'ক' ব্যাঙ্ক

দায়		সম্পত্তি	
প্রাথমিক আমানত	+১০০ টাকা	নগদ অর্থ	+ ২০ টাকা
		জামিন সম্পত্তি	+ ৮০ ,,
	+১০০ ,,		+১০০ ,,

ইহা হইতে দেখা গেল যে, 'ক' ব্যাঙ্কটি ঋণ দিতে গিয়া অতিরিক্ত আমানত-জমা সৃষ্টি করিয়াছিল। উহার নিকট নগদ অর্থ ছিল ১০০ টাকা, কিন্তু মোট আমানত ছিল ১৮০ টাকা। উহা যে অতিরিক্ত ৮০ টাকার আমানত সৃষ্টি করিয়াছে তাহা হইল উহার হাতে নগদ সংরক্ষিত তহবিল শতকরা ২০ টাকার অতিরিক্ত অর্থের সমান। অর্থাৎ উহার হাতে প্রাথমিক আমানত জমা বাবদ যে ১০০ টাকা নগদ আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে, ঐ প্রাথমিক আমানত ১০০ টাকার জন্য ২০ টাকার নগদ সংরক্ষিত তহবিল রাখিলেই চলে, বাকি ৮০ টাকা হাতে রাখিবার প্রয়োজন নাই। তাই 'ক' ব্যাঙ্ক বাকি ৮০ টাকা ঋণ দিয়া ঐ পরিমাণ উদ্ভূত আমানত সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে। সুতরাং **প্রত্যেক ব্যাঙ্কই উহার নগদ সংরক্ষিত তহবিলের অতিরিক্ত যে অর্থ থাকে সেই পরিমাণে ঋণ দিতে এবং উহার দ্বারা উদ্ভূত আমানত সৃষ্টি করিতে (সে পর্যন্ত উহার মোট আমানত বাড়াইতে) পারে।**

কিন্তু আমানত বা ব্যাঙ্কঋণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি একটি ব্যাঙ্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এক ব্যাঙ্ক হইতে উহা অন্যান্য ব্যাঙ্কে প্রসারিত হয়। কারণ 'ক' ব্যাঙ্ক হইতে যে ঋণগ্রহীতা ৮০ টাকা ঋণ লইয়া ব্যয় করিয়াছে তাহা অপর কোন না কোন ব্যাঙ্কে অপর কাহারও আমানত রূপে জমা পড়িবে এবং উহা তখন ঐ ব্যাঙ্কটির প্রাথমিক আমানতরূপে দেখা দিবে। ঐ ব্যাঙ্কটি আবার ঐ প্রাথমিক আমানতরূপে লব্ধ অর্থের উপর ভিত্তি করিয়া পুনরায় উহার নিকট নগদ সংরক্ষিত তহবিলের অতিরিক্ত অর্থ ঋণ

দিবে ও সে পরিমাণ উদ্ভূত আমানত সৃষ্টি করিবে। ধরা যাক্, 'ক' ব্যাঙ্ক হইতে ঋণগ্রহীতা ৮০ টাকা তুলিয়া লইয়া ব্যয় করাতে 'খ' ব্যাঙ্কে তাহা প্রাথমিক আমানতরূপে দেখা দিল। তাহাতে 'খ' ব্যাঙ্কের দায় ও সম্পত্তির হিসাবটি নিম্নরূপ হইল ঃ

(৯·৫নং সারণী) 'খ' ব্যাঙ্ক

দায়	সম্পত্তি
প্রাথমিক আমানত +৮০ টাকা	নগদ অর্থ +৮০ টাকা

এবার 'খ' ব্যাঙ্ক ঐ ৮০ টাকার মধ্যে ২০ শতাংশ হিসাবে ১৬ টাকা সংরক্ষিত তহবিলরূপে রাখিয়া বাকি ৬৪ টাকা ঋণ দিয়া ঐ পরিমাণ উদ্ভূত আমানত সৃষ্টি করিল; ফলে 'খ' ব্যাঙ্কের দায় ও সম্পত্তির হিসাবটি নিম্নরূপ হইল ঃ

(৯·৬নং সারণী) 'খ' ব্যাঙ্ক

দায়		সম্পত্তি	
প্রাথমিক আমানত	+ ৮০ টাকা	নগদ অর্থ	+ ৮০ টাকা
উদ্ভূত আমানত	+ ৬৪ „	জামিন সম্পত্তি	+ ৬৪ „
	+১৪৪ „		+১৪৪ „

ঋণগ্রহীতা 'খ' ব্যাঙ্ক হইতে ঋণের ৬৪ টাকা যদি তুলিয়া লয় তবে 'খ' ব্যাঙ্কের প্রাথমিক আমানত ৮০ টাকা থাকিবে কিন্তু উদ্ভূত আমানতটি লুপ্ত হইবে। অপর দিকে সম্পত্তির মধ্যে নগদ অর্থ কমিয়া ১৬ টাকা রহিবে আর থাকিবে জামিন সম্পত্তি ৬৪ টাকা। উভয় দিক পরস্পরের সমান।

(৯·৭নং সারণী) 'খ' ব্যাঙ্ক

দায়		সম্পত্তি	
প্রাথমিক আমানত	+৮০ টাকা	নগদ অর্থ	+১৬ টাকা
		জামিন সম্পত্তি	+৬৪ „
	+৮০ „		+৮০ „

ঋণ বা আমানত সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি কিন্তু চলিতেই থাকিবে। 'খ' ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ লইয়া ঋণগ্রহীতা ৬৪ টাকা তুলিয়া যে খরচ করিবে তাহা আবার হয়ত 'গ' ব্যাঙ্কে জমা পড়িবে। 'গ' ব্যাঙ্ক উহার ফলে প্রথমে ৬৪ টাকার প্রাথমিক আমানত লাভ করিবে এবং ৬৪ টাকার ২০ শতাংশ (অর্থাৎ ১২·৮০ টাকা) নগদ সংরক্ষিত তহবিলরূপে ঐ ৬৪ টাকার প্রাথমিক আমানতের জন্য রাখিয়া বাকি ৫১·২০ টাকা ঋণ দিবে। উহা আবার হয়ত 'ঘ' ব্যাঙ্কে জমা পড়িয়া অনুরূপ প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটাইবে। সমগ্র প্রক্রিয়াটির মোট ফলাফল নিচে ৯·৮নং সারণীতে দেখান গেল ঃ

(৯·৮নং সারণী) সকল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক কর্তৃক মোট ঋণসৃষ্টি

ব্যাঙ্ক	প্রাথমিক আমানত	প্রয়োজনীয় নগদ সংরক্ষিত তহবিল•	অতিরিক্ত অর্থ বা উদ্ভূত আমানত
'ক' ব্যাঙ্ক	১০০ টাকা	২০ টাকা	৮০ টাকা
'খ' „	৮০ „	১৬ „	৬৪ „
'গ' „	৬৪ „	১২·৮০ „	৫১·২০ „
'ঘ' „	৫১·২০ „	১০·২৪ „	৪০·৯৬ „
'ঙ' „	৪০·৯৬ „	৮·১৯ „	৩২·৭৭ „
... „	... „	... „	... „
... „	... „	... „	... „
সকল ব্যাঙ্ক	৫০০ „	১০০ „	৪০০ „

ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে,—১. প্রত্যেক ব্যাঙ্কের আমানত দুই প্রকারের, যথা প্রাথমিক ও উদ্ভূত আমানত। ২. প্রত্যেক ব্যাঙ্কের হাতে নির্দিষ্ট নগদ সংরক্ষিত অনুপাত অনুসারে যে পরিমাণ নগদ সংরক্ষিত তহবিল রাখা আবশ্যক, উহার অতিরিক্ত অর্থ হইতে ঋণ দিতে গিয়া ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের নিকট উদ্ভূত আমানত সৃষ্টি করে। ৩. ঋণগ্রহণকারী তাহার ঋণের সমস্ত টাকা তুলিয়া লইলে ঐ উদ্ভূত আমানতটি লুপ্ত হয় কিন্তু ঐ অর্থ আবার অপর কোন না কোন এক বা একাধিক ব্যাঙ্কে ঐ পরিমাণ প্রাথমিক আমানত সৃষ্টি করে। ৪. প্রতিবারই নির্দিষ্ট অনুপাতে সংরক্ষিত তহবিল বজায় রাখিতে গিয়া প্রত্যেক ব্যাঙ্কই যে পরিমাণ নগদ অর্থ আমানত জমারূপে লাভ করে, উহা অপেক্ষা অল্প পরিমাণ অর্থ ঋণ দেয়। ইহাতে পরবর্তী ব্যাঙ্কগুলিতে ক্রমে ক্রমে প্রাথমিক আমানতের পরিমাণ কমিতে থাকে। ৫. কোন নির্দিষ্ট আদি প্রাথমিক আমানত দ্বারা কি পরিমাণ মোট আমানত সৃষ্ট হইবে তাহা নির্ভর করে আদি প্রাথমিক আমানতের পরিমাণ ও নগদ সংরক্ষিত অনুপাতের উপর। নগদ সংরক্ষিত অনুপাত যদি ২০ শতাংশ হয় তবে মোট আমানত আদি প্রাথমিক আমানতের ৫ গুণ, সংরক্ষিত অনুপাত যদি ২৫ শতাংশ হয় তবে মোট আমানত ৪ গুণ কিংবা উহা যদি ১০ শতাংশ হয় তবে মোট আমানত ১০ গুণ পর্যন্ত বাড়িতে পারে। আমাদের দৃষ্টান্তে ২০ শতাংশ সংরক্ষিত অনুপাত ও আদি প্রাথমিক অনুপাত ১০০ টাকা ধরিয়াছি বলিয়া ৯·৮নং সারণীতে সকল ব্যাঙ্ক কর্তৃক মোট আমানত ৫০০ টাকা পর্যন্ত সৃষ্ট হইবে বলিয়া দেখান হইয়াছে (অর্থাৎ আদি প্রাথমিক আমানতের পাঁচ গুণ)।

$$\text{অর্থাৎ,}\quad \text{মোট আমানত-সৃষ্টি} = \frac{\text{আদি প্রাথমিক জমা}}{\text{নগদ সংরক্ষিত অনুপাত}}\left[=\frac{১০০}{২০\%}=৫০০\right]$$

[$TD = PD \times \frac{1}{r}$; TD মোট আমানতের সম্প্রসারণ, PD প্রাথমিক আমানত, $\frac{1}{r}$ নগদ সংরক্ষিত তহবিলের অনুপাত।]

ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক আমানত-সৃষ্টির সীমা[32]ঃ ব্যাঙ্কগুলির আমানত-সৃষ্টির ক্ষমতা অসীম নহে। উহা নিম্নোক্ত বিষয়গুলির দ্বারা সীমায়িতঃ

১. **ব্যাঙ্কগুলির হাতে মোট নগদ অর্থের পরিমাণ**—ব্যাঙ্কগুলি কতটা পরিমাণে ঋণ সৃষ্টি করিতে পারিবে তাহা প্রথমত নির্ভর করে উহাদের হাতে কি পরিমাণে নগদ অর্থ বা নগদ তহবিল আছে তাহার উপর। ইহার পরিমাণ যত বেশি হইবে উহাদের ঋণ-সৃষ্টির ক্ষমতাও তত বেশি হইবে।

২. **নগদ সংরক্ষিত অনুপাত**—ব্যাঙ্কগুলির ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতা দ্বিতীয় যে বিষয়টির দ্বারা নির্ধারিত তাহা হইল মোট আমানত ও নগদ সংরক্ষিত তহবিলের অনুপাত। এই অনুপাতটি যত কম হইবে, ব্যাঙ্কগুলির ঋণসৃষ্টির ক্ষমতা তত বেশি হইবে এবং অনুপাতটি যত বেশি হইবে উহাদের ঋণসৃষ্টির ক্ষমতা তত কম হইবে (অনুপাতটি ১০ শতাংশ হইলে ঋণের সম্প্রসারণ ঘটিবে ১০ গুণ আর অনুপাতটি ২০ শতাংশ হইলে ঋণের সম্প্রসারণ ঘটিবে ৫ গুণ)।

৩. **নগদ তহবিল হাতে ধরিয়া রাখিবার জন্য জনসাধারণের ইচ্ছা**—জনসাধারণের যদি নগদ পছন্দ বাড়ে তবে তাহারা হাতে নগদ অর্থ বেশি রাখিলে (সরকারী নোট ও ধাতুমুদ্রা) ব্যাঙ্কগুলির নিকট নগদ অর্থে আমানতী জমা কম পড়িবে ও তখন ব্যাঙ্ক-গুলির ঋণসৃষ্টির ক্ষমতা অল্প হইবে। আর জনসাধারণের যদি হাতে সরকারী নগদ অর্থ ধরিয়া রাখিবার ইচ্ছা কম হয় তবে ব্যাঙ্কগুলির নিকট আমানতী জমা বেশি পড়িবে ও উহাদের ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতা বাড়িবে।

32. Limitations of Banks' power to create credit.

৪. **দেশে কারবারী-অর্থনীতিক পরিস্থিতি**—ব্যাংকগুলির ঋণসৃষ্টির ক্ষমতা কিন্তু দেশের কারবারী অর্থনীতিক পরিস্থিতির উপরও নির্ভর করে। চড়তির বাজারে সহজেই ব্যাংকগুলি ঋণ সৃষ্টি করিতে পারে। কিন্তু মন্দার বাজারে ঋণগ্রহীতাগণ ঋণগ্রহণে অনুৎসুক হওয়ায় ব্যাংকগুলি চেষ্টা করিলেও ইচ্ছামত ঋণ সৃষ্টি করিতে পারে না।

৫. **সম্ভাব্য ও প্রকৃত ঋণসৃষ্টির ব্যবধান**—নগদ সংরক্ষিত তহবিলের অতিরিক্ত যে পরিমাণ অর্থ হাতে থাকে প্রত্যেকটি ব্যাংক সে পরিমাণ ঋণ বা উদ্ভূত আমানত সৃষ্টিতে সক্ষম। কিন্তু উহা কেবল ঋণসৃষ্টির সম্ভাব্য পরিমাণ, প্রকৃতপক্ষে ঐ পরিমাণ অতিরিক্ত আমানত-জমা-সৃষ্টি ৩টি কারণে না হইবার সম্ভাবনা থাকে। একটি হইল ব্যাংকটির নিকট ঐ পরিমাণ ঋণের আবেদনকারী না-ও আসিতে পারে। দ্বিতীয়ত, ঋণপ্রার্থীরা যদি উপযুক্ত সম্পত্তি জামিনরূপে গচ্ছিত না রাখিতে পারে, উহারা যেরূপ সম্পত্তি জামিনরূপে গচ্ছিত রাখিতে ইচ্ছুক তাহা যদি ব্যাংকগুলির নিকট গ্রহণযোগ্য না হয় তবে সে পরিমাণ ঋণ সৃষ্টি হইবে না। তৃতীয়ত, ঋণগ্রহীতারা এক ব্যাংক হইতে যে পরিমাণ অর্থ ঋণরূপে তুলিয়া নেয় উহার সবটাই অন্যান্য ব্যাংকে আমানতরূপে জমা না-ও পড়িতে পারে এবং উহার সম্ভাবনাই অধিক।

৬. **কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক নীতি**—সবশেষে ব্যাংকগুলির ঋণসৃষ্টির ক্ষমতা বিশেষভাবেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক নীতির উপর নির্ভর করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক উহার ঋণসংক্রান্ত নীতির দ্বারা ব্যাংকগুলির ঋণসৃষ্টির ক্ষমতা বাড়াইতে ও কমাইতে পারে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী
FUNCTIONS OF A COMMERCIAL BANK

বাণিজ্যিক ব্যাংক কাহাকে বলে: অধ্যাপক হ্যাম[৩৩]-এর ভাষায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি হইল এরূপ প্রতিষ্ঠান যাহারা নিজস্ব তহবিল হইতে কিংবা ঋণ করিয়া সংগৃহীত অর্থ হইতে কিংবা অর্থ সৃষ্টি করিয়া উহা হইতে, অপরকে ঋণ দেয়। অন্যান্য ঋণদানকারি প্রতিষ্ঠান হইতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের পার্থক্য এই যে, অন্যান্য ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি অর্থ সৃষ্টি করিতে পারে না কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি তাহা পারে। ব্যাংকগুলি উহাদের গ্রাহকগণের[৩৪] চল্‌তি আমানত (যাহা হইতে যে কোন সময় চেক কাটিয়া টাকা তোলা যায়) ধারণ করে। চেক দ্বারা হস্তান্তরযোগ্য এই চল্‌তি আমানত অর্থ বলিয়া গণ্য হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি উহাদের গ্রাহকগণের অথবা উহাদের নিকট লগ্নীপত্র বিক্রয়কারিগণের অনুকূলে নিজেদের দায় সৃষ্টি করিয়া (উদ্ভূত আমানত জমা) এই অর্থ (আমানতী অর্থ) সৃষ্টি করিয়া থাকে।

অর্থসৃষ্টিতে সক্ষম বলিয়া বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি দেশের আর্থিক ব্যবস্থায়[৩৫] অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উহারা উহাদের শেয়ারহোল্ডারগণের মুনাফা উপার্জনের জন্য এই ঋণের ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকে, কিন্তু তাহার ফলে উহারা একদিকে আর্থিক কর্তৃপক্ষ[৩৬] ও অন্যদিকে জনসাধারণের মধ্যে যোগসূত্ররূপে কাজ করে।

কার্যাবলী: বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ দুইটি: (ক) **জনসাধারণের নিকট হইতে** অর্থাৎ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান হইতে উহা **আমানত জমা গ্রহণ** ও উহা **ধারণ** করে। আমানত জমা গ্রহণের দ্বারা ব্যাংক ঋণগ্রহীতা ও আমানতকারী ঋণদাতার পরিণত হয় এবং ব্যাংকের উপর আমানতকারীর দাবি ও আমানতকারীর নিকট ব্যাংকের দায় জন্মায়। ব্যাংক থাকায় সঞ্চয়কারীরা তাহাদের আর্থিক সঞ্চয় নিরাপদে রাখিবার ও স্বচ্ছন্দে হস্তান্তরের (চেক দ্বারা) সুবিধা ভোগ করে। আমানত-জমা নানা প্রকারের হইতে পারে, যথা, চল্‌তি আমানত জমা, স্থির বা মেয়াদী আমানত জমা ও সঞ্চয়ী আমানত-জমা[৩৭]। ইহাদের মধ্যে

33. G. N. Halm. 34. Customers. 35. Monetary System.
36. Monetary authority. 37. Savings Deposit.

চলতি আমানত-জমার পরিমাণই অপেক্ষাকৃত বেশি। চলতি আমানত-জমাকেই সাধারণ আমানতী অর্থ বা ব্যাঙ্ক-অর্থ বা ব্যাঙ্কঋণ বলিয়া উল্লেখ করা হয়। উহা দুই প্রকারের যথা, প্রাথমিক আমানত ও উদ্ভূত আমানত[৩৮]। প্রকৃতপক্ষে এই উদ্ভূত আমানতই ব্যাঙ্ক-ঋণ বা ব্যাঙ্ক-অর্থ। আধুনিক সমাজে প্রচলিত অর্থের সবিশেষ অংশই হইল এই ব্যাঙ্ক-ঋণ বা ব্যাঙ্ক-অর্থ।

ব্যাঙ্কগুলি সচরাচর চলতি আমানতের উপর কোন সুদ দেয় না, কিন্তু সঞ্চয়ী আমানত ও মেয়াদী আমানতের উপর সুদ দেয় এবং সঞ্চয়ী আমানত অপেক্ষা মেয়াদী আমানতের উপর প্রদেয় সুদের হার বেশি হয়।

(খ) ব্যাঙ্কের দ্বিতীয় প্রধান কাজ হইল ঋণ দেওয়া। জনসাধারণের নিকট হইতে আমানতরূপে প্রাপ্ত অর্থ হইতে ব্যাঙ্কগুলি প্রধানত নানা প্রকার ব্যবসায়ী, কারবারী ও উৎপাদকগণকে ঋণ দেয় ও উহা হইতে সুদরূপে আয় উপার্জন করে। উহারা ঋণগ্রহীতা-গণের নিকট হইতে যে সুদ পায় এবং আমানতকারিগণকে যে সুদ দেয়, এই দুয়ের পার্থক্যই উহাদের আয়। ব্যাঙ্কগুলি সাধারণত মূল্যবান সম্পত্তির জামিনে ঋণ দেয়। সুতরাং উহারা **অ-নগদ সম্পত্তিকে**[৩৯] **নগদ-সম্পত্তিতে**[৪০] (অর্থাৎ নগদ অর্থে) পরিণত করে, একথা বলা যায়। এইভাবে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সমাজের সঞ্চয় সংগ্রহ করিয়া উহা হইতে ঋণ দিয়া ব্যবসাবাণিজ্য ও উৎপাদনধারাকে অব্যাহত রাখিতে সাহায্য করে। ব্যাঙ্কগুলি সচরাচর যে আমানত গ্রহণ করে তাহার অধিকাংশ যেমন স্বল্পমেয়াদী (চলতি আমানত), সেরূপ উহারা যে ঋণ দেয় তাহাও স্বল্পমেয়াদী ঋণ। স্বল্পমেয়াদী ঋণের কারবারী হিসাবে উহারা টাকার বাজারের প্রধান সদস্য। বাণিজ্যিক হুণ্ডি বাট্টা করিয়া (অর্থাৎ কিনিয়া), আমানতী হিসাব হইতে জমার অধিক অর্থ তুলিতে দিয়া ও সরাসরি ঋণ মঞ্জুর করিয়া, ইত্যাদি নানাভাবে ব্যাঙ্কগুলি ঋণ দিয়া থাকে।

(গ) **বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের অন্যান্য কার্যাবলীর** মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে, চেক ও ব্যাঙ্কড্রাফ্‌ট বা ব্যাঙ্কের হুণ্ডির সাহায্যে একের নিকট হইতে অপরের নিকট ও একস্থান হইতে অন্যত্র অর্থের হস্তান্তর ও স্থানান্তর করা, অলঙ্কার ও দলিলপত্রাদি মূল্যবান সামগ্রী নিরাপদে গচ্ছিত রাখিবার ব্যবস্থা করা, গ্রাহকের নির্দেশমত তাহার দেনা পরিশোধ করা ও পাওনা আদায় করা, অছি ও ব্যবস্থাপক হিসাবে কাজ করা[৪১] ইত্যাদি। ইহাদের ব্যাঙ্কের গৌণ কার্যাবলীরূপে গণ্য করা হয়। গ্রাহকগণের সুবিধার জন্যই ব্যাঙ্ক এই সকল কাজের ভার লইয়া থাকে।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কারবারী নীতিসমূহ
PRINCIPLES OF COMMERCIAL BANKING

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক স্বল্পমেয়াদী ঋণ বা অর্থের কারবারী। উহা তিনটি সূত্র হইতে অর্থ সংগ্রহ করে, যথা,—(ক) পুঁজি, (খ) অতীত মুনাফা হইতে সঞ্চিত 'সংরক্ষিত তহবিল'[৪২], এবং (গ) আমানত[৪৩]। প্রথম দুইটি হইল শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট ব্যাঙ্কের দায় এবং তৃতীয়টি হইল আমানতকারিগণের নিকট ব্যাঙ্কের দায়। কিন্তু এই তিনটিই উহার সম্পত্তিও বটে, কারণ ঐগুলি হইতে ঋণ দিয়া অর্থাৎ লগ্নী করিয়া, উহা সুদ-রূপে আয় উপার্জন করিতে পারে।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক উহার কারবারে তিনটি মূল নীতির দ্বারা চালিত হয়। যথা,—
১. আয় বা মুনাফা উপার্জনের সম্ভাবনা[৪৪]; ২. লগ্নীগুলির যথাসম্ভব শীঘ্র ও সহজে নগদ অর্থে রূপান্তর-যোগ্যতা বা তারল্য[৪৫]; এবং ৩. নিরাপত্তা[৪৬]।

38. Derivative or Secondary Deposits. 39. Non-liquid Assets.
40. Liquid Assets. 41. Acting as Trustees and Executors.
42. Reserve Fund. 43. Deposits. 44. Profitability.
45. Liquidity. 46. Safety.

১. **আয় বা মুনাফা উপার্জনের সম্ভাবনা**—বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কার্যাবলীর একমাত্র উদ্দেশ্য সর্বাধিক মুনাফা উপার্জন। সুতরাং এই উদ্দেশ্যে উহার নিকট যে রূপ লগ্নীতে সর্বাধিক সুদ বা আয় লাভ ঘটে তাহাই সর্বাধিক আকর্ষণীয় এবং সে কারণে, ঐ রূপ লগ্নীতে উহার সর্বাধিক আর্থিক সম্বল নিয়োগের প্রয়োজন হয়। সাধারণত এইরূপ লগ্নী অপেক্ষাকৃত দীর্ঘমেয়াদী হয় ও উহা সহজে নগদ অর্থে রূপান্তরযোগ্য হয় না (যথা, দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান ও অস্থাবর সম্পত্তির জামিনে ঋণদান প্রভৃতি)।

২. **লগ্নীগুলির যথাসম্ভব শীঘ্র ও সহজে এবং বিনা লোকসানে নগদ অর্থে রূপান্তর-যোগ্যতা বা তারল্য**—কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের অধিকাংশ আমানত-ই চলতি আমানত। সুতরাং যে কোন সময় আমানতকারী তাহার অধিকাংশ বা এমন কি সমস্তটাই তুলিতে মনস্থ করিতে পারে। সেজন্য ব্যাঙ্কের প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। এই কারণে উহার আর্থিক সম্বল এরূপভাবে লগ্নী করা উচিত যাহাতে অতি অল্প সময়ে তাহা ফেরত পাওয়া যায় এবং যে সকল সম্পত্তির জামিনে ঋণ দেওয়া হইবে, খাতক ঋণ-পরিশোধে অক্ষম হইলে যেন উহা অবিলম্বে বিক্রয় করিয়া তাহা নগদ অর্থে পরিণত করা যায় কিংবা যে সকল ঋণপত্রে অর্থ লগ্নী করা হইবে তাহা প্রয়োজনে বিনা লোকসানে অবিলম্বে বিক্রয় করিয়া সমস্ত অর্থ ফেরত পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রকার লগ্নীর সুদ বা আয় কম হয়। অতএব মুনাফা উপার্জনের উদ্দেশ্য এবং নগদ অর্থে রূপান্তরযোগ্যতা বা লগ্নীর তারল্য, এই দুইটির মধ্যে এক বিরোধ আছে। যে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এই দুই পরস্পরবিরোধী উদ্দেশ্যের মধ্যে যত সন্তোষজনক সামঞ্জস্য ঘটাইতে পারে উহা তত সুদক্ষ ও সুপরিচালক বলিয়া গণ্য হয়। তারল্যের দিক হইতে নগদ তহবিলের আধিক্য, বাণিজ্যিক হুণ্ডি বাট্টা করা, স্বল্প-মেয়াদী ট্রেজারী বিলে লগ্নী করা অধিক বাঞ্ছনীয়, কিন্তু উহাতে আয় হয় অতি সামান্য।

৩. **নিরাপত্তা**—নিরাপত্তার দিক হইতে ব্যাঙ্কের মোট ঋণ বা লগ্নীকৃত অর্থ যত বেশি ঋণগ্রহীতার মধ্যে ও যত অধিক প্রকার লগ্নীপত্রে উহা বন্টন করিয়া দেওয়া যায় ততই মঙ্গল। কারণ মুষ্টিমেয় ঋণগ্রহীতাকে সকল ঋণ দিয়া দিলে উহাদের কেহ ঋণ-পরিশোধে অসমর্থ হইলে যে লোকসান হইবে, বহু ঋণগ্রহীতাকে অল্প অল্প পরিমাণে ঋণ দিলে, উহাদের কেহ ঋণশোধে অক্ষম হইলে ততটা লোকসান হইবে না। একই কারণে, মুষ্টিমেয় শ্রেণীর ঋণপত্রে অধিক অর্থ লগ্নী করা অপেক্ষা নানা শ্রেণীর লগ্নীপত্রে অল্প অল্প পরিমাণে অর্থ খাটান শ্রেয়।

ব্যাঙ্কের কারবারের এই মূল নীতিগুলি উহার দায় ও সম্পত্তির বিবরণ বা ব্যালান্স-শীটে প্রতিফলিত হয়। ৯·৯নং সারণীতে ইহা দেখান হইয়াছে। দায়ের দিকে রহিয়াছে যথাক্রমে পুঁজি, সংরক্ষিত তহবিল ও আমানত। সম্পত্তির দিকে রহিয়াছে প্রথমেই নগদ তহবিল ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট জমা। এই দুইটিকে ব্যাঙ্কের নগদ টাকা ধরা যায়। ইহার তারল্য সর্বাধিক কিন্তু মুনাফাযোগ্যতা মোটেই নাই। উহাদের পরে রহিয়াছে যে কোন সময় ফেরতযোগ্য ঋণ[47]। ইহার উপর আয় অতি সামান্য।

ব্যাঙ্ক ব্যালান্সশীট (৯·৯নং সারণী)

দায়	সম্পত্তি
পুঁজি	নগদ তহবিল
সংরক্ষিত তহ	কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট জমা
আমানত	যে কোন সময় ফেরতযোগ্য ঋণ
(ক) চলতি	বাট্টাকৃত বাণিজ্যিক হুণ্ডি
(খ) মেয়াদী	ট্রেজারী বিল
(গ) সঞ্চয়ী	প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম
	বিভিন্ন প্রকার লগ্নীকৃত সম্পত্তি

তৃতীয়ত রহিয়াছে বাট্টাকৃত বাণিজ্যিক হুণ্ডি ও ট্রেজারী বিল। উহাদের বিক্রয়যোগ্যতা

47. Money at call and short notice.

ও নগদ অর্থে রূপান্তরযোগ্যতা সামান্য কম কিন্তু আয় সামান্য বেশি। উহার পর রহিয়াছে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম[৪৮]। ইহার তারল্য আরও কম এবং আয় আরও বেশি। সর্বশেষে রহিয়াছে বিভিন্ন প্রকার লগ্নীকৃত সম্পত্তি[৪৯]। ইহাদের তারল্য সর্বাপেক্ষা কম ও আয় সর্বাধিক। সুতরাং ব্যাঙ্কের সম্পত্তিগুলি ব্যালান্স শীটে এরূপভাবে সাজান থাকে যে, উপর হইতে যতই নিচের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় ততই তারল্য কমিতে থাকে ও মুনাফাযোগ্যতা বাড়িতে থাকে।

48. Loans and Advances.
49. Investments.

১০

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কব্যবস্থা
CENTRAL BANKING

[**আলোচিত বিষয়ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজন কি—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যাবলী—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণ-নিয়ন্ত্রণের বিবিধ পদ্ধতি—পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ—ব্যাঙ্করেট নীতি—খোলাবাজারী লেনদেন-নীতি—পরিবর্তনীয় অনুপাতের নীতি—গুণগত ও বিচারমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ—পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ ও বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণের তুলনা—বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির প্রধান অস্ত্রসমূহ।]

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজন কি?
WHY A CENTRAL BANK?

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কাহাকে বলেঃ বর্তমানে সকল দেশেই একটি করিয়া এরূপ ব্যাঙ্ক আছে যাহা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্ক ও কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক ও নিয়ন্ত্রক, দেশে ধাতু ও কাগজী মুদ্রার একমাত্র প্রচলনকারী এবং সরকারের ব্যাঙ্ক, আর্থিক প্রতিনিধি ও পরামর্শদাতারূপে কাজ করে। এইরূপ ব্যাঙ্ককে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বলে। ইহা দেশে অর্থের যোগান ও উহার মূল্যের মুখ্য নিয়ন্ত্রণকারী আর্থিক কর্তৃপক্ষ এবং দেশের টাকার বাজারের সর্ব প্রধান সদস্য। আধুনিক কালে কি অগ্রসর কি বিকাশমান সকল দেশের পক্ষেই নিম্নোক্ত কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অপরিহার্য বলিয়া গণ্য করা হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কেন প্রয়োজনঃ ১. কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে দেশে **অর্থের মোট যোগান, অর্থের মূল্য ও সুদের হার স্থিতিশীল** রাখা অর্থাৎ **আর্থিক স্থিতি** বজায় রাখা। অর্থের মূল্যের স্থিতি বলিতে শুধু দেশের অভ্যন্তরে অর্থের ক্রয়শক্তি[1] অর্থাৎ দামস্তরের স্থিতিই নহে, অর্থের বহির্মূল্যের বা বিনিময় হারের[2] স্থিতিও বুঝায়। বলা বাহুল্য অর্থের অভ্যন্তরীণ ও বহির্মূল্যের কমবেশি স্থিতি ছাড়া কোন দেশের পক্ষেই অর্থনীতিক অগ্রগতি লাভ করা সম্ভব নহে। কারণ উহার অভাবে কি দেশের অভ্যন্তরে মোট উৎপাদন, আয় ও নিয়োগ, কি দেশের বহির্বাণিজ্য কোন কিছুরই সম্প্রসারণ সহজ-সাধ্য হয় না। ইহা অগ্রসর ও উন্নত দেশগুলির পক্ষে যেমন সত্য তেমনি অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর বিকাশমান দেশগুলির পক্ষেও সত্য।

২. কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের **অর্থের যোগান ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণদানমূলক কার্যকলাপ ও নীতিসমূহ শাসন ও নিয়ন্ত্রণ** করে। ইহা ছাড়া দেশে অর্থের যোগানের ও অর্থের মূল্যের স্থিতি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। ইহা অগ্রসর দেশের পক্ষে যেরূপ প্রয়োজন সেরূপ বিকাশমান দেশগুলির পক্ষেও অত্যাবশ্যক। বরং বিকাশমান দেশগুলিতে অর্থ-নীতিক উন্নয়নকালে এই নিয়ন্ত্রণ ও শাসনের প্রয়োজন আরও বেশি হয়।

৩. কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অপর গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হইতেছে **দেশের অর্থনীতিক বিকাশে ও নানারূপ শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সহায়তা** করা। এজন্য এসকল কার্যে ঋণদান

1. Internal value or purchasing power of money.
2. External value of money or its rate of exchange.

দ্বারা অর্থসংস্থানের ভার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককেই লইতে হয়। কেবল ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশেই যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে এই দায়িত্ব বহন করিবার প্রয়োজন হয় তাহা নহে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংলণ্ডের মত অগ্রসর দেশেও উহার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 'ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড'কে এই দায়িত্ব পালন করিতে হইয়াছিল।

এই উদ্দেশ্যে শিল্পে ও কৃষিতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সংস্থান করিবার জন্য নানারূপ দীর্ঘ ও মাঝারি মেয়াদী ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ও উহাদের আর্থিক সম্বলের সংস্থান করিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন হইতে পারে।

৪. দেশে **ভাল ব্যাঙ্ক, সুসংগঠিত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ও সুসংগঠিত টাকার বাজার** (স্বল্পকালীন ঋণের বাজার) **এবং অন্ততঃ পক্ষে একটি সুসংগঠিত লগ্নীপত্রের** (শেয়ার, ডিবেঞ্চার ও সরকারী ঋণপত্র) **বাজার[3] প্রতিষ্ঠার** জন্যও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজন রহিয়াছে। ইহা বিকাশমান দেশগুলির দিক হইতে অতি গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাপক সেয়ার্সের[4] মতে, এসকল দেশে দেশীয় উদ্যোক্তাগণের নিকট আদর্শ স্থাপনের জন্য, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে উহার কর্মিগণের অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এবং তাহাদিগকে ব্যাঙ্কিং কার্যাবলীতে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে প্রয়োজনবোধে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কার্যাবলী সম্পাদনের ভার গ্রহণের দরকার হইতে পারে। কিংবা এই উদ্দেশ্যে একটি স্বায়ত্তশাসিত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক উহার প্রয়োজনীয় পুঁজির সবিশেষ অংশ প্রদানের প্রয়োজন হইতে পারে।

৫. বিকাশমান দেশগুলিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তার আরেকটি যুক্তি এই যে, তথায় **এখনও ব্যাঙ্কগুলি যথেষ্ট বৃহৎ ও শক্তিশালী নয় বলিয়া এই সময়ে উহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব যত সহজে মানিয়া লইবে, পরে তত সহজে উহাকে গ্রহণ করিবে না।**

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে যখন একের পর এক সদ্যস্বাধীন দেশগুলিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইতে থাকে, তখন প্রশ্ন উঠিয়াছিল এই সকল দেশে, যেখানে কোন সুসংগঠিত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা বা টাকার বাজার নাই এবং যেখানে পরিস্থিতি অগ্রসর দেশগুলি হইতে যথেষ্ট ভিন্ন প্রকৃতির, তথায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আদৌ কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা। কিন্তু প্রশ্নটি যথাযথভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, অগ্রসর এবং বিকাশমান দেশগুলিতে অবস্থার পার্থক্য থাকিলেও তাহা মাত্রার পার্থক্য মাত্র, গুণগত পার্থক্য নহে। এবং বিকাশমান ও অগ্রসর, সকল দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর মধ্যে কোন মূলগত পার্থক্য নাই। পার্থক্য রহিয়াছে পরিস্থিতি অনুসারে উহার কার্যপদ্ধতির ধরনধারণের। সুতরাং কি অগ্রসর কি বিকাশমান সকল দেশেই উপরোক্ত কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজন রহিয়াছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যাবলী
FUNCTIONS OF A CENTRAL BANK

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যাবলী নিম্নরূপঃ ১. **কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশে কাগজী মুদ্রার একমাত্র প্রচলনকারী[5]**—আধুনিক কালে সকল দেশেই অসীম বিহিত মুদ্রারূপে প্রচলিত কাগজী মুদ্রা প্রচলনের একমাত্র অধিকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। ইহার ফলে কাগজী মুদ্রা প্রচলনে যেমন একটি মাত্র নিয়ম অনুসরণ করা সম্ভব হইয়াছে এবং তাহাতে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের সুবিধা হইয়াছে তেমনি সরকারী নগদ-মুদ্রার একমাত্র যোগানদার রূপে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের হাতে অবস্থিত ঐ নগদ-মুদ্রার উপর ভিত্তি করিয়া যে ঋণ সৃষ্টি করে, তাহাও কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণে সমর্থ হইয়াছে।

---

3. Securities' Market.
4. Prof. Sayers.
5. Bank of Issue.
6. Unlimited legal tender.

তাহা ছাড়া ইহার ফলে সরকারের পক্ষেও কাগজী মুদ্রার প্রচলন হইতে লব্ধ মুনাফার সমস্তই ভোগ করিবার সুবিধা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের কাগজী মুদ্রার একমাত্র প্রচলনকারীরূপে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে। দেশে অর্থের মোট যোগান ও উহার মূল্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নীতির উপরই নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে।

২. **সরকারের ব্যাঙ্ক**[৭]—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারের (যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার) ব্যাঙ্করূপে কাজ করে। সরকারের উদ্বৃত্ত অর্থ যেমন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে আমানতরূপে জমা পড়ে তেমনি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রয়োজনে সরকারকে ঋণ দেয় ও উহার আর্থিক প্রতিনিধিরূপে সরকারের পাওনা আদায় ও দেনা পরিশোধ করে এবং সরকারী ঋণের ব্যবস্থাপনার[৮] ভারও বহন করে। তাহা ছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রয়োজনবোধে নানা বিষয়ে সরকারকে পরামর্শও দেয়।

৩. **বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্ক**[৯]—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্করূপে কাজ করে। আইনত বাধ্য হইয়া অথবা স্বেচ্ছায় উহারা উহাদের আমানতের নির্দিষ্ট শতাংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট আমানতরূপে জমা রাখে। সকল ব্যাঙ্ক কর্তৃক গচ্ছিত এই আমানত লইয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট যে বিপুল কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত তহবিল সৃষ্টি হয় তাহা নানাভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে উপকৃত করে। ইহার দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ইহার সাহায্যে অধিকতর ঋণ সৃষ্টিতে সক্ষম হয় ও আপৎকালে উহা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে যথেষ্ট সাহায্য করে। প্রয়োজনবোধে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ পাইবার সুবিধাও ভোগ করে।

৪. **ঋণের শেষ আশ্রয়**[১০]—বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণ সংগ্রহের শেষ আশ্রয় হইল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার একটি মূলনীতি এই যে, দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ও সর্বোচ্চ আর্থিক কর্তৃপক্ষরূপে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একটি প্রধান দায়িত্ব হইল, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে ঋণের দরকার হইলে এবং ব্যাঙ্কগুলির নিকট ঋণদান করিবার মত অর্থের অনটন হইলে ও অন্যত্র কোথাও হইতে ব্যাঙ্কগুলি তাহা সংগ্রহে অসমর্থ হইলে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে অবশ্যই উহার সংস্থান করিতে হইবে। একদা বাণিজ্যিক হুণ্ডি বাট্টা করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই দায়িত্ব পালন করিত। বর্তমান কালে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের নিকট হইতে সরকারী ঋণপত্র কিনিয়া বা উহার জামিনে ঋণ দিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই দায়িত্ব পালন করে।

৫. **ঋণের নিয়ন্ত্রক**[১১]—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক সৃষ্ট ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা। আধুনিক কালে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে ঋণ সৃষ্টির যে ক্ষমতা রহিয়াছে উহা নিয়ন্ত্রণ না করিলে দেশে ব্যাঙ্কঋণের অনাবশ্যক স্ফীতি ও সংকোচনের ফলে গুরুতর অর্থনীতিক বিপর্যয় ঘটিতে পারে। কারণ আধুনিক কালে অর্থের মোট যোগানের অধিকাংশই হইল ব্যাঙ্কঋণ। সুতরাং ব্যাঙ্কঋণের নিয়ন্ত্রণ দ্বারা দেশে অর্থের যোগান ও অর্থের মূল্য তথা দামস্তরকে স্থিতিশীল রাখা ও উহার মধ্য দিয়া অর্থনীতিক স্থিতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে পরিণত হইয়াছে।

৬. **বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির পারস্পরিক দেনাপাওনার নিকাশঘর**[১২]—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইল দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির পারস্পরিক লেনদেনের নিকাশঘর[১৩] রূপে কাজ করা। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্করূপে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট

7. Banker to the Government. 8. Management of Public Debt.
9. Banker to Banks. 10. Lender of Last Resort.
11. Controller of Credit. 12. Bank of Clearance and Settlement.
13. Clearing house.

উহাদের মোট আমানতের একাংশ আমানতরূপে জমা থাকে। প্রত্যহ ব্যাঙ্কগুলি উহাদের গ্রাহকগণের[14] নিকট হইতে পরস্পরের উপর দাবিযুক্ত যে সকল চেক পায় উহাদের অর্থ পরস্পরের নিকট হইতে আদায় করিতে হয়। এইরূপে প্রত্যহ এক ব্যাঙ্কের নিকট অপর ব্যাঙ্কের যে দেনা জন্মায় তাহা উহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট অবস্থিত আপন আপন আমানতের উপর চেক কাটিয়া পরিশোধ করে। এই ভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক-গুলির পারস্পরিক দেনাপাওনার নিকাশঘর রূপে কাজ করে ও একের দেনা অপরের আমানতী হিসাবে জমা দিয়া উহাদের দেনাপাওনার নিষ্পত্তি করিয়া থাকে। ইহার ফলে প্রতিদিন ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকার দেনাপাওনা নগদ অর্থের ব্যবহার ছাড়াই শুধু একের হিসাবে খরচের অঙ্ক ও অপরের হিসাবে জমার অঙ্ক লিখিয়া নিষ্পত্তি করার সুবিধা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক না থাকিলে সম্ভব হইত না।

৭. **বিদেশী মুদ্রা ও মূল্যবান ধাতুর জাতীয় সংরক্ষিত তহবিলের সংরক্ষক[15]**— বৈদেশিক লেনদেনের দ্বারা উপার্জিত বিদেশী মুদ্রা ও দেশের মূল্যবান ধাতুর সংরক্ষিত তহবিলটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত থাকে। উহার একাংশ দেশের কাগজী মুদ্রা প্রচলনের জামিন হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং অপরাংশ বৈদেশিক লেনদেনের প্রয়োজনে লাগে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, দেশীয় মুদ্রার বহির্বিনিময়-মূল্য বা বিনিময়-হার সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইলেও, উহা বজায় রাখিবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের এবং বিদেশী মুদ্রা ও মূল্যবান ধাতুর জাতীয় তহবিলের সংরক্ষকরূপে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে ঐ দায়িত্ব পালন করা সুবিধাজনক হইয়াছে।

৮. **অন্যান্য কার্য**—উপরোক্ত কাজগুলি ছাড়াও আরও নানা প্রকার কাজ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রয়োজনবোধে সম্পাদিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক উহার নিজ দেশে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার[16] ও বিশ্বব্যাঙ্কের[17] প্রতিনিধিরূপে কাজ করে, দেশে কৃষি ও শিল্পে ঋণদানের ব্যবস্থার সহিত যুক্ত থাকে, এবং সরকার ও দেশবাসীর অবগতির জন্য সর্বদা দেশের নানারূপ অর্থনীতিক কার্যাবলীর তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন, বিভিন্ন বিষয়ে বিবরণী প্রকাশ ও গবেষণা পরিচালনা করে।

এই সকল কার্যাবলীর কোনটির গুরুত্বই কম নহে, তবে উহাদের মধ্যে ঋণের নিয়ন্ত্রণ ও শাসনকে অর্থবিজ্ঞানীরা সর্বাধিক গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে করেন।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক (ব্যাঙ্ক) ঋণ-নিয়ন্ত্রণের বিবিধ পন্থতি
CENTRAL BANKING METHODS OF CREDIT CONTROL

ঋণ-নিয়ন্ত্রণ-পন্থতির প্রকারভেদঃ যে সকল পন্থতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক সৃষ্ট ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে উহাদের দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা, পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ পন্থতিসমূহ[18] এবং গুণগত বা বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণ-পন্থতি[19]সমূহ। যে সকল পন্থতির দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণের সংকোচন সম্প্রসারণ ঘটায় তাহা পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ-পন্থতি। আর যে সকল পন্থতির দ্বারা ঋণের মোট পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ না করিয়া শুধু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উহার সংকোচন সম্প্রসারণ ঘটায় তাহা গুণগত বা বিচারমূলক (বা ভেদমূলক) নিয়ন্ত্রণ-পন্থতি নামে পরিচিত।

১. **পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ-পন্থতি**ঃ ব্যাঙ্করেট বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টা হার পরিবর্তনের নীতি, সরকারী ঋণপত্র ক্রয়বিক্রয়-নীতি ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট বাণিজ্যিক

14. Customers.
15. Custodian of National Reserves of foreign currency and valuable metals.
16. International Monetary Fund (IMF). 17. World Bank.
18. Quantitative Methods.
19. Qualitative or Selective Methods.

ব্যাঙ্কগুলির আমানত জমার অনুপাত পরিবর্তনের নীতি,—এই তিনটি হইল পরিমাণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণের উপায় বা অস্ত্র।

গুণগত বা বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতিঃ ব্যাঙ্কগুলিকে অনুরোধ ও নৈতিক চাপ দেওয়া, নির্দেশ জারী, প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ, ভোগকারী ঋণ-নিয়ন্ত্রণ, ঋণপত্রের জামিনে ঋণ প্রদানে মার্জিনের পরিবর্তন এবং ঋণের রেশনিং ইত্যাদি—গুণগত বা বিচারমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি।

পরিমাণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ
METHODS OF QUANTITATIVE CREDIT CONTROL

১. ব্যাঙ্করেট নীতি[20]**ঃ** ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলির মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ১৮৩৯ সালে ইংলণ্ডে ব্যাঙ্ক অব ইংলন্ড কর্তৃক ইহা সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপের যে সকল দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও স্বর্ণমান[21] ছিল তথায় উহা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইত। ইংলণ্ডে ইহা স্বর্ণমান বজায় রাখার একটি শক্তিশালী সহায়করূপে অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করিয়াছিল। বর্তমান শতকের চতুর্থ দশকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্বর্ণমান পরিত্যক্ত হইবার পর হইতে ইহার গুরুত্ব সবিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের তত্ত্বাবধানে সদস্য দেশগুলির মুদ্রার বিনিময়-হারের কমবেশি স্থিতিলাভ এবং প্রধান প্রধান দেশগুলির মধ্যে স্বল্পমেয়াদী ঋণের আদানপ্রদান বা স্বল্পমেয়াদী ঋণ তহবিলের চলাচল (স্থানান্তর) বৃদ্ধি পাইবার দরুন, ইদানীংকালে বৈদেশিক লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় ব্যাঙ্করেট নীতির পুনর্ব্যবহার ঘটিয়াছে ও উহার গুরুত্ব পুনরায় বাড়িয়াছে।

ক. ব্যাঙ্করেট কাহাকে বলেঃ যে বাট্টার হারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের অনুমোদিত হুণ্ডি (বাণিজ্যিক) পুনরায় বাট্টা (যাহা ইতিপূর্বে একবার বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক নিজে বাট্টা করিয়াছে, অর্থাৎ কারবারিগণের নিকট হইতে বাট্টা বাদে কিনিয়া লইয়াছে) করে তাহাই ব্যাঙ্করেট বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার বা পুনর্বাট্টার হার এবং এইরূপ নীতিকে ব্যাঙ্করেট নীতি বলে। যখন কোন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক উহার নগদ-সংরক্ষিত তহবিল (নির্দিষ্ট নগদ-সংরক্ষিত অনুপাত অনুযায়ী) বাদে আর সমস্ত অর্থই ঋণ দিয়া ফেলিয়াছে অথবা ঋণ দিতে গিয়া উহার নগদ-সংরক্ষিত তহবিলটি ন্যূনতম পরিমাণেরও (নগদ-সংরক্ষিত অনুপাত অনুসারে যাহা প্রয়োজন) কম হইয়া পড়িয়াছে বা পড়িবার আশংকা দেখা দিয়াছে, সে সময় উহা হুণ্ডির পুনর্বাট্টা দ্বারা নগদ তহবিল বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণের শেষ আশ্রয় বলিয়া তখন অনুমোদিত বাণিজ্যিক হুণ্ডিগুলি পুনরায় বাট্টা করিয়া বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে ঋণ দেয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যে হারে বাট্টা দিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে এইভাবে ঋণ সংগ্রহ করে, উহারা কমবেশি অনুরূপ হারে উহাদের গ্রাহকগণকে প্রদত্ত ঋণের উপর সুদ আদায় করে। সুতরাং ব্যাঙ্করেটের সহিত বাজারে সুদের চল্‌তি হারের একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে এবং ব্যাঙ্করেটের পরিবর্তনে টাকার বাজারে স্বল্পকালীন ঋণের সুদের হারও পরিবর্তিত হয়।

যে সকল অনুমানের উপর ব্যাঙ্করেট নীতিটি প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ উহার সাফল্যের শর্তগুলি এই যে, (ক) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির সুদের হারের সহিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হারের সম্পর্ক আছে; (খ) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে হুণ্ডির পুনর্বাট্টা করিয়া ঋণসংগ্রহে অনিচ্ছুক নয়; (গ) পুনর্বাট্টা করিবার মত যথেষ্ট হুণ্ডি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির নিকট থাকে; (ঘ) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি একটি নির্দিষ্ট

20. The Bank Rate or the Discount Rate Policy.
21. Gold Standard.

অনুপাতে নগদ-সংরক্ষিত তহবিল ধারণ করে; (ঙ) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির সুদের হার অনুযায়ী কারবারীরা উহাদের নিকট হইতে, কম সুদে বেশি ও বেশি সুদে কম ঋণ নেয়; এবং (চ) দেশের দামস্তর, মজুরিস্তর, নিয়োগ, আয় ও উৎপাদন ইত্যাদি সকলই নমনীয়[22] এবং ব্যাংকরেটের পরিবর্তন অনুযায়ী সুদের হারের পরিবর্তনের দরুন মোট ঋণের সংকোচন ও সম্প্রসারণ অনুসারে উহারা পরিবর্তিত হয়।

খ. ব্যাংকরেট নীতির কার্যপ্রক্রিয়া[23]ঃ ব্যাংকরেট নীতি, ব্যাংকরেটের পরিবর্তন দ্বারা স্বল্পকালীন ঋণের চাহিদা, যোগান-খরচ এবং ঋণের যোগান এই তিনটি বিষয়কে প্রভাবিত করিয়া ঋণের সংকোচন সম্প্রসারণ ঘটায়। ব্যাংকরেট বাড়ান হইলে বাজারে সুদের হারও বাড়ে অতএব ঋণ ব্যবহারের দাম বাড়িয়াছে বলিয়া কারবারীরা স্বল্পতর পরিমাণে (অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে) ঋণ নেয়। ব্যাংকরেট বাড়িলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ঋণ সংগ্রহের খরচ বাড়ে বলিয়া উহারাও ঋণের সুদের হার বাড়াইতে বাধ্য হয় এবং তাহাতে ঋণ দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ে। ব্যাংকরেট বাড়ান হইলে দেশের টাকার বাজারের সকল সদস্য ও কারবারীরা ধরিয়া নেয় যে (মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া), কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবার দেশে ঋণ সংকোচন ঘটাইতে সংকল্পবদ্ধ হইয়াছে ইহা তাহারই ইঙ্গিত এবং ক্রমান্বয়ে আরও নানা ব্যবস্থার দ্বারা উহা দেশে ঋণের যোগান সংকুচিত করিতে যাইতেছে। ফলে সকলেই সতর্ক হইয়া যায় এবং যথাসম্ভব অল্প ঋণে কাজ চালাইতে চেষ্টা করে। ফলে ঋণগ্রহীতারা যেমন অল্প পরিমাণে ঋণ নেয় তেমনি পুরাতন ঋণ পরিশোধে ব্যাংক-গুলি উহাদের উপর চাপ দেয় ও তখন উহারা ঋণের সাহায্যে যে সকল লগ্নীপত্রাদি কিনিয়া রাখিয়াছিল বা পণ্যের মজুত সম্ভার ধরিয়া রাখিয়াছিল তাহা বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধে বাধ্য হয়। ইহাতে বিনিয়োগ, উৎপাদন, আয় ও নিয়োগ কমে এবং শেষ পর্যন্ত তাহাতে পণ্যসামগ্রীর চাহিদা কমিয়া গিয়া দামস্তর কমে। আর ব্যাংকরেট কমান হইলে ইহার বিপরীত ঘটে। এজন্য মুদ্রাস্ফীতি ও চড়তির বাজারে ব্যাংকরেট বাড়াইয়া দামস্তর মোট ব্যয় ও কারবারী কার্যকলাপ সংযত করিবার চেষ্টা করা হয় এবং অবনতির সময় ব্যাংকরেট কমাইয়া ঋণের প্রসার দ্বারা অর্থনীতিক কার্যকলাপের সম্প্রসারণের চেষ্টা করা হয়। দেশের আমদানি-রপ্তানি এবং বৈদেশিক লেনদেনের উদ্বৃত্তও ব্যাংকরেটের পরিবর্তনে প্রভাবিত হয়। ব্যাংকরেট বাড়িলে দামস্তর কমে বলিয়া আমদানি কমে ও রপ্তানি বাড়ে এবং বিদেশী স্বল্পকালীন ঋণ-তহবিল দেশে আকৃষ্ট হইলে, বাণিজ্যে অনুকূল উদ্বৃত্ত এবং লেনদেনের ব্যালান্সে অনুকূল উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়। ব্যাংকরেট কমিলে ইহার বিপরীত ঘটে। সুতরাং বহির্বাণিজ্যে ও বৈদেশিক লেনদেনের উদ্বৃত্ত সৃষ্টিতে সাহায্যের জন্যও ব্যাংকরেট নীতির প্রয়োগ ঘটিতে পারে।

গ. ব্যাংকরেট নীতির সীমাবদ্ধতা[24]ঃ ১. ব্যাংকরেট নীতির সাফল্য নির্ভর করে ব্যাংকরেট ও বাজারে চলতি অন্যান্য সুদের হারের মধ্যে সম্পর্কটি কতটা ঘনিষ্ঠ তাহার উপর। দেশে সুগঠিত টাকার বাজার (স্বল্পকালীন ঋণের বাজার) থাকিলে তবেই ব্যাংকরেটের সহিত স্বল্পকালীন ঋণের সুদের হারগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মে ও ব্যাংকরেটের পরিবর্তনে উহারা অবিলম্বে প্রভাবিত হয়। এ কারণে যে সকল দেশে সুগঠিত টাকার বাজার নাই তথায় টাকার বাজারে সুদের হারের উপর ব্যাংকরেটের প্রভাব অল্প হয় এবং ব্যাংকরেট নীতির কার্যকারিতা সে পরিমাণে কম হয়।

২. ব্যাংকরেট কার্যকর হইবার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির হাতে যথেষ্ট পরিমাণে বাট্টাযোগ্য হুণ্ডি বা অনুরূপ স্বল্পমেয়াদী ঋণপত্র থাকা আবশ্যক। ইহার অভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে পুনর্বাট্টা করিয়া ঋণ সংগ্রহ করিতে পারে না

22. Flexible.
23. Modus Operandi or the method of operation of the Bank Rate Policy.
24. Limitations of the Bank Rate Policy.

এবং তাহার ফলে ব্যাঙ্করেট প্রয়োগ করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র থাকে না। এজন্য যে সকল দেশে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে এরূপ লগ্নীপত্র থাকে না তথায় ব্যাঙ্করেট বিশেষ কার্যকর হইতে পারে না।

৩. **বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে যদি অনুমোদিত হুণ্ডি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট পুনর্বাট্টার দ্বারা ঋণ সংগ্রহের রীতি সুপ্রচলিত থাকে তবেই ব্যাঙ্করেট কার্যকর হইবার সুযোগ থাকে।** অন্যথায়, এই রীতির অভাবে ব্যাঙ্করেট সফল হইতে পারে না। বিকাশমান দেশগুলিতে যে সকল কারণে ব্যাঙ্করেট নীতির কার্যকারিতা কম হইতে দেখা যায়, উহা তাহাদের অন্যতম।

৪. **বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে যথেষ্ট পরিমাণ নগদ তহবিল থাকিলে ব্যাঙ্করেট কার্যকর হয় না বা হইতে বিলম্ব হয়।** যতক্ষণ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে যথেষ্ট নগদ-তহবিল থাকে ততক্ষণ উহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পুনর্বাট্টার দ্বারা ঋণসংগ্রহের প্রয়োজন অনুভব করে না বলিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যাঙ্করেটও কার্যকর হয় না। একারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে যেখানে ব্যাঙ্কগুলির হাতে যথেষ্ট নগদ-তহবিল থাকে, তথায় ব্যাঙ্করেটের কার্যকারিতা কম দেখা যায়।

৫. **সুদের হার ও বিনিয়োগের মধ্যে সর্বদা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে না।** চড়তির বাজারে সুদের হার বাড়ান সত্ত্বেও, কারবারিগণের মনে যদি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী মনোভাব থাকে (পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা যদি বেশি থাকে) তবে, তাহারা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ঋণ করিতে নিবৃত্ত হইবে না। আবার মন্দার সময় তাহাদের মনে নিরাশাবাদী মনোভাব যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ অল্প সুদে, এমনকি বিনা সুদে ঋণ দিলেও তাহারা উহা লইয়া বিনিয়োগে প্রবৃত্ত হইবে না।

৬. **দামস্তর মজুরিস্তর প্রভৃতি যতটা নমনীয় বলিয়া ব্যাঙ্করেট নীতির তত্ত্বে অনুমান করা হইয়াছে বাস্তবে উহারা মোটেই ততটা নমনীয় নয়** বলিয়া ব্যাঙ্করেট নীতির সাফল্যের পথে প্রবল অন্তরায় জন্মে।

২. **খোলাবাজারী লেনদেন বা সরকারী ঋণপত্রের ক্রয়বিক্রয় নীতি**[২৫]**:** ইহা পরিমাণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণের দ্বিতীয় পদ্ধতি এবং বর্তমানে অগ্রসর ও বিকাশমান সকল দেশেই ইহা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। কাজের দক্ষতার দিক হইতে, ব্যাঙ্কঋণের নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের তূণে যাবতীয় অস্ত্রের মধ্যে ইহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে ঋণ-নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ইহার প্রয়োগ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া ব্যাঙ্করেট নীতির তুলনায় ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক পদ্ধতি।

ক. সরকারী ঋণপত্রের ক্রয়বিক্রয় নীতি বা 'খোলাবাজারী লেনদেন' কাহাকে বলে—
এই নীতির সার কথা হইল আপন উদ্যোগে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দ্বারা বাজারে উহার সম্পত্তির[২৬] ক্রয় ও বিক্রয়। ব্যাপক অর্থে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সম্পত্তি বলিতে, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য হুণ্ডি, এবং সরকারী ও বেসরকারী নানারূপ ঋণপত্র (সিকিউরিটি ও বণ্ড) এবং এমনকি সোনা, রূপা, বিদেশী মুদ্রা ও ব্যাঙ্কের হুণ্ডি প্রভৃতি বুঝায়। তবে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও অন্যান্য অধিকাংশ দেশে 'খোলাবাজারী লেনদেন' দ্বারা আপন উদ্যোগে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দ্বারা সরকারী ঋণপত্রের বাজারে হস্তক্ষেপ ও কেবল স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদী, সকল সরকারী ঋণপত্রের সরাসরি ক্রয়বিক্রয় বুঝায়। অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর ও বিকাশমান দেশগুলিতে 'খোলাবাজারী লেনদেনের' ক্ষেত্র আরও প্রশস্ত করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে উহার নিজের ঋণপত্র প্রচারের এবং সরাসরি সরকারী ঋণপত্রের সহিত উহার নিজের ঋণপত্রও ক্রয়বিক্রয় করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

25. Open Market Operations.
26. Assets.

খ. ঋণপত্র ক্রয়বিক্রয়ের (খোলাবাজারী লেনদেনের) কার্যপ্রক্রিয়া[27]—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণের সংকোচন ঘটাইতে চাহিলে, বাজারে ঋণপত্র বিক্রয় করে। ইহাতে ঐসকল ঋণপত্রের, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ক্রেতারা উহাদের দাম বাবদ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে যে অর্থ দেয় তাহা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চেক মারফতই দেওয়া হয়। ইহাতে শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির যে আমানত গচ্ছিত থাকে তাহা হইতেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে ঐ অর্থ দেওয়া হয়। সুতরাং ইহার ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট অবস্থিত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির আমানত (যাহা ব্যাঙ্কগুলির নগদ-তহবিলের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা হয়) কমিয়া যায় (অর্থাৎ ব্যাঙ্কগুলির নগদ-তহবিল হ্রাস পায়)। তাহার ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণপ্রদান-ক্ষমতা কমে, অর্থের টানাটানির দরুন উহারা ঋণগ্রহীতাগণের নিকট হইতে পুরাতন ঋণ ফেরত চায় নূতন ঋণ প্রদানে সতর্কতা অবলম্বন করে। ইহাতে দেশে অর্থের যোগানে টান পড়ে, কারবারী কার্যকলাপ শ্লথ হইয়া পড়ে, বিনিয়োগ কমে, আয় ও নিয়োগ কমে এবং শেষ পর্যন্ত দামস্তর হ্রাস পায়।

আর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণের প্রসার ঘটাইতে চাহিলে, বাজারে ঋণপত্র কিনিতে আরম্ভ করে। উহাদের দাম বাবদ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে নগদ অর্থ দেয় তাহা ব্যাঙ্কগুলিতে আমানত-রূপে জমা পড়ে বা চেক দ্বারা দাম দিলে উহা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিতে জমা পড়ে এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি উহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থিত করিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক উহার নিকট অবস্থিত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির আমানতী হিসাবে ঐ অর্থ জমা করিয়া দেয়। ইহাতে হয় ব্যাঙ্কগুলির নিজের নিকট নগদ-তহবিল বাড়ে অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট উহাদের আমানতী জমা (যাহা উহাদের নগদ-তহবিলের অন্তর্গত) বাড়ে। ফলে উহাদের ঋণদান ক্ষমতা বাড়ে। ইহাতে ঋণগ্রহণকারীরা অধিক পরিমাণে ঋণ পায়, উহাদের কারবারী কার্যকলাপ বাড়ে এবং শেষ পর্যন্ত উৎপাদন, আয় ও নিয়োগ বাড়িয়া দামস্তর বাড়ে।

গ. খোলাবাজারী লেনদেনের বিবিধ উদ্দেশ্য[28]—ঋণ-নিয়ন্ত্রণের সাধারণ উদ্দেশ্য ছাড়াও অন্যান্য যে সকল নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ইহা প্রয়োগ করা হয় তাহা হইল,—(ক) ব্যাঙ্ক-রেট নীতি কার্যকর করিতে উহার আনুষঙ্গিক নীতি হিসাবে আগে বা পরে ইহার প্রয়োগ (অর্থাৎ ব্যাঙ্করেট বাড়ান হইলে আগে ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া ব্যাঙ্কগুলির নগদ-তহবিল কমান কিংবা ব্যাঙ্করেট কমান হইলে ঋণপত্র ক্রয় করিয়া ব্যাঙ্কগুলির নগদ-তহবিল বাড়ান), (খ) সরকারী ঋণপত্রের বাজারদর স্থিতিশীল রাখিয়া সরকারের ঋণসংগ্রহের বিঘ্ন দূর করা (সরকারী ঋণপত্রের দর কমিলে বাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক উহা কিনিবে এবং দর বাড়িলে উহা বেচিবে), (গ) দামস্তর ও অর্থনীতিক কার্যাবলীর স্থিতি বজায় রাখা (মুদ্রাস্ফীতির বিরোধী ব্যবস্থারূপে ঋণপত্র বিক্রয় ও মুদ্রাসংকোচনের বিরোধী ব্যবস্থারূপে ঋণপত্র ক্রয়), (ঘ) বাজারের মরসুমে অর্থের যোগান যথাযথ রাখিবার জন্য ঋণপত্রের ক্রয় ও বিক্রয়, ইত্যাদি।

ঘ. সাফল্যের শর্তাবলী[29]—খোলাবাজারী লেনদেনের সাফল্যের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা হইল, (ক) লগ্নীপত্রের বাজার (বিশেষত সরকারী ঋণপত্রের) প্রশস্ত, বৈচিত্র্যসম্পন্ন ও সক্রিয় হওয়া আবশ্যক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক ধৃত সরকারী ঋণপত্রের সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট না থাকা প্রয়োজন, (খ) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক আমানত জমা ও নগদ-তহবিলের মধ্যে একটি মোটামুটি স্থির নির্দিষ্ট অনুপাত (নগদ-সংরক্ষিত অনুপাত) বজায় রাখা আবশ্যক, এবং অধ্যাপক এ্যাস্কহেইম[30]-এর মতে, (গ) ব্যাঙ্করেট সরকারী ঋণ-পত্রের সুদের হার অপেক্ষা বেশি হওয়া উচিত।

27. Modus Operandi of Open Market Operations.
28. Objectives of the Open Market Operations.
29. Conditions for success. 30. Prof. Aschheim.

ঙ. ব্যাঙ্করেটের সহিত খোলাবাজারী লেনদেনের তুলনা[31]—দুইটি প্রধান কারণে ব্যাঙ্করেট অপেক্ষা খোলাবাজারী লেনদেনকে উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য করা হয়, (১) খোলা-বাজারী লেনদেন সরাসরি ব্যাঙ্কগুলির নগদ-তহবিল নিয়ন্ত্রিত করিয়া উহাদের ঋণদান-ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্তু ব্যাঙ্করেট ঋণের খরচ ও যোগান নিয়ন্ত্রণ করিয়া পরোক্ষ-ভাবে ব্যাঙ্কগুলির ঋণদান-ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। এবং (২) খোলাবাজারী লেনদেনে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের উদ্যোগে সরাসরি টাকার বাজারে হস্তক্ষেপ করিয়া ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু ব্যাঙ্করেট নীতিতে ঋণ সংকোচনের উদ্যোগ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির উপর ছাড়িয়া দিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিষ্ক্রিয় থাকে। সুতরাং খোলাবাজারী লেনদেনে যতশীঘ্র ঋণ নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয় ব্যাঙ্করেট নীতিতে তাহা সম্ভব নহে।

চ. খোলাবাজারী নীতির সীমাবদ্ধতা[32]—১. বাজারে ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে পরিমাণে ঋণ সংকোচন ঘটাইতে পারে উহার একটা সীমা আছে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণপত্র ক্রয়ের ইচ্ছা সীমাহীন হইতে পারে না।

২. বিকাশমান দেশগুলিতে সুগঠিত টাকার বাজারের অভাবে ঋণপত্রের বাজারও সুগঠিত থাকে না বলিয়া এসকল দেশে খোলাবাজারী লেনদেনের সাফল্যের বিঘ্ন ঘটে।

৩. কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণপত্রের বিক্রয়ে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির নগদ-তহবিল কমিলে উহারা কম ঋণ দিবে এবং ঋণপত্রের ক্রয়ে উহাদের নগদ-তহবিল বাড়িলে উহারা বেশি ঋণ দিবে এরূপ না-ও ঘটিতে পারে। চড়তির বাজারে, ঋণের চাহিদা বেশি থাকিলে এবং ব্যাঙ্কগুলির হাতে নগদ-তহবিল কম হইলে (খোলাবাজারী লেনদেনের ফলে) উহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অনুমোদিত হুণ্ডি পুনর্বাট্টা করিয়া অতিরিক্ত ঋণসংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে কারবারীদিগকে ঋণ দিতে পারে। আবার মন্দার বাজারে কারবারীরা ঋণগ্রহণে অনিচ্ছুক হয় বলিয়া অধিক ঋণ দিতে চাহিলেও উহারা নেয় না।

৪. কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে যদি উপযুক্ত পরিমাণ ঋণপত্র না থাকে (বিশেষত স্বল্পোন্নত দেশে) তবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের হাতে অবস্থিত বিপুল অতিরিক্ত নগদ অর্থের সবটা শুষিয়া লওয়া সম্ভব হইবে না।

৩. পরিবর্তনীয় সংরক্ষিত অনুপাতের নীতি[33]: ইহা ঋণের পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণের সর্বাধুনিক ও তৃতীয় পদ্ধতি। সকল দেশেই প্রচলিত রীতির জন্যই হোক অথবা আইনের দ্বারা বাধ্যতামূলকভাবেই হোক, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট উহাদের চলতি ও মেয়াদী আমানতের নির্দিষ্ট শতাংশ আমানত হিসাবে জমা রাখে। ১৯১৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কব্যবস্থা (ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম) প্রবর্তিত হইবার সময় আইনগতভাবে তথায় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট এইরূপে ন্যূনতম আমানত জমা রাখিবার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। পরবর্তী কালে অন্যান্য অনেক দেশে (বিশেষত ভারত প্রভৃতি স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে) ইহা গৃহীত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট এইরূপে ন্যূনতম সংরক্ষিত আমানত জমা রাখিবার প্রধান কারণ তিনটি,—(ক) ইহা প্রত্যেকটি ব্যাঙ্কের এবং সমগ্র ব্যাঙ্কব্যবস্থার আর্থিক সম্বলের তারল্য[34] (উহাদের সম্পত্তির সবিশেষ অংশের দ্রুত নগদ অর্থে রূপান্তর-যোগ্যতা) ও দায়-পরিশোধের ক্ষমতা[35] অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রয়োজন। (খ) ইহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজের পক্ষে সহায়ক। (গ) ইহা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কার্যাবলী এবং উহাদের ঋণদান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের সহায়ক। ১৯৩৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষকে এই অনুপাতটি পরিবর্তনের ক্ষমতা দেওয়া হয়। পরবর্তী কালে অন্যান্য অনেক দেশে ইহা অনুসৃত হইয়াছে (ভারতে ১৯৫৬ সালে)।

31. Open Market Operations and Bank Rate Compared.
32. Limitations of the Open Market Operations.
33. Variable Reserve Ratio Policy. 34. Liquidity. 35. Solvency.

ক. পরিবর্তনীয় সংরক্ষিত অনুপাত কাহাকে বলে—আইনের দ্বারা বাধ্যতামূলকভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট উহাদের আপন আপন চলতি ও মেয়াদী আমানতের যে নির্দিষ্ট শতাংশ ন্যূনতম আমানত হিসাবে জমা রাখিতে বাধ্য হয় উহাকে ন্যূনতম সংরক্ষিত অনুপাত[৩৬] বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট বাণিজ্যিক ব্যাংকের এই প্রকার আমানতকে আইনত ন্যূনতম সংরক্ষিত জমা[৩৭] বলা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি আইনের দ্বারা এই সংরক্ষিত ন্যূনতম জমার অনুপাতটি প্রয়োজনমত পরিবর্তনের ক্ষমতা লাভ করে তবে উহাকে পরিবর্তনীয় সংরক্ষিত অনুপাত বলা হয়।

খ. পরিবর্তনীয় সংরক্ষিত অনুপাত নীতির কার্যপ্রক্রিয়া[৩৮]—সংরক্ষিত ন্যূনতম অনুপাত যদি ১০% নির্দিষ্ট হয় তবে প্রত্যেক ব্যাংককে উহার প্রতি ১০০ টাকার আমানতের দরুন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট ১০ টাকা জমা রাখিতে হইবে। ইহাতে ব্যাংকটির হাতে ৯০ টাকা ঋণদানের জন্য অবশিষ্ট থাকিবে। আর যদি সংরক্ষিত অনুপাত ২০% নির্দিষ্ট হয় তবে, প্রতি ১০০ টাকা আমানতের দরুন ২০ টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমা রাখিতে হইবে ও ব্যাংকের হাতে ঋণদানের জন্য ৮০ টাকা অবশিষ্ট থাকিবে। সামগ্রিকভাবে সকল ব্যাংকগুলির পক্ষে একযোগে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট ১০% ন্যূনতম সংরক্ষিত অনুপাত জমা রাখিবার নির্দেশ থাকিলে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট উহাদের ১০০ টাকা জমা থাকিলে উহারা সকলে মিলিয়া ১০০০ টাকার পরিমাণ আমানত ধারণ করিতে পারিবে (সংরক্ষিত জমার ১০ গুণ) এবং ২০% সংরক্ষিত অনুপাতের নির্দেশ থাকিলে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট উহাদের ১০০ টাকা জমা থাকিলে, উহারা সকলে মিলিয়া ৫০০ টাকার পরিমাণ (সংরক্ষিত জমার ৫ গুণ) আমানত ধারণ করিতে পারিবে। সুতরাং নিম্নতর সংরক্ষিত অনুপাত থাকিলে ব্যাংকগুলি বেশি আমানত সৃষ্টি করিতে পারে এবং উচ্চতর সংরক্ষিত অনুপাত থাকিলে উহারা অল্প পরিমাণ আমানত সৃষ্টি করিতে পারে। সুতরাং যদি সংরক্ষিত অনুপাতটি ১০% হইতে বাড়াইয়া ২০% করা হয় তাহা হইলে ব্যাংকগুলি অতিরিক্ত ১০% অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখিবার জন্য বাধ্য হইয়া উহাদের ঋণ (উদ্ভূত আমানত প্রভৃতি) কমাইয়া দেয়। ইহাতে ব্যাংকঋণের সংকোচন ঘটে। আর যদি সংরক্ষিত অনুপাত ২০% হইতে কমাইয়া ১০% করা হয় তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে উহাদের আমানত জমার পরিমাণ ন্যূনতম অপেক্ষা বেশি হইয়া পড়ে এবং ঐ অতিরিক্ত অর্থের অনুপাতে উহারা তখন ঋণ (উদ্ভূত আমানত) বাড়াইতে পারে। ফলে ব্যাংকঋণের সম্প্রসারণ ঘটে। এইভাবে, ন্যূনতম সংরক্ষিত জমার অনুপাতটির পরিবর্তনের ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট ব্যাংকগুলির মোট জমার পরিমাণটি প্রভাবিত হয় এবং উহার ফলে ব্যাংকগুলির ঋণদান-ক্ষমতাও প্রভাবিত হয়। ন্যূনতম সংরক্ষিত অনুপাতটি বাড়ান হইলে সকল ব্যাংক উহাদের ঋণসৃষ্টির পরিমাণ কমাইতে বাধ্য হয় এবং ন্যূনতম সংরক্ষিত অনুপাতটি কমান হইলে উহারা বেশি পরিমাণে ঋণসৃষ্টি করিতে পারে। সুতরাং ব্যাংকঋণ বা ব্যাংক আমানত তথা অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণের কাজে পরিবর্তনীয় সংরক্ষিত অনুপাতটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে এক প্রবল শক্তিধর অস্ত্র তুলিয়া দিয়াছে।

গ. ইহার সীমাবদ্ধতা[৩৯]—পরিবর্তনীয় সংরক্ষিত অনুপাতের নীতিটির সাফল্যের পথে নিম্নোক্ত কতকগুলি বাধা দেখা দেয়,—(১) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির হাতে যদি অত্যধিক অতিরিক্ত নগদ-তহবিল থাকে, তবে সংরক্ষিত অনুপাতের পরিবর্তনটি অধিক না হইলে উহা ব্যাংকগুলির ঋণদান-ক্ষমতাকে বিশেষ সংকুচিত করিতে পারে না। ইহা

36. Minimum Reserve Ratio.
37. Legal Minimum Reserve (Deposits).
38. Modus operandi of the Variable Reserve Ratio Policy.
39. Its limitations.

বিকাশমান দেশগুলির পক্ষে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। (২) পদ্ধতিটি অবিচারমূলক, কারণ সংরক্ষিত অনুপাতের পরিবর্তনে ব্যাঙ্কগুলির ঋণদান-ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হয় বটে, কিন্তু ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্যান্য ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে ইহা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। এবং ব্যাঙ্কগুলির মধ্যেও আবার সকল ব্যাঙ্কেরই যে অতিরিক্ত নগদ-তহবিল থাকিবে এমন কথা নাই। অথচ নিয়মটি সকল ব্যাঙ্কের উপরই প্রযোজ্য বলিয়া, যাহাদের হাতে অতিরিক্ত নগদ-তহবিল আছে এরূপ ব্যাঙ্ক যেমন শাসিত হয় তেমনি যাহাদের হাতে অতিরিক্ত নগদ-তহবিল নাই সেরূপ ব্যাঙ্কের ঋণদান-ক্ষমতাও অনাবশ্যকরূপে সংকুচিত করিয়া উহাদের অত্যন্ত অসুবিধা সৃষ্টি করে। (৩) খোলাবাজারী লেনদেনের তুলনায় ইহা অনমনীয়। কারণ, ইহার দ্বারা প্রয়োজন মত সীমাবদ্ধভাবে বা স্থানীয়ভাবে, ঋণের সংকোচন সম্প্রসারণ ঘটান যায় না। (৪) খোলাবাজারী লেনদেনের তুলনায় ইহার কার্যধারা অপরিচ্ছন্ন[৪০]। কারণ, সংরক্ষিত অনুপাতটি যখন বাড়ান অথবা কমান হয় তখন উহার ফলে, সক্রিয় কিংবা সম্ভাব্য সক্রিয় নগদ-তহবিল কতটা পরিমাণে নিষ্ক্রিয় করা হইল কিংবা সক্রিয়া করিয়া তোলা হইল তাহা যেমন সুনিশ্চিত থাকে না তেমনি উহার প্রভাব বাজারের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বা দেশের কোন্ কোন্ অঞ্চলে পড়িবে সে বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা থাকে না। (৫) তাহা ছাড়া, সরকারী ঋণপত্রাদির সুদের হার-কাঠামো বজায় রাখিবার জন্য যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সর্বদাই বাজারে যে কোন পরিমাণে সরকারী ঋণপত্র কিনিতে প্রস্তুত থাকে এবং ব্যাঙ্ক-গুলি যদি সরকারী ঋণপত্রের লগ্নীতে বোঝাই থাকে তবে, সংরক্ষিত অনুপাতটি অধিক পরিমাণে বাড়াইয়াও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণদান-ক্ষমতা বিশেষ সংকোচন করা সম্ভব হইবে না। কারণ তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট উচ্চতর সংরক্ষিত অনুপাত মত অতিরিক্ত অর্থ জমা দেওয়ার ফলে ব্যাঙ্কগুলির নগদ-তহবিল যে পরিমাণ কমিবে তাহা উহারা সহজেই বিনা লোকসানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট সরকারী ঋণপত্র বেচিয়া পূরণ করিতে পারিবে এবং ঐভাবে তাহাদের ঋণদান-ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে।

ঘ. **ইহার গুরুত্ব**—তবে এই সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পদ্ধতিটির গুরুত্ব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সেয়ার্সের মতে, খোলাবাজারী লেনদেনের কার্যকারিতা নানা বিঘ্নের দ্বারা সীমাবদ্ধ হওয়ায়, উহার সহিত এই অস্ত্রটিও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের তূণে সংযোজিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা ব্যাঙ্করেট ও খোলাবাজারী লেনদেন অপেক্ষা অনেক দ্রুত কার্যকর হইতে পারে এবং অন্যান্য পরিমাণগত ঋণনিয়ন্ত্রণের সহিত ব্যবহার করা হইলে ইহা সন্তোষজনক ফল দিতে পারে।

ঋণের পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সাধারণ উপসংহার ঃ পরিমাণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণের তিনটি পদ্ধতিরই সুবিধা অসুবিধা আছে বলিয়া এককভাবে উহাদের দ্বারা উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না, এই উপলব্ধির ফলে বর্তমানে এবিষয়ে সকলেই একমত যে এই পদ্ধতি-গুলি পরস্পরের বিকল্প নহে, বরং পরস্পরের সহায়ক ও পরিপূরক। একারণে আধুনিক প্রায় সকল দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই তিনটি অস্ত্রের দ্বারাই সুসজ্জিত দেখিতে পাওয়া যায়।

সেই সঙ্গে ইহাও সকলের উপলব্ধি ঘটিয়াছে যে, টাকার বাজারের জটিলতা বৃদ্ধির দরুন ঋণ তথা অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণে শুধু পরিমাণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলি আর যথেষ্ট নহে। কেবল ঋণের মোট পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিলেই চলে না, ঋণের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রগুলি নিয়ন্ত্রণও আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে এবং ঋণ-নিয়ন্ত্রণের আরও প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাও প্রয়োজন। এই উপলব্ধি হইতেই ঋণের গুণগত বা বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি উদ্ভাবিত ও প্রচলিত হইয়াছে এবং পরিমাণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতিগুলির সহিত উহা পরিপূরকরূপে বিভিন্ন দেশে ক্রমবর্ধমানভাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

40. Clumsy.

২. গুণগত ও বিচারমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ
QUALITATIVE AND SELECTIVE CREDIT CONTROL

জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির কারণঃ নিম্নোক্ত নানা কারণে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও উহার পরবর্তী কালে কেবল পরিমাণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির উপর নির্ভরশীলতার গুরুত্ব হ্রাস পাইয়াছে এবং তুলনায় গুণগত ও বিচারমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির উপর নির্ভরশীলতার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে ঃ (১) সম্প্রতিকালে সকল দেশেই সরকারী ঋণপত্রের বাজার যথেষ্ট প্রসারিত হওয়ায় উহাদের দামের স্থিতি বজায় রাখিবার জন্য সরকারের উদ্বেগ বৃদ্ধি পাওয়ায়, সুদের হারের পরিবর্তন (ব্যাঙ্করেট) অথবা ঋণের যোগান নিয়ন্ত্রণ (খোলাবাজারী লেন-দেন) দ্বারা পরিমাণগতভাবে ঋণ-নিয়ন্ত্রণের অসুবিধা বাড়িয়াছে। (২) স্বল্পোন্নত বিকাশমান দেশগুলিতে দ্রুত অর্থনীতিক উন্নয়নের তাগিদে শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে সরকারী অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পাওয়ায়, সুদের হারের নিয়ন্ত্রণ-নির্ভর বেসরকারী উদ্যোগের উপর নির্ভরশীলতার পরিমাণ কমিয়াছে। (৩) সাম্প্রতিক কালের অধিকাংশ অর্থনীতিক সংকোচন সম্প্রসারণই যে ব্যাঙ্কঋণের অত্যধিক সম্প্রসারণের দরুন ঘটে নাই, বরং উহারা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ফট্‌কা জাতীয় কার্যাবলীর দরুনই ঘটিয়াছে, ইহা বুঝা গিয়াছে। এই সকল বিষয় উপলব্ধির ফলে, ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষগণ ও অর্থবিজ্ঞানিগণের মধ্যে সম্প্রতি-কালে পরিমাণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির পরিবর্তে গুণগত ও বিচারমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতিসমূহের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়াছে।

বৈশিষ্ট্য ও পরিমাণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির সহিত তুলনা ঃ গুণগত ও বিচার-মূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীয়,—(১) বিচারমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির অস্ত্রগুলি অর্থনীতির (অথাৎ ঋণের) বিশেষ বিশেষ **নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে** প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু পরিমাণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির অস্ত্রগুলি অর্থনীতির **সকল ক্ষেত্রকে** প্রভাবিত করে। (২) বিচারমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রগুলি **ঋণগ্রহীতাদের আচরণকে** প্রভাবিত করিয়া উহার মাধ্যমে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু পরিমাণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রগুলি সাধারণত, **ঋণদাতাগণের** (ব্যাঙ্কগুলির) **আচরণ** প্রভাবিত করিবার মধ্য দিয়া ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। (৩) অর্থের আয়-গতিবেগ[41] বাড়িলে, পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রগুলির সাহায্যে অর্থের (ঋণের) যোগান সংকুচিত করিবার চেষ্টা বিফল হয়। কারণ উহাদের দ্বারা ঋণের মোট পরিমাণ তথা অর্থের পরিমাণ কমান হইলেও যদি ইতোমধ্যে অর্থের আয়-গতিবেগ বাড়ে তবে উহার পরিমাণ কমিলেও, উহার আয়-গতিবেগ বৃদ্ধির দরুন উহার মোট যোগান কার্যত বাড়িয়া ঋণ সংকোচনের চেষ্টা ব্যর্থ করিতে পারে। কিন্তু বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণের বেলায় এরূপ ঘটিতে পারে না। (৪) যে সকল স্বল্পোন্নত দেশ অর্থনীতিক বিকাশের চেষ্টায় নিযুক্ত রহিয়াছে তথায় বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রগুলি পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণের অস্ত্র অপেক্ষা বেশি উপযোগী। এসকল দেশে অর্থনীতিক বিকাশ-প্রচেষ্টার দরুন সাধারণভাবে অর্থের মোট যোগান নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেশে অর্থের টান সৃষ্টি করা অনুচিত অথচ অর্থনীতির বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কাঁচামালের দুষ্প্রাপ্যতার দরুন উৎপাদন-খরচ বাড়িতে পারে এবং উহার ফলে তথায় উৎপন্ন সামগ্রীর যোগান চাহিদার তুলনায় কম হইয়া একযোগে খরচবৃদ্ধি-চাহিদাবৃদ্ধিজনিত কারণে ঐসকল সীমাবদ্ধ সামগ্রীর দামস্তর বাড়িতে পারে[42] এবং উহা ক্রমশঃ অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রে সংক্রামিত হইবার আশংকা দেখা দিতে পারে। এরূপ পরিস্থিতিতে, ঐ বিশেষ ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতিকে আয়ত্তে আনার জন্য পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রগুলি অপেক্ষা বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রগুলি অধিক উপযোগী। (৫) বিকাশমান দেশগুলিতে যে সীমাবদ্ধ পরিমাণ বিনিয়োগযোগ্য আর্থিক

---

41. Income-velocity of money.
42. Demand-Pull—Cost-Push inflationary rise in prices.

সম্বল রহিয়াছে সামাজিকভাবে বাঞ্ছনীয় ক্ষেত্রে উহার বিনিয়োগ সুনিশ্চিত করিবার জন্য যে সকল আর্থিক ও ফিস্‌ক্যাল নীতি অবলম্বন করা দরকার তাহা প্রয়োগ করিলে, অনেকের মতে, উহাতে অর্থনীতিটি বড় বেশি পরিমাণে সরকার-নিয়ন্ত্রিত হইয়া পড়িতে পারে। এই আশংকা এড়াইয়া মূল উদ্দেশ্য লাভ করিবার জন্য বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি অধিক উপযোগী। উহাতে ক্ষতিকর ও ফট্‌কা লেনদেন ছাড়া অন্য প্রকার ব্যক্তিগত উদ্যোগ ক্ষুণ্ণ হইবার আশংকা থাকে না। (৬) পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রগুলির দ্বারা ঋণের মোট যোগান নিয়ন্ত্রণ করিলে ভোগব্যয়ের সংকোচন অপেক্ষা বিনিয়োগ-সংকোচন বেশি হইবার আশংকা থাকে। কিন্তু বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রব্যবহারে বিনিয়োগের সংকোচন না ঘটাইয়া ভোগের সংকোচন ঘটান যায়।

বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির প্রধান অস্ত্রসমূহ[৪৩]ঃ অগ্রসর, অনগ্রসর সকল দেশে এ পর্যন্ত যে সকল বিবিধ প্রকার বিচারমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ ব্যবহৃত হইয়াছে উহারা নিম্নরূপঃ **১. কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক অনুরোধ[৪৪]**—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কগুলির নিকট পত্র ও বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ক্রমাগত **'বাঞ্ছনীয় ভাবে'** ঋণ দানের অনুরোধ জানাইতে পারে। এবং অবাঞ্ছিত ঋণ প্রদান সম্পর্কে অসন্তোষ জানাইতে পারে। গুণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণের ইহা মৃদু পন্থা।

২. **নানা প্রকার জামিনে ঋণ প্রদানে মার্জিন নির্ধারণ ও উহার পরিবর্তন[৪৫]**—ডিবেঞ্চার ও অন্যান্য প্রকার লগ্নীপত্রের[৪৬] এবং খাদ্যশস্যাদি বিবিধ দ্রব্যের জামিনে ঋণ প্রদানের সময় উহাদের মূল্যের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ বাদে বাকি অংশের সমপরিমাণ ঋণদানের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দেশ দিতে পারে। ঐ শতাংশের বৃদ্ধি ও হ্রাস দ্বারা শেয়ার বাজারে ও অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির ফট্‌কাবাজী ও সেজন্য উহাদের দামবৃদ্ধি রোধ করা এবং ব্যাঙ্কঋণের এরূপ ব্যবহার বন্ধ করা এবং বাঞ্ছিত স্থলে ঋণের প্রসার ঘটান যায়।

৩. **বাট্টার হারের বিভিন্নতা ও লগ্নীপত্রের বাট্টাযোগ্যতা নির্ধারণ[৪৭]**—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নির্দেশ দ্বারা প্রয়োজন বোধে লগ্নীপত্রের বাট্টাযোগ্যতার শর্তগুলি কঠোর ও শিথিল করিতে পারে এবং বিভিন্ন প্রকার লগ্নীপত্রের উপর বাট্টার পার্থক্যমূলক হার নির্ধারণ করিতে ও উহাদের পরিবর্তন করিয়া, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কঋণের প্রবাহ বাড়াইতে, কমাইতে এবং সম্পূর্ণ বন্ধ করিতে পারে।

৪. **প্রাক্‌-আমদানি জমার ব্যবস্থা[৪৮]**—আমদানির ফলে বিদেশে উহার মূল্য প্রেরণের দরুন দেশে নগদ অর্থের পরিমাণ কমে (তারল্য-হ্রাস)। হঠাৎ একসঙ্গে অধিক পরিমাণে আমদানি দ্রব্যের মূল্য পরিশোধে অকস্মাৎ দেশে নগদ অর্থের যোগান কমিয়া গেলে টাকার বাজারে যাহাতে হঠাৎ টান না ধরে এবং আমদানি যথাসম্ভব বন্ধ করিয়া উহার পরিবর্তে দেশীয় সামগ্রীর বেশি ব্যবহার যাহাতে উৎসাহিত হয় সেজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আমদানি-কারিগণের উপর নির্দেশ দিতে পারে যে, আমদানির অনুমতিপত্রের জন্য আবেদনের সময়ই ভাবী আমদানি দ্রব্যের মূল্যের একটি পূর্বনির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিতে হইবে। ইহাতে আগে হইতেই বাজারে অর্থের যোগান খানিক কমিয়া গেলে পরে উহার আকস্মিক হ্রাসজনিত প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া ঘটিবার আশংকা থাকে না। তাহা ছাড়া ঐ জমার উপর সুদ পাওয়া যায় না বলিয়া আমদানির খরচ বাড়ে, ইহাতে আমদানিকারীরা অধিক পরিমাণে আমদানি করিতে নিরুৎসাহিত হইবে।

43. Principal instruments of Selective Control. 44. Persuasion.
45. Fixation and changing of Margin requirements. 46. Securities.
47. Differential Discount Rates and Eligibility Rules.
48. Import Pre-deposit Requirements.

৫. **বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের উপর বিভিন্ন অনুপাতে বিভিন্ন প্রকার আমানত জমার নির্দেশ**[49]—বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক কর্তৃক যে সকল সম্পত্তি জামিনরূপে ধারণ করে (অর্থাৎ ঐ সকল জামিনে ঋণ দেয়) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক উহাদের মধ্যে কোনটিকে উৎসাহিত ও কোনটিকে নিরুৎসাহিত করিতে চাহিলে বিভিন্ন প্রকার সম্পত্তি বাবদ বিভিন্ন অনুপাতে জমা রাখিবার জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দেশ দিতে পারে। ইহাতে অবাঞ্ছিত সম্পত্তি বাবদ জমার অনুপাত বেশি ও বাঞ্ছিত সম্পত্তি বাবদ জমার অনুপাত কম ধার্য হইতে পারে; ফলে ব্যাঙ্কগুলিও অবাঞ্ছিত জামিনে ঋণের পরিমাণ কমাইয়া বাঞ্ছিত জামিনে ঋণের পরিমাণ বাড়াইতে পারে।

৬. **ঋণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ**[50] (ঋণের রেশনিং)—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রয়োজন-বোধে, বিভিন্ন প্রকার লগ্নীপত্রের জামিনে ঋণদানের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করিতে ও প্রয়োজন মত উহার পরিবর্তন করিতে পারে। ইহাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণের অধিকতর সমবণ্টন ঘটিতে পারে।

৭. **ভোগকারী ঋণ-নিয়ন্ত্রণ**[51]—বর্তমানে প্রায় সকল দেশেই রেডিও, মোটরগাড়ী, রেফ্রিজারেটর, আসবাবপত্র ইত্যাদি স্থায়ী ভোগ্যপণ্য কিস্তিবন্দী বা ভাড়া-ক্রয় শর্তে বিক্রয় হইতেছে। ইহাতে ব্যাঙ্কঋণের যথেষ্ট ব্যবহার করা হয়। চড়তির বাজারে এই প্রকার লেনদেন বাড়িলে তাহাতে ব্যাঙ্কঋণের অতিরিক্ত ও বিপজ্জনক সম্প্রসারণ ঘটিতে পারে। সে কারণে উহা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই প্রকার লেনদেনের শর্তাবলী জারি করিতে ও উহাদের পরিবর্তন করিতে পারে।

বিচারমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা[52]**:** বিচারমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির সাফল্যের পথে, প্রতিষ্ঠানগত, অর্থনীতিক ও মনস্তাত্ত্বিক, এই তিন প্রকারের বিঘ্ন দেখা যায়,—(১) ইহার প্রথম অসুবিধা এই যে, ইহার দ্বারা ঋণের চূড়ান্ত ব্যবহারটি সুনিশ্চিত করা যায় না। বিচারমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণকারী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নির্দেশগুলি ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব নহে। (২) স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে বিশেষত দেখা যায় যে, ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নির্দেশগুলি সহজে মানিতে চাহে না এবং যে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অমান্য করে না সেখানেও, নির্দেশ জারী এবং উহার পালনের মধ্যে দীর্ঘ সময় কাটিয়া যায়। (৩) নির্দেশ পালন করিলেও ব্যাঙ্কগুলি এরূপভাবে উহা পালন করিতে পারে যাহার ফলে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যটিই ব্যর্থ হয়। (ভারতে খাদ্যশস্যের জামিনে ঋণের উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারী হয় তাহা উৎপাদক অঞ্চলে পালিত না হইয়া ভোগকেন্দ্রগুলিতে পালিত হওয়ায় উহার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়)। (৪) যে সকল ক্ষেত্রে মোট ঋণের মধ্যে ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণ অল্প তথায় বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণ বিশেষ সফল হয় না। (৫) ইহাতে সকল ব্যাঙ্কগুলির উপর একই রূপ নির্দেশ জারী করা হয় বলিয়া, অসাবধানী ব্যাঙ্কগুলির সহিত সাবধানী ব্যাঙ্কগুলিও নির্দেশ পালনে বাধ্য হওয়ায় উহাদের অসুবিধা বেশি হয়। (৬) বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণের সম্প্রসারণ ইহা রোধ করিতে সমর্থ হইলেও, সর্বক্ষেত্রে ঋণের সাধারণ সম্প্রসারণ ইহা রোধ করিতে পারে না। এজন্য ইহার সাফল্য সুনিশ্চিত করিতে হইলে ইহার পরিপূরকরূপে পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি প্রয়োগেরও প্রয়োজন হয়। ভারতে বিচারমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রথম দিকে বিশেষ সফল না হইবার একটি প্রধান কারণ এই যে সে সময়ে উহার সহিত ব্যাঙ্করেট প্রয়োগ না করিয়া উহা অপেক্ষাকৃত কম রাখা হইয়াছিল।

উপসংহার : বিচারমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির দ্বারা কার্যকর ফল লাভ করিতে হইলে, বিশেষত সাধারণ দামস্তর বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির সময়ে, এই পদ্ধতির সহিত

49. Differ‹ ntial Reserve Requirements.
50. Fixation of Credit Ceilings. 51. Control of Consumer Credit.
52. Limitations of the Selective Credit Control Measures.

পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি ও ফিস্‌ক্যাল ব্যবস্থাগুলি একযোগে পরস্পরের পরিপূরক-রূপে প্রয়োগ করা প্রয়োজন এবং পরিস্থিতি অনুসারে উহাদের অদলবদল দ্বারা পরস্পরের সামঞ্জস্যমূলকভাবে ব্যবস্থাগুলি প্রবর্তন করা আবশ্যক।

বৃটিশ ও মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কব্যবস্থার তুলনা
BRITISH AND AMERICAN CENTRAL BANKING SYSTEMS COMPARED

ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পৃথিবীর এই দুইটি প্রধান দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার আচার-আচরণের তুলনামূলক আলোচনা হইতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কব্যবস্থার কার্যা-বলী সম্পর্কে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট হইতে পারে।

বৃটিশ ও মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিংব্যবস্থা দুইটির মধ্যে মিল ও পার্থক্য, উভয়ই দেখা যায়।

উহাদের প্রধান মিলগুলি হইল ঃ ১. উভয় দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কব্যবস্থাই দেশের আর্থিক স্থিতির জন্য দায়ী এবং সেজন্য উভয়েই আপন আপন দেশের টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য নানারূপ বিধিব্যবস্থা সৃষ্টি ও পরিচালনা করিতেছে।

২. উভয় দেশেই দেশের নগদ অর্থের একমাত্র উৎস বা যোগানদাররূপে উহার ক্ষমতার দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। উভয় দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাগজের নোট এবং উহার নিকট অবস্থিত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির আমানত-জমা এই নগদ অর্থের অংশ। উভয় দেশেই প্রয়োজনে, প্রত্যক্ষভাবে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে) বা পরোক্ষভাবে (ইংলণ্ডে) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ঋণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হয়। এবং উভয় দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক পরিমাণগত ও বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণের দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণসৃষ্টি করার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

কিন্তু উহাদের মিল অপেক্ষা পার্থক্যই বেশি এবং উল্লেখযোগ্য। উহাদের **প্রধান প্রধান পার্থক্যগুলি নিম্নরূপঃ** ১. উহাদের সাংগঠনিক পার্থক্য দুইটি,—(ক) আইনগত ভাবে ইংলণ্ডে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ১টি কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ১২টি (সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ১২টি অঞ্চলে ভাগ করিয়া উহাদের প্রত্যেকটির জন্য একটি পৃথক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে)। তবে, সংখ্যায় ১২টি হইলেও উহারা একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ পর্ষদ্‌[৫৩] দ্বারা পরিচালিত হয়। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ১২টি হইলেও তথায় সর্বোচ্চ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ একটিই। (খ) ইংলণ্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড) জাতীয়করণ করা হইয়াছে। উহা এখন একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১২টি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক উহাদের সদস্য ব্যাঙ্কগুলির মালিকানার অধীন। সেকারণে, তথাকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে (ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক) বেসরকারী মালিকানার ব্যাঙ্ক বলা যায়।

২. উহাদের কার্যধারার পার্থক্যগুলি নিম্নরূপ—(ক) উহাদের কাগজী নোট প্রচলন পদ্ধতি পৃথক: ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বিনা জামিনে ও উহার অধিক সমজামিনের পদ্ধতিতে[৫৪] নোট প্রচলন করে, আর ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আনুপাতিক জামিনের পদ্ধতিতে[৫৫] নোট প্রচলন করে। (খ) ইংলণ্ডে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে উহাদের আপন আপন আমানতের কোন নির্দিষ্ট শতাংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখা আইনত বাধ্যতামূলক নহে। তথায় উহারা নিজ হইতেই প্রচলিত রীতি অনুসারে উহা জমা রাখে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাঙ্কগুলি নিজ নিজ আমানতের নির্দিষ্ট শতাংশ ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিতে আইনত বাধ্য। ইহার ফলে ইংলণ্ডে পরিমাণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণের

53. Board of Governors of the Federal Reserve System.
54. Fixed Fiduciary System of Note-Issue.
55. Proportional Reserve System.

জন্য পরিবর্তনীয় অনুপাতের অস্ত্রটি ব্যবহার করা যায় না, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উহা অন্যতম প্রধান উপায়। (গ) ইংলন্ডে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই। তথায় টাকার বাজার, বিশেষত বাণিজ্যিক হুণ্ডির বাট্টার বাজারের মারফত ব্যাঙ্ক অব ইংলন্ড ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে এক পরোক্ষ সম্পর্ক রহিয়াছে। ফলে তথায় সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি অর্থের প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ সহজে হয় না। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক রহিয়াছে। প্রয়োজনে সর্বদাই তথায় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ফেডারেল ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হয়। (ঘ) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে উহাদের প্রয়োজনে, চলতি সুদের হার প্রভৃতিকে ক্ষুণ্ণ করে না, এরূপ সুদে লগ্নীপত্রাদির জামিনে সাময়িক ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ('খোলা খিড়কীদুয়ার নীতি'[56]) ব্যাঙ্ক অব ইংলন্ড কেবল স্বল্পমেয়াদী ট্রেজারী বিলের বাট্টা করে। ইহাতে এরূপ নীতির দ্বারা ইংলন্ডে কেবল স্বল্পমেয়াদী ঋণের সুদের হারের স্থিতিলাভ ঘটে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এরূপ ক্ষেত্রে স্বল্প এবং দীর্ঘ, উভয় মেয়াদী লগ্নীপত্রই ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাট্টা করে। সুতরাং তথায় 'খোলা খিড়কীদুয়ার নীতিতে' স্বল্প মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী, উভয় প্রকার ঋণের সুদের হারই স্থিতিশীল হয়। (ঙ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে ন্যূনতম আইনগত সংরক্ষিত তহবিল অপেক্ষা অনেক বেশি অতিরিক্ত নগদ-তহবিল থাকে। ইহাতে তথায় ব্যাঙ্করেট নীতি ও খোলাবাজারী লেনদেন-পদ্ধতি দুইটির কার্যকারিতা কম। কিন্তু ইংলন্ডে এরূপ সমস্যা নাই। (চ) ব্যাঙ্ক অব ইংলন্ডের অল্পসংখ্যক বেসরকারী অ-ব্যাঙ্ক গ্রাহক (লগ্নী প্রতিষ্ঠান) আছে। কিন্তু মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত লেনদেন করে না।

56. 'Open Back Door' Policy.

১১

বিবিধ মুদ্রামান ব্যবস্থাসমূহ
MONETARY SYSTEMS

[**আলোচিত বিষয় :** মুদ্রামান-ব্যবস্থা কাহাকে বলে—মুদ্রামান-ব্যবস্থার প্রকারভেদ—নানা প্রকারের মুদ্রা—কাগজী মুদ্রা প্রচলনের বিবিধ পদ্ধতি—স্বর্ণমান—স্বর্ণমানের প্রকারভেদ—স্বর্ণমানের কার্যপ্রক্রিয়া—স্বর্ণমানের সাফল্যের শর্তাবলী—স্বর্ণমানের সুবিধা ও অসুবিধা—স্বর্ণমানের পতনের কারণ—আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ভাণ্ডার—আন্তর্জাতিক স্বল্পকালীন লেনদেন বা তারল্যের সমস্যা—বিশ্বব্যাংক।]

মুদ্রামান-ব্যবস্থা কাহাকে বলে: যে সকল বিধিব্যবস্থাসমূহের দ্বারা দেশে অর্থের যোগান ও উহার মূল্য নিয়ন্ত্রিত হয় উহাদের এক কথায় মুদ্রামান-ব্যবস্থা বলে। মুদ্রামান-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হইতেছে দেশের অর্থনীতিক কার্যাবলীর সুষ্ঠু সম্পাদন ও উহার প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অর্থের যথোপযুক্ত যোগানের বন্দোবস্ত করা এবং দেশে সাধারণ দামস্তর তথা অর্থের মূল্য মোটামুটি স্থিতিশীল রাখা। এই দুটি কাজে সাফল্যের দ্বারা যে কোন মুদ্রামান-ব্যবস্থার দক্ষতা ও সার্থকতার বিচার করা হয়।

মুদ্রামান-ব্যবস্থার প্রকারভেদ
DIFFERENT MONETARY STANDARDS

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ পর্যন্ত যত প্রকারের মুদ্রামান-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে উহাদের দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়,—(ক) ধাতব মুদ্রামান এবং (খ) অধাতব মুদ্রামান। ধাতব মুদ্রামান আবার দুই জাতীয়,—(ক) এক ধাতুমান এবং (খ) দ্বিধাতুমান। এক ধাতুমান আবার দুই প্রকার—(ক) স্বর্ণমান ও (খ) রৌপ্যমান। অধাতবমান বলিতে কাগজী মুদ্রামান বুঝায়।

নানা প্রকারের মুদ্রা: **১. মানমুদ্রা**[1]—যে মুদ্রাটি দেশে মূল্যের একক রূপে স্বীকৃত ও প্রচলিত হয় এবং যাহার মূল্যের ভিত্তিতে দেশের অন্যান্য মুদ্রার আপেক্ষিক মূল্য স্থির হয় তাহাই মানমুদ্রা।। স্বর্ণমানে মানমুদ্রা সোনার, রৌপ্যমানে মানমুদ্রা রূপার ও কাগজী মুদ্রামানে মানমুদ্রা কাগজের হয়।

২. বিহিত মুদ্রা[2]—যে মুদ্রায় দামের আদান প্রদান ও ঋণ প্রদান ও পরিশোধ আইন স্বীকৃত তাহাই বিহিত মুদ্রা। ইহা দুই প্রকারের,—(ক) অসীম বিহিতমুদ্রা[3] এবং (খ) সসীম বিহিতমুদ্রা[4]। সাধারণত মানমুদ্রাই দেশে অসীম বিহিতমুদ্রারূপে প্রচলিত থাকে।

৩. পণ্যমুদ্রা[5]—যে ধাতুমুদ্রার ধাতুগত মূল্য এবং মুদ্রা হিসাবে উহাতে অঙ্কিত মূল্য পরস্পরের সমান তাহাই পণ্যমুদ্রা বা পূর্ণমূল্য মুদ্রা। খাঁটি স্বর্ণমানে এরূপ স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত থাকিত।

1. Standard Money.
2. Legal tender money.
3. Unlimited legal tender.
4. Limited legal tender.
5. Commodity or full-bodied money.

৪. **নিদর্শনী মুদ্রা**[6]—যে মুদ্রার ধাতুগত মূল্য উহাতে অঙ্কিত মূল্য অপেক্ষা কম তাহাই নিদর্শনী মুদ্রা।

৫. **আদিষ্ট মুদ্রা**[7]—যে মুদ্রার নিজস্ব কোন মূল্য নাই, কেবল সরকারী আদেশ বলে যাহা আইনত মুদ্রারূপে স্বীকৃত ও প্রচলিত তাহাই আদিষ্ট মুদ্রা। কাগজী মুদ্রা বা কাগজের নোট এরূপ মুদ্রার দৃষ্টান্ত।

৬. **প্রতিনিধিমুদ্রা**[8]—যাহা নিজে মুদ্রা নহে কিন্তু যথার্থ মুদ্রার পরিবর্তক রূপে দেশে প্রচলিত থাকে এবং যে কোন সময়ে চাহিবামাত্র যাহা যথার্থ মুদ্রায় ভাঙ্গান চলে তাহাই প্রতিনিধিমুদ্রা। স্বর্ণ বা রৌপ্যমানের অধীনে যে সকল কাগজের নোট প্রচলিত থাকিত তাহা এইরূপ প্রতিনিধিমুদ্রা ছিল। কাগজী মুদ্রা-ব্যবস্থায় কাগজের নোট আর প্রতিনিধিমুদ্রা নহে, স্বয়ং যথার্থ মুদ্রায় পরিণত হয়। উহা আর মূল্যবান ধাতুতে পরিবর্তনীয় থাকে না। কাগজী মুদ্রা দুই প্রকারের—(ক) প্রতিনিধিমুদ্রা বা পরিবর্তনীয় মুদ্রা[9] এবং (খ) অপরিবর্তনীয় মুদ্রা[10]।

কাগজী মুদ্রা প্রচলনের বিবিধ পদ্ধতি
DIFFERENT METHODS OF NOTE ISSUE

দুই নীতিঃ কারেন্সী বনাম ব্যাঙ্কঃ আদিতে স্বর্ণ অথবা রৌপ্য মুদ্রার সহিত কাগজী মুদ্রা বা নোট প্রচলিত হইয়াছিল এই কারণে যে, দেশের উৎপাদন ও অর্থনৈতিক কার্যাবলীর প্রসারের সহিত নগদ অর্থের চাহিদা বৃদ্ধির সমতালে মূল্যবান ধাতু সংগ্রহ করিয়া ধাতুমুদ্রার পরিমাণ বাড়ান সর্বদা সম্ভব হইত না এবং ব্যবহারের ফলে ধাতুমুদ্রা ক্ষয়ের দরুন দেশের যথেষ্ট আর্থিক অপচয় ঘটিত। কাগজী মুদ্রা প্রচলনের দ্বারা এই দু'টি প্রধান অসুবিধা দূর করা যাইত। কিন্তু তখন সকল দেশেই ধাতবমান থাকায় দেশের মান ও বিহিত মুদ্রা স্বর্ণ অথবা রৌপ্যমুদ্রার হইত এবং প্রচলিত কাগজী মুদ্রাগুলি উহার সহিত প্রতিনিধিমুদ্রা বা (ধাতুমুদ্রায়) পরিবর্তনীয় মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত। সে সময়ে, কোন্ নীতির ভিত্তিতে কাগজী মুদ্রার প্রচার করা সঙ্গত হইবে তাহা লইয়া তুমুল বিতর্কের সূত্রপাত ঘটিয়াছিল। একদল ছিল 'কারেন্সী নীতি'র[11] পক্ষে, অপর দল ছিল 'ব্যাঙ্কিং নীতি'র[12] সমর্থক।

কারেন্সী নীতি—প্রচলিত কাগজের নোটগুলি নিজেরা অর্থ নয়, উহারা প্রতিনিধি-মুদ্রামাত্র, এবং সে কারণে যে কেহ কাগজের নোটের পরিবর্তে আসল ধাতুমুদ্রা দাবি করিলে তাহা ভাঙ্গাইয়া দিতে হইবে। সুতরাং যত টাকার কাগজী মুদ্রা প্রচলিত হইবে, উহার সমমূল্যের মূল্যবান ধাতু অথবা ধাতুমুদ্রার সংরক্ষিত তহবিল জামিন স্বরূপ আর্থিক কর্তৃপক্ষকে ধারণ করিতে হইবে অর্থাৎ কাগজী নোটের জন্য শতকরা ১০০ ভাগ জামিন রাখিতে হইবে। ইহাই কারেন্সী নীতি বলিয়া পরিচিত। এই নীতি গ্রহণ করিলে আর্থিক কর্তৃপক্ষ (সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক) কখনই জামিনের সমমূল্যের অধিক নোট প্রচার করিতে পারিবে না। ফলে উহার খামখেয়ালীতে অতিরিক্ত নোট প্রচলনের ও উহার দরুন দামস্তর বৃদ্ধির কোন আশংকা থাকিবে না এবং প্রয়োজন হইলে প্রত্যেকটি কাগজী মুদ্রা ধাতুমুদ্রায় ভাঙ্গাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে বলিয়া কাগজী মুদ্রার উপর দেশবাসীর আস্থা অটুট থাকিবে ও কাগজী নোটগুলিও জনপ্রিয় হইবে। ইহাই ছিল কারেন্সী নীতির সমর্থকগণের যুক্তি।

ব্যাঙ্কিং নীতি—কিন্তু ব্যাঙ্কিং নীতির সমর্থকগণের বক্তব্য ছিল যে, যত টাকার কাগজী নোট প্রচারিত হইবে, উহার সবগুলি কখনই একযোগে ভাঙ্গাইবার প্রয়োজন হইবে

6. Token money or token coin.
7. Fiat money.
8. Representative money.
9. Convertible paper money.
10. Inconvertible paper money.
11. Currency Principle.
12. Banking Principle.

না। সুতরাং প্রচলিত নোটের সমপরিমাণ সংরক্ষিত তহবিল জামিন রাখিবার প্রয়োজন নাই, উহার একটি নির্দিষ্ট শতাংশ জামিন রাখিলেই চলে। প্রচলিত নোটের গড়পড়তা কিরূপ অংশ লোকে ধাতুমুদ্রায় ভাঙগাইতে চায় তাহা লক্ষ্য করিয়া জামিনের অনুপাত স্থির করিতে হইবে। ইহাতে সুবিধা এই যে, জামিনের পরিমাণ কম লাগে এবং প্রয়োজন হইলে, সহজে কাগজী নোটের প্রচলন বাড়ান যায় (জামিন যদি ২০ শতাংশ হয়, তবে প্রতি ২০ টাকার পরিমাণ জামিন বাড়াইলে ১০০ টাকার পরিমাণ নূতন নোট প্রচার করা যায়)। সুতরাং ইহাতে খরচ কম এবং ইহা সংকোচন-সম্প্রসারণশীল[13]। তুলনায়, কারেন্সী নীতিটি ব্যয়বহুল এবং দুষ্পরিবর্তনীয়[14] (কারণ যত টাকার নূতন নোট প্রচার করা হইবে তত টাকার জামিন রাখিতে হইবে, ইহা সহজসাধ্য নয়)। তবে, ব্যাঙ্কিং নীতিরও কিছু অসুবিধা আছে। উহার একটি এই যে, ইহাতে নোট প্রচারে জামিন কম লাগে বলিয়া, কর্তৃপক্ষ অত্যধিক পরিমাণে নোট প্রচার করিয়া সংকট ডাকিতে পারে।

শেষ পর্যন্ত কোন দেশেই অবশ্য কারেন্সী নীতি গৃহীত হয় নাই, ইংলণ্ডে নীতি হিসাবে ইহা গৃহীত হইলেও কার্যত ইহা কখনই পালিত হয় নাই। সুতরাং কাগজী নোটের প্রচলনে ব্যাঙ্কিং নীতিই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করিয়াছে বলা যায়।

নোট প্রচলনের পদ্ধতিসমূহঃ বিভিন্ন দেশে নোট প্রচলনের যে সকল বিবিধ পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে তাহা নিম্নরূপঃ **১. 'ফিক্সড্ ফিডিউসিয়ারী সিস্টেম'[15] বা নির্দিষ্ট মাত্রা অবধি বিনা (ধাতু) জামিনে নোট প্রচলন-পদ্ধতি**—ইংলণ্ডে কারেন্সী নীতির ভিত্তিতে ১৮৪৪ সালে এই পদ্ধতিতে কাগজী নোট প্রচলন প্রবর্তিত হয়। ইহাতে আইনের দ্বারা একটি নির্দিষ্ট মাত্রা বা সীমা পর্যন্ত মূল্যবান ধাতু ছাড়া অন্য জামিনে (যথা, লগ্নীপত্রাদি, সরকারের হুণ্ডি ইত্যাদি) কাগজী নোট প্রচার এবং উহার অতিরিক্ত নোট প্রচারে শতকরা ১০০ ভাগ মূল্যবান ধাতু জামিন রাখিবার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ভারতেও ১৮৬১ সালে নোট প্রচারের এই পদ্ধতি গৃহীত হইয়াছিল। ইহার **সুবিধা** এই যে, জামিন সম্পর্কে কড়াকড়ি থাকায় নোটের প্রচার যেমন কর্তৃপক্ষ ইচ্ছামত বাড়াইয়া মুদ্রাস্ফীতি ডাকিয়া আনিতে পারে না তেমনি ধাতুমুদ্রায় উহা ভাঙগাইয়া দিতেও কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু ইহার **অসুবিধা** এই যে, আইন-নির্দিষ্ট সীমার অধিক নোট প্রচারে সমপরিমাণ মূল্যবান ধাতু জামিন রাখিতে হয় বলিয়া, ব্যবস্থাটি সংকোচন-সম্প্রসারণশীল নহে, উহা দুষ্পরিবর্তনীয়। আধুনিক সমাজে উৎপাদন ও অর্থনীতিক কার্যাবলীর সম্প্রসারণের দরুন প্রয়োজনীয় পরিমাণে ও দ্রুত টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় কিন্তু এই পদ্ধতিটি উহার অনুপযোগী। এজন্য ইংলণ্ডেও এই পদ্ধতিটি বলবৎ থাকিলেও, বাস্তবে ইহা অমান্য করিয়াই অর্থের যোগান বাড়ান হইয়াছে। অর্থাৎ, সেখানে যতবারই নোট প্রচার বাড়াইবার প্রয়োজন হইয়াছে, ততবারই মূল্যবান ধাতুর বিনা জামিনে নোট প্রচারের সীমাটি বাড়ান হইয়াছে। এইভাবে মূল নীতিটি ফাঁকি দিয়া তথায় পদ্ধতিটির খোলস বজায় রাখা হইয়াছে।

২. আনুপাতিক জামিনের পদ্ধতি[16]—এই পদ্ধতিতে প্রচলিত নোটের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ (১০%, ২০%, ২৫% ইত্যাদি) মূল্যবান ধাতুর জামিন রাখা হয়, নোটের বাকি অংশের জন্য অন্যান্য লগ্নীপত্রাদি জামিন থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহা প্রচলিত। এই পদ্ধতির **সুবিধা** এই যে, ইহাতে অল্প জামিন (মূল্যবান ধাতুর) প্রয়োজন হয় বলিয়া ইহাতে খরচ কম এবং সে কারণে দরিদ্র দেশগুলির পক্ষে সুবিধাজনক। তাহা ছাড়া, ইহাতে সহজে প্রয়োজনমত নোটের প্রচার বাড়ান কমান যায় (প্রতি ১০ বা ২০ টাকার মূল্যবান ধাতুর জামিন বাড়িলে ১০০ টাকার পরিমাণ অতিরিক্ত নোট প্রচার করা যায় এবং

13. Flexible. 14. Rigid. 15. Fixed Fiduciary System.
16. Proportional Reserve System.

প্রতি ১০ কি ২০ টাকার জামিন কমিলে ১০০ টাকা করিয়া নোট প্রচার কমান যায়)। সুতরাং পদ্ধতিটি নমনীয়। কিন্তু ইহার **অসুবিধা** এই যে, সহজে নোটের প্রচার বাড়ান যায় বলিয়া ইহাতে অতিরিক্ত পরিমাণ নোট প্রচারের সম্ভাবনা থাকে এবং কম হইলেও, ইহাতেও মূল্যবান ধাতু জামিন রাখিতে হয়, অথচ আধুনিক কালে কোন দেশেই কাগজের নোটগুলি আর ধাতুমুদ্রার পরিবর্তনযোগ্য নয়। উহারা নিজেরাই আইনত অর্থে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং মূল্যবান ধাতুর জামিন রাখিবার কোন প্রয়োজনই আর না থাকা সত্ত্বেও (কারণ আদিতে উহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কাগজী নোটগুলি ধাতুমুদ্রায় ভাঙগাইয়া দেওয়া) ইহাতে অনাবশ্যকভাবে জামিন রাখিতে হয়। ইহা অপচয়। ভারতে ১৯৩৫ সাল হইতে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত আনুপাতিক জমা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

৩. **'ম্যাক্সিমাম ফিডিউসিয়ারী'[১৭] বা বিনা (মূল্যবান ধাতু) জামিনে সর্বাধিক সীমা পর্যন্ত নোট প্রচার-পদ্ধতি**—এই পদ্ধতিতে প্রচলিত কাগজী মুদ্রার জন্য কোনরূপ মূল্যবান ধাতুর সংরক্ষিত তহবিল জামিন হিসাবে রাখিবার ব্যবস্থা থাকে না। আর্থিক কর্তৃপক্ষ যে নোট প্রচার করে আইনের দ্বারা কেবল উহার ঊর্ধ্ব সীমা বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং প্রয়োজনমত ঐ ঊর্ধ্ব সীমার পরিবর্তন করা হয়। এবং প্রচলিত নোটের জামিন স্বরূপ কেবল সরকারী লগ্নীপত্রাদি রাখা হয়। ইহার যুক্তি এই যে, বর্তমানে যখন কাগজের নোট নিজেই বিহিত এবং মানমুদ্রায় পরিণত হইয়াছে এবং উহা আর প্রতিনিধি মুদ্রা নয় বলিয়া মূল্যবান ধাতুমুদ্রায় উহা ভাঙগাইয়া দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। সরকারের উপর আস্থা আছে বলিয়াই সকলে কাগজের নোট টাকা বলিয়া গ্রহণ করিতেছে সেহেতু কাগজী মুদ্রার জন্য আর কোন মূল্যবান ধাতুর জামিন রাখিবার প্রয়োজন নাই। ইহার **সুবিধা** এই যে, ইহাতে কোন মূল্যবান ধাতুর জামিনের প্রয়োজন হয় না বলিয়া, ইহার খরচ সর্বাপেক্ষা কম এবং প্রয়োজনমত অতি সহজে নোটের প্রচার ইহাতে বাড়ান কমান যায়। সুতরাং ইহা অত্যন্ত নমনীয় পদ্ধতি এবং আধুনিক প্রগতিশীল দেশগুলির উপযোগী। কিন্তু ইহার **অসুবিধা** এই যে, নোট প্রচারের যে ঊর্ধ্বসীমা নির্দিষ্ট হয় তাহা নির্ধারণে ভুল হইতে পারে, বারংবার উহার পরিবর্তন অবাঞ্ছনীয় এবং স্বাভাবিক সময়ে ঐ অবধি নোট প্রচারের প্রয়োজন না থাকিলেও, আর্থিক কর্তৃপক্ষ সহজেই ঐ পর্যন্ত নোট প্রচার বাড়াইয়া দেশে মুদ্রাস্ফীতি ডাকিয়া আনিতে পারে। আর্থিক কর্তৃপক্ষের উপর এতটা ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়া সঙ্গত কিনা সে বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে। কিন্তু ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, আর্থিক কর্তৃপক্ষই যখন এবিষয়ে দেশের মধ্যে বিশেষজ্ঞ তখন উহাকে সন্দেহ করা উচিত নহে এবং এবিষয়ে উহার বিচার-বিবেচনার উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নাই।

৪. **ন্যূনতম জমার পদ্ধতি**[১৮]—এই পদ্ধতিতে নোট প্রচারের কোন ঊর্ধ্বসীমা আইনের দ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া হয় না, কেবল প্রচারিত নোটের জন্য মূল্যবান ধাতু ও বিদেশী মুদ্রার একটি ন্যূনতম সংরক্ষিত তহবিল ধারণ করা হয়। ইহার যুক্তি হইল এই যে,—(ক) বর্তমানে নোটগুলি মূল্যবান ধাতুমুদ্রায় পরিবর্তনীয় না হইলেও, নোটের জন্য মূল্যবান ধাতুর জামিন রাখিবার প্রথাব স্মৃতি মানুষের মনে এরূপ গাঁথিয়া গিয়াছে যে, যত অল্পই হোক, মূল্যবান ধাতুর কোন প্রকার জামিন ছাড়া নোট প্রচার করিলে তাহাতে সমাজে প্রতিকূল মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার আশংকা থাকে। (খ) আকস্মিক প্রয়োজন ও বৈদেশিক লেনদেনের প্রয়োজনেও সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষকে কিছু না কিছু মূল্যবান ধাতু ও বিদেশী মুদ্রার সংরক্ষিত তহবিল ধারণ করিতে হয়। অতএব, এসকল কারণে, প্রচলিত নোটের জন্য একটি ন্যূনতম জমা রাখা আবশ্যক। ইহার **সুবিধা** এই

17. Maximum Fiduciary System.
18. Minimum Reserve System.

যে, জামিনের পরিমাণের সহিত নোট প্রচারের পরিমাণটি বাঁধিয়া না দেওয়ায় প্রয়োজনমত সহজেই নোট প্রচারের পরিমাণ বাড়ান যায়। ইহাতে স্বাধীন বিচার-বিবেচনামত কাজ করিতে আর্থিক কর্তৃপক্ষের কোন অসুবিধা হয় না। পদ্ধতি হিসাবে ইহা অত্যন্ত নমনীয়। ইহাতে ন্যূনতম জমা রাখিবার দরুন খরচও কম হয়। তবে ইহার **অসুবিধা** হইল যে, সরকারের চাপে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রয়োজনের অধিক নোট প্রচারে মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইতে পারে। ১৯৫৬ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সংশোধন দ্বারা পূর্বের আনুপাতিক জমার পদ্ধতি পরিবর্তন করিয়া ন্যূনতম জমার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে।

উপসংহার : ইহাদের মধ্যে কোন্ পদ্ধতিটি সর্বোত্তম ও বাঞ্ছনীয়?—আদর্শ বা সর্বোত্তম নোট প্রচলন-পদ্ধতির আবশ্যকীয় গুণাবলী হইতেছে—(ক) উহা যথেষ্ট নমনীয় বা সংকোচন-সম্প্রসারণশীল[19] হওয়া চাই (যেন প্রয়োজনে সহজে নোটের প্রচার বাড়ান-কমান যায়); (খ) উহা মোটামুটি স্বয়ংক্রিয়[20] হওয়া চাই (যেন তাহাতে সর্বদা হস্তক্ষেপের প্রয়োজন না হয়); (গ) উহাতে অর্থের অভ্যন্তরীণ মূল্য[21] (দামস্তর) ও বহির্মূল্য[22] (বিনিময় হার) যেন মোটামুটি স্থিতিশীল[23] হয় (অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রা-সংকোচনের আশংকা না থাকে); (ঘ) উহার খরচ যেন যথাসম্ভব কম হয় (সংরক্ষিত তহবিলটি যেন বেশি না হয়); এবং (ঙ) উহা জটিলতামুক্ত[24] হওয়া চাই। এই লক্ষণগুলি দিয়া নোট প্রচলনের বিবিধ পদ্ধতিগুলি বিচার করিলে দেখা যায় যে, ন্যূনতম জমার পদ্ধতিটিই উহাদের মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণে এই সকল গুণের নিকটবর্তী। তবে উহার একমাত্র অসুবিধা এই যে উহাতে মুদ্রাস্ফীতির আশংকা থাকেই। কিন্তু আধুনিক কালে, দেশে নোট প্রচারের পরিমাণ কেবল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপরই নির্ভর করে না, উহা নির্ভর করে সরকারের সামগ্রিক অর্থনীতিক নীতি ও লক্ষ্যের উপর। এবং দেশের দামস্তর সামান্য পরিমাণ ঊর্ধ্বগামী হইয়া দেশে পূর্ণনিয়োগ লাভে সহায়তা করুক ইহা সকল দেশেই স্বীকৃত অর্থনীতিক নীতিতে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতির বিরোধী প্রবল মনোভাব দূর হইয়া উহাকে আয়ত্তের মধ্যে রাখিবার লক্ষ্যই সর্বজনস্বীকৃত। এই অবস্থায় ন্যূনতম জমার পদ্ধতিটিই সর্বাধিক বাঞ্ছনীয় বলিয়া গণ্য করিতে হয়, ইহাই অর্থবিজ্ঞানী ও আর্থিক কর্তৃপক্ষ মহলের ধারণা।

স্বর্ণমান

THE GOLD STANDARD

সমাজে অর্থের উদ্ভাবন কাল হইতেই, মানুষ ইহা উপলব্ধি করিয়াছে যে, যে দ্রব্যটি সর্বজনগ্রাহ্যরূপে বিনিময়ের মাধ্যম ও সঞ্চয়ের বাহন হিসাবে সমাজে প্রচলিত হইবে উহার নিজের মূল্যের স্থিতি সর্বাগ্রে প্রয়োজন এবং তাহা সুনিশ্চিত করিবার জন্য এরূপ বস্তু অর্থরূপে ব্যবহার করা আবশ্যক মানুষের কাছে যাহার নিজস্ব মূল্য আছে। এই বিচারে দীর্ঘকাল পূর্বেই সোনা মানব-সমাজে অর্থরূপে ব্যবহারের সর্বাধিক উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় বহু প্রাচীন কাল হইতেই পৃথিবীর নানা দেশে স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার প্রবর্তিত হয়। **স্বর্ণমুদ্রা দেশের মানমুদ্রা ও বিহিতমুদ্রা রূপে প্রচলিত থাকিলে অথবা/এবং কাগজী মুদ্রা স্বর্ণমুদ্রায় কিংবা নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনার পরিবর্তে সরকারী টাঁকশাল কর্তৃক ভাঙ্গাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা থাকিলে, উহাকে স্বর্ণমান বলে।** পৃথিবীর যাবতীয় ধাতু মুদ্রামানগুলির মধ্যে স্বর্ণমানই সর্বাধিককাল পৃথিবীতে প্রচলিত ছিল। স্বর্ণমানের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ এই যে,—(১) ধাতু হিসাবে সোনার জনপ্রিয়তা ও মূল্য স্বর্ণমুদ্রার প্রতি সহজে সমাজের আস্থা সৃষ্টি করে। (২) স্বর্ণমুদ্রা দেশের অভ্যন্তরে ও বাহিরে বিদেশের সহিত লেনদেনে, সর্বত্র সর্বজনগ্রাহ্য (বিদেশে উহা মুদ্রা হিসাবে না

---

19. Flexibility or elasticity.
20. Automatic.
21. Internal value of money.
22. External value of money.
23. Stability.
24. Simplicity.

হইলেও নির্দিষ্ট ওজনের ও তদনুযায়ী দামের স্বর্ণখণ্ড হিসাবে গ্রহণযোগ্য)। এবং (৩) ইহাতে আর্থিক কর্তৃপক্ষ ইচ্ছামত অর্থের পরিমাণ বাড়াইতে পারে না (কাগজী মুদ্রার ক্ষেত্রে যাহা সম্ভব) বলিয়া মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতে পারে না, আর্থিক কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারও চলে না।

স্বর্ণমানের প্রকারভেদ[২৫] : স্বর্ণমান তিন প্রকারের, (ক) স্বর্ণমুদ্রামান,[২৬] (খ) স্বর্ণ-পিণ্ডমান[২৭], এবং (গ) স্বর্ণবিনিময়মান[২৮]।

স্বর্ণমুদ্রামানে নির্দিষ্ট ওজন ও খাদবিশিষ্ট স্বর্ণমুদ্রা দেশের মধ্যে মান ও বিহিত মুদ্রারূপে প্রচলিত থাকে। উহার সহিত কাগজী মুদ্রাও ব্যবহৃত হইতে পারে তবে উহারা চাহিবামাত্র স্বর্ণমুদ্রায় পরিবর্তনীয় থাকে। লেনদেনের সুবিধার জন্য অল্প মূল্যের নিকৃষ্ট ধাতুর নিদর্শনীমুদ্রা[২৯]ও প্রচলিত থাকে। সরকারী টাঁকশালে যে কেহ স্বর্ণপিণ্ড জমা দিলে উহার পরিবর্তে সমমূল্যের স্বর্ণমুদ্রা পাইতে পারে। এবং দেশে সোনা আমদানি-রপ্তানির উপর কোন বিধি-নিষেধ থাকে না। ১৮৭৫-১৯১৪ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইহা প্রচলিত ছিল।

স্বর্ণপিণ্ডমানে নির্দিষ্ট ওজন ও খাদের স্বর্ণমুদ্রাকে দেশের মানমুদ্রা বলিয়া ঘোষণা করা হয়, কিন্তু কোন স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত থাকে না। উহার পরিবর্তে কাগজী মুদ্রা প্রচলিত থাকে। ঐ কাগজী মুদ্রা ভাঙ্গাইয়া যে কেহ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা সরকারী খাজাঞ্চি-খানা[৩০] হইতে নির্দিষ্ট ওজন ও খাদের স্বর্ণপিণ্ড[৩১] পাইতে পারে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট দামে ঐ স্বর্ণপিণ্ড ক্রয়বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকে এবং এইভাবে কাগজী মুদ্রাকে স্বর্ণে পরিবর্তনীয় রাখা হয়। তৎসহ নিদর্শনী মুদ্রাও প্রচলিত থাকে। দেশে সোনা আমদানি-রপ্তানির উপর কোন নিষেধাজ্ঞা থাকে না। ১৯২৫-৩১ সালে ইংলণ্ডে ও ১৯২৬-৩১ সালে ভারতে এইরূপ মুদ্রামান প্রচলিত ছিল।

স্বর্ণবিনিময় মানে নির্দিষ্ট ওজন ও খাদের স্বর্ণমুদ্রা দেশের মানমুদ্রা বলিয়া ঘোষিত হয় কিন্তু দেশে কোন স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত থাকে না কিংবা স্বর্ণপিণ্ডও নির্দিষ্ট দামে বিক্রয়ের জন্য মজুত রাখা হয় না। দেশে কাগজী মুদ্রা ও অন্য ধাতুমুদ্রা (রৌপ্য মুদ্রা) বিহিত মুদ্রারূপে প্রচলিত থাকিতে পারে। যে দেশে স্বর্ণমুদ্রা ও স্বর্ণমান আছে ঐরূপ কোন একটি দেশের মুদ্রার সহিত দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হার বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং সরকার ঐ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট সংরক্ষিত তহবিল রূপে একটি আমানত হিসাব খুলিয়া তাহাতে ঐ দেশের মুদ্রা জমা রাখে এবং নিজ দেশে দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে ঐ হিসাব হইতে উক্ত বিদেশী মুদ্রা ক্রয়বিক্রয় করে। এইভাবে স্বর্ণমানবিশিষ্ট ভিন্ন দেশের সহিত নিজ মুদ্রার বিনিময়-হার বজায় রাখিয়া মুদ্রা-বিনিময়ের মারফত স্বর্ণমানের সুবিধা ইহাতে ভোগ করা হয়। ভারতে ১৯০০-১৪ সাল পর্যন্ত এই প্রকার মুদ্রামান প্রচলিত ছিল।

স্বর্ণমানের বৈশিষ্ট্য[৩২] : যে কোন মুদ্রামানের মতই স্বর্ণমানেরও কাজ এবং উদ্দেশ্য দুইটি : (ক) সরকারী নগদ অর্থের অভ্যন্তরীণ মূল্য স্থির রাখা এবং এজন্য উহার মোট পরিমাণ বা যোগান নিয়ন্ত্রণ করা; এবং (খ) অর্থের বহির্মূল্য বা বৈদেশিক বিনিময়-হার (অর্থাৎ অন্যান্য বিদেশী মুদ্রার সহিত দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হার) স্থির রাখা। প্রথমটি স্বর্ণমানের অভ্যন্তরীণ দায়িত্ব ও কর্তব্য, এবং দ্বিতীয়টি স্বর্ণমানের আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

প্রথম কর্তব্যটি পালনের জন্য স্বর্ণমান-ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট ওজন ও খাদের স্বর্ণমুদ্রা

25. Different types of Gold Standard. 26. Gold Currency Standard
27. Gold Bullion Standard. 28. Gold Exchange Standard.
29. Token Coins. 30. Treasury. 31. Gold bars or bullions.
32. Features of the Gold Standard.

দেশের মান (ও বিহিত) মুদ্রা রূপে ঘোষিত হয় এবং কাগজী মুদ্রা প্রচলিত থাকিলে উহা স্বর্ণমুদ্রা বা স্বর্ণে পরিবর্তনযোগ্য করা হয়। ইহাতে টাকার দাম স্বর্ণের দ্বারা অর্থাৎ নির্দিষ্ট ওজনের স্বর্ণের মূল্য দ্বারা নির্ধারিত হওয়ায়, উহার অভ্যন্তরীণ মূল্য সুনির্দিষ্ট হয় এবং উহা যাহাতে স্থির থাকে সেজন্য সোনার সংরক্ষিত তহবিল[৩৩]-এর আয়তন অনুসারে দেশে সরকারী প্রচলিত নগদ অর্থের (স্বর্ণমুদ্রা ও কাগজী নোট) মোট পরিমাণ স্থির ও নিয়ন্ত্রিত হয়। স্বর্ণের সংরক্ষিত তহবিলের আয়তন বৃদ্ধিতে নগদ অর্থের প্রচলন বাড়ে এবং সংরক্ষিত তহবিলের আয়তন সংকুচিত হইলে নগদ অর্থের প্রচলন কমে। ইহাকে **অভ্যন্তরীণ স্বর্ণমান**[৩৪] বলে।

দ্বিতীয় কর্তব্যটি পালনের জন্য, স্বর্ণমানবিশিষ্ট একাধিক দেশের স্বর্ণ মুদ্রার মধ্যে বিনিময়-হার উহাদের পরস্পরের স্বর্ণের পরিমাণ ও উহাদের খাদ অনুসারে মূল্যের অনুপাতে আপনা হইতেই নির্ধারিত হইয়া যায়। ইহাতে বিভিন্ন (স্বর্ণমানবিশিষ্ট) দেশের মধ্যে উহাদের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার বা বহির্মূল্য আপনা হইতেই স্থির হয় এবং উহা স্থিতিশীল রাখিবার জন্য ঐ সকল দেশগুলিতে অবাধে সোনার আমদানি ও রপ্তানি চলিতে এবং সোনার একটি নিয়ন্ত্রণমুক্ত বাজার সৃষ্টি করিতে দেওয়া হয়। এইরূপ স্থিতিশীল বিনিময়-হারকে বিনিময়ের টাঁকশালের দর[৩৫] বলে এবং মুদ্রা-বিনিময়ের বাজারে দৈনন্দিন বিনিময়-হার (বা বিবিধ মুদ্রার দর) ঐ টাঁকশালের দরকে কেন্দ্র করিয়া ওঠানামা করে। এই স্বর্ণমান একটি আন্তর্জাতিক বিনিময়ের মাধ্যম ও আন্তর্জাতিক মূল্যের পরিমাপে পরিণত হয়। ইহাকে **আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান**[৩৬]ও বলে।

সুতরাং সাধারণভাবে **স্বর্ণমানের** নিম্নলিখিত **বৈশিষ্ট্যগুলি** দেখা যায়ঃ ১. ইহাতে দেশীয় মুদ্রার মূল্য নির্দিষ্ট ওজনের ও খাদের সোনার মূল্য দিয়া নির্ধারিত হয়।

২. দেশে অর্থের মোট পরিমাণ সোনার সংরক্ষিত তহবিলের আয়তনের উপর নির্ভর করে।

৩. স্বর্ণমানবিশিষ্ট বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার উহাদের স্বর্ণমূল্যের অনুপাতে **আপনা হইতেই** নির্ধারিত হইয়া যায়।

৪. বিভিন্ন স্বর্ণমানবিশিষ্ট দেশের মধ্যে অবাধে সোনার আমদানি-রপ্তানি চলিতে দেওয়া হয় এবং সোনার একটি নিয়ন্ত্রণমুক্ত বাজার প্রতিষ্ঠিত হইতে দেওয়া হয়।

স্বর্ণমানের কার্যপ্রক্রিয়া[৩৭] **ঃ স্বর্ণপ্রবাহ-দামপ্রক্রিয়া**[৩৮] ঃ স্বর্ণমানের উদ্দেশ্য ও কাজ হইতেছে দেশীয় মুদ্রার স্বর্ণমূল্যে বাঁধিয়া দিয়া উহাতে সমাজের আস্থা সৃষ্টি করা, অর্থের অভ্যন্তরীণ মূল্য ও বিনিময়-হারের স্থিতি বজায় রাখা, বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক লেনদেনের উপায় বা মাধ্যম সৃষ্টি করা এবং বৈদেশিক বাণিজ্য তথা আন্তর্জাতিক লেন-দেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত[৩৯] দূর করিয়া ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা। দেশীয় মুদ্রার স্বর্ণমূল্য নির্দিষ্ট করিয়া দিলে, স্বর্ণমান উহার বাদ বাকি কাজগুলি আপনা আপনি পালন করে বলিয়া ইহাকে একটি 'স্বয়ংক্রিয়'[৪০] মুদ্রামান ব্যবস্থা বলা হয় এবং ইহাই স্বর্ণমানের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া দাবি করা হয়।

ক. বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার নির্ধারণ—ধরা যাক ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়ে স্বর্ণমানে আছে এবং ভারতের ১টি সোনার টাকায় ২০ গ্রেণ সোনা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১টি ডলারে ১০০ গ্রেণ সোনা আছে। তাহা হইলে ভারতের ১ টাকা = $\frac{২০}{১০০}=\frac{১}{৫}$ ডলার = ২০ সেন্ট (১ ডলার=১০০ সেন্ট)। এবং মার্কিন ১ ডলার= $\frac{১০০}{২০}$ = ৫ টাকা।

33. Gold Reserve. 34. Domestic Gold Standard.
35. Mint par of Exchange or Mint Parity.
36. International Gold Standard. 37. The Gold Standard Mechanism.
38. The Specie flow-price Mechanism. 39. Adverse Balance.
40 Automatic System.

সুতরাং টাকা ও ডলারের বিনিময়ের টাঁকশালের দর হইতেছে, ১ টাকা=২০ সেন্ট। এইভাবে দুইটি দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার উহাদের স্বর্ণমূল্য অনুসারে আপনা-আপনি স্থির হইয়া যায়॥

খ. উহা স্থির থাকে কিভাবে—ধরা যাক ভারত হইতে ২০ গ্রেণ সোনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাইতে ১ সেন্ট খরচ পড়ে। অতএব যদি কেহ সরাসরি ২০ গ্রেণ সোনা সেখানে পাঠায় তবে তাহার সোনার দাম সহ ২১ সেন্ট লাগিবে। আর যদি কেহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে ২০ গ্রেণ সোনা আনায় তবে ১ সেন্ট খরচ বাদে সে ১৯ সেন্ট মূল্যের সোনা পাইবে। তাহা হইলে ভারতের টাকা ও মার্কিন ডলারের টাঁকশালের দর যদিও ১ টাকা=২০ সেন্ট তথাপি প্রত্যেক দিন বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ের বাজারে টাকা ও ডলারের চাহিদা-যোগান অনুসারে উহাদের বিনিময়ের বাজার-দর স্থির হইবে, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ দর ১ টাকা=১৯ সেন্টের কম কিংবা ১ টাকা=২১ সেন্টের বেশি হইতে পারিবে না। কারণ টাকার দর ১৯ সেন্টের কম বা ২১ সেন্টের বেশি হইলে দুই দেশের দেনাদার-পাওনাদারেরা সরাসরি সোনা দিয়া (পাঠাইয়া বা আনিয়া) পরস্পরের দেনাপাওনা নিষ্পত্তি করিবে। সুতরাং স্বর্ণমানে বিনিময়-হার স্থিতিশীল হয়। উহার ওঠানামা অত্যন্ত অল্প ও সীমাবদ্ধ (টাঁকশালের দরের কাছাকাছি) থাকে। টাকার দাম ১৮ সেন্ট হইলে সরাসরি কেহ টাকা দিয়া ডলার না কিনিয়া ভারতে ২০ গ্রেণ সোনা কিনিয়া উহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাইলে ১ সেন্ট পাঠাইবার খরচ বাদে ১৯ সেন্ট দেনা শোধ করিতে পারিবে। সেরূপ টাকার দাম ২২ সেন্ট হইলে মার্কিন দেনদারেরা সরাসরি ডলার দিয়া টাকা না কিনিয়া ২০ সেন্ট দিয়া ২০ গ্রেণ সোনা কিনিয়া ভারতে পাঠাইলে এবং উহার সহিত খরচ ১ সেন্ট যোগ দিলে ২১ সেন্ট দিয়া ১ টাকার দেনা শোধ করিতে পারিবে। ইহাতে বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ের বাজারে বিনিময়ের দর বা হার টাঁকশালের দরের নিকটবর্তী হইবে।

গ. বিদেশী দেনাপাওনার প্রতিকূল উদ্বৃত্ত দূর হইয়া ভারসাম্য ফিরিয়া আসিবে কি ভাবে—ধরা যাক্, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশই স্বর্ণমানে রহিয়াছে। ধরা যাক্, মার্কিন দেশের সহিত বাণিজ্যে ভারতের অনুকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত[৪১] (আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি বেশি) ঘটিয়াছে। ইহার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ভারতের যে পাওনা হইবে সে বাবদ ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে সোনা পাইবে। ভারতে ঐ সোনা আমদানির ফলে দেশে সোনার সংরক্ষিত তহবিল বাড়িবে বলিয়া মুদ্রা প্রচলনের পরিমাণ বাড়িবে। নগদ অর্থ বাড়িলে ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণও বাড়িবে। ইহাতে অর্থের মোট যোগান বাড়িলে দামস্তরও বাড়িবে। ইহাতে দেশে মুনাফা, বিনিয়োগ, উৎপাদন, আয় ও নিয়োগ সকলই বাড়িবে কিন্তু আর্থিক আয় যত শীঘ্র বাড়ে উৎপাদন তত শীঘ্র বাড়ে না বলিয়া, এবং নিয়োগ বৃদ্ধির দরুন উপাদানের যোগানে টান ধরিলে, উৎপাদন-খরচও বাড়িবে। ফলে দেশে আয় বৃদ্ধি ও দামস্তর বৃদ্ধির দরুন ভারতের বাজারে মার্কিন পণ্যের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাম বাড়ে নাই বলিয়া উহাদের দাম ভারতের তুলনায় কম হওয়ায়) চাহিদা ও সে কারণে ভারতে উহাদের আমদানি বাড়িবে এবং ভারতীয় পণ্যের দাম বাড়িয়াছে বলিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উহাদের চাহিদা ও সে কারণে তথায় উহাদের রপ্তানি কমিবে।

অপরদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে প্রতিকূল বাণিজ্যের দেনা শোধ করিতে সোনা রপ্তানির দরুন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সোনার সংরক্ষিত তহবিল হ্রাস পাওয়ায় সেখানে অর্থের প্রচলন ও মোট যোগান কমিবে। উহাতে সেখানে দামস্তর কমিবে, মুনাফা কমিবে, বিনিয়োগ, উৎপাদন, আয় ও নিয়োগ কমিবে এবং উৎপাদন-খরচও কমিবে। ইহাতে

41. Favourable Balance of Trade.

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়স্তর কমিয়াছে বলিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় পণ্যের আমদানি কমিবে এবং মার্কিন পণ্য সস্তা হইয়াছে বলিয়া ভারতে মার্কিন পণ্যের রপ্তানি বাড়িবে।

ফলে বৎসর-শেষে দেখা যাইবে যে, এবার ভারত-মার্কিন বাণিজ্যে ভারতের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত ও মার্কিন দেশের অনুকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ঘটিয়াছে। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বাবদ দেনা শোধ করিতে গিয়া, ভারত আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যে সোনা লাভ করিয়াছিল তাহা পুনরায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাইয়া দিবে এবং ভারতের নিকট দেনা বাবদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে সোনা ভারতে পাঠাইয়াছিল তাহা উহা ফিরিয়া পাইবে।

এইভাবে দুইটি স্বর্ণমানবিশিষ্ট দেশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য ও সোনার অবাধ চলাচলের ফলে উহাদের কোনটিরই স্থায়ী অনুকূল কিংবা স্থায়ী প্রতিকূল বাণিজ্য ও বৈদেশিক লেনদেনের উদ্বৃত্ত থাকিতে পারে না। পরবর্তী প্রতিকূল উদ্বৃত্ত দ্বারা পূর্বেকার অনুকূল উদ্বৃত্ত অথবা পরবর্তী অনুকূল উদ্বৃত্ত দ্বারা পূর্বেকার প্রতিকূল উদ্বৃত্ত নিশ্চিহ্ন হইয়া উভয়ের দেনাপাওনায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আরেকটি বিষয় এই ভারসাম্য আনয়নে সাহায্য করে। তাহা হইল স্বর্ণ রপ্তানিকারী দেশে মুদ্রা-সংকোচনের দরুন সুদের হার বাড়ে ও স্বর্ণ-আমদানিকারী দেশে মুদ্রা-প্রচলন বৃদ্ধির দরুন সুদের হার কমে। ইহাতে বেশি সুদের লোভে মুদ্রা-সংকোচনকারী দেশে আন্তর্জাতিক স্বল্প-মেয়াদী ঋণ বা পুঁজি আকৃষ্ট হয় এবং মুদ্রা-প্রচলন বৃদ্ধিকারী দেশে সুদের হার কমিয়া যাওয়ায় সেখান হইতে আন্তর্জাতিক স্বল্পমেয়াদী পুঁজি অন্য দেশে (যেখানে সুদের হার বেশি তথায়) চলিয়া যায়।

এইরূপে স্বর্ণমানের অধীনে বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে, (১) দামস্তর ও উৎপাদন খরচের হ্রাসবৃদ্ধি, (২) সুদের হারে পরিবর্তন ও (৩) সোনার আমদানি-রপ্তানি বা চলা-চলের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও লেনদেনে **আপনা আপনি** ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া উহাকে **স্বয়ংক্রিয়** স্বর্ণপ্রবাহ-দামস্তর কার্যপ্রক্রিয়া বলে।

স্বর্ণমানের সাফল্যের শর্তাবলী[42] **: স্বর্ণমান-খেলার নিয়মাবলী**[43]—স্বর্ণমান যাহাতে সফল হইতে পারে সেজন্য উহা বজায় রাখিবার কতকগুলি অবশ্যপালনীয় শর্তাবলী বা নিয়মাবলী আছে। যথা,—১. দেশীয় মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখাই দেশের আর্থিক নীতির একমাত্র লক্ষ্য হওয়া চাই এবং সেজন্য অন্যান্য লক্ষ্য বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকা চাই।

২. অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নীতি অনুসরণ করা চাই। কোন প্রকারেই আমদানি-রপ্তানিকে নিয়ন্ত্রণ করিলে চলিবে না।

৩. অবাধে বিভিন্ন দেশের মধ্যে স্বর্ণ চলাচল করিতে দিতে হইবে। উহা নিয়ন্ত্রণ করা চলিবে না। তবে এইরূপ স্বর্ণ চলাচলের পরিমাণ বৈদেশিক লেনদেনের উদ্বৃত্ত ও স্বল্পমেয়াদী পুঁজির চলাচলের অধিক হইলে চলিবে না এবং স্বল্পমেয়াদী পুঁজির চলাচলও সীমাবদ্ধ পরিমাণ হওয়া চাই।

৪. স্বর্ণের আগমন ও নির্গমনের সহিত দেশে অর্থের প্রচলন আপনা আপনি বাড়াইবার ও কমাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৫. স্বর্ণের আগমন-নির্গমনের দরুন অর্থের প্রচলনের সম্প্রসারণ ও সংকোচনের সহিত দেশের অভ্যন্তরীণ দামস্তর মজুরিস্তর, উৎপাদন-খরচস্তর, আয়স্তর ও নিয়োগ-স্তর যথেষ্ট নমনীয় হওয়া চাই. অর্থাৎ উহাদের ওঠানামা ঘটিতে দিতে হইবে ও উহা সহ্য করিতে হইবে।

42. Conditions for the success of the Gold Standard.
43. Rules of the Gold Standard Game.

৬. স্বর্ণমানের সাফল্যের আরেকটি প্রয়োজনীয় শর্ত এই যে, স্বর্ণমানবিশিষ্ট দেশের যথেষ্ট পরিমাণে সোনার সংরক্ষিত তহবিল থাকা চাই।

এই নিয়ম বা শর্তগুলি পালিত না হইলে স্বর্ণমান টিকিয়া থাকিতে পারে না।

স্বর্ণমানের সুবিধাসমূহ[৪৪]—স্বর্ণমানের উল্লেখযোগ্য সুবিধাগুলি হইল, (১) ইহা বিভিন্ন স্বর্ণমানবিশিষ্ট দেশগুলির মুদ্রার বিনিময়-হারের মধ্যে স্থিতি আনে: (২) কোনরূপ সরকারী হস্তক্ষেপ ব্যতীত ইহা একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্ররূপে কাজ করে। (৩) বিনিময়-হারের স্থিতির দরুন ইহাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। (৪) ইহাতে মুদ্রার স্বর্ণমূল্য নির্দিষ্ট থাকে বলিয়া, মুদ্রাব্যবস্থার উপর সহজে দেশবাসীর আস্থা স্থাপিত হয়। এবং (৫) দেশের দামস্তরের ওঠানামা সত্ত্বেও, উহা সোনার আগমন-নির্গমনের সহিত সম্পর্কবিশিষ্ট থাকে বলিয়া ঐ ওঠানামার নির্দিষ্ট সীমা থাকে এবং সে কারণে দামস্তর অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল হয়।

স্বর্ণমানের অসুবিধা বা ত্রুটিসমূহ[৪৫]—ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি এই যে, (১) ইহা মোটেই স্বয়ংক্রিয় নহে। সরকারকে যথেষ্ট পরিমাণে হস্তক্ষেপ করিয়া ইহা সচল রাখিতে হয়। (২) ইহাতে বিনিময়-হারের স্থিতির স্বার্থে দেশের অভ্যন্তরীণ দামস্তরের, আয় ও নিয়োগ-স্তরের স্থিতি বলি দিতে হয়। ইহার ফলে একমাত্র বৈদেশিক বাণিজ্যে নিযুক্ত শিল্পগুলি বাদে আর কেহই উপকৃত হয় না। (৩) ইহা সুসময়ে কাজ দেয় কিন্তু দুঃসময় অর্থাৎ সংকটকালে বিকল হইয়া পড়ে। অতীতে ইহা বারংবার দেখা গিয়াছে। (৪) ইহাতে স্থিতিশীল বিনিময়-হারের মারফত অন্যান্য দেশের অভ্যন্তরীণ সংকট আপন দেশে সংক্রামিত হয় অথচ, বিনিময়-হার স্থিতিশীল রাখিবার স্বার্থে উহার বিরুদ্ধে কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় না। ফলে দেশের প্রয়োজন অনুসারে স্বাধীন অর্থনীতিক নীতি গ্রহণের অধিকার বিসর্জন দিতে হয়।

স্বর্ণমানের পতনের কারণ[৪৬]—গত শতাব্দীতে বৃটেন ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণমান গ্রহণ করে। উহার পর গত শতাব্দীর শেষ ত্রিশ বৎসরে একে একে পৃথিবীর অন্যান্য প্রধান সকল দেশেও স্বর্ণমান প্রবর্তিত হয় (ব্যতিক্রম ছিল কেবল চীন, মেক্সিকো এবং আর কয়েকটি ক্ষুদ্র দেশ)। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ভারতেও স্বর্ণ (বিনিময়) মান প্রবর্তিত হয়। ফলে বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত হইয়া, উহা এক আন্তর্জাতিক মানে পরিণত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধ কালে (১৯১৪-১৮) স্বর্ণমান সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখা হয়। মহাযুদ্ধের অবসানে সকল দেশেই পুনরায় স্বর্ণমানে ফিরিয়া যাওয়ার কথা উঠিতে থাকে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে বিভিন্ন দেশে স্বর্ণমানের পুনঃপ্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয় এবং ১৯২৮ সালের মধ্যে উহা আবার প্রায় সকল দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আন্তর্জাতিক মান রূপে নিজের মর্যাদা ফিরিয়া পায়। কিন্তু অচিরেই ১৯৩১ সালে তীব্র সংকটের দরুন বৃটেন প্রথম ইহা পরিত্যাগ করে। অন্যান্য দেশগুলিও ক্রমে বৃটেনকে অনুসরণ করিয়া স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে থাকে। ১৯৩৭ সালের মধ্যে পৃথিবীর সকল দেশেই স্বর্ণমান পরিত্যক্ত হয়। তাহার পর হইতে অদ্যাবধি আর কোন দেশে স্বর্ণমান পুনঃপ্রবর্তিত হয় নাই এবং কোন দেশ আর সে কথা চিন্তাও করে না।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বর্ণমানের সাফল্যের এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত স্বর্ণমানের স্বল্পকালীন আয়ুর ও অবশেষে উহার চূড়ান্ত পতনের মূল কারণটি হইল এই যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তীকালে স্বর্ণমানের দেশগুলি স্বর্ণমান-খেলার নিয়মাবলী পরিপূর্ণভাবে পালন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পরে

44. Advantages or Merits of the Gold Standard.
45. Demerits of the Gold Standard.
46. Causes of the Breakdown of the Gold Standard.

স্বর্ণমান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেও উহারা স্বর্ণমান-খেলার নিয়মাবলী আর মানিয়া চলিতে পারে নাই এবং তাহা সম্ভবও ছিল না।

১. **বিনিময়-হারের স্থিতি বজায়ের লক্ষ্য পরিত্যাগঃ** ১৯২৯-৩৩ সালে যে বিশ্ব-ব্যাপী মন্দা দেখা দেয় তাহাতে সকল দেশেই আয় ও নিয়োগ অত্যন্ত কমিয়া গিয়া দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিক স্থিতি এত ক্ষুণ্ন হয় যে, উহাই প্রধান সমস্যারূপে পরিণত হয়। ইহার ফলে বিনিময়-হারের স্থিতি বজায় রাখা আর অর্থনীতিক নীতির মুখ্য লক্ষ্য না থাকিয়া আয় ও নিয়োগ বৃদ্ধির দ্বারা অভ্যন্তরীণ স্থিতি প্রতিষ্ঠা ও তাহা বজায় রাখা মুখ্য লক্ষ্যে পরিণত হয় এবং এজন্য ইহার স্বার্থে, বিনিময়-হারের স্থিতি বর্জনেও দেশগুলি স্বীকৃত হয়।

২. **অবাধ বাণিজ্য নীতি পরিত্যাগঃ** প্রথম মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর সকল দেশেই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী মনোবৃত্তির প্রবল জাগরণের ফলে প্রত্যেক দেশই যে কোন প্রকারে রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি সংকোচনের দ্বারা বৈদেশিক বাণিজ্য ও লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্ত সৃষ্টিতে ব্যগ্র হইয়া পড়ে এবং এজন্য বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর নানা প্রকার বিধি-নিষেধ আরোপ করিয়া সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করিতে থাকে। ইহার ফলে অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিনষ্ট হয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অত্যন্ত সংকুচিত হয়।

৩. **সোনা ও স্বল্পমেয়াদী পুঁজির চলাচল অত্যন্ত বৃদ্ধি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট পৃথিবীর অধিকাংশ সোনার মজুত, অন্যান্য দেশগুলির সোনার সংরক্ষিত তহবিলের অবনতিঃ** প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রনৈতিক গোল-যোগ ও অনিশ্চয়তার দরুন স্বল্পমেয়াদী পুঁজি ও সোনার চলাচল অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তাহা ছাড়া, যে ভার্সাই চুক্তি দ্বারা জার্মেনী আত্মসমর্পণ করে ও প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে উহার শর্তানুযায়ী মিত্রশক্তির দেশগুলিকে বিপুল ক্ষতিপূরণ বাবদ জার্মেনী বিপুল পরিমাণ সোনা দিতে বাধ্য হয় এবং মিত্রশক্তির অতর্গত দেশগুলির অধিকাংশই আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট যুদ্ধকালীন ঋণ ও উহার সুদ বাবদ দেনা শোধ করিতে বিপুল পরিমাণ সোনা মার্কিন দেশে পাঠাইতে বাধ্য হয়। ইহাতে পৃথিবীর তৎকালীন মোট সোনার এক-তৃতীয়াংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জমা পড়ে এবং অন্যান্য দেশগুলিতে সোনার সংরক্ষিত তহবিল প্রায় রিক্ত হয়। এই পরিস্থিতিতে ঐ সকল দেশগুলির পক্ষে আর স্বর্ণমানে থাকা সম্ভব ছিল না। কারণ, তাহা হইলে সোনার চলাচল অক্ষুণ্ন রাখিতে গিয়া যে সোনা বাহিরে যাইতে দিতে হইত তাহা আর উহাদের ভাণ্ডারে ছিল না।

৪. **সোনার আগমন-নির্গমন অনুসারে অর্থের প্রচলন পরিবর্তনে অস্বীকৃতিঃ** এই সময়ে যে কোন প্রকারে বিনিময়-হারের স্থিতিরক্ষা আর মুখ্য লক্ষ্যরূপে অনুসরণ করা সম্ভব না হওয়ায় এবং উহার পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ স্থিতিই প্রধান সমস্যায় পরিণত হওয়ায়, স্বর্ণমানের দেশগুলি আর সোনার আগমন-নির্গমন অনুসারে দেশে অর্থের প্রচলন বাড়াইতে ও কমাইতে রাজী ছিল না।

৫. **অভ্যন্তরীণ দামস্তর, মজুরিস্তর প্রভৃতির অনমনীয়তা বৃদ্ধিঃ** প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তীকালের তুলনায় পরবর্তীকালে, বিশেষত শ্রমিক আন্দোলনের প্রসারের দরুন বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ দামস্তর, উৎপাদন-খরচস্তর, মজুরিস্তর ইত্যাদি অনমনীয় হইয়া পড়িতে থাকে। ফলে সোনার আগমন-নির্গমন অনুসারে অর্থের প্রচলনের সম্প্রসারণ-সংকোচনের দ্বারা দেশের অভ্যন্তরীণ দামস্তর প্রভৃতি আর পূর্বের মত ওঠান নামান সম্ভবপর হয় না।

এই সকল প্রতিকূলতার দরুন দুইটি মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত স্বর্ণমানের চূড়ান্ত পতন ঘটে।

স্বর্ণমান হইতে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার

FROM GOLD STANDARD TO THE INTERNATIONAL MONETARY FUND

বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকে স্বর্ণমানের চূড়ান্ত পতন অর্থনীতিক ও মুদ্রা-ব্যবস্থার ইতিহাসে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ মোড় পরিবর্তনের সূচনা করে। স্বর্ণমানের যে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ভূমিকা ছিল, উহার একটি হইল দেশের অভ্যন্তরে দেশীয় মানমুদ্রার মূল্য স্বর্ণে নির্ধারণ করিয়া উহার স্থিতি প্রতিষ্ঠা করা এবং সে উদ্দেশ্যে দেশে প্রচলিত অর্থের পরিমাণটি সোনার সংরক্ষিত তহবিলের উপর নির্ভরশীল করা, অপরটি হইল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের (স্বর্ণমান বিশিষ্ট) মুদ্রার বিনিময়-হার আপনা আপনি উহাদের স্বর্ণমূল্য অনুসারে স্থির করিয়া দিয়া উহাদের স্থিতির ব্যবস্থা করা এবং আন্তর্জাতিক লেনদেনের মাধ্যম রূপে স্বর্ণ ব্যবহার করা। স্বর্ণমানের পতনের ইতিহাস এই শিক্ষাই দেয় যে, বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ও বিভিন্ন দেশের মধ্যে স্বর্ণের বর্তমান বণ্টন আর অভ্যান্তরীণ স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখার অনুকূলে নাই। কিন্তু অভ্যন্তরীণ স্বর্ণমানের উপযোগিতা বিনষ্ট হইলেও আন্তর্জাতিক স্বর্ণমানের প্রয়োজনীয়তা এবং সেক্ষেত্রে উহার কার্যকারিতা এখনও বর্তমান।

আন্তর্জাতিক স্বর্ণমানের সুবিধা এই যে, উহার দ্বারা,—(১) বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময়-হারের স্থিতি আনয়ন করা যায়, এবং (২) বিভিন্ন দেশের মধ্যে আপনাআপনি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও লেনদেনের ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু ইহার প্রধান অসুবিধা এই যে, ইহাতে দেশগুলি উহাদের স্বাধীন অর্থনীতিক ও মুদ্রা-নীতি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া আন্তর্জাতিক বাজারের ক্রীড়নক হইয়া পড়ে।

স্বর্ণমান বর্জনের পর বিভিন্ন দেশে সংরক্ষণ নীতি অনুসরণের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও লেনদেনের পরিমাণ অত্যন্ত সংকুচিত হয় এবং আন্তর্জাতিক লেনদেনের নিষ্পত্তির উপায়ের অভাবে সকল দেশেরই তীব্র সংকট দেখা দেয় এবং ইহার ফলে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়-হারের ক্রমাবনতি ঘটিতে থাকে। ফলে এক আন্তর্জাতিক সংকটের পরিস্থিতি দেখা দেয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালেই মিত্রশক্তির দেশগুলিতে ঐ সমস্যার ভাবী সমাধান সম্পর্কে নানারূপ আলোচনার পর সমাধান রূপে যে ব্যবস্থাটি গৃহীত হয় তাহাতে আন্তর্জাতিক স্বর্ণমানের অসুবিধাটি বাদ দিয়া সুবিধাগুলির সহিত স্বতন্ত্র জাতীয় অর্থনীতিক ও মুদ্রাগত নীতি অনুসরণের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। ইহাই **আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার** ব্যবস্থা নামে পরিচিত। ইহাতে,—(১) প্রত্যেক সদস্য দেশের মুদ্রার স্বর্ণমূল্য নির্ধারণের বিধি আছে। ফলে সদস্য দেশগুলির পরস্পরের মুদ্রার বিনিময়-হার উহাদের ঘোষিত স্বর্ণমূল্যের অনুপাতে আপনাআপনি স্থির হইয়া যায়। আর, (২) আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারে সোনা ও বিভিন্ন দেশের মুদ্রার যে তহবিল থাকে তাহার সাহায্যে সদস্য দেশগুলি পরস্পরের লেনদেনের উদ্বৃত্ত আদান প্রদানের দ্বারা আপন-আপন দেনাপাওনার নিষ্পত্তি করিতে পারে।

(আন্তর্জাতিক) স্বর্ণমান ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের তুলনা[৪৭]**ঃ উহাদের মধ্যে মিল** এই যে,—(১) স্বর্ণমানে যেমন দেশগুলির স্ব স্ব মুদ্রার স্বর্ণমূল্যের অনুপাতে উহাদের পরস্পর বিনিময়-হার আপনাআপনি নির্দিষ্ট হয়, সেরূপ আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের নিয়মাবলী অনুসারে প্রত্যেক সদস্য দেশ উহার মুদ্রার (যাহা সচরাচর কাগজী মুদ্রা) স্বর্ণ-মূল্য ঘোষণা করে এবং সদস্য দেশগুলির স্ব স্ব মুদ্রার স্বর্ণমূল্যের অনুপাতে উহাদের পরস্পর বিনিময়-হার আপনাআপনি নির্ধারিত হইয়া যায়।

(২) স্বর্ণমানে যেমন দেশগুলি অবাধে পরস্পরের মুদ্রা বিনিময় করিতে পারে,

47. Gold Standard and I.M.F. Compared.

সেরূপ আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারেরও চূড়ান্ত লক্ষ্য হইতেছে সদস্য দেশগুলির মধ্যে পরস্পরের মুদ্রার অবাধ বিনিময় প্রতিষ্ঠা করা।

এই দুটি মিলের জন্য অধ্যাপক হ্যাম, উইলিয়ামস্ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ভাণ্ডার-ব্যবস্থাকে স্বর্ণমানের একটি সুমার্জিত রূপ বলিয়াছেন। অধ্যাপক জ্যাকবসনের মতে ইহাকে স্বর্ণবিনিময়মান বলিয়া গণ্য করা যায়।

উহাদের পার্থক্য হইতেছে,—(১) স্বর্ণমানে, দেশের অভ্যন্তরে স্বর্ণমুদ্রাই মানমুদ্রা-রূপে প্রচলিত থাকে অথবা মানমুদ্রা কাগজের হইলেও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও উহার স্বর্ণমূল্য নির্দিষ্ট হয় এবং সোনার সংরক্ষিত তহবিলের আয়তন অনুসারে দেশের অভ্যন্তরে অর্থের প্রচলন নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার-ব্যবস্থায় সদস্য দেশগুলির মুদ্রার অভ্যন্তরীণ মূল্য স্বর্ণের দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না বা সোনার সংরক্ষিত তহবিল দ্বারা অর্থের পরিমাণ নির্ধারিত হয় না।

(২) স্বর্ণমানে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার উহাদের স্বর্ণমূল্যের অনুপাতে যেমন নির্ধারিত হয় তেমনি উহা কঠোর ভাবে বজায় থাকে। কিন্তু আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ভাণ্ডার-ব্যবস্থায় সদস্য দেশগুলির মুদ্রার বিনিময়-হার উহাদের ঘোষিত স্বর্ণমূল্যের অনুপাতে নির্দিষ্ট হইলেও উহা প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের অনুমতিতে বা বিনা অনুমতিতে পরিবর্তন করা চলে।

এই কারণে কীন্স মনে করেন আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ব্যবস্থাটি স্বর্ণমানের সম্পূর্ণ বিপরীত।

আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার
THE INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF)

স্থাপনা ও সংগঠন: ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেটনউড্স্ নামক স্থানে মিত্রশক্তির অন্তর্গত দেশগুলির আর্থিক সম্মেলনে গৃহীত মতৈক্যের চুক্তি[৪৮] অনুসারে, ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে উহাতে ২৯টি দেশের সম্মতির স্বাক্ষর দানের দ্বারা আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের জন্ম হয়। বর্তমানে শতাধিক দেশ ইহার সদস্য। প্রত্যেক সদস্য দেশের একজন প্রতিনিধি (গভর্নর) ও বিকল্প প্রতিনিধি (অল্টারনেট গভর্নর) লইয়া ইহার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ গভর্নর-পর্ষদ্[৪৯] গঠিত। ইহা বৎসরে একবার মিলিত হয়। গভর্নর পর্ষদের কার্যকর ক্ষমতা ১৭ জন সদস্য বিশিষ্ট কার্যকর পরিচালক পর্ষদের[৫০] হাতে অর্পিত হইয়াছে। ইহাদের পাঁচ জন হইতেছে সর্বাধিক চাঁদাদাতা দেশের প্রতিনিধি এবং বাকি ১২ জন হইল গভর্নর পর্ষদ্ কর্তৃক নির্বাচিত অন্যান্য দেশের প্রতি-নিধি। কার্যকর পরিচালক-পর্ষদের সভাপতি হইলেন ব্যবস্থাপক-পরিচালক (ম্যানেজিং ডিরেক্টর), তিনিই সমগ্র সংগঠনটির প্রধান কর্মকর্তা।

আর্থিক সম্বল: প্রত্যেক সদস্য দেশের জাতীয় আয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উহার অংশ অনুসারে উহার সদস্য-চাঁদা নির্ধারিত হয় এবং উহার ২৫% সোনায় অথবা ডলারে দিতে হয়, বাকি ৭৫% দেশীয় মুদ্রায় ঐ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট আন্ত-র্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের আমানতী হিসাবে জমা করা হয়। এইভাবে সংগৃহীত ৮৮০ কোটি ডলার লইয়া আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার কাজ শুরু করে। ১৯৫৯-৬০ সালে তহবিল আরও বাড়াইবার জন্য সদস্য দেশগুলির চাঁদা ৫০% বাড়ান হয়। ইহাতে বর্তমানে উহার সম্বল দাঁড়াইয়াছে ১৫৫০ কোটি ডলার। ইহার দুই-তৃতীয়াংশ সোনায় ও বিভিন্ন প্রধান দেশের মুদ্রায় সদস্য দেশগুলি উহাদের আন্তর্জাতিক লেনদেনের দেনাপাওনা নিষ্পত্তির জন্য ব্যবহার

48. Articles of Agreement. 49. Board of Governors.
50. Board of Executive Directors.

করিতে পারে। ইহা ছাড়া, প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ১০টি প্রধান দেশের নিকট হইতে উহাদের মুদ্রায় আরও ৬০০ কোটি ডলার পরিমাণ ঋণ লইতে পারে।

উদ্দেশ্য: ইহার উদ্দেশ্য হইল,—(১) সদস্য দেশগুলির আয় ও নিয়োগস্তর বৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও ভারসাম্যশীল উন্নয়ন। (২) প্রতিযোগিতামূলক ভাবে দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হার হ্রাসের পরিবর্তে বিনিময়-হারের স্থিতি প্রতিষ্ঠা। (৩) বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ও নিষিদ্ধকরণ দূর করিয়া বিভিন্ন দেশের মুদ্রার মধ্যে বিনিময়ের ব্যবস্থা[৫১]। এবং (৪) সদস্য দেশগুলির বৈদেশিক লেনদেনে ভারসাম্যের অভাব দূর করিতে আর্থিক সাহায্য দান।

সদস্য দেশগুলির মুদ্রার স্বর্ণমূল্য নির্ধারণ: এই সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার স্বর্ণকে মূল্যের পরিমাপক রূপে গ্রহণ করিয়াছে ও সদস্যপদ গ্রহণকালে প্রত্যেক সদস্য দেশকে উহার মুদ্রার স্বর্ণমূল্য ঘোষণা করিতে হয় (আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার কাজ শুরু করিবার ৫৯ দিন আগে ঐ দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার যাহা ছিল তদনুসারে ঐ স্বর্ণমূল্য স্থির হয়)। যে কোন সদস্য দেশ আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের বিনানুমতিতে ১০% পর্যন্ত উহার মুদ্রার স্বর্ণমূল্য পরিবর্তন করিতে পারে। কিন্তু উহার বেশি পরিবর্তন করিতে হইলে দেশটি ক্রমাগত লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্তের দরুন **'মৌলিক' ভারসাম্যের অভাবে'**[৫২] ভুগিতেছে, একমাত্র এই কারণ ছাড়া অন্য কোন কারণে তাহা করা যায় না এবং এজন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারকে জানাইতে হয়। তখন উহা প্রস্তাবিত পরিবর্তন অপেক্ষা অল্প পরিমাণ প্রবর্তনের সুপারিশ করিতে পারে কিন্তু পরিবর্তনে বাধা দিতে পারে না।

সদস্য দেশগুলিকে সাহায্য দান: কোন সদস্য দেশের বৈদেশিক লেনদেনের সাময়িক প্রতিকূল উদ্বৃত্ত ঘটিলে উহা আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার হইতে প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ করিতে পারে, তবে ইহার শর্ত এই যে,—(১) সংশ্লিষ্ট দেশটি উহার সদস্যপদের নির্ধারিত চাঁদার দ্বিগুণের বেশি বিদেশী মুদ্রায় ঋণ পাইবে না, (২) যে কোন বৎসর উহার নির্ধারিত চাঁদার ২৫% এর বেশি ঋণবাবদ বিদেশী মুদ্রা আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার হইতে তুলিতে পারিবে না, (৩) যে পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা ঋণস্বরূপ তুলিবে উহার সমমূল্যের পরিমাণে দেশীয় মুদ্রা মুদ্রাভাণ্ডারের কাছে জমা রাখিতে হইবে, (৪) ঐ ঋণের জন্য কমিশন ছাড়াও নির্ধারিত হারে সুদ দিতে হইবে এবং (৫) যথাশীঘ্র সম্ভব ঋণবাবদ প্রাপ্ত ঐ বিদেশী মুদ্রা ফেরত দিয়া দেশীয় মুদ্রাগুলি ফেরত লইতে হইবে। বৈদেশিক লেনদেনের সাময়িক প্রতিকূল উদ্বৃত্তের সমস্যার সমাধানে স্বল্পমেয়াদী বিদেশী মুদ্রায় ঋণদান ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও, ১৯৬১ সালে ভাণ্ডারের বার্ষিক সভায় এক দেশ হইতে অপর দেশে পুঁজির চলাচলের উদ্দেশ্যে ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

যদি কোন দেশের বৈদেশিক লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত সাময়িক না হইয়া ক্রমাগত ঘটিতে থাকে, (মৌলিক ভারসাম্যের অভাব) তবে ভাণ্ডার-কর্তৃপক্ষ বিদেশী মুদ্রা ঋণ দিতে অস্বীকার করিয়া উহাকে মুদ্রার অবমূল্যায়নের জন্য পরামর্শ ও চাপ দিতে পারে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের কাজের মূল্যায়ন: ইহার **বিরুদ্ধে** যে সকল **অভিযোগ** করা হয় তাহা হইল,—(১) ইহা সদস্য দেশগুলির মুদ্রার বিনিময়-হারের স্থিতিপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। ইহার প্রতিষ্ঠাকালের পর হইতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সদস্য দেশ একাধিক বার উহাদের মুদ্রার বহির্বিনিময়-হার হ্রাস করিয়াছে। অথচ এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করিবার জন্যই ইহা প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। (২) চল্লিশের দশকে ইহা ডলারের দুষ্প্রাপ্যতার সংকট দূর করিতে পারে নাই অথচ সাহস করিয়া ডলারকে 'দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা' বলিয়া ঘোষণা করিয়া উহার দুষ্প্রাপ্যতা দূর করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা

51. Multi-lateral convertibility. 52. Fundamental Disequilibrium.

গ্রহণ করিতে পারে নাই। (৩) কোন দেশের ইচ্ছাকৃত নীতির ফলে (যেমন দেশের অভ্যন্তরে মুদ্রাস্ফীতিমূলক নীতি অনুসরণের দরুন বৈদেশিক লেনদেনে প্রতিকূল উদ্বৃত্ত ঘটিতে থাকিলে) 'মৌলিক ভারসাম্যের অভাব' দেখা দিলে, তাহা দূর করিবার ক্ষমতা ভাণ্ডারের নাই। উহা হয় নিষ্ক্রিয় দর্শক থাকিতে পারে, নতুবা বড়জোর উহা বিরুদ্ধে 'পরামর্শ' দিতে পারে মাত্র।

কিন্তু এই সকল ত্রুটি সত্ত্বেও, গত ২৩ বৎসরে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের কর্ম-ক্ষেত্র এবং ভূমিকার ক্রমপ্রসার ঘটিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ। ১৯৬৩ সালের শেষ পর্যন্ত, ছোটবড় ৪৮টি সদস্য দেশ ১৪টি বিভিন্ন দেশীয় মুদ্রায় উহার নিকট হইতে মোট ৭০০ কোটি ডলার ঋণ-সাহায্য পাইয়াছে। সদস্য দেশগুলিকে আরও বেশি পরিমাণে ঋণদানের উদ্দেশ্যে সম্বল বৃদ্ধির জন্য উহা বিভিন্ন প্রধান প্রধান দেশের সহিত অনেকগুলি ঋণ-চুক্তি[৫৩] করিয়া প্রয়োজনে উহাদের মুদ্রা সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। তাহা ছাড়া, স্বল্পোন্নত বিকাশমান দেশগুলিকে নানা বিষয়ে কারিগরি পরামর্শ দান, উহাদের কর-সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দান, উহাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংকব্যবস্থার উন্নতির জন্য উহার কর্ম-চারিগণের প্রশিক্ষণের ও অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শ দানের ব্যবস্থা করিয়াছে। কাঁচামাল উৎপাদক দেশগুলিকে সাহায্য দানের জন্য উহা বিশ্বব্যাঙ্ক ও শুল্ক এবং বাণিজ্য বিষয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তিসংস্থার[৫৪] সহিত সহযোগিতা করিতেছে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও ভারত: আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের সদস্য হওয়ায় ভারত উহার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছে। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে টাকার বহির্বিনিময়-মূল্য প্রথম বার হ্রাসের পূর্বে বৈদেশিক লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত পরি-শোধের জন্য ভাণ্ডার হইতে ভারত ৯ কোটি ডলার ঋণ পাইয়াছিল। ১৯৫২ সালে পুনরায় বৈদেশিক লেনদেনের সংকটে উহার নিকট হইতে ঋণ পাইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসর হইতে ভারতের বিদেশী মুদ্রার যে ক্রমাগত নির্গমন আরম্ভ হইয়াছে এবং যাহা আমদানি কড়াকড়ি দ্বারাও রোধ করা সম্ভব হইতেছে না তাহার দরুন বারংবার ভারতকে ভাণ্ডারের দ্বারস্থ হইতে হইতেছে। ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বিদেশী মুদ্রা-সংকট অতি তীব্র হইয়া উঠিলে ভাণ্ডারের নিকট হইতে ভারত ৯৫·২ কোটি টাকার ডলার (২০ কোটি ডলার) ঋণ সংগ্রহ করে। ১৯৫৮ সালে নয়াদিল্লীতে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্কের যে যুক্ত বৈঠক বসে তাহাতে বিকাশমান দেশগুলিকে উহাদের অর্থনীতিক স্থিতি ও উন্নয়নে আরো বেশি সাহায্য দানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। উহার পরই সদস্য দেশগুলির চাঁদা ৫০% বাড়ান হয়। ইহাতে ভারত সহ সকল দেশেরই ভাণ্ডার হইতে লভ্য ঋণের পরিমাণ বাড়িয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায়, ১৯৬২ সালের জুন হইতে ১৯৬৩ জুনের মধ্যে ঋণরূপে ভারতকে ১২·৫ কোটি ডলার তুলিতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ভাণ্ডার অনুমতি দেয়। ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে ভারত উহার নিকট হইতে ২০ কোটি ডলার আপৎকালীন ঋণ পায়। ১৯৬৫ সালে ভাণ্ডারের প্রস্তাবমত সকল দেশের সহিত ভারতেরও চাঁদার পরিমাণ ২৫% বাড়ান হয়। ইহাতে ভারত ভাণ্ডার হইতে আরও ঋণ-লাভের সুবিধা পায় এবং ভারতের চাঁদার পরিমাণ ৭৫ কোটি ডলারে পরিণত হয়। কিন্তু তাহাতেও ভারতে বিদেশী মুদ্রার চাপ অব্যাহত থাকায় ১৯৬৬ সালের জুন মাসে দ্বিতীয় বার টাকার অবমূল্যায়ন করিতে (৩৬·৫%) হয়। কিন্তু ইহাতেও দেশের বিদেশী মুদ্রা তহবিলের উন্নতি ঘটে নাই। ১৯৬৭ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের নিকট ভারতের ঋণ ছিল ৪২·৫ কোটি ডলার। ভাণ্ডারের খাতক হিসাবে ভারত তৃতীয়।

53. Standby Agreements.
54. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও আন্তর্জাতিক তারল্য বা নগদ অর্থ
IMF AND INTERNATIONAL LIQUIDITY

আন্তর্জাতিক নগদ অর্থ কাহাকে বলে: 'ইন্টারন্যাশন্যাল লিকুইডিটি' বা আন্তর্জাতিক নগদ অর্থ বা তারল্য বলিতে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বর্ণের মোট সংরক্ষিত তহবিল, ডলার ও পাউন্ড স্টার্লিং-এর মত (যে সকল) মুদ্রা (বিভিন্ন দেশ উহাদের দেনা পরিশোধে অবাধে ব্যবহার করে) এবং ঋণরূপে ঐ সকল মুদ্রা সংগ্রহ করিবার (যে সকল) সুবিধা (রহিয়াছে) প্রভৃতিকে বুঝায়। স্বর্ণের সংরক্ষিত তহবিল আন্তর্জাতিক নগদ অর্থের একটি সবিশেষ অংশ। পৃথিবীর মোট অনুমিত ৭০০ কোটি ডলারের অধিক স্বর্ণ তহবিলের মধ্যে ১৯৬৫ সালের শেষে স্বর্ণের সংরক্ষিত তহবিল ছিল ৪২০ কোটি ডলারের পরিমাণ। নূতন স্বর্ণের উৎপাদন ও বিভিন্ন দেশ কর্তৃক স্বর্ণ বিক্রয়ের ফলে স্বর্ণের সংরক্ষিত তহবিল বাড়ে। আন্তর্জাতিক নগদ অর্থের মধ্যে গুরুত্বের দিক দিয়া দ্বিতীয় হইল বিভিন্ন দেশের সংরক্ষিত বিদেশী মুদ্রার তহবিল। তৃতীয় প্রকারের আন্তর্জাতিক নগদ অর্থ হইল কোন বিদেশী সরকার, বিদেশী ব্যাঙ্ক বা আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের মত প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে বিভিন্ন বিদেশী মুদ্রা ঋণ পাইবার সুবিধা।

ইহার কাজ কি: আন্তর্জাতিক নগদ অর্থের কাজ হইল ইহা মূল্য প্রদানের উপায়-রূপে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রবাহটি অক্ষুণ্ণ রাখে।

আন্তর্জাতিক নগদ অর্থের সমস্যা: দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে ক্রমাগত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ১৯৫০ সালের তুলনায় বর্তমানে ইহা বাড়িয়া ৩ গুণ হইয়াছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক নগদ অর্থের যেটি প্রধান অংশ, সেই স্বর্ণের পরিমাণ অতি সামান্য পরিমাণে বাড়িতেছে এবং উহার অতি অল্পই বিভিন্ন দেশের সংরক্ষিত স্বর্ণ তহবিলে জমা পড়িতেছে। ১৯৬৫ সালে মোট স্বর্ণ উৎপাদিত হইয়াছিল ১৪৫ কোটি ডলার ও সোভিয়েত রাশিয়া আরও ৫৫ কোটি টাকার স্বর্ণ বিক্রয় করিয়াছিল। উহার মধ্যে আন্তর্জাতিক স্বর্ণ তহবিলে (বিভিন্ন দেশের) স্থান পাইয়াছে মাত্র ২৫ কোটি টাকার স্বর্ণ। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অনতর্জাতিক অর্থরূপে প্রধান প্রধান শিল্পোন্নত দেশগুলির মুদ্রার মধ্যে ডলারই প্রধান এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘাট্‌তি হইতেছে বলিয়া বিভিন্ন দেশ কিছু পরিমাণে ডলার উপার্জন করিয়াছে এবং তাহাতে আন্তর্জাতিক নগদ অর্থের পরিমাণ কিছুটা বাড়িয়াছে। কিন্তু যদি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘাট্‌তি দূর হইয়া উদ্বৃত্ত দেখা দেয় তবেই বিভিন্ন দেশের হাতে অবস্থিত ডলার তহবিল নিঃশেষিত হইয়া আন্তর্জাতিক নগদ অর্থের তীব্র সংকট দেখা দিবে। আন্তর্জাতিক নগদ অর্থের তৃতীয় উৎস আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের ঋণ প্রদান ক্ষমতা পূর্বাপেক্ষা বাড়িলেও, উহার একটি সীমা আছে। সুতরাং ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্মুখে প্রধান সমস্যা ও বাধা হইতেছে আন্তর্জাতিক নগদ অর্থের অভাব। ইহাই আন্তর্জাতিক তারল্যের সমস্যা।

সমাধান: ইহার সমাধানের জন্য, আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারকে একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে পরিণত করিবার জন্য গভীর পরিবর্তনমূলক 'ট্রিফিন' প্রস্তাব (প্রস্তাবক অধ্যাপক রবার্ট ট্রিফিনের নামানুসারে) হইতে আরম্ভ করিয়া একটি আন্তর্জাতিক স্বর্ণ-ভাণ্ডার[৫৫] স্থাপনের জন্য সামান্য প্রস্তাবের মত বহু প্রকার পরামর্শ পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে যেটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তাহা হইল, **'বিশেষ টাকা তোলার অধিকার'**[৫৬] সংক্রান্ত প্রস্তাব। ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে লণ্ডনে দশটি দেশের[৫৭] এক বৈঠকে এই পরিকল্পনাটি রচিত হয়। ইহার সারমর্ম হইতেছে, আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের সদস্য

55. International Gold Pool. 56. Special Drawing Rights (S.D.R.s).
57. Belgium, Canada, West Germany, Italy, Japan, Holland, Sweden, U.K., and the U.S.A. etc.

দেশগুলির মধ্যে পাঁচটি বার্ষিক কিস্তিতে উহাদের চাঁদার অনুপাতে 'বিশেষ টাকা তোলার অধিকার' বা S.D.R. বন্টন করিয়া দেওয়া হইবে। অর্থাৎ প্রতি বৎসর উহাদের মধ্যে ১০০ কোটি ডলার পরিমাণ 'বিশেষ টাকা তোলার অধিকার' বন্টন করা হইলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাইবে ২২ কোটি ডলার, বৃটেন পাইবে ১০ কোটি ডলার আর ভারত পাইবে ৩·৭৬ কোটি ডলার তুলিবার অধিকার। পাঁচ বৎসর ধরিয়া প্রত্যেক দেশের হিসাবে ইহা জমা হইতে থাকিবে। কিন্তু ঐ পাঁচ বৎসরে উহার মোট ৭০% এর বেশি কেহ তুলিতে পারিবে না। এই 'বিশেষ টাকা তোলার অধিকার' বা S.D.R. এর স্বর্ণমূল্য নির্দিষ্ট থাকিবে ও সে বিষয়ে 'গ্যারান্টি' বা নিশ্চয়তা থাকিবে। আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার হইতে সাধারণ ঋণ লওয়া এবং এই 'বিশেষ টাকা তোলার অধিকার'-এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, ঋণ শোধ দেওয়া হইলে উহা লুপ্ত হয় কিন্তু 'বিশেষ টাকা তোলার অধিকার' খাতে বিভিন্ন দেশকে যে পরিমাণ 'অর্থ' তুলিবার অধিকার দেওয়া হইবে তাহা স্থায়ীভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংরক্ষিত তহবিলের অংশে পরিণত হইয়া আন্তর্জাতিক নগদ অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে। ইহার সাহায্যে প্রত্যেক সদস্য দেশের পক্ষে অপর যে কোন দেশের মুদ্রা কিনিবার অধিকার থাকিবে এবং 'বিশেষ টাকা' রূপে যে পরিমাণ অর্থ তোলা হইবে তাহা পাঁচ বৎসরের মধ্যে ফেরত দিতে হইবে না। তবে, এজন্য সামান্য সুদ দিতে হইবে। কার্যত আন্তর্জাতিক মুদ্রা হইলেও এই S.D.R. এর মূল্য জাতীয় মুদ্রায় হিসাব করা হইবে। এবং ইহা বিকাশমান দেশগুলির পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক হইবে। এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে আন্তর্জাতিক নগদ অর্থের সংকট দূর হইয়া আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের অধীনে এক বহুমুদ্রা বিনিময় মান[৫৮]-এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বিশ্বব্যাঙ্ক

THE INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT (IBRD) OR WORLD BANK

স্থাপনা ও সংগঠন: ১৯৪৪ সালে ব্রেটনউড্স্ সম্মেলনে আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ভাণ্ডার স্থাপনের প্রস্তাবের সহিত একটি বিশ্বব্যাঙ্ক স্থাপনের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। ১৯৪৬ সালের জুন মাস হইতে উহা কাজ আরম্ভ করে। আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের মত বিশ্বব্যাঙ্কও জাতিসঙ্ঘের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যতম সংগঠন এবং জাতিসঙ্ঘের সদস্যরা ইহারও সদস্য হইবার অধিকারী।

প্রত্যেকটি সদস্য দেশের একজন করিয়া প্রতিনিধি লইয়া ইহার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ গভর্ণর-পর্ষদ্[৫৯] গঠিত। কিন্তু ইহার কার্যকর ক্ষমতা একটি কার্যকর পরিচালক-পর্ষদের[৬০] হাতে অর্পিত রহিয়াছে। কার্যকর পরিচালক-পর্ষদের ১৭ জন সদস্যের মধ্যে ৫ জন হইল ব্যাঙ্কের সর্বাধিক পুঁজির যোগানদার পাঁচটি দেশের প্রতিনিধি এবং বাকি ১২ জন অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিগণ দ্বারা ২ বৎসর কালের জন্য নির্বাচিত হয়। ব্যাঙ্কের সভাপতি এই কার্যকর পরিচালক-পর্ষদেরও চেয়ারম্যান।

উদ্দেশ্য: বিশ্বব্যাঙ্ক তিনটি উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত হইয়াছে.—(১) যুদ্ধে বিধ্বস্ত সদস্য দেশগুলির অর্থনীতিক পুনর্গঠনে এবং স্বল্পোন্নত সদস্য দেশগুলির উন্নয়নে সাহায্য দান। (২) গ্যারান্টী বা নিশ্চয়তা দিয়া, বা বেসরকারী ঋণ ও বিনিয়োগে অংশ গ্রহণ করিয়া এবং বিদেশী বিনিয়োগের পরিপূরক রূপে নিজেও বিনিয়োগ করিয়া বেসরকারী বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগে উৎসাহদান। (৩) সদস্য দেশগুলির উৎপাদন-ক্ষমতা বিকাশে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগে উৎসাহ দিয়া উহাদের জীবনধারণের মানের উন্নয়নের মধ্য দিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দীর্ঘমেয়াদী সুসম উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্য বজায় রাখিতে সহায়তা দান।

58. Multiple Exchange Standard. 59. Board of Governors.
60. Board of Executive Directors.

বিশ্বব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার উভয়ে পরস্পরের পরিপূরক ও সহায়ক প্রতিষ্ঠান। ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য দীর্ঘমেয়াদী এবং ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য স্বল্পমেয়াদী সহায়তা দান।

সম্বল : বিশ্বব্যাঙ্ক প্রথমে ১০০০ কোটি ডলার শেয়ার পুঁজি লইয়া গঠিত হইয়াছিল। ১৯৫৯-৬০ সালে উহা বাড়াইয়া ২১০০ কোটি ডলার করা হয়। সদস্য দেশগুলি উহাদের জাতীয় আয়ের (অর্থনীতিক সামর্থ্য) ভিত্তিতে ইহার শেয়ার পুঁজি ক্রয় করে। ইহার শেয়ার পুঁজির যোগানদারগণের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম ও ভারত পঞ্চম। প্রত্যেক দেশকে উহার প্রদেয় শেয়ার পুঁজির ২% সোনায় অথবা ডলারে ও ১৮% দেশীয় মুদ্রায় দিতে হয়। বাকি ৮০% ব্যাঙ্ক প্রয়োজন হইলে চাহিবে। সুতরাং বিশ্বব্যাঙ্কের মোট শেয়ার পুঁজির ২০% আদায়ীকৃত। ব্যাঙ্কের আর্থিক সম্বলের অধিকাংশই ঋণপত্র (ডিবেঞ্চার বন্ড) বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার ৪৭%-ই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরবরাহ করিয়াছে।

কার্যাবলী: বিশ্বব্যাঙ্ক তিনভাবে সদস্য দেশগুলিকে সাহায্য করে,—(১) ইহা সরাসরি ভাবে নিজেই ঋণ দিতে পারে; (২) অন্য কেহ ঋণ দিতে রাজী হইলে ইহা ঐ ঋণের গ্যারান্টী দিতে অর্থাৎ, জামিনদার হইতে পারে; এবং (৩) অপর কেহ ঋণ দিতে রাজী হইলে এবং তাহা যথেষ্ট না হইলে, তাহার একাংশ নিজে সরবরাহ করিতে পারে।

বিশ্বব্যাঙ্ক সদস্য দেশের—(১) সরকারকে সরাসরি ঋণ দিতে পারে বা উহার অধীন কোন প্রাদেশিক বা রাজ্য বা আঞ্চলিক সরকার বা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাকে (মিউনিসিপ্যালিটি ইত্যাদি) ঋণ দিতে পারে; এবং/অথবা, (২) সদস্য দেশে শিল্প ও কৃষিতে নিযুক্ত যে কোন বেসরকারী কারবারী প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিতে পারে। তবে, এরূপ ক্ষেত্রে, সে দেশের সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে ঐ ঋণের জামিনদার হইতে হইবে।

ব্যাঙ্ক নিজে যে হারে ঋণ করে, উহার ১% অধিক হারে প্রদত্ত ঋণের উপর সুদ আদায় করে। কার্যত ঐ সুদের হার ৪%-৬% এর মধ্যে থাকে।

বিশ্বব্যাঙ্ক কেবল নির্দিষ্ট প্রকল্পের[61] জন্য ঋণ দেয় এবং ঐ প্রকল্পের ব্যয়ের মধ্যে বিদেশী মুদ্রা যে পরিমাণ প্রয়োজন, ব্যাঙ্ক কেবল ঋণ হিসাবে ঐ পরিমাণ বিদেশী মুদ্রাই সরবরাহ করে।

ব্যাঙ্কের সম্পাদিত কার্যাবলী: বিশ্বব্যাঙ্ক প্রথমে পশ্চিম ইয়োরোপের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলির অর্থনীতিক পুনর্গঠনে ঋণ দিতে আরম্ভ করে এবং ঐ উদ্দেশ্যে মোট ৫০ কোটি ডলার ঋণ দেয়। ১৯৪৮ সাল হইতে উহা স্বল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনীতিক বিকাশের জন্য ঋণ দিতে শুরু করে। ১৯৬৭ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত উহা ৮২টি দেশকে (বর্তমান সদস্য দেশের সংখ্যা ১০৬) মোট ১০৬৭ কোটি ডলার ঋণ দিয়াছে। ইহার অধিকাংশই বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন ও পরিবহণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য দেওয়া হইয়াছে; তাহা ছাড়া, শিল্পোৎপাদন (বিশেষত ইস্পাত) এবং কৃষির উৎপাদন (বিশেষত সেচব্যবস্থার প্রসার) বৃদ্ধির জন্যও ব্যাঙ্কের ঋণ দানের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য। গত চার বৎসর ধরিয়া ব্যাঙ্ক প্রতি বৎসর ৮০ কোটি—১০০ কোটি ডলার পরিমাণ ঋণ দান করিতেছে।

১৯৫৬ সালে **আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থান করপোরেশন** (IFC)[62] নামে ব্যাঙ্কের একটি অনুমোদিত শাখা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। সদস্য দেশগুলিতে বেসরকারী বিনিয়োগ ও পরিচালনার প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঝুঁকিসম্পন্ন পুঁজি[63] (শেয়ার পুঁজি ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ) সরবরাহ করিয়া উহাদের প্রসারে সাহায্য করাই ইহার উদ্দেশ্য। ইহা কোন সরকারকে বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে ঋণ দেয় না। ইহার আদায়ীকৃত পুঁজির পরিমাণ ৯·৯৯ কোটি

61. Specific Project. 62. International Finance Corporation.
63. Risk-capital.

ডলার এবং ইহা বিশ্বব্যাঙ্ক হইতে ৪০ কোটি ডলার ঋণ পাইয়াছে। বর্তমানে ইহার সদস্য সংখ্যা ৮৩ এবং ইহা ৩৬টি দেশে ২২·১০ কোটি ডলার ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে। ভারত ইহার নিকট হইতে ১·১৯ কোটি ডলার ঋণ পাইয়াছে।

১৯৬০ সালে স্বল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে সর্বাধিক দরিদ্র দেশগুলিকে সাহায্য করিবার জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক **আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সমিতি** (IDA)[৬৪] নামে সম্পন্ন ঋণদাতা দেশগুলির একটি সমিতি গঠন করিয়াছে। ইহার সদস্য দেশের সংখ্যা বর্তমানে ৯৭। সদস্য সরকারগুলির প্রদত্ত চাঁদা ও অপেক্ষাকৃত ধনী দেশগুলির নিকট হইতে সংগৃহীত অতিরিক্ত সম্বল হইতে উহা ঋণ দেয়। ১৯৬৭ সালের জুন মাসের শেষ পর্যন্ত উহা ১৭৮ কোটি ডলার ঋণ দিয়াছিল। ইহার নিকট হইতে ভারত ২১টি ঋণে মোট ৮৯·১ কোটি ডলার ঋণ পাইয়াছে।

১৯৬৭ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত বিশ্বব্যাঙ্ক ও উহার সহায়ক IFC এবং AID-এর মিলিত মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ১১৭০ কোটি ডলার। ইহার মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিকে ৩০৫ কোটি ডলার, আফ্রিকার দেশগুলিকে ১৬৬ কোটি ডলার, ইয়োরোপের দেশগুলিকে ২২১ কোটি ডলার, এবং এশিয়া ও মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলিকে ৪৭৮ কোটি ডলার ঋণ দেওয়া হইয়াছে। বিশ্বব্যাঙ্ক ও উহার অধীন IFC এবং IDA হইতে প্রাপ্ত ঋণের সংখ্যা ও পরিমাণের বিষয়ে ভারত প্রথম (মোট ৬৭টি ঋণ ও মোট পরিমাণ ১৯০ কোটি ডলার) এবং মোট ঋণের পরিমাণের দিক হইতে জাপান দ্বিতীয় (৮৫·৭ কোটি ডলার) ও পাকিস্তান তৃতীয় (৭৭·৩ কোটি ডলার)।

বিশ্বব্যাঙ্ক ও ভারত: প্রথম পরিকল্পনা-কাল পর্যন্ত ভারত বিশ্বব্যাঙ্ক হইতে মোট ১৪·৫ কোটি ডলার ঋণ পাইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে বিদেশী মুদ্রা-সংকটে বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণ ভারতকে সংকট কাটাইয়া উঠিতে যথেষ্ট সাহায্য করে। বিশ্ব-ব্যাঙ্ক ভারত সরকারকে রেলপথ, পুনর্বাসন, কৃষি উন্নয়ন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্দর উন্নয়ন, দামোদর প্রকল্প, এবং এয়ার ইণ্ডিয়ার সম্প্রসারণের জন্য, ও বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে IISCO, TISCO, টাটা কোম্পানীর জলবিদ্যুৎ-প্রকল্প এবং ICICকে ঋণ দিয়াছে।

তৃতীয় খণ্ড আন্তর্জাতিক অর্থনীতি
INTERNATIONAL ECONOMICS

অধ্যায়

১২

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যতত্ত্ব
INTERNATIONAL TRADE THEORY

[**আলোচিত বিষয়ঃ** আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কাহাকে বলে—ইহার সুবিধা—অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পার্থক্য—আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বতন্ত্র তত্ত্বের প্রয়োজন কি—আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দুই তত্ত্ব ঃ ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব ঃ আপেক্ষিক খরচবিধি—সমালোচনা—আধুনিক তত্ত্ব ঃ ও'লীন-এর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্ব—বাণিজ্যের হার।]

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কাহাকে বলেঃ মানুষের অভাব অসীম কিন্তু কৃপণা প্রকৃতি তাহার চতুর্দিকে যে স্বল্পতার পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে উহা অতিক্রম করিবার জন্য মানুষ দিবারাত্রি প্রাকৃতিক উপকরণের সাহায্যে সর্বাধিক পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের উৎপাদনের জন্য কঠোর পরিশ্রমে লিপ্ত রহিয়াছে। উৎপন্ন সামগ্রী ভোগকারীর নিকট না পৌঁছান পর্যন্ত এই উৎপাদন-কার্যধারা ক্ষান্ত হয় না। দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন যেমন 'উৎপাদন কার্য' তেমনি উহা উৎপাদক ও ভোগকারীর মধ্যে অবস্থিত **স্থান ও কালগত ব্যবধান**[1] **অতিক্রম** করিয়া ভোগকারীর নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়াও 'উৎপাদন-কার্য'-এর অন্তর্গত। কারণ উভয়ের দ্বারাই উপযোগ-সৃষ্টি ও অভাবের তৃপ্তিসাধন ঘটে। উৎপাদক ও ভোগকারীর মধ্যে স্থান ও কালগত ব্যবধান অতিক্রম করিয়া উৎপন্ন সামগ্রী ভোগকারীর নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়ার কাজটিই হইল বাণিজ্য বা ব্যবসায়[2]। একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পরিচালিত বাণিজ্যকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য[3] বলে, আর উহা যখন একাধিক (সার্বভৌম) রাষ্ট্রের মধ্যে পরিচালিত হয় তখন উহাকে বলা হয় **আন্তর্জাতিক বাণিজ্য**[4]।

একই দেশের (রাষ্ট্রের) মধ্যে কোন পণ্যের এক অঞ্চলে উৎপাদন ও অপর অঞ্চলে ভোগ ঘটিলে যাহা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলিয়া গণ্য হয়, তাহাই এক দেশে উৎপন্ন ও অপর দেশে ব্যবহৃত হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরিণত হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণ, (সুবিধা বা উপকার)[5]**ঃ** যে কোন ব্যক্তি তাহার নিজের চেষ্টা ও পরিশ্রমে স্বীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন ও ভোগ করিলে যে পরিমাণে তাহার অভাব তৃপ্ত করিতে পারে, তাহা অপেক্ষা অনেক কম পরিশ্রমে অনেক বেশি অভাব তৃপ্ত করিতে পারে নিজ দক্ষতা অনুসারে অপরাপরের প্রয়োজনীয় একটি বা অল্প কয়েকটি সামগ্রী উৎপাদন ও অপরের সহিত উহাদের বিনিময়ে নিজ প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি সংগ্রহের দ্বারা। যে কোন দেশ বা জাতির (অর্থাৎ রাষ্ট্রের) পক্ষেও ইহা সত্য। ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ শ্রমবিভাগ বা বিশেষীকরণের[6] ফলে যেমন দেশের যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও ভোগ বৃদ্ধির দ্বারা জাতির জীবনধারণের মান বাড়ে,

1. Space and time. 2. Trade or Commerce
3. Domestic or inter-local or inter-regional trade.
4. International trade.
5. Causes (Gains or benefits) of international trade.
6. Division of Labour or Specialisation.

সেরূপ বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষেও শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণ এবং পরস্পরের সহিত দ্রব্য-সামগ্রী বিনিময় বা বাণিজ্যের দ্বারা উহাদের উৎপাদন ও ভোগের পরিমাণের সর্বাধিক বৃদ্ধি ঘটে। শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণের ফলে যেমন বিনিময় ও বাণিজ্যের উৎপত্তি ঘটিয়াছে, তেমনি বাণিজ্যের দরুন বিশেষীকরণও বাড়িয়াছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিশেষীকরণ বৃদ্ধি করিয়া বিশ্বভিত্তিতে কৃপণা প্রকৃতির নিকট হইতে আরও অধিক পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের উৎপাদন আদায় করিয়া আন্তর্জাতিক উৎপাদন, ভোগ ও সকল দেশের জীবনধারণের মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করিতেছে।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যের মূল কারণ এই যে, উহাদের করায়ত্ত বিবিধ উপাদানের সংক্রমিশ্রণগুলি[7] একরূপ নহে। এক দেশ অপেক্ষা অপর দেশে হয়তো শ্রমের কোন ক্ষেত্রবিশেষে বিশিষ্ট নৈপুণ্য রহিয়াছে, পুঁজির পরিমাণ হয়তো অনেক বেশি কিংবা আরও উৎকৃষ্ট ধরনের, অথবা ব্যবস্থাপনা[8]-শক্তি হয়তো উৎপাদনের উপকরণগুলির উপযুক্ত নিয়োগে অধিকতর সাফল্য লাভ করিয়াছে। বিশ্বমানব সমাজ বিভিন্ন জাতিতে বা দেশে বিভক্ত হওয়ায় কৃপণা প্রকৃতির স্বল্প উপকরণগুলির উপর নিয়ন্ত্রণও বিভক্ত, পৃথক ও স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। আর এই সকল স্বল্প উপকরণের সর্বাধিক ব্যবহার সম্ভবপর করিবার জন্যই উহাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। মূলগত বিচারে ইহা যে কোন দেশের অভ্যন্তরীণ আঞ্চলিক বাণিজ্যেরই সম্প্রসারণ মাত্র। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উভয়েই সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির কাহারও ক্ষতি না করিয়া সকলেরই উপকার সাধন করে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য যে উপকার সীমাবদ্ধভাবে ঘটায়, বিশ্বব্যাপী বিশেষীকরণের সম্প্রসারণ দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মোট উৎপাদন, মোট ভোগ বৃদ্ধি করিয়া সকল দেশের জনসাধারণের অভাবের সর্বাধিক তৃপ্তিসাধনে সাহায্য করিয়া সর্বত্র আয়, নিয়োগ ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করিয়া, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সেই একই উদ্দেশ্য সাধন করে।

আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? স্বতন্ত্র তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা

DOES INTERNATIONAL TRADE DIFFER FROM DOMESTIC TRADE? NEED FOR A SEPARATE THEORY

মূলগত বিচারে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যদি একই নীতি, অর্থাৎ শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে উহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি না এবং যদি তাহা না থাকে তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য কোন স্বতন্ত্র তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা এই প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। এই প্রশ্নের জবাবে **ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানিগণের বক্তব্য** ছিল যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মূলগতভাবে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের মতই শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও, কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে এবং একারণে উহা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হইতে পৃথক বলিয়া গণ্য করা উচিত ও সে কারণে উহার জন্য স্বতন্ত্র তত্ত্বেরও প্রয়োজন আছে। নিম্নোক্ত কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হইতে পৃথক ধরনের বলিয়া গণ্য করা হয়ঃ **১. উপাদান-সমষ্টির পার্থক্য ও উহাদের অচলতা**[9]—বিভিন্ন দেশের জলবায়ু, মৃত্তিকার গুণাগুণ, লোকবল ও উহার কর্মদক্ষতা, পুঁজির পরিমাণ ও উহার উৎকর্ষতা এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপকরণের অবস্থিতিতে যেরূপ পার্থক্য দেখা যায়, একই দেশের অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ততটা পার্থক্য থাকে না। বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক উপকরণ ও জনসাধারণের চরিত্রগত ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যের দরুন পণ্যসামগ্রীর

7. Factor combinations. 8. Management.
9. Differences in factor endowments and factor immobility.

উৎপাদন-খরচে পার্থক্য জন্মে। বিভিন্ন দেশের উপকরণাদির পার্থক্য হইতে সৃষ্ট উহাদের উৎপাদন-খরচের আপেক্ষিক পার্থক্য হইতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উৎপত্তি হয়। বিভিন্ন দেশের উপকরণাদি, বিশেষত শ্রম ও পুঁজি শুধু যে বিভিন্ন রূপ তাহাই নহে, একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে উহাদের যেরূপ সচলতা সম্ভব এক দেশ হইতে অপর দেশে উহাদের সেরূপ সচলতা নাই। একারণে বিভিন্ন দেশের উৎপাদন-খরচের আপেক্ষিক পার্থক্য চিরস্থায়ীও বটে।

২. **মুদ্রাগত পার্থক্য**[১০]—দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ক্রেতাবিক্রেতা একই মুদ্রা ব্যবহার করে, একই ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সাহায্যে তাহা পরিচালিত হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্যের আদানপ্রদানে বিভিন্ন (দেশের) মুদ্রার ব্যবহার ঘটে, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার রীতি, প্রথা ও আইনশাসিত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা উহাতে জড়িত থাকে। ইহাতে বিভিন্ন মুদ্রার বিনিময়-হার নির্ধারণের ও উহাদের স্থিতির প্রয়োজন হয়। বিনিময়-হার যথোপযুক্ত রূপে স্থির না হইলে এবং উহার স্থিতির অভাব হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষুণ্ণ হয় এবং উহাতে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। ব্যাঙ্কিং ও বিনিময়-হার সম্পর্কে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যে সমস্যা দেখা দেয় তাহা বাণিজ্যে নাই।

৩. **সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও উহার বিভিন্নতা**[১১]—শুধু ব্যাঙ্কিং ও মুদ্রা বিনিময়-হার বিষয়েই নয় বিভিন্ন দেশের সরকারগুলি সরকারী ঋণ, কর ও ব্যয় সম্পর্কে যেরূপ পৃথক নীতি অবলম্বন করে এবং উহারা দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যকে প্রভাবিত করিতে পারে সেরূপ শুল্কনীতি, আমদানি রপ্তানির সীমা বা 'কোটা' নির্ধারণ, আমদানি বা রপ্তানিতে ভরতুকিদান[১২] প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ দ্বারা বৈদেশিক বাণিজ্য যেমন নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে তেমনি সরকার স্বয়ং বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিয়া অংশত বা সম্পূর্ণভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে পারে। ইহাতে বিভিন্ন রূপ জাতীয় নীতির দ্বারা পরিচালিত এক দেশের সহিত অপরাপর দেশের বাণিজ্যে নানারূপ সমস্যা দেখা দেয়। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এসকল সমস্যার সম্মুখীন হয় না। সকল ব্যবসায়ীরা একই প্রকার নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়।

৪. **বাজারের পার্থক্য**[১৩]—বিভিন্ন দেশের বাজারগুলি যেরূপ রাষ্ট্রীয় সীমানার দ্বারা পৃথকীকৃত সেরূপ রাষ্ট্রীয় নীতি এবং ভাষা, আচার ব্যবহার, পছন্দ, রুচি, প্রথা ও রীতিনীতির দ্বারাও উহারা পরস্পর হইতে পৃথক। ক্রয়বিক্রয়-পদ্ধতিও বিভিন্ন দেশে একরূপ নহে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের বাজারগুলিতে দূরত্বের ব্যবধান থাকিলেও এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের রুচি পছন্দে পার্থক্য থাকিলেও এসকল পার্থক্য বেশি নহে এবং উহারা একই রাষ্ট্রীয় নীতি ও ক্রয়বিক্রয়-পদ্ধতির অন্তর্গত।

এই সকল কারণে, ক্লাসিক্যাল পণ্ডিতগণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হইতে মূলগতভাবে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করিতেন এবং সে কারণে বিভিন্ন দেশের উৎপাদন-খরচের আপেক্ষিক পার্থক্যের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি পৃথক তত্ত্ব রচনা ও প্রচার করিয়াছিলেন।

ও'লীন* ও আধুনিক পণ্ডিতগণের মত: এবিষয়ে ও'লীন প্রমুখ আধুনিক পণ্ডিতগণের মত এই যে, আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে মূলগত প্রভেদ কিছু নাই এবং সে কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণ ব্যাখ্যার জন্য স্বতন্ত্র তত্ত্বেরও প্রয়োজন নাই। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য তত্ত্বের দ্বারাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও ব্যাখ্যা করা যায়। কারণ,—

10. Monetary Differences.
11. Government Regulation and different national policics.
12. Subsidy. 13. Market Differences.
* Prof. Bertil Ohlin.

১ বিভিন্ন দেশের উৎপাদন-খরচের আপেক্ষিক পার্থক্যের যে বিধিটি ক্লাসিক্যাল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বের ভিত্তি উহা কেবল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেই নহে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। বিভিন্ন দেশ, একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল কিংবা বিভিন্ন ব্যক্তি যাহারাই শ্রমের বিভাগ ও বিশেষায়ণ অনুসরণ করিবে এবং তাহাতে যে বিনিময়ের উৎপত্তি ঘটিবে সেখানেই উহা খাটিবে। দ্রব্যবিশেষের উৎপাদনে এক উৎপাদকের তুলনায় অপর উৎপাদকের সুবিধা (আপেক্ষিক বা তুলনামূলক সুবিধা) অধিক হইলেই বিনিময়ের উৎপত্তি হয়। ইহাই সকল বিনিময়ের উৎস। যে কারণে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয়ে বিশিষ্টতা বা পারদর্শিতা লাভ করিয়া পরস্পরের সহিত বিনিময়ে প্রবৃত্ত হয় সেই একই কারণে বিভিন্ন দেশও বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা বা বিশিষ্টতা অর্জন করিয়া বিনিময়ে (আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে) প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং একই দেশের অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলের উপকরণ সমষ্টিতে যেন কোন পার্থক্য নাই কেবল বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রেই তাহা বর্তমান এবং সে কারণে শুধু বিভিন্ন দেশেরই আপেক্ষিক খরচেরই পার্থক্য আছে বিভিন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যে তাহা নাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সমর্থনে এরূপ যুক্তি উপস্থিত করা নিতান্ত অনুচিত। উৎপাদন খরচের আপেক্ষিক পার্থক্য সকল বাণিজ্যেরই ভিত্তি উহাকে কেবল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিশেষ ভিত্তিরূপে গণ্য করা উচিত নয়।

২ উপাদানসমূহের অচলতা শুধু যে বিভিন্ন দেশের মধ্যেই দেখা যায় তাহা নহে একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেও তাহা কম বেশি পরিমাণে দেখা যায়। তেমনি আবার এক দেশের মধ্যে পুঁজি ও শ্রম যেরূপ সচল তেমনি অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে হইলেও বিভিন্ন দেশের মধ্যেও উহাদের সচলতা রহিয়াছে। বিভিন্ন দেশ ও একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে উপাদানের সচলতার যে পার্থক্য তাহা আসলে গুণগত পার্থক্য নহে মাত্রার পার্থক্য মাত্র।

৩ পরিবহণ খরচের দরুনই যে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পার্থক্য দেখা দেয় তাহাও মনে করা ঠিক নহে কারণ দেশের অভ্যন্তরীণ আঞ্চলিক বাণিজ্যেও পরিবহণ খরচ হইয়া থাকে।

৪ মুদ্রার বিভিন্নতার দরুনও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বতন্ত্র তত্ত্বের যুক্তি নাই। কারণ বিনিময় হার হইল এক দেশের মুদ্রার দ্বারা অপর দেশের মুদ্রার মূল্যের প্রকাশ এবং উহা দুইটি মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার নির্দেশক। এবং যেহেতু মুদ্রাগুলি পরস্পরের সহিত বিনিময়যোগ্য সেহেতু আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্যে বিভিন্ন মুদ্রার ব্যবহারের দরুন মূলগত কোন প্রভেদ সৃষ্টি হয় না।

৫ বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভাষা প্রথা সরকারী নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির দরুন যে পার্থক্য দেখা যায় তাহাও স্থায়ী নহে। সীমান্তরেখার পরিবর্তন ও শুল্ক প্রাচীরের অবসানও কিছু অজ্ঞাত নহে।

এ সকল কারণে ওলীন মনে করেন যে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হইতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কোন মূলগত প্রভেদ নাই। পার্থক্যটি অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নহে বরং পার্থক্য যদি কিছু থাকে তাহা হইল একটিমাত্র বাজারের (আঞ্চলিক বাণিজ্য) দামতত্ত্ব ও একাধিক বাজারে প্রযোজ্য (আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে) দামতত্ত্বের। তাঁহার মতে অভ্যন্তরীণ বাজারে (বাণিজ্যে) দাম নির্ধারণের যে চাহিদা যোগানের সাধারণ তত্ত্ব আছে তাহাই সবিশেষ পরিবর্তন ছাড়াই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেরই একটি বিশেষ ক্ষেত্র মাত্র। সুতরাং চাহিদা যোগানের যে শক্তির দ্বারা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে দাম নির্ধারিত হয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও সেই একই শক্তিগুলির প্রভাবেই দাম নির্ধারিত এবং বাণিজ্যের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য ঘটে কেন: আপেক্ষিক খরচবিধি
WHY TRADE TAKES PLACE BETWEEN NATIONS: LAW OF COMPARATIVE COSTS

বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য কেন ঘটে, এই প্রশ্নের উত্তরে ক্লাসিক্যাল অর্থ-বিজ্ঞানিগণের বক্তব্যকে এক কথায় 'আপেক্ষিক খরচবিধি' বলিয়া উল্লেখ করা যায়। ইহা আপেক্ষিক সুবিধার বিধি[14] নামেও পরিচিত। অ্যাডাম স্মিথ ইহার সূত্রপাত করিলেও ডেভিড রিকার্ডোর হস্তে ইহা পরিণত রূপ লাভ করে। পরবর্তী কালে জন স্টুয়ার্ট মিল ইহাকে আরও মার্জিত আকার দান করেন। ইহার আধুনিক প্রবক্তাগণের মধ্যে টাউসিগের নাম উল্লেখনীয়।

আপেক্ষিক খরচবিধি বা তত্ত্ব: রিকার্ডোর কথায়, প্রত্যেক দেশই, যে দ্রব্যের উৎপাদনে উহার অধিকতর সুবিধা অথবা আপেক্ষিক সুবিধা রহিয়াছে তাহা উৎপাদন ও রপ্তানি করিবে, এবং যে দ্রব্যের উৎপাদনে উহার কম সুবিধা বা আপেক্ষিক অসুবিধা রহিয়াছে তাহা আমদানি করিবে। ইহাই আপেক্ষিক সুবিধার তত্ত্ব বা আপেক্ষিক খরচ-বিধি বা তত্ত্ব নামে পরিচিত।

অনুমিত শর্তাবলী[15]: ক্লাসিক্যাল আপেক্ষিক খরচবিধিটি নিম্নোক্ত অনুমানগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত,—(১) 'শ্রম'ই উৎপাদনের একমাত্র উপাদান এবং শ্রম-খরচই একমাত্র উৎপাদন-খরচ। **শ্রম-খরচের ভিত্তিতেই** দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনের আপেক্ষিক খরচ নির্ধারিত হইতেছে। (২) দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে **শ্রম ও পুঁজির সচলতা** থাকিলেও **একাধিক দেশের মধ্যে** উহাদের কোন **সচলতা নাই**। (৩) **সমানুপাতিক উৎপন্নবিধি** (সমানুপাতিক উৎপাদন-খরচ) কার্যকর রহিয়াছে। (৪) **শুধু দুইটি দেশের মধ্যে দুইটি মাত্র পণ্যের আদানপ্রদান** বিবেচনা করা হইতেছে। (৫) দুই দেশের মধ্যে এক জাতীয় মুদ্রামান-ব্যবস্থা (স্বর্ণমান) প্রচলিত রহিয়াছে এবং দেশের প্রয়োজনমত মুদ্রার পরিমাণের পরিবর্তন ঘটিতেছে (অর্থের পরিমাণতত্ত্ব)। (৬) অবাধ বাণিজ্যনীতি অনুসৃত হইতেছে। (৭) কোন পরিবহণ-খরচ নাই বলিয়া ধরা হইতেছে।

ব্যাখ্যা: দুইটি পণ্য উৎপাদনে দুই দেশের সুবিধা বা উৎপাদন-খরচের পার্থক্য তিন প্রকার হইতে পারে। যথা,—(১) সমান সুবিধা বা সমান পার্থক্য, (২) চূড়ান্ত সুবিধা বা চূড়ান্ত পার্থক্য, এবং (৩) আপেক্ষিক সুবিধা বা আপেক্ষিক পার্থক্য।

(১) **খরচের (সুবিধার) সমান পার্থক্য[16]:** **দৃষ্টান্ত:** ধরা যাক্ **ক** ও **খ** দুইটি দেশ সমপরিমাণ শ্রমে যথাক্রমে ৮ একক ধান অথবা ৪ একক পাট এবং ১০ একক ধান অথবা ৫ একক পাট উৎপাদন করিতে পারে।

সুতরাং **ক** দেশে ধান ও পাটের উৎপাদন-খরচের (শ্রম) অনুপাতটি হইবে ১ : ½; **খ** দেশেও ধান ও পাটের উৎপাদন-খরচের (শ্রম) অনুপাতটি হইবে ১ : ½। এরূপ ক্ষেত্রে দুইটি দেশের কাহারও অপরের সহিত নিজ দ্রব্যের বিনিময় অর্থাৎ বাণিজ্য করিয়া কোন লাভ বা উপকার হইবে না। **ক** দেশে যেমন একই পরিশ্রমে যতটা ধান উৎপন্ন হয় (৮ একক), পাট উৎপন্ন হয় উহার অর্ধেক (৪ একক), **খ** দেশেও তেমনি একই পরিশ্রমে ধানের তুলনায় (১০ একক) পাট উৎপন্ন হয় উহার অর্ধেক (৫ একক)। সুতরাং **ক** দেশে ১ একক পাটের পরিবর্তে যেমন ২ একক ধান বিক্রয় হইবে তেমনি **খ** দেশেও ১ একক পাটের পরিবর্তে ২ একক ধান বিক্রয় হইবে। **ক** যদি **খ**-এর নিকট হইতে ১ এককের কম পাট দিয়া ২ একক ধান কিনিতে চায় কিংবা ১

সমপরিমাণ শ্রমে উৎপন্ন

দেশ	ধান	পাট	উৎপাদন-খরচের অনুপাত
ক	... ৮ একক	৪ একক	১ : ½
খ	... ১০ ,,	৫ ,,	১ : ½

14. Law of Comparative Advantages. 15. Assumptions.
16. Equal Cost Differences.

একক পাটের বদলে ২ এককের বেশি ধান চায়, তবে **খ** তাহাতে রাজী হইবে না। কারণ উহার নিজের দেশে ২ একক ধানের পরিবর্তে ১ একক পাট পাওয়া যায় (উৎপাদন করা যায়) কিংবা ২ এককের বেশি ধান না দিয়া ১ একক পাট পাওয়া যায়।(কারণ একই পরিমাণ শ্রম-খরচে ২ একক ধান উৎপাদন না করিয়া উহার পরিবর্তে ১ একক পাট উহা নিজেই উৎপাদন করিতে পারে)। অতএব **দুই বা একাধিক দেশের একই প্রকার দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে খরচের পার্থক্য যদি সমান বা সমরূপ হয় তাহা হইলে উহাদের মধ্যে কোন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঘটিতে পারে না।**

(২) **উৎপাদন-খরচের চূড়ান্ত পার্থক্যঃ দৃষ্টান্তঃ** এবার ধরা যাক একই পরিমাণ শ্রম খরচে **ক** দেশ ৮ একক ধান অথবা ৪ একক পাট এবং **খ** দেশ ৪ একক ধান অথবা ৮ একক পাট উৎপাদন করিতে পারে। এবার দেখা যাইতেছে যে, নিজ দেশে পাট উৎপাদন-খরচের তুলনায় এবং **খ** দেশে ধান উৎপাদন-খরচের তুলনায় **ক** এর ধান উৎপাদন-খরচ সর্বাপেক্ষা কম এবং অনুরূপভাবে, **খ** দেশের পাট উৎপাদন-খরচ সর্বাপেক্ষা কম। অর্থাৎ **ক** ধান উৎপাদনে ও **খ** পাট উৎপাদনে চূড়ান্ত সুবিধা ভোগ করিতেছে (কারণ উহারা প্রত্যেকেই একটি করিয়া দ্রব্য সর্বাধিক কম খরচে উৎপাদনে সক্ষম)। ইহার ফলে নিজ দেশে ধান ও পাট উভয় উৎপাদন করিতে হইলে, **ক** যে পরিমাণ শ্রম-খরচে কেবল ৮ একক করিয়া ধান উৎপাদন করিতে পারিত তাহার খানিকটা দিয়া উহাকে ৪ একক করিয়া পাট উৎপাদন করিতে হইবে এবং প্রতি ৪ একক পাট উৎপাদন করিতে গিয়া উহাকে ৮ একক করিয়া ধান ত্যাগ করিতে হইবে। অর্থাৎ **ক** এর নিজ দেশে প্রতি ৮ একক পাটের বদলে মাত্র ৪ একক করিয়া ধান পাওয়া যাইবে। আর **খ** দেশও যদি ধান ও পাট উভয়ই উৎপাদন করে তবে যে শ্রম-খরচে উহা কেবল ৮ একক করিয়া পাট উৎপাদন করিতে পারিত উহার খানিকটা দিয়া ধান উৎপাদন করিতে গেলে, যে শ্রম-খরচে উহা ৮ একক করিয়া পাট উৎপাদন করিত তাহার পরিবর্তে মাত্র ৪ একক করিয়া ধান পাইবে। এবং নিজ দেশে ৮ একক পাটের পরিবর্তে কেবল ৪ একক ধান পাওয়া যাইবে। কিন্তু ইহার পরিবর্তে যদি **ক** কেবল ধান ও **খ** কেবল পাট উৎপাদন করে এবং পরস্পরের সহিত ধান ও পাট বিনিময় করে তবে **ক খ**-এর নিকট হইতে ৮ একক ধানের বদলে ৪ এককের বেশি পাট কিনিতে পারিবে এবং **খ ক**-এর নিকট হইতে ৮ এককের কম পাট দিয়া ৪ একক ধান কিনিতে পারিবে। ইহাতে উভয়ের মোট উৎপাদন (**ক**-এর ধানের এবং **খ**-এর পাটের) বাড়িবে এবং প্রত্যেকে (অপরের নিকট হইতে) সস্তায় কিনিয়া (**ক** পাট এবং **খ** ধান) ও অধিক দামে বেচিয়া (**ক** ধান ও **খ** পাট) লাভবান হইবে। সুতরাং **দুই দেশের মধ্যে উৎপাদন-খরচের চূড়ান্ত পার্থক্য থাকিলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঘটিবে।**

সমান শ্রম-খরচে উৎপন্ন

দেশ	ধান	পাট	উৎপাদন-খরচের অনুপাত
ক	৮ একক	৪ একক	১ : ½
খ	৪ "	৮ "	১ : ২

(৩) **উৎপাদন-খরচের আপেক্ষিক পার্থক্যঃ দৃষ্টান্তঃ** এবার ধরা যাক, একই শ্রম-খরচে **ক** দেশ ৮ একক ধান অথবা ৪ একক পাট এবং **খ** দেশ ৬ একক ধান অথবা ২ একক পাট উৎপাদন করে। এবার মনে হইতে পারে যে, যেহেতু **খ**-এর তুলনায় **ক** উভয় দ্রব্যই একই শ্রম-খরচে অধিক পরিমাণে অর্থাৎ কম খরচে উৎপাদন করিতে সক্ষম, সেহেতু, **খ**-এর সহিত বাণিজ্যে **ক**-এর কোন লাভ হইবে না এবং সে কারণে **খ**-এর আগ্রহ

সমপরিমাণ শ্রম-খরচে উৎপন্ন

দেশ	ধান	পাট	উৎপাদন-খরচের অনুপাত
ক	৮ একক	৪ একক	১ : ½
খ	৬ "	২ "	১ : ⅓

সত্ত্বেও উহাদের মধ্যে কোন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঘটিবে না। কিন্তু উহাদের উৎপাদন-খরচের অনুপাত-বিচারে এই ধারণা ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইবে। উৎপাদন-খরচের অনুপাত হিসাবে **ক** দেশে ১ একক পাটের বদলে মাত্র ২ একক ধান পাওয়া যায় আর **খ** দেশে ১ একক পাটের বদলে ৩ একক করিয়া ধান পাওয়া যায়, সুতরাং **ক** ও **খ** দেশের মধ্যে, **খ** দেশে ধান সস্তা (অর্থাৎ উৎপাদন-খরচ অপেক্ষাকৃত কম)। আবার ঐ উৎপাদন-খরচের অনুপাত-বিচারে, **ক** দেশে ১ একক পাটের জন্য ২ একক ধান দিতে হয় এবং **খ** দেশে ১ একক পাটের জন্য ৩ একক ধান লাগে। সুতরাং **ক** ও **খ** দেশের মধ্যে **ক** দেশে পাট সস্তা (অর্থাৎ উৎপাদন-খরচ অপেক্ষাকৃত কম)। সুতরাং ধানের উৎপাদনে **খ**-এর আপেক্ষিক সুবিধা বেশি (অর্থাৎ আপেক্ষিক খরচ কম) এবং পাটের উৎপাদনে **ক**-এর আপেক্ষিক সুবিধা বেশি (অর্থাৎ আপেক্ষিক খরচ কম)। অতএব **ক** কেবল পাট ও **খ** কেবল ধান উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করিয়া পরস্পরের সহিত উহাদের বিনিময়ে উভয়েই লাভবান হইবে। তাহাতে **ক খ**-এর নিকট হইতে ১ একক পাটের বিনিময়ে ২ এককের বেশি ধান কিনিতে পারিবে এবং **খ ক**-এর নিকট হইতে ৩ এককের কম ধানের বিনিময়ে ১ একক পাট কিনিতে পারিবে। অতএব দুই দেশের মধ্যে উৎপাদন-খরচের আপেক্ষিক পার্থক্যের দরুনও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্ভব ঘটিতে পারে।

সুতরাং বলা যায় যে, দুই দেশের মধ্যে উৎপাদন-খরচের সমান পার্থক্যে কোন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঘটে না, চূড়ান্ত পার্থক্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঘটিবেই, কিন্তু চূড়ান্ত পার্থক্য না থাকিলেও **যদি আপেক্ষিক পার্থক্য থাকে তাহা হইলেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উৎপত্তি সম্ভব**। শুধু এক দেশের তুলনায় অপর দেশে কোন দ্রব্য কম খরচে উৎপন্ন হইলেই উহাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উৎপত্তি হয় না, উহার নিজ দেশে অন্যান্য দ্রব্যের তুলনায়, এবং অপর দেশে ঐ দ্রব্যটির তুলনামূলক উৎপাদন-খরচ অপেক্ষা, উহার উৎপাদন-খরচ (আপেক্ষিক খরচ) কম হওয়া চাই। ইহাই আপেক্ষিক খরচবিধির বক্তব্য।

শ্রম-খরচের ভিত্তিতে এই বিধিটির ব্যাখ্যা দেওয়া হইলেও, শ্রম-খরচের পরিবর্তে আর্থিক খরচ কিংবা সুযোগ খরচের ভিত্তিতেও যে ইহা ব্যাখ্যা করা যায় তাহা হাবারলার[17] প্রমুখ আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীরা দেখাইয়াছেন। হাবারলার আরও দেখাইয়াছেন যে কেবল দুইটি দেশ ও দুইটি দ্রব্যের ভিত্তিতে নহে। দুই-এর বেশি সংখ্যক দেশ ও দ্রব্যাদির ক্ষেত্রেও এই বিধিটি প্রযোজ্য।

মূল্যয়ন[18]**ঃ** (ক) **সমালোচনাঃ ক্লাসিক্যাল** অর্থবিজ্ঞানিগণ তাঁহাদের অনুমিত শর্তাবলী-নির্ভর নির্দিষ্ট ছকের দুনিয়ার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পক্ষে একটি কঠোর যুক্তিনির্ভর যথার্থ আন্তর্জাতিক তত্ত্ব রচনা করিয়াছিলেন। এবং উহার প্রায় সূত্রপাত হইতেই তত্ত্বটির নিদারুণ ও গভীর সমালোচনা সত্ত্বেও খানিক সংশোধনসহ বর্তমান শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশ পর্যন্ত ইহা অর্থবিজ্ঞানী মহলে গ্রহণযোগ্য ছিল। সময়ের পরিবর্তনের সহিত উহার অনুমিত শর্তগুলি গ্রহণের অযোগ্য হইয়া পড়ে এবং বিশ্লেষণের স্থূল হাতিয়ারগুলির পরিবর্তে উন্নত হাতিয়ারের ব্যবহার ঘটিতে থাকে।

১. শ্রম ও পুঁজি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সচল হইলেও বিভিন্ন দেশের মধ্যে সচল নহে, এই মূল অনুমিত শর্তটি নানা দিক হইতে আক্রান্ত হয়। সমালোচকগণের মতে, এমন কি একই দেশের মধ্যে শ্রমের পেশাগত[19] সচলতারও অভাব আছে। শ্রমের যোগান সমগুণসম্পন্ন শ্রমিকগণের সমষ্টি নয়, উহা সম্পূর্ণ অদক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া অত্যন্ত সুনিপুণ পেশাদারী কারুশিল্পী পর্যন্ত বিবিধ স্তরের শ্রমিক সমষ্টি লইয়া গঠিত। ইহারা পরস্পরের অপ্রতিযোগীগোষ্ঠী[20]। সুতরাং একই দেশের মধ্যেও শ্রমের সচলতার বিশেষ অভাব বর্তমান।

---

17. Prof. Haberler.
18. Critical estimate or evaluation.
19. Occupational mobility.
20. Non-competing groups.

২. স্বর্ণমানের পতনের ফলে বিভিন্ন দেশের মুদ্রাবিনিময়-হারের অনিশ্চয়তাও বাড়িয়াছে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আর এক জাতীয় মুদ্রার (স্বর্ণমান) দ্বারা পরিচালিত হয় না কিংবা আপনাআপনি আর টাকার যোগান নিয়ন্ত্রণের কোন স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা নাই। সুতরাং ক্লাসিক্যাল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যতত্ত্বের আর একটি মূল ভিত্তিও অন্তর্হিত হইয়াছে।

৩. তত্ত্বটির বিশ্লেষণের মূল হাতিয়ার, উৎপাদন-খরচের আপেক্ষিক পার্থক্যের ভিত্তি শ্রমের মূল্যতত্ত্ব[21]কেও এই বলিয়া আক্রমণ করা হইয়াছে যে অভ্যন্তরীণ বাজারে পণ্যের মূল্য নির্ধারণে যখন মূল্যের শ্রমতত্ত্বটি বর্জন করা হইয়াছে তখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উহার ব্যবহার অর্থহীন।

৪. ইহা ছাড়া সমানুপাতিক উৎপন্নবিধি এবং পরিবহণ-খরচ নাই, এই দুইটি অনুমিত শর্তও আক্রমণ করা হইয়াছে।

তত্ত্বটির রচনাকালেই উহাতে ব্যবহৃত এই সকল অনুমিত শর্তাবলী অবাস্তব ছিল, সময়ের ব্যবধানে বর্তমানে উহারা আরও অবাস্তব হইয়া পড়িয়াছে। ফলে শ্রমের মূল্যতত্ত্বের ভিত্তিতে রচিত **পুরাতন আকারে** আপেক্ষিক খরচের বিধিটির বর্তমান গুরুত্ব কিছু নাই। তবে, শ্রমের মূল্যতত্ত্বের পরিবর্তে সুযোগ-খরচের ভিত্তিতে ইহাকে দাঁড় করান হইলে, ইহা এখনও আন্তর্জাতিক অর্থনীতির একটি মৌলিক নীতি রূপে অনস্বীকার্য।

(খ) **শিক্ষা**ঃ এই ক্লাসিক্যাল তত্ত্বটির বর্তমানে কোন ব্যবহারিক মূল্য না থাকিলেও, একথা অস্বীকার করা যায় না যে, (১) ইহার প্রচারকগণ তত্ত্বটির দ্বারা এই মূল বিষয়টিই বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইল মূলতঃ দ্রব্যের পরিবর্তে দ্রব্যের বিনিময় এবং রপ্তানি-সামগ্রী দ্বারাই আমদানি-সামগ্রীর দাম পরিশোধ করিতে হয়।

(২) দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাগ ও বিশেষায়ণের উপকার কি তাহাও এই তত্ত্বটির দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং একমাত্র অবাধ বাণিজ্যের অধীনেই যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভগুলি সর্বাধিক হইতে পারে সে বিষয়ের উপরও এই তত্ত্বটি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আধুনিক তত্ত্ব ঃ ও'লীনের তত্ত্ব
MODERN INTERNATIONAL TRADE THEORY : OHLIN'S THEORY

এই চিন্তাধারাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের মূল ভিত্তি ছিল যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মূলগতভাবেই অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হইতে পৃথক বলিয়া, অভ্যন্তরীণ বাজারে (একটি বাজারে) চাহিদা-যোগানের যে শক্তিসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় দাম নির্ধারিত হয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে (একসঙ্গে একাধিক বাজারে) দাম নির্ধারণে সে ব্যাখ্যা খাটে না। ক্লাসিক্যাল বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করিয়া সুইডেনের অধ্যাপক বার্টিল ও'লীন[22] আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আধুনিক তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের মূল চিন্তাধারার বিরোধিতা করিয়া ইহাতে বলা হইয়াছে যে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নাই: আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেরই সম্প্রসারণ মাত্র এবং অভ্যন্তরীণ বাজারে যে সকল শক্তির দ্বারা দাম নির্ধারিত হয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও উহারাই দাম নির্ধারণ করে। পরস্পরবিচ্ছিন্ন অবস্থায় (অর্থাৎ উহাদের মধ্যে যখন বাণিজ্য ঘটে না) দেশগুলিতে দামের যে পার্থক্য থাকে, উহাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে তাহা ক্রমশঃ কমিতে থাকে, ইহাতে মনে হইতে পারে যে, তখন আর উহাদের মধ্যে বাণিজ্যের কোন সুযোগ থাকিতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তাহা নয়, কারণ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যই হোক আর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যই হোক, উৎপাদন-খরচের পার্থক্য উহাদের উভয়েরই মূল ভিত্তি।

---
21. Labour Theory of Value. 22. Prof. Bertil Ohlin.

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই আধুনিক ব্যাখ্যাতে দামের ভারসাম্যতত্ত্ব প্রয়োগ করিয়া বলা হইয়াছে যে, চাহিদা ও যোগানের শক্তিগুলিই আন্তর্জাতিক (বিভিন্ন দেশের) উৎপাদন-খরচ নির্ধারণ করে এবং সেহেতু আন্তর্জাতিক বাজারের দাম নির্ধারণ করে।

যে কোন দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ঘটিতে হইলে উহাদের মধ্যে পণ্যসামগ্রীর চাহিদা ও উৎপাদন-খরচের পার্থক্য থাকা চাই। দুই দেশের মধ্যে একই দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন খরচের পার্থক্য জন্মে উহাদের উপাদান-সমষ্টির পার্থক্য হইতে। কোন দেশের হয়তো জমির প্রাচুর্য, কাহারও হয়তো বা শ্রম বা পুঁজির প্রাচুর্যের দরুন উৎপাদন-খরচের সুবিধা (অপেক্ষাকৃত কম উৎপাদন-খরচ) বেশি। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্ভবপর হইতে হইলে, কেবল উপাদান-খরচের পার্থক্য থাকিলেই চলিবে না, উহার সহিত রপ্তানিযোগ্য সামগ্রীগুলির আনুপাতিক উৎপাদক-খরচের পার্থক্যও (খরচের আপেক্ষিক পার্থক্য) থাকা চাই। দেশের অভ্যন্তরে, অন্যান্য উপাদানের তুলনায় কেবল কয়েকটি উপাদান সস্তা হইলেই তাহা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্ভাবনা নির্দেশ করে না। অপর দেশে উহার খরচের তুলনায় নিজ দেশে কোন উপাদানের চূড়ান্ত খরচ দ্বারাই উপাদান-খরচ সুবিধা-জনক কিনা তাহা বুঝা যায়। দুই দেশের মুদ্রার বিনিময়-হারটি নির্ধারিত হইয়া যাইবার পরই এই তুলনা করা সম্ভব হয়।

ও'লীন এই বলিয়া তাঁহার বক্তব্যের অবতারণা করিয়াছেন যে, দুইটি পরস্পরবিচ্ছিন্ন দেশের মধ্যে একটির তুলনায় অপরটিতে দাম কম হইলে তাহা উহাদের মধ্যে বাণিজ্যের সূত্রপাতের কারণ হইতে পারে। কিন্তু ইহা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও খাটে। তবে, উভয়ের দামের এই তারতম্য উহাদের মধ্যে বাণিজ্যের আপাতঃদৃষ্ট কারণ মাত্র। উহাদের মধ্যে বাণিজ্য ঘটিলে, অবশ্যই তাহার আরও গভীর মৌলিক কারণ থাকিবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই গভীর মৌলিক কারণ অনুসন্ধানের জন্য ও'লীন আধুনিক দামতত্ত্বের বিশ্লেষণের হাতিয়ারগুলি ব্যবহার করিয়াছেন।

আধুনিক দামতত্ত্বের মূল ভিত্তি তিনটি,—(ক) নিখুঁত প্রতিযোগিতা, (খ) একটিমাত্র দাম প্রতিষ্ঠার বিধি, এবং (গ) দীর্ঘকালীন সময়। নিখুঁত প্রতিযোগিতা কল্পনা করিয়া লইলে দামের উপর কোন বিক্রেতা বা ক্রেতার প্রভাব খাটে না। এক দাম কল্পনা করিয়া লইলে প্রত্যেক বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের প্রতিযোগিতায় একটিমাত্র দাম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যে কোন পণ্যের সকল একক ঐ একটিমাত্র দামেই ক্রয়বিক্রয় হয়। আর দীর্ঘকালীন সময়ের কল্পনার দ্বারা বাজারের সাময়িক বিশৃঙ্খলা অগ্রাহ্য করিয়া এরূপ দামের কল্পনা করা যায় যাহা দীর্ঘকালীন সময়ে ক্রয়বিক্রয়ের প্রান্তসীমায় উৎপাদনে খরচের সমান (দাম= প্রান্তিক খরচ=গড় খরচ) হইবে। ইহাতে বাজারে এরূপ ভারসাম্য দাম প্রতিষ্ঠিত হইবে প্রত্যেক পণ্যের মোট চাহিদা উহার মোট যোগানের সমান হইবে এবং সমস্ত সরবরাহকৃত সামগ্রী বিক্রয় হইয়া যাইবে।

কিন্তু এই অবস্থায়, আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম উহার চাহিদা ও যোগানের দ্বারা স্থির হয়, একথা বলাই শুধু যথেষ্ট নয়। আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের চাহিদা ও যোগান কোন্ কোন্ শক্তিসমূহের দ্বারা নির্ধারিত হয়, ইহাই প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। পণ্যের চাহিদা নির্ভর করে ভোগকারিগণের অভাব ও তাহাদের ক্রয়ক্ষমতার উপর। কোন একটি বিশেষ পণ্য ক্রেতারা চাহিতেছে কিনা তাহা নির্ভর করে তাহাদের সম্মুখে বাছিয়া লইবার মত কত বিবিধ প্রকারের সামগ্রী রহিয়াছে[২৩] এবং উহাদের দামগুলি কিরূপ ইত্যাদির উপর। কোন একটি নির্দিষ্ট পণ্য কিনিতে ক্রেতার ইচ্ছা নির্ভর করে তাহার হাতে কি পরিমাণ অর্থ আছে এবং তাহা আবার নির্ভর করে তাহার আয়ের উপর।

পণ্যের যোগান যে সকল শক্তির দ্বারা নির্ধারিত হয় তাহা আরও জটিল। যে

23. Range of choices of goods.

পরিমাণে পণ্যটি বিক্রয়ের জন্য বাজারে যোগান দেওয়া হয় তাহা নির্ভর করে উহার জন্য ক্রেতারা কিরূপ দাম দিতে রাজী এবং উহার উৎপাদন-খরচ কিরূপ, এই দুইটি বিষয়ের উপর। দীর্ঘকালীন সময়ে দামকে অবশ্যই উৎপাদন-খরচের সমান হইতে হইবে এজন্য উৎপাদন-খরচের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইহার অর্থ এই যে, দাম এরূপ হওয়া চাই যেন উৎপাদক ঐ দামে সামগ্রী বেচিয়া মোট মজুরি-খরচ, সুদ ও পুঁজিব্যয়ের সমস্ত এবং খাজনা-খরচ, সকলই তুলিতে পারে। কিন্তু এই দামগুলি (অর্থাৎ উপাদান-দাম) আবার নিজেরাও চাহিদা-যোগানের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার ফল।

উপাদানের চাহিদা হইল উদ্ভূত চাহিদা; উহারা যে পণ্য উৎপাদন করে উহার চাহিদা হইতেই উহাদের চাহিদার উৎপত্তি হয়। উপাদানসমূহের যোগান বিবিধ শক্তির ক্রিয়ার ফল, তবে মূলগতভাবে, উহাদের দাম এরূপ হওয়া চাই যেন, প্রয়োজনীয় পরিমাণে বাজারে উহাদের যোগান পাওয়া যায়। সুতরাং পণ্যের উৎপাদন-খরচ হইতেছে উৎপাদনের উপাদান-দামের সমষ্টি এবং প্রতিযোগিতার বাজারে যে কোন উৎপাদকের সাফল্য নির্ভর করে উহা কিরূপ নৈপুণ্যের সহিত উপাদানগুলির সংমিশ্রণ ঘটাইতেছে ও তাহা ব্যবহার করিতেছে ইত্যাদির উপর। শ্রম যদি পুঁজির তুলনায় সস্তা হয় তবে উৎপাদন-খরচ কমাইবার জন্য কম পুঁজির সহিত বেশি শ্রমের ব্যবহার ঘটিবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ ও দেশগত দিক আলোচনায় ইহা এক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।

যেহেতু পণ্যের উৎপাদন-খরচ উহাতে ব্যবহৃত উপাদানসমূহের দামের উপর নির্ভর করে, সেহেতু, কোন দেশ কোন পণ্যবিশেষ কম খরচে উৎপাদন করিতে পারে কিনা প্রত্যক্ষভাবে তাহা নির্ভর করে সে দেশে ঐ পণ্যের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি অন্যান্য উপাদানের তুলনায় কতটা সুলভ, তাহার উপর। **বিভিন্ন দেশে অবস্থিত উপাদান-সমষ্টির এরূপ বিভিন্নতার দরুনই বিভিন্ন দেশে উৎপাদন-খরচের বিভিন্নতা দেখা দেয়।** কোথাও অন্যান্য দেশের তুলনায় মজুরি বেশি কিন্তু সুদ ও খাজনা কম, আবার কোথাও মজুরি কম কিন্তু খাজনা এবং/অথবা সুদ বেশি। এক দেশ হইতে অপর দেশে উৎপাদনের উপাদানের সচলতার বাধা আছে বলিয়া বিভিন্ন দেশে খরচের এই পার্থক্য দীর্ঘকাল ধরিয়া থাকিতে পারে।

কিন্তু কেবল কোন উপাদানের প্রাচুর্য অথবা দুর্লভতাই সামগ্রীর দাম নির্ধারণ করে না; বরং উহার চাহিদার প্রভাবই ইহাতে বেশি।

সুতরাং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যে কোন দেশের সুবিধার ভিত্তি হইতেছে উহার **উপাদানসমূহের সুলভতা**; তবে ঐ সুলভতার মাপকাঠি হইল **উপাদানগুলির চাহিদার তীব্রতা।** কোন দেশের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড থাকিলেই (যেমন ভারতে) তাহা যে সুলভ বুঝাইবে তাহা নহে; বরং উহা অত্যন্ত দুর্লভ (অধিকা দামী)-ও হইতে পারে (মাথাপিছু জমির পরিমাণ কম হইলে)। তেমনি দেশের জমি ও পুঁজির পরিমাণের তুলনায় বিপুল জনসমষ্টির দেশেও শ্রম অল্প বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। অতএব, কেবল একটি হইতে অপরটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া উপাদান-দামগুলি পৃথকভাবে নির্ধারিত হয় না. একটির তুলনায় আপেক্ষিক ভাবেও অপরটির দাম (আপেক্ষিক উপাদান-দাম) নির্ধারিত হয়[২৪]। যাহার চাহিদা আছে এবং যাহার উৎপাদনে দুর্লভ উপাদানগুলির ব্যবহার সর্বাধিক সংকুচিত করা এবং সুলভ উপাদানগুলি সর্বাধিক ব্যবহার করা সম্ভব, এরূপ পণ্য নির্বাচনের দ্বারা এক দেশ অপরাপর দেশের অপেক্ষা অধিকতর সুবিধা ভোগের (আপেক্ষিক সুবিধা, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কম উৎপাদন-খরচের সুবিধা) অধিকারী হয়।

সুতরাং **এক দেশের সহিত অপর দেশের বাণিজ্য ঘটিবার জন্য দুইটি শর্ত পালিত হওয়া আবশ্যক।** যথা,—(১) **প্রত্যেক দেশে চাহিদার তুলনায় উপাদানগুলির যোগানে**

24. 'The prices of the factors are, therefore, determined not only in absolute terms, but also in relation to each other.'

পার্থক্য থাকা চাই (চাহিদার তুলনায় কোনটি কম, কোনটি বেশি)। ইহার ফলে, প্রত্যেক দেশেই উহার প্রাচুর্যময় উপাদানগুলি ব্যবহারের উপযোগী দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে বিশেষী-করণ দেখা দেয়। এবং (২) **এক দেশের সহিত অপর দেশের উপাদান-সমষ্টিতে আপেক্ষিক বা তুলনামূলক পার্থক্য** থাকা চাই। ইহার ফলেই উৎপাদন-খরচের আপেক্ষিক পার্থক্য দেখা দেয় এবং উহার দরুনই এক দেশের সহিত অপর দেশের বাণিজ্যের সূত্রপাত ঘটে।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে কোন্ উপাদানটি কোন্ দেশে চূড়ান্তভাবে সুলভ[25] তাহা উহাদের মুদ্রার বিনিময়-হারের দ্বারাই নির্ধারিত হয় এবং উহার দ্বারাই শেষ পর্যন্ত কোন্ পণ্য কোন্ দেশে উৎপন্ন হইবে তাহা স্থির হয়। উপাদানগুলির চূড়ান্ত দাম বা খরচের পার্থক্য এরূপ হওয়া চাই যেন তাহাতে এক দেশের তুলনায় অন্য দেশের আপেক্ষিক (খরচের) সুবিধা থাকে (অর্থাৎ নিজ দেশে ঐ উপাদান-খরচ অন্যান্য উপাদান-খরচ অপেক্ষা কম এবং তাহা অন্য দেশের তুলনায়ও অল্প)। ইহা কিন্তু রিকার্ডো যে খরচের তুলনামূলক বা আপেক্ষিক সুবিধার কথা বলিয়াছেন তাহা হইতে ভিন্ন। ইহা রিকার্ডোর মত শ্রম-খরচের ভিত্তিতে প্রকাশিত সকল খরচের পার্থক্য নয়, ইহা হইল অর্থের দ্বারা অর্থাৎ আর্থিক দামের দ্বারা প্রকাশিত সকল খরচের পার্থক্য এবং ইহার দ্বারাই এক দেশের তুলনায় অপর দেশের আপেক্ষিক সুবিধা নির্ধারিত হয়।

বাণিজ্যের হার
TERMS OF TRADE

আমদানির দাম রপ্তানির দ্বারাই শোধ করিতে হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আসলে আমদানির সহিত রপ্তানির বিনিময় মাত্র। যে হারে আমদানির সহিত রপ্তানির বিনিময় ঘটে তাহাই বাণিজ্যের হার। ইহার দ্বারা দেশের রপ্তানির সহিত আমদানির বিনিময়-হার বুঝায় (রপ্তানি : আমদানি $= \frac{\text{রপ্তানি}}{\text{আমদানি}}$)। অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করিতে হইলে কি পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করিতে হইবে, বাণিজ্যের হার বলিতে তাহাই বুঝায়। ইহা নির্ভর করে রপ্তানি ও আমদানি দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তরের উপর। সুতরাং রপ্তানি ও আমদানি দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর দুইটির অনুপাতই হইল বাণিজ্যের হার। এজন্য বলা হয় যে, বাণিজ্য-হারের দ্বারা দুই প্রস্থ দামস্তরের (অর্থাৎ রপ্তানি ও আমদানি দ্রব্য-সমূহের দামস্তর দুইটির) সম্পর্ক প্রকাশ পায়। বলা বাহুল্য আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ পরস্পরের সমান হইলে, তবেই সুনির্দিষ্ট ও যথার্থভাবে বাণিজ্যের হার নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু বাস্তব জগতে, একাধিক দেশ ও একাধিক পণ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অধীন হওয়ায় আমদানি-রপ্তানি সর্বদা পরস্পরের ভারসাম্যে পৌঁছায় না বলিয়া বাণিজ্যের আংশিক হারের[26] কয়েকটি ধারণা উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহার একটি হইল **'নীট সরাসরি দ্রব্যবিনিময়ে বাণিজ্যের হার'**[27]। ইহা হইল আগের কোন নির্দিষ্ট সময়ের তুলনায় পরের কোন নির্দিষ্ট সময়ে রপ্তানি ও আমদানি দ্রব্যসমূহের দামস্তরের অনুপাত। বীজগণিতের সাহায্যে ইহাকে নিম্নোক্ত রূপে প্রকাশ করা যায়,—

$$\frac{\text{পরবর্তী নির্দিষ্ট সময়ে মোট রপ্তানির দাম}}{\text{পরবর্তী নির্দিষ্ট সময়ে মোট আমদানির দাম}} : \frac{\text{পূর্ববর্তী নির্দিষ্ট সময়ে মোট রপ্তানির দাম}}{\text{পূর্ববর্তী নির্দিষ্ট সময়ে মোট আমদানির দাম}}$$

সংক্ষেপে,— $\frac{Px1}{Pm1} : \frac{Px0}{Pm0}$

[P হইল দাম, x হইল রপ্তানি সামগ্রীর পরিমাণ, m হইল আমদানি সামগ্রীর পরিমাণ এবং 1 হইল পরবর্তী নির্দিষ্ট সময় ও 0 হইল পূর্ববর্তী নির্দিষ্ট সময়।] বাণিজ্যের হারের আলোচনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বাণিজ্যের হার দেশের অনুকূল

25. Absolute cheapness. 26. Partial terms-of-trade.
27. Net barter terms of trade.

কিংবা প্রতিকূল হইতে পারে। বাণিজ্যের হার দেশের অনুকূল হইলে একই পরিমাণ রপ্তানির দ্বারা অধিকতর পরিমাণে আমদানি করা সম্ভব হয় কিংবা একই পরিমাণ আমদানির জন্য স্বল্পতর পরিমাণ রপ্তানির প্রয়োজন হয়। আর বাণিজ্যের হার প্রতিকূল হইলে একই পরিমাণ রপ্তানির দ্বারা স্বল্পতর পরিমাণ আমদানি করা যায় অথবা একই পরিমাণ আমদানি করিতে হইলে অধিকতর পরিমাণ রপ্তানির প্রয়োজন হয়।

বাণিজ্যের হার কিভাবে নির্ধারিত হয়ঃ ক্লাসিক্যাল এবং আধুনিক, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্ব উভয়েরই বক্তব্য এই যে, বাণিজ্যের হার নির্ধারিত হয় পরস্পরের নিকট পরস্পরের সামগ্রীর (রপ্তানির) চাহিদার দ্বারা অর্থাৎ পণ্যগুলির পারস্পরিক চাহিদার[২৮] দ্বারা এবং মুদ্রা-বিনিময়ের চলতি হারে আমদানি ও রপ্তানি সামগ্রীগুলির দামের মধ্যে তাহা প্রতিফলিত হয়। বিদেশের কাছে ভারতীয় রপ্তানি পণ্যের চাহিদার তুলনায় ভারতের কাছে বিদেশী আমদানি দ্রব্যের চাহিদা যদি বেশি হয়, তবে বাণিজ্যের হার ভারতের প্রতিকূলে ও বিদেশের অনুকূলে যাইবে, আর ইহার বিপরীত হইলে বাণিজ্যের হার ভারতের অনুকূলে ও বিদেশের প্রতিকূলে যাইবে।

অর্থাৎ দুটি দেশের মধ্যে উৎপাদন-খরচের আপেক্ষিক পার্থক্য থাকিলে, তবেই উহাদের মধ্যে বাণিজ্য ঘটিবার কারণ থাকিবে এবং উহাদের খরচের অনুপাতগুলির দ্বারা বিনিময়ের সীমা নির্দিষ্ট হইবে, তবে প্রকৃতপক্ষে কি হারে উহাদের মধ্যে বিনিময় ঘটিবে তাহা পারস্পরিক চাহিদার দ্বারা নির্ধারিত হইবে। যেমন ধরা যাক্ **ক** দেশে ধান ও পাটের উৎপাদন-খরচের অনুপাত ১ : ২ এবং **খ** দেশে ধান ও পাটের উৎপাদন-খরচের অনুপাত ১ : ৩। এই অবস্থায় **ক**-এর সহিত **খ**-এর পাট ও ধানের বিনিময় ঘটিবে; কিন্তু বিনিময়ের হার অর্থাৎ বাণিজ্যের হার কি হইবে? উৎপাদন-খরচের পার্থক্য অনুসারে ১ একক পাট=২ একক ধান (**ক** দেশে)=৩ একক ধান (**খ** দেশে)। এমতাবস্থায় **ক** ও **খ**-এর মধ্যে পাটের সহিত ধানের বিনিময়ের হার ২ এককের বেশি এবং ৩ এককের কম হইবে। পাটের জন্য **খ**-এর চাহিদা (অর্থাৎ **ক**-এর রপ্তানির ও **খ**-এর আমদানির চাহিদা) যদি ধানের জন্য **ক**-এর চাহিদা (অর্থাৎ **ক**-এর আমদানি ও **খ**-এর রপ্তানির চাহিদা) অপেক্ষা বেশি হয়, তবে পাট ও ধানের বিনিময়-হার সর্বাধিক সীমার কাছাকাছি হইবে, অর্থাৎ ১ একক পাটের বিনিময়ে **ক** দেশ **খ** দেশ হইতে ৩ এককের কাছাকাছি ধান আদায় করিতে পারিবে (যেমন, ১ পাট : ২$\frac{৯}{১০}$ ধান) আবার ইহার বিপরীত হইলে পাট ও ধানের বিনিময়-হার ন্যূনতম সীমার কাছাকাছি হইবে, অর্থাৎ ১ একক পাটের বিনিময়ে ২ এককের সামান্য বেশি ধান পাওয়া যাইবে (যেমন, ১ পাট : ২$\frac{১}{১০}$ ধান)। সুতরাং বাণিজ্যের হার দ্বারাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নিযুক্ত দেশগুলির লাভালাভ[২৯] স্থির হইয়া থাকে।

বাণিজ্যের হার যে পারস্পরিক চাহিদার দ্বারা স্থির হয় তাহা হইতেছে প্রকৃতপক্ষে আমদানি ও রপ্তানি সামগ্রীগুলির আপেক্ষিক চাহিদা ও যোগান। ইহারা নিম্নলিখিত চারিটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে,—(ক) আমদানি-চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা; (খ) রপ্তানি-চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা; (গ) রপ্তানি-যোগানের স্থিতিস্থাপকতা; এবং (ঘ) আমদানি-যোগানের স্থিতিস্থাপকতা।

বাণিজ্যের হারের পরিবর্তন[৩০]ঃ যেহেতু আমদানি-রপ্তানির পারস্পরিক চাহিদা-যোগানের দ্বারা বাণিজ্যের হার নির্ধারিত হয়, সেহেতু উহাদের চাহিদা অথবা যোগানের পরিবর্তনে বাণিজ্যের হারও পরিবর্তিত হইতে পারে। রপ্তানির চাহিদা বাড়িলে বাণিজ্যের হার রপ্তানিকারী দেশের অনুকূলে ও আমদানিকারী দেশের প্রতিকূলে যাইবে, আর রপ্তানির চাহিদা কমিলে ইহার বিপরীত হইবে। সেরূপ রপ্তানি সামগ্রীর উৎপাদন-খরচ কমিলে উহাদের দাম কমিবে এবং উহার চাহিদা না বাড়িলে বাণিজ্যের হার রপ্তানিকারী দেশের

28. Reciprocal Demand. 29. Gains from International trade.
30. Changes in terms of trade.

প্রতিকূলে যাইবে। আবার একটি দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রধান অংশীদার হওয়ায় কিংবা কয়েকটি দেশ মিলিয়া কোন পণ্যের রপ্তানি বা আমদানি নিয়ন্ত্রণের (প্রধান রপ্তানি-কারী বা আমদানিকারী হওয়ার দরুন) দ্বারা উহাদের দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া বাণিজ্যের হার নিজের অনুকূলে আনিতে পারে। কিংবা আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ (সংকুচিত) করিয়া কোন দেশ কৃত্রিমভাবে উহার রপ্তানি দ্রব্যের দাম বেশি ও আমদানি দ্রব্যের দাম কমাইয়া অনুকূল বাণিজ্যের হার ভোগ করিবার চেষ্টা করিতে পারে।

কিন্তু বাণিজ্যের হার অনুকূল হইলেই যে দেশ লাভবান হইতেছে, তাহা বুঝায় না। উৎপাদন-খরচ বেশি হইবার দরুন আমদানির তুলনায় রপ্তানির দাম বেশি হওয়ায় বাণিজ্যের হার অনুকূল হইতে পারে, কিন্তু তাহা দেশের অর্থনীতির সামর্থ্যের পরিচায়ক নয়। আবার রপ্তানি সামগ্রীর উৎপাদন-খরচ কমিবার ফলে আমদানির তুলনায় রপ্তানি সস্তা হইলে বাণিজ্যের হার প্রতিকূলে যায়। কিন্তু তাহা দেশের অর্থ-নৈতিক দুরবস্থার পরিচায়ক নহে। সুতরাং বাণিজ্যের হার অনুকূল কি প্রতিকূল কেবল তাহা দিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেশের লাভ ক্ষতি বুঝা যায় না।

১৩

বাণিজ্যনীতি
TRADE POLICY

[**আলোচিত বিষয়ঃ** অবাধ বাণিজ্য—সুফল—ত্রুটি—সংরক্ষণনীতি—উহার পক্ষে অনর্থনীতিক যুক্তিসমূহ—অসার ও বিভ্রান্তিমূলক যুক্তিসমূহ—সারবান অর্থনীতিক যুক্তিসমূহ।]

এ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যে সকল নীতি গ্রহণ করিয়াছে তাহা দুই প্রকারের, অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং সংরক্ষণ বা নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা উহাদের পরিচয় লইব।

অবাধ বাণিজ্যের সুফল ও ত্রুটি
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF FREE TRADE

অবাধ বাণিজ্য কাহাকে বলে: অবাধ বাণিজ্য বলিতে সর্বপ্রকার সরকারী বা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত বিধিনিষেধ রহিত অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বুঝায়। ক্লাসিক্যাল অর্থ-বিজ্ঞানিগণ এইরূপ বাণিজ্যনীতির সর্বাপেক্ষা প্রবল ও উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। ইহা অ্যাডাম স্মিথের প্রচারিত অর্থনীতিক কার্যকলাপের অবাধ স্বাধীনতার তত্ত্বের[1] অপরিহার্য অংগ। নিম্নোক্ত সুবিধাগুলির যুক্তিতে অবাধ বাণিজ্যনীতি সমর্থন করা হইতঃ

সুফলঃ পক্ষে যুক্তিঃ ১. শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণ বৃদ্ধি—ব্যক্তিগত গুণাবলীর মতই বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক উপকরণাদি সুযোগসুবিধার বণ্টন পৃথিবীতে সুষম নহে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণ দ্বারা দ্রব্যসামগ্রীর মোট উৎপাদন ও ভোগ বৃদ্ধি পায় তেমনি বিভিন্ন দেশও আপন আপন সুযোগসুবিধা অনুসারে পৃথক পৃথক দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনে আত্মনিয়োগ দ্বারা স্ব স্ব বিশিষ্ট উপকরণ ও সুযোগসুবিধার সর্বাধিক উপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব করিতে পারে এবং পরস্পরের দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময় দ্বারা উপাদান-বণ্টনের বৈষম্য দূর করিতে পারে। একের যাহা উৎপাদন করা সম্ভব নহে তাহা অপরের নিকট হইতে সংগ্রহ করা সম্ভব হইতে পারে। ইহাতে প্রত্যেকে স্ব স্ব সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা অনুসারে দ্রব্যাদি উৎপাদন করিতে পারে বলিয়া প্রত্যেকটি পণ্য সর্বনিম্ন খরচে উৎপাদিত হইতে পারে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অবাধ হইলে দেশগত শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির দ্বারা এই সকল সুবিধাগুলি ক্রমবর্ধমান পরিমাণে সকল দেশই ভোগ করিতে সক্ষম হইবে।

২. সর্বাধিক উৎপাদন—অবাধ বাণিজ্য আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণ বৃদ্ধি করিয়া প্রত্যেক দেশের বিশিষ্ট উপাদানগুলির সর্বাধিক ব্যবহার সুনিশ্চিত করায় যেমন দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন সর্বাধিক হইতে পারে তেমনি উহা এক দেশের পণ্যের জন্য অপর দেশে বাজারের সম্প্রসারণ ঘটাইয়া (কম খরচে উৎপাদনের দরুন) পণ্য সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ আরও প্রসারিত করে। ইহার ফলে বৃহদায়তন উৎপাদন, শিল্প স্থানীকরণ প্রক্রিয়াগুলি পুষ্টিলাভ করে। সকল দেশে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মোট উৎপাদন ও চাহিদার বৃদ্ধির দরুন নিয়োগ ও আয়ও বাড়ে।

1. Doctrine of Laissez faire.

৩. **দামের সমতা প্রতিষ্ঠা**—উপাদানগুলির দেশগত সচলতার অভাব সত্ত্বেও অবাধ বাণিজ্যের বিস্তারের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশস্থ বাজারগুলির পার্থক্য হ্রাস পাইয়া সর্বত্রই চাহিদা-যোগানের শক্তিগুলি অধিকতর পরিমাণে সক্রিয় হইয়া উঠে বলিয়া বিভিন্ন বাজারে দামের পার্থক্য হ্রাস পায় ও উহারা পরস্পরের নিকটবর্তী হয়।

৪. **ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের লাভ**—অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই লাভবান হয়। আমদানিকারীরা সর্বনিম্ন দামে কিনিতে পারে (নিজ দেশে দ্রব্যগুলির উৎপাদন-খরচের তুলনায়) এবং রপ্তানিকারীরা সর্বাধিকসম্ভব দামে বেচিতে পারে (নিজ দেশে উৎপাদন-খরচ অনুযায়ী দামের তুলনায়)।

৫. **ভোগ ও অভাবতৃপ্তির সর্বাধিক বৃদ্ধি**—অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বারা শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণের সাহায্যে সকল দেশের সর্বমোট দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন সর্বাধিক বৃদ্ধি ও সর্বনিম্ন দামে উহা প্রাপ্তির ফলে সর্বত্র ভোগ ও অভাবতৃপ্তির পরিমাণ সর্বাধিক বৃদ্ধি পাইয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নিযুক্ত সকল দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের ক্রমোন্নতি সম্ভব হয়।

এই পাঁচটি মুখ্য অর্থনীতিক সুবিধা ছাড়াও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অন্যান্য সুবিধা আছে। ইহাতে মানব জাতির বিভিন্ন সংস্কৃতির পারস্পরিক আদানপ্রদান বৃদ্ধিতে শান্তি ও ঐক্যের শক্তিগুলি পুষ্ট হয় এবং রাজনৈতিক মনোমালিন্য ও বিরোধসঞ্জাত উত্তেজনা প্রশমিত হয়।

ত্রুটিঃ বিপক্ষে যুক্তিঃ ১. ভারসাম্যহীন অর্থনীতিক বিকাশ[২]—আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণ অনুসারে অবাধ বাণিজ্যে, প্রত্যেক দেশে কেবল সর্বাধিক সুবিধাবিশিষ্ট মুষ্টিমেয় শিল্পের উন্নয়নে দেশের সামগ্রিক অর্থবিকাশ ঘটে না, যেটুকু ঘটে তাহা ভারসাম্যহীন হয়। বিশেষায়নের দরুন কোন দেশ কেবল শিল্পে আর কোন দেশ কেবল কৃষিতে আত্মনিয়োগ করিলে উহাদের অর্থনীতির সকল অঙ্গগুলি পুষ্ট হয় না।

২. **অত্যধিক পারস্পরিক নির্ভরতা বিপজ্জনক**—অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বাজার ও দেশীয় অর্থনীতিগুলি এত পরস্পর-ঘনিষ্ঠ ও পরস্পর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে যে তাহাতে এক দেশের বাণিজ্য-চক্রগত সংকোচন সম্প্রসারণ, চড়তি ও মন্দা এবং সংকট সহজেই অন্য দেশে সংক্রামিত হইয়া যায়। তাহা ছাড়া আত্যন্তিক পরনির্ভরশীলতা যুদ্ধকালে গভীর সংকট ও বিপদ ডাকিয়া আনিতে পারে।

৩. **দেশীয় শিল্পের ধ্বংসসাধন ও উন্নতিতে বাধা**—অবাধ বাণিজ্যনীতিতে সস্তা বিদেশী পণ্যের আমদানির দরুন দেশীয় পুরাতন ঐতিহ্যমণ্ডিত শিল্পগুলির যেমন অকাল বিনাশ ঘটিতে পারে তেমনি দেশীয় শিল্পের উন্নতিতেও তাহা প্রবল বাধা হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

কিন্তু অবাধ বাণিজ্যের অপকার যাহাই হোক না কেন, উহার তুলনায় উপকারই যে বেশি ইহাতে সন্দেহ নাই। একারণে সাম্প্রতিক কালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ অবাধ বাণিজ্যনীতি পরিত্যাগ করিলেও, উহাই সকলের দীর্ঘকালীন লক্ষ্য বলিয়া স্বীকৃত। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর বর্তমান জটিল পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ অবাধ বাণিজ্য অসম্ভব হইলেও, ইহাও সর্বজনস্বীকৃত যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ ও বিধিনিষেধগুলি যথাসম্ভব কম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্ক এই লক্ষ্য লইয়াই কাজ করিতেছে।

সংরক্ষণ নীতি বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিধিনিষেধ আরোপের নীতি
POLICY OF PROTECTION OR RESTRICTIONS ON INTERNATIONAL TRADE

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সরকারী হস্তক্ষেপঃ সরকারী হস্তক্ষেপের দ্বারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বা বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের নীতিকে সংরক্ষণ নীতি বলা যাইতে পারে।

2. Lopsided development.

এক দেশের সহিত অপর দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অবাধ প্রবাহ যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারা ক্ষুণ্ণ ও নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে, উহাদের মধ্যে,—(১) আমদানির উপর শুল্ক ধার্য করা[৩], (২) **আমদানির পরিমাণ সীমাবদ্ধ করা**[৪], (৩) **মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করা**[৫],—এই ব্যবস্থাগুলি প্রধান। ইহা ছাড়া, দেশীয় **মুদ্রা-বিনিময়ের একাধিক হার ধার্য করা**[৬], **আমদানির উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করা**[৭] ইত্যাদি ব্যবস্থার দ্বারাও আমদানি নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করা হয়। এসকল ব্যবস্থার দ্বারা দেশের সরকার বৈদেশিক বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিয়া আমদানি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অবাধ প্রবাহ ক্ষুণ্ণ ও সীমিত করে। রপ্তানির উপরও শুল্ক ধার্য হইতে পারে। সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি, বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের রপ্তানি সীমাবদ্ধ রাখা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে ইহা অবলম্বন করা হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সরকারী হস্তক্ষেপের আরেকটি দৃষ্টান্ত হইল **রপ্তানি-ভরতুকি**[৮] প্রদান। ইহার দ্বারা রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটাইবার চেষ্টা করা হয়। ইহাতে অবশ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রবাহ ক্ষুণ্ণ করা হয় না, বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হয়। অনুরূপভাবে, বিশেষ প্রয়োজনে, **আমদানি-ভরতুকি**[৯]-ও দেওয়া যাইতে পারে। তবে তাহা আমদানি বাড়াইবার উদ্দেশ্যে সাধারণত করা হয় না। আমদানির পরিমাণ সীমাবদ্ধ রাখিয়া, বেশি দরে কেনা বিদেশী কাঁচামাল বা খাদ্যশস্য কিংবা অত্যাবশ্যক দ্রব্যের অভ্যন্তরীণ দাম কমাইয়া (উহার দরুন যাহাতে দেশে উৎপাদন-খরচ ও দামস্তর না বাড়ে) দেশীয় দামস্তরের সমপর্যায়ে আনিবার উদ্দেশ্যেই সাধারণত আমদানি-ভরতুকি দেওয়া হয়।

এক দেশের সহিত অপর দেশের বাণিজ্য (আমদানি ও রপ্তানি) আইন বা সরকারী আদেশবলে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা যাইতে পারে, কিংবা আমদানি এবং/অথবা রপ্তানির পরিমাণ সীমাবদ্ধ ও নির্দিষ্ট করিয়া তাহা নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে অথবা/এবং আমদানি ও রপ্তানির উপর শুল্ক ধার্য করিয়া উহা বাঞ্ছিত সীমার মধ্যে রাখিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত ও ব্যবহৃত পদ্ধতি হইল শুল্ক ধার্য করিবার প্রথা।

শুল্ক কাহাকে বলে[১০]**:** দেশের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া যে সকল পণ্যের চলাচল ঘটে, উহাদের উপর সরকারী আইন দ্বারা ধার্য করকে শুল্ক বলে। এই শুল্ক তিন জাতীয়। আমদানি পণ্যের উপর ধার্য করকে **আমদানি শুল্ক**[১১], রপ্তানি পণ্যের উপর ধার্য করকে **রপ্তানি শুল্ক**[১২] এবং এক দেশের মধ্য দিয়া অপর দেশে প্রেরিত পণ্যের উপর ধার্য শুল্ককে **চলাচল শুল্ক**[১৩] বলে। শুল্ক ধার্যের ভিত্তি তিন প্রকারের হইতে পারে। দ্রব্যের বস্তুগত পরিমাণ (আয়তন, ওজন ইত্যাদি) অনুসারে ধার্য শুল্ককে **নির্দিষ্ট শুল্ক**[১৪] এবং দ্রব্যের মূল্যের শতাংশ হিসাবে ধার্য শুল্ককে **মূল্যানুসার শুল্ক**[১৫] বলে। আবার বস্তুগত পরিমাণ ও মূল্য উভয় ভিত্তিতেই একসঙ্গে শুল্ক ধার্য হইলে উহাকে **নির্দিষ্ট-মূল্যানুসার শুল্ক**[১৬] বলে। অনেক সময় আমদানি পণ্যটি যে দেশ হইতে আমদানি করা হইতেছে তথায় ঐ দেশের সরকার ঐ দ্রব্যের রপ্তানিকারিগণকে বিদেশে সস্তায় পণ্যটি বেচিতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে **রপ্তানি-ভরতুকি**[১৭] কিংবা **রপ্তানি-সহায়কবৃত্তি**[১৮] (অর্থ সাহায্য) দেয়। ফলে সস্তায় ঐ পণ্য আমদানি করা যায় কিন্তু তাহাতে আমদানিকারী দেশে আমদানি পণ্যটি দেশীয় পণ্যের তুলনায় কম দামে বিক্রয় হয়। দেশীয় পণ্যের তুলনায় আমদানি পণ্যের

3. Imposition of Tariffs.
4. Quantitative (Quota) restrictions of imports.
5. Imposition of Exchange restrictions 6. Multiple exchange rates.
7. Import sur-tax. 8. Export-subsidy. 9. Import-subsidy.
10. What is tariff? 11. Import Tariff or Import Duty.
12. Export Tariff or Export Duty. 13. Transit Duty.
14. Specific Duty. 15. Advalorem Duty.
16. Specific-advalorem Duty 17. Export subsidy.
18. Export bounty.

এই অতিরিক্ত সুবিধা (আমদানিকারী দেশের দৃষ্টিতে অন্যায় সুবিধা) দূর করিবার জন্য আমদানিকারী দেশের সরকার ঐ আমদানি পণ্যের উপর শুল্ক (নিজ দেশে উহা যতটা রপ্তানি-ভরতুকি পায় উহার সমপরিমাণ) ধার্য করিলে তাহাকে **প্রতি-শুল্ক**[19] বলে। ইহাতে ঐ আমদানি পণ্যের দাম অন্যান্য দেশ হইতে আমদানি পণ্যের দামের সমস্তরে ওঠে এবং দেশীয় পণ্যের দামস্তরের তুলনায় উহার অতিরিক্ত সুবিধা দূর হয়।

উদ্দেশ্যঃ সাধারণত দুই প্রকারের উদ্দেশ্যে সরকার শুল্ক ধার্য করে,—(১) উহার একটি হইল তাহা হইতে সরকারের **রাজস্ব সংগ্রহ,** এবং অপরটি হইল, (২) বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত হইতে **দেশীয় উৎপাদকগণকে (শিল্পকে) রক্ষা করা** (শিল্পসংরক্ষণ)। বাস্তবে কিন্তু যে শুল্ক ধার্য হয় তাহাতে অংশত যেমন রাজস্ব আদায় হয় তেমনি উহার দ্বারা অংশত দেশীয় শিল্প সংরক্ষণকার্যও ঘটে। অতএব প্রধানত রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে ধার্য শুল্কের ফলাফল যেমন কেবল রাজস্ব আদায়ের মধ্যে সীমাবন্ধ থাকে না তেমনি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ধার্য শুল্কের ফলাফল কেবল সংরক্ষণের ক্ষেত্রেই আবন্ধ থাকে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ শুল্ক ধার্য সত্ত্বেও, পণ্য আমদানি চলে ততক্ষণ পর্যন্ত উহাতে রাজস্বও আদায় হইতে থাকে। তবে কেবল রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে শুল্ক ধার্য হইলে উহা এত অল্প হয় যে তাহাতে আমদানি বিশেষ ক্ষুণ্ন না হইতেও পারে। সেজন্য এরূপ শুল্ক শিল্প সংরক্ষণের কাজে লাগে না। তেমনি আবার শিল্পসংরক্ষণের জন্যই যদি শুল্ক ধার্য হয়, তবে উহা এত বেশি হয় যে তাহাতে কোন আমদানিই সম্ভব হয় না, সেজন্য এইরূপ শুল্ক রাজস্ব সংগ্রহে কোন কাজে লাগে না। অতএব রাজস্ব-শুল্ক ও সংরক্ষণ-শুল্ক, এই দুয়ের মধ্যে খানিক বিরোধিতাও আছে। বাস্তবে কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই শুল্কের দ্বারা এই দুই উদ্দেশ্যই খানিক পরিমাণে সাধিত হইয়া থাকে।

সংরক্ষণনীতি ঃ সংরক্ষক শুল্ক
PROTECTION POLICY : TARIFF PROTECTION

দেশীয় শিল্প সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে উহার প্রতিযোগী বিদেশী পণ্যের আমদানি বন্ধ কিংবা সবিশেষ হ্রাস করিবার উদ্দেশ্য লইয়া সংশ্লিষ্ট বিদেশী পণ্যের উপর যে শুল্ক ধার্য হয় তাহাই সংরক্ষক-শুল্ক[20]। ইহাকে শুল্ক-প্রাচীর[21]ও বলে, কারণ উহা প্রাচীরের ন্যায় বিদেশী আমদানির পথ বন্ধ করে। বলা বাহুল্য সংরক্ষক শুল্ক বা শুল্ক-প্রাচীর অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিরোধী। দেশীয় শিল্প সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে শুল্কনীতির এইরূপ প্রয়োগকে (শিল্প) সংরক্ষণনীতি বলা হয়। আসলে ইহা অবাধ বাণিজ্যের বিরোধী বাণিজ্য-সংকোচন নীতি[22], কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দী ও উহার পূর্ব হইতেই দেশীয় শিল্পগুলি সংরক্ষণের জন্যই ইহার প্রয়োগ হইত বলিয়া ইহা বাণিজ্য-সংকোচক নীতি নামে পরিচিত না হইয়া সংরক্ষণনীতি নামে পরিচিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ধার্য শুল্ক অত্যন্ত অধিক হয়, ফলে সংশ্লিষ্ট বিদেশী পণ্যের আমদানি সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায় এবং এরূপ শুল্ক হইতে সরকারী রাজস্ব আদায় হয় না এবং তাহা ইহার উদ্দেশ্যও নয়।

পক্ষে যুক্তিঃ সংরক্ষণনীতির স্বপক্ষে যে সকল যুক্তি দেওয়া হয় উহাদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ (ক) অনর্থনীতিক যুক্তি[23]; খ. বিভ্রান্তিকর অসার যুক্তিসমূহ[24]; এবং (গ) নিখুঁত প্রতিযোগিতায় প্রযোজ্য না হইলেও বাস্তবের অনিখুঁত প্রতিযোগিতার দুনিয়ায় ও স্বল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষে যাহার সারবত্তা আছে এরূপ যুক্তি[25]।

19. Countervailing Duty 20. Protective Tariff. 21. Tariff Wall.
22. Policy of Trade Restriction. 23. Non-economic arguments.
24. Completely invalid arguments.
25. Arguments without validity in a perfectly competitive system but that contain some truth for the real world of imperfect competition and under-developed countries.

ক. সংরক্ষণনীতির সমর্থনে অনর্থনীতিক যুক্তিগুলির মধ্যে দুইটি প্রধান। একটি হইল **জাতীয় প্রতিরক্ষা**[26] এবং অপরটি হইল দেশের **রাজনৈতিক স্বার্থসাধন**[27]।

১. জাতীয় প্রতিরক্ষা: দেশের প্রতিরক্ষাশক্তি বৃদ্ধির জন্য সামরিক দ্রব্যাদি উৎপাদন-শিল্প এবং যুদ্ধের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন-শিল্পগুলি (নৌশিল্প, খনিজ তৈলশিল্প ইত্যাদি) যে কোন খরচে দেশে স্থাপন ও উহাদের উন্নয়ন প্রয়োজন, এই যুক্তিতে এই সকল শিল্পগুলি সংরক্ষণের দাবি করা হয়। কারণ অবাধ বাণিজ্য চলিলে অপেক্ষাকৃত কম দামে এই সকল দ্রব্যের আমদানি সম্ভব হইলে দেশে এই প্রকারের শিল্প-গুলি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না এবং তাহাতে প্রতিরক্ষা ক্ষমতা দুর্বল হইয়া পড়িবে।

দেশের প্রতিরক্ষা-শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অর্থবিজ্ঞানিগণের দ্বিমত না থাকিলেও তাঁহাদের বক্তব্য হইতেছে এই যে, প্রতিরক্ষা-শিল্প ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য শিল্পের উন্নয়নের জন্য শুল্ক-প্রাচীর নির্মাণের পরিবর্তে ঐ সকল শিল্পে ভরতুকি দানের ব্যবস্থাটি অধিকতর সুবিধাজনক। কারণ, শুল্ক-প্রাচীর সৃষ্টি করিলে, সংশ্লিষ্ট দ্রব্যগুলি দেশে অধিক খরচে উৎপন্ন হওয়ায় (ঐ সকল বিদেশী পণ্যের তুলনায় দেশীয় পণ্যের উৎপাদন-খরচ বেশি বলিয়া উহারা বিদেশী প্রতিযোগিতার সমকক্ষ না হওয়াতেই আমদানির উপর শুল্ক ধার্য করিতে হইয়াছিল) দেশে ভোগকারিগণকে বেশি দামে ঐ সকল দ্রব্য কিনিতে হইবে এবং এই প্রকার সংরক্ষিত শিল্পগুলির অধিক উৎপাদন-খরচ ও উহাদের অধিক দামের দরুন দেশের সাধারণ দামস্তরে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা দিতে পারে। কিন্তু তৎপরিবর্তে ভরতুকি প্রদান করিলে ঐ সকল শিল্পের অধিক খরচে উৎপন্ন সামগ্রী কম দামে বিক্রয় হইবে এবং বিদেশেও উহা রপ্তানি করা সম্ভব হইতে পারে এবং উহা বাঞ্ছনীয় মনে করিলে তাহা দ্বারা দেশের রপ্তানি বাড়ান যাইতে পারে। তাহা ছাড়া, রাজকোষ হইতে এরূপ ভরতুকি দিয়া সামরিক প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে এই সকল শিল্প-গুলির উন্নয়নে কিরূপ ব্যয় হইতেছে তাহাও পরিমাপ করা এবং উহার যথার্থতা বিচার করা সম্ভব হইবে।

২. রাজনৈতিক স্বার্থ: অনুরূপভাবে দেশের 'জাতীয় স্বার্থের' নামে কোন সাময়িক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কোন বিদেশী দ্রব্যের আমদানির উপর শুল্ক ধার্যের দাবি করা হইতে পারে। ইহার ফলে উৎপাদন-খরচের আপেক্ষিক সুবিধার বিধিটি অস্বীকার করিয়া যে সকল শিল্পে সংরক্ষণ দেওয়া হইবে তথায় উৎপাদন-খরচ বেশি হইবে এবং শুধু যে তাহাতে দেশের উপকরণের সর্বাধিক-বাঞ্ছিত বন্টনের বিকৃতি ঘটিবে তাহাই নহে সম্পূর্ণ অনাবশ্যকভাবে দেশীয় ভোগকারিগণের উপর বেশি দামের আকারে এক গুরুতর আর্থিক বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইবে। বরং যদি এরূপ ক্ষেত্রে জাতীয় জনমত প্রবল হয় তবে সংরক্ষণের পরিবর্তে ভরতুকি-দানের ব্যবস্থা দ্বারা সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে উন্নয়নের পরীক্ষামূলক সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে, এবং তাহাও নির্দিষ্ট কালের অধিক হওয়া অনুচিত।

খ. সংরক্ষণনীতির সমর্থনে বিভ্রান্তিকর অসার যুক্তিসমূহ। সংরক্ষণনীতির সমর্থনে এই প্রকারের যে সকল যুক্তি দেখান হয় তাহা নিম্নরূপ: **১. 'দেশের টাকা দেশে থাকিবে'**[28] —এই যুক্তি সম্পূর্ণ অসার ও মিথ্যা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা হইতে এরূপ যুক্তির অবতারণা করা হয়। কারণ এক দেশের সহিত অপর দেশের বাণিজ্যে কেবল একের পণ্যের সহিত অপরের পণ্যের বিনিময় ঘটে, দ্রব্য রপ্তানি করিয়াই আমদানি দ্রব্যের দাম শোধ করিতে হয়। এক দেশের টাকা দিয়া অপর দেশের পণ্যের দাম শোধ করা যায় না, কারণ এক দেশের টাকা অপর দেশে চলে না। দেশের টাকা দেশে থাকুক এই নীতিতে আমদানি বন্ধ করিলে, দেশের টাকা, যাহা সব সময়ই দেশেই থাকিবে (আমদানি হইলেও

26. National Defence. 27. Political Consideration.
28. Keeping Money at home.

থাকিবে), তাহা ছাড়াও, রপ্তানিও বন্ধ হইবে। কারণ আমরা যে দেশ হইতে আমদানি করি উহাও এই নীতি অনুসরণ করিয়া আমাদের নিকট হইতে আমদানি বন্ধ করিতে পারে। ফলে দেশের মোট বৈদেশিক বাণিজ্য এবং পৃথিবীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ অত্যন্ত হ্রাস পাইবে।

২. **'স্বদেশী জিনিস কিনুন[২৯]'**—এই যুক্তিটি প্রথমটিরই অনুরূপ। শুল্ক-প্রাচীর দ্বারা বিদেশী আমদানি বন্ধ করিলে দেশে দেশীয় পণ্যের বাজারটি বিস্তৃত হইবে এই যুক্তিতে সংরক্ষণ নীতি সমর্থন করা হয়। কারণ, বিদেশী পণ্য আমদানি বন্ধ হইলে দেশবাসী অধিক পরিমাণে দেশীয় পণ্য কিনিবে, তাহাতে দেশীয় অর্থনীতি সবল হইবে। ইহার প্রবক্তাগণ একথা বুঝিতে অক্ষম যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতেছে একটি দ্বিমুখী পথ; ইহাতে দ্রব্যসামগ্রীর আদান এবং প্রদান উভয়ই ঘটে। সংরক্ষণ দ্বারা যদি আমদানি কমান হয় তবে শীঘ্র হোক আর বিলম্বেই হোক রপ্তানিও কমিবে। আমদানি বন্ধ হইলেই যে সংগে সংগে দেশীয় পণ্যের বাজার প্রসারিত হইবে উহার কোন নিশ্চয়তা নাই। যদি সংরক্ষিত পণ্যটির অভ্যন্তরীণ বাজার বাড়েও, তাহা হয়তো দেশের রপ্তানি-বাজার সংকোচনের সমপরিমাণ মাত্র হইতে পারে (বা উহা অপেক্ষা কমও হইতে পারে)। শুধু তাহাই নয়, যে সকল দ্রব্যের রপ্তানি কমিবে বা বন্ধ হইবে সে সকল শিল্প উঠিয়া গিয়া উহাদের উপকরণগুলি সংরক্ষিত শিল্পে আকৃষ্ট ও স্থানান্তরিত হইবে। বলা বাহুল্য অবাধ বাণিজ্যে যে সকল শিল্প রপ্তানি করিত, বুঝিতে হইবে তাহাতে দেশের আপেক্ষিক সুবিধা ছিল, এবং সেজন্য তথায় উপাদানগুলির সর্বাধিক দক্ষ ব্যবহার ঘটিতে-ছিল। তখন সংরক্ষিত শিল্পগুলি টিকিতে পারে নাই। অর্থাৎ উহাতে দেশের আপেক্ষিক সুবিধা নাই। এবার সংরক্ষণের দ্বারা উহাদের সৃষ্টি করার চেষ্টায় উপাদানগুলি সর্বদক্ষ ব্যবহার হইতে অপেক্ষাকৃত স্বল্প দক্ষ ব্যবহারে নিযুক্ত হইবে। ইহাতে দেশের সর্বমোট দ্রব্যসামগ্রীর সর্বাধিক উৎপাদন ঘটিবে না। প্রকৃত উৎপাদন উহা অপেক্ষা কম ঘটিবে। উৎপাদন যেটুকু কম ঘটিবে তাহাই জাতীয় ক্ষতি বা সামাজিক ক্ষতি।[৩০] তাহা ছাড়া ইহাতে ক্রেতাদের উপরও বেশি দামের বোঝা চাপিবে (কারণ সংরক্ষিত শিল্পের উৎপাদন-খরচ বেশি বলিয়া উহার উৎপন্ন-সামগ্রীর দামও বেশি)।

৩. **(আর্থিক) মজুরি বৃদ্ধির জন্য সংরক্ষণ প্রয়োজন[৩১]**—কখনও কখনও এ রকম দাবি করা হয় যে, অবাধ বাণিজ্যের দরুন শ্রমিকগণের মজুরি কম হয় এবং সেকারণে তাহাদের মজুরি যাহাতে বাড়ে সেজন্য সংরক্ষণের প্রয়োজন। ইহার মধ্যে সামান্য সত্যতা আছে। অধ্যাপক ও'লীনের তত্ত্বানুযায়ী, বিভিন্ন দেশের মধ্যে উপাদানগুলির আপেক্ষিক অচলতা থাকায়, অবাধ বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রত্যেক দেশ আপন-আপন আপেক্ষিক খরচের সুবিধা অনুসারে শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণ অনুসরণ করিলে, উহার ফলে যে দেশে পুঁজির আধিক্য ও শ্রমের স্বল্পতা আছে তথায় এরূপ দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ঘটিবে ও তাহাতে এরূপ উৎপাদন-পদ্ধতি অনুসৃত হইবে যেন তথায় অধিক পুঁজি ও স্বল্পতর শ্রম ব্যবহৃত হয়। ইহাতে দেশের মোট উৎপাদন ও প্রকৃত আয় বাড়িলেও, জাতীয় আয়ে শ্রমের আপেক্ষিক এবং মোট অংশ কমিবে এবং মজুরির প্রকৃত হার তাহাতে কমিতে পারে। তাহাতে সাময়িক অসুবিধা ঘটিলেও, রপ্তানির পরিমাণ বাড়িবে এবং শ্রমিকগণ ধীরে ধীরে অন্যত্র আরও সুদক্ষ নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগ লাভ করিয়া বর্ধিত বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা বর্ধিত জাতীয় আয়ে অধিকতর অংশ লাভ করিবে। কিন্তু এই সাময়িক ও সুদূর সম্ভাবনার প্রতিকাররূপে সংরক্ষণনীতি সমর্থন করা যায় না। কারণ, দেশে যদি সংরক্ষণনীতি অনুসরণ করা হয় এবং অন্যান্য দেশ যদি উহার প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে নিজেরা সংরক্ষণ-নীতি অনুসরণ না করে, তবে আমদানি বন্ধ করিয়া কেবল রপ্তানি দ্বারা হয়ত দেশ কিছু

---

29. Buy home products. 30. Social loss.
31. Tariff for higher (money) wages.

সোনা উপার্জন করিতে পারে এবং সংরক্ষিত শিল্পগুলির বাজার খানিকটা বৃদ্ধি পাওয়ায় (অভ্যন্তরীণ) উহাতে শ্রমের চাহিদাও খানিক বাড়িতে পারে এবং সে কারণে শ্রমের আর্থিক মজুরিও বৃদ্ধি পাওয়া হয়তো সম্ভব। কিন্তু সংরক্ষণের দরুন দেশে উৎপাদন-খরচ ও দামস্তর বাড়িবে, জীবনধারণের খরচ বাড়িবে এবং মজুরি যতটা বাড়িবে জীবনধারণের খরচ তাহা অপেক্ষা বেশি বাড়িবে। ফলে শ্রমিকগণের প্রকৃত মজুরি কমিবে। মার্কিন দেশের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, সেখানে সুতী, পশম, রেশম ও রেয়ন কাপড়ের উপর ২৫% হইতে ৬০%-এর বেশি পর্যন্ত শুল্ক ধার্য আছে। যদি সংরক্ষণ দ্বারা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি ঘটিত, তবে বস্ত্র শিল্পে মার্কিন শ্রমিকদের মজুরি যথেষ্ট বেশি হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে বয়ন শ্রমিকরা সেখানে নিম্নতম মজুরিতে নিযুক্ত শ্রমিকগণের অন্যতম।

৪. **সস্তা বিদেশী শ্রমশক্তির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয় অথবা দেশীয় শ্রমিকগণের মজুরির হার অধিক, এই কারণে সংরক্ষণের দাবি করা হয়।** ইহাও অসার যুক্তি। অনেক সময় এই যুক্তিতে শিল্পপতিগণ সংরক্ষণের দাবি করে যে, বিদেশের তুলনায় দেশে মজুরির স্তর অনেক বেশি এবং সেকারণে শিল্পটি ঐ সকল দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। অতএব সস্তা মজুরির দেশগুলির পণ্যের উপর শুল্ক ধার্যের দ্বারা দেশীয় শিল্পগুলিকে সংরক্ষিত করা হোক। এই যুক্তি একারণেই সম্পূর্ণ অসার যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেবল কোন বিষয়ে কোন দেশের চূড়ান্ত সুবিধার উপরই নির্ভর করে না। উহা আসলে নির্ভর করে অন্যান্য দেশের তুলনায় উহার আপেক্ষিক সুবিধার উপর। অতএব এক দেশে মজুরির স্তর অত্যন্ত কম, মজুরির এই চূড়ান্ত স্তর দ্বারাই বৈদেশিক বাণিজ্যে উহার সুবিধা নির্ধারিত হইবে না। কিংবা কোন দেশের মজুরির হার অত্যন্ত বেশি, মজুরির এই চূড়ান্ত স্তর দ্বারাই বৈদেশিক বাণিজ্যে উহার অসুবিধা নির্ধারিত হইবে না। বৈদেশিক বাণিজ্যে সুবিধা-অসুবিধা নির্ধারিত হইবে অন্যান্য দেশের তুলনায় নিজ দেশে প্রত্যেকটি উপাদানের আপেক্ষিক সুবিধা-অসুবিধার দ্বারা। মার্কিন দেশে যদি মজুরি স্তর বেশিই হয় তবে তাহার প্রধান কারণ তথায় শ্রমের দক্ষতা বেশি এবং এরূপ সুদক্ষ শ্রমিকগণ যে ধরনের দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের পক্ষে অধিক উপযুক্ত তথায় সে ধরনের দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও রপ্তানিই অধিক। এবং যে সকল দেশে 'তথাকথিত' সুলভ শ্রমিক রহিয়াছে (তথাকথিত এই কারণে যে, অর্থবিদ্যায় মজুরির হার কম হইলে দক্ষতাও কম বুঝায়, সুতরাং সুলভ শ্রমিক আসলে 'দুর্লভ' শ্রমিক ছাড়া আর কিছু নহে) তাহারাও নিজ দেশের আপেক্ষিক সুবিধা অনুযায়ী এরূপ দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনে নিযুক্ত রহিয়াছে যাহা অন্য দেশের বেশি মজুরিতে নিযুক্ত শ্রমিকগণের দ্বারা উৎপন্ন হয় না। অতএব অধিক মজুরিতে শ্রমিক নিয়োগকারী দেশের শিল্পগুলির পক্ষে আসলে সেজন্য রপ্তানি বাণিজ্যে অসুবিধা ঘটিবার কোন কারণ নাই। সুতরাং সস্তা বিদেশী শ্রমিকের ভীতি দেখাইয়া সংরক্ষণের দাবি করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তবে ইহা সত্ত্বেও যদি ক্ষেত্রেবিশেষে কোন শিল্পপতি বা উৎপাদক এই অভিযোগ করে যে চলতি মজুরির হার তাহার পোষাইতেছে না এবং সেজন্য সংরক্ষণ প্রয়োজন, তবে বুঝিতে হইবে যে আসলে ঐ শিল্পটি বা প্রতিষ্ঠানটি সুদক্ষভাবে উপাদান নিয়োগে অসমর্থ এবং সেক্ষেত্রে অধিকতর সন্তোষজনক ব্যবহারের ক্ষেত্রে উপাদানগুলির স্থানান্তর আবশ্যক। সংরক্ষণ উহার প্রতিকার নহে। মার্কিন দেশের অভিজ্ঞতা হইতেই আবার দেখা যায় যে, সেখানে যে সকল শিল্পে সংরক্ষণ অতি অল্প, সেখানেই মজুরির হার বেশি রহিয়াছে। সুতরাং অধিক মজুরির হারে সংরক্ষণ প্রয়োজন ইহা সত্য নহে।

৫. **প্রতিশোধমূলক সংরক্ষণ**[৩২]—ইহার সমর্থকগণের যুক্তি এই যে, অবাধ বাণিজ্য

32. Tariff for Retaliation.

ভালই, কিন্তু অন্যান্য প্রতিযোগী দেশ যদি সংরক্ষণনীতি গ্রহণ করে, তবে উহার প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে নিজ দেশেরও তদনুরূপ শুল্ক ধার্য দ্বারা সংরক্ষণনীতি গ্রহণ করা আবশ্যক। নীতি হিসাবে সংরক্ষণ যদি মন্দ হয় তবে অপরে তাহা অনুসরণ করিয়া অবাধ বাণিজ্যের সুবিধাভোগ (শ্রমবিভাগ, বিশেষায়ণ প্রভৃতি) হইতে নিজকে বঞ্চিত করিতেছে বলিয়া নিজ দেশেরও একই নির্বোধ পন্থা অনুসরণ করিতে হইবে, ইহা কোন যুক্তিই নহে। ইহা আপন প্রতিবেশীকে বঞ্চিত করিবার নীতি[33] কিন্তু ইহাতে শেষ পর্যন্ত নিজেরই ক্ষতি বেশী হয়।

৬. **বাণিজ্যহারের যুক্তি[34] বা বিদেশীদের উপর বোঝা চাপাইবার[35] যুক্তি**—সংরক্ষণের সমর্থনে কখনও কখনও আরেকটি বিভ্রান্তিকর যুক্তি উপস্থিত করা হয়। তাহা এই যে, আমদানি পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য করিয়া উহার একাংশ ঐ পণ্যের রপ্তানিকারী দেশের উপর চাপান যাইতে পারে। কারণ, আমদানি পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য হইলে, আমদানিকারী দেশে উহার চাহিদা কমিবে। তখন বেচিবার গরজে রপ্তানিকারী দেশ (বা রপ্তানিকারীরা) উহার দাম কমাইবে। ফলে কার্যত, আমদানি-শুল্কের খানিক রপ্তানিকারীর উপর চাপাইয়া দেওয়া সম্ভব হইল, এবং বাণিজ্যের হার নিজ দেশের অনুকূলে আসিল। লক্ষণীয় যে, এই যুক্তি সকল দেশের পক্ষে খাটে না। কেবল সংশ্লিষ্ট পণ্যটি সবিশেষ পরিমাণে বা অধিকাংশ পরিমাণে আমদানি করে, এরূপ দেশের পক্ষেই এই পন্থা অনুসরণ করা সম্ভব। যে ক্ষুদ্র দেশ পণ্যটি সামান্য পরিমাণে আমদানি করে উহার পক্ষে ইহা কখনই সম্ভব নহে।

গ. **সংরক্ষণের সমর্থনে অর্থনীতিক যুক্তিসমূহের** মধ্যে প্রধান হইল তিনটি,—(১) অর্থনীতিক বিকাশ[36], (২) নিয়োগ বৃদ্ধি[37], এবং (৩) বিদেশী রপ্তানিকারী কর্তৃক জলের দামে দেশে পণ্যবিক্রয় প্রতিরোধ[38]।

১. **স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিক বিকাশ**—তৎকালীন শিল্পোন্নত ইংলণ্ডের প্রবল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন নবসৃষ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নবীন শিল্পগুলির ও নবীন জার্মান শিল্পগুলি রক্ষার সমস্যায় চিন্তিত (প্রখ্যাত মার্কিন চিন্তানায়ক আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন এবং জার্মান অর্থবিজ্ঞানী ফ্রেডারিক লিস্ট অষ্টাদশ শতকের শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় অর্থনীতিক বিকাশমান তৎকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানীর পক্ষে সংরক্ষণনীতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যাহা বলিয়াছিলেন বর্তমানেও তাহা স্বল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য।

লিস্ট-এর যুক্তি ছিল এই যে, পরিপক্ক অর্থনীতিক বিকাশ লাভ করিতে গিয়া যে কোন দেশকে অর্থনীতিক বিকাশের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিতে হয়। এই সময়ে কতকগুলি শর্তাধীনে সংরক্ষণের সুবিধা উহার পক্ষে বাঞ্ছনীয়। বিকাশের প্রথম স্তরে দেশটি যখন কৃষিপ্রধান থাকে, তখন উহাকে খাদ্যশস্য ও কৃষিজাত দ্রব্যের বিনিময়ে শিল্পজাত দ্রব্যাদি আমদানি করিতে হয়। এই প্রথম পর্যায়ে সংরক্ষণ উহার পক্ষে ক্ষতিকারক। অর্থনীতিক বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন দেশে দেশীয় শিল্প সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করে (শিল্প শৈশব) তখন অত্যধিক বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে উহাদের রক্ষার জন্য সংরক্ষণ প্রবর্তন করা আবশ্যক। অর্থনীতিক বিকাশের তৃতীয় স্তরে যখন দেশের অধিকাংশ প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেশীয় শিল্পের দ্বারা উৎপন্ন হইতে থাকে তখনও সংরক্ষণ শিল্পগুলির বিকাশে সহায়ক হইতে পারে, তবে দেশীয় শিল্পগুলি শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে বলিয়া অতি সতর্কভাবে সংরক্ষণের পরিমাণ কমাইতে ও সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। অর্থনীতিক বিকাশের চতুর্থ ও সর্বোচ্চ পর্যায়ে যখন দেশ যন্ত্রশিল্পজাত পণ্য ও কৃষিজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করিতে আরম্ভ করে এবং আর বিদেশী প্রতিযোগিতা উহার শিল্পগুলির উন্নতিতে বাধা দিতে

---

33. Beggar-my-neighbour Policy.
34. Terms-of-Trade Argument.
35. 'Foreigner will Pay' Argument.
36. Economic Development.
37. Increase in Employment.
38. Anti-Dumping Policy.

পারে না, তখন আর উহার সংরক্ষণের প্রয়োজন থাকে না; তখন সংরক্ষণনীতি প্রত্যাহার করাই প্রয়োজন।)

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, শুল্ক ও বাণিজ্য সম্পর্কে সাধারণ চুক্তি সংস্থা[৩৯] নামে যে আন্তর্জাতিক সংগঠন স্থাপিত হইয়াছে, উহার লক্ষ্য পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যের প্রসার এবং শুল্ক-সংকোচন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও উহার প্রধান ও বৃহৎ সদস্য দেশগুলি এবিষয়ে একমত যে, স্বল্পোন্নত দেশগুলির শিল্প-বিকাশের জন্য এখনও উহাদের পক্ষে সংরক্ষণের প্রয়োজন রহিয়াছে এবং একারণে স্বল্পোন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে GATT সংস্থার সাধারণ উদ্দেশ্যের ব্যতিক্রম স্বীকৃত হইয়াছে।

(তবে, স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে যাহাতে সংরক্ষণের দ্বারা শিল্প-বিকাশের মাধ্যমে উহাদের জাতীয় আয় বাড়িতে পারে, সেজন্য সংরক্ষণদানের প্রশাসনিক বিষয়ে, অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতা আবশ্যক। কঠোর মাপকাঠির ভিত্তিতে সংরক্ষণোপযোগী শিল্প নির্বাচন করিতে হইবে, ইহাও নিঃসন্দেহ হইতে হইবে যে সংরক্ষণের সাহায্যে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে উহারা আপন পায়ে দাঁড়াইতে পারিবে। সংরক্ষিত শিল্পগুলির ক্রমোন্নতির সহিত সংরক্ষণের পরিমাণ হ্রাস করিয়া অবশেষে উহার সম্পূর্ণ প্রত্যাহার সুনিশ্চিত করিতে হইবে।)

২. **নিয়োগ বৃদ্ধি**[৪০]: দেশে মন্দা দেখা দিলে উহার নিয়োগ ও জাতীয় আয় হ্রাস পায়, আবার দেশে যখন নিয়োগ বাড়ে তখন উহার সহিত উৎপাদন এবং আয়ও বাড়ে। সুতরাং দেশে নিয়োগ, উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির জন্য সংরক্ষণনীতি ব্যবহারের প্রশ্ন তোলা হয়। ইহার যুক্তি নিম্নরূপঃ প্রথমত, সংরক্ষণের দরুন আমদানি কমিলে দেশীয় পণ্যের চাহিদা বাড়িবে এবং তাহাতে দেশে নিয়োগ ও আয় বাড়িবে। ইহাতে দেশে নূতন নূতন কর্মসৃষ্টি হইবে, নূতন কর্মসৃষ্টির ফলে নূতন আয় সৃষ্টি হইবে এবং পরম্পরায় এই নিয়োগ ও আয় সৃষ্টির প্রক্রিয়া (**গুণক প্রক্রিয়া**) অর্থনীতির সকল স্তরে পরিব্যাপ্ত হইবে। ফলে শেষ পর্যন্ত দেশে মোট নিয়োগ ও মোট আয় বাড়িবে। এই যুক্তির সারবত্তা নির্ভর করিতেছে একটি বিষয়ের উপরঃ আমদানি যে পরিমাণে কমিবে, রপ্তানি তাহাপেক্ষা বেশি কমিবে কিনা। তত্ত্বগতভাবে ইহা সম্ভব যে, সংরক্ষণের দরুন আমদানিহ্রাস অপেক্ষা রপ্তানিহ্রাস কম হইলে, দেশে নিয়োগ ও আয় বাড়িবে। কিন্তু দেশে আমদানি দ্রব্যের চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক হয় এবং বিদেশে রপ্তানি দ্রব্যের চাহিদা যদি অস্থিতিস্থাপক হয় তবেই এরূপ ঘটিতে পারে। এইরূপ অবস্থাতে আমাদের নিকট বিদেশী পণ্যের বিক্রয় কমিলেও বিদেশীরা আমাদের পণ্য প্রায় আগের মত পরিমাণেই কিনিতে পারে। কিন্তু তাহার ফলে, ক্রমে উহাদের সোনা ও বিদেশী মুদ্রা-তহবিলে টান পড়িবে এবং হয়তো উহাদের ঋণসংগ্রহে ছুটিতে হইতে পারে। বেশ কিছু দিন এরূপ অবস্থা চলিলে, ইতিমধ্যে দেশের নিয়োগ ও আয়স্তর বর্ধিত হইতে পারে। কিন্তু এই অবস্থা কতদিন চলিতে পারে?

দ্বিতীয়ত, দেশীয় শিল্পগুলি সংরক্ষণ করা হইলে উহাতে বিনিয়োগ বাড়িবে। শুল্ক ধার্য করিবার সময় শিল্পগুলি প্রায় উহাদের সর্বাধিক উৎপাদন-ক্ষমতার সীমায় উৎপাদন করিতেছিল, যদি এরূপ হয়, তবে বিনিয়োগ বাড়িবে এবং উহাতে অর্থনীতির সম্প্রসারণ ঘটিবে। কিন্তু যদি দেশে তখন মন্দা দেখা দিয়া থাকে, তবে শিল্পগুলি নিশ্চয়ই উহাদের সর্বাধিক উৎপাদন-সীমার অনেক কম উৎপাদন করিতে থাকিবে এবং তাহাতে শিল্পে অলস ও অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা দেখা দিবে। সুতরাং বিনিয়োগের প্রকৃত সম্ভাবনাটিও তখন কম থাকিবে। তাহা ছাড়া কখন সংরক্ষণ উঠিয়া যাইবে এই আশংকায় বিনিয়োগ-কারীরাও ঐ সকল শিল্পে বিনিয়োগ করিতে সহজে আকৃষ্ট হইবে না।

তত্ত্বগতভাবে সংরক্ষণ দ্বারা নিয়োগ বৃদ্ধির যুক্তিজাল সঠিক হইলেও, বাস্তবে কিন্তু বিপরীত ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনাই বেশি।

39. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).
40. Increase in Employment.

কারণ প্রথমত, এক দেশ এই পথ গ্রহণ করিলে পাল্টা ব্যবস্থারূপে অন্য দেশেরও সংরক্ষণ গ্রহণ করিবার প্রবল সম্ভাবনা থাকে এবং তাহাতে প্রথম দেশটির রপ্তানির পরিমাণ সবিশেষ সংকুচিত হইবেই। সকল দেশই এই পথ অনুসরণ করিলে শেষে প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ স্বনির্ভরতা লাভের চেষ্টা করিবে, বাস্তবে তাহা কখনই সম্ভব নহে। উহার একমাত্র ফল হইবে প্রত্যেক দেশেরই বৈদেশিক বাণিজ্যের আত্যন্তিক সংকোচন এবং উহার মোট ফল হইবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আত্যন্তিক হ্রাস ও আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণের অবসান, যাহা প্রত্যেক দেশের পক্ষেই ক্ষতিকর।

দ্বিতীয়ত, মন্দাবিরোধী ব্যবস্থা হিসাবে সংরক্ষণ অপেক্ষা অন্যান্য উৎকৃষ্টতর পদ্ধতি রহিয়াছে। লোককর্ম নীতি[41] গ্রহণের দ্বারা গুণক প্রক্রিয়ার সাহায্যে সমাজের আয় ও নিয়োগ এবং বস্তুগত সম্পত্তির পরিমাণ বাড়ান সম্ভব। সেজন্য ফিস্‌ক্যাল নীতি ও আর্থিক নীতিসমূহ থাকিতে সংরক্ষণনীতি লইয়া ছেলেখেলা করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

৩. **বিদেশী রপ্তানিকারিগণ কর্তৃক জলের দামে অন্য দেশে পণ্যবিক্রয় প্রতিরোধ বা ডাম্পিংবিরোধী নীতি**[42]—বিদেশী রপ্তানিকারিগণ অত্যন্ত কম দামে (উৎপাদন-খরচ অপেক্ষাও) তাহাদের পণ্য অন্য দেশে বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিলে সংরক্ষণনীতির দ্বারা তাহা প্রতিরোধ করিবার পন্থা গ্রহণের কিছুটা সার্থকতা আছে। কিন্তু ইহারও উপযোগিতা সীমাবদ্ধ। এরূপ স্থলে সংরক্ষণনীতির উদ্দেশ্য থাকে শুল্ক ধার্য করিয়া ঐ বিদেশী পণ্য ও দেশীয় পণ্যের মধ্যে দামের পার্থক্য দূর করা। এই নীতি ও যুক্তির সার্থকতা নির্ভর করিবে ডাম্পিং নীতি কোন্ ধরনের তাহার উপর। যদি বিদেশী রপ্তানিকারীরা নিজ দেশে একচেটিয়া কারবারী এবং বিদেশে প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রেতা হয়, তবে তাহারা এরূপ কম দরে দীর্ঘকাল ধরিয়া বিক্রয়ের নীতি অনুসরণ করিতে পারে এবং নিজ দেশে চড়া দরে উহা বেচিয়া ক্ষতি পূরণ করিতে পারে। ইহাতে বিশেষ অসুবিধা হইবার কথা নহে, কারণ দীর্ঘকাল ধরিয়া এইরূপ চলিলে আমদানিকারী দেশ ঐরূপ নীতির সহিত নিজের সামঞ্জস্য ঘটাইতে সমর্থ হইতে পারে। আর যদি উহা সাময়িক ও মাঝে মাঝে ঘটে, যদি উহার পশ্চাতে এই উদ্দেশ্য থাকে যে, সাময়িকভাবে সস্তায় পণ্য বেচিয়া বিদেশী বাজারে প্রতিযোগীদের উচ্ছেদ করিয়া উহাতে বিদেশী রপ্তানিকারী একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়া দাম বাড়াইবে, তবে উহাকে আগ্রাসী ডাম্পিং[43] বলে। বিশেষত এই প্রকার ডাম্পিং-এর বিরুদ্ধে সংরক্ষণ-ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা GATT সংস্থার দ্বারাও স্বীকৃত হইয়াছে।

---

41. Public Works Policy.
42. Anti-Dumping Policy.
43. Predatory Dumping.

১৪

লেনদেনের উদ্বৃত্তের সমস্যাসমূহ
BALANCE OF PAYMENTS PROBLEMS

[**আলোচিত বিষয়ঃ** লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাব কাহাকে বলে—লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের ছক—বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত—লেনদেনের উদ্বৃত্ত—লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবটির দুটি দিক সর্বদাই পরস্পরের সমান হয় কিরূপে—লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্য, ভারসাম্যের অভাব ও মৌলিক ভারসাম্যের অভাব—লেনদেনের উদ্বৃত্তে ভারসাম্যের অভাবের কারণ—লেনদেনের উদ্বৃত্তের অভারসাম্য দূরীকরণ প্রক্রিয়া ঃ ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব—আধুনিক তত্ত্ব—উভয়ের তুলনা—আন্তর্জাতিক লেনদেনে ভারসাম্য পুনরুদ্ধার-ব্যবস্থাসমূহ—দামস্তর ও আয়স্তর পরিবর্তনের মাধ্যমে ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা—অনিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তনীয় বিনিময়-হারের মাধ্যমে ভারসাম্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা—বিনিময়-হারের ব্যবস্থাপিত নমনীয়তার দ্বারা ভারসাম্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা—মুদ্রার অবমূল্যায়ন ও উহার ফলাফল—প্রত্যক্ষ সরকারী হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ দ্বারা ভারসাম্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা।]

লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাব কাহাকে বলে?
WHAT IS BALANCE OF PAYMENTS ACCOUNTS?

সংজ্ঞাঃ "কোন একটি নির্দিষ্ট সময় কালে, এক দেশের অধিবাসিগণের সহিত অন্যান্য সকল দেশের অধিবাসিগণের অর্থনীতিক লেনদেনের ধারাবাহিক লিপিবদ্ধ হিসাবকে ঐ দেশের লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাব বলা যায়[1]।" এই ধরনের হিসাব নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। লেনদেনের উদ্বৃত্তের এই সংজ্ঞায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলি লক্ষণীয়,—১. দেশের **অধিবাসী** বলিতে সাধারণত যাহারা দেশে বাস করিতেছে তাহাদের বুঝায়। দেশে আগত বিদেশী পর্যটক, বিদেশী শিক্ষার্থী, দেশে অবস্থিত বিদেশী রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাসের কর্মীবৃন্দ এবং দেশে অবস্থিত কোন বিদেশী কারবারী সংস্থার প্রতিনিধি প্রভৃতি সকলেই বিদেশী বলিয়া গণ্য হয় এবং তাহাদের সহিত লেনদেন বিদেশের সহিত লেনদেন বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু দেশে স্থায়ীভাবে অবস্থিত ও কার্যরত কোন কারবারী প্রতিষ্ঠান (যথা, কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান) কোন বিদেশী কারবারী প্রতিষ্ঠানের অধীন সংস্থা হইলেও উহাকে দেশীয় সংস্থা বলিয়াই গণ্য করা হয়।

২. **অর্থনীতিক লেনদেন** বলিতে এক পক্ষ হইতে অপর পক্ষের নিকট কোন অর্থনীতিক দ্রব্যের (পণ্যসামগ্রী) মালিকানার হস্তান্তর, কোন অর্থনীতিক সেবার যোগান কিংবা কোন সম্পত্তির মালিকানার হস্তান্তর বুঝায়। অর্থাৎ যে কোন আন্তর্জাতিক লেনদেনের দ্বারা এক দেশের অধিবাসিগণের নিকট হইতে অপর দেশের অধিবাসিগণের নিকট কোন না কোন দ্রব্যসামগ্রীর বা সম্পত্তির মালিকানার হস্তান্তর অথবা কোন না কোন রূপ সেবাকর্মের সরবরাহ ঘটে।

৩. সাধারণত সকল অর্থনীতিক লেনদেনেই দ্রব্যসামগ্রী, সেবাকর্ম কিংবা সম্পত্তির হস্তান্তরের বিনিময়ে অর্থের প্রাপ্তি ও প্রদান[2] ঘটে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই যে অর্থপ্রাপ্তি

1. Charles P. Kindleberger and also IMF *Balance of Payments Manual* (2nd. Edn.) Jan., 1950, p. 1.
2. Payments and receipts in money.

ও প্রদান ঘটিবে এমন কথা নাই। সরাসরি বিনিময়ে[3] দ্রব্যের দ্বারা মূল্য দেওয়া হয় এবং বেসরকারী বা ব্যক্তিগত লেনদেনে সম্পত্তির দ্বারা সম্পত্তির মূল্য দেওয়া হইতে পারে। তাহা ছাড়া কোন প্রকার মূল্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্য না লইয়া একে অপরকে কোন দ্রব্যসামগ্রী দান[4]ও করিতে পারে।

ইহাদের প্রত্যেকটিই আন্তর্জাতিক লেনদেনের দৃষ্টান্ত; এবং দেশের লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবে ইহাদের প্রত্যেকটিই লিপিবন্ধ করা হয়।

৪. ইহা কোন নির্দিষ্ট সময় বা তারিখে (সময়ের কোন নির্দিষ্ট বিন্দুতে) অন্যান্য দেশের নিকট স্বদেশের দায় ও সম্পত্তির বিবরণ নহে[5]। ইহা হইল কোন নির্দিষ্ট সময়-কালে[6] অন্যান্য দেশের নিকট হইতে স্বদেশের প্রাপ্তি-প্রবাহ ও উহাদের নিকট স্বদেশের প্রদত্ত মূল্য-প্রবাহের[7] লিপিবন্ধ হিসাব।

৫. চিরাচরিত দ্বৈত বা দ্বিবারগী হিসাব পদ্ধতি[8] অনুযায়ী লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের একদিকে অন্যান্য সকল দেশের নিকট হইতে বিবিধ খাতে প্রাপ্তি (কিংবা জমা)-গুলি[9] এবং অপর দিকে অন্যান্য সকল দেশকে প্রদত্ত ব্যয় (কিংবা খরচ)-গুলি[10] লিপিবন্ধ করা হয়। লেনদেনের উদ্বৃত্তের **সামগ্রিক** হিসাবের দুইটি দিক সর্বদাই পরস্পরের সমান হয়। বলা বাহুল্য লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের এই দুই দিকের সমতা হইতেছে **আনুষ্ঠানিক সমতা[11]** মাত্র।

৬. অন্যান্য সকল দেশ হইতে কোন্ কোন্ খাতে কিরূপ প্রাপ্তি ঘটিয়াছে (প্রাপ্তির উৎসগুলি) তাহা যেমন লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের জমার দিক হইতে জানা যায়, তেমনি ঐ মোট প্রাপ্তি কোন্ কোন্ খাতে ব্যয় হইয়াছে (অর্থাৎ কিভাবে উহা ব্যবহার করা হইয়াছে) তাহাও হিসাবটির খরচের দিক হইতে জানা যায়।

লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের বিবিধ খাতের বিশ্লেষণঃ লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের দুই দিকের আনুষ্ঠানিক সমতা হইতে উহার প্রকৃত তাৎপর্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। উহার প্রকৃত তাৎপর্যের অনুসন্ধান করিতে হইলে, লেনদেনের উদ্বৃত্তের বিবিধ খাতগুলির বিশ্লেষণ আবশ্যক। এজন্য উহার একটি ছক ১৪·১নং সারণীতে দেওয়া গেল।

১৪·১নং সারণী

লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের ছক[12]

ক. বাণিজ্য বা আয় খাত[13]

প্রাপ্তি বা জমা[14]	**ব্যয় বা খরচ[15]**
১. দ্রব্যসামগ্রীর রপ্তানি (দৃশ্য রপ্তানি)[16]।	৬. দ্রব্যসামগ্রীর আমদানি (দৃশ্য আমদানি)[17]।
২. সেবাকর্ম রপ্তানি (বিদেশীয়গণের নিকট সেবাকর্ম বিক্রয় দ্বারা প্রাপ্তি বা অদৃশ্য রপ্তানি)[18]।	৭. সেবাকর্ম আমদানি (বিদেশীয়গণের নিকট হইতে সেবাকর্মাদি ক্রয়ের দরুন ব্যয় বা অদৃশ্য আমদানি)[19]।

(বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত)[20]

3. Barter. 4. Gifts or Unilateral transfers.
5. Not a balance-sheet of assets and liabilities at a particular point of time.
6. Over a period of time. 7. Flow of receipts and payments.
8. Rules of Double Entry Accounting.
9. Receipts or Credits. 10. Payments or Debits.
11. Formal Balance. 12. Proforma Balance of Payments.
13. Trade Items (Income Account) 14. Receipts or Credits.
15. Payments or Debits. 16. Visible Exports (goods).
17. Visible Imports (goods). 18. Invisible Exports (Services).
19. Invisible Imports (services). 20. Balance of Trade.

খ. হস্তান্তর খাত বা মূলধনী খাত[২১]

প্রাপ্তি বা জমা

৩. স্বর্ণ রপ্তানি (সোনার বস্তুগত রপ্তানি অথবা বিদেশে অবস্থিত দেশের সোনার নির্দিষ্ট স্বর্ণ-তহবিলের হ্রাস)[২২]।

৪. দান, উপহার ইত্যাদি (বিদেশীয়গণের নিকট হইতে এসকল কারণে প্রাপ্তি, যাহার বিনিময়ে মূল্য প্রদানের প্রশ্ন নাই)[২৩]।

৫. মূলধনী প্রাপ্তি (বিদেশীয়গণের নিকট হইতে প্রাপ্ত ঋণ, অথবা দেশের নিকট তাঁহাদের ঋণের আসল পরিশোধজনিত প্রাপ্তি, অথবা তাহাদের নিকট যে সম্পত্তি বিক্রয় করা হইয়াছে উহার মূল্য, ইত্যাদি)[২৪]।

মোট প্রাপ্তি বা জমা————

ব্যয় বা খরচ

৮. স্বর্ণ আমদানি (সোনার বস্তুগত আমদানি, অথবা বিদেশে অবস্থিত দেশের স্বর্ণ-তহবিলের বৃদ্ধি)[২৫]।

৯. দান, উপহার ইত্যাদি (বিদেশীয়গণকে প্রদত্ত দান, উপহার ইত্যাদি যাহার বিনিময়ে মূল্য প্রাপ্তির প্রশ্ন নাই)[২৬]।

১০. মূলধনী ব্যয় (বিদেশীয়গণকে প্রদত্ত ঋণ, তাহাদের নিকট দেশের ঋণের আসল পরিশোধ, অথবা তাহাদের নিকট হইতে কোন সম্পত্তি ক্রয়-জনিত ব্যয় ইত্যাদি)[২৭]।

মোট ব্যয় বা খরচ ————

(লেনদেনের উদ্বৃত্ত)

যে লেনদেনের ফলে, দেশের নিকট বিদেশীয়গণের পাওনা হইবে তাহাই দেশের ব্যয় মূলক লেনদেন এবং যে লেনদেনের ফলে বিদেশীয়গণের নিকট দেশের পাওনা জন্মায় তাহাই প্রাপ্তিমূলক লেনদেন। লেনদেনের উদ্বৃত্তের সমগ্র হিসাবটি দুই ভাগে বিভক্ত—আয় বা বাণিজ্যখাত ও হস্তান্তর বা মূলধনীখাত।

ক. **বাণিজ্যখাত বা আয়খাতের লেনদেনসমূহ**[২৮]—দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের রপ্তানি ও আমদানি বাবদ বিদেশীয়গণের নিকট দেশের যে পাওনা ও তাহাদের নিকট দেশের যে দেনা হয় তাহা বাণিজ্যখাতের অন্তর্গত। ইহাকে চলতিখাতও বলে। ইহার মধ্যে শুধু দ্রব্যসামগ্রীর রপ্তানি (দৃশ্য রপ্তানি) ও আমদানির (দৃশ্য আমদানি) পার্থক্যকে **দৃশ্য বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত[৩০] বলে** (১নং ও ৬নং লেনদেনের পার্থক্য)। তাহা ছাড়া, জাহাজ-ভাড়া, পর্যটন, ব্যাঙ্কিং ও বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির সেবার দাম, ঋণের সুদ, পুঁজির লভ্যাংশ ইত্যাদি বাবদ বিদেশীয়গণের নিকট যে দেনা ও পাওনা হয় তাহা অদৃশ্য আমদানি-রপ্তানির পর্যায়ে পড়ে এবং উহাদের পার্থক্যকে **অদৃশ্য বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত**[৩১] বলে (২নং ও ৭নং লেনদেনের পার্থক্য)।

বাণিজ্যের উদ্বৃত্তঃ বাণিজ্যখাতে জমা বা প্রাপ্তির (পাওনার) দিকে দৃশ্য ও অদৃশ্য

21. Transfer Items (Capital Account).
22. Gold Exports (Physical exports of gold or reduction of the gold reserves held abroad). 23. Unrequited receipts from foreigners.
24. Capital Receipts (loans from, Capital repaid by, or assets sold to foreigners).
25. Gold Imports (Physical import of gold or increase in the gold reserves held abroad).
26. Unrequited payments (gifts etc.)
27. Capital Payments (loans to, capital repaid to, or assets purchased from foreigners).
28. Transactions on Trade items. 29. Current Account.
30. Balance of Visible Trade. 31. Balance of Invisible Trade.

রপ্তানি (১নং ও ২নং লেনদেন) এবং ব্যয় বা খরচ বা দেনার দিকে দৃশ্য ও অদৃশ্য আমদানির (৬নং ও ৭নং লেনদেন) মোট পার্থক্যকে **বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত**[৩২] বলে। **ইহা হইল স্বদেশ**-বাসিগণ বিদেশীয়গণের নিকট যে সকল দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম বিক্রয় করিয়াছে এবং বিদেশীয়গণের নিকট হইতে যে সকল দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মাদি কিনিয়াছে, উহাদের আর্থিক দামের মোট পার্থক্য। বাণিজ্যখাতে বা চলতিখাতে ব্যয় বা দেনা অপেক্ষা প্রাপ্তি বা পাওনা বেশি হইলে (আমদানি অপেক্ষা রপ্তানির আধিক্য) ঐরূপ উদ্বৃত্তকে বাণিজ্যের অনুকূল উদ্বৃত্ত[৩৩] বলে; আর প্রাপ্তি বা পাওনা অপেক্ষা ব্যয় বা দেনা বেশি হইলে (রপ্তানি অপেক্ষা আমদানির আধিক্য) ঐরূপ উদ্বৃত্তকে বাণিজ্যের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত[৩৪] বলে। **বাণিজ্যখাত বা চলতিখাতটিকে আয়খাতও বলে।** কারণ এই প্রকার লেনদেনের ফলে জাতীয় আয়ের সৃষ্টি অথবা ভোগ ঘটে। দৃশ্য ও অদৃশ্য রপ্তানি দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে; আর দৃশ্য ও অদৃশ্য আমদানির ফলে দেশের জাতীয় আয় হ্রাস পায় (কারণ জাতীয় আয় হইতে আমদানির দাম দিতে হয়, ইহা জাতীয় ভোগের সামিল)। বাণিজ্যের উদ্বৃত্তের গুরুত্ব আছে বটে, তবে দেশটি পৃথিবীর বাদ বাকি দেশের সহিত আন্তর্জাতিক আদান-প্রদানে আর্থিক ভারসাম্যে[৩৫] আছে কিনা তাহা কেবল বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত হইতে বুঝা যায় না।

একমাত্র বাণিজ্যের অনুকূল বা প্রতিকূল উদ্বৃত্তের সহিত হস্তান্তরখাত বা মূলধনী-খাতের সম্পর্কটি অনুসন্ধান করিলেই আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে দেশের প্রকৃত চিত্রটি পাওয়া যায়।

খ. হস্তান্তরখাত বা মূলধনীখাতের লেনদেনসমূহ—উহার অন্তর্গত একটি লেনদেন হইল সোনার আমদানি ও রপ্তানি। সোনা এখনও কেবল অন্যতম পণ্যমাত্র নয়, এখনও পর্যন্ত ইহা বিভিন্ন দেশের মধ্যে দেনাপাওনা পরিশোধের অন্যতম উপায় বলিয়া এবং এখনও ইহাই আন্তর্জাতিক আর্থিক-পণ্য[৩৬] বলিয়া বাণিজ্য বা আয় খাতে (১নং ও ৬নং লেনদেন খাতে) ইহা না ধরিয়া, মূলধনীখাতে পৃথক ভাবে ধরা হয় (৩নং ও ৮নং লেনদেন)। ইহার পর প্রাপ্ত ও প্রদত্ত দান উপহার প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অন্যান্য লেনদেন হইতে ইহাদের পার্থক্য এই যে, অন্যান্য লেনদেনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে, একটি লেনদেন ঘটিবার ফলে উহার বিপরীত লেনদেনের উৎপত্তি হয়। যেমন, (১নং লেনদেনে) রপ্তানি ঘটিলে, উহার ফলে বিদেশের নিকট পাওনা জন্মায় কিংবা (৬নং লেনদেনে) আমদানি ঘটিলে, বিদেশের নিকট দেনা জন্মায়। কিন্তু উপহার বা দান প্রাপ্তিতে যেমন উহার বিপরীত, কোন দেনা জন্মায় না তেমনি উপহার দানে কোন পাওনাও জন্মায় না। এক দেশের ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকার কর্তৃক অপর দেশের ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকারকে প্রদত্ত এরূপ দান, উপহার, ক্ষতিপূরণ দান (যুদ্ধের সমাপ্তিতে শান্তি বা আত্মসমর্পণের চুক্তি অনুযায়ী) কিংবা দেশত্যাগী বা শরণার্থীদের সম্পত্তির স্থানান্তর এই জাতীয় লেনদেনের মধ্যে পড়ে। কোন দেশে ইহা বাণিজ্য বা চলতি খাতে আবার কোন দেশে ইহা মূলধনীখাতে ধরা হয়। মূলধনীখাতের শেষ দফা দুইটি হইল (৫নং ও ১০নং) স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী লগ্নী-পত্রের লেনদেন (অর্থাৎ স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ)। বিদেশীয়গণের দ্বারা স্বীকৃত বাণিজ্যিক হুণ্ডি, কোন বিদেশী সরকারের ট্রেজারি বিল ইত্যাদি যে সকল ঋণপত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের সাধারণ ধার বাকিতে ব্যবহৃত হয় কিংবা সুদের হারের লাভজনক পার্থক্য থাকায় উহার সুযোগ লইয়া অল্পকালের জন্য উহাতে যে অলসনগদ অর্থ (ঋণযোগ্য তহবিল) খাটান হয় তাহা স্বল্পমেয়াদী ঋণের দৃষ্টান্ত। আর, বিদেশী সরকারের দীর্ঘমেয়াদী ঋণপত্র (সুদ লাভের জন্য) খরিদ করা হইলে (অর্থাৎ এইভাবে বিদেশীয়গণকে ঋণ দিলে), এইরূপে যে সকল সম্পত্তি (অর্থাৎ ঋণপত্রাদি বা বিদেশে অবস্থিত কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি)

32. Balance of Trade.
33. Favourable Balance of Trade.
34. Unfavourable Balance of Trade.
35. Monetary Equilibrium.
36. International monetary commodity

লাভ হয় তাহা দীর্ঘমেয়াদী ঋণের দৃষ্টান্ত। স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণের মধ্যে পার্থক্য এই যে, স্বল্পমেয়াদী ঋণ দ্রুত এক দেশ হইতে অপর দেশে চলাচল করে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সেরূপ নহে। উহাতে সম্পত্তি সৃষ্টি হয় (ঋণপত্র বা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি)। স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণরূপে যাহা পাওয়া যায় তাহা জমা বলিয়া (প্রাপ্তি) গণ্য হয় (এবং উহা হইতে বিদেশের নিকট দেনার উৎপত্তি হয়) এবং বিদেশীয়গণকে যে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়া হয় তাহা খরচ রূপে গণ্য হয় (এবং উহা হইতে বিদেশের নিকট পাওনা জন্মায়)।

লেনদেনের উদ্বৃত্ত: এই স্থানান্তরখাতে বা মূলধনীখাতে যে উদ্বৃত্ত (অর্থাৎ জমা বা দেনা ও খরচ বা পাওনার পার্থক্য) জন্মে উহাকে **লেনদেনের উদ্বৃত্ত বা হস্তান্তর উদ্বৃত্ত**[৩৭] বলে। ইহাকে হস্তান্তর উদ্বৃত্ত বলা হয় এই কারণে যে, প্রকৃতপক্ষে এই খাতে জমা ও খরচের যে পার্থক্য দেখা দেয় উহাই এক দেশের নিকট অপর দেশের দেনা ও পাওনা। লেনদেনের এই উদ্বৃত্তটি স্বদেশের অনুকূল হইলে উহাকে লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্ত[৩৮] বলে এবং উহার দ্বারা বিদেশের নিকট স্বদেশের পাওনা ও স্বদেশের নিকট বিদেশের দেনা বুঝায়। আর লেনদেনের উদ্বৃত্তটি প্রতিকূল হইলে উহাকে লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত[৩৯] বা লেনদেনের ঘাটতি[৪০] বলে ও উহার দ্বারা বিদেশের নিকট স্বদেশের দেনা ও স্বদেশের নিকট বিদেশের পাওনা বুঝায়।

যেহেতু সমগ্রভাবে লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবটির (উহার বাণিজ্যখাত + মূলধনী-খাত) মোট জমা বা প্রাপ্তি বা পাওনা এবং খরচ বা দেনা, উভয় দিকের মোট যোগফলের অংক দুইটি পরস্পরের সমান হইবেই, সেহেতু, বাণিজ্যখাতে অনুকূল উদ্বৃত্ত ঘটিলে (খরচ বা দেনার তুলনায় প্রাপ্তি বা পাওনা বেশি হইলে) উহার দরুন হস্তান্তর-খাতে বা মূলধনীখাতে খরচ বা দেনার দিকটি ঠিক সেই পরিমাণে বাড়িবে (অর্থাৎ আমদানির তুলনায় দ্রব্যসামগ্রী বা সেবাকর্মের রপ্তানি বেশি হইলে বিদেশের নিকট যে পাওনা জন্মিবে তাহা হয় আদায় হইয়া সোনার আমদানির আকারে ৮নং দফার অংকটি বাড়াইবে নতুবা বিদেশীয়গণকে প্রদত্ত ঋণরূপে ১০নং দফার অংকটি বৃদ্ধি করিবে অর্থাৎ মূলধনীখাতে প্রতিকূল উদ্বৃত্ত দেখা দিবে)। অনুরূপভাবে, যদি বাণিজ্যখাতে ঘাটতি বা প্রতিকূল উদ্বৃত্ত হয় (পাওনা অপেক্ষা দেনা বেশি) তবে উহার ফলে মূলধনীখাতে জমার দিকটি বাড়িবে (অর্থাৎ হয় তাহা শোধ করিতে গিয়া সোনা রপ্তানি করিতে হইবে এবং উহা ৩নং দফার অংকটি বাড়াইবে, কিংবা বিদেশীয়গণের নিকট পরিশোধ্য ঋণরূপে ৫নং দফার অংকটি বাড়াইবে (অর্থাৎ মূলধনীখাতে অনুকূল উদ্বৃত্ত দেখা দিবে)।

অধিকাংশ স্থলেই **লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্ত** বলিলে, মূলধনীখাতে খরচ বা দেনার দিকে বিদেশীয়গণকে প্রদত্ত ঋণ বা তাহাদের নিকট নীট পাওনা, ও **লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত** বলিলে, বিদেশীয়গণের নিকট হইতে সংগৃহীত ঋণ (রপ্তানি অপেক্ষা অধিক আমদানি বাবদ) বা তাহাদের নিকট নীট দেনা বুঝায়।

লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের দু'টি দিক সর্বদাই পরস্পরের সমান হয় কিরূপে?
HOW THE BALANCE OF PAYMENTS ALWAYS BALANCE ITSELF?

লেনদেনের উদ্বৃত্তের দু'টি দিক সর্বদাই পরস্পরের সমান হয়। ইহার কারণ কি? লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের দু'টি খাত, বাণিজ্য বা আয়খাত বা চলতিখাত এবং মূলধনী-খাত বা হস্তান্তরখাতের দফাগুলির (লেনদেনগুলি) প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে নির্ধারিত হয় (কেবল দেশের রপ্তানি উদ্বৃত্তের দরুন আমদানিকারী দেশের ব্যাংকে রপ্তানিকারী দেশের যে পরিমাণ আমানতী জমা (পাওনা) জন্মে, উহা রপ্তানিকারী দেশের পুঁজি রপ্তানির

---

37. Balance of Payments or Transfer Balance.
38. Favourable or Surplus Balance of Payments.
39. Unfavourable Balance of Payments.
40. Balance of Payments Deficit.

সামিল, এই ঘটনাটি বাদে অন্যান্য লেনদেনে এরূপ পাল্টা লেনদেন বা পাল্টা খাতে বিপরীত লেনদেনের সৃষ্টি হয় না)। দেশীয় লগ্নীকারীরা যদি বিদেশী ঋণপত্রের সুদের হারে আকৃষ্ট হইয়া উহা অধিক পরিমাণে ক্রয় করে এবং তাহাতে যে বিদেশী মুদ্রা ব্যয় হয় ও লেনদেনের উদ্বৃত্ত হ্রাস পায় বা বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন হয় তাহা উপার্জনের জন্য দেশীয় রপ্তানিকারীরা অধিক পরিমাণে দেশীয় পণ্য রপ্তানি করিতে বাধ্য হইতে পারে না কিংবা যদি দেশে রপ্তানি উদ্বৃত্ত জন্মে (বিদেশী মুদ্রার পাওনা অথবা বিদেশীয়গণের নিকট পাওনা) তাহা দেশীয় লগ্নীকারিগণকে বিদেশে লগ্নী বাড়াইতে বাধ্য করিতে পারে না। বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত অনুকূল কি প্রতিকূল হইবে তাহা আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়। উহাদের চাহিদা ও যোগান আবার রুচিপছন্দ, দাম, উৎপাদন খরচ, বাজারের অবস্থা, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও আয়স্তরের উপর নির্ভর করে। অপর দিকে, বিদেশী ঋণ সংগ্রহ ও বিদেশে ঋণপ্রদানের পরিমাণ নির্ভর করে সুদের হার ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে লগ্নীকারিগণের আশা, নিরাশা, আশংকা ইত্যাদির উপর। সুতরাং লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের বিভিন্ন খাতগুলি স্বতন্ত্র শক্তিসমূহের দ্বারা নির্ধারিত হইলে, সামগ্রিকভাবে উহার দুই দিকের সমতা বজায় থাকে কি করিয়া?

লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের দু'টি দিকের **সমতার কারণ** হইল : ১. যে কোন নির্দিষ্ট সময়কালে যে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জমাখরচ হিসাবে যেমন একদিকে তাহার যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের খরচ, ঋণ পরিশোধজনিত ব্যয়, ঋণদান, উপহারাদি দান ইত্যাদির সমষ্টি তাহার মোট খরচ হিসাবে ধরিলে উহা অপর দিকে তাহার মোট উপার্জন, প্রাপ্ত ঋণ, ও উপহারাদি প্রাপ্তির যোগফলের সমান হইবে, সেরূপ, যে কোন নির্দিষ্ট সময়কালে অন্যান্য দেশের সহিত যে কোন একটি দেশের আন্তর্জাতিক লেনদেনে উহার মোট প্রাপ্তি (জমা বা পাওনা) এবং মোট ব্যয় (খরচ বা দেনা) পরস্পরের সমান না হইয়া পারে না।

২. যে দ্বৈত বা দ্বিবারগী হিসাব পদ্ধতিতে[৪১] লেনদেনের উদ্বৃত্তের এই হিসাবটি রাখা হয় তাহার ফলে দেশের মোট প্রাপ্তি বা জমা উহার মোট ব্যয় বা দেনার সমান হইতে বাধ্য। ইহার অন্যথা হইতে পারে না। কারণ ইহাতে প্রত্যেকটি লেনদেনে একটি সমপরিমাণ বিপরীত লেনদেনের উৎপত্তি হয়। অতএব প্রত্যেকটি লেনদেন উহার বিপরীত লেনদেনের সমান হয় বলিয়া মোট হিসাবের দুই দিকের সমতা বজায় থাকে।

৩. লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবটির প্রত্যেকটি দফায় লেনদেনে দেশীয় মুদ্রার সহিত বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ের প্রশ্নটি জড়িত থাকে। সমগ্র হিসাবটির দু'টি খাতের মধ্যে জমার দিকের মোট যোগফল দেশীয় মুদ্রায় বিদেশী মুদ্রার প্রাপ্তির বা পাওনার পরিমাণ এবং খরচের দিকের সকল দফাগুলি মোট যোগফল দেশীয় মুদ্রায় বিদেশী মুদ্রার দেনার বা ব্যয়ের পরিমাণ নির্দেশ করে। শুধু তাহাই নহে, ঐ নির্দিষ্ট সময়কালে, ঐ সকল খাতে পাওনা ও দেনার দরুন দেশীয় মুদ্রার সহিত বিদেশী মুদ্রার যে পরিমাণ বিনিময় ঘটিয়াছে, ইহা তাহাও নির্দেশ করে। এবং যেহেতু, বিদেশীয়গণ তাহাদের (বিদেশী) মুদ্রায় যে পরিমাণ দেশীয় মুদ্রা ক্রয় করিয়াছে, তাহাই উহাদের নিকট বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে দেশীয় মুদ্রা বিক্রয়ের মোট পরিমাণ (বিদেশী মুদ্রায় দেশীয় মুদ্রার ক্রয়ের পরিমাণ=বিদেশী মুদ্রায় দেশীয় মুদ্রার বিক্রয়ের পরিমাণ), সেহেতু লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের দু'টি দিক পরস্পরের সমান হইবেই।

৪. লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের দুই দিকের সমতার শেষ কারণ এই যে, বাণিজ্যখাতে অনুকূল বা প্রতিকূল উদ্বৃত্ত, যখন যেরূপ ঘটিবে, উহার দরুন মূলধনীখাতে বিপরীত উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ অনুকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ঘটিলে, মূলধনীখাতে উহা হয় সোনার আমদানির পরিমাণ বাড়াইবে, নতুবা বিদেশে অবস্থিত দেশের সোনার সংরক্ষিত

41. Double Entry Accounting System.

তহবিল বাড়াইবে, কিংবা বিদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বিদেশী মুদ্রায় দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আমানত (বিদেশে ধৃত বিদেশী মুদ্রার সংরক্ষিত তহবিল বা বিদেশী মুদ্রার পাওনা বাড়াইবে) অথবা, বিদেশীয় ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকারের নানাবিধ ঋণপত্ররূপে দেশীয় মূলধন রপ্তানিখাতের অংকটি বৃদ্ধি করিবে। আর প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ঘটিলে, ইহার বিপরীত হইবে এবং উহা তখন হয় স্বর্ণ রপ্তানিখাতের অংকটি বাড়াইবে কিংবা বিদেশী মুদ্রার রপ্তানির অঙ্কটি বাড়াইবে কিংবা ঋণরূপে মূলধন প্রাপ্তিখাতের (বিদেশীয় মুদ্রায়) অঙ্কটি বাড়াইবে। ফলে সমগ্র হিসাবের দুই দিক পরস্পরের সমান থাকিবেই।

প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে, লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের দুই দিকের এই সমতা শুধু কাগজপত্রে দেনাপাওনার হিসাবের সমতা, আনুষ্ঠানিক সমতা। ইহার দ্বারা লেনদেনের দুই দিকের **ভারসাম্য** বুঝায় না। কারণ হিসাবের সমতা প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া মূলধনী-খাতে যে ঘাট্‌তি বা উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হয় তাহা দেশের নিকট বিদেশের পাওনা বা বিদেশের নিকট দেশের পাওনা রূপে থাকে এবং উহাই লেনদেনের প্রতিকূল বা অনুকূল উদ্বৃত্ত রূপে গণ্য হয়। এবং এক দেশের অনুকূল উদ্বৃত্ত অন্য দেশের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করে। লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত ঘটিলে তাহা শেষ পর্যন্ত হয় সোনা দিয়া নতুবা উপার্জিত বিদেশী মুদ্রা ব্যয় করিয়া শোধ করিতে হয়। ইহাতে দেশের সংরক্ষিত স্বর্ণ তহবিল বা বিদেশী মুদ্রা তহবিল হ্রাস পায়। পরপর একাদিক্রমে এরূপ ঘটিলে দেশের স্বর্ণ ও বিদেশী মুদ্রা তহবিল নিঃশেষিত হয়। তখন লেনদেনের ঐ প্রতিকূল উদ্বৃত্ত দূর করিতে হইলে বিদেশী ঋণ (বিদেশী মুদ্রায়) সংগ্রহ করিতে হয়। অতএব লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবে দুই দিকের সমতা প্রতিষ্ঠাকারী বিষয়গুলি হইল,—(১) দেশের সংরক্ষিত স্বর্ণ তহবিল হইতে ব্যয়; (২) সংরক্ষিত বিদেশী মুদ্রা তহবিল হইতে ব্যয়; এবং (৩) বিদেশী ঋণ সংগ্রহ।

কিন্তু এক সময়ে এই উৎসগুলির সকলই নিঃশেষিত হইতে পারে। অতএব প্রত্যেক দেশই সর্বদা বৈদেশিক লেনদেনে ভারসাম্য লাভের চেষ্টা করে।

লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্য, ভারসাম্যের অভাব ও মৌলিক ভারসাম্যের অভাব
EQUILIBRIUM, DISEQUILIBRIUM AND FUNDAMENTAL DISEQUILIBRIUM IN THE BALANCE OF PAYMENTS

লেনদেনের সমতার দ্বারা লেনদেনের ভারসাম্য বুঝায় নাঃ লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের যে সমতা উহা যে কোন নির্দিষ্ট সময়কালে দেশের দেনাপাওনার, প্রাপ্তি ও খরচের যান্ত্রিক সমতা; ঐ সময়ের মধ্যে দেশীয় মুদ্রার যে পরিমাণ চাহিদা ও যোগানের সমতার দ্বারা দেশীয় মুদ্রার সহিত বিদেশী মুদ্রার বিনিময় **ঘটিয়া গিয়াছে,** উহাদের সমতা[৪২]। এবং ঐ সমতা প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া দেশের স্বর্ণ ও বিদেশী মুদ্রার তহবিলের তদনুপাতে হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে, বিদেশের নিকট দেশের দেনা বা পাওনার পরিমাণটি হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং লেনদেনের হিসাবে সমতা ঘটিলেও উহার দ্বারা আন্তর্জাতিক লেনদেনে দেশের দেনাপাওনার, প্রাপ্তি ও খরচের ভারসাম্য বুঝায় না। উহাতে দেশীয় মুদ্রার চাহিদা-কারিগণ (বিদেশীয়গণ) যে পরিমাণে দেশীয় মুদ্রা চাহিয়াছিল এবং দেশীয় মুদ্রার যোগান-দারগণ (দেশবাসিগণ) যে পরিমাণ দেশীয় মুদ্রা যোগান দিতে ইচ্ছুক ছিল, দেশীয় মুদ্রার সেই **ঈপ্সিত চাহিদা**[৪৩] ও **ঈপ্সিত যোগানের**[৪৪] সমতা বুঝায় না, কারণ দেশীয় মুদ্রার ঐ ঈপ্সিত চাহিদা ও ঈপ্সিত যোগান নানাবিধ স্বতন্ত্র শক্তির প্রভাবের অধীন।

লেনদেনের ভারসাম্যঃ স্বল্পকালীন সময়ে দেশীয় মুদ্রার ঈপ্সিত চাহিদা ও ঈপ্সিত

42. *Ex post* equality of the demand for and supply of the country's currency.
43. Intended demand or *ex ante* demand.
44. Intended Supply or *ex ante* Supply.

যোগানের ভারসাম্য না ঘটিবার সম্ভাবনাই বেশি। দীর্ঘকালীন সময়েই উহা সম্ভব। স্কামেলের মতে, স্বল্পকালীন সময়ে লেনদেনের অনুকূল ও প্রতিকূল উদ্বৃত্ত ক্রমশ হ্রাস পাইয়া, দীর্ঘকালীন সময়ে যদি বৈদেশিক লেনদেন বা দেনাপাওনার অবস্থা এরূপ হয় যে তাহার ফলে দেশের স্বর্ণ ও বিদেশী মুদ্রার সংরক্ষিত তহবিলের কোন নীট পরিবর্তন ঘটে না, তবে উহাকে লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্য বলা যায়[45]। অধ্যাপক কিন্ড্‌ল্‌বার্গার-এর[46] মতে, লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্য বলিতে, সংশিলষ্ট সময়ে লেনদেনের উদ্বৃত্তের এরূপ অবস্থা বুঝায় যাহা দেশে তীব্র কর্মহীনতা না ঘটাইয়া আন্তর্জাতিক লেনদেন অব্যাহত রাখা সম্ভবপর করে। এই ভারসাম্য স্থিতীয় এবং গতীয়, উভয় প্রকার[47] হইতে পারে। আন্তর্জাতিক **লেনদেনের স্থিতীয় ভারসাম্যে** দেশের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের আমদানি রপ্তানি সর্বদা পরস্পরের সমান থাকে এবং কোন স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী ঋণের (মূলধনের) ও স্বর্ণের চলাচল ঘটে না। ইহাতে আমদানি রপ্তানি দ্বারা জাতীয় আয়ে যেমন পরিবর্তন ঘটে না, তেমনি মুদ্রা বিনিময়-হারেও কোন পরিবর্তন ঘটে না, অর্থাৎ মুদ্রা বিনিময়-হারটিও ভারসাম্য-হার হয়। এবং উহার সহিত দেশের অভ্যন্তরীণ দামস্তর ও উপাদান-দামস্তর প্রভৃতি সকলই ভারসাম্যবিশিষ্ট হয়। কিন্তু বাস্তবে ইহা কখনই ঘটা সম্ভব নয়। এজন্য বাস্তবের লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্যটি সর্বদাই গতীয় ভারসাম্য। কিন্ড্‌ল্‌বার্গারের মতে, লেনদেনের উদ্বৃত্তের গতীয় ভারসাম্য স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন উভয় প্রকারই হইতে পারে। **লেনদেনের উদ্বৃত্তের স্বল্পকালীন গতীয় ভারসাম্যে** আমদানি ও রপ্তানির পার্থক্যটুকু স্বল্পকালীন মূলধনের ও সোনার নীট লেনদেন বা চলাচলের (অর্থাৎ একদেশ হইতে অপর দেশে স্থানান্তরের) সমান হইবে এবং স্বল্পকালীন মূলধনের চলাচল এরূপ হইবে না যাহা অধিক অস্থিতিস্থাপকতা সৃষ্টি করিতে পারে। লেনদেনের উদ্বৃত্তের দীর্ঘকালীন গতীয় ভারসাম্যে আমদানি ও রপ্তানির পার্থক্যটুকু স্বয়ম্ভূত দীর্ঘকালীন মূলধনের চলাচল বা হস্তান্তরের সমপরিমাণ হইবে এবং উহার চলাচলের গতি স্বাভাবিক দিকে হইবে, অর্থাৎ অল্প-সুদের-দেশ হইতে বেশি-সুদের-দেশের দিকে ধাবিত হইবে।

লেনদেনের উদ্বৃত্তে ভারসাম্যের অভাব : রপ্তানির তুলনায় আমদানির আধিক্য হইতেই লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্যের অভাব ঘটে। ইহা স্বল্পমেয়াদী হইলে সাময়িক বলিয়া গণ্য করা যায় কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী হইলেই ইহা দেশের সমস্যায় পরিণত হয়। কিন্তু কেবল রপ্তানির তুলনায় আমদানির আধিক্য ঘটিলেই এবং সেজন্য দেশের সংরক্ষিত স্বর্ণ ও বিদেশী মুদ্রার তহবিল হ্রাস পাইলেই উহাকে লেনদেনের উদ্বৃত্তের অভারসাম্য বলা উচিত কিনা তাহা লইয়া মতভেদ আছে। কারণ, এরূপ বিশেষ অবস্থার উৎপত্তি হইতে পারে যেখানে আমদানি-রপ্তানির ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু তাহার ফলে দেশে জাতীয় আয় ও নিয়োগের স্তর কমিতে পারে। অনেকে ইহাকে আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্বৃত্তে ভারসাম্যের অভাব বলিয়া গণ্য করেন। তাঁহাদের মতে, আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্যটি এরূপ হইবে যেন তাহাতে পূর্ণনিয়োগ কিংবা উচ্চতর নিয়োগবিশিষ্ট জাতীয় আয়ের স্তর প্রতিষ্ঠিত হইতে ও বজায় থাকিতে পারে। তবে অধ্যাপক কিন্ড্‌ল্‌বার্গারের মত এই যে, যদি জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে স্বল্পনিয়োগের ভারসাম্যের ধারণাটি স্বীকৃত হইয়া থাকে, তবে লেনদেনের উদ্বৃত্তের ক্ষেত্রেও স্বল্পনিয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত আমদানি-রপ্তানির সমতাকেও লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্য বলিয়া গণ্য করা চলে। কিন্তু, যদি দেশের সরকার কর্মহীনতা বরদাস্ত করিতে রাজী না থাকে, সেক্ষেত্রে স্বল্পনিয়োগের স্তরে আমদানি-রপ্তানির সমতাকে লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্যের অভাব বলিয়া গণ্য করা যাইতে

45. *International Monetary Policy*, W. M. Scanmell.
46. *International Economics*, C. P. Kindleberger.
47. Static Equilibrium and Dynamic Equilibrium.

পারে। লেনদেনের উদ্বৃত্তে ভারসাম্যের অভাব তিন প্রকারের হইতে পারে[48],—(১) **সাময়িক ভারসাম্যের অভাব,** ইহা আমদানি-রপ্তানির চাহিদা-যোগানের সাময়িক পার্থক্যের ফল। (২) **বাণিজ্যচক্র-গত ভারসাম্যের অভাব,** বাণিজ্যচক্রবিরোধী অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিক স্থিতি বজায় রাখিবার জন্য সরকার যে সকল আর্থিক অনার্থিক, রাজস্বমূলক নীতি ও আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণনীতি অনুসরণ করে তাহাতে ইচ্ছাপূর্বক আন্তর্জাতিক লেনদেনে ভারসাম্য-হীনতা সৃষ্টি করা হয়। (৩) মৌলিক ভারসাম্যের অভাব।

লেনদেনের উদ্বৃত্তে মৌলিক ভারসাম্যের অভাবঃ আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের সম্মতিপত্রে[49] এই শব্দটি সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হয়। ভাণ্ডারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হইল সদস্য দেশগুলিকে উহাদের লেনদেনের উদ্বৃত্তে সাময়িক ঘাট্তি হইলে তাহা পূরণ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা বিক্রয় (ঋণ) করা। ভাণ্ডারের সম্মতিপত্রে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কোন দেশের লেনদেনের উদ্বৃত্তে যদি মৌলিক ভারসাম্যের অভাব দেখা দেয় তবে, সেজন্য ভাণ্ডার উহাকে প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা সরবরাহ করিয়া সাহায্য করিবে না, কারণ উহাতে ঐরূপ ভারসাম্যহীনতার সমস্যা দূর হইবে না। এই প্রকার ভারসাম্যহীনতা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট দেশকে অন্যরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের দলিলে লেনদেনের উদ্বৃত্তে মৌলিক ভারসাম্যের অভাবের কোন সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই। ইহার দ্বারা কি বুঝায় তাহা কোথাও ব্যাখ্যা করা হয় নাই। সুতরাং ইহা লইয়া অর্থবিজ্ঞানিগণের মধ্যে প্রবল মতপার্থক্য আছে। তবে এ সম্পর্কে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, আন্তর্জাতিক লেনদেনের হিসাবে কোন দেশের অভারসাম্যটি[50] যদি সাময়িক কোন কারণবশত না হইয়া দেশীয় অর্থনীতির কোন মূলগত সামঞ্জস্যের অভাবের[51] দরুন ঘটে তবে সেখানে মৌলিক অভারসাম্যের পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে বলা যাইবে। অধ্যাপক হাভারলার[52] মনে করেন যে দেশটির লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবে যদি ক্রমাগত ঘাট্তির উৎপত্তি হয় তবে উহাকে মৌলিক ভারসাম্যের অভাবের (বা অভার-সাম্যের) লক্ষণ বলিয়া গণ্য করা যায়। অতএব যদি কোন দেশের বিদেশী মুদ্রা বা স্বর্ণের সংরক্ষিত তহবিল ক্রমাগত ক্ষয় পাইতে থাকে এবং দেশটি যদি কোনমতেই আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্বৃত্তের ঐ ঘাট্তি দূর করিতে সক্ষম না হয় তবেই উহা মৌলিক অভারসাম্যের লক্ষণ বা প্রমাণ বলিয়া ধরিতে হইবে। কিন্তু অধ্যাপক ট্রিফিন[53] ও হানসেন[54] মনে করেন যে, আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্বৃত্তে কোন ঘাট্তি না হওয়া সত্ত্বেও (মূলধনীখাতে অর্থাৎ বিদেশী মুদ্রা ও সোনা না হারাইয়াও) কোনও দেশ বৈদেশিক বাণিজ্যে (অর্থাৎ বাণিজ্যখাতে) মৌলিক অভারসাম্যে ভুগিতে পারে। এক দেশের সহিত অপরাপর দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন খরচস্তর-দামস্তরের পার্থক্য ঘটিলে তাহাই ঐ দেশটির সহিত অন্যান্য দেশের আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্যের অভাবের মূলগত কারণে পরিণত হয়। এবং সে কারণে, উহা দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ের হারের পরিবর্তন ঘটাইয়া, শুল্ক বাড়াইয়া, মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করিয়া, ইত্যাদি নানা উপায়ে উহার আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্বৃত্তে জোর করিয়া ভারসাম্য বলবৎ করিতে পারে। এই সকল ব্যবস্থাগুলি যদি প্রত্যাহার করা হয় তবে হয়ত উহার লেনদেনের হিসাবে এক গুরুতর ও ক্রমাগত ঘাট্তির উৎপত্তি হইবে। সুতরাং মৌলিক অভারসাম্যের মূল কারণ ইহা হইতে পারে যে, দেশের মুদ্রার যে বিনিময়-হারটি ধার্য রহিয়াছে, তাহাতে দেশীয় উৎপাদন-খরচ-কাঠামোর সহিত উহার প্রতিযোগী দেশগুলির উৎপাদন-খরচ-কাঠামোর সংগতি নাই। এই আলোচনা হইতে দেখা যায় যে লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্যের অভাবের লক্ষণ তিনটিঃ (১) যদি

48. *Internal Economics and Public Policy.*, Harry G. Brainard.
49. I. F. M. Agreement. 50. Imbalance.
51. Basic maladjustments in its economy. 52. Gottfried Haberler.
53. Robert Triffin. 54. Alvin Hansen.

কোন দেশের সংরক্ষিত স্বর্ণ ও বিদেশী মুদ্রা-তহবিল ক্রমাগত এবং সবিশেষ পরিমাণে ক্ষয় পাইতে থাকে; (২) যদি বিদেশী মুদ্রার সহিত দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ দ্বারা দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হার বজায় রাখিয়া উহার সাহায্যে আন্তর্জাতিক লেনদেনের হিসাবে সমতা রক্ষা করা হয়; এবং (৩) যদি শুল্ক, ভরতুকি, ইত্যাদি ব্যবস্থাগুলি তুলিয়া লইলে দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে অত্যন্ত মুদ্রাসংকোচন[55] ঘটে,—তবে দেশটির আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্বৃত্তে মৌলিক ভারসাম্যের অভাব ঘটিয়াছে বুঝিতে হইবে।

লেনদেনের উদ্বৃত্তে ভারসাম্যের অভাবের কারণ
CAUSES OF DISEQUILIBRIUM IN THE BALANCE OF PAYMENTS

নিম্নোক্ত তিনটি প্রধান কারণে যে কোন দেশের লেনদেনের উদ্বৃত্তে অস্থিরতা বা ভারসাম্যের অভাব দেখা দিতে পারেঃ **১. নানারূপ অনিবার্য ও অভাবিত কারণে লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্তের (ঘাটতির) উৎপত্তি ঘটিতে পারে।** (যথা রপ্তানিযোগ্য ফসলের ক্ষতি, ভোগকারিগণের রুচিপছন্দের পরিবর্তন, নূতন উদ্ভাবিত কারিগরি কৌশলের প্রবর্তন, আমদানিপণ্যের দাম বৃদ্ধির দরুন অকস্মাৎ বাণিজ্য-হারের[56] অবনতি, কিংবা বিদেশে রাজনৈতিক গোলযোগে রপ্তানি বাজার অথবা বিদেশে লগ্নীজাত অর্থ বিনষ্ট হওয়া, ইত্যাদি।)

২. দেশে বা বিদেশে অর্থনীতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের (যথা, মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাসংকোচনের দরুন) ফলে দেশে আয় ও দামস্তরের পরিবর্তনে লেনদেনের অনুকূল বা প্রতিকূল উদ্বৃত্ত ঘটিতে পারে, আবার অন্যান্য দেশেও অনুরূপ কারণগুলির দরুন স্বদেশের লেনদেনের অনুকূল বা প্রতিকূল উদ্বৃত্ত ঘটিতে পারে।

৩. দেশের সরকারও সচেতনভাবে বা ইচ্ছাপূর্বক এরূপ নীতি অনুসরণ করিতে পারে (যেমন, আমদানি শুল্ক আরোপ, রপ্তানি ভরতুকি প্রদান, আমদানির বা রপ্তানির পরিমাণ সীমাবদ্ধকরণ বা উহাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ ইত্যাদি) যাহার ফলে লেনদেনের উদ্বৃত্ত অনুকূল বা প্রতিকূল হইতে পারে।

এই সকল কারণে লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্যের যে অভাব ঘটে, অস্থিরতা দেখা দেয় উহাদের তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ—ক. সাময়িক অভারসাম্য[57]; খ. বাণিজ্যচক্রগত অভারসাম্য[58]; এবং (গ) মৌলিক অভারসাম্য[59] বা অর্থনীতিক কাঠামোগত অভারসাম্য[60]।

লেনদেনের উদ্বৃত্তের অভারসাম্য দূরীকরণের প্রক্রিয়া ঃ তত্ত্বসমূহ
PROCESS OF ADJUSTMENT OF DISEQUILIBRIUM IN BALANCE OF PAYMENTS

যে কোন এক দেশের সহিত অপরাপর দেশের আন্তর্জাতিক লেনদেনে ভারসাম্যের অভাব ঘটিলে উহা কিরূপে দূর হইয়া পুনরায় ভারসাম্যের উৎপত্তি ঘটিতে পারে সে বিষয়ে অর্থবিদ্যায় দুইটি প্রধান তত্ত্ব দেখা যায়, একটি হইল ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব এবং অপরটি হইল আধুনিক তত্ত্ব। ক্লাসিক্যাল তত্ত্বে ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের দুইটি পদ্ধতি আছে, একটি হইল মুদ্রার বহির্বিনিময় স্থির রাখিয়া ভারসাম্য পুনরুদ্ধার, অপরটি হইল মুদ্রার বহির্বিনিময়-হারের পরিবর্তনের সাহায্যে ভারসাম্য পুনরুদ্ধার। আমরা সংক্ষেপে ইহাদের আলোচনা করিতেছি।

১. ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের ক্লাসিক্যাল তত্ত্বঃ দেশের লেনদেনের উদ্বৃত্তে ভারসাম্যের অভাবটি মূলতঃ দেশের দামস্তরের সহিত অপরাপর দেশের দামস্তরের ভারসাম্যের অভাবের পরিচয়। সুতরাং দেশের দামস্তরের সহিত আন্তর্জাতিক দামস্তরের সমতা পুনরুদ্ধারের ক্লাসিক্যাল তত্ত্বটি সংক্ষেপে এই যে, হয় তাহা (ক) স্বর্ণের আন্ত-

55. Drastic Deflation.
56. Terms of Trade.
57. Temporary Disequilibrium.
58. Cyclical Disequilibrium.
59. Fundamental Disequilibrium.
60. Structural Disequilibrium.

র্জাতিক চলাচলের মাধ্যমে দেশের দামস্তরের পরিবর্তন দ্বারা, নতুবা (খ) দেশীয় মুদ্রার বহির্বিনিময়-হারের পরিবর্তন দ্বারা ঘটাইতে হইবে। এই ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের মূল ভিত্তি হইল অর্থের পরিমাণ-তত্ত্বে বিশ্বাস এবং অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণের আর্থিক অস্ত্রগুলির উপর (ঋণের পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ, সুদের হারের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি) আস্থা।

ক. দেশীয় মুদ্রায় বিনিময়-হার স্থির রাখিয়া স্বর্ণের আন্তর্জাতিক চলাচল দ্বারা আন্তর্জাতিক দামস্তরের সহিত অভ্যন্তরীণ দামস্তরের সামঞ্জস্য বিধান (স্বর্ণপ্রবাহ—দামপ্রক্রিয়া)—ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন পৃথিবীর প্রায় সকল প্রধান দেশেই স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে সময় স্বর্ণমান যেমন প্রত্যেক স্বর্ণমান-দেশের অভ্যন্তরীণ মুদ্রামান ছিল তেমনি আবার উহাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক মানরূপেও পরিণত হইয়াছিল। স্বর্ণ-মানের সপক্ষে যে সকল গুণাবলীর কথা বলা হয় উহাদের মধ্যে একটি হইল উহার স্বয়ং-ক্রিয়তা। আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্য পুনরুদ্ধারে ইহা সবিশেষ কার্যকর ছিল। স্বর্ণমানের একটি প্রধান শর্ত হইল অবাধে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সোনার চলাচল ঘটিতে দিতে হইবে এবং তদনুযায়ী দেশের স্বর্ণ তহবিলের যে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিবে সে অনুপাতে দেশের মধ্যে অর্থের (নগদ ও ঋণ) যোগানে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাইতে হইবে। ইহার ফলে দামস্তরের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অভ্যন্তরীণ দামস্তরের সহিত আন্তর্জাতিক দামস্তরের সমতা ফিরিয়া আসিবে এবং লেনদেনের উদ্বৃত্তে ভারসাম্যের পুনরুদ্ধার ঘটিবে। প্রক্রিয়াটি সংক্ষেপে এই যে,—দেশে যদি লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্ত ঘটে তাহাতে দেশে সোনার আগমন ঘটিবে ও উহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের স্বর্ণতহবিল বাড়াইবে। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক-গুলির হাতে নগদ অর্থের অনুপাত বাড়িবে ও উহাদের পক্ষে ঋণের সম্প্রসারণ ঘটান সম্ভব এবং উচিত হইবে। এইরূপে দেশের ঋণের পরিমাণ বাড়িলে দামস্তরও বাড়িবে এবং তাহাতে দেশের রপ্তানি কমিবে এবং আমদানি বাড়িবে। ইহার ফলে পরবর্তী কালে দেশে লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত ঘটিবে এবং অতিরিক্ত যে সোনা দেশে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা বিদেশে চলিয়া যাইবে (প্রতিকূল উদ্বৃত্তজনিত দেনা পরিশোধ করিতে গিয়া)। কিংবা দেশে যদি প্রতিকূল উদ্বৃত্ত ঘটে, তবে দেশ হইতে সোনা বাহিরে চলিয়া যাইবার দরুন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের স্বর্ণতহবিল কমিবে, সকল ব্যাঙ্কগুলির নিকট নগদ অর্থের অনুপাত কমিবে এবং উহাদের ঋণদান-ক্ষমতা সংকুচিত হইবে। ইহাতে দেশে ঋণের যোগান কমিলে দামস্তর কমিবে। তখন দেশের রপ্তানি বাড়িবে ও আমদানি কমিবে এবং ইহার ফলে পরবর্তী কালে দেশের লেনদেনের উদ্বৃত্ত ঘটিবে এবং উহার বাবদ বিদেশ হইতে দেশ সোনা লাভ করিবে। এইরূপে, সোনার চলাচল দ্বারা বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ দাম-স্তরের ওঠানামার মধ্য দিয়া অভ্যন্তরীণ দামস্তরের সহিত আন্তর্জাতিক দামস্তরের সমতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। ক্লাসিক্যাল তত্ত্বে ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল যে (১) স্বর্ণের চলাচলের দরুন দেশে যে মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন ঘটিবে, অর্থাৎ দামস্তরের ওঠানামা ঘটিবে তাহাতে কোন বিঘ্ন থাকিবে না, (২) স্বর্ণের চলাচলের অনুপাতে নির্বিঘ্নে এবং **ঠিক তদনুপাতে** দামস্তরের ওঠানামা ঘটিবে, (৩) ইহাতে দেশে নিয়োগস্তরের ও জাতীয় আয়ের (প্রকৃত) কোন হেরফের ঘটিবে না এবং পূর্ণনিয়োগ অক্ষুণ্ণ থাকিবে, (৪) অর্থের যোগানের পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া শুধু দামস্তরের উপরই ঘটিবে; (৫) দামস্তরের পরিবর্তন অনুযায়ী **ঠিক তদনুপাতে এবং অবিলম্বে** আমদানি-রপ্তানির চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন ঘটিবে, (৬) আন্তর্জাতিক দামস্তর অর্থাৎ অন্যান্য দেশের দামস্তর অপরিবর্তিত আছে এবং (৭) বিভিন্ন দেশের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী মূলধনের কোন চলাচল ঘটে না।

খ. কাগজী মুদ্রা ব্যবস্থায় দেশীয় মুদ্রার বহির্বিনিময়-হারের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ভারসাম্য পুনরুদ্ধার—দেশে যদি স্বর্ণমান না থাকে, তবে স্বর্ণের অবাধ চলাচল থাকিবে না। ঐরূপ অবস্থায় কাগজী মুদ্রামানে, দেশের লেনদেনের উদ্বৃত্ত যদি প্রতিকূল হয় (অর্থাৎ মোট রপ্তানির তুলনায় মোট আমদানির আধিক্য) তবে, দেশীয় মুদ্রার বিদেশী চাহিদা

কম এবং বিদেশী মুদ্রার দেশীয় চাহিদা বেশি হইবে। উহার ফলে বিদেশী মুদ্রার সহিত দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ের বাজারে, দেশীয় মুদ্রার চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি এবং বিদেশী মুদ্রার যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি হইবে ও দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হার কম ও বিদেশী মুদ্রার বিনিময়-হার বাড়িবে। এক কথায়, বিদেশী মুদ্রায় দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হার কমিবে এবং দেশীয় মুদ্রায় বিদেশী মুদ্রার বিনিময়-হার বাড়িবে। সুতরাং দেশীয় মুদ্রার বহির্বিনিময়-হার কমিয়া উহা চাহিদা-যোগানের নিম্নতর ভারসাম্যে নামিয়া আসিবে। তখন, একই পরিমাণ বিদেশী মুদ্রায় আগের তুলনায় বেশি পরিমাণ দেশীয় মুদ্রা পাওয়া যাইতেছে বলিয়া বিদেশে দেশীয় পণ্য সস্তা হইবে ও উহাতে রপ্তানি বাড়িবে, এবং একই পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা কিনিতে আগের তুলনায় দেশীয় মুদ্রা বেশি লাগে বলিয়া, বিদেশী পণ্য মহার্ঘ হইবে। ইহাতে বিদেশী পণ্যের আমদানি কমিবে। ফলে তখন আবার আমদানির তুলনায় রপ্তানি বাড়িয়া দেশের লেনদেনের উদ্বৃত্ত অনুকূল হইবে ও দেশীয় মুদ্রায় যোগানের তুলনায় উহার চাহিদা বাড়িলে এবং বিদেশী মুদ্রার যোগানের তুলনায় উহার চাহিদা কমিলে দেশীয় মুদ্রার বহির্বিনিময় নূতন এবং উচ্চতর ভারসাম্যস্তরে নির্দিষ্ট হইবে। এইভাবে অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বজায় থাকিলে ও বিদেশী মুদ্রার সহিত দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে যদি কোনরূপ সরকারী নিয়ন্ত্রণ না থাকে, তবে চাহিদা ও যোগানের শক্তি অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রার বহির্বিনিময়-হারের ওঠানামার মধ্য দিয়া দেশের আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্যের পুনরুদ্ধার ঘটিবে।

২. **ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের আধুনিক তত্ত্ব: অপরিবর্তিত বহির্বিনিময়-হারে ও অপরিবর্তিত অভ্যন্তরীণ দামস্তরে দেশের আয় ও নিয়োগস্তরের মাধ্যমে ভারসাম্য পুনরুদ্ধার**—আন্তর্জাতিক ভারসাম্য লাভের প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যারূপে শতাব্দীকাল ধরিয়া ক্লাসিক্যাল তত্ত্বটিই সমাদৃত ছিল। ইহার প্রথম কারণ, ঊনবিংশ শতাব্দীতে এরূপ কোন গভীর ও ব্যাপক আন্তর্জাতিক সংকট ঘটে নাই যাহা ঐ তত্ত্বটিকে বিপন্ন করিতে পারিত। দ্বিতীয়ত, তত্ত্বটিকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিবার মত কোন বিকল্প তত্ত্বেরও উৎপত্তি সে সময়ে হয় নাই। কিন্তু অংশত ১৯৩০-৩৩ সালের বিশ্বব্যাপী গভীর মন্দার সময়ে উপলব্ধ অভিজ্ঞতা ও অংশত, ১৯৩৬ সালের পর অর্থনীতিক তত্ত্বের উপর কীনসীয় চিন্তাধারার প্রভাবে আয়-নির্ধারণ তত্ত্বের প্রয়োগ দ্বারা আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্য পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে এক নূতন বিকল্প তত্ত্বের সৃষ্টি হইয়াছে।

এই নূতন তত্ত্বটি কীনসীয় অর্থনীতিক তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হইলেও, ইহা কীন্সের রচনা নহে। ইহার রচয়িতাগণের মধ্যে অধ্যাপিকা জোয়ান রবিনসন[৬১] ও অধ্যাপক হ্যারড[৬২]-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

তত্ত্বটির সংক্ষিপ্তসার: কীনসীয় আয় ও নিয়োগ তত্ত্ব হইতে আমরা জানি যে, যে কোন দেশে বিনিয়োগ-গুণক প্রক্রিয়ার দরুন, নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ[৬৩] দ্বারা জাতীয় আয় উহার কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায়। ইহার কারণ, স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ মোট চাহিদাতে বৃদ্ধি ঘটায় এবং উহার ফলে মোট ব্যয় বাড়ে এবং শেষ পর্যন্ত মোট আয়ও বাড়ে। যে কোন পরিমাণ স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ দ্বারা জাতীয় আয় কতটা বাড়িবে তাহা নির্ভর করে বিনিয়োগ-গুণকটির সংখ্যাগত মূল্যটি কত তাহার উপর। বিনিয়োগ-গুণকটির ঐ সংখ্যাগত মূল্য নির্ভর করে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা বা ভোগ-অপেক্ষকের উপর এবং উহা সরাসরি প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা বা সঞ্চয়ের অপেক্ষকের বিপরীত হয়। স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের দ্বারা আয়-সৃষ্টির যে প্রক্রিয়াটি সক্রিয় হয় তাহাতে প্রতি পর্যায়ে সঞ্চয়-অপেক্ষকের দরুন সৃষ্ট আয়-প্রবাহটি ক্ষীণ হইতে থাকে এবং যতক্ষণ

61. Mrs. Joan Robinson. 62. R. Harrod.
63. Autonomous Investment.

পর্যন্ত না সঞ্চয়ের দরুন সঞ্চয়জনিত আয়-ক্ষয়ের[64] মোট পরিমাণটি ঐ স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের সমান হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আয়-সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি চলিতে থাকে। যখন শেষ পর্যন্ত স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ ও উহার দ্বারা সৃষ্ট আয় হইতে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ পরস্পরের সমান হয় (সঞ্চয়=বিনিয়োগ) তখন আয়-সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি ক্ষান্ত হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও দেশের রপ্তানি উদ্বৃত্ত বা আরও যথার্থভাবে বলিতে গেলে লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্ত ঘটিলে, স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের মত ঐ লেনদেনের **অনুকূল উদ্বৃত্তেরও একটি গুণক প্রতিক্রিয়া** দেখা দেয়। লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্তের ফলে, মোট চাহিদার বৃদ্ধির মধ্য দিয়া দেশের মোট আয় উহার কয়েক গুণ বাড়িবে। ইহাই **বৈদেশিক বাণিজ্য-গুণক**[65] প্রতিক্রিয়া নামে পরিচিত। কিন্তু স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে যেমন পর্যায়ক্রমে আয়বৃদ্ধি ঘটে, সেরূপ লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্তের ফলেও উহার গুণক ক্রিয়ার দ্বারা পর্যায় ক্রমে আয়-প্রবাহ সৃষ্টি হয়। আবার বিনিয়োগ-গুণক দ্বারা সৃষ্ট আয়-প্রবাহ যেরূপ প্রতি পর্যায়ে সঞ্চয়-প্রবণতার দরুন ক্ষয় পায় এবং অবশেষে যেমন বর্ধিত আয় হইতে সৃষ্ট সঞ্চয়ের মোট পরিমাণটি স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের সমান হইলে আয়-সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি সমাপ্ত হয়, লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্ত দ্বারা মোট চাহিদাবৃদ্ধির মধ্য দিয়া যে অতিরিক্ত আয়ের সৃষ্টি হয় তাহাও ক্রমশঃ প্রতি পর্যায়ে ক্ষয় পাইয়া শীর্ণ হইতে থাকে এবং ঐ ক্ষয়ের মোট পরিমাণ আদি অনুকূল উদ্বৃত্তের সমান হইলে ঐ আয়সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি ক্ষান্ত হয়। প্রক্রিয়াটি এইঃ প্রথমত, লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্তের দরুন রপ্তানিশিল্পের আয় বাড়িবে, ফলে রপ্তানিশিল্পে সম্প্রসারণ ঘটিবে এবং তাহাতে তথায় নিয়োগ ও আয় সৃষ্টি হইবে। তবে অনুকূল উদ্বৃত্তের দ্বারা সৃষ্ট অতিরিক্ত আয়ের সম-পরিমাণ সম্প্রসারণ ঘটিবে না, কারণ উহা হইতে খানিক সঞ্চয় ঘটিবে। ইহাতে দেশে মোট আয় ও মোট চাহিদা বাড়িবে। কিন্তু আয় যত দ্রুত বাড়িবে দেশে দ্রব্যসামগ্রীর মোট যোগান তত দ্রুত বাড়িবে না। সুতরাং ঐ অতিরিক্ত চাহিদা পূরণ করিবার জন্য আমদানি বাড়িবে। আমদানি কতটা বাড়িবে তাহা আমদানি-প্রবণতার উপর নির্ভর করিবে এবং এই আমদানির দরুন প্রতি পর্যায়ে আয়-প্রবাহ শীর্ণ হইতে থাকিবে। অপর দিকে আমাদের রপ্তানিবৃদ্ধির ফলে বিদেশের আয় কমিবে ও ঐ সকল দেশের ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাসের দরুন উহারা আমদানি কমাইবে, ফলে দেশের রপ্তানির পরিমাণও ক্রমশঃ কমিবে।

এইভাবে লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্তের দরুন দেশে যে প্রথম অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি হইবে, তাহা গুণক ক্রিয়ার মধ্য দিয়া দেশে ক্রমশঃ নিয়োগ ও আয়ের সম্প্রসারণ ঘটাইবে। কিন্তু প্রতি পর্যায়ে সৃষ্ট আয় আবার (ক) সঞ্চয় (প্রবণতা), (খ) আমদানি (প্রবণতা) ও (গ) বিদেশীদের আমাদের পণ্য আমদানি করিবার ক্ষমতা কমিবার দরুন তাহাদের নিকট আমাদের রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস, এই তিনটি কারণে ক্ষয় পাইতে থাকিবে। অবশেষে যখন এই তিনটি কারণে আয়-প্রবাহ হইতে মোট ক্ষয়ের পরিমাণ লেনদেনের আদি অনুকূল উদ্বৃত্তের সমান হইবে, তখন এই প্রক্রিয়াটি সমাপ্ত হইবে এবং দেশে ও বিদেশে আয়-স্তরের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

এইভাবে রপ্তানিবৃদ্ধি অথবা বিদেশী ঋণের সাহায্যে আয়বৃদ্ধি ঘটিলে দেশে লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্তের কয়েক গুণ (গুণক-অঙ্ক অনুসারে) অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি হইবে। দেশের আয়ের এই বৃদ্ধি, আমদানিবৃদ্ধি এবং অন্যান্য পরিবর্তনগুলিকে এরূপ পরিমাণে ঘটাইবে যাহাতে অবশেষে লেনদেনের আদি অনুকূল উদ্বৃত্তের দরুন যে আদি অভারসাম্য ঘটিয়াছিল তাহা দূর হইবে। এজন্য অভ্যন্তরীণ দামস্তর প্রভৃতির পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নাই (অর্থাৎ দেশে যদি পূর্ণনিয়োগ না থাকে, তবে দামস্তরের বৃদ্ধি না ঘটিয়া আয়স্তরের পরিবর্তনের মাধ্যমে ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে)।

64. Leakages from the income-stream. 65. Foreign Trade Multiplier.

উভয় তত্ত্বের তুলনা : ১. ক্লাসিক্যাল ও আধুনিক, উভয় তত্ত্বেই, লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্য-পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়াটিকে একটি স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। তবে ক্লাসিক্যাল তত্ত্বে এজন্য দামস্তরের পরিবর্তনের ভূমিকার উপর এবং আধুনিক তত্ত্বে আয়স্তরের পরিবর্তনের ভূমিকার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

২. আধুনিক তত্ত্বে লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্য সম্পর্কে নূতন ধারণা প্রবর্তন করা হইয়াছে। ইহাতে এই কথাই বুঝান হইয়াছে যে. দেশে **পূর্ণনিয়োগের স্তরে** যদি চলতি বা বাণিজ্যিক খাত ও মূলধনী বা হস্তান্তরখাত মিলিয়া সমগ্রভাবে দেশের মোট প্রাপ্তি বা পাওনা ও মোট ব্যয় বা দেনা পরস্পরের সমান হয়, তবেই লেনদেনের উদ্বৃত্তে ভারসাম্য রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহাতে ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের ভারসাম্যের ধারণাটি (কেবল চলতি খাতে দেনাপাওনার ভারসাম্য) পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহার ফলে বিভিন্ন দেশে পূর্ণনিয়োগ প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখিবার জন্য আন্তর্জাতিক সমবেত ব্যবস্থা গ্রহণের পথ সুগম হইয়াছে।

৩. ভারসাম্য-পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্লাসিক্যাল তত্ত্বটি অতি সরল এক কার্যকারণ কল্পনার ভিত্তিতে রচিত। কিন্তু বাস্তবে, নানা বিভিন্ন রূপ পরিস্থিতিতে ভারসাম্য-পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াটি সক্রিয় থাকে। আধুনিক তত্ত্বে উহাদের সন্ধান পাওয়া যায়।

আধুনিক তত্ত্বের সমালোচনা : তবে, আধুনিক তত্ত্বটিও যে নিখুঁত তাহা নহে। কারণ, কেবল আয়-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা আমদানি-রপ্তানির পরিবর্তনের মাধ্যমে নূতন ভারসাম্য-প্রতিষ্ঠা সম্ভব করিতে হইলে, দেশে সঞ্চয়-অপেক্ষকটি শূন্য (০) এবং আমদানি-অপেক্ষক ও বৈদেশিক প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ রপ্তানি হ্রাস, এই দুয়ের সমষ্টি ১ এর সমান হওয়া চাই। বাস্তবে সঞ্চয়-অপেক্ষকটি যেমন ০-এর বেশি তেমনি অপর দুইটিও ১-এর কম। একারণে শুধু আয়-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা ভারসাম্য-পুনরুদ্ধার সম্ভব নহে। এজন্য খানিক পরিমাণে দাম-প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ দামস্তরের পরিবর্তন অথবা/এবং উদ্বৃত্ত দেশ হইতে ঘাটতি দেশে লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্তটির স্থানান্তর বা রপ্তানি আবশ্যক।

সুতরাং ভারসাম্য-পুনরুদ্ধারের ব্যাখ্যা হিসাবে দুটি তত্ত্বের কোনটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। সন্তোষজনক তত্ত্ব রচনার প্রয়োজনে উহাদের উভয়ের সমন্বয় প্রয়োজন। অধ্যাপক মীড,[৬৬] মেজলার[৬৭] প্রভৃতি এরূপ চেষ্টা করিয়াছেন।

লেনদেনের উদ্বৃত্তের উপর বিনিময়-হার হ্রাসের ফলাফল
EFFECTS OF A FALL IN THE EXCHANGE RATE ON BALANCE OF PAYMENTS

বিনিময়-হারের হ্রাস বলিতে কি বুঝায় : স্বর্ণমানের অধীনে, বিদেশী মুদ্রার সহিত দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হার, দুই দেশের মুদ্রার স্বর্ণমূল্যের অনুপাতে আপনাআপনি নির্ধারিত হয় এবং উহা স্থিতিশীল থাকে (কেবল স্বর্ণ আমদানি ও স্বর্ণ রপ্তানি বিন্দুর সংকীর্ণ সীমার মধ্যে উহা ওঠানামা করে)। সুতরাং স্বর্ণমানে বিনিময়-হার হ্রাসের কোন প্রশ্ন ওঠে না। দেশে কাগজী মুদ্রামান থাকিলে, দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার সরকার নিয়ন্ত্রণ না করিয়া মুদ্রা বিনিময়-বাজারের চাহিদা ও যোগানের শক্তির উপর উহা নির্ধারণের ভার ছাড়িয়া দেওয়া হইতে পারে। দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হার এইরূপ সরকার কর্তৃক অনিয়ন্ত্রিত থাকিলে, মুদ্রা বিনিময়-বাজারের চাহিদা ও যোগানের শক্তিগুলির তারতম্য অনুসারে উহা ওঠানামা করিতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে, যদি কখন মুদ্রাবিনিময়-বাজারে দেশীয় মুদ্রার চাহিদার (অর্থাৎ বিদেশী মুদ্রার যোগানের) তুলনায় দেশীয় মুদ্রার যোগান (অর্থাৎ বিদেশী মুদ্রার চাহিদা) বেশি হয়, তবে স্বভাবতঃই দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হার কমিবে (এবং বিদেশী মুদ্রার বিনিময়-হার বাড়িবে)। ইহাকে দেশীয় মুদ্রার **বিনিময়-হারের পতন**[৬৮] বা

66. J. E. Meade. 67. Lloyd Metzler.
68. Exchange Depreciation or a fall in the exchange rate.

হ্রাস বলা যায় এবং ইহা সাময়িক বা বেশ কিছুকাল স্থায়ী হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে অনেক সময় আবার দেশের সরকারও উহার কাগজী মুদ্রার বিনিময়-হার নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে এবং কখনও কখনও উহা কমাইতে বা বাড়াইতে পারে। সরকার যদি উহার দ্বারা নির্দিষ্ট সরকারী বিনিময়-হার কমায় তবে উহাকে বিনিময়-হারের হ্রাসকরণ[69] বলে। আর যদি কাগজী মুদ্রামানে, সরকার দেশীয় মুদ্রার স্বর্ণমূল্য ঘোষণা করিয়া থাকে তাহা হইলে ঐরূপ যে সকল দেশের **কাগজী মুদ্রার স্বর্ণমূল্য**[70] ঘোষিত থাকে উহাদের পরস্পরের বিনিময়-হার উহাদের ঘোষিত স্বর্ণমূল্যের অনুপাতে নির্ধারিত হইয়া যায় (আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের সদস্য দেশগুলির মুদ্রার বিনিময়-হার এইভাবে নির্দিষ্ট হয়)। এক্ষেত্রে, যদি পরে কখনও কোন দেশের সরকার উহার মুদ্রার স্বর্ণমূল্য কমায়, তবে উহাকে বিনিময়-হারের **অবমূল্যায়ন**[71] বলে।

সুতরাং যে কোন দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার তিন ভাবে হ্রাস পাইতে পারে,—(১) মুদ্রা বিনিময়-বাজারে চাহিদা অপেক্ষা যোগান বেশি হইলে, বিনিময়-হারের পতন ঘটিতে পারে। (২) দেশের সরকার ইচ্ছাপূর্বক সরকারী বিনিময়-হার হ্রাস করিতে পারে। এবং (৩) দেশের সরকার ইচ্ছাপূর্বক বিনিময়-হারের অবমূল্যায়ন করিতে পারে। তিনটির দরুনই দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হার কমে। তবে, 'fall in the exchange rate' বলিলে, সাধারণত, চাহিদা অপেক্ষা যোগান বেশি হইবার দরুন সাময়িকভাবে বিনিময়-হারের পতন বা হ্রাস বুঝায়।

বিনিময়-হার হ্রাসের প্রতিক্রিয়াঃ ১. বিনিময়-হার হ্রাস পাইলে একই পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা কিনিতে পূর্বাপেক্ষা বেশি দেশীয় মুদ্রা লাগে বলিয়া একই দামের বিদেশী পণ্য কিনিতে দেশীয় মুদ্রা বেশি দিতে হয়, সে কারণে **দেশীয় মুদ্রায় আমদানি পণ্যের দাম বাড়ে।**

২. বিনিময়-হার কমিলে একই পরিমাণ বিদেশী মুদ্রার দ্বারা পূর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণ দেশীয় মুদ্রা ক্রয় করা যায়। সে কারণে একই দামের দেশীয় পণ্য কিনিতে বিদেশীদের কম মুদ্রা (অর্থাৎ তাহাদের নিজেদের মুদ্রা, যাহা আমাদের নিকট বিদেশী মুদ্রা) খরচ হয় বলিয়া বিদেশীয়গণের নিকট **তাহাদের মুদ্রায়** দেশীয় পণ্যের অর্থাৎ **রপ্তানি পণ্যের** (অর্থাৎ আমাদের রপ্তানি ও তাহাদের আমদানি) **দাম কমে।**

৩. যদি দেশে আমদানিপণ্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয় $(E>1)$ তবে বিনিময়-হার হ্রাসের দরুন আমদানিপণ্যের দাম যতটা বাড়িবে সে তুলনায় আমদানির পরিমাণ অনেক বেশি কমিবে। আর যদি বিদেশীদের নিকট (আমাদের) রপ্তানির চাহিদাও স্থিতিস্থাপক হয় $(E>1)$ তবে, বিদেশীদের নিকট রপ্তানির দাম যতটা কমিবে সে তুলনায় তাহাদের নিকট রপ্তানির চাহিদা ও পরিমাণ অনেক বেশি বাড়িবে। এই অবস্থায়, শেষ পর্যন্ত দেশের মোট আমদানি কমিবে এবং মোট রপ্তানি বাড়িবে ও আমদানি অপেক্ষা রপ্তানির পরিমাণ বেশি হইবে। যদি অবশ্য, আমদানিপণ্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক $(E<1)$, এবং রপ্তানি পণ্যের চাহিদাও অস্থিতিস্থাপক $(E<1)$ কিংবা উভয় চাহিদাই সমানুপাতিক স্থিতিস্থাপক $(E=1)$ হয় তবে আমদানি-হ্রাস ও রপ্তানি-বৃদ্ধি ঘটিবে না। সুতরাং **আমদানি ও রপ্তানির উপর বিনিময়-হার হ্রাসের ফলাফল নির্ভর করিবে উহাদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর।**

তবে বলা যায় যে, আমদানি ও রপ্তানি **উভয়ের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে বিনিময়-হার হ্রাসের ফলে আমদানি কমিবে ও রপ্তানি বাড়িবে** (সাধারণত যন্ত্রশিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক ও কাঁচামালের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়)।

৪. বিনিময়-হার হ্রাস পাইলে, **দেশে দামস্তর বাড়ে** (আমদানিপণ্য ও আমদানি-

69. Pegging down. 70. Gold value. 71. Devaluation.

কাঁচামালের দামবৃদ্ধির দরুন অন্যান্য দেশীয় পণ্যের উৎপাদন-খরচ ও দাম বাড়ে বলিয়া) এবং **তাহাতে** আবার **রপ্তানি কিছুটা কমিবার ও আমদানি কিছুটা বাড়িবার আশংকা থাকে।** তবে এই দামবৃদ্ধি যদি সীমাবদ্ধ থাকে তাহা হইলে উহার বিশেষ প্রতিকূল ফল নাও দেখা দিতে পারে।

৫. দেশের যদি **বিদেশী ঋণ** থাকে বা দেশে যদি বিদেশী পুঁজি বিনিয়োজিত থাকে, তবে, উহাদের **সুদ ও লভ্যাংশ এবং ঋণের আসল বাবদ কিস্তি শোধ (দেশীয় মুদ্রায়) করিতে পূর্বাপেক্ষা বেশি খরচ পড়িবে।**

এই সকল বিষয়গুলির সামগ্রিক ফলাফলটি কিরূপ ঘটিবে তাহা নির্ভর করে প্রধানত বিনিময়-হারের হ্রাসের ফলে আমদানি কতটা কমিল ও রপ্তানি কতটা বাড়িল তাহার উপর। **যদি আমদানি সবিশেষ কমে ও রপ্তানি সবিশেষ বাড়ে এবং দেশের অভ্যন্তরীণ দামস্তর-বৃদ্ধি সীমাবদ্ধ থাকে, তবে বিদেশী ঋণের সুদ ও আসলের কিস্তি শোধ এবং বিদেশী পুঁজির লভ্যাংশ বাবদ খরচ বেশি হওয়া সত্ত্বেও, বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত সবিশেষ অনুকূল হইলে, সামগ্রিকভাবে লেনদেনের উদ্বৃত্তটিও অনুকূল হইতে পারে।** কিন্তু যদি গোড়াতেই আমদানির চাহিদা ও রপ্তানির চাহিদা উভয়ই অস্থিতিস্থাপক হইয়া থাকে, তবে বাণিজ্যের উদ্বৃত্তটি অনুকূল হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না এবং সেক্ষেত্রে সমগ্র লেনদেনের উদ্বৃত্তটি আরও বেশি প্রতিকূল হইবার আশংকা থাকে।

আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্বৃত্তে ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থাসমূহ

ADJUSTMENT SYSTEMS : METHODS ADOPTED FOR CORRECTING IMBALANCE

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার তত্ত্বগুলিতে ধনতন্ত্রী দেশে ভরাসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া এবং উহার পশ্চাতের শক্তিগুলির এক বিমূর্ত[72] আলোচনা করা হয়। বাস্তবে, যে কোন দেশে আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্বৃত্তে অভারসাম্য বা অস্থিরতা দেখা দিলে, সমস্যাটির সমাধানের জন্য দেশের সরকার নানা প্রকার বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বয়ংক্রিয় শক্তিগুলিকে সক্রিয় করিয়া তুলিবার চেষ্টা করে। লেনদেনের ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহা চারি প্রকারেরঃ—(১) দেশীয় মুদ্রার বহির্বিনিময়-হার স্থির রাখিয়া অভ্যন্তরীণ দামস্তরের ও আয়ের পরিবর্তনের মাধ্যমে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা (স্বর্ণমানে যেরূপ করা হইত)। (২) দেশীয় মুদ্রার অনিয়ন্ত্রিত বহির্বিনিময়-হারের পরিবর্তন দ্বারা ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এবং (৩) দেশীয় মুদ্রার বহির্বিনিময়-হার নিয়ন্ত্রণ এবং দীর্ঘকাল-ব্যবধানে সরকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তমত উহার পরিবর্তন (ব্যবস্থাপিত নমনীয়তা) এবং (৪) প্রত্যক্ষ সরকারী হস্তক্ষেপ দ্বারা আমদানি-রপ্তানি এবং মুদ্রাবিনিময়-নিয়ন্ত্রণ।

১. দেশীয় মুদ্রার বহির্বিনিময়-হার স্থির রাখিয়া অভ্যন্তরীণ দামস্তর ও আয়স্তরের পরিবর্তনের মাধ্যমে ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা[73]ঃ লেনদেনের ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্লাসিক্যাল ও আধুনিক, উভয় তত্ত্বেই, আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় অভ্যন্তরীণ আয় ও দামস্তরের প্রভাবের কথা বলা হইয়াছে। স্বর্ণমানের অধীনে দেশীয় মুদ্রার বহির্বিনিময়-হার স্থির রাখিয়া অভ্যন্তরীণ দামস্তরের পরিবর্তনের দ্বারা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হইত। এজন্য অনুকূল উদ্বৃত্তের দেশে আর্থিক এবং/অথবা ফিসক্যাল ব্যবস্থাদির দ্বারা অর্থনীতিক কার্যাবলীর সম্প্রসারণ এবং প্রতিকূল উদ্বৃত্তের দেশে অনুরূপ বিপরীত ব্যবস্থার দ্বারা অর্থনীতিক কার্যকলাপের সংকোচন ঘটাইতে হয়। কিন্তু স্বর্ণ-

72. Abstract.
73. Fixed Exchange rate with adjustment through domestic price and income changes.

মানের পতন ও উহার ব্যর্থতা সম্পর্কে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করা গিয়াছে তাহার ফলে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই ইহার পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে।

এই পদ্ধতির **বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তিগুলি** এইঃ (১) আধুনিক কালে সকল দেশেই অভ্যন্তরীণ দামস্তর ও আয়স্তর পূর্বাপেক্ষা অনেক অনমনীয় হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের সম্প্রসারণমূলক বা সংকোচনমূলক আর্থিক ফিসক্যাল ব্যবস্থাগুলির দ্বারা যে পরিমাণে দামস্তর ও আয়স্তরের পরিবর্তন ঘটাইবার চেষ্টা করা হইবে, তাহা সফল না হইয়া নানা প্রকার বিকৃতি ও বিপত্তি ঘটাইবে। (২) ইহাতে লেনদেনের উদ্বৃত্তের সহিত অর্থের অভ্যন্তরীণ মূল্যের সমতা ঘটাইবার জন্য এত ঘনঘন দামস্তর ও আয়স্তরের পরিবর্তন প্রয়োজন হইবে যে উহা অসহনীয় হইয়া পড়িবে এবং তাহা দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক স্থিতি বিনষ্ট করিবে। (৩) বর্তমান কালে কোন দেশেই সরকারের পক্ষে লেনদেনের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে গিয়া পূর্ণনিয়োগের সংকীর্ণ পথ পরিত্যাগ করা কঠিন।

তবে উপরোক্ত কারণে বহির্বিনিময়-হার স্থির রাখিয়া অভ্যন্তরীণ দামস্তর ও আয়স্তর পরিবর্তনের পদ্ধতিটি গ্রহণ করা অসম্ভব হইলেও, দেশের দামস্তর ও আয়স্তরের সীমাবদ্ধ পরিবর্তনের উপযোগিতা যে নাই তাহা নহে। এবং পূর্ণনিয়োগ-নীতি অনুসরণ সত্ত্বেও, সীমাবদ্ধ কর্মহীনতার সহিত দামস্তর ও আয়স্তরের সীমাবদ্ধ পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হইতে পারে বলিয়া আধুনিক অনেক অর্থবিজ্ঞানীর ধারণা।

২. অনিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তনীয় বিনিময়-হারের মাধ্যমে ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা[৭৪]ঃ দেশের মুদ্রার বহির্বিনিময়-হার যদি সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা নির্ধারিত না হইয়া চাহিদা-যোগানের শক্তির ভারসাম্য দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং চাহিদা-যোগানের অবস্থাগুলির পরিবর্তনমত উহা ওঠানামা করে, তবে অভ্যন্তরীণ দামস্তর ও আয়স্তর স্থিতিশীল থাকিয়া কেবল মুদ্রার বহির্বিনিময়-হারের প্রয়োজনীয় হ্রাসবৃদ্ধির দ্বারা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার এই পদ্ধতির **সপক্ষে প্রধান যুক্তিগুলি** এই যেঃ (১) এরূপ বিনিময়-হারটি ভারসাম্য হার হইবে, সুতরাং ইহা অপেক্ষা সঙ্গত কিছু হইতে পারে না এবং সেহেতু এই পদ্ধতিটিও সরল। কেবল বিদেশী মুদ্রাবিনিময়ের বাজারে চাহিদা-যোগানের শক্তি অনুসারে বিনিময়-হারটি নির্ধারিত ও তদনুসারে উহা পরিবর্তিত হইবে বলিয়া ঐ হার বজায় রাখিবার জন্য আর্থিক কর্তৃপক্ষকে কোন অতিরিক্ত দায়িত্ব বহন করিতে হয় না। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রভৃতি তখন অভ্যন্তরীণ স্থিতিরক্ষার জন্য অধিক মনোযোগ দিতে পারে। সুতরাং ইহাতে বিনিময়-হার বজায় রাখিবার জন্য আর্থিক অস্ত্রগুলি ব্যবহার করিতে হয় না (স্বর্ণমানে যেমন ব্যাংকরেট প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া অর্থের যোগান বাড়াইতে কমাইতে হয়)। (২) আধুনিক সকল দেশেই পূর্ণনিয়োগ অন্যতম প্রধান লক্ষ্যরূপে গৃহীত হওয়ায়, দামস্তরের হ্রাসবৃদ্ধি (মুদ্রাসংকোচন ও মুদ্রাস্ফীতি) দ্বারা ভারসাম্য লাভের পথ একরূপ পরিত্যক্তই হইয়াছে বলা যায়। সুতরাং বাকি থাকে আর দু'টি বিকল্প পথ। একটি হইল পরিবর্তনীয় অনিয়ন্ত্রিত বিনিময়-হার এবং অপরটি হইল সরকার কর্তৃক সরাসরি মুদ্রাবিনিময়-নিয়ন্ত্রণ। এই দু'টির মধ্যে নিঃসন্দেহে অনিয়ন্ত্রিত পরিবর্তনীয় বিনিময়-হার ব্যবস্থার সাহায্যে ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথই অধিকাংশ অর্থবিজ্ঞানীর মতে শ্রেয়ঃ।

ইহার **বিপক্ষে যুক্তিগুলি** হইলঃ (১) কেবল যে সকল দেশের আমদানি ও রপ্তানির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অধিক $(E > 1)$, উহাদের ক্ষেত্রেই বিনিময়-হারের পরিবর্তন লেনদেনের ভারসাম্যটি পুনরুদ্ধার করিতে পারে। বাস্তবে বিবিধ আমদানি-রপ্তানিপণ্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কিরূপ তাহা যথার্থভাবে জানা সহজ নহে, এবং সে কারণে এই পদ্ধতির

74. Free and flexible exchange rate.

কার্যকারিতা অনিশ্চিত। (২) এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিদিন মুদ্রাবিনিময়ের বাজারে দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হার ওঠানামা করিবে এবং তাহা আমদানি ও রপ্তানিকারিগণের পক্ষে অসুবিধা সৃষ্টি করিবে। (৩) সর্বদা পরিবর্তনশীল বিনিময়-হারের দরুন স্বল্পকালীন মূলধনের চলাচলে বিশেষ বিঘ্ন না হইলেও দীর্ঘকালীন মূলধনের চলাচলে বিনিময়-হারের অনিশ্চয়তার দরুন বিঘ্ন সৃষ্টি হইবে। (৪) বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতা না থাকিলে কিংবা উহাদের কার্যাবলীর সংযোজকরূপে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা না থাকিলে, ও বিনিময়-হার সম্পর্কে দেশগুলির কোন সুনির্দিষ্ট নীতি না থাকিলে, বিভিন্ন দেশের মুদ্রার অনিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তনশীল বিনিময়-হারগুলি এরূপভাবে সর্বদা পরিবর্তিত হইতে পারে যে, তাহাতে মুদ্রাবিনিময়-বাজারে এক চরম বিশৃঙ্খলার উৎপত্তি ঘটিতে পারে এবং ঐ অবস্থায় সুযোগসন্ধানী দেশ বিদেশী বাজার দখলের জন্য প্রতিযোগিতামূলক ভাবে নিজ মুদ্রার বিনিময়-হার কমাইবার কারসাজি[75] করিতে পারে। ১৯৩১ হইতে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মুদ্রাবিনিময়ের ক্ষেত্রে এইরূপ পরিস্থিতির উৎপত্তি হইয়াছিল।

৩. বিনিময়-হারের ব্যবস্থাপিত নমনীয়তার দ্বারা ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা[76] : বিভিন্ন দেশের সরকার উহাদের জাতীয় আয় পূর্ণনিয়োগের স্তরে বজায় রাখিবার জন্য, যথেষ্ট কাল অন্তর দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হারের পরিবর্তন দ্বারা আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিলে, উহাকে 'বিনিময়-হারের ব্যবস্থাপিত নমনীয়তা' পদ্ধতি বলে। এই প্রকার পদ্ধতিতে, বিভিন্ন দেশ উহাদের স্ব স্ব মুদ্রার স্বর্ণমূল্য ঘোষণা করিতে পারে। তাহার ফলে পরোক্ষভাবে, ঘোষিত স্বর্ণমূল্যের ভিত্তিতে, বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার নির্ধারিত হইতে পারে। লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্য বিধানের উদ্দেশ্যে এইরূপ কোন দেশের সরকার মাঝে মাঝে নিজ মুদ্রার ঘোষিত স্বর্ণমূল্যে পরিবর্তন করিতে পারে। কোন দেশ উহার **মুদ্রার পূর্বতন স্বর্ণমূল্য পরিবর্তন করিয়া, নিম্নতর স্বর্ণমূল্য ধার্য করিলে উহাকে মুদ্রার অবমূল্যায়ন[77] এবং উচ্চতর স্বর্ণমূল্য ধার্য করিলে উহাকে অধিমূল্যায়ন বলে[78]**। এই ব্যবস্থাতে সরকারের সিদ্ধান্ত দ্বারা মুদ্রার স্বর্ণমূল্যের পরিবর্তন করা হইবে কিনা এবং করা হইলে কতটা করা হইবে তাহা স্থির হয় এবং উহা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লাভের জন্য (ভারসাম্য আনয়ন) করা হয়। বাস্তবে বর্তমানে আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ভাণ্ডার ব্যবস্থায় এরূপ পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহাকে স্থির বিনিময়-হার ও সর্বদা পরিবর্তনীয় বিনিময়-হার পদ্ধতি দুইটির সমন্বয় বলা যায়। ইহাতে স্থির বিনিময়-হারের উপযোগিতা স্বীকার করিয়া ঘন ঘন বিনিময়-হার পরিবর্তন করা হয় না, অপর পক্ষে অভ্যন্তরীণ দামস্তর ও আয়স্তরের পরিবর্তন দ্বারা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে মধ্যে মধ্যে বিনিময়-হার পরিবর্তন দ্বারা ভারসাম্য আনিবার চেষ্টা করা হয়।

ইহার **তিনটি প্রধান অসুবিধা** আছে: (১) বিনিময়-হার যদি প্রয়োজনমত শীঘ্র ও বারংবার পরিবর্তন না করা যায় তবে তাহাতে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্য আনয়নের উদ্দেশ্যটি সম্পূর্ণ সফল হয় না। (২) কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বিনিময়-হারের আদৌ পরিবর্তন করা উচিত কিনা তাহাও স্থির করা সহজ নহে। ইহার জন্য কিরূপ পরিস্থিতিতে বিনিময়-হারের পরিবর্তন করা উচিত হইবে তাহা সর্বাগ্রে স্থির করা আবশ্যক, কিন্তু এরূপ কোন মাপকাঠি স্থির করা কঠিন। (৩) ইহাতে যদি বিনিময়-হার পরিবর্তন আবশ্যক বলিয়া স্থির হয় তাহা হইলে উহার কতটা পরিবর্তন যুক্তিসংগত হইবে, অবমূল্যায়ন বা অধিমূল্যায়ন করিতে হইলে উহা কতটা পরিমাণে করিলে ভারসাম্য আনিতে সক্ষম হইবে তাহা স্থির করাও সহজ নহে। (৪) ইহার আর একটি অসুবিধা হইল ইহাতে বিদেশী মুদ্রার বাজারে ফট্‌কাবাজির প্রবলতা ঘটিয়া সংকট সৃষ্টি করিতে পারে। (৫) সর্বশেষে, যদি দেশের সরকারগুলির হাতে বিনিময়-হার পরিবর্তনের চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকে তবে

75. Competitive exchange depreciation and manipulation.
76. Managed Flexibility. 77. Devaluation. 78. Revaluation.

এরূপ বিভিন্ন সরকারের স্বতন্ত্র নীতিগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় ঘটিবে কিভাবে, যদি কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার উপর সে ভার থাকে, তবে উহার **কর্তৃত্ব যে সকল** দেশগুলি মানিবে তাহারই বা সুনিশ্চয়তা কি, এই সকল সমস্যার উৎপত্তি ঘটে।

মুদ্রার অবমূল্যায়ন ও উহার ফলাফল[79]**: ১. মুদ্রার অবমূল্যায়ন কাহাকে বলে**[80]—যদি দেশীয় মুদ্রার সরকার কর্তৃক ঘোষিত নির্দিষ্ট স্বর্ণমূল্য থাকে এবং সরকার যদি উহার স্বর্ণমূল্যে হ্রাস করে তবে উহাকে মুদ্রার অবমূল্যায়ন বলা যায়। যেমন ভারত যখন আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারে সদস্যরূপে যোগ দেয় তখন ভারত সরকার ভাণ্ডারের নিকট টাকার স্বর্ণমূল্য ০·২৬৮৬০১ গ্রাম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঐ স্বর্ণমূল্য ৩০·৫% হ্রাস করিয়া ০·১৮৬৬২১ গ্রাম করা হয়। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে পুনরায় টাকার স্বর্ণমূল্য ৩৬·৫% হ্রাস করিয়া ০·১১৮৫ গ্রাম করা হয়। ইহা অবমূল্যায়নের দৃষ্টান্ত।

মুদ্রার অবমূল্যায়নের ফলে নূতন স্বর্ণমূল্য অনুসারে অন্য দেশীয় মুদ্রাগুলির সহিত (যাহাদের..স্বর্ণমূল্য হ্রাস করা হয় নাই) দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হারের পরিবর্তন ঘটে এবং বিদেশী মুদ্রায় দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হার হ্রাস পায় ও দেশীয় মুদ্রায় বিদেশী মুদ্রার বিনিময়-হার বৃদ্ধি পায়।

২. অবমূল্যায়ন ও বহির্বিনিময়-হার হ্রাসের পার্থক্য কি?[81]—মুদ্রার অবমূল্যায়ন ও বহির্বিনিময়-হার হ্রাসের মধ্যে মিল এই যে, উভয় ক্ষেত্রেই বিদেশী মুদ্রায় দেশের মান-মুদ্রার বিনিময়-হার হ্রাস পায়। কিন্তু উহাদের পার্থক্য এই যে, অবমূল্যায়ন বলিলে **সরকার কর্তৃক দেশীয় মানমুদ্রার পূর্ব ঘোষিত স্বর্ণমূল্যে হ্রাস** করা বুঝায়; কিন্তু বহির্বিনিময়-হার হ্রাসের দ্বারা বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ের বাজারে **চাহিদা-যোগানের শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায়** বিদেশী মুদ্রায় দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হারের হ্রাস প্রাপ্তি বুঝায়। প্রথমটি সরকারের সিদ্ধান্তের ফল, দ্বিতীয়টি চাহিদা-যোগানের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার ফল। কিন্তু উহাদের ফলাফল প্রায় একই।

৩. অবমূল্যায়নের উদ্দেশ্য কি?—মুদ্রার অবমূল্যায়নের দুইটি উদ্দেশ্য সমর্থনযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়,—(ক) লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত দূর করা, অথবা (খ) প্রত্যক্ষ-ভাবে আমদানি রপ্তানির সরকারী নিয়ন্ত্রণ কিংবা আমদানিশুল্কের সাহায্যে লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করিয়া রাখা হইলে, ঐ সকল সরকারী প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ বা শুল্ক প্রত্যাহার করা হইলে ঐ অনুকূল উদ্বৃত্ত বজায় রাখা। (গ) দেশে কর্মহীনতা দূর করিবার জন্য অনেক সময় অবমূল্যায়নের পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু এ বিষয়ে বিবেচ্য এই যে, যদি স্বল্পতর নিয়োগের সাহায্যে লেনদেনের উদ্বৃত্তে ভারসাম্য বজায় রাখা হইয়া থাকে, তবে পূর্ণনিয়োগ প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থনীতিক সম্প্রসারণ ঘটাইতে গেলে লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত দেখা দিবে। এইরূপ ক্ষেত্রে পূর্ণনিয়োগের স্তরে লেনদেনের ভারসাম্য রক্ষায় অবমূল্যায়ন সমর্থনযোগ্য। কিন্তু যদি স্বল্পতর নিয়োগস্তরেই দেশের লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্ত থাকে, তবে পূর্ণনিয়োগের স্তর পর্যন্ত নিয়োগ বৃদ্ধি করিতে গিয়া পাছে ঐ অনুকূল উদ্বৃত্ত হ্রাস পায় কিংবা লুপ্ত হয় এই আশংকায় ঐ অনুকূল উদ্বৃত্তটি বজায় রাখার জন্য অবমূল্যায়নের সাহায্য লওয়া অবাঞ্ছিত। কারণ ইহা প্রতিবেশীকে বঞ্চনার[82] নীতি ছাড়া আর কিছু নয়।

৪. অবমূল্যায়নের ফলাফল: আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্বৃত্তের ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের মূল বক্তব্য এই যে, যে কোন দু'টি দেশের মধ্যে লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্যটি একটি স্থির বা স্থায়ী ভারসাম্য[83]। সেহেতু, এই ভারসাম্য হইতে কোন বিচ্যুতি ঘটিলে উহার

79. Devaluation and its effects. 80. What is devaluation?
81. How does devaluation differ from exchange depreciation?
82. 'Beggar-my-neighbour' policy. 83. Stable Equilibrium.

ফলে এরূপ শক্তিসমূহের উৎপত্তি ঘটে যাহারা ঐ ভারসাম্য পুনরুদ্ধারে অগ্রসর হয়। ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব অনুযায়ী এই শক্তিগুলি হইল দামের পরিবর্তনে চাহিদার প্রতিক্রিয়া। স্বর্ণমানই থাকুক কিংবা মুদ্রার বহির্বিনিময়-হার নির্ধারণের অন্য যে কোন ব্যবস্থাই থাকুক, দামের পরিবর্তনে চাহিদার যে প্রতিক্রিয়া ঘটে তাহাই ভারসাম্যটি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং এক্ষেত্রে চাহিদার ও যোগানের দাম-স্থিতিস্থাপকতাই মুখ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এই বিষয়টি মনে রাখিয়া এবার আমরা অবমূল্যায়নের ফলাফল আলোচনা করিতে পারি। আমরা যদি ধরিয়া লই যে, কোন একটি দেশে লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত দূর করিবার উদ্দেশ্যে উহার মুদ্রার স্বর্ণমূল্য হ্রাস করা হইল, অর্থাৎ মুদ্রার অবমূল্যায়ন করা হইল, তাহা হইলে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, এই অবমূল্যায়নের ফলে,—(১) প্রথমে আমদানি ও রপ্তানি পণ্যগুলির দামের পরিবর্তন ঘটিবে এবং (২) উহাদের মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণের পরিবর্তন ঘটিবে। এইরূপে আমদানি ও রপ্তানি পণ্য-গুলির দামের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণে তাহা কিরূপ ও কতটা পরিমাণে পরিবর্তন ঘটাইতে (রপ্তানির মোট মূল্য--আমদানির মোট মূল্য) সক্ষম হইবে, তাহার উপরই ঐ অবমূল্যায়নের কার্যকারিতা বা সাফল্য নির্ভর করিবে।

সুতরাং অবমূল্যায়নের বিবেচনায় আমদানি-রপ্তানির চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতাগুলির জটিল সম্পর্কটি[৮৪] এবং চাহিদার পরিবর্তনের ফলে যে আয়-প্রতিক্রিয়া[৮৫] ঘটিবে বা আয়ের পরিবর্তন ঘটিবে সে বিষয়টি অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

(১) দামের পরিবর্তন বা দাম প্রতিক্রিয়া—অবমূল্যায়নের ফলে অবিলম্বে দামের যে পরিবর্তন ঘটিবে তাহা এই প্রকার,—(ক) **দেশীয় মুদ্রায়** রপ্তানি পণ্যের দাম অপরিবর্তিত থাকিবে কিন্তু যে অনুপাতে অবমূল্যায়ন ঘটিবে উহার অধিক অনুপাতে আমদানিপণ্যের দাম বাড়িবে। (খ) অবমূল্যায়নের অনুপাতে **বিদেশী মুদ্রায়** রপ্তানি পণ্যের দাম কমিবে কিন্তু আমদানিপণ্যের দাম অপরিবর্তিত থাকিবে।

দামের এই পরিবর্তনগুলি আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ কিভাবে ও কতটা পরিবর্তন করিয়া বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত[৮৬]কে প্রভাবিত করিতে পারে তাহা অবমূল্যায়নকারী দেশে চারি প্রকারের স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করিবে,—(ক) রপ্তানির জন্য বিদেশী চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা; (খ) রপ্তানিপণ্যের দেশীয় যোগানের স্থিতিস্থাপকতা; (গ) আমদানি-পণ্যের দেশীয় চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা; এবং (ঘ) আমদানিপণ্যের বিদেশী যোগানের স্থিতিস্থাপকতা।

(ক) ও (গ). রপ্তানির জন্য বিদেশী চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এবং আমদানির জন্য দেশীয় চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা—আমরা যদি ধরিয়া লই যে, অবমূল্যায়নের দরুন আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের দাম উহার স্ব স্ব মুদ্রায় অপরিবর্তিত রহিল, তাহা হইলে, অবমূল্যায়নের ফলে বিদেশী মুদ্রায় উহাদের দামের যে পরিবর্তন ঘটিবে তাহাতে উহাদের ক্রেতাদের (বিদেশীদের) প্রতিক্রিয়া নির্ভর করিবে আমদানি ও রপ্তানির জন্য তাহাদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। অবমূল্যায়ন সফল হইতে হইলে, রপ্তানি দ্বারা অর্জিত বিদেশী মুদ্রার পরিমাণটি বেশি হওয়া আবশ্যক (অন্ততঃ পূর্বের সমপরিমাণ থাকা চাই) এবং আমদানির দরুন বিদেশী মুদ্রার ব্যয়ের পরিমাণটি পূর্বের অপেক্ষা কম হওয়া আবশ্যক। প্রথমটি সম্ভব করিতে হইলে রপ্তানিপণ্যের বিদেশী চাহিদা যথেষ্ট স্থিতিস্থাপক হওয়া চাই ($Ed>1$ কিংবা অন্ততঃ $Ed=1$), তবেই রপ্তানি বাড়িবে ও বেশি বিদেশী মুদ্রা উপার্জিত হইবে। আর দ্বিতীয়টির জন্য, আমদানিপণ্যের দেশীয় চাহিদা যত বেশি

84. The complex relationship of elasticities of demand for and supply of imports and exports.
85. The income-effects resulting from changes in demand.
86. Balance of Trade or Trade Balance.

স্থিতিস্থাপক হইবে ততই আমদানি কমিবে এবং বিদেশী মুদ্রার ব্যয় কম হইবে [অন্ততঃ আমদানির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা শূন্যের বেশি ($Ed>0$) হইলেই চলিতে পারে কারণ প্রথম দিকে বিদেশী মুদ্রায় আমদানিপণ্যের দাম অপরিবর্তিত থাকিলে, চাহিদার পরিমাণ যতটুকু কমিবে বিদেশী মুদ্রার ব্যয়ও ততটুকু কমিবে]। (সাধারণত যন্ত্রশিল্পজাত রপ্তানি ও বিলাসদ্রব্যের চাহিদা বেশি স্থিতিস্থাপক এবং খাদ্য ও কাঁচামালের চাহিদা বেশি অস্থিতিস্থাপক হয়।)

(খ) ও (ঘ). রপ্তানিপণ্যের দেশীয় যোগানের স্থিতিস্থাপকতা এবং আমদানিপণ্যের বিদেশী যোগানের স্থিতিস্থাপকতা—রপ্তানিপণ্যের ক্ষেত্রে, যদি রপ্তানিপণ্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কম হয় ($Ed<1$) তাহা হইলে, (বিদেশী মুদ্রায় দাম কমিয়া যাওয়া সত্ত্বেও, চাহিদার পরিমাণ-বৃদ্ধির সম্ভাবনা বেশি না থাকায়) রপ্তানিপণ্যের যোগানের স্থিতিস্থাপকতাও কম হইলে সুবিধা হইবে, কারণ তাহাতে যোগান-দাম বাড়িবে এবং তাহার ফলে রপ্তানি পণ্যের চাহিদার অস্থিতিস্থাপকতার অসুবিধাটি কাটাইয়া বিদেশী মুদ্রার উপার্জনের পরিমাণটি খানিক বাড়ান সম্ভব হইবে। যদি রপ্তানিপণ্যের বিদেশী চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সমানুপাতিক হয় ($Ed=1$) তবে, অবমূল্যায়ন অনুসারে যে অনুপাতে বিদেশী মুদ্রায় রপ্তানিপণ্যের দাম কমিবে, সে অনুপাতে উহার বিদেশী চাহিদাও বাড়িবে এবং সে কারণে বিদেশী মুদ্রার মোট উপার্জনও অপরিবর্তিত থাকিবে। তাহাতে দেশীয় মুদ্রায় রপ্তানিপণ্যের দামও অপরিবর্তিত থাকিবে এবং সে কারণে উহা রপ্তানিপণ্যের যোগানের স্থিতিস্থাপকতার দ্বারা প্রভাবিত হইবে না। কিন্তু, রপ্তানিপণ্যের বিদেশী চাহিদা যদি অধিক স্থিতিস্থাপক হয় ($Ed>1$), তাহা হইলে উহার যোগান যত বেশি স্থিতিস্থাপক হইবে ততই উহার রপ্তানি বাড়িবে এবং ততই অধিক পরিমাণে বিদেশী মুদ্রা উপার্জন করা সম্ভব হইবে। কিন্তু চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বেশি হওয়া সত্ত্বেও, যোগান যদি অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে যোগানদাম বাড়িবে এবং তাহা বিদেশী চাহিদা বৃদ্ধিকে ক্ষুণ্ণ করিয়া অধিকতর বিদেশী মুদ্রা উপার্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করিবে।

আমদানিপণ্যের ক্ষেত্রে যদি আমদানিপণ্যের বিদেশী যোগান অসীম-স্থিতিস্থাপক হয়, তবে বিদেশী মুদ্রায় উহার দামে কোন পরিবর্তন হইবে না এবং সেক্ষেত্রে, অবমূল্যায়নের অধিক অনুপাতে দেশীয় মুদ্রায় আমদানিপণ্যের দাম বাড়িবে। কিন্তু যদি বিদেশী যোগান কম-স্থিতিস্থাপক হয় ($Es<1$) তবে, অবমূল্যায়নের ফলে উহার চাহিদা কমিলে (দেশীয় মুদ্রায় দাম বৃদ্ধির দরুন) উহার বিদেশী উৎপাদনও কমিবে এবং সেহেতু উহার যোগানদামও কমিবে এবং তাহাতে অবমূল্যায়ন অপেক্ষা কম অনুপাতে দেশীয় মুদ্রায় উহার দাম বাড়িবে। সুতরাং যদি আমদানিপণ্যের দেশীয় চাহিদার কম স্থিতিস্থাপকতার ($Ed<1$) সহিত উহার যোগানের স্থিতিস্থাপকতাও কম হয় ($Es<1$) কিংবা যদি আমদানিপণ্যের দেশীয় চাহিদার অধিক-স্থিতিস্থাপকতার ($Ed>1$) সহিত উহার যোগানও অধিক-স্থিতিস্থাপক হয় ($Es>1$) তবে অবমূল্যায়ন সুফল দেয়।

কিন্তু, আমদানি ও রপ্তানির যোগানের স্থিতিস্থাপকতা শুধু যে অবমূল্যায়নকারী দেশে আমদানি ও রপ্তানিপণ্যের দামেই পরিবর্তন ঘটায় তাহা নহে, উহারা ঐ দেশের অভ্যন্তরে দেশীয় অন্যান্য প্রতিযোগী পণ্যাদির এবং বিদেশের বাজারে প্রতিযোগী পণ্যের দামেও পরিবর্তন ঘটায়। অভ্যন্তরীণ বাজারে আমদানিপণ্যের চাহিদা কমিলে উহার প্রতিযোগী দেশীয় পণ্যের চাহিদা এবং দাম বাড়ে এবং বিদেশের বাজারে রপ্তানিপণ্য বিদেশী প্রতিযোগী পণ্যগুলির চাহিদা এবং দাম কমায়।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, এই সকল প্রতিযোগী পণ্যগুলির যোগান যত স্থিতিস্থাপক হইবে, অবমূল্যায়ন ততই বেশি কার্যকর হইবে। বিদেশী মুদ্রায় রপ্তানিপণ্যের দাম কমিলে উহার চাহিদা যতটা বাড়ে, বিদেশে উহার প্রতিযোগী দেশীয় পণ্যের যোগান অধিক-স্থিতিস্থাপক হইলে, ঐ রপ্তানিপণ্যের চাহিদা আরও বেশি বাড়তে পারে। আর

আমদানিপণ্যের চাহিদা বিশেষ কমিতে পারে যদি, উহার প্রতিযোগী দেশীয় পণ্যের যোগান বেশি স্থিতিস্থাপক হয় (কারণ তাহাতে দেশীয় পণ্যের দাম না বাড়াইয়া উহার যোগান বাড়ান সম্ভব হইবে)।

(২) **আয়ের পরিবর্তন বা আয়-প্রতিক্রিয়া**[৮৭]**ঃ** অবমূল্যায়নের ফলে যদি আমদানি ও রপ্তানিকারী দেশে মোট চাহিদা[৮৮] অপরিবর্তিত না থাকে, তবে অবমূল্যায়নের দরুন উভয় দেশেই আয়-প্রতিক্রিয়া অনিবার্য। কারণ, অবমূল্যায়ন যদি লেনদেনের উদ্বৃত্তে পরিবর্তন ঘটাইতে সমর্থ হয়, তবে উহার দরুন উভয় দেশেই মোট আয়ের পরিবর্তন ঘটিবে এবং তাহা আবার লেনদেনের উদ্বৃত্তে গৌণ পরিবর্তন[৮৯] ঘটাইবে। **ক** দেশের লেনদেনের উদ্বৃত্ত অনুকূল হইলে উহার আয়ের স্তর বাড়িবে এবং **খ** দেশের আয়ের স্তর কমিবে। ইহাতে, **ক** দেশে আমদানি-প্রবণতা অনুসারে, আয় বৃদ্ধির দরুন উহার আমদানি বাড়িবে। সুতরাং **ক** দেশে একদিকে অবমূল্যায়নের দরুন আমদানি কমিবে এবং অপর দিকে লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্তের দরুন আয়-প্রতিক্রিয়ার ফলে আমদানি খানিক বাড়িবে। তেমনি **খ** দেশে প্রতিকূল উদ্বৃত্তের দরুন উহার আয়স্তর কমিবে এবং সেহেতু উহার আমদানিও কমিবে। ইহাতে আবার **খ** দেশের নিকট **ক** দেশের রপ্তানি কমিবে, এইভাবে, অবমূল্যায়ন একদিকে রপ্তানি-বৃদ্ধি ও আমদানি-সংকোচ ঘটায়, অপর দিকে আয়-প্রতিক্রিয়া উহাতে বাধা দেয়। ফলে শেষ পর্যন্ত অবমূল্যায়নের চূড়ান্ত ফলটি অবমূল্যায়নকারী দেশের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম অনুকূল হয়।

৫. অবমূল্যায়নের সাফল্যের শর্তাবলীঃ ১. আমদানিপণ্যের জন্য দেশীয় চাহিদা স্থিতিস্থাপক হওয়া আবশ্যক এবং এজন্য তৎসহ আমদানিপণ্যের প্রতিযোগী দেশীয় পণ্যের (আমদানি-পরিবর্তক পণ্য[৯০]) যোগান স্থিতিস্থাপক হওয়া আবশ্যক।

২. রপ্তানিপণ্যের জন্য বিদেশী চাহিদা স্থিতিস্থাপক হওয়া আবশ্যক এবং বিদেশের বাজারে রপ্তানিপণ্যের প্রতিযোগী বিদেশী পণ্যের যোগান স্থিতিস্থাপক হওয়া প্রয়োজন। রপ্তানিপণ্যের যোগান যত স্থিতিস্থাপক হইবে অবমূল্যায়নের ফলাফল তত সন্তোষজনক হইবে।

৩. বাণিজ্যের যে প্রতিকূল উদ্বৃত্ত দূর করিবার জন্য অবমূল্যায়নের সাহায্য লওয়া হইবে তাহার পরিমাণ যেন অধিক না হয়।

যদি আমদানিপণ্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয় এবং উহা খণ্ডনের জন্য রপ্তানি-পণ্যের বিদেশী চাহিদা যদি যথেষ্ট স্থিতিস্থাপক না হয়, তবে অবমূল্যায়নের দ্বারা লেন-দেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত দূর করা সম্ভব হইবে না, বরং উহা বাড়িবে।

৪. অন্যান্য প্রতিযোগী দেশ উহাদের মুদ্রার অবমূল্যায়ন করিবে না। যদি প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলিও এই পথ গ্রহণ করে, তবে স্বদেশী মুদ্রার অবমূল্যায়নের কার্যকারিতা সে অনুপাতে কমিবে।

৫. যে দেশের আমদানি-প্রবণতা অত্যন্ত বেশি, তথায়, আয়-প্রতিক্রিয়া অবমূল্যায়নের সুফল ক্ষুণ্ণ করিতে পারে এবং তাহা খণ্ডনের জন্য সরকারের পক্ষ হইতে পূরক ফিসক্যাল নীতির[৯১] দ্বারা দেশের আয়স্তর স্থির রাখা প্রয়োজন হইতে পারে।

৬. প্রত্যক্ষ সরকারী হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ দ্বারা ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠাঃ লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত দূর করিবার জন্য দেশের সরকারের পক্ষ হইতে আধুনিক কালে ক্রম-বর্ধমান পরিমাণে লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের বিভিন্ন খাতের লেনদেন নিয়ন্ত্রণ করা হইতেছে। এই সকল প্রত্যক্ষ সরকারী হস্তক্ষেপমূলক ব্যবস্থাগুলিকে তিনটি প্রধান

87. Income-effect.
88. Aggregate Demand.
89. Secondary changes.
90. Import-substitute.
91. Compensating Fiscal Policy.

শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ—(ক) আর্থিক নিয়ন্ত্রণ (মুদ্রাবিনিময়-নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সহিত দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ের বিবিধ হার নির্ধারণ, ফিসক্যাল নীতি প্রয়োগ ইত্যাদি); (খ) বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণ (আমদানি-রপ্তানির পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ, আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী[৯২], রাষ্ট্রায়ত্ত বৈদেশিক বাণিজ্য ইত্যাদি); এবং (গ) মূলধনী চলাচল-নিয়ন্ত্রণ।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা ইহাদের মধ্যে মুদ্রাবিনিময়-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

92. Embargos.

১৫

মুদ্রার বহির্বিনিময় হার
THE RATE OF EXCHANGE

[**আলোচিত বিষয়ঃ** মুদ্রার বহির্বিনিময়ের হার কাহাকে বলে—বিদেশী মুদ্রা ও বিদেশী মুদ্রার বাজার—মুদ্রা-বিনিময়ের ভারসাম্য-হার—মুদ্রার বহির্বিনিময়ের হার কিভাবে নির্ধারিত হয়—স্বর্ণমান—কাগজী মুদ্রামান ঃ ক্রয়ক্ষমতার সমতার তত্ত্ব—আধুনিক তত্ত্ব ঃ লেনদেনের উদ্বৃত্তের তত্ত্ব—বিনিময়-হারের ওঠানামার কারণ—মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ।]

মুদ্রার বহির্বিনিময়ের হার কাহাকে বলে?
WHAT IS AN EXCHANGE RATE?

মুদ্রা বা অর্থের মূল্য দুই প্রকারের। একটি হইল স্বদেশের অভ্যন্তরে উহার অভ্যন্তরীণ বিনিময়-মূল্য[1], অপরটি হইল দেশের বাহিরে উহার বহির্বিনিময়-মূল্য[2]। মুদ্রার অভ্যন্তরীণ বিনিময়-মূল্য দ্বারা উহার অভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতা[3] বুঝায়। দেশের ভিতরে মুদ্রার একটি একক দ্বারা (যেমন, ভারতে ১ টাকা) যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা যায়, উহাই মুদ্রার অভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতা বা অভ্যন্তরীণ মূল্য। ইহা দেশের অভ্যন্তরীণ দামস্তরের বিপরীত। আর, মুদ্রার বহির্বিনিময়-মূল্য দ্বারা দেশের বাহিরে দেশীয় মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা[4] বুঝায়। দেশের বাহিরে, বিদেশে, সরাসরি এক দেশের মুদ্রার দ্বারা অপর দেশের দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা যায় না, কারণ এক দেশের মুদ্রা অপর দেশে চলে না বা গ্রহণযোগ্য নয়। সেহেতু, অন্য যে দেশের দ্রব্যসামগ্রী কিনিতে হইবে, প্রথমে সে দেশের মুদ্রায় স্বদেশের মুদ্রা ভাঙ্গাইতে হয়, অর্থাৎ বিদেশী মুদ্রার সহিত স্বদেশী মুদ্রা বিনিময় করিয়া বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ করিতে হয়। যে হারে স্বদেশী মুদ্রার সহিত বিদেশী মুদ্রার বিনিময় ঘটে, তাহাই স্বদেশী মুদ্রার বহির্বিনিময়-হার। দেশের বাহিরে দেশীয় মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা বলিলে মুদ্রার এই হারকেই বুঝায়। সুতরাং **এক একটি এককের বিনিময়ে অপর দেশের মুদ্রা যে পরিমাণে ক্রয় করা যায়, তাহাই উহাদের মধ্যে বহির্বিনিময়ের হার বলিয়া গণ্য করা হয়।** সংক্ষেপে বলা যায় যে **মুদ্রার বহির্বিনিময়-হার হইল এক দেশের মুদ্রায় অপর দেশের মুদ্রার দাম।** সুতরাং এক দেশের মুদ্রার বহির্বিনিময়-হার বা উহার দাম সর্বদাই অপর দেশের মুদ্রায় প্রকাশিত হয় (যেমন অর্থের অভ্যন্তরীণ মূল্য দ্রব্যসামগ্রীর দ্বারা প্রকাশ পায়)। ভারতের ১ টাকায় যদি ১৩টি মার্কিন সেন্ট পাওয়া যায় কিংবা ১ শিলিং বৃটিশ মুদ্রা পাওয়া যায়, তবে ভারত ও মার্কিন দেশ ও বৃটেনের মধ্যে মুদ্রা-বিনিময়ের হার হইল, ১ টাকা=১৩ সেন্ট ও ১ টাকা=১ শিলিং। অন্যভাবে বলা যায় যে, অপর দেশের নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রার (বিদেশী মুদ্রা) উপর নিজ দাবি সৃষ্টি করিতে হইলে (অর্থাৎ উহা কিনিতে হইলে) উহার দাম বাবদ যে পরিমাণ দেশীয় মুদ্রার উপর নিজ দাবি ত্যাগ করিতে হয় তাহাই দুই দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার।

1. Internal value of money.
2. External value.
3. Internal purchasing power.
4. External purchasing power.

বিদেশী মুদ্রা ও বিদেশী মুদ্রার বাজার
FOREIGN EXCHANGE AND FOREIGN EXCHANGE MARKET

'ফরেন এক্সচেঞ্জ' কথাটির দ্বারা সচরাচর বিদেশী মুদ্রাকে বুঝান হয় এবং এক দেশের মুদ্রার সহিত অপরাপর দেশের মুদ্রার বিনিময় লইয়া বিদেশী মুদ্রার বাজার গঠিত হয়। অর্থাৎ যে বাজারে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার ক্রয়বিক্রয় (বিনিময়) ঘটে তাহাই বিদেশী মুদ্রার বাজারে এবং এই বাজারে যে হারে এক দেশের মুদ্রার সহিত অন্যান্য দেশের মুদ্রার বিনিময় ঘটে তাহাই বিদেশী মুদ্রার বাজারে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার পারস্পরিক বিনিময়-হার। সাধারণ বাজারের পণ্য হইতেছে নানারূপ দ্রব্যসামগ্রী। তেমনি বিদেশী মুদ্রার বাজারে পণ্য হইল পরস্পরের সহিত বিনিময়যোগ্য বিভিন্ন দেশের মুদ্রাসমূহ। পণ্যের দামের মতই এই বাজারেও (যদি তাহা নিয়ন্ত্রিত না হয়) বিভিন্ন দেশের মুদ্রার দাম বা বিনিময়-হার উহাদের পারস্পরিক চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে ও উহাদের দ্বারা নির্ধারিত হয়। যে মুদ্রার চাহিদার তুলনায় উহার যোগান বেশি উহার বিনিময়-হার বা দাম কমে এবং যে মুদ্রার চাহিদার তুলনায় যোগান কম, উহার বিনিময়-হার বা দাম বাড়ে। যেহেতু, এই বাজারে এক দেশের মুদ্রার সহিত অপর দেশের মুদ্রার বিনিময় ঘটে এবং এক দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার অপর দেশের মুদ্রায় প্রকাশ পায়, সেহেতু, যে দুইটি মুদ্রার বিনিময় ঘটিতেছে, উহাদের একটির বিনিময়-হারের (বা দামের) বৃদ্ধির অর্থ হইতেছে অপরটির বিনিময়-হারের (বা দামের) হ্রাস। সেজন্য টাকা ও পাউন্ড-স্টার্লিংয়ের বাজারে, টাকার বিনিময়-হারের বৃদ্ধি ঘটিলে পাউন্ড-স্টার্লিংয়ের বিনিময়-হারের হ্রাস বুঝায় এবং টাকার বিনিময়-হার কমিয়াছে বলিলে পাউন্ড-স্টার্লিংয়ের বিনিময়-হার বাড়িয়াছে বুঝায়।

মুদ্রা-বিনিময়ের ভারসাম্য-হার
THE EQUILIBRIUM RATE OF EXCHANGE

পণ্যের বাজারে যেমন, অতি স্বল্পকালীন সময়ে বা দৈনন্দিন বাজারে, চাহিদা-যোগানের অবস্থা অনুসারে পণ্যের বাজারদাম ওঠানামা করে। পণ্যের ঐ বাজার দাম কিন্তু উহার স্বাভাবিক দাম নয়। তবে ঐ বাজারদামের গতি থাকে স্বাভাবিক বা ভারসাম্য-দামের দিকে। তেমনি বিদেশী মুদ্রার দৈনন্দিন বাজারে চাহিদা-যোগানের সাময়িক অবস্থা অনুসারে মুদ্রার বহির্বিনিময়-হারের দৈনন্দিন ওঠানামা ঘটিলেও, তাহা ভারসাম্য বিনিময়-হার নয়। **মুদ্রার ভারসাম্য বিনিময়-হার হইল উহার স্বাভাবিক বিনিময়-হার বা এক মুদ্রায় প্রকাশিত অপর মুদ্রার স্বাভাবিক দাম।**

মুদ্রার এই ভারসাম্য বিনিময়-হার বলিতে ঠিক কি বুঝায় বা উহার সংজ্ঞা কি হইবে, তাহা লইয়া মতপার্থক্য আছে। কোন কোন অর্থবিজ্ঞানীর মতে, মুদ্রার ভারসাম্য বিনিময় হার বলিলে, বিনিময়ের এরূপ হার বুঝায়, "যাহা, কোন একটি নির্দিষ্ট সময়কালে লেন-দেনের উদ্বৃত্তে ভারসাম্য বজায় রাখে।"[5] কিন্তু, আবার কাহারও কাহারও মতে ইহা ভারসাম্য-হারের যথার্থ বা যথেষ্ট সংজ্ঞা নয়। স্কামেলের মতে, মুদ্রা-বিনিময়ের "ভারসাম্য হার বলিলে এরূপ একটি হার বুঝায় যাহার দরুন, যে কোন একটি নির্দিষ্ট সময় কালে যখন দেশে পূর্ণনিয়োগ বজায় রাখা হইয়াছে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে বা লেনদেনের উদ্বৃত্ত হস্তান্তরে কোন বিধিনিষেধ ছিল না, সে সময়ে, দেশের স্বর্ণ বা বিদেশী মুদ্রার সংরক্ষিত তহবিলে কোন নীট পরিবর্তন ঘটে না।"[6]

অধ্যাপক হ্যামের মতে, ভারসাম্য বিনিময়-হার বলিতে এরূপ হার বুঝাইবে, যাহাতে, (১) দেশে কর্মহীনতা না বাড়ে, (২) দেশে অর্থনীতিক স্থিতি থাকে, (৩) দেশের সংরক্ষিত

---

5. *'that rate which, over a certain period of time, keeps the balance of payments in equilibrium.'* Nurkse, Ragner.
6. *International Monetary Policy.* Scammell, W.M.

স্বর্ণ ও বিদেশী মুদ্রা তহবিলের ঘাট্‌তি না হয়, এবং (৪) তাহাতে যেন বৈদেশিক বাণিজ্যে দেশের কৃত্রিম সুবিধা বা অসুবিধা না ঘটে।[৭]

মুদ্রা-বিনিময়ের এই ভারসাম্য-হার কি করিয়া নির্ধারিত হয় সে বিষয়ে তিনটি তত্ত্ব আছে: প্রথমটি হইল ক্লাসিক্যাল স্বর্ণমানতত্ত্ব, দ্বিতীয়টি হইল ক্রয়-ক্ষমতার সমতার তত্ত্ব এবং তৃতীয়টি হইল আধুনিক তত্ত্ব (লেনদেনের উদ্বৃত্তের তত্ত্ব)।

মুদ্রা-বিনিময়ের ভারসাম্য-হার কিভাবে নির্ধারিত হয়
HOW THE EQUILIBRIUM RATE OF EXCHANGE IS DETERMINED

১. স্বর্ণমানে দু'টি মুদ্রার স্বর্ণমূল্যের অনুপাতে উহাদের ভারসাম্য বিনিময়-হার স্থির হয়: স্বর্ণমানতত্ত্ব: পরস্পরের সহিত বাণিজ্যে লিপ্ত দু'টি দেশেই স্বর্ণমান থাকিলে উহাদের প্রত্যেকের মুদ্রার মধ্যে যে পরিমাণ খাঁটি সোনা আছে উহার মূল্যের অনুপাতের দ্বারা উহাদের মধ্যে বিনিময়ের হার নির্ধারিত হইবে। যদি ভারতের ১টি সোনার টাকায় ২০ গ্রাম সোনা থাকে এবং ১টি মার্কিন ডলারে ১০০ গ্রাম সোনা থাকে তবে টাকা ও ডলারের বিনিময়-হার হইবে:

$$১ \text{ টাকা} = \frac{২০}{১০০} = \frac{১}{৫} \text{ ডলার} = ২০ \text{ সেণ্ট}$$

$$\text{কিংবা } ১ \text{ ডলার} = \frac{১০০}{২০} = ৫ \text{ টাকা}$$

এই ভাবে স্বর্ণমান ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে দুই দেশের টাকার স্বর্ণমূল্যের অনুপাতে উহাদের বিনিময়-হার নির্ধারিত হয় এবং এইরূপে নির্ধারিত বিনিময়-হারকে বিনিময়ের টাঁকশালের দর বা স্বর্ণসমতা-হার[৮] বলে। তবে, ইহার দ্বারা বিদেশী মুদ্রা-বিনিময়ের বাজারে যে সর্বদাই ১ টাকা=২০ ডলার দরে টাকা ও ডলারের কেনাবেচা হইবে তাহা বুঝায় না। তথায় প্রত্যহ টাকা ও ডলারের চাহিদা-যোগান অনুসারে উহাদের বিনিময়-হার ওঠানামা করিবে, কিন্তু উহা কখনই বেশি হইতে পারে না। ওঠানামা সত্ত্বেও বিনিময়ের বাজারদর স্বর্ণসমতা-হারের কাছাকাছি থাকে। কারণ স্বর্ণমানে, দুই দেশের মধ্যে সোনার অবাধ চলাচল থাকায় বিনিময়ের বাজারদর স্বর্ণসমতা-হার অপেক্ষা অনেক বেশি বা কম হইলে, প্রত্যক্ষ বিনিময়ে লোকসান এড়াইবার জন্য সরাসরি টাকা দিয়া ডলার বা ডলার দিয়া টাকা না কিনিয়া যাহাদের ডলার প্রয়োজন (অর্থাৎ ভারতীয় আমদানিকারীরা) তাহারা মার্কিন দেশে ভারত হইতে সোনা পাঠাইয়া অথবা যাহাদের টাকা প্রয়োজন (অর্থাৎ মার্কিন আমদানি-কারীরা) তাহারা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে) ভারতে সোনা পাঠাইয়া নিজেদের মধ্যে দেনা-পাওনার নিষ্পত্তি করিবে। ফলে সরাসরি টাকা বা ডলারের অতিরিক্ত চাহিদা সোনার বাজারে চলিয়া গেলে, বিনিময়ের বাজারে টাকা ও ডলারের চাহিদা ও যোগান পরস্পরের স্বাভাবিক সাম্যে থাকিবে এবং বাস্তব বিনিময়-হার সর্বদাই স্বর্ণসমতা-হারের কাছাকাছি থাকিবে।

ভারত হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১০০ গ্রাম সোনা পাঠাইতে যদি ১ টাকা (=২০ সেণ্ট) বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে ১০০ গ্রাম সোনা পাঠাইতে যদি ২০ সেণ্ট (=১ টাকা) খরচ পড়ে, তবে বিদেশী মুদ্রা বিনিময়ের বাজারে টাকা ও ডলারের বাজারদর ১ ডলার=৬ টাকার বেশি এবং ১ ডলার=৪ টাকার কম হইতে পারিবে না। কারণ যদি ভারতে বিদেশী মুদ্রা বিনিময়ের বাজারে কখনও ১ ডলার=৭ টাকা দাঁড়ায় (অর্থাৎ ডলারের দাম বাড়িয়া ও টাকার দাম কমিয়া) তবে যে সকল ভারতীয় আমদানিকারীদের মার্কিন ডলার দরকার, তাহারা প্রতি ডলার কিনিতে ৭ টাকা খরচ না করিয়া যদি দেশের সরকারের নিকট হইতে ৫ টাকা দিয়া ১০০ গ্রাম সোনা কিনিয়া উহা মার্কিন দেশে পাঠাইয়া তাহাদের ১ ডলার

7. *Economics of Money and Banking*, Halm, G. N.
8. Mint par of exchange.

পরিমাণ দেনা শোধ করে তবে, ঐ ১০০ গ্রাম পাঠাইতে ১ টাকা খরচ পড়িবে ও ১ ডলার পরিমাণ দেনা শোধ করিতে মোট খরচ পড়িবে ৫ টাকা+১ টাকা=৬ টাকা। সুতরাং মুদ্রা-বিনিময়ের বাজারে ডলারের যোগানের তুলনায় উহার চাহিদা বেশি হইবার ফলে (বা বিপরীত দিক হইতে দেখিলে টাকার চাহিদার তুলনায় টাকার যোগান বেশি হইলে), ১ ডলার=৭ টাকা দর হইলে কেহই সরাসরি টাকা দিয়া ডলার না কিনিয়া ভারতে সোনা কিনিয়া তাহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করিয়া তাহাদের দেনা শোধ করিবে। ইহাতে প্রতি ডলার কিনিতে তাহাদের ১ টাকা বাঁচিবে। ইহার ফলে, ডলারের অতিরিক্ত চাহিদা সোনার বাজারে স্থানান্তরিত হইবে এবং ডলার ও টাকার বিনিময়-হার ১ ডলার=৬ টাকার বেশি (অর্থাৎ স্বর্ণসমতা-হার ৫ টাকা+সোনা পাঠাইবার খরচ ১ টাকা) হইতে পারিবে না। ডলার ও টাকার বিনিময়-হার ৬ টাকার বেশি হইলে ভারত হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সোনা রপ্তানি শুরু হইবে বলিয়া এই হারটি ভারতের স্বর্ণরপ্তানি-বিন্দু[9] ও মার্কিন দেশের স্বর্ণআমদানি-বিন্দু[10]।

অপর দিকে, মার্কিন দেশে ডলার ও টাকার বিনিময়-হার যদি কমিয়া ১ ডলার=৩ টাকা দাঁড়ায়, তবে বিপরীত ঘটনা ঘটিবে। কারণ তখন যে সকল মার্কিন আমদানিকারীদের টাকা প্রয়োজন, তাহারা প্রতি ১ ডলার দিয়া ৩ টাকা না কিনিয়া মার্কিন টাঁকশাল হইতে ১ ডলারের বিনিময়ে ১০০ গ্রাম সোনা কিনিয়া তাহা ভারতে পাঠাইলে, উহা হইতে পাঠাইবার খরচ বাদ দিলে ৮০ গ্রাম সোনা দিয়া ভারতে ৪ টাকা সংগ্রহ করিতে অর্থাৎ ৪ টাকার পরিমাণ দেনা শোধ করিতে পারিবে। অর্থাৎ ১ ডলার=৪ টাকা হইবে। তাহাতে তাহাদের ২০ সেন্ট লোকসান বাঁচিবে (কারণ ১ ডলার সরাসরি টাকায় ভাঙ্গাইলে তাহা মাত্র ৬০ সেন্টের সমান হইত, যেহেতু ১ টাকা=২০ সেন্ট)। অতএব ডলার ও টাকার বিনিময়-হার কখনও ১ ডলার=৪ টাকার কম হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে সোনা আমদানি শুরু হইবে, এজন্য বিনিময় ঐ হার (স্বর্ণসমতা-হার ৫ টাকা—সোনা পাঠাইবার খরচ ১ টাকা বা ২০ সেন্ট) ভারতের পক্ষে স্বর্ণআমদানি-বিন্দু ও মার্কিন দেশের স্বর্ণরপ্তানি-বিন্দু।

এইভাবে, স্বর্ণমানে দুটি মুদ্রার স্বর্ণমূল্যের অনুপাতে উহাদের বিনিময়-হার আপনাআপনি নির্ধারিত হয় এবং তখন স্বর্ণরপ্তানি-বিন্দু (স্বর্ণসমতা-হার+সোনা পাঠাইবার খরচ) এবং স্বর্ণআমদানি-বিন্দুর (স্বর্ণসমতা-হার—সোনা আনাইবার খরচ) নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে মুদ্রা-বিনিময়ের বাজারে দুটি মুদ্রার দৈনন্দিন বিনিময়-হার উহাদের প্রাত্যহিক চাহিদা-যোগানের অবস্থা অনুযায়ী সীমাবদ্ধভাবে ওঠানামা করে। এজন্য স্বর্ণমানে দুটি মুদ্রার বিনিময়-হারের ওঠানামার পরিমাণ বেশি হইতে পারে না।

২. কাগজী মুদ্রামানে বিদেশী মুদ্রা-বিনিময়ের বাজারটি সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত না হইলে ও দুই দেশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য চলিলে, দুটি মুদ্রার অভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার অনুপাতে উহাদের ভারসাম্য বিনিময়-হার নির্ধারিত হয়ঃ ক্রয়ক্ষমতার সমতার তত্ত্ব[11]ঃ দুই দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার যদি স্থিতিশীল হইতে হয় (যেমন স্বর্ণমানে) তাহা হইলে, উহাদের পরস্পরের জাতীয় আয়ের স্তরের মধ্যে এরূপ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়োজন হয় যেন তাহাতে উহাদের পরস্পরের আমদানি রপ্তানির সমতা থাকে এবং মুদ্রা-বিনিময়ের ঐ হারটি কার্যকর হইতে পারে। কিন্তু, যদি দেশ দুইটি স্বর্ণমানে না থাকে, উহাদের মুদ্রামান যদি কাগজী মুদ্রামান হয় এবং বিদেশী মুদ্রা-বিনিময়ের বাজারটি যদি সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত না হয় ও উহাদের মধ্যে যদি অবাধ বাণিজ্য থাকে তাহা হইলে, উহাদের মুদ্রা দুইটির বিনিময়ের পুরাতন হারটি যদি উহাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্য রক্ষায় অক্ষম হইয়া পড়ে, এবং সে কারণে নূতন হার নির্ধারণের প্রয়োজন হয় তবে, কি ভাবে ও কোন্ কোন্ শক্তির ভিত্তিতে উহাদের মুদ্রা দুইটির নূতন ভারসাম্য-হার নির্ধারণ করা উচিত?

9. Gold-Export point. 10. Gold-import point.
11. Theory of Purchasing Power Parity.

প্রথম মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর প্রধান প্রধান দেশগুলি এই সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিল। শান্তিপ্রতিষ্ঠার পর যখন বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আরম্ভ হইল তখন নূতন করিয়া উহাদের মধ্যে মুদ্রার বিনিময়-হার নির্ধারণ প্রয়োজন হইয়া পড়িল। দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধপূর্বকালের বিনিময়-হারে ফিরিয়া যাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু তাহাতে অসুবিধা ছিল এই যে, যুদ্ধকালে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মাত্রায় মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছিল। সুতরাং পুরাতন বিনিময়-হারে, মুদ্রা-বিনিময় চলিলে, যে দেশে বেশি মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছে উহার রপ্তানি কম ও আমদানি বেশি হইবে আর যে দেশে মুদ্রাস্ফীতি কম ঘটিয়াছে উহার আমদানি কম ও রপ্তানি বেশি হইবে। কোন দেশেরই আমদানি-রপ্তানি তথা আন্তর্জাতিক লেনদেনে ভারসাম্য থাকিবে না। এই সময়ে সুইডীয় অধ্যাপক গুস্তাভ ক্যাসেল[১২] এই সমস্যার সমাধানে যে পরামর্শ বা মতামত দেন তাহাই ক্রয়ক্ষমতার সমতার তত্ত্ব নামে খ্যাতি লাভ করে।

এই তত্ত্ব অনুসারে দু'টি দেশের মুদ্রার ভারসাম্য-হার বলিতে উহাদের বিনিময়ের এরূপ হার বুঝায় যাহা উহাদের ক্রয়ক্ষমতার অনুপাতের সমান। অন্য দেশে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের ক্ষমতা আয়ত্ত করিবার জন্যই বিদেশী মুদ্রার চাহিদা দেখা দেয়। বিনিময়ের হারটি যদি এরূপ হয় যে, তাহাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ দেশীয় মুদ্রার দ্বারা বিদেশী মুদ্রা কিনিয়া উহার সাহায্যে বিদেশে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা যায় তাহা, ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ দেশীয় মুদ্রার দ্বারা স্বদেশে ক্রয়-যোগ্য সামগ্রী অপেক্ষা বেশি, তবে বুঝিতে হইবে যে ঐ বিদেশী মুদ্রাটির বিনিময়-হার (যাহা হওয়া উচিত তাহা অপেক্ষা) কম হইয়াছে[১৩] এবং দেশীয় মুদ্রাটির বিনিময় হার বেশি হইয়াছে। ইহার ফলে বিদেশী মুদ্রার চাহিদা বাড়িবে (কারণ উহার সাহায্যে বিদেশে সস্তায় দ্রব্যসামগ্রী কেনা যাইতেছে) এবং চাহিদার চাপে তখন বিদেশী মুদ্রার ঐ বিনিময়-হারটি বাড়িবে। অপর দিকে, যদি বিনিময়ের হারটি এরূপ হয় যে, তাহাতে, নির্দিষ্ট পরিমাণ দেশীয় মুদ্রা দিয়া যে পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা কেনা যায় তাহার সাহায্যে বিদেশে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা সম্ভব তাহা অপেক্ষা ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ দেশীয় মুদ্রা দ্বারা স্বদেশে বেশি পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী কেনা যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে, ঐ বিদেশী মুদ্রাটির বিনিময়-হার (যাহা হওয়া উচিত তাহা অপেক্ষা) বেশি হইয়াছে[১৪] এবং দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হারটি কম হইয়াছে। ইহার ফলে বিদেশী মুদ্রার চাহিদা কমিবে এবং চাহিদার অভাবে উহার বিনিময় হারটিও কমিবে। সুতরাং মুদ্রা দুইটির বিনিময়ের ভারসাম্য-হার শেষ পর্যন্ত এরূপ হইবে যে, দুই দেশে একই প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর একই রূপ দাম পড়িবে এবং সেহেতু নিজ দেশে উহা না কিনিয়া তাহা আর অপর দেশে কিনিবার জন্য কেহ দেশীয় মুদ্রার সহিত বিদেশী মুদ্রার বিনিময় করিতে চাহিবে না। তখন কেবল, দুই দেশের মধ্যে খরচের আপেক্ষিক পার্থক্য যে সকল দ্রব্যে রহিয়াছে ঐগুলির আমদানি রপ্তানির মধ্যে উহাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সীমাবদ্ধ থাকিবে। অর্থাৎ দুই দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার আপন আপন দেশে উহাদের অভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার অনুপাতের সমান হইলে উহাকে ভারসাম্য বিনিময়-হার বলিয়া গণ্য করা যাইবে। মুদ্রা দুইটির নিজ নিজ ক্রয়ক্ষমতার অনুপাতের সমান এই বিনিময়-হারটিই ক্রয়ক্ষমতার সমতার হার[১৫] বলিয়া গণ্য হয়।

এই তত্ত্বটির দু'টি রূপ বা ব্যাখ্যা আছে। একটি চূড়ান্ত[১৬] এবং অপরটি আপেক্ষিক[১৭]। চূড়ান্ত রূপটি হইল এই যে, যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে দু'টি মুদ্রার বিনিময়-হার উহাদের অভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার অনুপাতের সমান হয়। অর্থাৎ,—

12. Gustav Cassel.
13. Undervalued.
14. Overvalued.
15. Purchasing power parity.
16. Absolute form.
17. Comparative form.

টাকা : ডলার=টাকার ক্রয়ক্ষমতা : ডলারের ক্রয়ক্ষমতা

অথবা $\frac{\text{টাকা}}{\text{ডলার}} = \frac{\text{টাকার ক্রয়ক্ষমতা}}{\text{ডলারের ক্রয়ক্ষমতা}}$

কিন্তু অর্থের (অভ্যন্তরীণ) ক্রয়ক্ষমতা (অভ্যন্তরীণ) দামস্তরের বিপরীত হয়। সুতরাং

টাকা : ডলার $= \frac{\text{টাকার ক্রয়ক্ষমতা}}{\text{ডলারের ক্রয়ক্ষমতা}}$

$= \frac{\text{মার্কিন দেশের দামস্তর}}{\text{ভারতের দামস্তর}} = \frac{৫০}{১০০} = \frac{১}{২}$ [ধরা যাক মার্কিন দেশের দামস্তরের সূচক সংখ্যা ৫০ ও ভারতের দামস্তরের সূচক সংখ্যা ১০০]

সুতরাং ২ টাকা=১ ডলার, অথবা ১ টাকা=৫০ সেন্ট।

কিন্তু এভাবে দু'টি মুদ্রার বিনিময়-হার যে উহাদের ক্রয়ক্ষমতার অনুপাতের সমান হয় তাহা কেবল দুই দেশের মধ্যে যে সকল পণ্যসামগ্রীর বাণিজ্য চলে উহাদের দামস্তরের ভিত্তিতে হিসাব করিলেই মেলে, কারণ যে সকল পণ্যের দুই দেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি চলে উহাদের দামস্তর পরস্পরের কাছাকাছি হইবেই। কিন্তু যে সকল পণ্যের দুই দেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি হয় না উহাদের দামস্তরের ভিত্তিতে ক্রয়ক্ষমতার অনুপাত কখনই মুদ্রা দুইটির বিনিময়ের অনুপাতের সমান হয় না। কারণ ঐ সকল পণ্যের দামস্তরের মধ্যে দুই দেশে কোন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ থাকে না। তাহা ছাড়া, তুলনামূলকভাবে বা আপেক্ষিকভাবে অর্থের মূল্যপ্রকাশ না করা হইলে উহার কোন সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ পায় না, কারণ অর্থের মূল্য বা ক্রয়ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট ও সন্তোষজনকভাবে মাপিবার কোন ব্যবস্থা নাই। এই কারণে ক্রয়ক্ষমতার সমতা কথাটি চূড়ান্ত অর্থে ব্যবহার করা অসঙ্গত বলিয়া তত্ত্বটির চূড়ান্ত রূপটি পরিত্যক্ত হয় ও উহার আপেক্ষিক রূপটি অধিক প্রচলিত হয়।

আপেক্ষিক অর্থে, ক্রয়ক্ষমতার সমতা তত্ত্বটির বক্তব্য এই যে, দু'টি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দু'টি দেশের মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা যে অনুপাতে পরিবর্তিত হইবে, ঐ সময়ে উহাদের মুদ্রা দুইটির বিনিময়-হারও সেই অনুপাতে পরিবর্তিত হইবে। অর্থাৎ টাকা ও ডলারের আগের বিনিময়-হার : টাকা ও ডলারের নূতন বিনিময়-হার=

$= \frac{\text{মার্কিন দেশে আগের দামস্তর}}{\text{ভারতে আগের দামস্তর}} : \frac{\text{মার্কিন দেশে বর্তমান দামস্তর}}{\text{ভারতে বর্তমান দামস্তর}}$[18]

কিংবা দেশীয় মুদ্রার নূতন বিনিময়-হার=

$$\text{আগের বিনিময়-হার} \times \frac{\text{বিদেশের দামস্তর (সূচকসংখ্যা)}}{\text{স্বদেশের দামস্তর (সূচকসংখ্যা)}}$$[19]

টাকা ও ডলারের আগের বিনিময়-হার যদি ৫ টাকা=১ ডলার (বা ১ টাকা=২০ সেন্ট) হয় এবং আগের তুলনায় ভারতের বর্তমান দামস্তর ১০০ হইতে বাড়িয়া যদি ২০০

18. $R_0 : R_1 = \frac{r_{a0}}{r_{b0}} : \frac{r_{a1}}{r_{b1}}$ where R is the rate of exchange, 0 is the base period and 1 is the subsequent period and a and b are the two countries concerned.

19. $R_t = R_{t-1} \times \frac{P_1}{P_2}$, where R_t is the new rate, R_{t-1} is the previous rate and P_1 is the index number change of prices or in country interms of whose currency the exchange rate of the home currency is expressed, and P_2 is the index number of change of the prices of the home country.

হয় অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দামস্তর যদি ১০০ হইতে বাড়িয়া ১৫০ হইয়া থাকে তবে টাকা ও ডলারের নূতন বিনিময়-হারটি হইবে,—

$$\text{টাকার সহিত ডলারের আগের বিনিময়-হার ২০ সেন্ট} \times \frac{১৫০}{২০০} = \text{১৫ সেন্ট}$$

অর্থাৎ এখন ১ টাকা=১৫ সেন্ট অথবা ১ ডলার=৬ টাকা ৬৬ পয়সা হইবে।

তত্ত্বটির মূল্যায়ন[২০]—বাজারে দুই দেশের মুদ্রার চাহিদা-যোগানের শক্তি দুইটির অবাধ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারা যদি উহাদের বিনিময়ের ভারসাম্য-হার নির্ধারিত না হয় তবে তাহা কি দুই দেশের দামস্তরের (সূচকসংখ্যার) ভিত্তিতে নির্ধারণ করা যায়? এই প্রশ্নের জবাবে ক্রয়ক্ষমতার সমতার তত্ত্বের বক্তব্য এই যে, দুই দেশের মুদ্রার বিনিময়-হারটি উহাদের আপন-আপন মুদ্রার অভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার অনুপাতের প্রতিফলন মাত্র। সুতরাং ইহা হইতে একথা মনে হইতে পারে যে, সংশ্লিষ্ট দুই দেশের মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার সূচকসংখ্যা (অর্থাৎ দামস্তরের সূচকসংখ্যা) যদি প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে উহাদের (অনুপাতের) ভিত্তিতে ঐ দুই দেশের মুদ্রা দুইটির সঠিক বিনিময়-হার নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ তাহা সম্ভব নয়।

কারণ,—১. দুই দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার কেবল উহাদের চূড়ান্ত দামস্তরের উপরই নির্ভর করে না। বিদেশী মুদ্রার চাহিদা যেমন দুই দেশের চূড়ান্ত দামস্তরের উপর অংশতঃ নির্ভর করে, সেরূপ উহা অংশতঃ দুই দেশের দামস্তর কাঠামোর পরিবর্তন (চাহিদা ও প্রযুক্তিবিদ্যার পরিবর্তনের দরুন), দুই দেশের বাণিজ্যনীতি, পরিবহণ-খরচ, দুই দেশের মধ্যে দেনাপাওনার অবস্থা, দুই দেশে অর্থনীতিক কার্যাবলীর স্তর ইত্যাদি বিষয়ের উপরও নির্ভর করে। অতএব বিনিময়-হার যদি কেবল দুই দেশের চূড়ান্ত দাম-স্তরের উপর নির্ভর না করে তবে, কেবল চূড়ান্ত দামস্তর দুইটির ভিত্তিতে মুদ্রা দুইটির বিনিময়ের ভারসাম্য হার নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। ক্যাসেল নিজেও বলিয়াছেন যে ইহা চূড়ান্ত দামস্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, শুধু দামস্তরের পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

২. যদি যে কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে দুইটি মুদ্রার বিনিময়-হার উহাদের চূড়ান্ত ক্রয়ক্ষমতার অনুপাতের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট না হয় তবে, এমন একটি ভিত্তিমূলক বৎসর খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় যখন বিনিময়-হারটি ভারসাম্য-হার ছিল (অর্থাৎ তখন ঐ হারে দেশের লেনদেনের উদ্বৃত্তে ভারসাম্য ছিল)। তাহার পর বর্তমান নূতন ভারসাম্য-হার নির্ধারণের জন্য পূর্বের ঐ ভারসাম্য-হারটিকে দুই দেশের মুদ্রাস্ফীতির (অর্থাৎ দামস্তরের পরি-বর্তনের) মাত্রা দুইটির জ্ঞাপক উহাদের দামস্তরের সূচকসংখ্যার বর্তমান অনুপাত দিয়া গুণ করিতে হইবে। ইহার অসুবিধা এই যে, আধুনিককালে এইরূপ আদর্শ ভিত্তিমূলক বৎসর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। কোন বৎসরকেই সন্তোষজনক ভিত্তি বৎসররূপে গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না।

৩. যদি এরূপ অসম্ভবও সম্ভব হয় এবং ভিত্তি বৎসররূপে কোন একটি বৎসরকে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলেও সমস্যার সমাধান হয় না। অধ্যাপক ও'লীনের[২১] মতে, যে সকল দ্রব্যসামগ্রী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিষয়বস্তু উহাদের অভ্যন্তরীণ দামস্তরের ভিত্তিতে নির্ধারিত বিনিময়-হার ক্রয়ক্ষমতার অনুপাতের সমান হইবেই। ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই, ইহা সাধারণ জ্ঞানের কথা। কিন্তু যদি অভ্যন্তরীণ দামস্তরের সূচকসংখ্যাতে দুই দেশের বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত নয় এরূপ যথেষ্ট সংখ্যক অভ্যন্তরীণ দ্রব্যসামগ্রী গৃহীত হয়, তবে দুই দেশের সেরূপ দামস্তরের সূচকসংখ্যার অনুপাতে নির্ধারিত বিনিময়-হারটি টিঁকিবে না। যে দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উহার মোট বাণিজ্যের প্রধান অংশ তথায়, আন্তর্জাতিক দামস্তরের পরিবর্তন দেশের অভ্যন্তরীণ দামস্তরকে, এবং সেহেতু উহার

20. Evaluation of the theory. 21. Prof. Ohlin.

মুদ্রার অভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতাকে বিশেষরূপে প্রভাবিত করে। এরূপ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ দামস্তরের পরিবর্তন প্রায় সমমুখী হয় ও একসাথে ঘটে। কিন্তু যে দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ কম, উহার ক্ষেত্রে তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

সুতরাং মোটের উপর, ক্রয়ক্ষমতার সমতার তত্ত্বের এই বিশ্লেষণ হইতে দেখা যায় যে ইহার নিকট হইতে আশা করিবার বিশেষ কিছু নাই এবং ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছাইতে হয় যে, দুটি মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার সমতার অনুপাতে উহাদের বিনিময়ের ভারসাম্য-হার নির্ধারণ করা সম্ভব নয় কিংবা উহার সাহায্যে আন্তর্জাতিক লেনদেনে ভারসাম্যহীনতার পরিমাপও করা যায় না।

তত্ত্বটির মূল্য—তবে এসকল ত্রুটি সত্ত্বেও ইহা যে একেবারে মূল্যহীন তাহা নহে। দীর্ঘকাল ধরিয়া মুদ্রা বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ চলিবার পর উহা প্রত্যাহৃত হইলে, কিংবা মুদ্রার বহির্বিনিময়-হারের ভয়ংকর ওঠানামা ঘটিবার পর, যখন বিনিময়-হার কি হওয়া উচিত বা উচিত নয় সে বিষয়ে আমাদের কোন ধারণাই থাকে না, সে সময়ে ক্রয়ক্ষমতার সমতার তত্ত্বের ভিত্তিতে সমস্যাটি বিচার করিতে অগ্রসর হইলে গভীর অন্ধকারে খানিক আলোর সন্ধান পাওয়া যায়। তখন, অন্ততঃ মোটামুটি কিরূপ পর্যায়ে বিনিময়ের ভারসাম্য-হারটি থাকিতে পারে তাহা স্থির করিবার কাজে ইহাকে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৩. দেশীয় ও বিদেশীয় মুদ্রার আপেক্ষিক চাহিদা ও যোগানের দ্বারা দুইটি সংশ্লিষ্ট মুদ্রার বিনিময়ের হার নির্ধারিত হয়ঃ বিনিময়-হার নির্ধারণের লেনদেনের উদ্বৃত্তের তত্ত্ব বা আধুনিক তত্ত্বঃ দুটি মুদ্রার বিনিময়-হার কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহার সর্বাধুনিক ও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় বিনিময়-হার নির্ধারণের লেনদেনের উদ্বৃত্তের তত্ত্বে বা আধুনিক তত্ত্বে। ইহার মূল বক্তব্য এই যে, মুদ্রা-বিনিময়ের বাজারটি নিয়ন্ত্রিত বাজার না হইলে এবং অবাধ বাণিজ্য প্রচলিত থাকিলে, দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হার শেষ পর্যন্ত এরূপ হয় যে তাহাতে বিদেশী মুদ্রার চাহিদা (অর্থাৎ দেশীয় মুদ্রার যোগান) এবং বিদেশী মুদ্রার যোগান (অর্থাৎ দেশীয় মুদ্রার চাহিদা) পরস্পরের সমান হইয়া থাকে। অর্থাৎ বিদেশী মুদ্রার চাহিদাকারীরা (অর্থাৎ দেশীয় মুদ্রার যোগানদারেরা) যে পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা কিনিতে চায় ও বিদেশী মুদ্রার অধিকারীরা (অর্থাৎ দেশীয় মুদ্রার চাহিদা-কারীরা) যে পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা বেচিতে চায় উহার সমস্তটাই ক্রয়বিক্রয় হইয়া যায়। বিদেশী মুদ্রার সহিত দেশীয় মুদ্রার আকাঙ্ক্ষিত বিনিময়[22] ও বাস্তব বিনিময়[23] পরস্পরের সমান হয়।

বিদেশী মুদ্রার চাহিদাকারী হইল দেশে বিদেশী পণ্যের আমদানিকারী ও অন্যান্য যাহারা বিদেশী দেনা পরিশোধে ইচ্ছুক সেই সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। ইহাদের নিকট দেশীয় মুদ্রা আছে, উহার বিনিময়ে তাহারা বিদেশী মুদ্রা চায়। আর বিদেশী মুদ্রার যোগানদার হইল বিদেশে দেশীয় পণ্যের রপ্তানিকারীরা, যাহারা বিদেশী মুদ্রা উপার্জন করিয়াছে এবং আরও অন্যান্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান যাহাদের নিকট বিদেশী মুদ্রা আছে কিন্তু দেশীয় মুদ্রায় তাহাদের দেনা ও ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য তাহারা বিদেশী মুদ্রার পরিবর্তে দেশীয় মুদ্রা চায়। বিভিন্ন বিনিময়-হারে বিদেশী মুদ্রার চাহিদা ও যোগান তালিকা (অর্থাৎ বিপরীতভাবে বিচারে দেশীয় মুদ্রার যোগান ও চাহিদা তালিকা) দুইটি, সাধারণ চাহিদা ও যোগান রেখার আকৃতি নেয়। উহাদের ছেদবিন্দুতে দেশীয় মুদ্রার সহিত বিদেশী মুদ্রার বিনিময়-হার নির্ধারিত হয়। এইরূপ বিনিময়-হারই দুটি মুদ্রার বিনিময়ের ভারসাম্য-হার। ঐ হারে বিনিময়ে দেশীয় মুদ্রায় বিদেশী মুদ্রার মোট চাহিদা ও উহার যোগান পরস্পরের সমান হইবে।

22. Desired Exchange. 23. Actual Exchange.

লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের জমা ও খরচ, এই দুইটি দিকের সকল খাত হইতে বিদেশী মুদ্রার মোট যোগান এবং মোট চাহিদার উৎপত্তি ঘটে। লেনদেনের উদ্বৃত্তটি অনুকূল হইলে বিদেশী মুদ্রার চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি (অর্থাৎ আমদানির তুলনায় রপ্তানির আধিক্য হেতু) দেশীয় মুদ্রার যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি হইবে, ফলে দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হার বাড়িবে ও বিদেশী মুদ্রার বিনিময়-হার কমিবে। আর, লেনদেনের উদ্বৃত্তটি প্রতিকূল হইলে, বিদেশী মুদ্রার যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি (অর্থাৎ রপ্তানির তুলনায় আমদানির আধিক্য হেতু দেশীয় মুদ্রার চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি) হইবে এবং সেহেতু বিদেশী মুদ্রার বিনিময়-হার বাড়িবে ও দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হার কমিবে। এইভাবে লেনদেনের উদ্বৃত্ত দেশীয় মুদ্রার তুলনায় আপেক্ষিকভাবে বিদেশী মুদ্রার চাহিদা ও যোগানকে প্রভাবিত করিয়া দু'টি দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার নির্ধারণ করিয়া দেয়।

ইহার সুবিধাঃ (ক) তত্ত্বটির দ্বারা ভারসাম্য বিশ্লেষণ সহজ, (খ) বিনিময়-হার যে কেবল দামস্তরের প্রভাবাধীন নয়, উহা যে লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের অন্তর্গত অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের জটিল প্রভাবের অধীন, এবং (গ) বিনিময়-হারের পরিবর্তন দ্বারাই যে লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্য পুনরুদ্ধার সহজে সম্ভব,—এই সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইহা ইঙ্গিত করিয়াছে বলিয়া এই তত্ত্বটিকে ক্রয়ক্ষমতার সমতার তত্ত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করা হয়।

বিনিময়-হারের ওঠানামার কারণ
CAUSES OF FLUCTUATIONS IN THE RATE OF EXCHANGE

যে কোন দু'টি দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার মূলত উহাদের একের তুলনায় অপরের চাহিদা-যোগানের দ্বারা স্থির হয়। ভারতের টাকার চাহিদার তুলনায় যদি মার্কিন ডলারের চাহিদা বেশি হয় তবে, টাকায় ডলারের বিনিময়-হার বাড়িবে ও ডলারে টাকার বিনিময়-হার কমিবে। আর যদি টাকার চাহিদার তুলনায় ডলারের চাহিদা কম হয় তবে উহার বিপরীত হইবে।

সুতরাং যে সকল বিষয় দু'টি মুদ্রার পারস্পরিক চাহিদা-যোগানকে প্রভাবিত করে, উহাদের প্রভাবের সাময়িক হ্রাসবৃদ্ধির দরুনই মুদ্রা দু'টির পারস্পরিক চাহিদা-যোগানের পরিবর্তন ঘটে ও তাহার ফলে বিদেশী মুদ্রা-বিনিময়ের বাজারে বিনিময়-হারের ওঠানামা দেখা দেয়। এক দেশের নিকট অপর দেশের মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের উপর এইরূপ প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি চারিটি—(১) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি প্রকৃতি, (২) দেশের আর্থিক ফিসক্যাল নীতি, (৩) ফট্‌কা লেনদেন, (৪) দুই দেশের মধ্যে মূলধনী চলাচল।

(১) বাণিজ্যের উদ্বৃত্তের ভারসাম্য থাকিলে দুই দেশের কোনটির মুদ্রার জন্যই অপর দেশে অতিরিক্ত চাহিদা থাকিবে না, উভয় মুদ্রার চাহিদা ও যোগান সমান হইবে; সুতরাং বিনিময়-হারে কোন পরিবর্তন ঘটিবে না। কিন্তু দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিকূল উদ্বৃত্ত দেখা দিলে, বিদেশী মুদ্রার যোগান অপেক্ষা চাহিদা বেশি হইবে এবং তখন দেশীয় মুদ্রায় বিদেশী মুদ্রার বিনিময়-হার বাড়িবে। আর বাণিজ্যে অনুকূল উদ্বৃত্ত ঘটিলে, বিদেশী মুদ্রার চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি হইবে এবং ইহার ফলে দেশীয় মুদ্রায় বিদেশী মুদ্রার বিনিময়-হার কমিবে।

(২) দেশের সরকার কর্তৃক অনুসৃত আর্থিক ফিস্‌ক্যাল নীতির উপরেও দেশে বিদেশী মুদ্রার চাহিদার তারতম্য ঘটিতে পারে। সাধারণতঃ, যদি সরকার সম্প্রসারণমূলক আর্থিক ফিস্‌ক্যাল নীতি অনুসরণ করে, তাহাতে দেশে তেজীর ও কিছুটা মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা সৃষ্টি হইলে দামস্তর বৃদ্ধির দরুন আমদানি বৃদ্ধি ও রপ্তানি হ্রাস ঘটিতে পারে। ইহাতে বিদেশী মুদ্রার যোগানের তুলনায় চাহিদা বাড়িবে এবং দেশীয় মুদ্রায় বিদেশী

মুদ্রার বিনিময়-হার বাড়িবে। আর যদি সংকোচনমূলক আর্থিক ফিস্ক্যাল নীতি অনুসরণ করা হয়, তবে ইহার বিপরীত ঘটিতে পারে।

(৩) বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ের বাজারে ফট্কা লেনদেনের দরুনও বিনিময়-হারের ওঠানামা ঘটিতে পারে। যদি বিদেশী মুদ্রার কারবারীরা মনে করে যে, দেশীয় মুদ্রার বর্তমান দর কম এবং ভবিষ্যতে উহা বাড়িবে তবে ভবিষ্যতে চড়া দরে (অধিক বিনিময়-হারে) উহা বেচিবার আশায় তাহারা বর্তমানেই বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে দেশীয় মুদ্রা কিনিতে আরম্ভ করিবে। ইহাতে দেশীয় মুদ্রার চাহিদা বাড়িবে ও বিদেশী মুদ্রার যোগান, ধরা যাক ডলারের যোগান, বাড়িবে; কিন্তু বাজারে যদি টাকার যোগান এবং ডলারের চাহিদা না বাড়িয়া থাকে, তবে ফট্কা কারবারীদের কেনার দরুন ডলারে টাকার বিনিময়-হার বাড়িবে ও টাকায় ডলারের বিনিময়-হার কমিবে।

(৪) মূলধনী চলাচলের দরুনও দুই দেশের মুদ্রার বিনিময়-হারের ওঠানামা ঘটে। বেশি সুদের লোভে এক দেশ হইতে অপর দেশে স্বল্পমেয়াদী মূলধন হামেশাই চলাচল করে, আর অপর দেশে লাভজনক বিনিয়োগের সন্ধানে যেমন দীর্ঘমেয়াদী মূলধনের রপ্তানি ঘটে তেমনি মুদ্রার অবমূল্যায়ন, রাজনৈতিক গোলযোগ ও অনিশ্চয়তা ইত্যাদির দরুনও এক দেশ হইতে অপর দেশে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী মূলধনের চলাচল ঘটিতে পারে। দেশে বিদেশী মূলধন আসিলে বিদেশী মুদ্রার যোগান ও দেশীয় মুদ্রার চাহিদা বাড়ে, তাহাতে দেশীয় মুদ্রায় বিদেশী মুদ্রার বিনিময়-হার কমে ও বিদেশী মুদ্রায় দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হার বাড়ে। আর বিদেশী মুদ্রা চলিয়া গেলে ইহার বিপরীত ঘটে। তখন বিদেশী মুদ্রার চাহিদা ও দেশীয় মুদ্রার যোগান বাড়ে (কারণ ঐ পরিমাণ দেশীয় মুদ্রা বিদেশী মুদ্রায় পরিণত করিয়া তাহা বিদেশে পাঠান হইবে)। ইহার ফলে তখন দেশীয় মুদ্রায় বিদেশী মুদ্রার বিনিময়-হার বাড়ে ও বিদেশী মুদ্রায় দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হার কমে।

মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ
EXCHANGE CONTROL

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে গভীর আন্তর্জাতিক মন্দা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও লেনদেনের ক্ষেত্রে ক্রমেই অধিকতর রূপে বিভিন্ন দেশগুলি সংকীর্ণ জাতীয়তা-বাদী নীতি অনুসরণ করায় যেমন স্বর্ণমান বজায় রাখা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল তেমনি অবাধে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত মুদ্রা-বিনিময়ের বাজারের অস্তিত্ব রক্ষাও কঠিন হইয়া পড়ে। স্বর্ণমানের স্থিতিশীল মুদ্রাবিনিময়-হার যেমন রক্ষা করা গেল না, সেরূপ আবার নিয়ন্ত্রণমুক্ত মুদ্রা-বিনিময়ের বাজারের বিনিময়-হারের ব্যাপক ওঠানামাও কেহ সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিল না। ফলে, সকল দেশেই তখন অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক স্থিতিকে প্রধান লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করিয়া বিদেশী মুদ্রা বিনিময়ের বাজারটি সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও শাসনে আনিয়া দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হার নিয়ন্ত্রণ করিতে আরম্ভ করে। আপন আপন মুদ্রার বিনিময়-হার নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে শুরু করে।

১. সংজ্ঞাঃ মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বলিতে, নিয়ন্ত্রণমুক্ত মুদ্রা-বিনিময় বাজার-ব্যবস্থার পরিবর্তে নানারূপে বিভেদমূলক বিধিব্যবস্থার প্রচলন বুঝায়। বিদেশী মুদ্রার ক্রেতা ও বিক্রেতাগণকে আর অবাধে ইচ্ছামত যে কোন পরিমাণে বিদেশী মুদ্রা কিনিতে ও বেচিতে দেওয়া হয় না; ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ কিংবা দাম, অর্থাৎ মুদ্রা-বিনিময়ের হার কিংবা উভয়ই, সরকারী নির্দেশের দ্বারা শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সকল বিবিধ বিভেদমূলক ও ইচ্ছামত সরকারী বিধিনিষেধ ও অনুশাসনের ইয়ত্তা নাই।

২. বৈশিষ্ট্যঃ সুপরিণত মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এই যেঃ (১) দেশে একটিমাত্র সংস্থা যথা, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অথবা অনুরূপ অন্য কোন বিশেষ-

রূপে সংগঠিত পৃথক মুদ্রা-বিনিময়-নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের হাতে দেশের বিদেশী মুদ্রার যাবতীয় লেনদেন পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয়।

(২) নানা প্রকার কঠোরতার সহিত বলবৎ সরকারী বিধি নির্দেশের দ্বারা, দেশবাসীরা আন্তর্জাতিক লেনদেন কাজকারবার হইতে যে বিদেশী মুদ্রা উপার্জন করে, তাহার সমস্তটাই এই কেন্দ্রীয় মুদ্রা-বিনিময় কর্তৃপক্ষের হাতে তুলিয়া দিতে, তাহাদিগকে বাধ্য করা হয়। তেমনি, যাহার যেরূপ বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন সে জন্য এই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের নিকট সকলকেই আবেদন করিতে হয় ও উহার নিকট হইতে তাহা সংগ্রহ করিতে হয়। কাহাকে কতটা পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা দেওয়া হইবে এবং এরূপ ভাবে মোট কি পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা দেশবাসিগণকে ব্যয় করিবার জন্য দেওয়া হইবে তাহার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই কেন্দ্রীয় মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষই গ্রহণ করে।

(৩) এই মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণের মূল ভিত্তিটি হইল বিদেশী মুদ্রার লেনদেনের উপর সম্পূর্ণ সরকারী একচেটিয়া কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা এবং ইহার ব্যাপকতার উপরই মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাটির সাফল্য নির্ভর করে।

৩. **উদ্দেশ্যঃ** মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার দ্বারা নিম্নোক্ত চারি প্রকার **মুখ্য উদ্দেশ্য** সাধন করা যাইতে পারেঃ ১. দেশ হইতে 'মূলধনের পলায়ন'[২৪]-এর মত বিশেষ বিশেষ ধরনের ঘটনার মোকাবিলা করিবার পক্ষে মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সবিশেষ উপযোগী। ১৯৩১-৩৩ সালে এই উদ্দেশ্যেই জার্মেনীতে মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং আর্জেন্টিনা, চেকোশ্লোভেকিয়া, ডেনমার্ক ও অন্যান্য দেশেও এই উদ্দেশ্যেই ইহা বিভিন্ন সময়ে প্রবর্তিত হইয়াছিল। কোন না কোন রূপ আশঙ্কার দরুন দেশ হইতে বিরাট পরিমাণে মূলধনের প্রস্থানে বাধা দেওয়ার কাজে ইহা সবিশেষ কার্যকর।

২. বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্যও মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত চারিটি বিষয়ে নীতি ও পদ্ধতিগুলি প্রথমে স্থির করিতে হয়। যথা,—(ক) ইহার উদ্দেশ্য কি হইবে—আমদানির জন্য কতটা বিদেশী মুদ্রা ব্যবহার করা হইবে, জাহাজভাড়া ও বীমাখরচ ও বিদেশ ভ্রমণ ইত্যাদি অন্যান্য কারণেই বা তাহা কি পরিমাণ ব্যয় করা হইবে। (খ) বিভিন্ন প্রকার আমদানি পণ্যের জন্য কি কি পরিমাণ বিদেশী মুদ্রার ব্যয় বরাদ্দ করা হইবে—আমদানির জন্য মোট বিদেশী মুদ্রার বরাদ্দ স্থির হইবার পর, বিভিন্ন প্রকার আমদানি পণ্যের মধ্যে অগ্রাধিকারগুলি স্থির করিতে হয়,—বিলাসদ্রব্য বাদ দিয়া কি শুধু অবশ্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানি করা হইবে? যুদ্ধোপকরণ না অর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য পুঁজিদ্রব্যাদি আমদানিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে? এই অগ্রাধিকার কতটা মাত্রায় দেওয়া হইবে? (গ) আমদানিকারিগণের মধ্যে বরাদ্দবন্টন—কোন্ কোন্ আমদানিকারী কারবারী প্রতিষ্ঠানকে আমদানির জন্য কতটা পরিমাণে বিদেশী মুদ্রা বরাদ্দ করা হইবে? (ঘ) বিভিন্ন দেশের জন্য বরাদ্দ নির্ধারণ—অন্যান্য সকল দেশের মুদ্রা যদি সমপরিমাণে দুষ্প্রাপ্য হয়, তবে এবিষয়ে বিশেষ কিছু করার থাকে না। কিন্তু যদি কোন দেশের মুদ্রা দুষ্প্রাপ্য ও কোন দেশের মুদ্রা সুলভ হয় তবে, বিভিন্ন দেশ হইতে, উহাদের মুদ্রার দুষ্প্রাপ্যতা অনুসারে, আমদানির বাছবিচারের প্রয়োজন হয়।

৩. অন্যান্য দেশের সহিত লেনদেনের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সাপেক্ষে 'দম লওয়ার জন্য'[২৫] সাময়িকভাবে মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইতে পারে। এই কারণে লেনদেনের উদ্বৃত্তে সাময়িক প্রতিকূলতা দেখা দিলে মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার সাহায্য লওয়া

24. Flight of Capital. 25. 'Breathing space.'

হয়। ১৯৩১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর ইংলন্ড স্বর্ণমান বর্জনের পর, এই উদ্দেশ্যে ইহার শরণ লইয়াছিল।

৪. স্বল্পোন্নত দেশগুলির শিশু-শিল্পগুলি রক্ষার জন্য মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে। মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ দ্বারা বিদেশী আমদানি কমান হইলে, আপনা আপনি আমদানি-পরিবর্তক দ্রব্যাদি[২৬] উৎপাদনে নিযুক্ত নব স্থাপিত দেশীয় শিল্প-গুলি উৎসাহ পায়।

ইহা ছাড়া মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণের তিনটি **গৌণ উদ্দেশ্য আছেঃ** (১) এক-নায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অভিলাষ ও সামরিক উদ্দেশ্য পূরণে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। ১৯৩৩ সালের পর হিটলারের জার্মেনী কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার প্রবর্তন, ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। (২) আপৎকালে দেশের সরকারের পক্ষে বিদেশী মুদ্রা সহজে সংগ্রহের ইহা এক সুবিধাজনক ব্যবস্থা। (৩) অন্যান্য দেশ শুল্ক প্রাচীর প্রভৃতির দ্বারা পণ্যের আমদানির পথ রোধ করিলে উহার প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণের পথ গ্রহণ করা যায়।

৪. **মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণের বিবিধ উপায় বা কৌশল**[২৭]: অধ্যাপক এলিস[২৮] নিম্নোক্ত শ্রেণীতে মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার, উপায় বা কৌশলগুলিকে বিভক্ত করিয়াছেন[২৯]:

১. বিদেশী মুদ্রার লেনদেনে সরকারের একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কৌশল।

২. দেশবাসিগণ কতৃক ধৃত বিদেশী মুদ্রা ও বিদেশী সম্পত্তির উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব।

৩. দেশীয় মুদ্রার নির্ধারিত নিম্নতর কিংবা উচ্চতর বিনিময়-হার[৩০] রক্ষায় সরকারের দৃঢ়সংকল্প (অর্থাৎ, দেশীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন কিংবা অধিমূল্যায়ন[৩১] এই প্রক্রিয়ার অনুষঙ্গী)।

৪. সরকার কর্তৃক দেশীয় মুদ্রার একাধিক বিনিময়-হার[৩২] নির্ধারণের নীতি গ্রহণ।

৫. আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের উপর সরকার কর্তৃক কঠোর সরকারী নিয়ন্ত্রণ জারী।

৬. রপ্তানিকারকগণ কর্তৃক উপার্জিত সমস্ত বিদেশী মুদ্রা সরকার কর্তৃক গ্রহণের সিদ্ধান্ত।

৭. সরকার কর্তৃক আমদানিকারকগণের মধ্যে প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রার বিলি বন্টন।

৮. সরকার কর্তৃক অন্যান্য দেশের সহিত সরাসরি পণ্য বিনিময়ের ভিত্তিতে[৩৩] বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা।

৯. সরকার কর্তৃক অন্যান্য দেশের সহিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তি[৩৪] সম্পাদন।

১০. অন্যান্য দেশের সহিত দেনাপাওনা পরিশোধে বিদেশী মুদ্রা প্রদান বিষয়ে সরকার কর্তৃক চুক্তি[৩৫] সম্পাদন।

১১. বিদেশী মুদ্রার নিলাম ব্যবস্থা*—ইহাতে উদ্বৃত্ত বিদেশী মুদ্রা নিলামে, সর্বোচ্চ দামে কিনিতে রাজী এরূপ দেশীয় ক্রেতার নিকট, বিক্রয় করা হয় এবং উহার সাহায্যে তাহাকে কেবল অবশ্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়।

26. Import-substitutes.
27. Instruments or Techniques of Exchange Control.
28. Howard S. Ellis. 29. American Economic Review, 1947.
30. Undervaluation or overvaluation.
31. Devaluation and Revaluation. 32. Multiple Exchange Rates.
33. Barter Trade. 34. Bilateral Trade Agreement.
35. Payment Agreement. * Exchange Auction.

৫. বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের অস্ত্ররূপে মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার ব্যবহার[36]ঃ একবার বিদেশী মুদ্রার সহিত দেশীয় মুদ্রার বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করা হইলে উহা ক্রমশঃ বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে অন্যান্য দেশের সহিত দর কষাকষির অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে। একারণে, দেশে দেশে মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার অনুষঙ্গী।

বর্তমান শতাব্দীর ত্রিরিশের দশকের শেষে গভীর আন্তর্জাতিক মন্দার সময় যখন আন্তর্জাতিক ঋণের আদানপ্রদান একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান যখন প্রায় বর্জনের মুখে, এবং কাঁচামালের দামস্তর যখন সাংঘাতিক পড়িয়া গিয়াছিল, তখন পৃথিবীর অনেক দেশই পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতামূলকভাবে দেশীয় মুদ্রার বাহির্বিনিময়-হার কমাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ঐ সময়ে কতকগুলি দেশের পক্ষে উহাদের মুদ্রার বিনিময়-হার এবং স্বর্ণের সংরক্ষিত তহবিল বজায় রাখার জন্য মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাতে, দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হারের উপর যে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার ফলে, বাধ্য হইয়াই বিদেশী পণ্য আমদানিকারিগণের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য বিদেশী মুদ্রা বন্টন করিবার প্রয়োজন দেখা দেয়। এইভাবে দেশের উপার্জিত বিদেশী মুদ্রার উপর সরকারের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দরুন অনিবার্য ভাবেই সরকার কর্তৃক বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের সূত্রপাত ঘটে। ইহা সাধারণ কথা যে, প্রত্যেক দেশের সরকারই নিজ দেশের বাণিজ্যের পরিস্থিতি উন্নত করিবার অভিলাষী এবং ইহার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে যে নিজ দেশের সুবিধার জন্য মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাটি যে ব্যবহৃত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি।

৬. কিভাবে বিভিন্ন দেশে মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার বিস্তার ঘটে[37]ঃ দেশে দেশে মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার বিস্তারের প্রধান কারণ দুটিঃ ১. মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণকারী দেশগুলি উহাদের বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রয়োগ করিলে, অনিয়ন্ত্রিত বিনিময়-হারের দেশগুলি, যে সকল বিষয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য উহাদের অনুকূল নহে তাহাতে শুল্ক আরোপ করিতে বাধ্য হয়। ইহার ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অবাধ বহুমুখী বাণিজ্যের[38] সর্বনাশ ঘটে। বৈদেশিক বাণিজ্য দুই দেশের মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে পরিণত হয় এবং এরূপ ক্ষেত্রে মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-কারী দেশগুলিরই বেশি সুবিধা হয় বলিয়া অন্যান্য দেশগুলিও ঐ পথে বাধ্য হইয়া অগ্রসর হয়।

২. মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার দ্বারা মুখ্যত দেশীয় মুদ্রার বর্তমান বিনিময়-হার বজায় রাখিতে গিয়া, মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণকারী দেশগুলিতে (স্বাভাবিক বা ভারসাম্য-হার অপেক্ষা) উহাদের মুদ্রার বিনিময়-হার অধিক[39] হইয়া পড়ে। বিনিময়-হার অধিক হইয়া পড়িলে "শক্তিশালী বিদেশী মুদ্রার অঞ্চলগুলিতে"[40] উহাদের রপ্তানি কমে, সুতরাং উহারা তখন বাধ্য হইয়া "দুর্বল মুদ্রার অঞ্চলগুলির"[41] সহিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও লেনদেন নিষ্পত্তির[42] চুক্তি করিতে বাধ্য হয়। অধ্যাপক ভাইনারের[43] ভাষায়, এই সকল 'দুর্বল মুদ্রার অঞ্চলগুলি' তখন দেখিতে পায় যে, তাহাদের অধিকাংশ বৈদেশিক বাণিজ্যই মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণকারী দেশগুলির সহিত চলিতেছে। ইহার ফলে স্বভাবতঃই উহাদের মধ্যেও এই অনুভূতির সঞ্চার হয় যে, মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে

36. Exchange Control used as a Trade Regulatory Device.
37. How Exchange Control spread to other countries.
38. Free Multilateral Trade. 39. Overvaluation.
40. "Strong Currency areas" 41. "Weak Currency Areas."
42. Bilateral trade and clearing Agreements. 43. Jacob Vinar.

উহারাও মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণকারী দেশগুলির সহিত বৈদেশিক বাণিজ্যে কোন সুবিধা করিতে পারিবে না। এইভাবে ক্রমেই অধিক সংখ্যক দেশে মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা ছড়াইয়া পড়িতে থাকে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, অধ্যাপক ভাইনারের মতে, মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণকারী দেশগুলি দেখিতে পাইল যে, তাহাদের মুদ্রার বিনিময়-হার স্বাভাবিক বা ভারসাম্য-হার অপেক্ষা সাধারণত অধিক হওয়ায়[44] অনিয়ন্ত্রিত বিনিময়-হারের দেশগুলি উহাদের নিকট হইতে আমদানি করিবে না। সুতরাং উহারা দুর্বল মুদ্রার দেশগুলির সহিত বাণিজ্যে লিপ্ত হইল এবং ফলে ঐ সকল দেশগুলিকেও মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা গ্রহণে প্ররোচিত করিল। তখন বাধ্য হইয়া অনিয়ন্ত্রিত বিনিময়-হারের দেশগুলিও প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিল এবং ইহার ফলে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভকালে পৃথিবীর সকল দেশেই মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। অধ্যাপক ভাইনার দৃষ্টান্তরূপে জার্মেনী ও উহার তৎকালীন অনুগামী দেশগুলির (তৎকালীন পূর্ব-ইয়োরোপের হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, চেকোশ্লোভেকিয়া প্রভৃতি দেশ) উল্লেখ করিয়া কিভাবে ইয়োরোপে মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। নাজী জার্মেনী প্রথমে মুখ্যতঃ উহার মুদ্রার বিনিময়-হার রক্ষার জন্য মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু অল্পকাল পরেই দেখিতে পায় যে, উহার ফলে উহার মুদ্রা 'মার্ক'-এর বিনিময়-হার বেশি হইয়া পড়িয়াছে। তখন একদিকে মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ও অপরদিকে মার্ক-এর বিনিময়-হার অধিক হইয়া পড়ায় শক্তিশালী মুদ্রার দেশগুলিতে পণ্য রপ্তানি করা এবং মজুত করিবার উদ্দেশ্যে উহাদের নিকট হইতে বিবিধ সামগ্রী আমদানি করা জার্মেনীর পক্ষে খুবই কঠিন হইয়া পড়ে। তখন প্রথমে জার্মেনী অর্থনীতিক স্বনির্ভরতা লাভের চেষ্টা করে এবং সেজন্য কৃত্রিম রবার, কৃত্রিম জ্বালানী তৈল ইত্যাদি উৎপাদনের চেষ্টা করে। কিন্তু ঐ সকল কৃত্রিম সামগ্রীর উৎপাদন-খরচ অত্যধিক হওয়ায় জার্মেনী তখন মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার সাহায্যে, পূর্ব ইয়োরোপের যে সকল দেশের উপর উহার প্রবল রাজনৈতিক প্রভাব ছিল, সে সকল দুর্বল মুদ্রার দেশগুলির সহিত একচেটিয়া বাণিজ্য আরম্ভ করে। এই সকল দেশের সহিত জার্মেনী তখন দ্বিপাক্ষিক লেনদেনের নিষ্পত্তিমূলক ও সরল দ্রব্যবিনিময়মূলক চুক্তি সম্পাদন করিয়া উহাদের নিকট হইতে সর্বাধিক সম্ভব কাঁচামাল ভবিষ্যৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য মজুত করিবার উদ্দেশ্যে আমদানি করিতে থাকে। জার্মেনীর নিকট বিপুল পরিমাণ সামগ্রী রপ্তানি করিয়া পূর্ব-ইয়োরোপের ঐসকল দেশগুলির তখন জার্মেনীর নিকট বিপুল পরিমাণ 'মার্ক' (জার্মান মুদ্রা) পাওনা জমে। তখন উহা আদায়ের জন্য বাধ্য হইয়া উহারা জার্মেনীর নিকট হইতে চড়া দরে এরূপ নিকৃষ্ট জার্মান পণ্য কিনিতে বাধ্য হয় যাহা উহারা অনেক কম দামে অনিয়ন্ত্রিত বিনিময়-হারের দেশগুলির নিকট হইতে কিনিতে পারিত। ঐ দেশগুলি জার্মেনী হইতে চড়া দরে পণ্য আমদানি করায় উহাদের অভ্যন্তরীণ দামস্তরও চড়িতে থাকে। ফলে ঐ চড়া দরে অন্যান্য দেশ উহাদের নিকট হইতে পণ্য কিনিতে রাজী না হইলেও জার্মেনী রাজী থাকায় তখন উহারা জার্মেনীর কাছেই রপ্তানি করিতে বাধ্য হয়। জার্মেনী তখন হাঙ্গেরী হইতে কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য আমদানি করিয়া উহা রুমানিয়ার নিকট পুনঃ রপ্তানির দ্বারা রুমানিয়ার নিকট হইতে যথা সম্ভব পরিমাণে খনিজ তৈল আমদানি করিতে থাকে। জার্মেনীর দৃষ্টান্তে তখন অন্যান্য দেশও মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা ধীরে ধীরে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে।

৭. মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার দ্বারা সরাসরি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের অসুবিধা[45]ঃ ইহার প্রধান অসুবিধা ছয়টি,—১. **আর্থিক ও প্রশাসনিক অসুবিধা।** মুদ্রা-বিনিময়

44. Overvalued.
45. The Disadvantages of Directly Regulating Trade by Exchange Control Device.

নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার প্রশাসনিক খরচ করদাতাগণের উপরে চাপান একটি অতিরিক্ত বোঝা বিশেষ। এইরূপ একটি আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা স্বজনপোষণ ও দুর্নীতির যন্ত্রে পরিণত হয়। ফলে যাহাদের বিদেশী মুদ্রার যথার্থ প্রয়োজন, তাহারা সময় মত বিদেশী মুদ্রা পায় না।

২. **বাণিজ্যের গুণগত অবনতি ঘটে ও বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী দেশের কল্যাণের গুরুতর ক্ষতি হয়।** দ্বিপাক্ষিক চুক্তির দরুন ও বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার দরুন নিকৃষ্ট ধরনের পণ্যের আদানপ্রদান চলে। অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি পূর্ব-ইয়োরোপের দেশগুলি জার্মেনীর নিকট হইতে নিকৃষ্ট জাতীয় পণ্য অন্যান্য দেশের অনুরূপ উৎকৃষ্ট পণ্যের দরে কিনিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহাতে শক্তিশালী দেশের স্বার্থে দুর্বল দেশের ক্ষতি হয়।

৩. **বাণিজ্যের দেশগত দিক ও পরিমাণ।** সুস্থ ও স্বাভাবিক খাতে (খরচের আপেক্ষিক পার্থক্য অনুযায়ী) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রবাহিত না হইয়া এরূপ একটি বিশেষ খাতে উহা প্রবাহিত হয় যাহা শুধু সংশ্লিষ্ট দেশ দুইটি নহে, সমগ্র বিশ্বের পক্ষেও ক্ষতিকর। বাণিজ্যের পরিমাণও কমে। কারণ তখন মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণকারী দেশ-গুলির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির দ্বারা মাত্র বাণিজ্য চালিত হয় এবং সে বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত দ্বারা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হয়।

৪. **দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তি ও লেনদেনের নিষ্পত্তির চুক্তির প্রতিই সরকারের ঝোঁক বেশি থাকে বলিয়া বহুমুখী বাণিজ্যের ধারা সংকীর্ণ হইয়া দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে পরিণত হয়।**

৫. **বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী দেশগুলির অর্থনীতিক ক্ষতিও যথেষ্ট হয়।** কারণ তখন যেখানে পণ্যগুলি সর্বাপেক্ষা সুলভ সেখান হইতে উহা যেমন আমদানি করা যায় না, তেমনি যেখানে পণ্যগুলি সর্বাধিক দামে বিক্রয় করার সুযোগ আছে তথায়ও উহা রপ্তানি করা যায় না। অন্ততঃ দুইটির মধ্যে একটি দেশের ক্ষতি তো অবধারিত। জার্মেনীর সমৃদ্ধির আলো জ্বালাইতে গিয়া হাঙ্গেরী রিক্ত হইয়াছিল।

৬. **মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণের ফলে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়।** তখন বাণিজ্যের আলাপ-আলোচনা আর বণিকগণ করে না, করে সরকার এবং সরকারী স্তরে ঐ সকল আলোচনায় অর্থনীতিক বিষয় ছাড়া রাজনৈতিক বিষয়ের প্রভাবও না পড়িয়া পারে না। ফলে সর্বদা দেশগুলি পরস্পরকে ভয় দেখাইতে থাকে এবং তাহাতে বাণিজ্যের বাধা দ্রুত বাড়িতে থাকে। তাহা ছাড়া একদেশ অপরের তুলনায় দুর্বল হইলে, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি দ্বারা দুর্বল দেশগুলি সবল দেশের তল্পীবাহকে পরিণত হয়। এইরূপ আধিপত্য বাড়িলে এবং ক্রমাগত চলিতে থাকিলে অন্যান্য আরও গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হইবার আশংকা থাকে।

চতুর্থ খণ্ড সরকারের আর্থিক সংস্থান
GOVERNMENT FINANCES

অধ্যায়

১৬

করসংক্রান্ত সমস্যাসমূহ
TAXATION PROBLEMS

[**আলোচিত বিষয়ঃ** সরকারের অর্থ সংস্থানের বিবিধ উৎস—কর কাহাকে বলে—কর ধার্যের উদ্দেশ্য—কয়েকটি শব্দার্থ ঃ করভার—করঘাত—করভারের সঞ্চালন বা অপসারণ—করনীতি-সমূহ—করভার বন্টনে ন্যায়বিচার—প্রগতিশীল বনাম সমানুপাতিক কর—কর সঞ্চালন ও করপাত—প্রত্যক্ষ কর বনাম পরোক্ষ কর।]

সরকারের অর্থসংস্থানের বিবিধ উৎস
SOURCES OF GOVERNMENT FINANCES

ব্যয় করা, রাজস্ব সংগ্রহের জন্য কর ধার্য করা এবং ঋণ করা, যে কোন রাষ্ট্র বা সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতার অন্তর্গত। যে কোন সরকারকে (একমাত্র সম্পূর্ণ সমাজতন্ত্রী সরকার বাদে) উহার কার্যাবলী পরিচালনার জন্য নানাবিধ উপাদানের সেবা ও দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিতে হয়। সচরাচর সরকার বাজারদামে কিনিয়া ইহাদের সংগ্রহ করে এবং এজন্য সরকারের অর্থসংস্থানের প্রয়োজন হয়। পাঁচ প্রকার উপায়ে সরকারের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য অর্থের সংস্থান করা হয়ঃ (১) কর ধার্য দ্বারা[1]; (২) ঋণ সংগ্রহ দ্বারা[2]; (৩) কাগজী মুদ্রা মুদ্রণ করিয়া[3]; (৪) বেসরকারী কারবারের ন্যায় নানাবিধ দ্রব্য-সামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া[4] (ডাক ও তার বিভাগ); এবং (৫) যুক্ত-রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অঙ্গরাজ্য বা আঞ্চলিক সরকারগুলিকে কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কর্তৃক অনুদান দ্বারা[5] (ভারতে যেমন রাজ্য সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে সবিশেষ অনুদান পাইয়া থাকে)।

কর কাহাকে বলে?
WHAT IS A TAX?

সরকারের কার্যাবলীর অর্থ সংস্থানের সর্বাধিক পরিচিত ও প্রচলিত উপায় হইল 'কর' ধার্য করিয়া রাজস্ব আদায়। 'কর' বলিতে সরকারকে **বাধ্যতামূলকভাবে** প্রদেয় অর্থ বুঝায়। সরকারকে ইহা প্রদান করিলে, সরকারের নিকট হইতে তৎপরিবর্তে কোন সুবিধা পাইবার অধিকার জন্মায় না; কোনরূপ বিশেষ প্রতিলাভের সুবিধা ছাড়াই ইহা প্রদেয়। করের সহিত অন্যান্য সরকারী অর্থ সংস্থানের উপায়গুলির পার্থক্য এই যে, কর বাধ্যতা-মূলক, অন্যান্য উপায়গুলি তাহা নহে। বলা বাহুল্য, কর ধার্যের ফলে ব্যক্তি, পরিবার ও কারবারী প্রতিষ্ঠানের আয় ও সম্পত্তির একাংশ সরকারের হস্তগত হয় এবং তাহাতে সে অনুপাতে উহাদের আয় ও সম্পত্তির পরিমাণ হ্রাস পায়, কিন্তু সরকারের এই অধিকার সমাজ বহু পূর্বেই স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

---

1. Taxation.
2. Borrowing.
3. Printing Paper Money.
4. Sale of Goods and Services.
5. Inter-government Grants.

কর ধার্যের উদ্দেশ্য
OBJECTIVES OF TAXATION

করের উদ্দেশ্য নানাবিধ হইতে পারেঃ ১. উহার প্রথম, প্রধান ও প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য সরকারের কার্যাবলী পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজস্ব সংগ্রহ। বর্তমান কালে সরকারের কার্যাবলীর ক্রমাগত সম্প্রসারণের দরুন নূতন নূতন নানা প্রকার কর ধার্য করিয়া রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইতেছে। ইহা করের **রাজস্ব-উদ্দেশ্য**[৬]।

২. রাজস্বের উদ্দেশ্য ছাড়াও অন্যান্য উদ্দেশ্যেও (**অরাজস্ব উদ্দেশ্যে**)[৭] সরকার কর ধার্য করিয়া থাকে। এক্ষেত্রে কর ধার্যের ফলে রাজস্ব আদায় হইতে পারে বটে, কিন্তু উহা প্রধান লক্ষ্য নয়, এবং অনেক ক্ষেত্রেই ধার্য কর হইতে কোনরূপ রাজস্ব নাও সংগৃহীত হইতে পারে। এইরূপ একটি উদ্দেশ্য হইল শিল্পসংরক্ষণ[৮]। এজন্য বিশেষ বিশেষ আমদানি-পণ্যের উপর আমদানিশুল্ক ধার্য করা হয়। কিংবা কোন ক্ষতিকর দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার রোধ অথবা নিরুৎসাহিত করিবার জন্য উহাদের উপর অত্যধিক হারে অন্তঃশুল্ক আরোপ করা হয়। এইরূপ মূল লক্ষ্য, হেতু পরোক্ষভাবে বিশেষ বিশেষ পণ্য ও সেবা-কর্মের ব্যবহার ও তজ্জন্য ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রধান উদ্দেশ্যে[৯]ও কর ধার্য করা হইতে পারে। অনেক সময় দেশে পুঁজিগঠনে উৎসাহদানের জন্য ভোগব্যয় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে করের সাহায্য লওয়া হয়।

৩. করের আর একটি **অরাজস্ব উদ্দেশ্য** হইল, বাণিজ্যচক্রবিরোধী ব্যবস্থা রূপে, দেশের জাতীয় আয় স্তরের স্থিতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, অবনতি ও মন্দার সময় সামগ্রিক-ভাবে করসংকোচন দ্বারা রাজস্বসংগ্রহ কমান এবং চড়তির সময় করসম্প্রসারণ দ্বারা রাজস্ব আদায় বাড়ান। এরূপ ক্ষেত্রে, অবনতি ও মন্দার সময় সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজস্ব আদায়ের প্রয়োজনকে খানিক উপেক্ষা করিতে হয়, আবার প্রয়োজন না থাকিলেও, চড়তির বাজারে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বাড়ান হয়। অর্থাৎ বাণিজ্যচক্রবিরোধী বা বাণিজ্যচক্র-নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যটি[১০] খানিক পরিমাণে রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যটির বিরোধী, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং এরূপ উদ্দেশ্যকে আধুনিক কালে রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্য অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করা হয়।

৪. আধুনিক কালে আর একটি **অরাজস্ব উদ্দেশ্য** হইল, কর ব্যবস্থার সাহায্যে দেশে আয় ও সম্পদের বন্টনে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমান[১১]। এজন্য প্রায় সকল দেশেই দরিদ্র শ্রেণীর তুলনায় ধনিক শ্রেণীর উপর অপেক্ষাকৃত অধিক কর ধার্য হইয়া থাকে।

কয়েকটি শব্দার্থ
SOME TERMS DEFINED

১. করভার[১২]**ঃ** কর ধার্যের দরুন ব্যক্তি পরিবার বা প্রতিষ্ঠানের উপর করের যে বোঝা চাপান হয় তাহাই করভার। ইহা দুই প্রকার ঃ (ক) **আর্থিক-ভার**[১৩] এবং (খ) **প্রকৃত-ভার**[১৪]। কর ধার্যের দরুন করদাতাকে যে পরিমাণ আর্থিক আয় বা আর্থিক সম্পত্তি ত্যাগ করিতে হয়, সরকারের হস্তে অর্পণ করিতে হয় তাহাই করদাতার আর্থিক করভার, আর কর বাবদ সরকার দেশের সকল করদাতার নিকট হইতে যে মোট পরিমাণ অর্থ রাজস্বরূপে সংগ্রহ করে উহা দেশবাসীর সর্বমোট আর্থিক করভার। কিন্তু, কর প্রদান করিতে গিয়া আয় বা সম্পদের যে অংশ সরকারের নিকট হস্তান্তরিত হয় সে পরিমাণে করদাতার আয় ও সম্পত্তি কমিয়া যায় বলিয়া তাহার ভোগের পরিমাণও অথবা অভাবতৃপ্তি বা কল্যাণের

6. Revenue objective.
7. Extra-revenue objectives or Non-revenue objectives.
8. Protection. 9. Regulatory or Prohibitory objective.
10. Counter-cyclical objective. 11. Reduction of economic inequality.
12. Burden of a tax. 13. Money Burden. 14. Real Burden.

পরিমাণও সে অনুপাতে কম হয়। কর প্রদানের দরুন এই ত্যাগ বা ভোগ হ্রাস বা কল্যাণ-হ্রাস হইল করের প্রকৃত ভার। বলা বাহুল্য প্রকৃত করভারের ধারণাটি অবশ্যই মানসিক বা মনোগত*। করের পরিমাণ যত বাড়ে, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে করের আর্থিক ভার এবং প্রকৃত ভারও তত বাড়ে।

২. **করঘাত**[১৫]: আইনের দ্বারা যে বিন্দুতে (যাহার উপর) কর ধার্য করা হয়, সেখানেই (তাহার উপরই) করের প্রথম আঘাত পড়ে। ইহাই করঘাত (করের প্রথম আঘাত-বিন্দু)। সুতরাং আইনানুসারে যাহার উপর কর ধার্য ও যাহার নিকট হইতে সরকার উহা আদায় করে, তাহাকেই করঘাত বহন করিতে হয়। ব্যক্তিগত আয়করের ক্ষেত্রে আয়-করদাতা করঘাত বহন করে, অন্তঃশুল্কের[১৬] ক্ষেত্রে উৎপাদক করঘাত বহন করে আর বিক্রয়করের করঘাত পড়ে ক্রেতার উপর।

৩. **করসঞ্চালন**[১৭]: করদাতা করপ্রদানের দ্বারা করের যে বোঝা বা করভার বহন করিতে বাধ্য হয় তাহা অনেক ক্ষেত্রে পড়ে অপরের উপর। করদাতা অপরের উপর উহা অংশত বা সম্পূর্ণতঃ চাপাইয়া দিতে পারে অর্থাৎ অপরকে উহা দিতে বাধ্য করিতে পারে। একের নিকট হইতে অপরের নিকট করভারের এই হস্তান্তরকে করসঞ্চালন বলে। আয়কর দিতে হয় বলিয়া পদস্থ কর্মচারীরা নিয়োগকর্তার নিকট হইতে বেতনবৃদ্ধি আদায় করিতে পারিলে তথায় আয়করদাতা কর্মচারীর নিকট হইতে নিয়োগকর্তার নিকট করসঞ্চালন ঘটিবে। সেরূপ অন্তঃশুল্ক ধার্যের দরুন কর দিতে হয় বলিয়া উৎপাদকগণ যদি পণ্যের দাম বাড়ায় তবে তাহাদের নিকট হইতে ভোগকারিগণের নিকট ঐ অন্তঃশুল্ক-ভারের আংশিক বা সম্পূর্ণ অপসারণ ঘটিবে।

৪. **করপাত**[১৮]: করপাত হইল করের শেষ অবস্থিতি ক্ষেত্র[১৯]। একের নিকট হইতে অপরের নিকট করভারের অপসারণ ঘটিতে ঘটিতে এক সময়ে এরূপ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট উহার স্থানান্তর ঘটে যে, অপর কাহারও উপর আর ঐ বোঝা চাপাইতে না পারিয়া উহা সে নিজেই শেষ পর্যন্ত বহন করে। উহাই করের অবস্থিতি শেষ ক্ষেত্র বা করপাত। আয়করদাতা যদি অপর কাহারও নিকট করের আংশিক বা সম্পূর্ণ ভার হস্তান্তর করিতে না পারে, তবে তাহাকেই করঘাত ও করপাত বহন করিতে হয়। আর উৎপাদকগণ যদি ভোগকারিগণের নিকট সম্পূর্ণরূপে অন্তঃশুল্কভার হস্তান্তর করিতে সমর্থ হয় তবে উৎপাদকগণ উহার করঘাত বহন করিলেও উহার করপাত বহন করে ভোগকারীরা।

করনীতিসমূহ
PRINCIPLES OF TAXATION

করকাঠামোর উন্নয়ন ও বিকাশে এবং উহার মূল্যায়নে যে সকল মাপকাঠি ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় তাহাই করসংক্রান্ত নীতি নামে পরিচিত। অ্যাডাম স্মিথ হইতে অধ্যাপক পিগু পর্যন্ত অনেকেই এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। বিষয়টি লোককল্যাণ অর্থনীতির[২০] অন্তর্গত (কারণ ইহাতে উচিত অনুচিতের প্রশ্ন জড়িত)। তাহা ছাড়া, প্রচলিত অর্থনীতিক ব্যবস্থা ও ধ্যানধারণামত উহার যথোচিত লক্ষ্য অনুসারেই কেবল উপযুক্ত করনীতি নির্বাচন সম্ভব। ডিউ[২১]-এর মতে, মিশ্র ধনতন্ত্রী ব্যবস্থায়, চারিটি লক্ষ্যকে সর্বাধিক অর্থনীতিক কল্যাণের পক্ষে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে: (১) পছন্দ বা নির্বাচনের সর্বাধিক সম্ভব স্বাধীনতা; (২) সর্বাধিক সম্ভব জীবন-যাত্রার মান; (৩) অর্থনীতিক বিকাশের সর্বাধিক হার; এবং (৪) ন্যায়বিচার ও সমতা

* Subjective. 15. Impact of a tax. 16. Excise Duty.
17. Shifting of a tax. 18. Incidence of a Tax.
19. 'Final resting place of a tax.' 20. Welfare Economics.
21. John F. Due.

সম্পর্কে সমাজের প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী সমাজে আয়ের বন্টন। এই সকল লক্ষ্যগুলির কথা মনে রাখিয়া উপযুক্ত করনীতি নির্বাচন করিতে হইবে।

অ্যাডাম স্মিথ যে চারিটি মৌলিক করনীতি[22] নির্দেশ করিয়াছিলেন তাহা হইলঃ

১. সমতার নীতি[23]—এরূপভাবে কর ধার্য করিতে হইবে যেন তাহাতে করদাতাগণের মধ্যে করের প্রকৃত ভারের সমবন্টন ঘটে অর্থাৎ করের দরুন করদাতাগণের ত্যাগের সমতা[24] থাকে। ইহা ন্যায়বিচারের নীতি এবং করব্যবস্থার নীতিগত ভিত্তিস্বরূপ।

২. নিশ্চয়তার নীতি[25]—করপ্রদানের সময়, করপ্রদানের পদ্ধতি, করের পরিমাণ বা হার ইত্যাদি সুনিশ্চিত, সুনির্দিষ্ট এবং পূর্বে হইতে করদাতা ও সরকার উভয়ের জানা থাকা প্রয়োজন। তাহাতে সরকার যেমন আয় বুঝিয়া ব্যয় করিতে বা কর্মসূচী স্থির করিতে পারে সেরূপ করদাতাও করপ্রদানের জন্য প্রস্তুত থাকিতে পারে। অন্যথায় করদাতার অত্যন্ত অসুবিধা এবং কর আদায়ে নানারূপ দুর্নীতির উৎপত্তি হইতে পারে। নিশ্চয়তার নীতি পালনের জন্যই দেশে দেশে সরকারী বাজেট প্রকাশিত ও আলোচিত হয় এবং বাজেট পাশের দ্বারা করের সুনিশ্চয়তা সাধিত হয়।

৩. সুবিধার নীতি[26]—করপ্রদানের সময় এবং পদ্ধতি যেমন পূর্বে হইতে করদাতাগণের জানা আবশ্যক, তেমনি উহা তাহাদের পক্ষে সুবিধাজনক হওয়াও প্রয়োজন। একারণেই বেতনভোগী কর্মচারিগণের উপর ধার্য আয়কর, তাহাদের কর্মস্থলে, বেতন দেওয়ার সময় আগেই কাটিয়া লওয়া হয় এবং পণ্যের উপর ধার্য কর উহা ক্রয়ের সময় ক্রেতার নিকট হইতে আদায় করা হয়।

৪. ব্যয় সঙ্কোচের নীতি[27]—করটি এবং উহার রাজস্ব-আদায়ের ব্যবস্থাটি এরূপ হওয়া উচিত যেন তাহাতে রাজস্ব আদায়ের খরচ অর্থাৎ করের প্রশাসনিক ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম হয়।

উপরোক্ত নীতিগুলি ছাড়া আধুনিক কালে আরও যে সকল করনীতির কথা বলা হইয়াছে, উহারা হইলঃ **৫. উৎপাদনশীলতার নীতি**[28]—কেবল সর্বাধিক রাজস্ব আদায়ে সক্ষম করই ধার্য করা কর্তব্য। সেহেতু সামান্য রাজস্ব-উৎপাদক অনেকগুলি কর অপেক্ষা বেশি রাজস্ব আদায়ে সক্ষম একটি মাত্র বা অল্প কয়েকটি কর উৎকৃষ্ট।

৬. স্থিতিস্থাপকতার নীতি[29]—এরূপ করই ধার্য করা উচিত যাহা সামান্য সংশোধন দ্বারা প্রয়োজনমত কম বা বেশি পরিমাণে রাজস্ব আদায় করা যায়। আয়কর এ জাতীয় করের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

৭. নমনীয়তার নীতি[30]—পরিবর্তিত পরিস্থিতির সহিত সহজে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য, সমগ্র করব্যবস্থাটি যথেষ্ট নমনীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। করকাঠামো নমনীয় না হইলে রাজস্ব আদায়ের প্রয়োজনের সহিত করকাঠামোর বিরোধ দেখা দেয়।

৮. বৈচিত্র্যের নীতি[31]—আধুনিক সমাজের পক্ষে একটি বা অল্প কয়েকটি করের দ্বারা সরকারের প্রয়োজনীয় রাজস্ব যেমন সংগ্রহ করা যায় না তেমনি করের অ-রাজস্ব উদ্দেশ্যও সফল হইতে পারে না। সে কারণে নানা ধরনের কর ধার্যের প্রয়োজন ঘটে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের সংমিশ্রণ এরূপ করবৈচিত্র্যের একটি দৃষ্টান্ত।

৯. সারল্যের নীতি[32]—করের বৈচিত্র্য ও সংখ্যাবৃধির যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি দেখিতে হইবে যেন, তাহার ফলে সমগ্র করব্যবস্থাটি জটিল, অপরিচ্ছন্ন এবং সাধারণ করদাতার কাছে দুর্বোধ্য না হইয়া পড়ে। তাহাতে উহা করদাতাগণের উৎপীড়ক যন্ত্রে ও

---

22. Canons or Principles.
23. Canon of Equality.
24. Equality of Sacrifice.
25. Canon of Certainty.
26. Canon of Convenience.
27. Canon of Economy.
28. Principle of Productivity.
29. Principle of Elasticity.
30. Principle of Flexibility.
31. Principle of Diversity.
32. Principle of Simplicity.

দুর্নীতির পঙ্কে পরিণত হইবার আশংকা থাকে। একারণে করব্যবস্থাটি যথাসম্ভব সরল হওয়া প্রয়োজন।

১০. কার্যকারিতার নীতি[33]—অধ্যাপক ডিউ-এর মতে, করগুলি এরূপ হওয়া প্রয়োজন যেন করদাতাগণ তাহা সহজে পালন করিতে পারে এবং উহাদের সহজে বলবৎ করাও সম্ভব হয়। ইহাতে কর দ্বারা নির্ধারিত লক্ষ্য মত রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হইবে এবং করের প্রশাসনিক ব্যয় কম হইবে।

করভার বণ্টনে ন্যায়বিচার
EQUITY IN THE DISTRIBUTION OF THE TAX BURDEN

কর যখন রাষ্ট্রের ব্যয়নির্বাহের জন্য দেশের অধিবাসিগণ কর্তৃক বাধ্যতামূলক সাধারণ প্রদেয় ও উহার সহিত সরাসরি রাষ্ট্রের নিকট হইতে কোন বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তির কোন সম্পর্ক নাই, এবং ধনতন্ত্রী ও মিশ্রধনতন্ত্রী সমাজে যেহেতু আয় ও সম্পত্তির বণ্টনে প্রবল বৈষম্য রহিয়াছে, সেহেতু করের সহিত সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতা বা সমদর্শিতার নীতির[34] প্রশ্নটি গভীরভাবে জড়িত। বস্তুতঃ পক্ষে ইহাই করব্যবস্থা বা করকাঠামোর মূল নীতিগত ভিত্তি। ন্যায় ও নীতিশাস্ত্র ইহাই বলে যে, রাষ্ট্রের কার্যাবলীর দ্বারা যেহেতু সকলেই সমভাবে উপকৃত সেহেতু করভার সকল করদাতার মধ্যে ন্যায়সংগত ও সমভাবে বণ্টিত হওয়া উচিত। সমাজে ন্যায় ও নীতি সম্পর্কে যে প্রচলিত ধারণা রহিয়াছে, কর-ভারের বণ্টনটি উহার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু করের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের প্রশ্নের দু'টি দিক আছে। একটি হইল, ন্যায়-বিচারের নীতি অনুসারে সম-অবস্থার ব্যক্তিগণের প্রতি সম আচরণ করিতে হইবে। অর্থাৎ সম-অর্থনীতিক অবস্থার ব্যক্তিগণ করের সমরূপ ভার বহন করিবে। অপরটি হইল, অসম-অবস্থার ব্যক্তিগণের প্রতি বাঞ্ছনীয় আপেক্ষিক আচরণ করিতে হইবে। অর্থাৎ, যাহারা 'বেশি ভাল অবস্থায় আছে'[35] তাহারা বেশি কর দিবে, অর্থাৎ করের অধিকতর বোঝা বহন করিবে। কিন্তু 'বেশি ভাল অবস্থায় থাকার' মাপকাঠি কি হইবে তাহা লইয়া বিতর্ক আছে, এবং উহার সন্তোষজনক সমাধান নাই।

সম-অবস্থা বলিতে কি বুঝায়, অসম-অবস্থার পরিমাপ কোন্ ভিত্তিতে করা হইবে এবং অসম-অবস্থার ব্যক্তিগণের প্রতি যথোপযোগী আপেক্ষিক বা পার্থক্যমূলক আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ের বিচার-বিবেচনায় ন্যায়সংগতভাবে করভার বন্টনের দু'টি বিকল্প পথের বা ভিত্তির সন্ধান পাওয়া যায়। উহাদের একটি হইল **উৎপাদন-খরচ বা প্রাপ্ত সুবিধার**[36] **ভিত্তি**, অপরটি হইল **করপ্রদানের সামর্থ্যের**[37] **ভিত্তি।**

১. উৎপাদন-খরচ অথবা প্রাপ্ত সুবিধার নীতিঃ কারবারী বা বাণিজ্যিক নীতি যেমন এই যে, দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম ব্যবহার করিতে হইলে উহার দাম দিতে হইবে, সেরূপ সরকারের কার্যাবলীর দ্বারা যে যেরূপ উপকৃত হইতেছে, সেই প্রাপ্ত সুবিধার ভিত্তিতে কর ধার্য ও সমগ্র করকাঠামোটি সংগঠিত করা হইলেই ন্যায়বিচার ঘটিবে; ইহাই প্রাপ্ত সুবিধার নীতির বক্তব্য।

কিন্তু ইহার অসুবিধা এই যে,—(১) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকারের কার্যাবলীর প্রকৃতি এরূপ যে, তাহাতে সর্বসাধারণের সাধারণ উপকার ঘটে, ব্যক্তিবিশেষের কে কতটা উপকৃত হইতেছে তাহার স্বতন্ত্র পরিমাপ করা অসম্ভব। (২) কতকগুলি ক্ষেত্রে, এই নীতি অনু-সরণ করা হইলে ন্যায়বিচারের পরিবর্তে অন্যায় অবিচারই করা হইবে। যেমন, শিক্ষার ব্যয় যদি ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে সকলের নিকট হইতে প্রাপ্ত সুবিধার ভিত্তিতে কর দ্বারা

33. Principle of Effective enforcement and compliance.
34. Principle of Justice and Equity.
35. Better off. 36. Cost or Benefit Principle.
37. The Principle of Ability to pay.

আদায় করা হয়, তাহাতে ধনীর সুবিধা বেশি হইবে ও দরিদ্রের প্রতি অন্যায় করা হইবে। সামর্থ্যের অভাবে দরিদ্র সন্তানগণের লেখাপড়া বন্ধ হইবে। সুতরাং ইহা আধুনিক সামাজিক কল্যাণেরও বিরোধী।

তবে যে সকল ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সুবিধার পরিমাপ সম্ভব (যেমন ডাক ও তার বিভাগ, রাষ্ট্রীয় পরিবহণ, জীবনবীমা কিংবা পৌর কর প্রভৃতি) এবং যে সকল ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সুবিধার অনুপাতে করভার বণ্টন করিলে সমাজে তাহা ন্যায়বিচার-বিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে না, সে সকল ক্ষেত্রে এই নীতি সীমাবদ্ধভাবে অনুসরণ করা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ সরকারী ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইহা সম্ভবপর নয়।

প্রাপ্ত সুবিধার নীতির বিকল্প রূপে সরকারী কার্যাবলীর ব্যয়ের অনুপাতে কর ধার্য করিবার প্রস্তাবও এক সময়ে করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহার অসুবিধাগুলিও প্রাপ্ত সুবিধার নীতির অসুবিধার মতই। এজন্য ইহাও ন্যায়বিচারসম্মতভাবে করভার বণ্টনের অর্থাৎ কর ধার্যের ভিত্তিরূপে গ্রহণযোগ্য নয়।

২. কর প্রদানের সামর্থ্যের নীতিঃ অ্যাডাম স্মিথের সময় হইতেই সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া কর প্রদানের সামর্থ্যের ভিত্তিতে করভার বণ্টনের নীতিটি ন্যায়বিচারের প্রচলিত ধারণার সহিত সর্বাধিক সঙ্গতিপূর্ণ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। চলতি অর্থে, কর প্রদানের সামর্থ্য বলিতে করদাতার অর্থনীতিক স্বাচ্ছন্দ্য[৩৮] বা সামগ্রিক জীবনযাত্রার স্তর[৩৯] বুঝায়। এই নীতি অনুসারে, যাহাদের করপ্রদানের সামর্থ্য একরূপ তাহাদের সমপরিমাণ কর দেওয়া উচিত এবং যাহাদের অর্থনীতিক স্বাচ্ছন্দ্য অপেক্ষাকৃত কম তাহাদের তুলনায় যাহাদের অর্থনীতিক স্বাচ্ছন্দ্য বেশি তাহাদের অধিকতর কর প্রদান করা উচিত।

লোককল্যাণের পুরাতন তত্ত্ব অনুসারে, একদা ব্যক্তিগত ত্যাগের যুক্তিতে করপ্রদানের সামর্থ্যের নীতিটি সমর্থন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। বলা বাহুল্য ইহার ভিত্তি সম্পূর্ণ মনোগত বা মানসিক[৪০]। ত্যাগের এই মনোগত ধারণা বা অনুভূতির ভিত্তিতে কর-প্রদানের সামর্থ্যের তিনটি ব্যাখ্যা করা হইয়াছিলঃ (ক) ত্যাগের সমতা[৪১]—মিলের[৪২] মত ছিল এই যে, করের আর্থিক ভার এরূপভাবে করদাতাগণের মধ্যে বণ্টন করা উচিত যেন তাহাতে সকলের উপর **সমরূপ প্রকৃত করভার** পড়ে। (খ) আনুপাতিক ত্যাগ[৪৩]—ন্যায় বিচারের দিক হইতে **ধনী ও দরিদ্রের ত্যাগের সমতা অপেক্ষা** তাহাদের মধ্যে **ত্যাগের পার্থক্য অধিকতর বাঞ্ছনীয়।** এজন্য, যাহাদের সামর্থ্য বেশি তাহাদের বেশি ত্যাগ এবং যাহাদের সামর্থ্য কম, তাহাদের কম ত্যাগ করা উচিত। (গ) ন্যূনতম ত্যাগ[৪৪]—অধ্যাপক পিগু[৪৫]র মত ছিল এই যে, যেহেতু সামগ্রিকভাবে সমাজের মোট করভারটি ন্যূনতম হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং আয়-বৃদ্ধির সহিত অর্থের প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়, সেহেতু, **সমাজে কেবল যদি অত্যধিক ধনীদের নিকট হইতেই সমগ্র কর সংগ্রহ করা হয়, তবে, করের দরুন সমাজের মোট ত্যাগের পরিমাণটি ন্যূনতম হইবে।** কিন্তু ত্যাগের ধারণাটিই সম্পূর্ণ মনোগত বলিয়া ইহা কর ধার্যের ও করভার বন্টনের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহারের অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত এবং সে কারণে ইহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আধুনিক কালে **করপ্রদানের সামর্থ্যবিচারে কয়েকটি বাস্তব ভিত্তি**[৪৬] গৃহীত হইয়াছে। এই বাস্তব ভিত্তি **তিনটিঃ** (ক) আয়, (খ) সম্পত্তি, এবং (গ) ব্যয়।

(ক) আয়[৪৭]—ব্যক্তি, পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের অর্থনীতিক স্বাচ্ছন্দ্যের একটি প্রধান পরিমাপ হইল উহার আয়। তবে কেবল আয়ের মোট পরিমাণটিকেই চূড়ান্ত স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচায়ক বলিয়া গ্রহণ না করিয়া, পোষ্য সংখ্যা, বিশেষত শিশু সন্তানসন্ততি প্রভৃতির

38. Economic well-being. 39. The over-all level of living.
40. Subjective basis. 41. Equality of Sacrifice.
42. J. S. Mill. 43. Proportional Sacrifice. 44. Minimum Sacrifice.
45. A. C. Pigou. 46. Objective basis. 47. Income.

কথা বিবেচনা করিয়া তদনুযায়ী আয়ের অঙ্কের সামান্য পরিবর্তন করিয়া উহাই কর-প্রদানের সামর্থ্যের মাপকাঠি এবং সেহেতু করধার্যের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

(খ) **সম্পত্তি**[৪৮]—সম্পত্তিকেও করপ্রদানের সামর্থ্যের মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। কারণ, দুইজন করদাতার মধ্যে যাহার সম্পত্তি আছে তাহার আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য নিঃসন্দেহে অধিক। তাহার সঞ্চয়ের তাগিদও কম। এই সকল কারণে সম্পত্তিকেও কর-ধার্যের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

(গ) **ব্যয়**[৪৯]—আধুনিক অর্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক ক্যালডরের[৫০] অভিমত এই যে, কর-দাতার আয় অপেক্ষা ব্যয়কেই করপ্রদানের সামর্থ্যের অধিকতর উপযুক্ত মাপকাঠি বলিয়া গণ্য করা উচিত। কারণ তাহা হইতেই করদাতা কি পরিমাণ অর্থনীতিক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেছে তাহা বেশি বুঝা যায়।

করধার্যের এই তিনটি ভিত্তির মধ্যে আয় ও সম্পত্তি অধিকতর সন্তোষজনক এবং আয় সর্বাধিক সন্তোষজনক বলিয়া গণ্য হয়। কারণ আয় দ্বারাই অর্থনীতিক স্বাচ্ছন্দ্যের অধিক যথার্থ বিচার সম্ভব। ইহাদের তুলনায় ব্যয়কে সর্বাপেক্ষা কম সন্তোষজনক ভিত্তি-রূপে গণ্য করা হয়। কারণ ইহাতে কৃপণেরা উৎসাহিত হয় এবং ইহার প্রতিক্রিয়াশীল বা অধোগতিশীল[৫১] চরিত্রটি প্রবল (যেমন পণ্যকর বা বিক্রয়কর[৫২])। তবে প্রসঙ্গত উল্লেখ-যোগ্য যে, করভার বণ্টনের এই ভিত্তিগুলি কিন্তু পরস্পরের বিকল্প নহে। আধুনিক অনেক প্রগতিশীল দেশেই এই তিন প্রকার ভিত্তির সমন্বয়েই দেশের করকাঠামো গঠিত হইয়াছে।

ইহার পর প্রশ্ন হইতেছে যে, ধার্য করের হার অর্থাৎ, ধার্য কর এবং উহার ভিত্তি, এই দুয়ের মধ্যে সম্পর্কটি, কিরূপ হইলে তাহা করপ্রদানের সামর্থ্য অনুযায়ী ও ন্যায়-বিচারসম্মত হইবে? অর্থাৎ করহারের কাঠামোটি কিরূপ হওয়া আবশ্যক? আয়কে যদি করপ্রদানের সামর্থ্যের প্রাথমিক ভিত্তি বা মাপকাঠি ধরা হয়, তবে তিন প্রকার বিকল্প কর-হার-কাঠামোর সম্ভাবনা দেখা দেয়ঃ

১. করের পরিমাণ ও করের ভিত্তি অর্থাৎ, আয়ের মধ্যে **প্রগতিশীল সম্পর্ক**—আয় যত বেশি হইবে ততই আয়ের অধিকতর অংশ কর দিতে হইবে। অর্থাৎ আয়বৃদ্ধির সহিত করহারও **বাড়িবে**। ইহা **প্রগতিশীল কর**[৫৩] ব্যবস্থা।

২. করের পরিমাণ ও করের ভিত্তি, অর্থাৎ, আয়ের মধ্যে **আনুপাতিক সম্পর্ক**—আয়ের পরিমাণ নির্বিশেষে, কর ও আয়ের অনুপাত একরূপ থাকিবে। অর্থাৎ আয়ের পরিমাণ যাহাই হোক **একই হারে** কর দিতে হইবে। ইহা **সমানুপাতিক কর**[৫৪] ব্যবস্থা।

৩. করের পরিমাণ ও করের ভিত্তি অর্থাৎ, আয়ের মধ্যে **অধোগতিশীল** সম্পর্ক—অধিক আয়ে করের অনুপাত কম ও অল্প আয়ে করের অনুপাত বেশি হইবে। অর্থাৎ আয় যত বাড়িবে করহার তত **কমিবে**। ইহা **প্রতিক্রিয়াশীল বা অধোগতিশীল কর**[৫৫] ব্যবস্থা।

এই তিন প্রকার করের মধ্যে প্রগতিশীল করই করপ্রদানের সামর্থ্য ও ন্যায়বিচারের সহিত সর্বাধিক সংগতিপূর্ণ বলিয়া আধুনিক সমাজের সর্বসম্মত ধারণা।

✓প্রগতিশীল বনাম সমানুপাতিক কর
PROGRESSIVE VS. PROPORTIONAL TAX

১. **প্রগতিশীল ও সমানুপাতিক করের পার্থক্য**[৫৬]**ঃ প্রগতিশীল করের ক্ষেত্রে** করের ভিত্তি (অর্থাৎ আয় বা সম্পত্তির পরিমাণ) ও করের পরিমাণ, এই দুয়ের মধ্যে এক প্রগতি-

48. Wealth. 49. Expenditure 50. N Kaldor.
51. Regressive character. 52. Commodity Tax or Sales Tax.
53. Progressive Taxation. 54. Proportional Taxation.
55. Regressive Taxation.
56. Distinction between Progressive and Proportional Taxation.

শীল সম্পর্ক থাকে, অর্থাৎ করের ভিত্তি (আয় বা সম্পত্তি) যত বেশি হয় উহাতে করের অনুপাত ততই বাড়ে। ইহার অর্থ, আয় বা সম্পত্তির পরিমাণ যত বেশি হয়, করের হার ততই বৃদ্ধি পায়; করের ভিত্তি যত বেশি হইবে করের হারও তত বেশি হয়। যথা, ৫,০০০ টাকা আয়ে যদি করহার ৫% হয়, তবে ১০,০০০ টাকা আয়ে ১০% এবং ২০,০০০ টাকা আয়ে ১৫% ইত্যাদি।

কিন্তু **সমানুপাতিক করের** ক্ষেত্রে করের ভিত্তি ও করের পরিমাণের অনুপাতটি সর্বদা একরূপ থাকে। অর্থাৎ করের ভিত্তি যাহাই হোক উহাতে করের আনুপাতিক অংশটি অপরিবর্তনীয় থাকে। যেমন, আয়করের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন ব্যক্তির আয়ের পরিমাণ বিভিন্ন রূপ হইলেও, তাহাদের একই শতাংশ হারে আয়কর দিতে হইবে। আয় ৫,০০০ টাকা হইলেও যেমন ৫% হারে কর দিতে হইবে, তেমনি ২০,০০০ টাকা আয়েও ৫% হারেই কর দিতে হইবে। করের ভিত্তির পরিমাণের পরিবর্তনে, অর্থাৎ সম্পত্তি বা আয়ের পরিবর্তনে, ইহাতে করহারের পরিবর্তন হয় না।

২. প্রগতিশীল কর ও সমানুপাতিক করের তুলনাঃ ক. সমানুপাতিক করের সপক্ষে ও প্রগতিশীল করের বিপক্ষে যুক্তি—(১) সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির করপ্রদানের সামর্থ্য একরূপ নহে বলিয়া, তাহাদের ত্যাগের পরিমাণ সমান হইলে উহা ন্যায়বিচারবিরুদ্ধ হইবে। সুতরাং করভার-বন্টন ন্যায়বিচার সংগত করিতে হইলে সামর্থ্যের পার্থক্য অনুসারে করের দরুন ত্যাগও আনুপাতিক হওয়া প্রয়োজন। অতএব ন্যায়বিচারের খাতিরে সমানুপাতিক করই অধিক যুক্তিসংগত। ইহাই সমানুপাতিক করের সর্বপ্রধান যুক্তি। (২) প্রগতিশীল করের ক্ষেত্রে করের ভিত্তি (আয় বা সম্পত্তি) অনুসারে করহারের যে পার্থক্য করা হয় তাহা অবিচারমূলক এবং যুক্তিহীন। কারণ আয় বা সম্পত্তির পরিমাণ অনুসারে যে ক্রমবর্ধমান করহার ধার্য করা হয়, শেষ পর্যন্ত তাহা করনির্ধারক কর্তৃপক্ষের বা অর্থমন্ত্রীর খেয়ালের উপরই নির্ভর করে। (৩) আয়বৃদ্ধির সহিত অর্থের প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়। কিন্তু কতটা হ্রাস পায় তাহা কেহ বলিতে পারে না। সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইহা সমরূপ নহে, অথচ এই ধারণার উপর ভিত্তি করিয়াই অধিক আয়ে উচ্চতর করহার প্রগতিশীল করব্যবস্থায় ধার্য করা হয়। সুতরাং ইহার কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি বা ভিত্তি নাই। (৪) প্রগতিশীল কর ধার্য করিলে কর ফাঁকির পরিমাণ বাড়িবে। (৫) প্রগতিশীল কর ধার্য করার অর্থই হইল ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পথে অগ্রসর হওয়া। (৬) যে লোককল্যাণ বৃদ্ধির যুক্তিতে প্রগতিশীল কর সমর্থন করা হয় তাহাও মনোগত। উহা পরিমাপ করার কোন উপায় নাই। সমস্তটাই একটা আন্দাজী ব্যাপার। বরং উহাতে দরিদ্রের যতটা না উপকার হয় তদপেক্ষা ধনীকে বিব্রত করা হয় বেশি। (৭) প্রগতিশীল কর সঞ্চয়-প্রবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করে, পুঁজিগঠনে বাধা দেয় এবং কর্মোদ্যম ক্ষুণ্ণ করিয়া শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিতে বিঘ্নের সৃষ্টি করে। এই সকল যুক্তিতে একদা বহু প্রখ্যাত অর্থবিজ্ঞানী (মিল, ম্যাক্‌কুলক্‌ প্রমুখ অনেকে) প্রগতিশীল করের বিরোধিতা ও সমানুপাতিক কর সমর্থন করিয়াছিলেন।

খ. প্রগতিশীল করের সপক্ষে ও সমানুপাতিক করের বিপক্ষে যুক্তি,—(১) ইহার সমর্থনে একটি যুক্তি এই যে, আয় বৃদ্ধির সহিত আয়ের অতিরিক্ত অংশের উপযোগ করদাতার নিকট হ্রাস পায়, অতএব প্রকৃত করভার বণ্টনে সমানুপাত প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে করদাতাকে অধিকতর পরিমাণে করের আর্থিক ভার বহন করিতে হইবে। তাহা ছাড়া, অধিকতর হারে কর দিতে গিয়া ধনীকে বিলাসদ্রব্যের ব্যয় কমাইতে হইবে, কিন্তু দরিদ্রকে অধিক কর দিতে হইলে অবশ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ভোগ বাদ দিতে হয়। অতএব ধনীকে যে পরিমাণ ত্যাগ করিতে হয় সেজন্য তাহার প্রকৃত কষ্ট স্বীকারের পরিমাণ অধিক নহে। (২) প্রগতিশীল কর দ্বারা অধিকতর পরিমাণে রাজস্ব সংগ্রহ করা সম্ভব। ইহার উৎপাদনশীলতা বেশি। (৩) ইহার সাহায্যে করহারের সামান্য পরিবর্তন দ্বারা প্রয়োজনমত রাজস্বসংগ্রহের পরিমাণ সহজে হ্রাস বৃদ্ধি করা যায়। অর্থাৎ ইহার স্থিতিস্থাপকতা বেশি।

(৪) প্রগতিশীল করব্যবস্থা অধিকতর নমনীয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সহিত উহার সামঞ্জস্য সাধনের ক্ষমতা বেশি। (৫) ইহাতে করের প্রশাসনিক ব্যয় কম কারণ সাধারণত, যেমন আয়করের ক্ষেত্রে, ইহা আয়ের উৎস হইতে সহজে সংগৃহীত হইতে পারে। (৬) ইহার দ্বারা সমাজে আয় ও ধনবৈষম্য কমাইয়া সমাজের লোককল্যাণ বৃদ্ধি করা যায়। (৭) বাস্তবে দেখা গিয়াছে যে, যথাযথরূপে পার্থক্যমূলক করহারগুলি ধার্য করিলে তাহা সঞ্চয়, পুঁজি-গঠন, শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষুণ্ণ করে না। যদি করহার ধার্য করিতে ভুলও হয়, তথাপি তাহা অভিজ্ঞতার সাহায্যে অবিলম্বে সংশোধন করা সম্ভব। (৮) ইহাতে যদি কর-ফাঁকির সম্ভাবনা থাকে, তবে সমানুপাতিক কর ব্যবস্থাও তাহা হইতে মুক্ত নহে। কারণ যাহাদের কর ফাঁকি দেওয়ার ঝোঁক থাকে তাহারা সর্বাবস্থায় সে সুযোগ অনুসন্ধান করে। (৯) সমানুপাতিক করব্যবস্থা ন্যায়বিচারের সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ কেবল আয়ের প্রান্তিক উপযোগ অতি ধীরে ধীরে কমিলেই, ত্যাগের সমতার যুক্তিতে সমানুপাতিক কর সমর্থনযোগ্য। কিন্তু এই অনুমান সত্য নহে। আবার আয়ের প্রান্তিক উপযোগ অপরিবর্তিত থাকে ধরিয়া লইলেই একমাত্র সমানুপাতিক ত্যাগের যুক্তিতে সমানুপাতিক কর সমর্থনযোগ্য। কিন্তু এই অনুমানও ভ্রান্ত। অতএব কি ত্যাগের সমতা, কি সমানুপাতিক ত্যাগ, কোন যুক্তিতেই সমানুপাতিক কর সমর্থনযোগ্য নহে। অতএব সমানুপাতিক কর ন্যায়বিচারসম্মতও নহে। (১০) তাহা ছাড়া সমানুপাতিক করের ক্ষেত্রেও যে করহার ধার্য হয় তাহাই যে যথার্থ তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? উহাও কমবেশি খেয়ালের উপর, মনোগত ধারণার উপর নির্ভরশীল।

সুতরাং শেষ পর্যন্ত, অধ্যাপক টেলারের[৫৭] ভাষায়, সমানুপাতিক ও প্রগতিশীল করের মধ্যে পছন্দের প্রশ্নটি **নিশ্চিত অবিচার** ও **অনিশ্চিত ন্যায়বিচারের** মধ্যে বাছাইয়ের প্রশ্নে পরিণত হইয়াছে[৫৮]। অতএব আধুনিক কালের বিচারে প্রগতিশীল করব্যবস্থাই জয়ী হইয়াছে।

করসঞ্চালন ও করপাত
SHIFTING AND INCIDENCE OF A TAX

১. **করসঞ্চালন ও করপাতের মধ্যে পার্থক্য**[৫৯]**:** কাহারও উপর যখন কোন কর ধার্য হয় তখন করদাতা ঐ করটি নিজে প্রদান করিবার পর অপর কাহারও স্কন্ধে উহা চাপাইতে অসমর্থ হইয়া ঐ করের ভার সে শেষ পর্যন্ত নিজেই সম্পূর্ণ বহন করিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে, করভার ও করপাত একই ব্যক্তির উপর পড়ে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই করদাতা নিজের স্কন্ধ হইতে অপর কাহারও না কাহারও স্কন্ধে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ঐ করভার চাপাইতে বা স্থানান্তর করিতে (অর্থাৎ প্রথমে করটি নিজে প্রদান করিয়া পরে অপরাপর ব্যক্তির নিকট হইতে উহার সবটা বা খানিকটা আদায় করিতে) সক্ষম হইতে পারে। এইরূপে **একের নিকট হইতে অপরের নিকট করভার চালান করিবার প্রক্রিয়াটিকে করসঞ্চালন বলে।**[৬০] সুতরাং করসঞ্চালন হইল একের নিকট হইতে অপরের নিকট করভার হস্তান্তরের প্রক্রিয়া।

করপাত বলিলে কোন করভারের চূড়ান্ত বা শেষ অবস্থিতি-স্থল বুঝায়। যে ব্যক্তি তাহার স্কন্ধে পতিত কোন করভার অপর কাহারও নিকট চালান দিতে অর্থাৎ হস্তান্তরিত করিতে না পারিয়া নিজেই **শেষ পর্যন্ত** উহা বহন করিতে বাধ্য হয়, করভার শেষ পর্যন্ত তাহার উপরই পতিত হয়, এই অর্থে, সে-ই করপাত বহন করে, তাহার স্কন্ধই করভারের

---

57. Philip E. Taylor.
58. 'The choice between proportional and progressive taxation is therefore a choice between certain injustice and uncertain justice.' Tavlor, P. E.
59. Distinction between shifting and incidence.
60. "The process of transferring the burden of the tax from one person to another is known as *tax shifting.*" Taylor.

শেষ অবস্থিতি-স্থল। সুতরাং **করপাত কাহার উপর ঘটিবে, অর্থাৎ করপাত কে বহন করিবে তাহা করসঞ্চালন প্রক্রিয়াটি শেষ না হইলে নির্ধারিত হইতে পারে না।** অতএব করপাত নির্ধারণ করিতে হইলে, করসঞ্চালন প্রক্রিয়াটি অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করিয়া কাহার উপর শেষ পর্যন্ত করভারটি পতিত হইল তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়।

২. **করসঞ্চালন ও করপাতের গুরুত্ব**ঃ করসঞ্চালন ও করপাত, এই দুইটি বিষয় যে পরস্পর সংশিলষ্ট কেবল তাহাই নহে, উহারা উভয়েই আবার করভার-বন্টনের প্রশ্নটির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কারণ শেষ পর্যন্ত করসঞ্চালন ও করপাতের উপরই করভারের বন্টন নির্ভর করে, যে কোন নির্দিষ্ট করের ভার কে কতটা বহন করিবে তাহা স্থির হয়। যাহাদের বা যাহার উপর করভার চাপাইবার উদ্দেশ্যে করটি ধার্য হইয়াছিল, তাহারাই উহা যথার্থ বহন করিতেছে কি না, এবং তাহাদের মধ্যে ন্যায়সংগতভাবে করভারের বন্টন ঘটিতেছে কিনা তাহা জানিতে হইলে করসঞ্চালন ও করপাত অনুসন্ধান করিতেই হয়।

৩. **যে সকল বিষয়ের বা নীতির দ্বারা করসঞ্চালন প্রক্রিয়া ও করপাত নির্ধারিত হয়[61]ঃ করসঞ্চালন ও করপাতের বিশ্লেষণ[62]ঃ** আমরা করসঞ্চালন প্রক্রিয়া ও করপাতের বিশ্লেষণ দ্বারা প্রথমে কোন্ মূলনীতির দ্বারা উহারা নির্ধারিত হয় এবং করসঞ্চালনের প্রকৃতি বা ধরনধারণ কি, তাহা অনুসন্ধান করিব। উহার পর, দৃষ্টান্তস্বরূপ,—(ক) পণ্য-কর, (খ) আয়কর এবং (গ) একচেটিয়া কারবারীর উপর ধার্য কর,—এই তিন প্রকার করের ক্ষেত্রে করসঞ্চালন প্রক্রিয়া এবং করপাতের বিষয়টি আলোচনা করিব।

৩. ক. **করসঞ্চালন ও করপাত নির্ধারণের মূল নীতি ঃ দামের ভূমিকা**—আলোচনার প্রথমেই আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, করভার অপর কাহারও উপর চাপান সম্ভব না হইলে, করঘাত[63] ও করপাত[64] একই ব্যক্তির উপর পড়ে। আর করভারটি অংশত বা সম্পূর্ণত অপরের উপর চাপান সম্ভব হইলে, তবেই করসঞ্চালন ঘটে এবং তখন একের উপর করঘাত ও অপরের উপর করপাত ঘটে।

বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কেবল দামের মধ্য দিয়াই একের সহিত অপরের অর্থনৈতিক লেনদেন বা আদানপ্রদান ঘটিতে পারে। সুতরাং একমাত্র দামের (পণ্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম এবং উপাদানসমূহের দাম) মধ্য দিয়া ছাড়া, করসঞ্চালনের (একের করভার অপরের উপর চাপাইবার) আর কোন উপায় বা পথ নাই। কোন করের ভার অপরের উপর আংশিক বা সম্পূর্ণ চাপাইতে গেলে, দামের মধ্যে কর ধরিয়া সে পরিমাণে দামের পরিবর্তন করিতে হয়, অর্থাৎ, করটি ধার্য না হইলে দামটি যাহা হইত, করটি ধার্য হইবার ফলে দামটি আর তাহা হইতে পারে না, উহা অন্যরূপ হয় (আদি দাম+আংশিক বা সম্পূর্ণ কর=নূতন দাম অথবা, আদি দাম—কর=নূতন দাম)। অবশ্য, অনেক সময় দামটি অপরিবর্তিত রাখিয়া, পণ্য বা সেবার গুণগত পরিবর্তন করিয়াও (একই দামে আগের তুলনায় নিকৃষ্ট সামগ্রী বেচিয়া) করভার অপরের উপর চাপান যাইতে পারে (ইহা কার্যত দাম বাড়ানর সামিল)। সুতরাং বলা যায় যে, **দাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়াই করসঞ্চালন প্রক্রিয়াটি কার্যকর হয়। দাম-ই হইল করসঞ্চালনের মাধ্যম বা উপায়[65]।** অতএব করসঞ্চালনে দামের ভূমিকাটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

৩. খ. **করসঞ্চালনের প্রকৃতি ঃ সম্মুখগামী ও পশ্চাদ্‌গামী করসঞ্চালন[66]ঃ** ক্রয়-বিক্রয় প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপের কোন একটি বিশেষ ধাপে অবস্থিত কাহারও উপর কোন নির্দিষ্ট কর ধার্য হইলে, করদাতা যদি অংশতঃ বা সম্পূর্ণতঃ, তাহার পরবর্তী ধাপে

61. Factors or Principles governing (or determining) shifting and incidence of a tax.
62. Analysis of shifting and incidence. 63. Impact.
64. Incidence. 65. 'Price is the vehicle of shifting.'
66. Forward and Backward shifting of taxes.

অবস্থিত ব্যক্তির উপর [যেমন কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের উপর ধার্যকর (উৎপাদনশুল্ক বা অন্তঃশুল্ক) যদি উৎপাদক-বিক্রেতা উহার পণ্যের ক্রেতার উপর] করটি চাপাইতে পারে, তবে উহাকে **সম্মুখগামী করসঞ্চালন** বলে। ইহার ফলে দাম বাড়ে (আদি দাম+কর=নূতন দাম)।

আর ক্রয়বিক্রয়-প্রক্রিয়ার কোন নির্দিষ্ট ধাপে অবস্থিত কাহারও উপর কোন কর ধার্য হইলে সে যদি উহা পূর্ববর্তী ধাপে অবস্থিত ব্যক্তির উপর (যেমন ক্রেতাদের উপর ধার্য বিক্রয়কর যদি তাহারা বিক্রেতাদের উপর) চাপাইতে সক্ষম হয়, তবে উহাকে **পশ্চাদ্‌গামী করসঞ্চালন** বলে। ইহার ফলে দাম কমে (আদি দাম–সম্পূর্ণ বা আংশিক কর=নূতন দাম)। সম্পূর্ণ করভারটি যদি বিক্রেতার উপর চাপান সম্ভব হয়, তবে ক্রেতা আগের দামেই পণ্যটি কিনিবে, কিন্তু বিক্রেতার নিকট কার্যত দামটি হইবে বিক্রয়মূল্য ও করের বিয়োগফল (বিক্রয় দাম–কর=যথার্থ দাম)।

৪. **পণ্যকরের করসঞ্চালন ও করপাত নির্ধারক বিষয় বা নীতিসমূহ**[৬৭]**ঃ** (১) কোন পণ্যের উপর কর ধার্য হইলে (অন্তঃশুল্ক বা উৎপাদনশুল্ক, বিক্রয়কর ইত্যাদি) উহার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া রূপে উহার **দাম বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দিবে**। ইহার অর্থ, বিক্রেতাদের উপর উহা ধার্য হইলে তাহারা ঐ করভার বর্ধিত দামের আকারে ক্রেতাদের উপর চাপাইবার চেষ্টা করিবে। এইভাবে **সম্মুখগামী করসঞ্চালনের চেষ্টা** হইবে। আর ক্রেতাদের উপর কর ধার্য হইলে তাহারা উহা বিক্রেতাদের উপর চাপাইবার চেষ্টা করিবে, অর্থাৎ করভারের **পশ্চাদ্‌গামী সঞ্চালনের চেষ্টা** হইবে। ইহার অর্থ, পণ্যটির **চাহিদা হ্রাসের প্রবণতা** জন্মিবে এবং তাহাতে বিক্রেতারা তাহাদের বিক্রয় অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহিলে, করটি সম্পূর্ণ বা অংশতঃ নিজেরাই বহন করিবে কি না সে প্রশ্ন বিবেচনা করিতে বাধ্য হইতে পারে। দাম বৃদ্ধি মারফত করসঞ্চালনের সুযোগ সম্ভাবনা প্রথমত নির্ভর করে পণ্যটির চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর।

(২) **চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাঃ** করটি কার্যত কতটা সম্মুখে বা পশ্চাতে সঞ্চালিত হইবে, বা আদৌ হইবে কি না, তাহা **পণ্যটির চাহিদা** রেখা ও অবস্থার উপর নির্ভর করিবে। এবিষয়ে চারিটি সম্ভাবনা আছেঃ (ক) চাহিদা যদি **সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয়** ($Ed=\infty$) তবে বিক্রয়ের পরিমাণ অক্ষুণ্ণ রাখিতে গিয়া করভার বিক্রেতারাই সম্পূর্ণ বহনে বাধ্য হইবে, অর্থাৎ করটি সম্পূর্ণভাবে বিক্রেতাদের উপর চাপিবে এবং করপাতও বিক্রেতাদের উপরই পড়িবে। ফলে ক্রেতাদের নিকট দাম অপরিবর্তিত থাকিবে বটে, কিন্তু বিক্রেতাদের নিকট কার্যত দাম কমিবে (আদি দাম–কর=যথার্থ দাম)। (খ) চাহিদা যদি **সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হয়** ($Ed=0$) করভারটি সম্পূর্ণভাবে ক্রেতাদের উপর চাপিবে এবং করপাত তাহাদের উপরই ঘটিবে। তখন চাহিদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং করের সমপরিমাণে দাম বাড়িবে (আদি দাম+কর=নূতন দাম)। (গ) চাহিদা যদি **অধিকতর স্থিতিস্থাপক হয়** ($Ed>1$) তবে, উহার স্থিতিস্থাপকতা যত বেশি হইবে, ততই করভারের অধিকাংশ বিক্রেতাদের উপর চাপিবে এবং ফলে, বিক্রেতা ও ক্রেতাদের মধ্যে করপাতের বন্টন ঘটিবে ও ক্রেতাদের তুলনায় বিক্রেতারা অধিক করপাত বহন করিবে। ইহাতে দাম আংশিক বাড়িবে (আদি দাম+ক্রেতাদের উপর সঞ্চালিত আংশিক করভার=নূতন দাম), বেশি নহে। দাম যতটুকু পরিমাণে বাড়াইলে চাহিদা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইবে না, বিক্রেতারা ততটুকু পরিমাণে মাত্র দাম বাড়াইবে। (ঘ) পণ্যটির চাহিদা **যত অস্থিতিস্থাপক হইবে** ($Ed<1$) ততই করপাতের অধিকাংশ ক্রেতাদের উপর পড়িবে এবং দাম ততই বেশি হইবে (আদি দাম+ক্রেতাদের উপর করপাতের অধিকাংশ=নূতন দাম)।

(৩) **যোগানের স্থিতিস্থাপকতাঃ** করভারের সঞ্চালন ও উহার করপাত পণ্যটির

67. Factors determining shifting and incidence of a commodity tax.

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা এবং কোন্ উৎপন্নবিধির অধীনে উহা উৎপাদিত হইতেছে তাহার উপর নির্ভর করে। (ক) যোগান যদি সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয় ($Es=\infty$) **তবে,** করপাত ক্রেতারা **সম্পূর্ণ** বহন করিবে। (খ) যোগান যদি সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হয় ($Es=0$) তবে করপাত সম্পূর্ণভাবে বিক্রেতাদের উপর পড়িবে। (গ) যোগান যদি অধিকতর **স্থিতিস্থাপক** হয় ($Es>1$) তবে, করপাতের অধিকাংশ ক্রেতাদের উপর এবং অল্পাংশ বিক্রেতাদের উপর পড়িবে। (ঘ) যোগান যদি অধিকতর অস্থিতিস্থাপক হয় ($Es<1$) তবে করপাতের অধিকাংশ বিক্রেতাগণকে বহন করিতে হইবে। প্রথম ক্ষেত্রে করের সমপরিমাণে দাম বাড়িবে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ক্রেতাদের নিকট দাম আদৌ বাড়িবে না এবং বিক্রেতাদের নিকট দাম করের সমপরিমাণ কমিবে; তৃতীয় ও চতুর্থ ক্ষেত্রে আংশিক দাম বৃদ্ধি ঘটিবে।

পণ্যটি যদি **সমানুপাতিক খরচবিধির** অধীনে উৎপাদিত হয় তবে, চাহিদা কমিবে ও **করের সমপরিমাণ দাম বাড়িবে।** যদি **বর্ধমান খরচবিধির** অধীনে উহা উৎপন্ন হয় তবে, চাহিদা কমিলে উৎপাদন কমিবে ও উৎপাদনের প্রান্তিক খরচ কমিবে. ফলে **কর অপেক্ষা কম পরিমাণে দাম বাড়িবে।** আর যদি **ক্ষীয়মাণ খরচবিধির** অধীনে উহা উৎপন্ন হয় তবে, চাহিদা হ্রাসে উৎপাদনের পরিমাণ কমিলে প্রান্তিক খরচ বাড়িবে এবং **করের অধিক পরিমাণে দাম বাড়িবে।**

বাস্তবে, শেষ পর্যন্ত পণ্যটির চাহিদা ও যোগানের তুলনামূলক স্থিতিস্থাপকতার দ্বারা উহাদের চাহিদা ও যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি ও দামের পরিবর্তনটি স্থির হইবে এবং উহার মধ্য দিয়া ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের মধ্যে করপাতের বন্টনটি নির্ধারিত হইবে।

(৪) **বাজারের অবস্থাঃ** যে কোন পণ্যকরের করভারের সঞ্চালন ও করপাত বাজারের অবস্থার উপরও নির্ভর করে। **নিখুঁত প্রতিযোগিতায়,** স্বল্পকালীন সময়ে বিক্রেতারা চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতা অনুসারে করপাত বহন করিলেও, দীর্ঘকালীন সময়ে পণ্যের ভারসাম্য দাম উহার গড় উৎপাদন খরচের বেশি কখনই হইতে পারে না (দাম=গড় খরচ) বলিয়া দীর্ঘকালীন সময়ে পণ্যকরের করপাত সম্পূর্ণ পরিমাণে ক্রেতারাই বহন করিবে। কিন্তু বাজারে একচেটিয়া কারবার থাকিলে, একচেটিয়া কারবারী করপাত বহন করিবে কিনা তাহা নির্ভর করিবে করটির প্রকৃতির[৬৮] উপর। যদি উহা তাহার মুনাফার একটি নির্দিষ্ট শতাংশ রূপে অথবা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রদেয় অর্থরূপে ধার্য হয়, তবে সে উহাকে তাহার স্থির খরচ রূপে গণ্য করিয়া সবটাই নিজে বহন করিতে পারে। কিন্তু করটি যদি তাহার উৎপাদনের পরিমাণের অনুপাতে নির্দিষ্ট হয় (উৎপাদনের পরিমাণ যত বাড়িবে উৎপাদিত পণ্যের একক পিছু করও তত বাড়িবে[৬৯], তবে, কর ধার্যের দরুন তাহার প্রান্তিক খরচ বাড়িবে ও প্রান্তিক খরচ রেখা উচ্চতর বিন্দুতে প্রান্তিক আয় রেখাকে ছেদ করিলে, স্বল্পতর ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ ও উচ্চতর ভারসাম্য দাম নির্ধারিত হইবে। দাম কতটা বাড়িবে ও চাহিদা কতটা কমিবে তাহা পণ্যটির চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করিবে।

(৫) **করের পদ্ধতি ও পরিমাণ[৭০]ঃ** করের পদ্ধতি ও পরিমাণও করপাত বণ্টনে প্রভাব বিস্তার করে। করের পরিমাণ অতি সামান্য হইলে করদাতা উহা নিজেই বহন করিতে পারে এবং পরিমাণের সামান্যতা বিবেচনায় উহা সঞ্চালনের কথা সে অগ্রাহ্য করিতে পারে। করের পরিমাণ সবিশেষ হইলে উহার সঞ্চালনের প্রশ্নটি গুরুত্ব লাভ করে। আবার অতিরিক্ত মুনাফার উপর কর ধার্য হইলে উহার সঞ্চালন কিছুই না হইবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু সাধারণ আয় বা মুনাফা ক্ষুন্ন হইলেই করসঞ্চালনের প্রশ্নটি গুরুতর হয়।

---

68. Nature of the tax.
69. Tax per unit to increase with output.
70. Method and amount of tax.

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে করসঞ্চালন ও করপাত নির্ধারণের বিষয়টি নানারূপ জটিল শক্তির প্রভাবের অধীন এবং সামগ্রিকভাবে উহা আসলে দাম নির্ধারণ সমস্যার অন্তর্গত বিষয়।

৫. আয়করের সঞ্চালন ও করপাত নির্ধারণকারী শক্তি বা নীতিসমূহ[৭১]: আয়কর দুই প্রকারের,—(ক) ব্যক্তিগত আয়ের উপর ধার্য কর[৭২]; এবং (খ) কারবারী বা পেশাগত আয়ের উপর ধার্য কর[৭৩]। সচরাচর মজুরি, সুদ ও খাজনা ও ভাড়া রূপেই ব্যক্তিগত আয় উপার্জিত হয়। কারবারী আয় হইল প্রধানত কারবার-লব্ধ মুনাফা ও পেশাগত আয় হইল সাধারণত চিকিৎসক, আইনজীবী প্রভৃতির আয়।

(ক) ব্যক্তিগত আয়কর—সাধারণত ব্যক্তিগত আয়ের উপর ধার্য করের করঘাত ও করপাত আয়-উপার্জনকারীর (করদাতার) উপরই পড়ে। ইহার কারণ, প্রথমত, এই সকল আয়-উপার্জনকারীর আয়ের চূড়ান্ত প্রাপক[৭৪] বলিয়া অপর কাহারও স্কন্ধে আর করভার চালান করিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, করভার অপরের নিকট চালান করিতে হইলে ক্রয়-বিক্রয় প্রক্রিয়ার সাহায্যে দামের মধ্য দিয়া তাহা ঘটাইতে হয়; কিন্তু আয়-উপার্জনকারিগণের সে সুযোগ নাই। কিন্তু, **স্বল্পকালীন সময়ে ব্যক্তিগত আয়করের করভারের সঞ্চালন না ঘটিলেও, দীর্ঘকালীন সময়ে উহা কমবেশি সঞ্চালিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।** যেমন আয়করের দরুন শ্রমিক কর্মচারিগণ যদি সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের দ্বারা মজুরি ও বেতন বৃদ্ধি আদায় করিতে সক্ষম হয়, তবে, নিয়োগকর্তা তাহার উৎপাদিত পণ্যের দাম বাড়াইয়া ক্রেতাদের নিকট হইতে ঐ আয়করের (অর্থাৎ বর্ধিত মজুরি ও বেতনের সমস্ত বা একাংশ) যথাসম্ভব অংশ আদায় করিবার চেষ্টা করিবে এবং এই ভাবে আয়করের (করভারের) একাংশ বা সমস্তটা চালান করিতে সক্ষম হইতে পারে। ফলে, দীর্ঘকালীন সময়ে এমনকি আয়করের ক্ষেত্রেও করঘাত ও করপাত বিভিন্ন ব্যক্তির উপর পড়িতে পারে।

(খ) কারবারী ও পেশাগত আয়কর—পেশাগত আয়ের উপর ধার্য আয়করের করভার সহজেই করদাতারা তাহাদের পারিশ্রমিক বাড়াইয়া রোগী বা মক্কেলগণের নিকট হইতে আদায় করিতে পারে এবং এইভাবে পেশাগত আয়করের করভার সঞ্চালিত হইতে পারে।

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কারবারী আয়ের উপর ধার্য কর সঞ্চালিত হইতে পারে না বলিয়াই অর্থবিজ্ঞানিগণের অভিমত। কারণ করপ্রদানের পর নীট আয় সর্বাধিক করাই কারবারিগণের লক্ষ্য এবং বাস্তবের অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে সর্বাধিক আয়ের উৎপাদনের পরিমাণ[৭৫] প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক খরচের সমতার উপর নির্ভর করে (ভারসাম্য উৎপন্ন), এবং কর ধার্যের দ্বারা উহার পরিবর্তন ঘটিতে পারে না। সেহেতু, অধ্যাপক টেলার প্রভৃতি অনেকের অভিমত এই যে, কারবারী আয়ের ক্ষেত্রেও কর-ভারের সঞ্চালন সম্ভব নহে। অধ্যাপক ডিউ মনে করেন যে, কারবারী আয় সচরাচর সঞ্চালনযোগ্য নহে, তব অতি সামান্য পরিমাণে তাহা দাম বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্রেতাদের নিকট সঞ্চালিত হইতেও পারে।

৬. একচেটিয়া কারবারীর উপর ধার্য করের করভারের সঞ্চালন ও করপাত নির্ধারক শক্তি বা নীতিসমূহ[৭৬]: একচেটিয়া কারবারীর উপর ধার্য কর,—(ক) তাহার পণ্যের উৎপাদনের মাত্রা অনুসারে ধার্য হইতে পারে[৭৭] এবং করের হারটি উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত বর্ধমান বা হ্রাসমান হইতে পারে; কিংবা (খ) তাহার উৎপাদনের পরিমাণ অনুসারে ধার্য

71. Shifting and incidence of income tax.
72. Tax on personal income.
73. Tax on business or professional income.
74. Final receivers of income. 75. Optimum output.
76. Shifting and incidence of a tax on Monopoly.
77. Tax varying with output.

না হইয়া মুনাফা বা আয়ের উপর ধার্য হইতে পারে এবং সেক্ষেত্রে উহা আয়ের শতাংশ রূপে, অথবা একটি মোট নির্দিষ্ট পরিমাণ রূপে[78] ধার্য হইতে পারে।

(ক) উৎপাদনের মাত্রানুসারে পরিবর্তনীয় হারে (অর্থাৎ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত করহার বৃদ্ধি) কর ধার্য হইলে, এরূপ করভার সঞ্চালন ও করপাত নির্ধারণে চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা এবং খরচবিধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিবে। বলা বাহুল্য, এরূপে পরিবর্তনীয় কর একচেটিয়া কারবারীর উৎপাদন খরচের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং তাহাতে তাহার প্রান্তিক খরচ বাড়িবে এবং চাহিদা যদি অপরিবর্তিত থাকে, তবে প্রান্তিক আয় রেখাকে নূতন প্রান্তিক খরচ রেখা উচ্চতর বিন্দুতে ছেদ করিয়া দাম বাড়াইবে। যদি পণ্যটির চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয় তবে দাম বৃদ্ধির ফলে চাহিদা কমিবে। তাহার ফলে শেষ পর্যন্ত চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অনুসারে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে করভারের বণ্টন ঘটিবে এবং দাম সে অনুযায়ী কিছুটা বাড়িবে। চাহিদা যদি সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয়, তবে দাম আদৌ বাড়িবে না এবং বিক্রয়ের পরিমাণ অক্ষুণ্ণ রাখিতে বিক্রেতা নিজেই করভার সম্পূর্ণ বহন করিবে। আর যদি চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয় তবে বিক্রেতার পক্ষে করের অধিকাংশই ক্রেতার স্কন্ধে চাপান সম্ভব হইবে এবং সেক্ষেত্রে দাম সবিশেষ বাড়িবে। যদি চাহিদা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে বিক্রেতা সম্পূর্ণ করভার ক্রেতার উপর চাপাইতে সমর্থ হইবে এবং করের সমপরিমাণে দাম বাড়িবে। অর্থাৎ চাহিদা যোগান অপেক্ষা বেশি স্থিতিস্থাপক হইলে ক্রেতার ঘাড়ে করের বোঝা অল্প চাপিবে, আর চাহিদা যদি যোগান অপেক্ষা কম স্থিতিস্থাপক হয়, তবে বিক্রেতার ঘাড়ে করের বোঝা কম চাপিবে। যদি ক্ষীয়মাণ খরচবিধির অধীনে পণ্যটি উৎপাদিত হয় তবে করের পরিমাণ অপেক্ষা দাম বৃদ্ধি বেশি হইবে ও ক্রেতার ঘাড়ে বেশি করভার চাপিবে। বর্ধমান খরচবিধির অধীনে পণ্যটি উৎপন্ন হইলে, কর অপেক্ষা কম পরিমাণে দাম বাড়িবে ও ক্রেতার ঘাড়ে অপেক্ষাকৃত কম করভার চাপিবে।

যদি উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত হ্রাসমান হারে করটি ধার্য হয়, তবে, একচেটিয়া কারবারী বিক্রয় বাড়াইয়া একচেটিয়া মুনাফা সর্বাধিক করিবার আশায় দাম না বাড়াইয়া নিজেই সম্পূর্ণ করভার বহন করিতে পারে।

(খ) আর যদি করটি তাহার নীট মুনাফা বা আয়ের শতাংশ বা মোট নির্দিষ্ট পরিমাণ রূপে ধার্য হয়, তবে, তাহাতে তাহার উৎপাদন খরচের পরিবর্তন ঘটিবে না বলিয়া, দাম বাড়াইয়া তাহার ভারসাম্য বিনষ্ট না করিয়া ঐ করটি তাহার স্থির খরচরূপে গণ্য করিয়া সে নিজেই উহা সম্পূর্ণ বহনে রাজী হইতে পারে।

প্রত্যক্ষ কর বনাম পরোক্ষ কর
DIRECT TAX VS. INDIRECT TAX

১. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের পার্থক্য: সাধারণত সরকার কর্তৃক ধার্য যাবতীয় করকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর, এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। যে সকল করের করঘাত ও করপাত একই ব্যক্তির উপর ঘটে উহাদের প্রত্যক্ষ কর এবং যে সকল করের করঘাত একের উপর এবং করপাত অন্যের উপর ঘটে উহাদের পরোক্ষ কর বলা হয়। সচরাচর ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর ধার্য করকে প্রত্যক্ষ কর এবং দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাসমূহের উপর ধার্য করকে পরোক্ষ কর রূপে গণ্য করা হয়। কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগ প্রশাসনিক দিক হইতে সুবিধাজনক হইলেও অর্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণ হইতে ইহা যুক্তি-সহ নয়। কারণ করের সঞ্চালন ও করপাত নির্ধারণের বিষয়টি অত্যন্ত জটিল নানাবিধ অর্থনীতিক শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল এবং এই কারণে, যাহাদের প্রত্যক্ষ কর বলিয়া গণ্য করা হয়, উহাদের করঘাত ও করপাত সর্বদা একই ব্যক্তি বহন করে এবং যাহাদের পরোক্ষ কর বলা হয় উহাদের

78. Lump sum tax.

করঘাত ও করপাত সর্বদাই বিভিন্ন ব্যক্তি বহন করে, একথা সর্বদা সত্য নহে। আয়করের ক্ষেত্রে যেমন কোন কোন অবস্থায় উহার করভারের সঞ্চালন সম্ভবপর, তেমনি আবার অনেক অবস্থাতে পণ্যকরের কোনরূপ সঞ্চালন নাও সম্ভব হইতে পারে। অতএব করের এই শ্রেণীবিভাগ সন্তোষজনক নহে।

২. প্রত্যক্ষ করের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিঃ ক. সুবিধা : (১) কর প্রদানের সামর্থ্য অনুসারে ইহা ধার্য করা হয় বলিয়া ইহার দ্বারা **ন্যায় সম্মতভাবে করদাতাগণের মধ্যে করভারের বন্টন** সম্ভব। (২) এইরূপ করের পরিমাণ, করপ্রদানের সময় ও করপ্রদান পদ্ধতি সকলই **সুনিশ্চিত**। (৩) ইহাতে রাজস্ব সংগ্রহের **খরচ কম**। (৪) ইহার **স্থিতিস্থাপকতা** আছে। প্রয়োজনমত সামান্য রদবদলের দ্বারা সহজেই কর সংগ্রহের পরিমাণ বাড়ান কমান যায়। (৫) ইহার দ্বারা, রাষ্ট্রের কার্যাবলীর ব্যয় নির্বাহের জন্য তাহারা যে বোঝা বহন করিতেছে তাহা প্রত্যক্ষভাবে নাগরিকগণকে অনুভব করাইয়া তাহাদের মধ্যে **নাগরিক-সচেতনতা** সৃষ্টি করা যায়।

খ. অসুবিধাঃ (১) ইহাতে করপ্রদানের সামর্থ্য অনুসারে কর ধার্য করিবার কথা বলা হইলেও, বাস্তবে কাহার করপ্রদান ক্ষমতা কতটা তাহা সম্পূর্ণ সঠিকভাবে নির্ধারণ করা একরূপ অসম্ভব। সেহেতু, যে হারে এই **কর ধার্য** হয় তাহা আন্দাজের উপরই নির্ভর করে এবং এই কারণে, তাহা অনেকটা **খেয়ালখুশির বিষয়** হইয়া পড়ে। (২) এই কর প্রদানে যে সকল হিসাবপত্র পেশ করিতে হয় তাহা করদাতাগণের পক্ষে অসুবিধাজনক। (৩) ইহা **ফাঁকি দেওয়া সহজ**। (৪) ইহার এক ন্যূনতম ছাড়-সীমা[79] থাকায় (আয়কর) সকলের উপর ইহা ধার্য করা যায় না বলিয়া ইহার ভিত্তি সংকীর্ণ।

৩. পরোক্ষ করের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিঃ ক. সুবিধাঃ (১) সাধারণত পণ্যসামগ্রী ক্রয়ের সময় ইহা দিতে হয় বলিয়া করদাতাগণের পক্ষে ইহা **প্রদান করা সুবিধাজনক**। (২) ইহা **ফাঁকি দেওয়া কঠিন**। (৩) ইহা ধনী দরিদ্র সকলের নিকট হইতেই আদায় করা যায় বলিয়া ইহার ভিত্তি ব্যাপক। (৪) ইহাও অনেক ক্ষেত্রে রাজস্ব সংগ্রহের **স্থিতিস্থাপক উৎস** হইতে পারে (অবশ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উপর ধার্য কর)। (৫) ইহার দ্বারা ক্ষতিকর দ্রব্যের ভোগ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি নানাবিধ **অ-রাজস্বমূলক উদ্দেশ্য সফল** হইতে পারে।

খ. অসুবিধা : (১) ইহাতে করপ্রদানের সামর্থ্য অনুসারে করভারের বন্টন ঘটে না, এবং ইহাতে ধনী অপেক্ষা দরিদ্রগণের উপরই অধিকাংশ করভার পড়ে বলিয়া, ইহাকে **ন্যায়বিচার বিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল** কর বলিয়া গণ্য করা হয়। (২) ইহার আদায়ের স্থান কাল ও পরিমাণ সকলই **অনিশ্চিত**। (৩) প্রত্যক্ষ করের মত পরোক্ষ কর করদাতারা সচেতন ভাবে দেয় না বলিয়া (উহা পণ্যসামগ্রীর দামের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়), ইহাতে **নাগরিক চেতনা বাড়ে না**। (৪) ইহার আদায় খরচ বা প্রশাসনিক **খরচ বেশি** পড়ে।

উপসংহারঃ কেবল কর হিসাবে বিচার করিলে পরোক্ষ কর অপেক্ষা প্রত্যক্ষ কর যে শ্রেষ্ঠ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। উহার যাহা কিছু অসুবিধা তাহার অধিকাংশই প্রশাসনিক। তবে আধুনিক কালে কোন মিশ্রধনতন্ত্রী দেশেই ইহাদের যে কোন একটির উপর নির্ভর করিলে চলে না। সরকারের কার্যাবলী ও ব্যয়বৃদ্ধির দরুন যে বিপুল পরিমাণ অর্থসংস্থানের প্রয়োজন তাহা সংগ্রহের জন্য উভয় প্রকার কর প্রয়োগই আবশ্যক। তাহা ছাড়া এই দুই প্রকার করের কোন একটির দ্বারাই করের সকল উৎসগুলি স্পর্শ করা সম্ভব নয়। একারণে একের দ্বারা যে সকল উৎস স্পর্শ করা যায় না, অপরটির দ্বারা তাহা সম্ভবপর। সুতরাং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নহে, উহারা পরস্পরের পরিপূরক। এজন্য আধুনিক সকল দেশের কর কাঠামোতেই উভয়েরই স্থান আছে। কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হয় যেন প্রত্যক্ষ কর অপেক্ষা পরোক্ষ করের পরিমাণ বেশি না হইতে পারে; তাহা অবাঞ্ছিত, কারণ তাহার ফলে কর কাঠামোর সামগ্রিক চরিত্রটি প্রতিক্রিয়াশীল ও ন্যায়বিচার বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে।

79. Exemption limit.

১৭

সরকারী ঋণ ও সরকারী ব্যয়
PUBLIC BORROWING & PUBLIC EXPENDITURE

[**আলোচিত বিষয়ঃ সরকারী ঋণ**—বেসরকারী ঋণ ও সরকারী ঋণের তুলনা—সরকারের ঋণ করিবার কারণ—সরকারী ঋণের বোঝা—**সরকারী ব্যয়**—সরকারের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ—সরকারী ব্যয়ের প্রকার ভেদঃ উন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশসমূহ—উৎপাদন, নিয়োগ ও আয়ের উপর সরকারী ব্যয়ের ফলাফল।]

সরকারী ঋণ
PUBLIC DEBT

সরকারী ঋণ কাহাকে বলে?
WHAT IS PUBLIC DEBT?

যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মত সরকারও প্রয়োজনবোধে ঋণ দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। ইহা সরকারের অর্থসংস্থানের একটি সাময়িক উপায়। ইহার দ্বারা সরকারের যে দায় জন্মায় তাহা কররাজস্ব অথবা অপর কোন উৎস হইতে পরিশোধ করিতে হয়। তবে, করের সহিত ইহার পার্থক্য এই যে, কর হইতেছে সরকারী অর্থসংস্থানের একটি বাধ্যতামূলক উৎস, আর ঋণ হইতেছে স্বেচ্ছামূলক। সরকারকে ঋণ দেওয়া বাধ্যতামূলক নহে।

দেশে বা বিদেশে, জনসাধারণ, বেসরকারী ব্যাংক, কারবারী প্রতিষ্ঠান, অন্য দেশের সরকার ও আন্তর্জাতিক মুদ্রাভান্ডার, বিশ্বব্যাঙ্ক ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থার নিকট হইতে আধুনিক কালে বিভিন্ন দেশের সরকার ঋণ সংগ্রহ করিয়া থাকে।

বেসরকারী ঋণ ও সরকারী ঋণের তুলনা
PRIVATE DEBT VS. PUBLIC DEBT

বেসরকারী ও সরকারী ঋণের মধ্যে মিল ও পার্থক্য, উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

উভয়ের মিলঃ (১) ঋণদাতা ঋণ না দিলে, উহা সে যে ভাবে ব্যয় বা ব্যবহার করিত, ঋণগ্রহীতা ঋণ লইয়া উহা ভিন্নতর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে ও ঐ উদ্দেশ্যে ঋণের ঐ অর্থ দিয়া নানারূপ উপকরণ সংগ্রহ করে। ইহার ফলে উপকরণগুলি যে ভাবে ব্যবহৃত হইতে পারিত তাহা না হইয়া অন্যরূপভাবে ব্যবহৃত হয়: অর্থাৎ ঋণের দ্বারা এক ব্যবহারের ক্ষেত্র হইতে বিবিধ উপকরণাদি অন্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হয়। ইহা বেসরকারী এবং সরকারী উভয় ঋণের ক্ষেত্রেই ঘটে।

কিন্তু মিল অপেক্ষা **উহাদের মধ্যে পার্থক্যই বেশিঃ** (১) বেসরকারী ঋণের বোঝা বেসরকারী ঋণগ্রহীতা, ব্যক্তি, বা প্রতিষ্ঠানই বহন করে, কিন্তু সরকারী ঋণের বোঝা দেশের সকল নাগরিকরা বহন করে। (২) বেসরকারী ঋণ পরিশোধ করিতে হইলে বেসরকারী ঋণদাতাকে হয় ঐ ঋণ উৎপাদনশীল ভাবে ব্যবহার করিয়া, উহার দ্বারা আয় সৃষ্টি করিয়া, তাহা হইতে ঋণ পরিশোধ করিতে হয়, অথবা, ভোগের জন্য ঐ ঋণ ব্যবহার করা হইলে, তাহা আয় হইতে পরিশোধ করিতে হয়। কিন্তু সরকারী ঋণ পরিশোধ যেমন ঋণের উৎপাদনশীল ব্যবহার দ্বারা সম্ভব, সেরূপ নূতন কর ধার্য করিয়াও উহা পরিশোধ

করা সম্ভব। সরকারী ঋণ পরিশোধের বোঝাও দেশের সকলে বহন করে। (৩) ঋণগ্রহীতা ঋণদাতার নিকট হইতে ঋণ লইয়া যে ব্যয় করে, তাহাতে ঋণদাতা উপকৃত হয় না। কিন্তু সরকার দেশবাসীর নিকট হইতে ঋণ লইয়া যে ব্যয় করে তাহাতে ঋণদাতাগণ সমেত দেশের সকল অধিবাসীই উপকৃত হয়। (৪) ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার নিকট হইতে ঋণের আসল ও সুদ যখন ফেরৎ পায় তখন সুদের সম্পূর্ণটাই তাহার লাভ হয়। কিন্তু সরকারী ঋণের ক্ষেত্রে, কররাজস্ব দ্বারা সরকারী ঋণ পরিশোধ ও উহার সুদ প্রদান করা হইলে, ঋণদাতারা যেমন আসল ও সুদ পায় তেমনি সরকারী কর বাবদ উহার একাংশ সরকারের নিকট চলিয়া যায় বলিয়া তাহারা করের সমপরিমাণে ক্ষতিগ্রস্তও হয়। (৫) সাধারণত সরকারী ঋণ দেশ এবং বিদেশ, উভয় সূত্র হইতে সংগৃহীত হইতে পারে। কিন্তু বেসরকারী ঋণ সাধারণত দেশের অভ্যন্তর হইতেই সংগৃহীত হয়। অবশ্য ইহার যে ব্যতিক্রম নাই তাহা নহে। (৬) বেসরকারী ঋণগ্রহীতা অপেক্ষা সরকারের মর্যাদা ও আর্থিক সামর্থ্য বেশি বলিয়া, সাধারণত, বেসরকারী ঋণের সুদের হার অপেক্ষা সরকারী ঋণের উপর সুদের হার কম হইয়া থাকে। (৭) বেসরকারী ঋণ সর্বদাই পরিশোধ্য কিন্তু সরকারী ঋণ অপরিশোধ্যও হইতে পারে।

সরকারী ঋণ ঃ উহার (বৃদ্ধির) কারণ এবং সপক্ষে যুক্তি
REASONS FOR INCURRING PUBLIC DEBT: ITS GROWTH AND JUSTIFICATION

১. **সরকারী ঋণের কারণ**ঃ অতীতে এমন একসময় ছিল যখন সরকারী ঋণ অবাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করা হইত এবং সে কারণে সরকারী ঋণের পরিমাণ যথা সম্ভব সীমাবদ্ধ রাখিবার কথা বলা হইত। কিন্তু আধুনিক কালে সরকারী ঋণ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আধুনিক যে কোন দেশের দিকে তাকাইলে দেখা যাইবে সর্বত্রই সরকারী ঋণের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে।

প্রধানত নিম্নোক্ত কারণে আধুনিক কালে বিভিন্ন দেশের সরকারকে ঋণ করিতে দেখা যায়ঃ (১) বাজেটের সাময়িক ঘাট্তি পূরণ; (২) মন্দার সময় অর্থনীতিক কার্যাবলী সতেজ করিবার জন্য বাণিজ্যচক্রবিরোধী বা মন্দাবিরোধী ব্যবস্থা অবলম্বন; (৩) দেশের অর্থনীতিক উন্নয়ন ও বিকাশ; এবং (৪) যুদ্ধ।

২. **কোন্ কোন্ কারণে ও ক্ষেত্রে সরকারী ঋণ সমর্থনযোগ্য?** (১) সাধারণত ও স্বাভাবিক সময়ে, **অকস্মাৎ** কখনও কখনও **প্রাকৃতিক বা দৈব দুর্ঘটনার** (যথা, ভূমিকম্প, বন্যা, খরা, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি) **দরুন কররাজস্ব হইতে আদায়ের পরিমাণ কমিয়া গেলে**, শীঘ্র সরকারী ব্যয়ের অর্থ সংস্থানের জন্য **আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসাবে সরকার ঋণের সাহায্য লইতে পারে।** এরূপ ক্ষেত্রে কররাজস্ব বাড়াইয়া অর্থসংগ্রহ সম্ভব নাও হইতে পারে এবং তাহাতে বিলম্ব হইবে, কিন্তু সরকারী ব্যয় সেজন্য অপেক্ষা করিবে না। সেহেতু এসকল ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদী সরকারী ঋণ সংগ্রহ সমর্থনযোগ্য এবং এই ঋণ পরিবর্তীকালে চল্‌তি কর রাজস্ব হইতে পরিশোধ করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, এইরূপ ঋণের পরিমাণ সীমাবদ্ধই হইবে।

(২) **গভীর মন্দার সময় অর্থনীতিক পুনরুত্থানে সাহায্য করিবার** জন্য সরকারী ব্যয় বাড়াইবার প্রয়োজন দেখা দেয় (লোককর্মনীতি[1] ইত্যাদি)। ঐ সকল সরকারী **ব্যয়ের অর্থ সংস্থানের জন্য** তখন **সরকারী ঋণই বাঞ্ছনীয় উপায় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে** (যদি সরকার নিজে সরাসরি নোট ছাপানো বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ করিয়া অর্থ সংগ্রহের ঘাট্তি ব্যয় নীতি অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে না করে, কিংবা অংশতঃ উহার সাহায্য লয়)। মন্দার সময়ে দেশে নিয়োগ এবং আয় যখন এমনিতেই অত্যন্ত কমিয়া যায় এবং সে কারণে দেশের বেসরকারী মোট ব্যয়ের পরিমাণ অত্যন্ত হ্রাস পায়, তখন সরকার মন্দা-

1. Public Works Policy.

বিরোধী কর্মনীতির অর্থ সংস্থানের জন্য কররাজস্বের সাহায্য লইলে, প্রথমত, যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হইবে না, দ্বিতীয়ত, উহাতে দেশবাসীর হাতে ব্যবহারযোগ্য আয়ের পরিমাণ[2] আরও কমিয়া যাইবার দরুন বেসরকারী মোট ব্যয় হ্রাস পাইয়া মন্দাকে তীব্রতর করিয়া তুলিতে পারে। সুতরাং সে সময়ে, বেসরকারী অলস অর্থ, যাহা বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের হাতে পড়িয়া থাকে তাহা সরকারী ঋণ দ্বারা সহজেই সংগ্রহ করিয়া বর্ধিত সরকারী ব্যয়ের অর্থসংস্থান করা যাইতে পারে। ইহাতে বেসরকারী ব্যয় কমিবার আশংকা নাই, অথচ সরকারী ব্যয় বাড়িবে; সুতরাং ইহার দ্বারা দেশে মোট ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ান সম্ভব। অতএব গভীর মন্দা কাটাইয়া উঠিবার জন্য যে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির কর্মসূচী গৃহীত হয় উহার অর্থসংস্থানে সরকারী ঋণের সাহায্য গ্রহণের সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রহিয়াছে।

(৩) **স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্থানীয় সরকারের** (যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আঞ্চলিক বা রাজ্য সরকারের) পক্ষে স্থানীয় বা আঞ্চলিক যে সকল **উন্নয়নমূলক কার্যের ব্যয়** অত্যন্ত বেশি এবং উহাতে স্থায়ী কোন সম্পত্তি সৃষ্টি হইতে পারে (জলাধার, বাঁধ, সেচখাল, সেতু, সড়ক ইত্যাদি), সে সকল উদ্দেশ্যে কর অপেক্ষা সরকারী ঋণের দ্বারা অর্থসংগ্রহই প্রশস্ত। কারণ এই জাতীয় ব্যয়গুলি বারংবার ঘটিবে না (পৌনঃপুনিক নহে[3]) এবং ইহাদের দরুন প্রয়োজনীয় সমস্ত অর্থ কর দ্বারা সংগ্রহ করিতে হইলে অবিলম্বে যে করভার চাপাইতে হইবে তাহা দেশবাসীর পক্ষে অত্যধিক হইতে পারে। সুতরাং এই প্রকারের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ না হইলেও আংশিকভাবে ঋণের সাহায্যে অর্থ-সংগ্রহের যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে। পরবর্তী কালে এই সকল উন্নয়নমূলক কাজের দরুন যে আয় বৃদ্ধি ঘটিবে তাহার উপর কর ধার্য করিয়া সহজেই ঐ ঋণ সুদে আসলে পরিশোধ করা সম্ভব হইবে।

(৪) **যুদ্ধের সময়** সরকারী ঋণকে সরকারের অর্থসংস্থানের যুক্তিসঙ্গত উৎস হিসাবে গণ্য করা যায়। আধুনিক যুদ্ধ অত্যন্ত ব্যয়বহুল। ইহার যাবতীয় ব্যয় কেবল কররাজস্ব দ্বারা সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। কিংবা কর দ্বারা সকল উৎসগুলি প্রয়োজনীয় পরিমাণে ব্যবহার করাও সম্ভব নয়। সুতরাং প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত কর ধার্যের পরেও অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় অর্থ **সরকারী ঋণের দ্বারা** সংগ্রহ করা যাইতে পারে। যুদ্ধের সময় সরকারী ঋণ বৃদ্ধির আরেকটি উপযোগিতা আছে। সাধারণত এই সময়ে দেশে প্রায় পূর্ণনিয়োগ দেখা দেয় বলিয়া এবং সামরিক দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে গিয়া বেসামরিক ভোগ্য-পণ্যের উৎপাদন খানিক হ্রাস পায় বলিয়া দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে সরকারী ঋণ বাড়ান হইলে বেসরকারী ভোগব্যয় খানিকটা দমিতে থাকে ও সমাজের হাতে নগদ অর্থের পরিমাণ কমে বলিয়া মুদ্রাস্ফীতিও কতকাংশে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে।

সরকারী ঋণের বিপত্তিঃ তবে সরকারী ঋণ যাহাতে অত্যধিক না হয় সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কারণ উহাতে সুদ ও ঋণ পরিশোধ বাবদ দায় বাড়ে এবং ঋণের পরিমাণ যতই বেশি হয় ততই উহার পরিশোধ একটি প্রবল সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। এজন্য পরবর্তী কালে বাজেটে ঘাটতির পরিমাণও বাড়ে। তাহা ছাড়া পূর্ণনিয়োগের পরি-স্থিতিতে সরকারী ঋণের পরিমাণ বেশি হইলে, তাহাতে দেশে সরকারী ঋণপত্রের ভিত্তিতে ঋণস্ফীতি[4] ঘটিবার আশংকা থাকে এবং সরকারী ঋণপত্রের বাজার দর রক্ষা করিবার জন্য সরকারের পক্ষে কঠোর মুদ্রাস্ফীতি বিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ করা কঠিন হইয়া পড়ে।

সরকারী ঋণের বোঝা বা ভার
BURDEN OF PUBLIC DEBT

ঋণের বোঝা বা ভার বলিতে কি বুঝায়? ঃ ঋণের বোঝা বা ভার বলিতে, উহার আসল পরিশোধ ও সুদ প্রদানের আর্থিক দায় বুঝায়। ইহা হইল **ঋণের প্রত্যক্ষ আর্থিক বোঝা**

---

2. Disposable Income. 3. Non-recurring expenditure.
4. Credit inflation.

বা আর্থিক ভার[5]। অন্য যে কোন ঋণের মতই সরকারী ঋণেরও এই আর্থিক ভার রহিয়াছে! কিন্তু সরকারী ঋণের আর্থিক ভারই শেষ কথা নয়, উহার প্রকৃত ভার[6]ও আছে। সরকারী ঋণ সুদে আসলে পরিশোধের মধ্য দিয়া দেশে উৎপাদন ক্ষুণ্ণ, আয়ের বন্টনে বিকৃতি[7] এবং লোককল্যাণের বিলক্ষণ ক্ষতি হইতে পারে। ইহা সরকারী ঋণের **প্রত্যক্ষ প্রকৃত বোঝা** বা প্রকৃত ভার। তাহা ছাড়া উহা সঞ্চয় প্রবণতা ও কর্মোদ্যমও ক্ষুণ্ণ করিতে পারে। ইহা হইল সরকারী ঋণের পরোক্ষ প্রকৃত ভার[8]।

উৎস অনুসারে ঋণের প্রকারভেদঃ সরকারী ঋণ দেশবাসিগণের নিকট হইতে সংগৃহীত হইলে, উহাকে অভ্যন্তরীণ ঋণ[9] এবং বিদেশ হইতে সংগৃহীত হইলে, উহাকে বিদেশী ঋণ[10] বলে।

১. **অভ্যন্তরীণ ঋণের ভার**[11]**ঃ ক. উহার কোন আর্থিক বোঝা নাইঃ** অনেক সময় বলা হয় যে, "অভ্যন্তরীণ ঋণের কোন বোঝা বা ভার নাই"[12] অথবা "অভ্যন্তরীণ ঋণ কোনরূপ বোঝা চাপায় না"[13]। এই রূপ বক্তব্যের যুক্তি এই যে,—(১) সরকারী ঋণ হইতেছে সকল দেশবাসীর ঋণ; সুতরাং দেশবাসীরা সরকারকে ঋণ দিয়া আসলে নিজে-দেরকেই ঋণ দিয়াছে। ইহা তাহাদের নিজেদের নিকট নিজেদের পাওনা[14]। (২) অভ্য-ন্তরীণ ঋণ সংগ্রহের দ্বারা সমাজের একাংশের (ঋণদাতাগণের) নিকট হইতে সরকার যে অর্থ সংগ্রহ করে, সরকারী ব্যয়ের মধ্য দিয়া উহা সমাজের অন্যান্য অংশের নিকট হস্তান্তরিত হয়। এবং (৩) এই ঋণ যখন সুদে আসলে ফেরত দেওয়া হয় তখন দেশের সকলের নিকট হইতে করের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করিয়া (যদি কররাজস্ব হইতে উহা পরিশোধের ব্যবস্থা হয়), ঋণদাতাগণকে (যাহারা আবার দেশবাসিগণেরই একাংশ এবং করদাতারূপে যাহাদের নিকট হইতেও উহার একাংশ সংগৃহীত হইয়াছে) তাহা প্রদান করা হয়। ইহার ফলে সমাজের করদাতাগণের একাংশের নিকট হইতে অপরাংশের (ঋণদাতাগণের) নিকট সম্পদের হস্তান্তর (ঋণগ্রহণ দ্বারা যে হস্তান্তর ঘটিয়াছিল উহার বিপরীত) ঘটে। সুতরাং অভ্য-ন্তরীণ ঋণ সংগ্রহ এবং উহার পরিশোধে কেবল সমাজের একাংশ হইতে অপরাংশের নিকট সম্পদের হস্তান্তর ও পুনঃহস্তান্তর ঘটে। অতএব ইহার কোন প্রত্যক্ষ আর্থিক বোঝা নাই।[15] কিন্তু সেজন্য উহার কোন প্রকৃত বোঝাও নাই, একথা মনে করিলে ভুল হইবে! সুতরাং 'অভ্যন্তরীণ ঋণের কোন বোঝা নাই'—এই বক্তব্যটি অংশত সত্য, সম্পূর্ণ সত্য নয়।

খ. কিন্তু উহার প্রকৃত বোঝা আছেঃ অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রত্যক্ষ আর্থিক বোঝা না থাকিলেও উহার বিলক্ষণ প্রকৃত বোঝা আছে। এই প্রকৃত বোঝা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রকারের।

(১) **অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রত্যক্ষ প্রকৃত ভার ঃ** সাধারণত, সমাজের বিত্তশালী অংশই সরকারী ঋণপত্রের অধিকাংশ কিনিয়া সরকারকে বেশির ভাগ ঋণ যোগাইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বেশি বয়সের নরনারী খাজনা, ইত্যাদি অনুপার্জিত আয়-ভোগী, বিলাসী ও কর্মবিমুখ ব্যক্তির সংখ্যাই বেশি। অধিকাংশই উত্তরাধিকার সূত্রে বিপুল সম্পত্তির মালিক, দেশের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার উৎপাদনে তাহাদের কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা নাই। সরকারী ঋণ পরিশোধের জন্য যখন অন্য সকলের নিকট হইতে কর আদায়ের সময় ইহাদের নিকট হইতেও কর আদায় করা হয়, তাহাতে সমাজের কোন

5. Direct Money Burden. 6. Direct Real Burden.
7. Distortion. 8. Indirect Real Burden. 9. Internal Debt.
10. Foreign Debt. 11. Burden of Internal Debt.
12. "There is no burden to an internal debt."
13. "Internal debt does not impose any burden."
14. "It is a debt held against themselves."
15. No direct money burden.

ক্ষতি নাই, কারণ ইহারা স্বভাবতঃই কর্মবিমুখ বলিয়া করের দরুন ইহাদের কর্মোদ্যম ক্ষুণ্ণ হইবার প্রশ্ন নাই; এবং উহাদের অধিকাংশেরই আয় এত বেশি যে, সঞ্চয়ের জন্য কোন বিশেষ চেষ্টারও প্রয়োজন হয় না; অতএব করের দরুন ইহাদের সঞ্চয় প্রবৃত্তি ক্ষুণ্ণ হইবারও কোন আশংকা থাকে না। সুতরাং ঋণ পরিশোধে এই শ্রেণীর নিকট হইতে কর আদায়ের দ্বারা সমাজের উপর কোন প্রকৃত বোঝা চাপে না। কিন্তু করের অধিকাংশই সংগৃহীত হয় অপেক্ষাকৃত দরিদ্র অধিবাসিগণের নিকট হইতে (আর ইহারাই দেশের নানা দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনে প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত থাকে)। কারণ সকল পরোক্ষ করই অধোগতিশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল[16] এবং প্রত্যক্ষ করও সর্বদা যথেষ্ট প্রগতিশীল[17] হয় না। সুতরাং বিত্তশালী ঋণদাতা-শ্রেণীর নিকট হইতে করের অপেক্ষাকৃত অল্পাংশ এবং দরিদ্র অ-ঋণদাতা শ্রেণীর নিকট হইতেই কর সংগৃহীত হয় বলিয়া করভারের অধিকাংশই দরিদ্রগণকে বহন করিতে হয়। অতএব, বিত্তশালী ঋণদাতাশ্রেণী ঋণের আসল ফিরিয়া পাওয়া ছাড়াও সুদ হিসাবে যাহা পায়, সে তুলনায় করবাবদ অল্পই দেয়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত দরিদ্র করদাতাগণের নিকট হইতেই ঐ ঋণের সুদ ও আসলের অধিকাংশ সংগৃহীত হয়; তাহারা কেবলই দেয়, ফিরিয়া কিছুই পায় না। এইরূপে সমাজের অপেক্ষাকৃত বিত্তহীন অংশ হইতে বিত্তশালী অংশের নিকট সম্পদের হস্তান্তর ঘটিলে, দেশে ধনবৈষম্য ও আয়বৈষম্য বাড়ে। ইহার ফলে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিক কল্যাণ ক্ষুণ্ণ হয়। ইহাই অভ্যন্তরীণ ঋণের **প্রত্যক্ষ প্রকৃত বোঝা**। ঋণ পরিশোধের অর্থ যত বেশি পরিমাণে অপেক্ষাকৃত ধনীশ্রেণীর উপর কর ধার্যের দ্বারা আদায় করা যাইবে, ততই এই বোঝা কম হইবে।

(২) **অভ্যন্তরীণ ঋণের পরোক্ষ প্রকৃত ভারঃ** ইহার ফলে দেশের উৎপাদনও ক্ষুণ্ণ হইবার আশংকা থাকে। কারণ, দেশের অপেক্ষাকৃত কর্মঠ ও নানাবিধ উৎপাদন কর্মে নিযুক্ত অধিবাসিগণের অধিকাংশই হইল এই অপেক্ষাকৃত বিত্তহীন করদাতাগণ। সরকারী ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে আরোপিত করভারের নিপীড়নে তাহাদের কাজ করিবার ও সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা (সঞ্চয় প্রবৃত্তি ও কর্মোদ্যম) এবং ক্ষমতা, সকলই ক্ষুণ্ণ হয়। এজন্য, উৎপাদনের পরিমাণও অর্থাৎ মোট জাতীয় আয়ও হ্রাস পাইবার আশংকা থাকে। ইহা **অভ্যন্তরীণ সরকারী ঋণের পরোক্ষ প্রকৃত ভার।**

তাহা ছাড়া ঋণ পরিশোধের চাপে সরকার কল্যাণমূলক ব্যয় কমাইতে বাধ্য হইতে পারে। তাহাতে লোককল্যাণ আরও ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। ইহাও অভ্যন্তরীণ সরকারী ঋণের অন্যতম প্রকৃত ভার বলিয়া গণ্য করা যায়।

সুতরাং এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, অভ্যন্তরীণ সরকারী ঋণের কোন প্রত্যক্ষ আর্থিক ভার না থাকিলেও, উহার বিলক্ষণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রকৃত ভার রহিয়াছে।

২. **বিদেশী ঋণের বোঝা বা ভার[18]ঃ** বিদেশী সরকারী ঋণের আর্থিক ও প্রকৃত ভার, উভয়ই আছে।

ক. **আর্থিক ভারঃ** অভ্যন্তরীণ ঋণের মতই, বিদেশী ঋণের ক্ষেত্রেও ঋণ সংগ্রহ ও পরিশোধের দরুন সম্পদের হস্তান্তর ও পুনঃ হস্তান্তর ঘটে। তবে তাহা দুই দেশের মধ্যে, একই দেশের অধিবাসিগণের দুই অংশের মধ্যে নহে। বিদেশী ঋণ পরিশোধে প্রদেয় সুদ ও আসলের মোট পরিমাণ হইতেছে উহার আর্থিক ভার।

খ. **প্রকৃত ভারঃ** বিদেশী ঋণ পরিশোধ করিতে হইলেও দেশবাসীর উপর কর ধার্যের প্রয়োজন হয় এবং ঐ কর ধনী অথবা দরিদ্র, কাহার নিকট হইতে অধিক পরিমাণে আদায় হইতেছে, সে বিষয়ের উপর যেমন উহার প্রকৃত ভার অংশতঃ নির্ভর করে, সেরূপ উহা অংশতঃ আরেকটি বিষয়ের উপরও নির্ভর করে। তাহা এই যে, বিদেশী ঋণ পরিশোধ করিতে হইলে শেষ পর্যন্ত বিদেশে রপ্তানি উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করিয়া উহার সাহায্যে বিদেশী মুদ্রা

16. Regressive. 17. Progressive. 18. Burden of External Debt.

উপার্জন দ্বারাই বিদেশী ঋণ শোধ করিতে হয়। সুতরাং বিদেশী ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে যেমন যথা সম্ভব আমদানি কমাইতে হয়, তেমনি অভ্যন্তরীণ ভোগ কমাইয়া ও যথাসম্ভব রপ্তানি শিল্পের উৎপাদন বাড়াইয়া, রপ্তানির পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হয়। ইহার অর্থ এই যে, বিদেশী ঋণ পরিশোধ করিতে গিয়া দেশবাসীকে ভোগ বা অভাবতৃপ্তি হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। ইহা **বিদেশী ঋণের** অন্যতম **প্রকৃত ভার** বলিয়া গণ্য করা যায়।

তাহা ছাড়া, একারণে ভোগ কমাইতে বাধ্য হইলে দেশবাসিগণের সঞ্চয় ও কর্মপ্রবৃত্তি ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এবং তাহা উৎপাদন ক্ষুণ্ণ করিতে পারে। ইহা **বিদেশী ঋণের পরোক্ষ প্রকৃত ভার।**

অনেক সময় বলা হয় যে, বিদেশী ঋণ পরিশোধের জন্য রপ্তানি শিল্পের যে সম্প্রসারণ ঘটে, উহাতে দেশে উৎপাদন, আয় ও নিয়োগ বাড়ে। কিন্তু এই যুক্তি দুর্বল। কারণ, ঋণ পরিশোধের চাপে সাময়িক ভাবে যে রপ্তানি শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটে তাহা স্থায়ী নাও হইতে পারে। এবং ঐ প্রকার শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটাইতে গিয়া দেশের অন্যান্য শিল্প হইতে রপ্তানি শিল্পে উপকরণাদির স্থানান্তর ঘটে মাত্র। ফলে অন্যান্য শিল্পগুলি সংকুচিত হয় এবং উহাতে উৎপাদন, আয় ও নিয়োগের পরিমাণ কমে। অতএব মোটের উপর উৎপাদন, আয় ও নিয়োগ বাড়ে না।

তবে, যুদ্ধাদি কারণ বিদেশী ঋণ দেশের উপর যেরূপ ঋণের মৃত ভার[19] চাপায়, অর্থনীতিক উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য বিদেশী ঋণ তাহা করে না। প্রথম ক্ষেত্রে বিদেশী ঋণের দ্বারা কোন সম্পত্তি সৃষ্টি হয় না বলিয়া উহার সবটাই দেশের পক্ষে নিরেট বোঝায় পরিণত হয় ও দুঃসহ হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, ঋণের সাহায্যে পুঁজি-জাতীয় সম্পত্তি[20] সৃষ্টি হইলে, উৎপাদন ক্ষমতার যে বৃদ্ধি ঘটে তাহার সাহায্যে রপ্তানি বাড়াইয়া বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া, ঐ ঋণ পরিশোধ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। তবে এই প্রকার ঋণ যথার্থই উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যে ব্যবহৃত হইতেছে কিনা তাহা সুনিশ্চিত করা আবশ্যক।

সরকারী ব্যয়
PUBLIC EXPENDITURE

সরকারের ব্যয়ের (বৃদ্ধির) কারণ
CAUSES OF INCREASES IN PUBLIC EXPENDITURE

'সরকারের কার্যাবলী যত সীমাবদ্ধ থাকিবে, উহা বেসরকারী কর্মোদ্যোগে যত হস্তক্ষেপ না করিবে, ততই মঙ্গল', এবং 'সরকার বা রাষ্ট্র দরকারী হইলেও উহা মন্দ'— ঊনবিংশ শতাব্দীর এই রক্ষণশীল ধারণা বর্তমান শতাব্দীতে পরিত্যক্ত হওয়ায় পৃথিবীর সকল দেশেই সরকারের কর্মক্ষেত্র ক্রমাগত প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে এবং তৎসহ সরকারী ব্যয়ের পরিমাণও অকল্পনীয় পরিমাণে বাড়িয়া চলিয়াছে। ভারতেই ১৯৩৬ সালের তুলনায় (৮০·৯ কোটি টাকা) ১৯৬৭-৬৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ব্যয়ের পরিমাণ (২,৮৯৬ কোটি টাকা) ৩৫ গুণেরও বেশি বাড়িয়াছে। আধুনিক কালে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধির কারণগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

১. লোকসংখ্যা বৃদ্ধিঃ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই, কোথাও স্বল্পতর কোথাও অধিকতর হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন সরকারের চিরাচরিত কাজেও ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িতেছে।

২. দামস্তরের বৃদ্ধিঃ পৃথিবীর সকল দেশেই কমবেশি পরিমাণে দামস্তরের বৃদ্ধি ঘটিয়া চলিয়াছে। ফলে ব্যক্তিগত ব্যয়ের ক্ষেত্রে যেরূপ, সেরূপ সরকারী ব্যয়ের ক্ষেত্রেও দামস্তরের বৃদ্ধির দরুন সরকারী ব্যয়ও কম বৃদ্ধি পায় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেবল

19. Dead-weight Debt. 20. Capital-assets.

দামস্তরের বৃদ্ধির দরুন, ১৯১৪ সাল ও ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৬১ সালে মোট সরকারী ব্যয় ২০ গুণ ও ৪ গুণ বাড়িয়াছে।

৩. **প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধিঃ** আধুনিক ও সর্বাধুনিক সমরোপকরণগুলি অত্যন্ত ব্যয়-বহুল এবং কোন দেশই প্রতিরক্ষার প্রয়োজন অবহেলা করিতে পারে না। ইহার ফলে পৃথিবীর সকল দেশেই প্রতিরক্ষার আয়োজন বৃদ্ধির দরুন সরকারী ব্যয়ের যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তী কালের তুলনায় বর্তমানে ভারতে প্রতিরক্ষা ব্যয় বৎসরে ১৫২ কোটি টাকা হইতে ১০০০ কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত মোট ব্যয় যাবতীয় সরকারী ব্যয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।

৪. **লোককল্যাণ ব্যয় বৃদ্ধিঃ** দেশে দেশে লোককল্যাণ তত্ত্বের প্রসারে সমাজের দরিদ্র, অবনত, ও পশ্চাৎপদ অংশের জন্য সরকারের কল্যাণমূলক ব্যয় সবিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে চিকিৎসা, ঔষধ, শিক্ষা প্রভৃতির জন্য ব্যয়, বার্ধক্য ভাতা প্রভৃতি সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা সকল দেশেই অল্পাধিক পরিমাণে প্রবর্তিত ও প্রসারিত হইতেছে।

৫. **বাণিজ্যচক্রবিরোধী ফিসক্যাল নীতির প্রয়োগ ঃ** অগ্রসর দেশগুলিতে পূর্ণ-নিয়োগের স্তর বজায় রাখিবার জন্য বাণিজ্যচক্রবিরোধী ফিসক্যাল নীতি প্রয়োগের দরুন, বিশেষত মন্দার সময় সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

৬. **স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নঃ** ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে সরকারী উদ্যোগে দেশের অর্থনীতিক উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটাইবার প্রয়োজনে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ সম্প্রতিকালে অত্যন্ত বাড়িয়াছে।

৭. **উন্নতমানের সরকারী নির্মাণ কর্মাদিঃ** বিভিন্ন দেশে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নের ফলে সরকারের নিকট হইতে উন্নতমানের কর্ম সম্পাদনের দাবি দেখা দেওয়ায় তজ্জন্য সরকারী ব্যয়ও বাড়িতেছে (সুনির্মিত দীর্ঘ সড়ক, সুরম্য সরকারী ভবন, সুদৃশ্য বিদ্যালয় ভবন, সেতু প্রভৃতি)।

৮. **অন্যান্য কারণঃ** সরকারী কার্যাবলীর পরোক্ষ সুফল সম্পর্কে উপলব্ধি, জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ, জাতীয় ক্রীড়া আমোদপ্রমোদ ও অবসর বিনোদনের উপায়গুলির উন্নয়ন ইত্যাদির প্রয়োজনেও সরকারী ব্যয় বাড়িতেছে। সকল দেশেই ক্রমশঃ শহরাঞ্চলের অধি-বাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তথায় পানীয় জল সরবরাহ, অগ্নি হইতে রক্ষা, পয়ঃপ্রণালীর উন্নয়ন, বিদ্যুৎ সরবরাহ, ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন মিটাইতে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাইতেছে।

অনেক সময় সরকারী ব্যয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, দুর্নীতি, অদক্ষতা, স্বজনপোষণ, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীবর্গের মধ্যে আপন আপন ক্ষমতা বৃদ্ধির অপচেষ্টা ইত্যাদির দরুনও সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ-ভাবে একথা সত্য হইলেও, সামগ্রিক বিচারে ইহা সত্য নহে।

সরকারী ব্যয়ের প্রকার ভেদ
TYPES OF PUBLIC EXPENDITURE

তত্ত্বগতভাবে চুলচেরা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সরকারী ব্যয়ের বহুবিধ শ্রেণী বিভাগ করা যাইতে পারে। কিন্তু উহাদের ব্যবহারিক উপযোগিতা যেমন অল্প তেমনি ঐ সকল শ্রেণী বিভাগ সন্তোষজনকও নহে। আমরা সরকারী ব্যয়ের ধরনধারণগুলি বুঝিবার জন্য উন্নত এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলির বিবিধ প্রকার সরকারী ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইব।

উন্নত দেশগুলিতে সরকারী ব্যয়ের শ্রেণীভেদঃ আধুনিক মিশ্রধনতন্ত্রী উন্নত দেশগুলিতে সরকারী ব্যয়কে মোট তিনটি বা চারিটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ (১) প্রতি-

রক্ষা ব্যয়[21]; (২) লোককল্যাণ ব্যয়[22]; (৩) পরিবহণ[23], যোগাযোগ বা সংসরণ[24], প্রাকৃতিক উপকরণাদির উন্নয়ন ব্যয় ইত্যাদি; এবং (৪) প্রশাসনিক ব্যয়[25]। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬২ সালে মোট সরকারী ব্যয়ের ৭৭% ছিল প্রতিরক্ষামূলক ব্যয় (বিদেশী সাহায্য ৩% সমেত), লোককল্যাণ ব্যয় ছিল ১৫%, পরিবহণ ইত্যাদি খাতে ব্যয় ছিল ৬%, আর প্রশাসনিক ব্যয় ছিল ২%। বলা বাহুল্য, লোককল্যাণ ব্যয়ের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যয় ছাড়াও বাণিজ্যচক্রবিরোধী ফিসক্যাল নীতি সংক্রান্ত ব্যয় রহিয়াছে। সুতরাং মন্দা ও অবনতির সময় ইহার পরিমাণ ও অনুপাত বাড়ে এবং চড়তির সময়ে ইহা হ্রাস পায়।

স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে সরকারী ব্যয়ের শ্রেণীভেদঃ কিন্তু ভারতের ন্যায় উন্নয়নশীল স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে সরকারী ব্যয়ের ভিন্নতর ধরন লক্ষ্য করা যায়। এই সকল দেশে যাবতীয় সরকারী ব্যয়কে (ক) অনুন্নয়নমূলক[26] এবং (খ) উন্নয়নমূলক[27], এই দুই প্রকার ভাগে বিভক্ত করা যায়।

ক. অনুন্নয়নমূলক খাতে রহিয়াছে সরকারী ঋণের সুদ ও আসল শোধ, প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনিক ব্যয় প্রভৃতি।

খ. উন্নয়নমূলক খাতে রহিয়াছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সমাজ বা লোককল্যাণমূলক উদ্দেশ্যে ব্যয়, এবং কৃষি, শিল্প, সমবায়, বনসম্পদ, ইত্যাদির উন্নতির জন্য উন্নয়নমূলক ব্যয়। উন্নয়নমূলক খাতে চলতি খাতে ব্যয়[28] ছাড়াও মূলধনী ব্যয়ও[29] যথেষ্ট করা হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ভারতে উন্নয়নমূলক খাতে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমবর্ধমান।

সরকারী ব্যয়ের ফলাফল
EFFECTS OF PUBLIC EXPENDITURE

'ক্রয়ক্ষমতা প্রতিক্রিয়া' ও 'ঘোষণা বা আচরণ প্রতিক্রিয়া'র মধ্য দিয়া সরকারী ব্যয় দেশের উৎপাদন, নিয়োগ ও আয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করেঃ কীন্সীয় এবং আধুনিক নয়া-কীন্সীয় সমষ্টিগত অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ তত্ত্বে দেশের উৎপাদন, নিয়োগ এবং আয়ের উপর সরকারী ব্যয়ের ফলাফল সম্পর্কে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে আলোকপাত করা হইয়াছে। সরকারী ব্যয়ের দুইটি প্রতিক্রিয়া[30] আছে; একটি হইল 'ক্রয়ক্ষমতা প্রতিক্রিয়া',[31] অপরটি হইল 'আচরণ প্রতিক্রিয়া' বা 'ঘোষণা প্রতিক্রিয়া'[32]। সরকারী ব্যয়ের ফলে, 'হস্তান্তরমূলক অর্থ ব্যয়'[33] এর দরুন (যেমন, বেকার ভাতা, বার্দ্ধক্য ভাতা ও অন্যান্য কল্যাণমূলক ব্যয় প্রভৃতি) এবং সরকার কর্তৃক নানারূপ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম এবং উপাদান-সেবা[34] ক্রয়ের দরুন, কর্মহীন ব্যক্তি, বৃদ্ধবৃদ্ধা, শ্রমিক কর্মচারী, উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের মালিক, ঠিকাদার, ব্যবসায়ী ইত্যাদি নানা শ্রেণীর ব্যক্তিগণের আর্থিক আয় লাভ ঘটে অর্থাৎ তাহারা ক্রয়ক্ষমতার অধিকারী হয়। ইহাতে, করপ্রদানের দরুন ইহারা ইহাদের আর্থিক আয়ের যে অংশ, বা যে পরিমাণ ক্রয়ক্ষমতা সরকারের নিকট সমর্পণ করিয়া নিজেরা তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল, উহার খানিকটা (বা করের সমপরিমাণ সরকারী ব্যয় হইলে সবটা) ফিরিয়া পায়। ইহাই **সরকারী ব্যয়ের ক্রয়ক্ষমতা প্রতিক্রিয়া**। তাহাতে বিবিধ উপাদানের যোগানে পরিবর্তন ঘটে এবং জনসাধারণের ভোগ ও সঞ্চয় বৃদ্ধি ঘটা সম্ভব হয়। ইহা প্রত্যক্ষ

21. National Defence. 22. Welfare. 23. Transport.
24. Communication. 25. Administrative.
26. Non-developmental Expenditure. 27. Developmental Expenditure.
28. Current expenditure. 29. Capital Expenditure. 30. Effects.
31. Purchasing Power Effect. 32. Announcement Effect.
33. Transfer Payments. 34. Factor-Services.

প্রতিক্রিয়া। আর, সরকারী ব্যয়ের ফলে, আর্থিক আয় বা ক্রয়ক্ষমতা লাভের দরুন জনসাধারণের কাজ ও সঞ্চয়ের ইচ্ছার[35] পরিবর্তন ঘটে এবং উহার ফলে এ বিষয়ে তাহাদের আচরণের পরিবর্তন ঘটে। ইহাই **সরকারী ব্যয়ের আচরণ প্রতিক্রিয়া বা ঘোষণা প্রতিক্রিয়া।** এই প্রতিক্রিয়াটি পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া। যেমন, সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির ফলে, কারবারগুলির মুনাফা বাড়িলে শুধু যে উহাদের নিকট বিনিয়োগ করিবার মত পুঁজিই বাড়ে তাহা নহে, তাহাতে উহাদের বিনিয়োগের প্রণোদনাও[36] বাড়ে।

এই ক্রয়ক্ষমতা প্রতিক্রিয়া ও আচরণ বা ঘোষণা প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়া সরকারী ব্যয় দেশের উৎপাদন, নিয়োগ ও আয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আধুনিক সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণ হইতে দেখা যায় যে, সরকারী ব্যয়, দেশের মোট কার্যকর চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধির মধ্য দিয়া, মোট আর্থিক ব্যয়প্রবাহ বৃদ্ধি ও উহার গুণক ও ত্বরণক্রিয়ার ফলে, দেশে নিয়োগ, উৎপাদন এবং আয়ের স্তরে বৃদ্ধি ঘটায়; নিয়োগ, উৎপাদন ও আয়ের উপর সরকারী ব্যয়ের প্রতিক্রিয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন নহে, বরং উহারা ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পর সংশ্লিষ্ট, একের পরিবর্তনে অপরটিতে পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং উহাদের বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করা যায় না, সম্ভবও নহে। তথাপি বুঝিবার সুবিধার জন্য আমরা পৃথক পৃথক ভাবে উহাদের উপর সরকারী ব্যয়ের প্রতিক্রিয়াগুলি আলোচনা করিব।

ক. উৎপাদনের উপর সরকারী ব্যয়ের প্রতিক্রিয়া বা ফলাফল[37]: সরকারী ব্যয় (১) উপাদানসমূহের যোগানে, (২) সঞ্চয়-ভোগ অনুপাতে, এবং (৩) বিনিয়োগে পরিবর্তন ঘটাইয়া দেশে দ্রব্যসামগ্রীর মোট উৎপাদনে পরিবর্তন ঘটায়।

(১) উপাদান-যোগানে পরিবর্তন[38]—সরকারী ব্যয় দেশের মধ্যে বিবিধ উপাদানের যোগানে পরিবর্তন ঘটায়। সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির ফলে আশু, অর্থাৎ স্বল্পকালীন সময়ে কোন কোন উপাদানের যোগানে স্বল্পতা বাড়িতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী কালে, অর্থাৎ, শেষ পর্যন্ত তাহাতে উপাদান-যোগান বাড়িতে পারে। সুতরাং সরকারী ব্যয়ের বৃদ্ধির দরুন দেশের সম্ভাব্য উৎপাদনের[39] পরিমাণ বাড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, শিক্ষার উন্নতির জন্য সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির ফলে, বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়িলে ও বিদ্যালয়ে তাহাদের শিক্ষাকাল বাড়ান হইলে (১০ বৎসর-বিদ্যালয় ব্যবস্থার পরিবর্তে ১২ বৎসর-বিদ্যালয় ব্যবস্থার প্রবর্তন), আশু দেশে শ্রমের যোগান কমিবে এবং তাহাতে নির্দিষ্ট নিয়োগ-মাত্রায়[40] দেশে মোট উৎপাদনের পরিমাণ কিছুটা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। কিন্তু, এই প্রকার শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, প্রাকৃতিক উপকরণাদির সংরক্ষণ, নূতন জমি হাসিল করা, সড়ক নির্মাণ প্রকল্প প্রভৃতির জন্য সরকারী ব্যয়ের দ্বারা দীর্ঘমেয়াদী কালে দেশের সম্ভাব্য উৎপাদন ক্ষমতা ও উৎপাদন বাড়ে।

(২) সঞ্চয়-ভোগ অনুপাতে পরিবর্তন[41]—অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে, দেশে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির ফলে, শেষ পর্যন্ত-সঞ্চয়-ভোগ অনুপাতে, অর্থাৎ সঞ্চয় অপেক্ষক ও ভোগপ্রবণতা বা ভোগ অপেক্ষকে পরিবর্তন ঘটে। একদিকে প্রগতিশীল সরকারী কর দ্বারা ধনিক শ্রেণীর উপর অধিকতর করভার চাপাইবার ফলে যেমন সঞ্চয় হ্রাস পায়, কারণ বর্তমান ভোগ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সঞ্চয় হইতে কর প্রদানের প্রবণতাই তাহাদের মধ্যে বেশি দেখা যায়, তেমনি ঐরূপে সংগৃহীত অর্থ, সরকার লোককল্যাণমূলক কার্যে ব্যয়ের দ্বারা স্বল্পতর আয়বিশিষ্ট শ্রেণীগুলির মধ্যে বণ্টন করিলে (বেকার ভাতা, বার্ধক্য ভাতা,

35. Willingness to work and save. 36. Incentive to invest.
37. Effects of Public Expenditure on Production.
38. Effects on factor-supply, 39. Potential output.
40 At a given level of employment.
41. Effects on the Savings—Consumption Ratio.

বিনামূল্যে শিক্ষা, সস্তায় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ), দেশে সামগ্রিক ভোগপ্রবণতা এবং সেহেতু, দেশে মোট ভোগব্যয়ের পরিমাণ বাড়িবে। ভোগব্যয়ের স্তরের এই রূপ বৃদ্ধি ঘটিলে তাহা গুণক ক্রিয়ার মধ্য দিয়া দেশে বিনিয়োগ এবং সেহেতু, দ্রব্যসামগ্রীর মোট উৎপাদন বাড়ায় (অবশ্য যদি দেশে পূর্ণনিয়োগ না থাকে, তবে)।

(৩) **বিনিয়োগে পরিবর্তন**[42]—সরকারী ব্যয়ের দরুন দেশে এক অর্থনীতিক সম্প্রসারণের আবহাওয়া সৃষ্টি হইবে। কিন্তু তাহাতে মোট বিনিয়োগ বাড়িবে কি না, তাহা নির্ভর করে, করের দরুন সঞ্চয় যেটুকু কমিবে এবং তদনুপাতে বিনিয়োগ ব্যয় যেটুকু কমিবে, সে তুলনায় মোট সরকারী ব্যয় বেশি হইবে কিনা তাহার উপর। সঞ্চয় হ্রাসের দরুন বিনিয়োগ ব্যয় যদি উহার সমপরিমাণে হ্রাস পায়, তবে সরকারী ব্যয় দেশের মোট ব্যয় বাড়াইয়া ঐ ঘাট্‌তিটুকু মাত্র পূরণ করিবে, এবং সেক্ষেত্রে সরকারী ব্যয়ের দরুন ভোগ-ব্যয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও মোট ব্যয় বাড়িবে না, এবং সেহেতু দ্রব্যসামগ্রীর মোট উৎপাদন বাড়িবে না, কেবল পুঁজিদ্রব্যের উৎপাদন কমিবে ও ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়িবে। তবে কর যদি অত্যধিক প্রগতিশীল না হয় তবে, সঞ্চয় হ্রাসের তুলনায় বিনিয়োগ অল্প হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা থাকে এবং সেক্ষেত্রে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি যে সর্বাত্মক সম্প্রসারণমূলক প্রভাব সৃষ্টি করে তাহা কার্যকর হয়। ঐ অবস্থায়, বর্ধিত ভোগব্যয় + সরকারী ব্যয়, এই দুইয়ের মোট প্রভাবে দেশে মোট বিনিয়োগ বাড়িবে এবং দ্রব্যসামগ্রীর মোট উৎপাদন বাড়িবে (যদি অবশ্য দেশে পূর্ণনিয়োগ না থাকে, তবে)।

খ. নিয়োগ স্তরের উপর সরকারী ব্যয়ের ফলাফল[43]: দেশে নিয়োগস্তর নির্ভর করে সমাজে মোট ব্যয়ের পরিমাণের (ব্যয় প্রবাহের আয়তনের) উপর। যতক্ষণ পর্যন্ত দেশে অব্যবহৃত উপকরণাদির (প্রাকৃতিক ও মানবিক) অস্তিত্ব থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির ফলে, মোট ব্যয় বৃদ্ধির দরুন দেশে উপাদানগুলির নিয়োগ বৃদ্ধি ঘটিতে থাকিবে এবং নিয়োগ স্তর বাড়িতে থাকিবে।

সরকারী ব্যয় যে পরিমাণে বাড়িবে সে সময় যদি বেসরকারী ব্যয় সমপরিমাণে না কমিয়া তদপেক্ষা অল্প পরিমাণে কমে (করের দরুন অথবা/এবং সঞ্চয়ের দরুন), তবেই দেশের মোট ব্যয়ের পরিমাণটি বাড়িয়া নিয়োগ বৃদ্ধি ঘটাইতে সক্ষম হইবে। সরকারী কর ও ব্যয়ের দরুন যদি দেশে আয় বন্টনে খানিক পরিবর্তন ঘটিয়া উচ্চতর আয়-শ্রেণী-গুলির আয় খানিক কমে ও নিম্নতর আয়-শ্রেণীগুলির আয় খানিক বাড়ে, তবে দেশে সঞ্চয় অপেক্ষকটি কমিবে এবং ভোগ অপেক্ষকটি বাড়িবে ও সঞ্চয়-ভোগ অনুপাতটি পরিবর্তিত হইয়া গুণক প্রতিক্রিয়া মারফত দেশে মোট ভোগব্যয় বাড়াইলে তৎসহ নিয়োগের পরিমাণও বাড়িবে। ইহার সহিত ত্বরণক্রিয়ার দরুন যদি মোট বিনিয়োগ বাড়ে (অর্থাৎ সঞ্চয় যে পরিমাণে হ্রাস পাইবে, সে পরিমাণে যদি বেসরকারী বিনিয়োগ না কমে, এবং সরকারী ব্যয়ের দরুন উহার বৃদ্ধি যদি প্রণোদিত[44] হয়), ও দেশে যদি অব্যবহৃত উপকরণাদির অস্তিত্ব থাকে, তবে, তাহাতে মোট নিয়োগ বা নিয়োগ স্তর অবশ্যই বাড়িবে, এবং এই রূপে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির দ্বারা নিয়োগ বৃদ্ধি ঘটাইতে ঘটাইতে শেষ পর্যন্ত পূর্ণ নিয়োগ-স্তরে পৌঁছান সম্ভব হইবে।

গ. আয় স্তরের উপর সরকারী ব্যয়ের ফলাফল[45]: আধুনিক সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণ তত্ত্বের মূল শিক্ষাই এই যে, দেশে আয় ও নিয়োগ স্তর দেশের মোট ব্যয়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। দেশে যদি অব্যবহৃত উপকরণাদি বা উপাদানসমূহের অস্তিত্ব থাকে, তবে সরকারী ব্যয়ের দরুন দেশের মোট ব্যয় ও কার্যকর চাহিদা বাড়িবে ও তাহা উপাদানসমূহের নিয়োগ বৃদ্ধির মধ্য দিয়া দেশের মোট আয়ও বাড়াইবে

---

42. Effects on Investment. 43. Effects on the level of Employment.
44. Induced. 45. Effects on Income level.

$(Y=C+I+G)$। বলা বাহুল্য, সরকারী ব্যয়ের বৃদ্ধি, দেশের উপাদান-যোগানে পরিবর্তন ঘটাইয়া, সঞ্চয়-ভোগ অনুপাতে পরিবর্তন ঘটাইয়া এবং বিনিয়োগে পরিবর্তন ঘটাইয়া, এবং গুণক ও ত্বরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া দেশে মোট কার্যকর চাহিদা বাড়ায় ও উহার ফলে নিয়োগ বৃদ্ধি মারফত, পূর্ণনিয়োগ স্তর পর্যন্ত মোট নিয়োগ বৃদ্ধি করে। অতএব এই প্রক্রিয়ার ফলে পূর্ণনিয়োগের স্তর পর্যন্ত নিয়োগ বৃদ্ধির সহিত প্রকৃত জাতীয় আয়ের[৪৬] স্তরও ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। তাহা ছাড়া, আর্থিক জাতীয় আয়[৪৭]ও আবার বাড়িতে পারে। পূর্ণ নিয়োগের স্তর যতই নিকটবর্তী হইতে থাকে, ততই করের দরুন এবং উপাদান-যোগানের তুলনায় আর্থিক ব্যয়প্রবাহ অধিক হইবার দরুন উপাদানের দাম বাড়িতে পারে, কারণ উপাদানের মালিকরা স্বভাবতঃই তাহাদের প্রকৃত আয় বজায় রাখিবার জন্য উপাদান সেবার দাম বাড়াইতে বাধ্য হইবে। ইহার ফলে, উৎপাদন খরচ ও দামস্তরের ঊর্ধ্বগতির দরুন (আংশিক মুদ্রাস্ফীতি) দেশে আর্থিক জাতীয় আয়ের স্তরও বাড়িবে।

তাহা ছাড়া সরকারী ব্যয়ের দরুন দেশের জাতীয় আয়ের খানিক পুনর্বণ্টনও ঘটিবে। (কল্যাণমূলক) সরকারী ব্যয়ের ফলে সাধারণত নিম্নতর আয়-শ্রেণীগুলি অধিকতর উপকৃত হয় এবং (অপর দিকে করের দরুন উচ্চতর আয়-শ্রেণীগুলির ব্যবহারযোগ্য আয়[৪৮] ও সম্পত্তি হ্রাস পায় বলিয়া) সমাজে ধনবৈষম্য খানিক হ্রাসের প্রবণতা দেখা দেয় (ক্রয়-ক্ষমতা প্রতিক্রিয়া)। দ্বিতীয়ত, সরকারী কার্যাবলীর প্রসারে, দেশের বিভিন্ন বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রেও সরকারের প্রবেশ ঘটিতে পারে। ইহাতে যে সকল সরকারী উদ্যোগের কারবারী প্রতিষ্ঠান-গুলি স্থাপিত হয় তাহাতে নিযুক্ত পদস্থ কর্মচারিগণের বেতন, বেসরকারী কারবারে নিযুক্ত অনুরূপ ব্যক্তিগণের তুলনায় যেমন কম হয় তেমনি, তথায় নিচের দিকে, সাধারণ শ্রমিক কর্মচারিগণের বেতন ও মজুরি বেসরকারী কারবারী প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা অধিক হয়, অন্ততঃ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, আইনসভা বা পার্লামেন্টের মারফত, তাহাদের জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মত বেতন ও মজুরি প্রবর্তন করা সম্ভব। এইরূপে সরকারী ব্যয়ের দরুন দেশে বিভিন্ন উপাদানসমূহের পারিশ্রমিকে পার্থক্য কমান সম্ভব। ইহাতেও দেশে আয়ের পুনর্বণ্টন দ্বারা আয় বৈষম্য হ্রাস পাইতে পারে।

46. Level of real national income.
47. Money national income or monetary level of national income.
48. Disposable income.

১৮

বাজেটের পটভূমিকায় যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থান
WAR FINANCE & DEVELOPMENTAL FINANCE IN THE CONTEXT OF BUDGETING

[**আলোচিত বিষয়ঃ** বাজেট—ভারসাম্য, উদ্বৃত্ত ও ঘাট্‌তি বাজেট—যুদ্ধের অর্থসংস্থানে কর-রাজস্ব—ঋণ—ঘাট্‌তি ব্যয়—উন্নয়নমূলক অর্থসংস্থান।]

সরকারের ভাবী আয়ব্যয়ের অনুমিত হিসাব বা 'বাজেট'
THE BUDGET

বাজেটকে সরকারের সর্বাত্মক আর্থিক পরিকল্পনা বলা যায়। ইহা সম্ভাব্য রাজস্ব আদায় ও প্রস্তাবিত সরকারী ব্যয়ের অনুমিত হিসাব দু'টিকে একত্রিত করে এবং সরকার কি কি কাজে হাত দিতে যাইতেছে ও ঐ সকল কাজের অর্থসংস্থান কি কি উপায়ে করা হইবে তাহার ইঙ্গিত দেয়। বাজেটের মধ্য দিয়াই সরকারের আয় ব্যয় ও ঋণ নীতি বা এক কথায় ফিস্‌ক্যাল নীতিগুলির মধ্যে সংযোগ সাধিত হয় এবং অর্থসংস্থান বিষয়ে সরকার কোন্‌ দিকে অগ্রসর হইতেছে সে বিষয়ে সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায়। তত্ত্বগত ভাবে, বাজেটটি হইল সতর্ক হিসাব ও সদুদ্দেশ্যের এক বিবৃতি। কিন্তু বাস্তবে বা কার্যত অধিকাংশ স্থলেই তাহা হয় না।

যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর বিপুল অর্থসংস্থানের জন্য বাজেটে কিরূপ পদ্ধতি বা ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে।

ভারসাম্য, উদ্বৃত্ত ও ঘাট্‌তি বাজেট
BALANCED, SURPLUS AND DEFICIT BUDGET

বাজেটের দ্বিবিধ খাতঃ বাজেটে আয় ও ব্যয়ের খাতগুলিকে দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়, **একটি হইল চল্‌তি খাতে বা রাজস্ব খাতে আদায়**[1] **এবং চল্‌তি বা রাজস্ব খাতে ব্যয়**[2]। যে সকল আদায়ের দরুন রাজকোষের ব্যবহারযোগ্য তহবিল বাড়ে, অথচ ঋণ বা দায় বাড়ে না, কিংবা যাহাতে ব্যবহারযোগ্য তহবিল না কমিয়া ঋণ বা দায় কমে, তাহাই চল্‌তি খাতে বা রাজস্ব খাতে আদায়। আর যে সকল ব্যয়ের ফলে রাজকোষের ব্যবহার-যোগ্য তহবিল ক্ষয় পায় কিন্তু ঋণ বা দায় কমে না, তাহাই চল্‌তি খাতে বা রাজস্ব খাতে ব্যয়।

বাজেটের অপর খাতটি হইল, **অরাজস্ব খাতে** বা **অ-পৌনঃপুনিকখাতে আয় ও ব্যয়**[3]। যে সকল আদায়ের ফলে ব্যবহারযোগ্য তহবিলটি বাড়িলেও, উহার সহিত ঋণ বা দায়ও বাড়ে তাহা অরাজস্ব খাতে আদায়; এবং যে সকল ব্যয়ের ফলে রাজকোষের ব্যবহার-যোগ্য তহবিল হ্রাসের সহিত ঋণ বা দায়ও হ্রাস পায় উহাই অরাজস্ব খাতে ব্যয়।

অর্থাৎ যে সকল আদায় বা প্রাপ্তির দ্বারা তহবিল বাড়িলেও দায় বাড়ে না উহার সকলই চল্‌তি খাতে আয় এবং যে সকল ব্যয়ের ফলে ঋণ কমে না, তাহাই চল্‌তি খাতে

1. Current or Revenue Receipts. 2. Current Expenditure.
3. Non-revenue or non-recurring incomes and expenditures.

খরচ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ঋণের সুদটি চল্‌তি খাতে খরচ বলিয়া গণ্য হয় কিন্তু আসল পরিশোধ বাবদ ব্যয়টি অরাজস্ব খাতে ব্যয় ধরা হয়। সরকারী ঋণপত্রের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা বিশেষ ট্রাষ্ট তহবিলের, প্রভিডেন্ট ফান্ড তহবিলের অর্থাদি অরাজস্ব আদায়ের দৃষ্টান্ত।

ভারসাম্য বাজেট: ভারসাম্য বাজেট বলিতে, বাজেটের সংশ্লিষ্ট সময়ে (অর্থাৎ যে সময়ের জন্য বাজেটটি প্রস্তুত করা হইয়াছে) উহার চল্‌তি খাতে আয় ও ব্যয়ের সমতা বুঝায়।

উদ্বৃত্ত বাজেট: বাজেটের চল্‌তি খাতে আয় যদি চল্‌তি খাতে ব্যয় অপেক্ষা বেশি হয় তবে উহাকে উদ্বৃত্ত বাজেট বলে।

ঘাট্‌তি বাজেট: বাজেটের চল্‌তি খাতে আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হইলে উহাকে ঘাট্‌তি বাজেট বলে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, অরাজস্ব খাতে আয় বা ব্যয় দ্বারা বাজেটের উদ্বৃত্ত বা ঘাট্‌তি নির্ধারিত হয় না বা উহাদের ধরিয়া বাজেটের ঘাট্‌তি বা উদ্বৃত্ত হিসাব করা হয় না। সুতরাং বাজেটের মোট আয় ও ব্যয়ের সকল খাতের (অর্থাৎ রাজস্ব খাত+অরাজস্ব খাতে আদায় ও রাজস্ব+অরাজস্ব খাতে ব্যয়) মোট যোগফল দুটির তুলনা করা অর্থহীন। সামগ্রিক বাজেটটি সরকারের মোট আয় ও ব্যয়ের একটি সামগ্রিক হিসাব বলিয়া, হিসাবশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে উহার দুই দিক সর্বদাই পরস্পরের সমান হইবে (সামান্য হেরফের ছাড়া)। কিন্তু এজন্য বাজেটটিকে ভারসাম্য বাজেট মনে করিলে ভুল হইবে। প্রসঙ্গত, আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাণিজ্যচক্র বিরোধী ফিস্‌ক্যাল ব্যবস্থা হিসাবে, বাজেট কখনও উদ্বৃত্ত (চড়তির বাজারে), কখনও ঘাট্‌তি (মন্দার সময়ে) হইতে পারে। কিন্তু যুদ্ধ ও উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর অর্থসংস্থান করিতে গিয়া বাজেটে ঘাট্‌তি সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ বাজেটটি ঘাট্‌তি বাজেটে পরিণত হয়।

যুদ্ধের অর্থসংস্থান
WAR FINANCE

অর্থসংস্থানের তিনটি উপায়: সরকারের ব্যয় সংস্থানের তিনটি উপায় হইল: (১) কর, (২) ঋণ, এবং (৩) ঘাট্‌তি ব্যয়। যুদ্ধের প্রয়োজনে এই তিনটি উৎস হইতে প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল।

১. কর রাজস্ব দ্বারা যুদ্ধের অর্থসংস্থানের সুবিধা ও অসুবিধা[4]: ক. সুবিধা: রিকার্ডো প্রমুখ অনেক অর্থবিজ্ঞানী কেবল কর রাজস্ব দ্বারাই যুদ্ধের ব্যয় সংস্থানের পক্ষপাতী ছিলেন। কর রাজস্ব হইতে যুদ্ধের ব্যয় সংস্থানের পক্ষে প্রধান যুক্তিগুলি এই যে: (১) ইহাতে সরকারের পক্ষ হইতে **যুদ্ধের ব্যয় সর্বনিম্ন** রাখিবার চেষ্টা **হইবে,** কারণ তাহা না হইলে, করভার অত্যধিক বাড়িবে ও দেশে অসন্তোষ দেখা দিবে।

(২) যদি যুদ্ধের প্রয়োজনে অধিক অর্থের দরকার হয়, তবে তাহাতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। কারণ, দেশবাসিগণের মধ্যে **দেশপ্রেমের জাগরণে** দেশরক্ষায় ত্যাগের মনোবৃত্তি জাগরিত হয়, তাহাতে যুদ্ধের প্রয়োজনে করবৃদ্ধি ঘটিলেও, **বর্ধিত করভার বহনে সকলে স্বীকৃত থাকে।** শান্তির সময়ে যে করভার বৃদ্ধি ঘটিলে সকলে আপত্তি করে, যুদ্ধের সময়ে তাহা সকলে স্বেচ্ছায় মানিয়া লয়। এই কারণে করভার বৃদ্ধির দ্বারা অধিক পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ সম্ভবও হয়

(৩) যুদ্ধকালে সামরিক প্রয়োজনে বেসামরিক ভোগ্যদ্রব্যাদির পরিমাণ কমে অথচ সামরিক ব্যয়ের ফলে দেশে নিয়োগ ও আর্থিক আয় বাড়ে। অতএব দেশের মধ্যে তখন আর্থিক আয় ও ব্যয়ের তুলনায় বেসামরিক দ্রব্যসামগ্রীর যোগান হ্রাস পাওয়ায় প্রচণ্ড মুদ্রা-

4. Advantages and disadvantages of financing war by taxation.

স্ফীতির অবস্থা সৃষ্টি হয়। মুদ্রাস্ফীতির দরুন দামস্তরের বৃদ্ধি প্রতিরোধ করিতে হইলে তখন ভোগ্যপণ্যের উপর ব্যয় কমান প্রয়োজন হয়। যুদ্ধের প্রয়োজনে কর বৃদ্ধি করিলে তাহা জনসাধারণের নিকট হইতে অতিরিক্ত ব্যয়যোগ্য অর্থ কাড়িয়া লইয়া তাহাদের ব্যবহার-যোগ্য আয়[5] অর্থাৎ ক্রয়ক্ষমতা কার্যকর ভাবে কমাইয়া দিয়া **মুদ্রাস্ফীতির কণ্ঠরোধ** করিতে পারে।

(৪) কর ব্যবস্থা যদি প্রগতিশীল হয়, তবে যুদ্ধের প্রয়োজনে কর বৃদ্ধির দ্বারা ধনিক শ্রেণীর উপর যুদ্ধের অতিরিক্ত বোঝা চাপাইয়া, **জনসাধারণের সামর্থ্য** অনুসারে তাহাদের মধ্যে **যুদ্ধের প্রকৃত ভারের আনুপাতিক বণ্টন** ঘটান যায়। ইহাই ন্যায়সঙ্গত।

(৫) কর রাজস্ব হইতে যুদ্ধের সমগ্র ব্যয় বহন করা হইলে, দেশের **বর্তমান অধিবাসীরাই[6] যুদ্ধের সকল ভার বহন করিবে।** বর্তমান যুদ্ধের জন্য বর্তমান অধিবাসি-গণই দায়ী। সুতরাং ইহার সুফল ও কুফল তাহাদেরই ভোগ করা উচিত। বর্তমান যুদ্ধের ভার দেশবাসিগণের ভবিষ্যত বংশধরদের স্কন্ধে চাপান উচিত নহে। **এরূপ হইলেই** পৃথিবীর সকল দেশের বর্তমান অধিবাসিগণের **যুদ্ধলিপ্সা দমিত হইবে।**

খ. অসুবিধা: কেবল কর রাজস্ব হইতে যুদ্ধের যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের প্রধান অসুবিধাগুলি এই যে: (১) যুদ্ধের প্রয়োজনে যে বিপুল পরিমাণ অর্থের দরকার হয় তাহা কেবল কররাজস্ব হইতে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। ইহা করিতে গেলে এরূপ অত্যধিক হারে কর ধার্য করিতে হইবে যে তাহাতে দেশবাসীর উপর অসহনীয় করভার চাপিবে। তাহাতে, যুদ্ধের সময়ে যাহাদের আয় বাড়ে নাই এরূপ স্থির আয়-শ্রেণীগুলির পক্ষে কর-ভার বহন করিতে গিয়া তাহাদের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত পড়িয়া যাইবে। ফলে ইহাতে জনসাধারণের জীবনে দুঃখদুর্দশা এত বাড়িবে যে, যুদ্ধজয়ের জন্য যে প্রচণ্ড মনোবলের প্রয়োজন তাহাই বিনষ্ট হইবে।

(২) অত্যধিক করভারের দরুন দেশে **সঞ্চয় ও পুঁজিগঠন বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে।** তাহাতে যুদ্ধকালে দেশের উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাইলে যুদ্ধে জয়লাভ করা কঠিন হইবে।

(৩) **কর রাজস্ব সংগ্রহে সময় লাগে, বিলম্ব হয়।** অথচ যুদ্ধের প্রয়োজনে অর্থ-সংস্থানে তিলমাত্র অপেক্ষা করিবার উপায় থাকে না। কর রাজস্ব সংগৃহীত হইবার আগেই যুদ্ধের ব্যয় আরম্ভ হইয়া যায়।

অতএব যুদ্ধের ব্যয় সংস্থানের জন্য কেবল কর রাজস্বের উপর নির্ভর করা সম্ভব নয়। তাহা করিতে গেলে যুদ্ধ প্রচেষ্টা ক্ষুণ্ণ হইবে। যদি ঠিক মত যুদ্ধ প্রচেষ্টা চালাইতে হয় তবে উহার ব্যয় সংস্থানের জন্য কর রাজস্ব ছাড়াও অন্যান্য উপায়ের উপর নির্ভর করিতে হয়।

২. ঋণ দ্বারা যুদ্ধের অর্থসংস্থানের সুবিধা ও অসুবিধা[7]: ক. সুবিধা: ঋণের দ্বারা যুদ্ধের অর্থসংস্থানের সপক্ষে প্রধান যুক্তি এই যে: (১) বাস্তবে **কেবল কর দ্বারা যুদ্ধের যাবতীয় ব্যয়ের সংস্থান করা সম্ভব নয় বলিয়া ঋণের সাহায্য না লইয়া উপায় নাই।**

(২) কর রাজস্ব সংগৃহীত হইবার আগেই যুদ্ধের ব্যয় আরম্ভ হইয়া যায়, সুতরাং কেবল কর রাজস্বের উপর নির্ভর করিবার নীতি অনুসৃত হইলেও, তখন, **অন্ততঃ সাময়িক-ভাবেও ঋণ সংগ্রহ করিতেই হয়।**

(৩) যুদ্ধের জন্য **ঋণ সংগ্রহ ব্যবস্থাটি** যদি স্বেচ্ছামূলক[8] হয়, তবে তাহা **জনপ্রিয়** হয়। কারণ ইহা বাধ্যতামূলক নয় এবং যুদ্ধ-ঋণপত্রগুলি কিনিলে যেমন মানুষের মধ্যে 'দেশ সেবার' মনোবৃত্তি তৃপ্ত হয়, তেমনি উহাতে সুদ লাভের ব্যবস্থা থাকায় উহা আকর্ষণীয়ও

5. Disposable income. 6. Present generation.
7. Advantages and disadvantages of financing war by borrowings.
8. Voluntary Loans.

হয়। অতএব মানুষ যেমন স্বেচ্ছায় এই ঋণপত্র কিনিতে পারে তেমনি যাহাদের আয়করের দ্বারা স্পর্শ করা সম্ভব হয় না, তাহারাও ইহা কিনিয়া যুদ্ধের অর্থ যোগায়।

(৪) ইহাতে দেশের **উৎপাদনও ক্ষুণ্ণ হয় না।** **কারণ মানুষ স্বেচ্ছায় সঞ্চয় হইতে এই** সকল ঋণপত্র ক্রয় করে এবং অত্যধিক কর হার যেমন কারবারিগণের প্রণোদনা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে, ঋণের সেরূপ কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা নাই।

(৫) ঋণটি যদি অভ্যন্তরীণ হয়, তবে উহার কোন আর্থিক ভার থাকে না।

(৬) যুদ্ধকালে সরকারী ঋণসংগ্রহ ব্যবস্থাটি যুদ্ধের প্রয়োজনে অর্থসংগ্রহ ছাড়াও **মুদ্রাস্ফীতি বিরোধী শক্তি** হিসাবেও কাজ করে। কারণ ইহার দ্বারাও দেশবাসীর নিকট অতিরিক্ত নগদ তহবিলের পরিমাণ কমান সম্ভব হয় এবং তাহাতে দেশে ভোগব্যয় কমিয়া মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমাইতে পারে।

খ. **অসুবিধাঃ** কিন্তু **ঋণ দ্বারা যুদ্ধের অর্থসংস্থানের অসুবিধা এই যে :** (১) অধ্যাপক ড্যাভেন্ পোর্টের[9] মতে, **স্বল্প এবং বিশেষতঃ স্থির আয়-শ্রেণীগুলিকে দুইবার করিয়া যুদ্ধ-ব্যয় বহন করিতে হয়;** একবার যুদ্ধকালে মুদ্রাস্ফীতির দরুন, তাহাদের প্রকৃত আয় কমে, দ্বিতীয় বার, যুদ্ধের পরে যুদ্ধ-ঋণ পরিশোধ করিতে পুনরায় তাহাদের কর দিতে হয়। অথচ সে তুলনায়, দেশের **ধনিক শ্রেণী, বিশেষত কারবারিগণের কেবল নীট লাভই হয়।** একবার, যুদ্ধের সময় মুদ্রাস্ফীতির দরুন তাহাদের মুনাফা বাড়ে, আর যুদ্ধের পরে যুদ্ধ-ঋণের সুদ বাবদ তাহাদের আয় লাভ ঘটে; ঋণ পরিশোধ ও সুদ প্রদানে তাহারা কর দিলেও, যাহা দেয়, তাহা অপেক্ষা তাহারা বেশিই পায়। এইভাবে **যুদ্ধ-ঋণ সমাজে ধন বণ্টনে বৈষম্য ঘটায়, ও ধনীদের তুলনায় দরিদ্রগণের উপর অন্যায়ভাবে যুদ্ধের অধিকতর ব্যয়ভার চাপাইয়া দেয়।**

(২) যুদ্ধের অভ্যন্তরীণ ঋণের কোন ভার নাই ইহাও সম্পূর্ণ সত্য নয়। যুদ্ধ হইতেছে মূলতঃ ধ্বংসমূলক কার্য। ইহাতে সম্পদ ধ্বংস ছাড়া সৃষ্টি হয় না। সুতরাং যুদ্ধ ঋণের সবটাই এক মৃতভার ঋণ[10] স্বরূপ। আর যুদ্ধের দরুন যদি দেশের **উৎপাদন ব্যবস্থা সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়** তবে তো কথাই নাই। তখন যুদ্ধ শেষে পুনরায় **যুদ্ধ ঋণ পরিশোধ ও উহার সুদ প্রদানে দেশবাসীর উপর বিপুল করভার চাপে।**

(৩) **মুদ্রাস্ফীতি বিরোধী ব্যবস্থা হিসাবে সরকারী ঋণ যথেষ্ট কার্যকর নয়।** কারণ ঋণপত্রগুলির জামিনে উহার ক্রেতারা ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ লইতে পারে এবং এই ভাবে সরকারী যুদ্ধ-ঋণপত্রের পরিমাণ বাড়িলে ঋণস্ফীতি ঘটিতে পারে এবং তাহা সামগ্রিক মুদ্রাস্ফীতিতে বল ও বেগ সঞ্চার করিতে পারে। ঋণপত্রের ভিত্তিতে এই ঋণ সৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করা সরকারের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে, কারণ তাহাতে ঐ ঋণপত্রের বাজার দর পড়িয়া যাইতে পারে এবং তাহার ফলে, আরও ঋণের দরকার হইলে তখন সুদের হার না বাড়াইয়া ঋণ সংগ্রহ করা সরকারের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িবে।

(৪) ইহার আর একটি অসুবিধা এই যে, ইহাতে ভবিষ্যত বংশধরগণের উপর যুদ্ধের ব্যয়ভার চাপান হয়। কারণ বর্তমান যুদ্ধঋণ সুদ আসলে ভবিষ্যতে কর রাজস্ব হইতেই পরিশোধ করা হয়। ইহা উচিত নহে।

সুতরাং কেবল ঋণ দ্বারাও যুদ্ধের প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। এবং একক ভাবে, কেবল কর রাজস্ব অথবা কেবল ঋণ, কোনটিই যুদ্ধের অর্থ সংগ্রহের সন্তোষজনক উপায় নহে।

৩. **ঘাট্‌তি ব্যয়ের দ্বারা যুদ্ধের প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের সুবিধা ও অসুবিধা**[11]

ক. **সুবিধাঃ** ঘাট্‌তি ব্যয় বলিতে, সংক্ষেপে ও সহজ কথায়, অতিরিক্ত কাগজী মুদ্রা ছাপাইয়া সরকারী ব্যয় বহন করা বুঝায়। সরকার নিজে সরাসরিভাবে ইহা করিতে পারে, অথবা

9. H. J. Davenport. 10. Dead-weight Debt.
11. Advantages and disadvantages of financing war by deficit financing.

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে দিয়া এইরূপ কাগজী মুদ্রা ছাপাইয়া তাহা ঋণ লইতে পারে। **উভয়েরই** ফল এক : দেশে নূতন অর্থের সৃষ্টি হয়, নগদ অর্থের যোগান ইহাতে বাড়ে। **ইহার প্রধান সুবিধা** এই যে: (১) ইহাতে দেশবাসীর উপর **করভারও চাপে না, কিংবা ঋণভারও চাপে না।** সুতরাং ইহাতে কাহারও আপত্তি করার কারণ নাই।

(২) কররাজস্ব সংগ্রহে বিলম্ব হয়, ঋণ সংগ্রহ করিতেও খানিক সময় লাগেই। তাহা ছাড়া উহাদের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কতটা অর্থ সংগৃহীত হইবে সে বিষয়ে আন্দাজ করা যায় না, সুনিশ্চিত হওয়া যায় না। কিন্তু ঘাট্‌তিব্যয়ে সে সকল অসুবিধা কিছু নাই। **সর্বাপেক্ষা কম সময়ের মধ্যে ইহার দ্বারা সরকারের প্রয়োজনীয় আর্থিক শক্তি** বা **ক্রয়ক্ষমতা করায়ত্ত হয়।**

(৩) ঋণের বেলায় সুদ দিতে হয়। উহা সরকারের দিক হইতে যুদ্ধ-ঋণের খরচ। কিন্তু **ঘাট্‌তিব্যয়ে কেবল নোট ছাপাইবার খরচ ছাড়া আর কোন খরচ নাই।**

এই সকল কারণে ইহাকে যুদ্ধের অর্থসংস্থানের বেদনাহীন উপায় বলা হইয়াছে।

খ. **অসুবিধা:** কিন্তু **ইহার গুরুতর অসুবিধা আছে।** তাহা হইল: (১) যুদ্ধের বিপুল ব্যয়ের সমস্তই যদি কেবল ঘাট্‌তিব্যয়ের সাহায্যে সংস্থান করা হয় তবে দেশে অর্থের পরিমাণ এরূপ বাড়িবে যে তাহাতে **ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতির উৎপত্তি** হইবে।

(২) এই মুদ্রাস্ফীতি এই কারণে দ্রুত ভয়াবহ আকার ধারণ করিবে যে, যুদ্ধকালে দেশে ভোগ্যদ্রব্যের যে টান থাকে, কর এবং/অথবা ঋণের দ্বারা সে সময় মানুষের হাতে অবস্থিত নগদ অর্থের পরিমাণ কমান হইলে তাহাতে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদাও কিছুটা সংযত থাকে। কিন্তু যদি কর এবং/অথবা ঋণের কোন আশ্রয় না লইয়া কেবল ঘাট্‌তিব্যয়ের সাহায্য লওয়া হয়, তাহাতে দেশে ভোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর মোট আর্থিক চাহিদার বৃদ্ধি লাগামহীন ঘোড়ার ন্যায় ছুটিয়া চলিবে। এবং মোটামুটি, যুদ্ধের সময় দেশে প্রায় পূর্ণনিয়োগের অবস্থা দেখা দেয় বলিয়া ভোগ্যদ্রব্যের ঘাট্‌তির পটভূমিকায়, ঘাট্‌তিব্যয়ের দরুন অতিরিক্ত সৃষ্ট অর্থ উহার সমানুপাতে দামস্তর বাড়াইয়া চলিবে, অর্থাৎ অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি তখন সম্পূর্ণ বলবৎ হইবে। দামস্তরের এই বৃদ্ধি যুদ্ধের খরচ ক্রমাগত বাড়াইতে থাকিবে। তাহাতে যুদ্ধ ব্যয় নির্বাহের জন্য আরও অধিক পরিমাণে ঘাট্‌তি ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে এবং তাহা পুনরায় দামস্তর বাড়াইয়া অধিকতর ঘাট্‌তি ব্যয় অপরিহার্য করিবে এবং **দেশ** এই ঘোরতর **ঘাট্‌তিব্যয়—মুদ্রাস্ফীতি—দামস্তর বৃদ্ধির পাপচক্রের ঘূর্ণীপাকে পড়িবে।**

(৩) ক্রমাগত ঘাট্‌তিব্যয় ও দামস্তর বৃদ্ধির ফলে **যুদ্ধ প্রচেষ্টা ও উৎপাদনে গুরুতর ক্ষতি** ঘটিবে, দেশে **আয়ের বন্টনে গুরুতর বিকৃতি** ঘটিবে এবং সর্বোপরি **অর্থের মূল্য অত্যন্ত কমিয়া গিয়া তাহাতে মানুষের অনাস্থা সৃষ্টি হইলে** যুদ্ধে পরাজয় ও গুরুতর **অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিপর্যয়** ঘটিবে।

সুতরাং ঘাট্‌তি ব্যয় ব্যবস্থা **যুদ্ধের** প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান করিবার সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

বাস্তবে, ইহাদের কোন একটির উপর নির্ভর না করিয়া, উহাদের তিনটির উপরই কমবেশি পরিমাণে নির্ভর করা হয়। তবে অধ্যাপক টেল্যারের[12] অভিমত এই যে, এ বিষয়ে **কররাজস্বের উপর যত বেশি নির্ভর করা যায় ততই মঙ্গল।**

অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থান
DEVELOPMENTAL FINANCE

অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থান বলিতে কি বুঝায়?
WHAT IS DEVELOPMENTAL FINANCE?

অর্থবিদ্যায় উন্নয়ন অর্থাৎ, অর্থনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিকাশ বলিলে, একটি বিশেষ প্রক্রিয়া বুঝায়। 'যে প্রক্রিয়ায় দীর্ঘকাল ধরিয়া একটি অর্থনীতির' (অর্থাৎ দেশের)

12. Philip E. Taylor.

'প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়, তাহাই অর্থনীতিক উন্নয়ন'[13]। অধ্যাপক কুজনেট্‌স্‌-এর ভাষায়, অর্থনীতিক বিকাশ হইল 'একটি জাতির সমগ্র নীট উৎপাদনের অব্যাহত বৃদ্ধি'[14]। সুতরাং অর্থনীতিক উন্নয়ন বলিতে জাতীয় আয় বৃদ্ধির এক দীর্ঘকালব্যাপী প্রক্রিয়া বুঝায়। দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের তিনটি মূল উপাদান হইল, উৎপন্ন সামগ্রীর উৎকর্ষ ও পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য দেশবাসীর নিরবচ্ছিন্ন উদ্যম, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং পুঁজি বা পুঁজিগঠন। যে অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশ বা এমনকি অগ্রসর দেশও যে পরিমাণে এই তিনটি উপাদান করায়ত্ত ও উহাদের সম্মিলিত প্রয়োগে সক্ষম হইবে, উহার অর্থনীতিক উন্নয়ন বা বিকাশ, এক কথায় জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ততই বেশি হইবে। অর্থনীতিক উন্নয়নের এই তিনটি উপাদানের মধ্যে পুঁজির ভূমিকা হইতেছে কেন্দ্রীয় ভূমিকা। সঞ্চয়কে বিনিয়োগে রূপান্তরিত করিয়াই কেবল পুঁজিগঠন সম্ভব। অর্থসংস্থান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়াই সঞ্চয় বিনিয়োগ খাতে চালিত হয় এবং তখনই কেবল উন্নয়ন প্রক্রিয়াটি শুরু হইতে পারে। অতএব **অর্থনীতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থান বলিতে, দেশের অর্থনীতিক উন্নয়ন ঘটাইবার উদ্দেশ্যে সঞ্চয়কে বিনিয়োগ খাতে প্রবাহিত করিবার আর্থিক বিধি ব্যবস্থা বুঝায়।**

অর্থনীতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থানের উপায় বা কৌশল
TECHNIQUES OF DEVELOPMENTAL FINANCING

পুঁজিগঠনের সারকথাঃ পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির পটভূমিকায় রচিত কীনসীয় সমষ্টিগত বিশ্লেষণ তত্ত্ব ইহা প্রমাণ করিয়াছে যে, বিনিয়োগই আয় সৃষ্টির মৌলিক সক্রিয় উপাদান এবং সঞ্চয় উহার অনুগামী ও নিষ্ক্রিয়। সুতরাং পুঁজিগঠনের জন্য আগে সঞ্চয় চাই তবে বিনিয়োগ সম্ভব, এই ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব ভ্রান্ত প্রমাণিত করিয়া কীনসীয় তত্ত্ব ইহাই প্রতিষ্ঠা করিয়াছে যে, বিনিয়োগ দ্বারাই নিয়োগ ও আয় সৃষ্টি হয় এবং গুণক প্রক্রিয়ায় আদি বিনিয়োগ জাতীয় আয় ক্রমাগত বাড়াইতে থাকে। জাতীয় আয় কতটা বাড়িবে তাহা নির্ভর করে ভোগ প্রবণতার উপর, এবং উহাই গুণকের সংখ্যাগত মূল্য স্থির করিয়া দেয়। বর্ধিত আয় হইতেই বর্ধিত সঞ্চয়ের উৎপত্তি হয়। সুতরাং বিনিয়োগ আগে ও সঞ্চয় পরে। অতএব যদি অর্থ বা ঋণের সংস্থান করা যায় তবেই কার্যকর চাহিদা বাড়িবে এবং উহার দরুন বিনিয়োগ সম্ভব হইবে এবং উহা জাতীয় আয় বাড়াইবে, অর্থাৎ দেশের আরও অর্থনীতিক বিকাশ ঘটাইবে।

কিন্তু **অর্থনীতিক উন্নয়নের এই কীনসীয় তত্ত্বটি পাশ্চাত্য অগ্রসর দেশগুলির পক্ষেই খাটে, ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে খাটে না।** কারণ স্বল্পোন্নত দেশগুলির পটভূমিকা অগ্রসর দেশগুলি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এসকল দেশে উন্নত দেশগুলির মত কার্যকর চাহিদার অভাবে যন্ত্রপাতি অর্থাৎ পুঁজিদ্রব্য বা উৎপাদন ক্ষমতা অলস পড়িয়া নাই; বরং কার্যকর চাহিদার কিছু অভাব নাই, অভাব হইল যন্ত্রপাতির, পুঁজিদ্রব্যের, উৎপাদন ক্ষমতার। সুতরাং এসকল দেশে সমস্যা হইতেছে পুঁজিদ্রব্যাদি অর্থাৎ যন্ত্রপাতি, উৎপাদন ক্ষমতার নির্মাণ বা সৃষ্টির, বিদেশ হইতে এজন্য নানারূপ যন্ত্রাংশ ও কাঁচামাল আমদানির, শ্রমিকগণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার, ও যোগাযোগ, পরিবহণ ও বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থার। এই সকল মূলধনী সামগ্রীগুলি সৃষ্টি ও আমদানির জন্য প্রকৃত সঞ্চয় চাই! অতএব পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে অর্থনীতিক উন্নয়নের সমস্যা হইল ভোগব্যয় বৃদ্ধির মধ্য দিয়া বিনিয়োগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা; আর ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে অর্থনীতিক উন্নয়নের সমস্যা হইল (যে পর্যন্ত উহারা অগ্রসর দেশগুলির স্তরে গিয়া না পৌঁছিতেছে সে পর্যন্ত) আগে সঞ্চয় ও পরে বিনিয়োগ।

13. 'Economic Development is a process whereby an Economy's real national income increases over a long period of time.' Meir and Baldwin., *Economic Development*, p. 2.
14. 'Sustained increase in the total net output of a nation.' Simon Kuznets.

কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশগুলির গভীর দারিদ্রের দরুন **সঞ্চয় ক্ষমতা ও সঞ্চয়ের হার অত্যন্ত অল্প**, কারিগরি জ্ঞান এবং দক্ষতাও স্বল্প। **সুতরাং দ্রুত পুঁজিগঠন দ্বারা ত্বরান্বিত** অর্থনীতিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে যে সঞ্চয় প্রয়োজন, স্বল্পোন্নত দেশে **অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের স্বল্পতা**[15] ও আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির অভাবের দরুন **বিদেশী সঞ্চয়ের অর্থাৎ বিদেশী পুঁজির**[16] প্রয়োজনের প্রশ্ন দেখা দেয়। কিন্তু, প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, যে কোন দেশকে উহার অর্থনীতিক বিকাশে প্রধানত অভ্যন্তরীণ পুঁজির উপরই নির্ভর করিতে হইবে, কারণ আপন প্রয়োজন মত বিদেশী পুঁজি পাইবার যেমন কোন নিশ্চয়তা নাই, তেমনি বিদেশী পুঁজি উহার নিজ দেশের রাজনৈতিক-অর্থনীতিক গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ ও লক্ষ্যানুযায়ীই চলে, পুঁজিপ্রার্থী স্বল্পোন্নত দেশের প্রয়োজন মত চলে না।

অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে **স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সঞ্চয়ের পরিমাণ**[17] **অত্যন্ত অল্প** বলিয়াই, অধিক সঞ্চয় সম্ভব করিবার জন্য **বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের**[18] **অপরিহার্যতা** দেখা দেয়। করই হোক, ঋণই হোক, আর ঘাটতি ব্যয়ই হোক, সকলই দেশবাসীকে অধিক সঞ্চয়ে বাধ্য করিয়া, তাহাদের নিকট হইতে ঐ বাধ্যতাপ্রসূত সঞ্চয় সংগ্রহ করিবার বিবিধ উপায় মাত্র।

সুতরাং স্বল্পোন্নত দেশগুলির দ্রুত অর্থনীতিক উন্নয়ন সম্ভব করিবার জন্য বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ঘটাইয়া মোট সঞ্চয়ের যে বৃদ্ধি আবশ্যক এবং উহা সংগ্রহের যে প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহার উপায় তিনটি ঃ (১) কর ধার্য করা; (২) ঋণ সংগ্রহ করা; এবং (৩) ঘাটতি ব্যয়। অর্থাৎ স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থান এই তিনটি উপায়েই সম্ভব।

১. কর রাজস্ব দ্বারা অর্থনীতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থান[19]**ঃ ক. সুবিধাঃ (১)** স্বল্পোন্নত **দেশগুলিতে** সাধারণভাবে আয়ের স্তর কম হইলেও, অগ্রসর দেশগুলির তুলনায় **আয় ও ধন বৈষম্য অনেক বেশি** এবং **অলস ও বিলাসী ধনিক সম্প্রদায়ের অলস ও অপচয়-বহুল সম্পদ কর ধার্য দ্বারা উন্নয়নমূলক উদ্দেশ্যে সংগ্রহের বিশেষ উপযোগী।**

(২) উন্নয়নকালে, দেশে নিয়োগ বৃদ্ধির দরুন দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় যে অতিরিক্ত আর্থিক আয় সৃষ্টি হয় তাহা যাহাতে মুদ্রাস্ফীতির চাপ সৃষ্টি না করিতে পারে সে জন্যও কর বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে। তাহাতে **বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ও মুদ্রাস্ফীতি দমন, উভয় উদ্দেশ্যই সফল হইতে পারে।**

(৩) নানারূপ পার্থক্যমূলক কর ধার্য করিয়া রাজস্ব আদায় ছাড়াও **বেসরকারী বিনিয়োগকে বাঞ্ছিত খাতে প্রবাহিত ও নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে।**

খ. অসুবিধাঃ কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে কর রাজস্ব বৃদ্ধির পথে অনেকগুলি বাধা আছেঃ (১) এসকল দেশে **বেসরকারী উদ্যোগ** যদি মানিয়া লওয়া হয়, তবে, যাহাতে **উহারও সম্প্রসারণ** ঘটিতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয় এবং সে কারণে কর হার অত্যধিক বাড়াইলে **বিনিয়োগে উহার উৎসাহ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে।**

(২) দারিদ্রের সর্বব্যাপকতার দরুন এসকল দেশে **প্রত্যক্ষ করের ভিত্তি অত্যন্ত সংকীর্ণ** হইতে বাধ্য। অতএব সবিশেষ পরিমাণে রাজস্ব সংগ্রহ করিতে গেলে **পরোক্ষ করের উপর বেশি নির্ভর করিতে হয়।** তাহাতে **করভারের চাপ যে কেবল দরিদ্র শ্রেণীর উপরই বেশি পড়ে তাহাই নহে,** উহার দরুন **উৎপাদন খরচ ও দামস্তর বাড়িয়া উন্নয়নের খরচ বৃদ্ধি ঘটাইতে পারে** এবং মুদ্রাস্ফীতিতে সাহায্য করিতে পারে। তাহাতে উন্নয়ন প্রচেষ্টা ক্ষুণ্ণ হইবে।

(৩) অত্যধিক করের দরুন **সঞ্চয়ের ক্ষমতা ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা কমিতে পারে।**

15. Low Domestic Savings. 16. Foreign Savings or Foreign Capital.
17. Voluntary Savings. 18. Forced Savings.
19. Taxation as a method of Developmental Finance.

এই সকল কারণে স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে কর ধার্য দ্বারা উন্নয়নের অর্থ সংস্থানের সুযোগ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কেহ কেহ এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য উৎপাদকগণের নিকট হইতে দ্রব্যসামগ্রীতে কর গ্রহণের পরামর্শ দিয়াছেন।

২. ঋণ দ্বারা উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর অর্থসংস্থান[20]: ক. সুবিধা: (১) ঋণের দ্বারা বেসরকারী সঞ্চয় সংগ্রহ করা হইলে উহা দেশে **সঞ্চয় ক্ষমতা ও ইচ্ছাকে কিছুমাত্র ক্ষুন্ন** না করিয়া বরং উহা **বাড়াইবে।**

(২) সরকারী ঋণ সংগ্রহ ব্যবস্থা **মুদ্রাস্ফীতি বিরোধী উপায়** হিসাবেও কাজ করে এবং ভোগব্যয় কমাইয়া দেয়।

(৩) **কর দ্বারা যে সকল উৎস স্পর্শ করা যায় না, সরকারী ঋণ দ্বারা ঐ সকল উৎস হইতেও অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব** হইতে পারে।

(৪) দেশে আয়স্তর ও উৎপাদন বাড়িলে **ভবিষ্যতে বর্ধিত কর রাজস্ব হইতে উহা পরিশোধ করার কিছু অসুবিধা নাই।**

খ. অসুবিধা: (১) **কেবল ঋণের দ্বারা স্বল্পোন্নত দেশে উন্নয়নের যাবতীয় অর্থ-সংস্থান সম্ভব নয়।** কারণ দেশের মানুষের ঋণ দেওয়ার মত সঞ্চয় অতি অল্পই।

(২) সরকারী ঋণের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি হইলে উহা মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের পরিবর্তে বরং উহাতে ইন্ধন যোগাইতে পারে। সুদ প্রদান ও আসল পরিশোধের সময় দেশে অর্থের যোগান বাড়িয়া দামস্তর বাড়াইতে পারে।

সুতরাং উপায় হিসাবে, স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে কেবল ঋণের দ্বারা উন্নয়নমূলক অর্থসংস্থানের ক্ষেত্রটিও সীমাবদ্ধ।

৩. ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারা উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর অর্থসংস্থান[21]: দেশে সরকারী অর্থের ও ব্যাংক ঋণের যোগান বৃদ্ধির সমন্বয়ে, দ্রব্যসামগ্রীর যোগান বৃদ্ধির তুলনায় অর্থের মোট যোগান অধিক বৃদ্ধির দ্বারা দামস্তর বৃদ্ধির মারফত জনসাধারণকে ভোগ কমাইতে অর্থাৎ সঞ্চয় করিতে বাধ্য করা যায় (দামস্তর বৃদ্ধির দরুন তাহারা যে পরিমাণ ভোগ বাদ দিতে বাধ্য হইল তাহাই বাধ্যতামূলক সঞ্চয় এবং ঐ পরিমাণ সামগ্রী বা উপকরণ তাহার ফলে বিনিয়োগের জন্য পাওয়া গেল)। সাধারণত, রাষ্ট্রীয় বা সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের অর্থসংস্থানের জন্য সরকার, (১) নিজে সরাসরি অতিরিক্ত কাগজী মুদ্রা ছাপাইয়া, কিংবা, (২) কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইতে ঋণ লইয়া উন্নয়নমূলক অর্থসংস্থান করিতে পারে। এইভাবে সম্ভাব্য রাজস্ব আদায়ের তুলনায় অধিক সরকারী ব্যয়ের দরুন বাজেটে রাজস্ব ঘাটতি পূরণ করিবার পদ্ধতিকে ঘাটতি ব্যয় বলে। অনুরূপভাবে, বেসরকারী ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ হইতে ঋণ সংগ্রহ দ্বারা বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ঘটিতে পারে। এইভাবে ঘাটতি ব্যয়ের সাহায্যে উন্নয়নমূলক অর্থসংস্থান সম্ভব হইতে পারে।

ক. সুবিধা: (১) ইহাতে মুদ্রাস্ফীতির দরুন **দামস্তর বাড়িলেও উহা নিতান্তই সাময়িক:** কারণ, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ার শেষ পর্যন্ত দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়িবে এবং তখন অর্থের যোগানের তুলনায় দ্রব্যসামগ্রীর যোগান বৃদ্ধি পাইলে, এবং বর্ধিত আয় হইতে মানুষের সঞ্চয় বৃদ্ধি ও কর রাজস্ব বৃদ্ধির দরুনও, দামস্তর পড়িয়া যাইবে ও মুদ্রাস্ফীতি বিলুপ্ত হইবে। সুতরাং উপায় হিসাবে ইহা সহজ।

(২) মুদ্রাস্ফীতির ফলে দামস্তর বৃদ্ধি ঘটিলে, মুনাফাও বাড়িবে এবং কারবারিগণের আয় ও সঞ্চয় তাহাতে বাড়িলে **বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ আরও বাড়িতে পারিবে।**

20. Borrowing as a technique of developmental finance.
21. Deficit financing as a technique of developmental finance.

মুনাফার বৃদ্ধিতে বেসরকারী **উদ্যোক্তারা গবেষণা ও নূতন উদ্ভাবনের জন্যও বেশি ব্যয়ে সক্ষম হইবে।** ইহাতে কারিগরি কৌশলের ও জ্ঞানের উন্নতি ঘটিয়া উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করিবে।

খ. অসুবিধাঃ ইহার প্রধান অসুবিধা এই যে,—(১) ইহাতে দেশে **সম্পদ ও আয়ের বন্টনে বৈষম্য বাড়ে,** দরিদ্র স্থির আয়-শ্রেণীগুলির প্রকৃত আয় কমে আর ধনিক শ্রেণীর আয় বাড়ে। তাহাতে **উন্নয়নের প্রকৃত বোঝার অধিকাংশই দরিদ্রশ্রেণীর উপর পড়ে, আর ধনিকশ্রেণী অধিক উপকৃত হয়।** ইহা অসঙ্গত।

(২) ইহাতে উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদী সুফল প্রসবকারী শিল্পগুলিকে উপেক্ষা করিয়া আশু অধিক মুনাফার ক্ষেত্রেই বেসরকারী বিনিয়োগ অধিক আকৃষ্ট হয় বলিয়া, **উৎপাদন ও বিনিয়োগের ধরনধারণে বিকৃতি ঘটে**[22]।

(৩) **ক্রমাগত মুদ্রাস্ফীতির ফলে** অর্থের মূল্য অত্যন্ত কমিয়া গিয়া **মুদ্রা ব্যবস্থা ও আর্থিক কর্তৃপক্ষ, এমন কি সরকারের উপর মানুষের অনাস্থা সৃষ্টি হইতে পারে।**

(৪) মুদ্রাস্ফীতির সাহায্যে যে বিনিয়োগ ঘটে, তাহাতে **উৎপাদন শুরু হইতে যথেষ্ট বিলম্ব**[23] হয়। **সুতরাং** মুদ্রাস্ফীতি ও **দামস্তরবৃদ্ধি সাময়িক মাত্র, একথা সত্য নয়।**

(৫) **মুদ্রাস্ফীতির যে দৈত্য ইহাতে সৃষ্টি হয় উহাকে শায়েস্তা করিতে না পারিলে সমগ্র উন্নয়ন প্রচেষ্টা বানচাল হইতে পারে।** মুদ্রাস্ফীতিতে চাহিদার যে বৃদ্ধি ঘটে তাহা দাম বৃদ্ধির মধ্য দিয়া যদি মজুরি ও অন্যান্য খরচ বাড়াইতে সমর্থ হয়, তবে খরচ-স্তরও বাড়ে। তাহাতে উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্যয় বাড়ে এবং আরও ক্রমাগত ঘাটতি ব্যয়ের প্রয়োজন হয়।

(৬) ঘাটতি ব্যয়ের দরুন মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থের অভ্যন্তরীণ মূল্য হ্রাস পাইলে বিত্তশালী শ্রেণী উহাদের ক্ষতি এড়াইবার জন্য বিদেশে অর্থ স্থানান্তরিত করিতে পারে। ইহাতে দেশ হইতে মূলধনের প্রস্থান ঘটিবে।

(৭) দেশে অভ্যন্তরীণ দামস্তর অত্যধিক বাড়িলে আমদানি বাড়িয়া ও রপ্তানি কমিয়া লেনদেনের উদ্বৃত্ত ক্রমাগত প্রতিকূল হইয়া বিদেশী মুদ্রার তীব্র সংকট সৃষ্টি করিতে পারে।

কিন্তু এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও সকল স্বল্পোন্নত দেশেই উন্নয়নমূলক কার্যাবলীতে ঘাটতি ব্যয়ের সাহায্য কমবেশী পরিমাণে গ্রহণ করা হইয়াছে। ঘাটতি ব্যয় সম্পর্কে আসল কথা হইল এই যে, ঘাটতি ব্যয়ের সার্থকতা, বিশেষভাবেই, উহার পরিমাণ, কিরূপ পরিস্থিতিতে উহার সাহায্য লওয়া হইতেছে, এবং উহার সহিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের কোন্ কোন্ অস্ত্র ব্যবহার করা হইতেছে, এসকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে। তবে ইহাতে সন্দেহ নাই যে পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতে, শিল্পে অলস উৎপাদন ক্ষমতা[24] থাকায়, যতটা অল্প সময়ের মধ্যে তথায় উৎপাদন বাড়ান সম্ভব, স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে ততটা সম্ভব নহে।

কার্যত, সকল বিকাশমান[25] স্বল্পোন্নত দেশেই অর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য এই তিনটি উপায়ের বিবিধ সংমিশ্রণ ব্যবহৃত হইতেছে।

22. Distortions in production and investment. 23. Time lag.
24. Idle capacity. 25. Developing.

পঞ্চম খণ্ড

অর্থনীতিক বিকাশ তত্ত্ব
GROWTH ECONOMICS

অধ্যায়

১৭

অর্থনীতিক বিকাশ ও পরিকল্পনা
ECONOMIC GROWTH AND PLANNING

[আলোচিত বিষয় : অর্থনীতিক উন্নয়ন ও বিকাশ—অর্থনীতিক বিকাশের তত্ত্বসমূহ—পরিকল্পনার কৌশল—ভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনা—অভারসাম্য বিশিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনা—সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা পদ্ধতি: নির্দেশাত্মক পরিকল্পনা—ফরাসী পরিকল্পনা পদ্ধতি: ইঙ্গিতমূলক পরিকল্পনা। **]**

অর্থনীতিক উন্নয়ন ও বিকাশ
ECONOMIC DEVELOPMENT AND GROWTH

সাধারণত, অর্থনীতিক বিকাশ বা উন্নয়ন শব্দ দুইটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং ইহা দ্বারা দেশের জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয়, উৎপাদন ক্ষমতা ও জীবনধারণের মানের ক্রমবিকাশ বা ক্রমোন্নতির প্রক্রিয়া বুঝায়। পুঁজিগঠন ইহার চাবিকাঠি এবং কারিগরি জ্ঞানের বিস্তার ও বৃদ্ধি ও উৎপাদনের উন্নয়নে জাতির ঐকান্তিক কর্মোদ্যম ইহার অত্যাবশ্যক উপাদান।

কিন্তু বর্তমান অর্থবিদ্যায় অর্থনীতিক উন্নয়ন ও বিকাশ বলিতে ঠিক এক জিনিস বুঝায় না। অর্থনীতিক উন্নয়ন বলিতে **'অনুন্নত' বা 'স্বল্পোন্নত' অবস্থা হইতে কোন দেশের অর্থনীতিকে 'উন্নত' স্তরে লইয়া যাওয়া বুঝায়**[1]। আর, অর্থনীতিক বিকাশ বলিতে **'উন্নত' দেশের অর্থনীতিক আরও 'বিকাশ' বা 'উন্নতির' পথে পরিচালিত করা**[2] **বুঝায়। এই** অর্থনীতিক বিকাশ প্রক্রিয়ার কোন শেষ নাই, উহা এক অন্তহীন পথ-যাত্রা।

১. অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিক উন্নয়ন*: ইহা অধিকতর কঠিন ও সমস্যাসংকুল। বর্তমান পৃথিবীর বিপুল অঞ্চলের বিরাট জনসমষ্টি প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসন মুক্ত হইয়া আজ অবিলম্বে পাশ্চাত্যের অগ্রসর দেশসমূহের সমপর্যায়ে নিজ নিজ অর্থনীতির উন্নয়ন সাধনে ব্যাকুল। সুতরাং এই প্রকার অর্থনীতিক বিকাশের সমস্যা বর্তমান বিশ্বে প্রধান অর্থনীতিক সমস্যা রূপে পরিণত হইয়াছে।

অর্থনীতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সহিত নানাবিধ জটিল সামাজিক, অর্থনীতিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত পরিবর্তনের প্রশ্ন জড়িত। ইহার একটি দিক হইল, অনর্থনীতিক প্রণোদনার স্থলে অর্থনীতিক প্রণোদনা প্রতিষ্ঠা[3]; চিরাচরিত আচার-আচরণ[4] ও অর্থনীতিক কার্যাবলীর উপর রাজনৈতিক বা ধর্মীয় আধিপত্যের[5] পরিবর্তে, যুক্তিসম্মত আচার-আচরণ, ধ্যানধারণা ও পণ্যোৎপাদনকে অর্থনীতিক কার্যাবলীর মূল ভিত্তিরূপে গণ্য করিবার এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণ পরিমাপের দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ। ইহার ফলে অর্থনীতিক কার্যাবলী

---

1. Shift from an 'underdeveloped' to a 'developed' economy.
2. The growth of the already 'developed' economy.
* Economic Development of an Underdeveloped Country.
3. Change from non-economic motivation to economic motivation.
4. Habitual or customary ways of behaviour.
5. Political or religious dominance over economic affairs.

সম্পাদনের সহজ সরল সংগঠনের পরিবর্তে জটিল সংগঠনের প্রবর্তন—কেবল পারিবারিক প্রয়োজনের গণ্ডির মধ্যে অর্থনৈতিক কার্যাবলী সীমাবদ্ধ রাখিবার পরিবর্তে, সরাসরি দ্রব্যবিনিময় ব্যবস্থার পরিবর্তে, নগদ অর্থের ব্যবহার, ঋণের ব্যবহার ও পুঁজির বাজার ইত্যাদি সমন্বিত 'বাজার-অর্থনীতি' প্রবর্তনের[৬] প্রয়োজন হয়। অপরিহার্য রূপেই, ইহার দরুন উৎপাদনের অতি প্রাচীন অদক্ষ কৌশল, সংগঠন ও পদ্ধতির পরিবর্তে অন্যত্র প্রচলিত দক্ষতার উৎপাদন কৌশল, সংগঠন ও পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হয়। ইহা সম্ভব করিবার জন্য দেশে সড়ক, যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার প্রসার প্রভৃতি **'সামাজিক পুঁজি'**[৭] সৃষ্টি বা **অর্থনীতির অন্তর্কাঠামো**[৮] গঠনের এবং সরকারী কার্যাবলীর ধরনধারণের উন্নতি ও সম্প্রসারণের প্রয়োজন দেখা দেয়। তাহা ছাড়া, উৎপাদন সংগঠন, ব্যবস্থাপনা ও যোগাযোগ বা সংসরণ কার্যাদিতে জনসাধারণের উচ্চতর দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা আয়ত্ত করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। ইহার ফলে ক্ষেতখামার, বনাঞ্চল ও খনি অঞ্চলাদি হইতে শহরাঞ্চলে জনস্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেয়। পুঁজিগঠন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও কারিগরি জ্ঞানের পরিবর্তনের সহিত এই সকল এবং আরও অন্যান্য বহুবিধ পরিবর্তন ঘটিতে থাকে এবং উহাদের মধ্য দিয়া স্বল্পোন্নত অর্থনীতি উন্নত অর্থনৈতিক স্তরের অভিমুখে অগ্রসর হয়।

২. **উন্নত অর্থনীতির অধিকতর বিকাশ******:** ইহার তুলনায় দ্বিতীয় প্রকার অর্থনৈতিক বিকাশ প্রক্রিয়াটি অনেক সহজ ও সরল। কারণ তাহাতে দেশে পরিবর্তিত সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া, কেবল অর্থনৈতিক হাতিয়ারগুলির সুদক্ষ ব্যবহার দ্বারা উন্নত অর্থনীতিকে আরও বিকাশের পথে পরিচালিত করিতে হয়।

আমরা এবার ভারতের ন্যায় দেশের স্বল্পোন্নত অর্থনৈতিক বিকাশের পটভূমিকায় বিবিধ উন্নয়ন কৌশলের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

অর্থনৈতিক বিকাশের তত্ত্বসমূহ
THEORIES OF ECONOMIC GROWTH

অর্থনৈতিক বিকাশের মূল প্রক্রিয়া: অর্থনৈতিক বিকাশ-প্রক্রিয়ার মূল কথা হইল একদিকে দেশের যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মাদির মোট চাহিদার ক্রমাগত প্রসার[৯] এবং অন্যদিকে দেশের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মাদির মোট যোগানের অর্থাৎ উৎপাদন ক্ষমতার ক্রমাগত প্রসার[১০]। মোট চাহিদা ও মোট যোগান বা উৎপাদন ক্ষমতার এই ক্রমাগত প্রসার দুইটি যদি সমতালে ও অব্যাহত গতিতে চলিতে পারে, তবেই স্বল্পোন্নত স্তর হইতে উন্নত স্তরে এবং উন্নত স্তর হইতে অধিকতর উন্নত স্তরে যে কোন দেশের অর্থনীতির দৃঢ় পদক্ষেপ অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে।

১. **অর্থনৈতিক বিকাশের ক্লাসিক্যাল তত্ত্বটি**[১১] ছিল এই যে, কেবল দেশের যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর মোট উৎপাদন ক্ষমতাটি বাড়াইতে পারিলেই অর্থনীতির বিকাশ ঘটিবে। এজন্য মোট চাহিদার বৃদ্ধি ঘটাইবার কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই, কারণ যোগান তখন নিজেই আপন চাহিদা সৃষ্টি করিয়া লইবে (সে'র বিধির দরুন)। ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের প্রবক্তাদের মধ্যে রিকার্ডোর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। অনেকের মতে, কার্ল মার্ক্সের রচনায় যে বিকাশ তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় উহাও ক্লাসিক্যাল বিকাশ তত্ত্বের অন্যতম রূপ।

6. Introduction of market economy with money credit and capital market.
7. Social Capital. 8. The Infra-structure of the economy.
** Economic Growth of a Developed Country.
9. Expansion of Aggregate Demand.
10. Expansion of Aggregate Supply or Productive Capacity.
11. Classical Theory of Economic Growth.

২. **অর্থনীতিক বিকাশের কীনসীয় তত্ত্বটিতে**[12] ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের বক্তব্যটি ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হয় বটে (যোগান যে আপনা হইতেই নিজের চাহিদা সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই)। কিন্তু ইহাতে অর্থনীতিক বিকাশের উপায় রূপে উপযুক্ত পরিমাণ চাহিদা সৃষ্টির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করায় যোগানের দিকটি, অর্থাৎ উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টির দিকটি অবহেলিত হইয়াছে।

৩. **অর্থনীতিক বিকাশের সাম্প্রতিক তত্ত্বগুলিতে**, অর্থনীতিক বিকাশকে মূলত শিল্পায়নের সমস্যারূপে গণ্য করিয়া, পুঁজিগঠনকেই উহার কেন্দ্রবিন্দু রূপে বিবেচনা করা হইয়াছে। ইহার একটি কারণ এই যে, যাবতীয় উপাদানগুলির মধ্যে একমাত্র পুঁজিরই সম্ভবত অসীম সম্প্রসারণ ক্ষমতা রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, ইহা চাহিদা ও যোগান দুই দিকেরই সম্প্রসারণ ঘটাইতে সমর্থ। একদিকে বিনিয়োগ দ্বারা গুণক প্রক্রিয়ায় আয় ও অতিরিক্ত চাহিদা সৃষ্টি ঘটে, অপরদিকে, সমাজের পুঁজির (যন্ত্রপাতির) পরিমাণ বৃদ্ধির দ্বারা ইহা উৎপাদন ক্ষমতা অর্থাৎ দ্রব্যসামগ্রীর মোট যোগান বাড়ায়। এই চিন্তাধারা অনুসরণে সাম্প্রতিক কালে যে সকল সর্বাধুনিক উন্নয়ন বা বিকাশ-তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে উহাদের মধ্যে অধ্যাপক **ডোমার**[13], অধ্যাপক **হ্যারড**[14] ও অধ্যাপিকা **জোয়ান রবিনসনের**[15] **অর্থনীতিক উন্নয়ন মডেল বা ছকগুলি**[16] আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

অধ্যাপক হ্যারড ও ডোমার যে অর্থনীতিক মডেল বা ছকের সাহায্যে (**হ্যারড-ডোমার** মডেল) উন্নয়ন তত্ত্বটি উপস্থিত করিয়াছেন উহাতে উৎপাদন ক্ষমতা ও কার্যকর চাহিদার পারস্পরিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া দেখান হইয়াছে। আর অধ্যাপিকা যোয়ান রবিনসনের পুঁজি-গঠন তত্ত্বটিতে 'এই খেলার ধনতন্ত্রী নিয়ম'[17] অনুসারে অর্থনীতিক উন্নয়নের **মৌলিক** প্রকৃতির উপর নূতন আলোকপাত করা হইয়াছে।

ক. ক্লাসিক্যাল পণ্ডিতগণের মত অধ্যাপক হ্যারড ও ডোমার উন্নয়ন প্রক্রিয়াকালে পুঁজিগঠনের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নির্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ উহার দ্বারা যে একযোগে একদিকে আয় সৃষ্টি এবং অপরদিকে নূতন বিনিয়োগের মধ্য দিয়া উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টি ঘটে তাহা দেখাইয়াছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, তাঁহাদের আপন আপন মডেলের উপস্থাপনা ও খুঁটিনাটি বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও মূলত উহারা একই। তাঁহাদের উভয়ের মডেল দুইটির মূল বক্তব্য সংক্ষেপে এই ঃ পূর্ণনিয়োগ বজায় রাখিতে হইলে পূর্ণনিয়োগের স্তরে সঞ্চয় হইতে পুঁজিগঠন (সঞ্চয়=বিনিয়োগ) অপরিহার্য। কিন্তু এই পুঁজিগঠনের দরুন আবার অর্থনীতির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। সুতরাং প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি না পাইলে. এই যে অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টি হইবে. উহা অব্যবহৃত থাকিবে এবং উহা অলস-উৎপাদন ক্ষমতা বা অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা বলিয়া গণ্য হইবে। সুতরাং প্রকৃত জাতীয় আয়ের এরূপ বৃদ্ধি দরকার, এবং এ বৎসরের শেষে পুঁজিগঠনের দরুন যে অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টি হইবে উহার ব্যবহার সম্ভব করিবার মত (অর্থাৎ তাহাতে যে অতিরিক্ত উৎপাদন ঘটিবে তাহা সম্পূর্ণ কিনিয়া লইবার মত) পরিমাণে এ বৎসরের তুলনায় আগামী বৎসরের আয় বেশি হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ, একদিকে নূতন বিনিয়োগ দ্বারা সৃষ্ট অতিরিক্ত আয় ও কার্যকর চাহিদার সমতা[18] প্রয়োজন (আয় ও কার্যকর চাহিদা যেন উভয়েই বাড়ে এবং বাড়িয়া পরস্পরের সমান হয়) এবং অপরদিকে, ঐ বিনিয়োগ দ্বারা সৃষ্ট অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতার সহিত ঐ অতিরিক্ত আয় ও কার্যকর চাহিদার সমতা প্রয়োজন (অর্থাৎ বর্ধিত আয়=বর্ধিত কার্যকর চাহিদা=বর্ধিত উৎপাদন ক্ষমতা=বর্ধিত প্রকৃত উৎপাদন)। সুতরাং পূর্ণনিয়োগের ভারসাম্য আয়ের স্তরটি ধরিয়া রাখিতে হইলে কিংবা এমনকি, প্রকৃত জাতীয় আয়ের মসৃণ অব্যাহত বৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে,

---

12. Keynesian Theory of Economic Growth.
13. Evesy Domar.
14. R. F. Harrod.
15. Mrs. Joan Robinson.
16. Growth Models.
17. 'the capitalist rules of the game.'
18. Matching.

বিনিয়োগ দ্বারা সৃষ্ট আয় হইতে কার্যকর চাহিদার যে বৃদ্ধি ঘটে এবং উহার দরুন ব্যয়ের যে বৃদ্ধি ঘটে তাহা আবার ঐ বিনিয়োগ দ্বারা সৃষ্ট অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতার দ্বারা উৎপন্ন অতিরিক্ত সামগ্রী কিনিয়া লইবার মত যথেষ্ট হওয়া চাই। কিন্তু যদি সমাজের প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা (বা সঞ্চয় অপেক্ষক= $\frac{\Delta s}{\Delta y}$) নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তিত থাকে, তবে, যতই অধিক পুঁজিগঠন ঘটিবে এবং জাতীয় আয়ের স্তরটি তাহাতে যতই অধিক হইবে, ততই আবার নীট বিনিয়োগের মোট পরিমাণটিও আরও বেশি হওয়া চাই, নতুবা একদিকে নবসৃষ্ট আয় ও কার্যকর চাহিদা এবং অপরদিকে নবসৃষ্ট উৎপাদন ক্ষমতা ও নূতন অতিরিক্ত প্রকৃত উৎপাদন, ইহাদের মধ্যে সমতা ঘটিবে না। অতএব, যদি পূর্ণনিয়োগ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, তাহা হইলে, এরূপ ভাবে নীট বিনিয়োগের পরিমাণের বৃদ্ধি ঘটাইতে হইবে যেন তাহাতে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার নির্দিষ্ট সময়কাল ব্যাপী প্রতি পর্যায়ে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা বজায় থাকে,* সম্ভাব্য উৎপাদন ক্ষমতার[19] এবং প্রকৃত জাতীয় আয়ের[20] বৃদ্ধির মধ্যে ক্রমাগত সমতা[21] বজায় থাকে। তবেই এই গতীয় ভারসাম্যের পথে** দেশের অর্থনীতির অব্যাহত ক্রমবিকাশ ঘটিবে। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে পেঁাছান যায় যে, যে অর্থনীতিতে নূতন পুঁজিগঠন চলিতেছে, উহা একটি বিকাশমান অর্থনীতি এবং এরূপ একটি বিকাশমান অর্থনীতিতে, মোট নূতন বিনিয়োগ বৃদ্ধির কাল-পথ-রেখাটি[22] ক্রমবর্ধমান (অর্থাৎ যতই দিন যাইবে ততই নূতন বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে)।

উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রতি ধাপে নবসৃষ্ট আয়, অর্থাৎ যে হারে নূতন আয় সৃষ্টি হইবে তাহা, ঐ সময়ে সঞ্চয়-বিনিয়োগ অনুপাত ও উৎপন্ন-পুঁজি অনুপাত[23] (যাহা পুঁজি-উৎপন্ন অনুপাতের বিপরীত)-এর গুণফলের সমান। ইহাকেই উন্নয়ন হার[24] বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

[যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে (t) অর্থাৎ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রতি ধাপে, সঞ্চয়-আয় অনুপাতটি হইল $\frac{st}{yt}$ (অর্থাৎ যে হারে সঞ্চয় ঘটিতেছে)। সে সময় নবসৃষ্ট অতিরিক্ত আয়টি হইল G অথবা $\frac{\Delta y}{t}$ (অর্থাৎ যে হারে নূতন আয় সৃষ্ট হইতেছে)। আর উৎপাদন বৃদ্ধি নির্ভর করে উৎপাদন ক্ষমতার অনুপাতের উপর, এবং উৎপাদন ক্ষমতার অনুপাতটি[25] $= \frac{\text{উৎপাদনের পরিমাণ (o)}}{\text{পুঁজি (c)}} \left(= \frac{o}{c}\right)$; সুতরাং উৎপাদন বৃদ্ধির হারটি হইল ঐ নির্দিষ্ট সময়ে বিনিয়োগের পরিমাণ (I_t) যাহা অবশ্যই ঐ সময়ে সঞ্চয়ের $\left(\frac{st}{yt}\right)$ সমান হইবে $\left(\text{অর্থাৎ } I_t = \frac{st}{yt}\right)$, ও ঐ সময়ে উৎপাদন ক্ষমতার অনুপাতের $\left(\frac{o}{c}\right)$ গুণফল। ইহা আবার ঐ সময়ে ঐ বিনিয়োগ দ্বারা সৃষ্ট আয়ের সমান $\left(g = \frac{\Delta y}{t}\right)$ হইবে। অতএব সমগ্র উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সমীকরণটি হইতেছেঃ

$$g = \frac{st}{yt} \cdot \frac{o}{c}.$$

* Time series matching of Savings and Investment.
19. Productive potential. 20. Real national income.
21. 'Continuous matching.' ** Dynamic Equilibrium.
22. Time-path of new investment.
23. Output-Capital Ratio (or the reciprocal of capital output ratio).
24. The Growth Rate. 25. Productivity Ratio.

(অর্থাৎ উন্নয়ন হার বা আয় বৃদ্ধির হার= $\frac{\text{সঞ্চয়}}{\text{আয়}} \times \frac{\text{উৎপন্নের পরিমাণ}}{\text{পুঁজি}}$)। ইহাই প্রখ্যাত হ্যারড-ডোমার সমীকরণের অতি সরলীকৃত রূপ[26]। অর্থাৎ যদি দেশে উৎপন্ন-পুঁজি অনুপাতটি ১:৪ বা ¼ হয় (অর্থাৎ ১ একক দ্রব্য উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টি করিতে যদি ৪ একক পুঁজি লাগে), এবং দেশে যদি প্রতি বৎসর ৫% হারে আয় (g) বাড়াইতে হয়, তবে প্রতি বৎসর জাতীয় আয়ের ২০% সঞ্চয় করিতে হইবে (কারণ, $g = \frac{st}{yt} \times \frac{o}{c}$,

সুতরাং $\frac{৫}{১০০} = \frac{st}{yt} \times \frac{১}{৪}$, ∴ $\frac{st}{yt} = \frac{৫}{১০০} \times \frac{৪}{১} = \frac{২০}{১০০} = ২০\%$))]।

হ্যারড-ডোমার সমীকরণের প্রধান গুণ এই যে, ইহা খাঁটি স্বতঃস্ফূর্ত উন্নয়নের এক তত্ত্বগত কাঠামো[27] উপস্থিত করিয়াছে। ইহা একথাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেয় যে, যদি অর্থনীতির অগ্রগতি ঘটাইতে হয় এবং উন্নয়নের বাধাগুলি ভাঙ্গিতে হয় তবে উহার উন্নয়নের গতিবেগ বাড়াইতে হইবে, কারণ উহার বিলম্ব করিবার সময় নাই। কিন্তু ইহার অন্যান্য ত্রুটি ছাড়াও (যেমন, উহার বিভিন্ন অংশগুলি এরূপভাবে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল যে তাহাতে বাহিরের কোন শক্তির অর্থাৎ, রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নাই। এবং ইহা একটি এক-উপাদান-নির্ভর সমীকরণ. ইহাতে শ্রমের, জমির, উদ্যোক্তার ভূমিকা অবহেলা করা হইয়াছে এবং আয়ের বৃদ্ধিকে কেবল পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধির বা পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল করা হইয়াছে)। ইহার সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি এই যে, পরিকল্পনা কালে ভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়নের ক্ষেত্রে (যখন ভোগ, বিনিয়োগ এবং আয় একই হারে বাড়িতেছে) ইহা প্রযোজ্য, কিন্তু অভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়নের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য নহে। কারণ, সে সময় সঞ্চয়-আয় অনুপাত ও উৎপন্ন-আয় অনুপাত দুইটির পরিবর্তন ঘটিবার সম্ভাবনা।

খ. অধ্যাপিকা **যোয়ান রবিনসন** তাঁহার মডেলটিতে পুঁজিগঠনকে সুস্পষ্টভাবেই মুনাফা-মজুরি অনুপাত $\left(\frac{\text{মুনাফা}}{\text{মজুরি}}\right)$ এবং শ্রম-উৎপাদন ক্ষমতার[28] উপর নির্ভরশীল করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার বিশ্লেষণটি বাস্তবের বাজার-অর্থনীতির নিকটবর্তী হইয়াছে।

অধ্যাপিকা রবিনসনের মতে, ধনতন্ত্রী ব্যবস্থায় পুঁজিগঠনের হার নির্ভর করে পুঁজির মালিকদের বিনিয়োগ কার্যাবলীর উপর এবং পুঁজিগঠনই ধনতন্ত্রী অর্থনীতির মুখ্য চালিকাশক্তি। অতএব, পুঁজির মালিকগণের বিনিয়োগের উপরই অর্থনৈতিক বিকাশের হারটি নির্ভর করে। সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যদিও সমাজের সকল শ্রেণীই কিছু না কিছু সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলেও পুঁজির মালিকগণ যে মুনাফা উপার্জন করে তাহাই সমাজে সঞ্চয়ের সর্বপ্রধান উৎস। বেতন ও মজুরিভোগী ব্যক্তিরা সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিলেও তাহাদের সঞ্চয় প্রবণতা কম বলিয়া, তাহাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ অত্যন্ত অল্পই হয়। তাঁহার তত্ত্বের অনুমিত শর্তাবলী তিনটি : (১) মজুরিভোগীরা তাহাদের আয়ের সমস্তটাই ভোগের জন্য ব্যয় করে। (২) মুনাফাভোগীরা তাহাদের মুনাফাজাত আয়ের সমস্তটাই সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করে। (৩) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে পুঁজি ও শ্রম একটি স্থির অনুপাতে নিয়োজিত হয়। সুতরাং তাঁহার মডেলটিতে সমগ্র অর্থনীতিটি দুইটি ক্ষেত্রে বিভক্ত[29], একটি পুঁজির মালিকগণকে লইয়া এবং

26. Over-simplified version of the Harrod-Domar Equation.
27. 'It represents a theoretical structure for purely spontaneous growth.' New Horizons In Planning. Alok Ghosh.
28. Labour productivity. 29. Two-Sector Model.

অপরটি মজুরি ও বেতন ভোগিগণকে লইয়া গঠিত। শ্রমিক ও বেতনভোগিগণ তাহাদের আয়ের সমস্তটাই ভোগব্যয় করে বলিয়া, যে পরিমাণ মুনাফা ও বিনিয়োগ ঘটে উহারা পরস্পরের সমান হয়[৩০]। বিনিয়োগকারীরা সকলে মিলিয়া যাহা বিনিয়োগ করে তাহাই তাহাদের মুনাফার পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া দেয়। এই পরিস্থিতিতে, সমাজে বিনিয়োগের ঊর্ধ্বতম সীমা নির্দিষ্ট হইবে শ্রমিকগণ তাহাদের যে ন্যূনতম প্রকৃত মজুরির স্তর দাবি করিবে উহার দ্বারা (কারণ ঐ পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীই বিক্রয় হইবে এবং তদনুযায়ী বিনিয়োগের প্রয়োজন হইবে, উহার বেশি নহে)। ঐ ঊর্ধ্বতম বিনিয়োগ সীমাকে **'মুদ্রাস্ফীতির বাধা'**[৩১] বলা যায়। ঐ সীমারেখার মধ্যে আর যে নিম্নতর এবং দুর্বলতর বাধা থাকে, তাহা হইল অর্থসংস্থানের বাধা, উৎপাদন ক্ষমতার বাধা, আর্থিক নানা বিষয়ের বাধা, এবং বিদেশী লেনদেনের উদ্বৃত্তের বাধা। ঊর্ধ্বতম বাধার নিচে অবস্থিত নিম্নতর বাধাগুলিকে যখন যতটা অতিক্রম করা যায় তখন সে পরিমাণে অর্থনীতির অগ্রগতি বা বিকাশ ঘটে (উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে)। ঐ সকল বাধা অতিক্রম করা না করা নির্ভর করে উদ্যোক্তাগণের শক্তি, উদ্যম ও উৎসাহের উপর। যদি নূতন নূতন উদ্ভাবন মসৃণ গতিতে ঘটিতে পারে, তবে ঐ সকল বাধা অতিক্রম করা সুসাধ্য হয়। যদি এই অবস্থায় কারিগরি কৌশলের অগ্রগতি কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না করে, সঞ্চয়ের অনুপাত যদি অপরিবর্তিত থাকে, মজুরিভোগীদের ন্যূনতম ভোগের মান অনুসারে সমাজে যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়, উন্নয়নের জন্য উহার অধিক হারে যদি বিনিয়োগের প্রয়োজন না হয় এবং যদি নিখুঁত ভাবে বিনিয়োগ হারের সহিত পুঁজিসম্ভারের[৩২] সামঞ্জস্য ঘটান সম্ভব হয়, তবে উন্নয়নের যে অবস্থা দেখা দিবে তাহাকে **'স্বর্ণযুগ'**[৩৩] বলা যাইতে পারে।

'স্বর্ণযুগ' বলিতে, যে সময়ে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন হার[৩৪] ও স্বাভাবিক বা প্রকৃত উন্নয়ন হার[৩৫] পরস্পরের সমান হয় (ভারসাম্য অবস্থা) তাহাই বুঝায়। এজন্য যাহা সর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজন তাহা হইল মুনাফা ও মজুরির সম্পর্ক[৩৬]। কোন দেশের অর্থ-নীতি এই 'স্বর্ণযুগের' ভারসাম্য পথে অগ্রসর হইতে পারিবে কি না তাহা উহার মুনাফা-মজুরি সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। অধ্যাপিকা রবিনসনের মতে, ধনতন্ত্র 'খেলার' নিয়ম অনুসারে, মুনাফার হারের তুলনায় (অর্থাৎ পুঁজির দামের তুলনায়) ও শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতার তুলনায় প্রকৃত মজুরির হার (অর্থাৎ শ্রমের দাম) না কমিলে পুঁজিগঠন বাড়িতে পারে না। সুতরাং তাঁহার মূল বক্তব্য এই যে, স্বল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষে, ধনতন্ত্রের পথে এইরূপ উন্নয়নের চেষ্টা করা অপেক্ষা (কারণ তাহাতে **অর্থনীতিক উন্নয়নের সহিত প্রকৃত মজুরির হার কমিবে**), কীনসীয় পদ্ধতিতে, 'স্বয়ম্ভূত' বিনিয়োগের ক্রমাগত দ্রুত বর্ধমান পরিমাণ অব্যাহত রাখিবার জন্য ফিস্‌ক্যাল-আর্থিক নীতিসমূহের সাহায্য গ্রহণ করিয়া সরকারী-বেসরকারী মিশ্র ধনতন্ত্রী অর্থনীতিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

অর্থনীতিক উন্নয়নের এই সকল তত্ত্ব, মডেল বা ছকের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, উহাদের কোনটিই কারিগরি কৌশল বা প্রযুক্তি বিদ্যাকে[৩৭] অর্থনীতিক উন্নয়নের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলিয়া গণ্য করে না। বরং উহাদের সকল গুলিতেই সমস্যাটির চাহিদা ও যোগানের দিক দুইটির উপর আলোকপাত করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। উন্নয়নের সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির মধ্যে সরল সম্পর্ক অনুমানের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করিয়া উহারা অর্থনীতিক উন্নয়নের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি অনুসন্ধানের চেষ্টা করিয়াছে। তবে অন্যান্য কথা বাদ দিলেও, এই আলোচনা হইতে একটি বিষয় পরিষ্কার হয় যে, স্বল্প পুঁজি

30. *Ex post* profits and *ex post* investment are equal.
31. Inflation barrier. 32. Stock of Capital. 33. The Golden Age.
34. Warranted Rate of Growth (Gw).
35. Natural Rate of Growth (Gn). 36. Profit-wage relation.
37. Technology.

ও অধিক জনসংখ্যায় পীড়িত যে কোন অনুন্নত দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য পুঁজি-গঠনের হারের দ্রুত বৃদ্ধি প্রয়োজন। ইহার অর্থ এই যে, অতীতের তুলনায় অধিকতর উন্নয়ন হার লাভের জন্য এই সকল দেশে কিছুকালের জন্য **অভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন** প্রয়োজন হইতে পারে। অতএব এসকল দেশের জন্য সেরূপ **সাহসী অর্থনীতিক পরিকল্পনা** প্রয়োজন।

পরিকল্পনার কৌশল
PLANNING TECHNIQUES

অর্থনীতিক পরিকল্পনার মূলগত উদ্দেশ্য ও কৌশল দুই প্রকারের হইতে পারে: একটি হইল **'ভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়নের পরিকল্পনা'**[38], অপরটি হইল **'অভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়নের পরিকল্পনা'**[39]।

'ভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়নের পরিকল্পনায়' দেশের সকল অর্থনীতিক ক্ষেত্রগুলির এরূপ সুসম-উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়, যাহাতে ভোগ, বিনিয়োগ ও আয় সমহারে বাড়িতে পারে।

'অভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়নের পরিকল্পনা'য় পরিকল্পনা কালে ভোগের হার বৃদ্ধির অপেক্ষা অধিক হারে আয় বৃদ্ধির এবং আয় বৃদ্ধির হার অপেক্ষা অধিক হারে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়, ইহাতে অভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন প্রক্রিয়া সক্রিয় হয়।

ভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনার তত্ত্বটির আসল ভিত্তি হইল বাণিজ্যচক্রজনিত অর্থনীতিক মন্দার কীনসীয় বিশ্লেষণ। উন্নত অর্থনীতিতে, মন্দার সময় যে স্বল্পতর নিয়োগের ভারসাম্য[40] দেখা দেয়, তাহাতে মন্দা কাটাইয়া উঠিবার জন্য কার্যকর চাহিদার যে বৃদ্ধি প্রয়োজন, তাহা একটি বা দু'টি শিল্পের উৎপাদন ও নিয়োগ বৃদ্ধির দ্বারা ঘটান সম্ভব নয় বলিয়া, একযোগে সকল শিল্পগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি প্রয়োজন হয়, তবেই, উহারা নিয়োগ বৃদ্ধির দ্বারা পরস্পরের পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি করিয়া মোট আয় ও কার্যকর চাহিদা বাড়াইতে এবং উহার মধ্য দিয়া মন্দা কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ হয়। এই তত্ত্বটি মন্দার সংকটে পতিত উন্নত দেশের পক্ষে প্রযোজ্য হইলেও, স্বল্পোন্নত অর্থনীতির অচলায়তন ভাঙিবার পক্ষে ইহা যথোপযোগী নয়। কারণ, উন্নত দেশের মন্দার ভাবসাম্য এবং স্বল্পোন্নত বা অনুন্নত দেশের অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত ভারসাম্যে মূলগত পার্থক্য বর্তমান। প্রথমত, উন্নত দেশে মন্দার সময়ে সকলে মানসিকভাবে পুনরুন্নতির জন্য সাগ্রহে অপেক্ষমান থাকে এবং তাহারা জানে যে, শীঘ্রই হোক বা বিলম্বেই হোক উহা আসিবে। কিন্তু অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশে জনমানসে সে প্রস্তুতি থাকে না। দ্বিতীয়ত, বস্তুগত ভাবেও মন্দার সময়ে উন্নত দেশে উপাদানগুলি অব্যবহৃত থাকে বটে কিন্তু উহাদের অস্তিত্ব থাকে। কিন্তু অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশে দক্ষ শ্রমশক্তি ইত্যাদি অনেক উপাদানেরই অভাব বর্তমান।

ভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনার সমর্থকগণ অবশ্য বলেন যে, অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশে ভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনায়, 'জোরে ধাক্কা দেওয়ার জন্য'[41] কতকগুলি বড় বড় প্রকল্প একযোগে শুরু করিলেই চলে। কিন্তু পরিকল্পনাটিতে যদি মূলগত ভাবে ভারসাম্যমূলক উন্নয়নের ব্যবস্থা থাকে, তবে, উহার লেজুড় হিসাবে কতকগুলি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধভাবে এইরূপ জোরে ধাক্কা দেওয়া বিশেষ ফল প্রসব করে না। নূতন বিনিয়োগের হার যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধির জন্য স্বল্প সঞ্চয় হার বিশিষ্ট অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষে অত্যন্ত প্রাথমিক ভাবেও, অভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনার পথে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন আছে।

এই সকল দেশগুলিতে আয়ের স্তর অত্যন্ত কম বলিয়া সঞ্চয় হারও অত্যন্ত অল্প, ইহার উপর ভারতের মত দেশে ডুসেনবেরী-'প্রদর্শন প্রভাব' যেখানে বর্তমান, তথায় আগামী

---
38. Planning with Balanced Growth.
39. Planning with Unbalanced Growth.
40. Underemployment Equilibrium. 41. 'Big push.'

ভবিষ্যতেও, বর্ধিত আয়ের অধিকাংশ ভোগের জন্য ব্যয় হইবার আশংকা থাকায়, সঞ্চয় হার স্বল্প থাকিয়া যাইবে বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে **অভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনার** 'অসাধারণ কৌশল'[42] গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর নাই। ইহার **মূলগত বৈশিষ্ট্য** হইল, ভারী শিল্পগুলির উন্নয়নের উপর অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুত্ব আরোপ। ইহাতে ভারী ও মূল শিল্পগুলি ও ভোগ্যপণ্য শিল্পগুলির অভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়। ভারী শিল্পগুলির অধিকতর উন্নয়নের ফলে দুই প্রকার বাহ্যিক ব্যয়সংকোচের সুবিধা ঘটিবে,—(১) এই শিল্পগুলি পরস্পরের বিকাশে সাহায্য করিবে ও উহার মধ্য দিয়া সমগ্র অর্থনীতিকে দ্রুততর বেগে উন্নয়নের পথে চালনা করিবে; এবং, ইহাদের ক্ষেত্রে অধিক বিনিয়োগের দরুন মূল ও বুনিয়াদী শিল্পে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িবে। ইহা ছাড়া এই শিল্পগুলির উন্নয়ন আবার বাজারের সম্প্রসারণ ঘটাইবে। প্রথমত, অভ্যন্তরীণ বাজারের বিস্তার ঘটিবে, এবং দ্বিতীয়ত, ভোগ্যপণ্য শিল্পগুলির প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির উৎপাদন বাড়িলে, পরে উহাদেরও উৎপাদন-ব্যয় কমিবে। ফলে পরবর্তীকালে ভোগ্যপণ্য শিল্পগুলির সম্প্রসারণও দ্রুততর হইবে। সামগ্রিক ভাবে ইহাতে অর্থনীতির একটি শক্ত সমর্থ পুঁজিভিত্তি[43] সৃষ্টি হইবে এবং তাহা পরবর্তী দ্রুততর অর্থনীতিক উন্নয়নের গতিবেগ ধারণে সক্ষম হইবে। ফলে কিছুকাল পরে[44] ভোগ্যপণ্য শিল্পগুলির উন্নয়ন হারও বাড়িয়া ভারীশিল্পের সমপর্যায়ে পরিণত হইবে এবং তাহার পর হইতে সমগ্র অর্থনীতিতে ভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন সম্ভব হইবে। ইহার অর্থ এই যে, এখন অভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন ঘটিলেও, উহার দরুন নির্দিষ্ট কাল পরে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন হারের সমতা প্রতিষ্ঠিত হইবে, উন্নয়নের সামগ্রিক হার, আয়, এবং সঞ্চয় হার, সকলই বাড়িবে। সুতরাং, ভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনার দ্বারা যাহা সম্ভব তাহার তুলনায় অভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনার অসাধারণ কৌশলের দ্বারা, অনেক অল্প সময়ের মধ্যে আমরা অনেক বেশি সামগ্রিক ভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন হার লাভে সমর্থ হইব। ভারতের দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই পদ্ধতিই অনুসৃত হইয়াছিল, এবং সোভিয়েত রাশিয়াই প্রথম এইরূপ উন্নয়ন কৌশলের সফল প্রয়োগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিল।

এই পদ্ধতির অবশ্য একটি বিপদ আছে যে, ইহাতে ভারী শিল্পগুলিতে অধিকতর বিনিয়োগে যে আর্থিক আয় সৃষ্টি হইয়া কার্যকর চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি করিবে, ভোগ্যপণ্য শিল্পগুলিতে স্বল্পতর বিনিয়োগের দরুন, ভোগ্যপণ্যের স্বল্পতর উৎপাদন বৃদ্ধি ঐ বর্ধিত কার্যকর চাহিদা তৃপ্ত করিতে সক্ষম হইবে না বলিয়া দেশে মুদ্রাস্ফীতির চাপ সৃষ্টি হইতে পারে। সেজন্য, অবশ্য একদিকে অধিক মুদ্রাস্ফীতিকাতর ভোগ্যপণ্য শিল্পগুলিতে অলস উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া ও যন্ত্রপাতির পরিপূর্ণ ব্যবহার দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ ভোগ্যপণ্যগুলির উৎপাদন সর্বাধিক সম্ভব বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে, এবং অপর দিকে, কঠোরভাবে আর্থিক ও ফিস্‌ক্যাল অস্ত্রগুলি ব্যবহার করিয়া মুদ্রাস্ফীতির চাপ সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। এইভাবে দেশে ভোগের পরিমাণ সীমাবদ্ধ রাখিয়া, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির দরুন যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হইবে তাহা দ্বারা পুঁজিদ্রব্য শিল্পগুলির দ্রুত বিকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অবশ্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সর্বাত্মক শক্তির পক্ষে ইহা যত কার্যকরভাবে সম্ভব, গণতান্ত্রিক ও মিশ্র ধনতন্ত্রী ভারতে, (বেসরকারী উদ্যোগের অস্তিত্ব মানিয়া লইবার দরুন) উহা তত কার্যকর হইবে না, ফলে ইহা অধিকতর সময়সাপেক্ষ হইবে। তবে ভারতের দুইটি অতিরিক্ত সুবিধা আছে। প্রথমত, দেশে স্বর্ণ ও রৌপ্যের যে মোট ৫০০০ কোটি টাকার উপর গোপন সঞ্চয় বর্তমান (১৯৫৭-৫৮ সালের দাম অনুসারে) তাহা যেমন দেশের সঞ্চিত একটি উদ্বৃত্তের দৃষ্টান্ত, তেমনি অপর উদ্বৃত্তটি হইতেছে দেশের অব্যবহৃত ও

42. Extraordinary technique. 43. Capital base.
44. After a time lag.

অপব্যবহৃত বিপুল শ্রমশক্তি। ইহাদের যথাযথ ব্যবহারে উন্নয়ন হার যথেষ্ট বাড়ান সম্ভব এবং তাহাতে সক্ষম হইলে তদনুপাতে, উন্নয়ন কালে ভোগ সংকোচনের দরুন মানুষের কষ্টও লাঘব হইতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা পদ্ধতি : নির্দেশাত্মক পরিকল্পনা
SOCIALIST PLANNING : PLANNING BY DIRECTION

১. সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কাল হইতে পরিকল্পিত উন্নয়নের যে কৌশল অবলম্বন করা হয় তাহা 'অভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন' পরিকল্পনার কৌশল। প্রথম পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের ৮৬% ভারী শিল্পগুলিতে এবং ১৪% ভোগ্যপণ্য শিল্পগুলিতে বিনিয়োগ করিয়া ক্রমে পরিকল্পনা কালে ভারী শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ আরও বাড়ন হয় এবং এই ভাবে সর্বাধিকসম্ভব গতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন লাভ করা হয়। ইহাতে সে সময় ভোগ্যপণ্য শিল্পের সম্প্রসারণ স্বভাবতঃই কম হয় এবং ভোগ্য-পণ্যের অভাবে দেশবাসীকে সবিশেষ পরিমাণে ভোগদমন করিয়া চলিতে হওয়ায় জীবনযাত্রার মানের উপর চাপ পড়ে। স্বভাবতঃই ভারতের বর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোতে সম্পূর্ণভাবে সোভিয়েত পরিকল্পনা পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব না হইলেও, মূল কৌশলটির উপযোগিতা সম্পর্কে সন্দেহ নাই।

সোভিয়েত রাশিয়ায় ঐ পরিকল্পনা কৌশলের ফলাফলও লক্ষ্যণীয়। ১৯১৩ সালের তুলনায় ১৯৫০ সালে (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহ ক্ষতির পরেও) ইস্পাতের উৎপাদন ৫৪৯%, খনিজ তৈলের উৎপাদন ৩২০% এবং কয়লার উৎপাদন ৭৯৯% বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তুলনায়, ভোগ্যপণ্য শিল্পগুলিতে সুতী বস্ত্রের উৎপাদন ৭৫%, পশম বস্ত্রের উৎপাদন ৭৯% এবং খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৫৬% বাড়িয়াছিল। সুতরাং মূলগত কৌশলরূপে সোভিয়েত রাশিয়া যে ভোগের স্তর নিচে রাখিয়া অভারসাম্যবিশিষ্ট পরি-কল্পনার দ্বারা পুঁজিদ্রব্য শিল্পের সম্প্রসারণ মারফত সর্বাপেক্ষা কম সময়ের মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণে অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

২. কৌশল নির্ধারণের পরবর্তী সমস্যা হইতেছে বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে উপকরণাদি বিলিবন্টনের সমস্যা। সোভিয়েত পরিকল্পনায় যে পদ্ধতিতে ইহা করা হয় তাহাকে 'ব্যালান্স শীট প্ল্যানিং'[45] বলা যায়। বিভিন্ন পর্যায়ক্রমে উপকরণসমূহের এই বিলি-বন্টনের কাজটি সম্পাদন করা হয়। প্রথমে ভারী শিল্প, ভোগ্যপণ্য শিল্প, সামরিক শিল্প ইত্যাদির মধ্যে মোট উপকরণের বিলিবন্টন ঘটে। তাহার পর ঐ সকল শিল্পগুলির অন্তর্গত বিভিন্ন শাখায় আবার বিলিবন্টনের উপবিভাগ চলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সোভিয়েত রাশিয়ায় কোন একটি শিল্প প্রকল্পে হাত দেওয়া হইবে কি না, তাহা দুইটি বিষয়ের বিবেচনার দ্বারা স্থির হয়। প্রথমত, উহার উৎপাদন খরচ সর্বনিম্ন হইবে কি না দ্বিতীয়ত, উহা বিলম্বে প্রাপ্তব্য উপকরণাদি ব্যবহারে সক্ষম কি না। এইরূপ আপেক্ষিক কার্যকারিতার মাপকাঠিতে (বিনিয়োগের মাপকাঠি) প্রকল্প বাছাই করা হইয়া থাকে।

৩. স্বভাবতঃই এরূপ অভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনা যথাযথভাবে প্রণয়ন ও রূপদানে কোন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সংস্থা এবং উহার এবিষয়ে সর্বময় কর্তৃত্ব যেমন প্রয়োজন তেমনি রাষ্ট্রের পক্ষ হইতেও পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য ভোগ ও অন্যান্য নানারূপ কার্যাবলীর কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হয়। রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ এবিষয়ে যথেষ্ট সহায়ক শক্তিরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। এবং এই কারণেই মিশ্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সোভিয়েত ধরনের পরিকল্পনা উপযোগী কি না সে বিষয়ে

45. Balance Sheet Planning.

সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। কারণ পরিকল্পনার নিম্নতর সংস্থা, সংশ্লিষ্ট শিল্প ও বিভাগ সমূহের কর্তা ব্যক্তি প্রভৃতিগণের সহিত পরামর্শ করা হইলেও প্রতি ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার থাকে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের উপর। এবং এইরূপ কেন্দ্রীভূত অর্থনীতিক পরিকল্পনা স্বভাবতঃই বিকেন্দ্রীত মিশ্রধনতন্ত্রী ব্যবস্থায় কার্যকর করিতে হইলে বেসরকারী উদ্যোগের স্বাধীনতা সবিশেষ ক্ষুণ্ণ করিতে হয়, নতুবা, বেসরকারী উদ্যোগের স্বাধীনতা বজায় রাখিতে গেলে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত পরিকল্পনার রূপায়ণে সাফল্যের সম্ভাবনা অনিশ্চিত হইয়া পড়ে।

ফরাসী পরিকল্পনা কৌশল : ভারসাম্য উন্নয়নের সুষম সহযোগিতামূলক পরিকল্পনা : ইঙ্গিতমূলক পরিকল্পনা
FRENCH PLANNING : HARMONIOUS CO-OPERATIVE PLANNING FOR BALANCED GROWTH : INDICATIVE PLANNING

অগ্রসর ধনতন্ত্রী দেশের পক্ষে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ অথবা সরকারী কড়াকড়ি নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে কিভাবে পরিকল্পিত পথে অর্থনীতিক উন্নয়ন ঘটিতে পারে, ফরাসী পরিকল্পনা কৌশল উহার দৃষ্টান্তস্বরূপ।

ফরাসী পরিকল্পনা কৌশলের মূল বৈশিষ্ট্য হইল,—(১) ইহাতে একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা দপ্তর আছে, কিন্তু উহার কর্মীসংখ্যা সীমাবদ্ধ এবং পরিকল্পনা প্রণয়নে উহার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নাই। (২) প্রথমে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা দপ্তর এবং অর্থ মন্ত্রিদপ্তরের অর্থনীতি শাখা মিলিত ভাবে একটি পরিকল্পনার খসড়া (সাধারণত ৪ বৎসরের) প্রস্তুত করে এবং তাহাতে আগামী পরিকল্পনায় লক্ষ্য হিসাবে একটি উন্নয়ন হারের[৪৬] উল্লেখ করা হয়। পরিকল্পনা দপ্তরের কর্মীরা ঐ উন্নয়ন হার অনুসারে মোট উৎপাদন এবং বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদনগুলি অনুসারে তখন প্রয়োজনীয় মোট বিনিয়োগ ব্যয়, সরকারী ব্যয় এবং বিদেশী লেনদেনের উদ্বৃত্তের দেনা পাওনার হিসাব প্রস্তুত করে। মোট সম্ভাব্য উৎপাদন হইতে এই ব্যয়গুলি বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহাই জনসাধারণের ভোগের (অর্থাৎ ভোগব্যয়ের) পরিমাণ বলিয়া গণ্য হয়। (৩) উহার পর তদনুযায়ী বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদন লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয় এবং এই সকল বিবিধ হিসাব সমন্বিত খসড়াটি তখন ২৫টি কমিশন, ও বহুসংখ্যক উপদেষ্টা সমিতিতে আলোচিত হয়। এই সকল উপদেষ্টা সমিতি বিভিন্ন শিল্পের মালিক, শ্রমিক প্রতিনিধি, ও কারিগরি ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ লইয়া গঠিত হয়। (৪) এই সকল আলোচনার পরে বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদন লক্ষ্যের পরিবর্তন তো বটেই, এমনকি প্রস্তাবিত উন্নয়ন হারের পরিবর্তন ঘটিতে পারে। উপদেষ্টা কমিটিগুলির প্রধান বিচার্য বিষয় থাকে যে, খসড়া পরিকল্পনায় উল্লিখিত উন্নয়ন হারটি কার্যত অভ্যন্তরীণ উপকরণাদির ভিত্তিতে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হইবে কি না। (৫) উহার পর বিবিধ পরামর্শাদি ও মন্তব্য সহ খসড়া পরিকল্পনাটি পরিকল্পনা দপ্তরে ফেরৎ পাঠান হয় এবং পরিকল্পনা দপ্তরের কর্মীরা তখন পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ দান করে। (৬) চূড়ান্ত পরিকল্পনা রচিত হইবার পর উহা রূপায়ণের জন্য কোন সরকারী প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের সাহায্য না লইয়া পরোক্ষভাবে সরকারী আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য প্রদানের মারফত পরিকল্পনানুযায়ী লক্ষ্য লাভে সহযোগী শিল্পগুলিকে উৎসাহিত করা হয়। আর যে সকল শিল্প বা প্রতিষ্ঠান পরিকল্পনার সহিত সহযোগিতায় ইচ্ছুক নহে, উহারা সে সকল রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হয়। সুতরাং ফরাসী পরিকল্পনা সরাসরি রুশ-পরিকল্পনার মত বাধ্যতামূলক নহে। বরং ইহা রূপায়ণের জন্য বিভিন্ন বেসরকারী শিল্প ও প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। এজন্য ইহাকে সহযোগিতামূলক সুষম উন্নয়ন পরিকল্পনা বলা হইয়াছে।

46. Growth rate.

ফরাসী পরিকল্পনার সপক্ষে ইহা দাবি করা হয় যে, ইহাতে সরকার উপর হইতে কর্তৃত্ব জারি না করিয়া শিল্পগুলির সহযোগিতার ভিত্তিতে পরিকল্পনা রূপায়ণের চেষ্টা করে বলিয়া, বাস্তবে উন্নয়ন হারটি অধিক হইতে পারে। কারণ মালিক শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট সকলের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করায় পরিকল্পনা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের আগ্রহ বাড়ে এবং তাহা কর্মোদ্যম সৃষ্টিতে সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত, দেশের সীমাবদ্ধ উপকরণগুলির অধিকতর সন্তোষজনক ব্যবহার ঘটে বলিয়াও দাবি করা হয়। কারণ, সকলের সহযোগিতা ও পরামর্শ অনুসারে লক্ষ্যগুলি স্থির হওয়ায় শিল্পগুলির প্রয়োজনীয় উপকরণের বিলিবণ্টন যথাযথভাবে ঘটিতে পারে। ইহার ফলে উন্নয়ন বেগ বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং তাহা আরও সুশৃঙ্খলজনক হইতে পারে।

তবে ইহার অসুবিধাও আছে। ইহাতে পরিকল্পনার পশ্চাতে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন থাকিলেও, সংখ্যালঘিষ্ঠের সমালোচনা ও সন্দেহ অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে এবং সে কারণে উহাদের সহযোগিতা হইতে পরিকল্পনার রূপায়ণ বঞ্চিত হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, ইহা স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে, যেখানে অভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়নের প্রতি প্রবল সমর্থন রহিয়াছে, উপযুক্ত কি না, সে বিষয়েও বিলক্ষণ সন্দেহ রহিয়াছে। তৃতীয়ত, অধ্যাপক উইলসন[৬৭] প্রমুখ কাহারও কাহারও ধারণা যে, ফরাসী পরিকল্পনা উহার সাফল্যের জন্য শিল্পে কার্টেল জাতীয় একচেটিয়া কারবারগুলির উপর নির্ভরশীল যদি নাও হয়, তাহা হইলেও, উহা বিশেষভাবেই কার্টেল গঠনে উৎসাহ দানের কারণ হইতে পারে। চতুর্থত, ইহাতে যে সরকারী নিয়ন্ত্রণ একেবারেই নাই তাহা নহে, উহা বিলক্ষণ বর্তমান। তবে, উহা প্রত্যক্ষ ও দৃষ্টিগোচর নহে।